

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

পঞ্চ-উপাসক, গুরু-শিষ্য, পুরোহিত-যজমানের
জ্ঞান-রত্নাকর

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম প্রবাহ হইতে ষষ্ঠ প্রবাহ

সাম, ঋক্, যজুঃ ত্রিবেদ, উপনিষদ,
শ্রুতি, পুরাণ ও সর্বতন্ত্র হইতে
সঙ্কলিত

দেশপূজ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর
আমুকুল্যে ও পরিদর্শনে
প্রচারিত

বর্ধমানিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে
প্রতিষ্ঠাকরে

সং-সাহিত্য প্রচার-ত্রুত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

সংবদ্ধিত, সংশোধিত, সুসংস্কৃত.
শ্রদ্ধিপত্রযুক্ত নিভূর্জ
দ্বিতীয় সংস্করণ

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
(বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ)
১৬৬, বিপিন বিহারী গান্ধী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ভট্টপন্নানিবাসী অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক
পণ্ডিত শ্রীমদ্যোগোপাল পঞ্চতীর্থ সংস্কৃত
পণ্ডিতবর শ্রীকালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানসংশোধিত

মূল্য— ১৫.০০ টাকা

১৩১৭ সালে প্রথম সংস্করণ—১০,০০০ দশ সহস্র
১৩৩৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ—৫,০০০ পঞ্চ সহস্র

শ্রীমদ্যোগোপাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হস্তে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন



শ্রীমদ্ভগবৎকৃপায় ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি দ্বিতীয় খণ্ড এত দিনে প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড ১৩৩১ সালের জন্মাষ্টমীর দিন প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৩ সালের শুভ ১লা বৈশাখে প্রকাশিত হইল। এই দেড় বৎসর-ধিককাল অনন্তকথা ও অনন্তচিন্তা হইয়া, কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া, বসুমতীর পণ্ডিতমণ্ডলী এই মহাগ্রন্থের সংস্কার, সম্বর্ধন, সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত-পরিশ্রম কবিয়াছেন, তাহার সবিস্তার বর্ণনার সাধ্য আমার নাই। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির বাতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এ কার্যে ব্রতী হইলে, বোধ হয়, বাক্যস্বাক্ষার দিগন্ত প্রকম্পিত হইত, লাট-কাউন্সিল হইতে সাহিত্য-পরিষদ, ব্রাহ্মণসভা পর্য্যন্ত সমস্ত সভাসমিতি এ আন্দোলনের তবজ্বাঘাতে উৎসাহ-মুখর হইয়া উঠিত, সংবাদপত্রে আবেদন-নিবেদনের ভাষা খুঁজিবার জন্য হিমারণ্য পর্য্যন্ত দৌড়িতে হইত। সে ওজস্বিনী ভাষার প্রভাবে হিন্দুসমাজ-রূপ বিরাট্ হিমালয়ের মস্তক 'গবনমিত' করিয়া ককণার হিমধারা প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হইলেও আন্দোলনের ঝঙ্কাঘাত বিপর্য্যস্ত করিয়া এ সংস্কারকার্য্য কতটা অগ্রসর হইতে পারিত, এ বিষয়ে আমাদের বখেটে সন্দেহ আছে।

হিন্দুসভা, শুদ্ধি-আন্দোলন, অম্পৃশ্যতাবর্জন, সর্বজাতি-সমন্বয় প্রভৃতি নানাভাবে হিন্দুধর্ম-সংস্কার-প্রচেষ্টার আন্দোলনের অভাব নাই; কিন্তু হিন্দু-ধর্মের প্রাণসর্গস্ব ক্রিয়াকাণ্ড-অনুষ্ঠান যে ভ্রমের পর ভ্রমের স্তূপে সমাক্ষয় হইয়া লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজরূপ বিরাট্ সোপের যে ভিত্তিমূল জলপ্রপাতে ক্রমাগত শিথিল হইতেছে, সাধারণের ধর্মবিশ্বাস—ক্রিয়া অনুষ্ঠানে আস্থা—দেব-ভক্তি—ব্রাহ্মণ-শ্রদ্ধা যে দিন দিন কমিতেছে, বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ, ব্রতনিয়ম যে বিশ্বতির কালগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে, অদূর-ভবিষ্যতে যে এ সকল অনুষ্ঠান ক্রমে কীটদষ্ট পুথিঘাত হইয়া বন্য়ীক-রূপে পরিণত হইবে, এ সম্ভাবনাও বিচিত্র নহে। বাঙ্গালীর অর্থাতাব - পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহনীর প্রভাব এ সকল অনুষ্ঠান-লোপের অন্ততম কারণ হইলেও প্রধানতম কারণ—

অন্তর্যম্বে প্রকাশীন অমৃতান বারবার পণ্ড হইতে দেখিয়া ধর্মসংস্কারের মূলে সার্বজনীন অবিশ্বাস আসিয়াছে বা আসিতেছে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই হিন্দুধর্মের এই অতীব দুদিনে অল্প দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সংসাহিত্য-প্রচারব্রত পূজনীয় পিতৃদেব বসুমতীর পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহায়তায় হিন্দু ক্রিয়াকাণ্ড-অমৃতানসংস্কারে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নীরব সাধনার স্মরণ এই ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি। তাঁহারই নির্দেশ ও ভাবে অমৃতপ্রাণিত হইয়া, প্রাচীন পুরোহিতগণের স্বহস্তলিখিত কীট-জর্জরিত পুথি এবং ত্রিবেদ, ঋতি, পুরাণ, তন্ত্র, অভিধান, উপনিষদরাশি আলোড়িত করিয়া, হিন্দুধর্মের বিরাট কীর্তিস্তম্বরূপ এই মহাগ্রন্থ দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রাণপাত সাধনার ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর আত্মনিয়োগে অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে যতদূর সম্ভব সুসংস্কৃত, চতুর্গুণ পরিবর্দ্ধিত ও নিভুল হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর ধর্মনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ সুধীবৃন্দের নিকট হইতে বেক্রপ রাশি রাশি আশীর্বাদ ও উৎসাহপত্র পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, আমাদের শ্রম, সাধনা, অধ্যবসায়, অজস্র ব্যয় সার্থক হইয়াছে—ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি ঘরে ঘরে সমাদৃত হইয়াছে। স্পর্কার কথা নহে—অতি সত্যকথা, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কোন দিনই রক্তরাশির উপাসনার জন্য বণিক্‌প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সুলভ সদৃশ প্রচার করে নাই। লাভের আশা রাখিলে ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির সংস্কার ও প্রকাশ কোনক্রমেই সম্ভব হইত না।

প্রথম খণ্ড ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিতে দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ-প্রকরণ সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই—এজন্য অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ গ্রাহকের অনুরোধপত্র পাইয়াছি, কিন্তু হিন্দুর শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন সংস্কারে আজও ধর্মোমূঠানব্যাপার অক্ষুন্ন আছে। সে সকল অমৃতান বাহাতে যথাযথভাবে নিভুল মন্ত্রে অমৃষ্টিত হয়, এজন্য প্রামাণ্য-যুক্তিসহ করিয়া এই দুই প্রকরণ অতি বিশদ ও নিভুলভাবে দিবার জন্য বিশেষ সংগ্রহে ও বিচারে আমাদের পণ্ডিত-মণ্ডলী নিয়োজিত ছিলেন এবং এজন্য অনেক প্রাচীন ক্রিয়াবান্ সুপণ্ডিতের নিকটে সন্দেহনিরাকরণ ও বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর-সমস্তার সমাধান করিতে হইয়াছে; এই অবশ্যজ্ঞাবী বিলম্বের জন্য আমরা প্রথম খণ্ডে এই সর্বজনপ্রয়োজনীয় অমৃতান সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, প্রতিষ্ঠার বৈদিক মন্ত্রগুলি বিশেষভাবে বেদের সহিত মিলাইয়া দিতে হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড ক্রিয়াকাণ্ড-বারিবিতে নয়টি প্রকরণে—দীক্ষা, নিত্যকৃত্য, সর্ব-দেবদেবী-পূজা, ব্রত, যাত্রা, ধ্যান, ত্রাস, আসন-মুদ্রা, স্তবকবচ প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে সাতটি প্রকরণে—দশবিধসংস্কার, শ্রাদ্ধ, তীর্থ-কৃত্য, প্রতিষ্ঠা, শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন, বিবিধ কৰ্মমালা, নৈমিত্তিক-প্রকরণ সন্নিবেশিত হইল। হিন্দুশাস্ত্ররত্নাকরে এখনও অনুষ্ঠানরত্নরাশির অভাব নাই—আমাদের বাসনা, সমস্ত আৰ্য-জ্ঞানরত্নমালা সংকলন করিয়া—একত্রে গ্রথিত করিয়া স্বধর্মনিষ্ঠ সুধীবৃন্দকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু পুণ্ড্র-বিস্তারের ভয়ে, ক্রেতৃগণের ব্যয়াদিক্যের আশঙ্কায় সার্বজনীন সুবিধার জন্য আৰ্যজ্ঞান-গোমুখী-নিঃসৃত এই জ্ঞানগন্ধা ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিকে ত্রিধারায় বিভক্ত করিতে হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হিন্দু-গৃহস্থমাত্রেয়ই অশেষ কল্যাণকর মাসুলিক অনুষ্ঠাননিচয়ে তবঙ্গারিত। তৃতীয় খণ্ড বিশেষভাবে গুরু-পুরোহিত মহাশয়গণের জন্য যজমানাহিতকর ক্রিয়া-ব্যবস্থা-পাঠাদি সমন্বয়ে প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় খণ্ডের প্রথমেই শ্রীভবদেব, পশুপতি, কালেশী, বাসুদেব সংকলিত পরিণোদিত দশবিধসংস্কার-প্রকরণ অতি যত্নে নির্ভুলভাবে ও পাঠান্তর ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রকরণে—নিত্যপাঠ্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, রুদ্রচণ্ডী, শ্রাদ্ধে পঠিতব্য বিরাট প্রভৃতি পাঠসমন্বয়। তৃতীয় প্রকরণে—শ্রাদ্ধবিবেক, উদাহতত্ত্ব, ন কাণ্ডতথ্য। চতুর্থ—প্রকরণে ব্যবস্থা—প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, সংহিতাবাণি আলোড়ন পূর্বক অতি প্রামাণ্য বিচারসহভাবে সমস্তাসমাধান করিয়া প্রকাশিত হইবে। পঞ্চম প্রকরণে—প্রারম্ভিকবিবেক, শুদ্ধিপ্রক্রিয়া প্রভৃতি সর্বজনপ্রয়োজনীয় নানা জ্ঞানময় বিষয় আলোচিত ও মীমাংসাবাণিসমন্বিত হইবে। ষষ্ঠ প্রকরণে—মাহাত্ম্যাতত্ত্ব—তীর্থমাহাত্ম্য, শাস্ত্রমাহাত্ম্য, অনুষ্ঠানমাহাত্ম্য কীর্তিত হইবে। সপ্তমে—হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোকরহস্য, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, মোক্ষ ও জন্ম, কর্মফল, ধর্মগতসংস্কারের নানাশাস্ত্র-উদ্ধৃত আখ্য ঋষি ও যুগাবতারগণের শ্রীমুখনিঃসৃত নিত্য-সত্য দিব্যজ্ঞানরাশি সংকলিত হইবে। অষ্টম প্রকরণে—হিন্দুশাস্ত্রের বিবিধ মহাগ্রন্থের সারাৎসার সংকলিত হইবে। আরও বহুবিধ জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপরাশি সংশোধন করিয়া দিবার বাসনা আছে, তবে সাধ্য ও সামর্থ্য কত দূর সম্ভব হইবে, তাহা এখন নির্ণয় করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি সম্ভব হয়, তবে হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান—

হিন্দুধর্ম বর্ণিতেন যে কিছু—মাহাত্ম্য কিছু সুখানন্দ,

তাহারই অভূতপূর্ব সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড-বান্ধিখিঁটে
পাইবেন, এমন আশা করিতেছি।

এই পুণ্যভূমি ভারতেই এক দিন ভগবান্ স্বয়ং অস্ত্রধারণ না করিয়াও ধর্ম-
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বুদ্ধরূপে হিংসাবৃত্তি নাশ করিয়া অহিংসামত প্রচার
করিয়াছেন—ভণ্ড:কাপালিকগণের অনাচার চূর্ণ করিয়া, শঙ্কররূপে বেদান্তের
ব্যাখ্যা করিয়া নির্দোষমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন—আবার প্রেমোন্মাদভাবে
বিহ্বল শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তির মনাকিনীপ্রবাহে জ্ঞানের শুষ্ক মরুভূমি প্রাবিত
করিয়াছেন—পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহন-মাদকতায় অন্ধ উপাসকগণকে স্বধর্মের
পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজের নিবন্ধর সাক্ষিয়া শ্রীরাঘবকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
এ সেই দেশ—যে দেশে যুগে যুগে বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, শঙ্কর, পরাশর,
গৌতম, ষাঙ্কবক্য, জৈমিনি, পতঞ্জলি, কণাদ, কপিলা অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ
সেই দেশ—যে দেশের হিন্দুসমাজ মনুর শাসনে চিবস্বাধীন, শত পবাবীনতার
নিগড়ও যে দেশে ব্যক্তিগত ধর্মস্বাধীনতা—আত্মসাধনার দ্বারা মোক্ষ-
লাভকে কোন দিনই ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। এ সেই দেশ—যে দেশে
রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা ভাস্করের দিব্যজ্যোতির মত চিবদেদীপ্যমান—
জ্যোতির্ময়। আত্মমুক্তি—আত্মসংস্কার—সমাজ-অনুশাসন-পদ্ধতি—আত্ম ধর্ম-
মতগঠনের জন্য যে দেশে ধর্মবক্তৃতা শুনিয়া জীবনগঠন বা সুসজ্জিত বেশে
গীর্জায় গিয়া উপাসনা-বক্তৃতা শুনিয়া ধর্ম-নীতিশিক্ষার প্রয়োজন নাই। এ সেই
দেশ—যে দেশে যুগের পর যুগ ধরিয়া ঋষি-মনীষিগণের চিন্তার দ্বারা বেদ,
বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার,
সাহিত্যরূপে জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র—সর্বস্তরে সুবিরাজিত—অবিনশ্বর—জগতের
সাহিত্যভাণ্ডারেব অমূল্য অতুল্য সম্পদ। এ সেই দেশ—যে দেশ ঋষি-ব্রাহ্মণ-
গণের ত্যাগপ্রভাবে সম্পদেব মাদকতা—কাকন-কৌলীন্তের গর্ব-অহঙ্কার
আজও ত্যাগীর চরণপ্রান্তে অবনতমস্তকে নুত্তিত—সেই দেশের বৈদিক ক্রিয়া-
কাণ্ড অমুষ্ঠান অশুদ্ধমন্ত্রে লুপ্ত হইতে দেখিলে, অশেষমঙ্গলপ্রদ, ঋষি-অমুষ্টিত
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইতে দেখিলে, আজ কাহার প্রাণ না
মৃত্যুবরণের অস্থির হয়?

মৃত্যু কি কেবল নবর দেহ-ত্যাগ? সে ত চিরন্তন, অবশ্যজ্ঞাবী
—কর্মাবসানে মৃত্যু ত হিন্দুর কাম্য। আর এ যে জীবমৃত্যু;
নিজের বাহ্য কিছু মঞ্চল—যে পারমার্থিক সম্পদ লাভ করিবার জন্য

রোগ-শোক-দুঃখ-নৈরাশ্যের লীলাভূমি জগতে জন্মজনিত অশেষ ক্লেশ সহ করা, সেই অমূল্য সম্পদই যদি লাভ না হইল—কণিকামুখের মরীচিকার সন্ধানেই আমার জীবন বৃথাই নষ্ট হইল, জ্ঞানলাভ দূরের কথা, অর্থের মোহেই জীবনের অবসান হইল—পূর্ব-মহাপুরুষগণের সাধনার সম্পদরাশি যদি সঞ্চয়ের অভাবে লুপ্ত হইল—তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানে—দেব-দ্বিজভক্তিতে পরাভুত হইয়া—প্রতীকের পূজা না বুঝিয়া পৌত্তলিকতা চূর্ণ করিবার জন্য বন্ধপরিবর্তন হইলাম, তবে জীবনমৃত্যুর আর বাকী রহিল কি ? ধর্ম্মানুশীলন—ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান হিন্দুর ভাস্তি নহে—অনন্তসাধারণ সাধনার চরম ও পরম সিদ্ধি—হিন্দুগৌরবের অবিদ্যমান অবদান—জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চার অলৌকিক নিদর্শন। এ কথা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াই ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির যথাযথ সংস্কারে ও নিভুলরূপে প্রচারে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলাম ; শ্রম, যত্ন, অর্থব্যয়, অধ্যবসায় কোন দিকেই চেষ্টা, ক্রটি, কুষ্ঠা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। সাধনায় যদি সিদ্ধি থাকে—সৎ-অর্থব্যয়ের যদি সার্থকতা থাকে—সৎসঙ্কল্পে যদি শ্রীভগবানের কৃপালাভ সম্ভব হয়, তবে এ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি বথার্থই নিভুল ও প্রামাণ্য হইয়াছে।

এক্ষণে হিন্দুমাত্রেরই নিকট আমাদের সম্রাট নিবেদন—সনির্বন্ধ অমূল্য-রোধ, পুরোহিতমহাশয়গণ যাহাতে দয়া করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিদৃষ্টে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন, সে বিষয়ে যেন অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি ব্যতীত অন্য ভ্রমপূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি বা প্রেস-পণ্ডিত-সঙ্কলিত বটতলার ভুলবাহারের বাহাদুরীমণ্ডিত গ্রন্থ দেখিয়া ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করিলে তাহা অশুদ্ধমত্রে পণ্ড হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক। পূজো-পকরণের সহিত এই মহাগ্রন্থ পূজাস্থানে সংরক্ষিত করা প্রত্যেক ক্রিয়ানীল গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। বসুমতীর সদৃশ সুলভ প্রচারের প্রতি যাহারা অন্ধাধিত—চির-উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক, গ্রন্থবিক্রয়ের জন্য আমরা এ কথা বলিতেছি, এমন কথা তাঁহারা কদাচ মনে করিবেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে ; তাহা না হইলে এত সূক্ষ্ম করিয়া এ কথা বলিতে কখনই সাহস পাইতাম না।

গুরু-পুরোহিত মহাশয়গণের নিকটও আমাদের করযোড়ে নিবেদন—হস্তলিখিত পুঁথি ব্যতীত মুদ্রিত গ্রন্থ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি দেখিয়া ক্রিয়াকলাপ

করাইলে বা যন্ত্র ব্যতীত অনুষ্ঠানপদ্ধতিগুলি সংস্কৃত স্থলে বাঙ্গালার করিতে বলিলে—তাঁহাদের প্রতি যজমানগণ শ্রদ্ধাহীন হইবেন, এমন আশঙ্কা তাঁহারা দয়া করিয়া না করিলেই বাধিত হইব, এবং এই গ্রন্থপ্রচারও সার্থক হইবে। এককালে সংস্কৃত এ দেশের ভাষা ছিল—এখন সংস্কৃত দেবভাষা হইলেও অনেকেই—বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম ধাঁহারা আজও বজায় রাখিয়াছেন, সেই মহিলাগণের সংস্কৃত-পদ্ধতি সব সময় বোধগম্য হয় না—আবার বিজ্ঞান-যুক্তিবাদী ইংরাজীশিক্ষিত অনেকেই না বুঝিয়া কোন কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন না অথচ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বাঙ্গালার বলিলে কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয় না—এ অবস্থায় যন্ত্র ব্যতীত অনুষ্ঠানপদ্ধতিগুলি বাঙ্গালার বলিতে বা বুঝাইতে পুরোহিতমহাশয়গণের কুণ্ঠিত হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখি না। অধিকাংশ হস্তলিখিত পুথি বা বটতলাব ভ্রমপূর্ণ ছাপাগ্রন্থ অপেক্ষা ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি যে শতমহত্বগুণে নিভুল ও প্রামাণ্য, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বসুমতীর পণ্ডিত-মণ্ডলী এই মহাগ্রন্থ সম্পাদন, সংস্কর্ষণ ও সংস্কারেব জন্য যে বিপুল পরিশ্রম—যত্ন করিয়াছেন, তাহা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। বিশেষতঃ ভট্টপল্লী-নিবাসী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাসম্মল, আচারনিষ্ঠ, ক্রিয়ানিপুণ, প্রতিভাবান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ভাট্ট-দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ, ব্যাকরণতীর্থমহাশয় যে ভাবে এই সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন,—লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ পণ্ডিত তাত্ত্বিক-সাধক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিজয়ারত্নমহাশয় যে ভাবে এ কার্যে দৃঢ়ব্রতী হইয়াছেন—বহু-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রকাশে চিরযত্নশীল উৎসাহ-দাতা বসুমতীর প্রবীণ প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ নিভুলভাবে মুদ্রণের জন্য বেকরূপ প্রাণপাত আত্মসম্মীকার করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত ধন্যবাদ দিবার জন্য সভার আহ্বান করিতে হয়। বর্তমান যুগে কোন সামান্ত হিতকর অনুষ্ঠানের সূচনার বা কার্য্য একটু অগ্রসর হইলেই অগ্রণীগণ বাহ্যিক প্রবাহে—অভিনন্দন—অভিবাদন—অভিভাষণ—রাজ-টীকা—জরমান্য—ভোজসভার প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কার্য্যপ্রয়াস প্রশমিত করিয়া যশস্বী হইতে বস্তুবান্ হন। এই ‘ভাই হাততালির’ যুগে ইঁহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ইংরাজী কার্যদায় ধন্যবাদ দিয়া কর্তব্যের অবসান না করিয়া তাঁহাদের এই ব্রাহ্মগোচিত কার্য্যের জন্য আমার প্রণাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অনেক কথাই বলিয়াছি। আবার এবার অনেক অবাস্তরপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আপনাদের বিরক্ত করিলাম— বাহুল্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আশীর্বাদ ককন, বক্তৃতার ব্যঙ্গাবাতে বিপর্যস্ত না হইয়া—হাততালির অন্তরালে আমাদের নীরব সাধনা যেন সফল হয়। সেই ঋষিবাক্য যেন জীবনের মর্মে মর্মে চিরদিন ধ্বনিত হয়—

‘অভিমানঃ সুরাপানঃ
গৌরবং ঘোররোরবম্।
প্রতিষ্ঠাঃ শৌকরীঃ বিষ্ঠাঃ
ত্রীণি ত্যক্তা জয়ী ভবেৎ ॥’

কর্মের গৌরব চাহি না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বসুমতীর দ্বারা যদি ক্রিয়াকাণ্ডের কোন কিছু সঙ্কলন সংস্কার সম্ভব হইয়া থাকে, তবে সে সেই অনন্ত-শক্তির আধারের কণামাত্র অনুপ্রেরণা—‘তয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।’

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
শুভ ১লা বৈশাখ, সন ১৩৩৩ }

বিনয়ানন্দ—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আশীর্ষচন ও উৎসাহপত্র ।

(নিজমুখে গ্রন্থগৌরব করিতে চাহি না—ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির
প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর মনোষী পণ্ডিত-মণ্ডলী একবাক্যে যে
আশীর্বাদ ও উৎসাহপত্র দিয়াছেন, তাহা এতৎসহ
মুদ্রিত ও গ্রথিত করিয়া দিলাম)

স্বর্গীয় বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও তদীয়
কুতিনান্ পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি
নামক সংগ্রহ পুস্তকখানা আমি দেখিয়াছি এবং ইহার বিষয়-সম্বিবেশের
গুরুত্ব ও প্রণালী দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াছি। হিন্দুধর্মাবলম্বী যজমান ও পুরো-
হিত উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে
সম্বিবেশিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, এ পুস্তকে ভুল-ত্রাস্তির সম্ভাবনা
খুব কমই আছে। পুস্তকের মধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বৃত্তি সম্বিবেশিত হওয়ায়
সংস্কৃত ভাষায় অপটু লোকদিগের পক্ষে এ পুস্তক বিশেষ উপকারী হইবে,
এবং অনেক ছলভ বিষয়ের সম্বিবেশ থাকায় পণ্ডিতগণের নিকটও ইহা
উপেক্ষণীয় হইবে না। আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ কবি, এই পুস্তক
সর্বত্র সমাদৃত হইয়া সংকলনিতা ও প্রকাশকের যশোবৃদ্ধি করুক। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

শ্রীমৎস্ব শ্রীদীর্ঘজীব্যে—

পনমন্তানীর্বাদপূর্বকং বিজ্ঞাপনমিদম্

প্রিয় সতীশচন্দ্র !

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম,
কাগজ, বাঁধাই ও মুদ্রাক্ষর বড়ই সুন্দর হইয়াছে—এত সুলভ মূল্যে এত বৃহৎ-
গ্রন্থ প্রচার এক অভাবনীয় ব্যাপার বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না—একাধারে

শিষ্য, বজ্রমান, পুরোহিত ও গুরুর সমানভাবে উপযোগী, সপ্রমাণ ও সুবিশুদ্ধ—
এরূপ বৃহৎ ধর্মগ্রন্থ বাঙ্গালার আর একখানি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না,—
আশা করি. প্রত্যেক আন্তিক বাঙ্গালীর গৃহে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে, ক্রিয়া-
কাণ্ড-বারিধির এমন সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া তুমি বাঙ্গালী
হিন্দু-সমাজেব বিশেষ উপকাবসাধন করিয়াছ। আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী
হইয়া এইভাবে দেশেব ও সমাজের সেবা দ্বারা কৃতকৃত্য ও বশস্বী হও। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বসুমতা-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ‘ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি’ (প্রথম খণ্ড)
প্রকাণ্ড গ্রন্থ। সমগ্র পাঠ করিয়া মতামত প্রকাশ করা এ বৃদ্ধেব পক্ষে
সম্প্রতি অসম্ভব। তবে, আমি যে যে অংশ দেখিলাম, তাহাতে তপ্তি লাভ
করিয়াছি। স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়সংস্করণ
ভূমিকায় যে ধর্মাসুত্রাগিতার পরিচয় পাইলাম, তাহাতে আশা হইয়াছে
যে, তাহার প্রচারিত এই গ্রন্থে বজ্রমান এবং পুরোহিত উভয়েরই
ধর্মকার্যে বিশেষ সহায়তলাভ হইবে। যে সকল প্রকরণ সন্নিবেশিত
হইয়াছে, তাহা কর্মীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে যে সকল ব্যবস্থা
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সর্বত্র প্রদত্ত হয় নাই, আশা করি,
তৃতীয় সংস্করণে এ ক্রটিও থাকিবে না। ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির সমাদর কণ্ঠ-
নিষ্ঠ সমাজে যে বিশেষরূপে হইবে, ইহা আমার বেশ মনে হয়। আশী-
র্বাদ কবি, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির অপরা-
পর খণ্ড প্রচার দ্বারা ‘বারিধি’ নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

সাহিত্য-প্রচার-ত্রুত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত “ক্রিয়াকাণ্ড-
বারিধি” নামক পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। এই পুস্তকের অনেকাংশ
পাঠ করিয়া দেখিলাম, কোন অংশে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইল না।
ইহা শাস্ত্রাসুসারেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোন অংশেই শাস্ত্রবিধি অতি-
ক্রান্ত হয় নাই। এই পুস্তকে বহুতর ক্রিয়াকাণ্ড-বিবরণ সন্নিবেশিত হওয়ার

ইহার “বারিধি” নামটি অর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। এই পুস্তকের দ্বারা দেশের অশেষ উপকার সাধিত হইবে, এই পুস্তকানুসারে ধর্মকার্য অমুষ্ঠিত হইলে সে কার্য নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। ইহারা পৌরোহিত্যকার্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই পুস্তক বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুস্তকের আর একটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ নাম এই—পঞ্চ উপাসক, গুরু-শিষ্য, পুরোহিত-যজমানের জ্ঞান-রত্নাকর। আমার বিশ্বাস, এই পুস্তকখানি “জ্ঞান-রত্নাকর” নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি প্রকাশক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার নাম অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির দ্বিতীয় খণ্ডের শীঘ্র প্রকাশে যত্নবান হউন। ইত্যাদিমধিকেন

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—মহামহোপাধ্যায়

বঙ্গের সর্বপ্রধান নৈমিত্তিক—নবদ্বীপ-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক।

সুপ্রসিদ্ধ ‘বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির’ হইতে প্রকাশিত “ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি” নামক সংগ্রহপুস্তক পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। হিন্দু গৃহস্থগণের অবশ্যকর্তব্য, নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপপদ্ধতিসম্বন্ধে ঈদৃশ বিস্তৃত ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আমি ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে একখানি ‘কর্মকাণ্ড কোষ’ বলিলেও অত্যাঙ্গি হয় না।

শ্রোতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি দাবতীয় গৃহস্থকর্তব্য কর্মগুলির অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পূজা-ব্রতাদি সর্বশেষ দক্ষতা সহকারে এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রদায়ভেদে ও বৈদিকশাখাভেদে দুই এক স্থানে মতপার্থক্য বিষয়ে মতভেদ বা সামান্য প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলেও ইহা যে সনাতন হিন্দু-গণের একটি অবশ্য নিত্য ব্যবহার্য পুস্তক, সে সম্বন্ধে কোনও মতবৈধ থাকিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। শুদ্ধিপত্রের দ্বারা কয়েকটি অপরিহার্য ভ্রম-প্রমাদের রীতিমত সংশোধন হইয়াছে।

সনাতন হিন্দু গৃহস্থ ও সাধকগণের পক্ষে এই পুস্তকের উপযোগিতা অনির্বচনীয়। ইহারা আত্মিকত্ব, কৃত্যত্ব, তত্ত্বগার, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থ

পাঠিতে সমস্ত পান না বা স্বয়ং পড়িয়া স্ব স্ব কর্তব্য অনুষ্ঠানগুলি নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন না, তাহাদের পক্ষে ও পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে এই পুস্তক অতীব উপযোগী। বর্তমান হিন্দু-সমাজে ইহার বহুলপ্রচার একান্ত প্রার্থনীয় হইতেছে। ইতি—

শ্রীআশুতোষ শর্মা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অশেষ-কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত বসুমতী-স্বত্বাধিকারি মহাশয় সমীপেষু --

বিজ্ঞাপনমিদম্

আপনার সঙ্কলিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির অনেক স্থান দেখিয়া পরম পরিভূপ্ত হইলাম। ঐ গ্রন্থে তান্ত্রিক ও বৈদিক অনেক কৃত্য আছে, বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিব ঐ গ্রন্থ বিশেষ উপকাবসাধন করিবে সন্দেহ নাই। নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য প্রায় সকল কর্ম্মই ঐ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে থাকায় সকলেবই অন্তরে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করি। এই গ্রন্থ ভিন্ন আবশ্যক সমস্ত বিষয় সম্মিলিত অন্য কোন একখানি গ্রন্থ নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাতে যে অনেক বিশেষ উপকার অনুভব করিবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাট। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, ভগবান্ যেন এইরূপ সংকার্য্যকারীর দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বদীন কুশল কবেন। ইতি—

ভট্টপন্নী

}

শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ (দেবশর্মাণঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (দেবশর্মাণঃ)

বসুমতী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ কবিলাম। প্রকাশক মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশপূর্ব্বক হিন্দু সাধারণের একটি প্রধান অভাব দূর করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমি আশা কবি, এই পুস্তকে হিন্দুসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। শ্রীশ্রীভগবৎসমীপে এই পুস্তকের বহুলপ্রচার প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীহরিপদ স্মৃতিতীর্থ

মূল্যজোড সংস্কৃত কলেজ।

মহাভাগ! আপনার প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক অতিবিস্তীর্ণ গ্রন্থ দেখিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বর্তমান সময়ে হস্তলিখিত ক্রিয়াকলাপপদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায়। আমি এক সময়ে বহু অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, বিক্রমপুর একটি প্রধান পণ্ডিত-সমাজ। এই স্থানেও যাহারা পণ্ডিতশিরোমণি ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের ঘরে ক্রিয়াকাণ্ডের ভাল পদ্ধতি ছিল। ইদানীং তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সকল পুস্তকেব অনাবশ্যকতা বোধেই হউক বা আলস্তানি দোষেই হউক, জীর্ণ নীর্ণ কোটদষ্ট অমূল্য পুস্তকগুলিকে গৃহেব আবর্জনা বা মূষিকের বাসস্থান মনে করিয়া জনাদিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অতি অল্প ঘরেই কিছু কিছু কৰ্ম্মকাণ্ডের পুস্তক আছে।

ইদানীন্তন পুরোহিতগণও কৰ্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতি লিখিতে বা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন না। মুদ্রিত পুস্তকই সৰ্ব্বত্র অবলম্বন। মুদ্রিত বিরাট, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতিরও এই দেশে পাঠ দেখিতেছি।

এই সময়ে বহুশাস্ত্রদর্শী বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীও সাহায্যে আপনি বেদাদিশাস্ত্রের সাব উদ্ধার করিয়া বহুল অর্থব্যয়ে এবং প্রযত্নাতিশয়ে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ-প্রণালী এবং বিশুদ্ধ-মন্ত্রাদি-সম্বলিত এই বারিধির সংকলন করিয়াছেন, ইহা বারিধি নয়, ইহা রত্ননিধি হইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ইহা দ্বারা আপনি হিন্দু-সমাজের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন বলিয়া চিব্বংশনো হইবেন এবং প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাইবেন। ইতি—

সমাবেদনমিতঃ চিব্বকুশলাধিনঃ—

শ্রীকৃষ্ণচরণ-শৰ্ম্ম তর্কালঙ্কারস্ত।

শ্রীযুক্ত বসুমতী-স্বত্বাধিকারি-মহাশয় সমীপেষু—

আপনার প্রদত্ত নূতন সংস্করণ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক কৰ্ম্মকাণ্ডের পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া, অনেকাংশ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। এই-রূপ বিশুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের বিরাট পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পুস্তক সংকলন বিষয়ে আপনি যেকোন পবিত্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, সেই অল্প হিন্দুজনসাধারণের নিকট আপনি ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, এই পুস্তক সকলেই আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। ইতি—

শ্রীচণ্ডীচরণ স্বতীভূষণ-শৰ্ম্মণঃ

মহামহোপাধ্যায়—প্রাচীন স্মার্ত ও কতিপয় স্মৃতিশাস্ত্রের টীকাকার।

বসুমতী শাস্ত্র-প্রচার বিভাগের সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্য-গোপাল পঞ্চতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞারত্ন কর্তৃক সংশোধিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক গৃহ্যেব প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা যথাসম্ভব পরিমুদ্রিত হইয়াছে। পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ এই গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীশঙ্করচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ—মহামহোপাধ্যায়
কলিকাতা, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

বসুমতী হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির প্রথম খণ্ড পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। বর্তমান সময়ে হিন্দুদিগের নিত্যকর্ম ও দীক্ষা প্রভৃতি কার্যের উপযোগী গ্রন্থ মুদ্রিত না থাকায় এবং পৌরোহিত্য কার্যে তাদৃশ পণ্ডিত ও দক্ষতর ব্যক্তি প্রায় না পাওয়ায় হিন্দুদিগের ধর্মকর্ম সমুদয় দিন দিন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বসুমতীর মুদ্রিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির প্রথম খণ্ড পাইয়া ও পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ঐ পুস্তকানুসারে গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্মকর্ম সমুদয় বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ একত্রে সুন্দরভাবে সজ্জিত পুস্তক পাইলে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীতও ধর্মকর্ম সংসাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপ কার্যে সুযোগ্য কর্মদক্ষ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম-কর্মোপযোগী গ্রন্থ-মুদ্রণ দ্বারা বসুমতীর স্বত্বাধিকারী দেশের ও ধর্মাত্মরাগী হিন্দুমান্ত্রের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এইরূপ যত্ন সহকারে আরও ধর্মশাস্ত্র মুদ্রণ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ ককন। ইতি—

ভবদীয়—শ্রীমন্নথনাথ তর্কতীর্থ দেবশর্মা
৩ ভুবনেশ্বরী চতুশাঠী, ভাটপাড়া।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক পুস্তকের অভিনব পরিবর্তিত ও পবিত্রীকৃত সংস্করণ দেখিলাম, প্রকাশকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। এই বিরাট ধর্ম-গ্রন্থখানি হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমাঝেরই গৃহে রাখা উচিত, কারণ, এই পুস্তক অনুসারে কার্য্য করিলে, ধর্মকার্য্য পরিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ইতি—

শ্রীপার্বতীচরণ তর্কতীর্থ—মহামহোপাধ্যায়
৭২২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাননীয় মহাশয় !

আপনার প্রকাশিত ‘ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি’ প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই বারিধিতে ক্রিয়াকাণ্ড-মহাধর্ম-রত্নসমূহ যে ভাবে অতি যত্ন সহকারে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুমাঝেরই ধর্মকর্ম-রক্ষার (অনুষ্ঠানের) প্রধান সহায় মনে করি। পুস্তকখানি যেমন বিশুদ্ধ, তেমন ছাপা সুন্দর ও মনোহর বঁধান হইয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানের বহু গ্রন্থ ইতঃপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। অচিরে এই গ্রন্থেব সমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল পুরোহিত এবং অধ্যাপকেরা এক একখানি গৃহে রাখিলে ধর্ম অনুষ্ঠানের পদ্ধতির অভাবে ক্লেশ পাইতে হইবে না। ইতি—

নিবেদক

অধ্যাপক—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ।
স্বারকা দর্শন-বিদ্যালয়, বুধপাড়া, চট্টগ্রাম।

‘বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির’ হইতে প্রকাশিত “ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি” নূতন সংস্করণ দর্শনে প্রীত হইলাম। এরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল। হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষা করিতে হইলে এই পুস্তক অবশ্য প্রতি গৃহে সযত্নে রক্ষা করা উচিত। প্রকাশক গ্রন্থের নিভুল সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পণ্ডিতদের সাহায্য লইয়াছেন। আমরা প্রকাশকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি—

শ্রীদামরথি স্বতন্ত্র
নূতন বাজার চতুষ্পাঠী।

বসুমতী সাহিত্যভাণ্ডারে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি কিসদংশ পাঠ করিয়া বুঝিলাম, ইহার যথার্থ নামই রাখা হইয়াছে, এই জাতীয় অনেক পুস্তকে যাহা নাই, তাহা বহু অনুলস্কানে ইহাতে সন্নিবিষ্ট করায় ইহা হিন্দুর বড়ই উপকারেব বস্তু হইয়াছে। ইতি—

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ
ভাটপাড়া।

হিন্দু ধর্মরক্ষার সহায় ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি একখানি অনভিনব প্রমাণ পুস্তাদিপদ্ধতি, এই গ্রন্থে সর্বত্র সংস্কারকার্য পৌরোহিত্য-বিধির বিশেষজ্ঞতা সমর্থন করিতেছে। ইতি—

সমালোচক:—
শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ শর্মা
ভট্টপল্লীতঃ।

বসুমতী অফিস হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি পাঠ করিয়া পনম তৃপ্তি লাভ করিলাম। এই গ্রন্থখানি হিন্দুসমাজেরই বিশেষ উপকারক হইবে সন্দেহ নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, বসুমতী-স্বত্বাধিকারী মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ দেবশর্মা
ভট্টপল্লী।

আমরা 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত "ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি" নামক হিন্দুর সর্বস্ব, ধর্ম-কর্মপদ্ধতির অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই দুর্দিনে, বিপ্লবের সময়ে, একপ ধর্মকাণ্ডের সহায়স্বরূপ পুস্তক প্রকাশ করিয়া, পরমকল্যাণীয়া শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সত্য সত্যই 'বসুমতীর' রক্ষাকল্পে সাহায্য দান করিয়াছেন। একপ চাতুর্ক্যের সংস্থিতিকারক বিবিধ নিয়ম, ব্রত, সংস্কার,

অনুষ্ঠানবোধক গ্রন্থ বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা সর্বাত্মক-
করণে প্রকাশকের দীর্ঘায়ুঃ ও এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মৌমাংসাতীর্থ
অধ্যাপক গভর্ণমেন্ট সংস্কৃতকলেজ, কলিকাতা।

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি একটি বিরাট
সঙ্কলন গ্রন্থ। তাত্ত্বিক ও পৌৰাণিক বহুবিষয়ের সন্নিবেশ-গৌরবে ইহার
বিশাল অবয়ব হিন্দুসম্প্রদায়েরই পরম উপকারসাধন করিবে। আজকাল
যজ্ঞমানের বৈধকর্মে লক্ষ্য নাই, পুৰোহিতেরও কৰ্ম করাইতে ঔনাসৌন্ড
আসিয়াছে। এই সুলভ গ্রন্থ প্রচারের ফলে যদি যজ্ঞমান উদ্ভূত হয়,
পুৰোহিত অবহিত হন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত
হইবে। এ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বিষয় সাধারণ পুস্তকে পাওয়া যায় না—
এজন্ত হিন্দুসমাজ যে অভাব অনুভব করিত, তাহাও আজ দূর হইল।
গ্রন্থের কতিপয় স্থান অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করি-
য়াছি। বসুমতী-স্বত্বাধিকারীর এই সাধু প্রচেষ্টা অচিবেই সাফল্যমণ্ডিত হউক,
বাক্যলার ঘবে-ঘরে ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি প্রবেশলাভ করুক, ইহাই আশীর্বাদ।

ভট্টপল্লীবাসুদেব

শ্রীশ্রীজীব-কাব্য-ব্যাकरण-স্মৃতি-মৌমাংসাতীর্থ-দেবশর্মা।

মুচি-পত্র

প্রথম প্রবাহ

সংস্কার-প্রকরণ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সামবেদীয়	
গর্তাধান	১
পুংসবন (১)	৪
পুংসবন (২)	৬
সৌমন্তোন্নয়ন	৭
সোয়াল্লোকর্ষ	১০
জা ত কর্ষ	১০
নিষ্কমণ	১২
নামকরণ	১৩
পৌষ্টিক কর্ষ	১৭
অন্নপ্রাশন	১৭
পুল্লমূর্দ্ধাভিষ্রাণ কর্ষ	১৯
চূড়াকবণ	২০
কর্ণবেধ	২২
উপনয়ন	২৩
সাবিত্রচক্ৰোম	৩০
সমাবর্তন	৩১
জাতিকর্ষ (গাত্রহরিজ্ঞা)	৩৬
কন্যাসম্প্রদান	৩৭
কুশণ্ডিকা (পাণিগ্রহণাদি)	৪২

“সামান্য কুশণ্ডিকা” শ্রাব-প্রকরণে বৃষোৎসর্গে (১৭৭ পৃ) উল্লিখিত ।

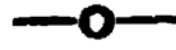
বিষয়	পৃষ্ঠা
যজুর্বেদীয়	
সাধারণ হোম (পশুপতিকৃত)	৫৪
গর্ভাধান	৫৮
পুংসবন	৫৯
সীমস্তোমস	৬০
সোমস্টৌকম	৬১
জাতকর্ম	৬২
নামকরণ	৬৫
নিষ্ক্রমণ	৬৬
অন্নপ্রাশন	৬৬
চূড়াধারণ	৬৮
উপনয়ন	৭১
বেদারম্ভ	৭৬
সমাবর্তন	৭৮
বিবাহ (বাগ্‌দান)	৮১
কন্যাসম্প্রদান	৮১
পানিগ্রহণাদি (কুশণ্ডিকা)	৮৬

“ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরীমুত সাধারণ হোম” প্রথমখণ্ডে পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

ঋগ্বেদীয়	
মর্কসাধারণী কুশণ্ডিকা (কালেনিকৃত)	৯৬
গর্ভাধান	১০৫
পুংসবন	১০৯
অনবলোভন	১১১
সীমস্তোমস	১১২
জাতকর্ম	১১৩
গুপ্তনামকরণ	১১৫
প্রকাশনামকরণ	১১৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
নিষ্ক্রমণ	...	১১৬
অন্নপ্রাশন	...	১২০
চূড়া করণ	...	১২২
উপনয়ন	...	১২৫
সমাবর্তন	...	১৩৩
ইন্দ্রাগৌরব (বিবাহ)	...	১৩৭
কন্যাসম্প্রদান	...	১৩৭
পানিগ্রহণাদি (কুশণ্ডিকা)	...	১৪২

দ্বিতীয় প্রবাহ



শ্রাদ্ধ-প্রকরণ ।

শ্রাদ্ধের কর্তব্যতা	...	১৪৮
শ্রাদ্ধনামের ব্যুৎপত্তি	...	১৪৯
শ্রাদ্ধের উৎপত্তি	...	১৫০
শ্রাদ্ধকাল	...	১৫১
শ্রাদ্ধে বাহ্যিক ও নিষিদ্ধ	...	১৫২
শ্রাদ্ধবিশেষ ব্যবস্থা	...	১৫৩
মৃশ্ম' ও মৃতকৃত্য	...	১৫৪
বৈতরণী ধেমুদান	...	১৫৫

সামবেদীয়

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	...	১৫৫
পিণ্ডদানবিধি	...	১৫৬
শ্রোততর্পণ	...	১৫৮

বিষয়

দশপিণ্ড বা পূরকপিণ্ডদানবিধি	...	১৫৯
পূরকপিণ্ডদানপ্রয়োগ ..	...	১৫৯
গজায় অস্থিক্ষেপ ...	...	১৬১
কুশপুত্রলিকা-দাহ ...	...	১৬১
আত্মঘাতীর গতি ও নারায়ণবলি	...	১৬২
চতুর্দশাশ্ৰুতি ...	...	১৬৩
অজপ্রায়শ্চিত্তে ...	.	১৬৫
বৈতরণী ...	...	১৬৫
সূর্য্যার্ঘ্যদান ...	...	১৬৫
তিলকাঙ্কনদান ...	...	১৬৬
ষোড়শদান ...	...	১৬৭
দানসাগরবিধি ...	...	১৭১
বৃষোৎসর্গ-ব্যবস্থা ...	...	১৭২
ব্রাহ্মোৎসর্গ-প্রয়োগ ...	...	১৭৫
চন্দন-ধেতুদান-বিধি ...	..	১৯১
আত্মশ্রাদ্ধ ...	...	১৯৬
মাসিক শ্রাদ্ধ ...	...	২০৪
সপিণ্ডীকরণব্যবস্থা ...	...	২০৫
সপিণ্ডীকরণ ...	...	২০৬
পার্কণশ্রাদ্ধসূত্র ...	...	২১২
শ্রাদ্ধদিনে পরিত্যজ্য ...	...	২১৪
পার্কণশ্রাদ্ধ ...	...	২১৭
সাধারণতঃ শ্রাদ্ধবেলা-নির্ণয়	...	২২৯
অমাবস্তাশ্রাদ্ধসময়-নির্ণয়	...	২৩০
মহালয়া-শ্রাদ্ধ ...	...	২৩০
ষোড়শপিণ্ডদান ...	...	২৩১
উষাদান-প্রয়োগ ...	...	২৩৩
গ্রহণশ্রাদ্ধ ...	...	২৩৪
প্রায়শ্চিত্তাজ-পার্কণ ...	...	২৩৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রোতপক্ষীয় পার্শ্বণ	...	২৩৪
মঘাভ্যুদয়াদেশী-প্রাক	...	২৩৫
গজচ্ছায়াযোগ যজুর্বেদিমঘাভ্যুদয়াদেশী-প্রাক্কে দ্রষ্টব্য ।		
অষ্টকা-প্রাক	...	২৩৬
তীর্থপ্রাক	...	২৩৭
বিঘ্নহেতু পতিতপ্রাককাল-নিরূপণ	...	২৩৮
অজ্ঞাত মৃতাহপ্রাককাল-নিরূপণ	...	২৩৯
সাংবৎসরিক প্রাকব্যবস্থা	...	২৪০
সাংবৎসরিক (একোদ্ভিষ্ট) প্রাক	...	২৪১
পঞ্চপাত্র (পার্শ্বণ) প্রাক	...	২৪২
আভ্যুদয়িকপ্রাকবিধি	...	২৪৩
অধিবাসমন্ত্র	...	২৪৪
নান্দীমুখপ্রাক	...	২৪৫
পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক	...	২৪৬
নবান্নপ্রাক	...	২৪৭
কুচি-শ্রোত্র	...	৫২
ভারতসাবিত্রী নৈমিত্তিক-প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।		

যজুর্বেদীয়

মুম্বু-মৃত-কৃত্য	...	২৪৮
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	...	২৪৯
পিণ্ডদান	...	২৫০
পর্ণনরদাহ	...	২৫১
পূরকপিণ্ডদান	...	২৫২
কাকবলি	...	২৫৩
প্রোততর্পণ	...	২৫৪
অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনকৃত্য	...	২৫৫

ବିଷୟ		ପୃଷ୍ଠା
ଚତୁର୍ଦ୍ଧା-ମାସ	...	୨୭୨
ନାନମାଗର-ବିଧି	...	୨୭୫
ବ୍ରହ୍ମୋଽମ୍ବର	...	୨୭୭
(ମାଧ୍ୟାହ୍ନିନୀମାଧ୍ୟାହ୍ନ) ବ୍ରହ୍ମାଧ୍ୟାୟ	...	୨୮୦
ବ୍ରହ୍ମାଧ୍ୟାୟ ବ୍ରହ୍ମାଧ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱୋପାଦେୟ ।		
ଚନ୍ଦନ-ସେବନ	...	୨୮୮
ଆତ୍ମୋକୋଦିଷ୍ଟାଦି	...	୨୯୮
ମାସିକ ଆଦି	..	୩୦୫
ମାସିକାଦି	...	୩୦୫
ପାର୍ବଣ ଆଦି	...	୩୧୭
ପାର୍ବଣଆଦିମୁଦ୍ରା	...	୩୨୭
ସଂସ୍କୃତମୋଦନୀ-ଆଦି	..	୩୨୭
ଗଜହାୟା ଯୋଗ	...	୩୨୮
ମାତୃସୋଽମ୍ବରାଦିମୁଦ୍ରା	..	୩୨୮
ମହାମାତ୍ରା (ପାର୍ବଣ) ଆଦି	.	୩୩୦
ମାତୃସୋଽମ୍ବରାଦି ଏକୋଦିଷ୍ଟାଦି		୩୩୧
ଆତ୍ମୋଦାୟକଆଦି	..	୩୩୮
ଅଧିବାସବିଧି	...	୩୩୮

ଆଗବେଳିକ

ଅନ୍ତୋଷ୍ଟିକିୟା	...	୩୫୦
ମିଶ୍ରଦାନ	...	୩୫୦
ସ୍ତୋତ୍ରତର୍ପଣ	...	୩୫୧
ପୁରକମିଶ୍ରଦାନ	...	୩୫୧
କାକବଳି	...	୩୫୨
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମାସ	...	୩୫୨

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষোড়শদান ...	৩৫৪
বৃষোৎসর্গ ...	৩৫৭
“চন্দনধেনুদানবিধি” সামবেদীয় শ্রাদ্ধ-প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।	
আঠেকোদ্বিষ্ট ..	৩৮২
মাসিক শ্রাদ্ধ ..	৩৮৮
সপিত্তীকরণ ..	৩৮৯
সাম্বৎসরিক-একোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ .	৪০২
পাক্ষণশ্রাদ্ধবচন .	৪০৯
পাক্ষণশ্রাদ্ধ ...	৪১৩
নান্দৌমুগশ্রাদ্ধবিধি .	৪২২
অধিবাসবিধি ...	৪২৩
অ।ভূদায়িকশ্রাদ্ধ	৪২৬
ঘাটোৎসর্গ	৪৩১
শ্রাদ্ধানুকূল ভোজ্যদান	৪৩৭
সংস্রপ্তশ্রাদ্ধ ...	৪৩৮
করাব চতুর্থাহকৃত্য ...	৪৩৮
স্ত্রী '৭ শূদ্রবিধি হশ্রাদ্ধ ...	৪৪০
অন্নপনোত্তশ্রাদ্ধ ..	৪৪২
“তীর্গশ্রাদ্ধ” তীর্থকৃত্যে দ্রষ্টব্য ।	

তৃতীয় প্রবাহ

—০—

তীর্থকৃত্য-প্রকরণ

তীর্থযাত্রাবিধি ...	৪৪৩
সাধারণতীর্থকৃত্য ...	৪৪৩
গয়া পদ্ধতি—গয়াক্ষেত্রের উৎপত্তি ...	৪৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
গয়াশ্রাদ্ধের অধিকারি-নিরূপণ ও	
তৎপ্রয়োজনকথন	৪৪৬
গয়ামাহাত্ম্য	৪৪৮
নাবায়ণবলি	৪৪৯
পিণ্ডদানজব্য	৪৫০
গয়া-কর্তব্য	৪৫০
প্রথম-দিনকৃত্য	৪৫১
দ্বিতীয়দিনকৃত্য (প্রেতপর্ষতকৃত্য)	৪৫৪
প্রেতশিলাকৃত্য	৪৫৭
তৃতীয়দিনকৃত্য	৪৫৮
চতুর্থদিনকৃত্য	৪৬০
পঞ্চমদিনকৃত্য	৪৬১
ষষ্ঠদিনকৃত্য	৪৬২
সপ্তমদিনকৃত্য	৪৬৩
অষ্টম-দিনকৃত্য	৪৬৪
মাতৃগয়া পদ্ধতি	৪৬৮
বৈদ্যনাথপদ্ধতি	৪৭১
বৈদ্যনাথধানে কৃত্য	৪৭২
কাশীমাহাত্ম্য	৪৭৩
কাশীমাহাত্ম্যেব মর্মার্থ	৪৭৬
ভীর্থবাসীর কর্তব্য	৪৭৮
কাশীপদ্ধতি	৪৭৮
কাশীতে যাত্রাবিধি	৪৮১
কাশীব মাসিকযাত্রাদি	৪৮৩
কাশীর যোগযাত্রাদি	৪৮৫
চতুষ্টয় যোগিনীর নাম	৪৮৬
গংকিপ্ত কতিপয় লিঙ্গস্থান ও মাহাত্ম্য	৪৮৬
প্রয়াগমাহাত্ম্য	৪৮৯
প্রয়াগপদ্ধতি	৪৮৯

দ্বিতীয়াদি-দিনকৃত্য	...	...	৪৯১
হবিষারপদ্ধতি	...	...	৪৯৩
ছাবকাতীর্থ	...	...	৪৯৪
বদরিকাশ্রমতীর্থ	...	...	৪৯৪
করতোয়াপদ্ধতি	...	...	৪৯৬
মথুরাপদ্ধতি	...	...	৪৯৭
মথুরামাহাত্ম্য	...	...	৪৯৮
বৃন্দাবনপদ্ধতি	...	...	৫০২
বৃন্দাবনমাহাত্ম্য	...	...	৫০৩
গঙ্গাসাগরপদ্ধতি	...	...	৫০৮
কামাখ্যাপদ্ধতি	...	...	৫১৩
ব্রহ্মপুত্রপদ্ধতি	...	...	৫১৫
ব্রহ্মপুত্রমাহাত্ম্য	...	...	৫১৭
দ্ব্যকেশতীর্থ	..	...	৫২০
বিক্র্যাচলতীর্থ	...	...	৫২০
কেদারতীর্থ	...	...	৫২১
প্রতাসতীর্থ	...	...	৫২১
কুরুক্ষেত্রতীর্থ	...	...	৫২২
সেতুবন্ধ (বামেশ্বরতীর্থ)	...	...	৫২৩
নৈমিষারণ্যতীর্থ	...	...	৫২৬
পুন্ড্রবতীর্থ	...	..	৫২৬
নন্দদাতীর্থ	...	...	৫২৭
পুন্ড্রোত্তমপদ্ধতি	...	...	৫২৯
আনন্দপুরীকৃত্য	...	...	৫৩১
বলরামস্তুতি	...	...	৫৩১
ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত অগ্নিধর্মস্তুতি	...	...	৫৩৩
শুভদ্রাস্তুতি	...	...	৫৩৪
মহোদধিকৃত্য	...	...	৫৩৬
অপরোহকৃত্য	...	...	৫৩৭
পুন্ড্রোত্তমমাহাত্ম্য	...	...	৫৩৮

বিষয়			
চন্দ্রনাথপদ্ধতি	..	...	৫৪৬
চন্দ্রনাথশ্বেত্র	...	...	৫৪৮
অযোধ্যাপদ্ধতি	..	...	৫৪৯
গঙ্গাপদ্ধতি	...	...	৫৫১
গঙ্গামাহাত্ম্য	...	...	৫৫৩
গঙ্গাস্নানে পাঠ্যস্তব (বাল্মীকিকৃত)		...	৫৫৪
বারুণীস্নান	..	...	৫৫৬
দশহরাস্নান		...	৫৫৬
গোবিন্দদ্বাদশীস্নান	...	...	৫৫৭
অন্যান্য যোগে স্নান তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য ।			
তীথে কর্তব্য	.	...	৫৫৭
তীর্থ-পরিশিষ্ট	...	...	৫৫৮
চান্দ্রায়ণবিধি	...	...	৫৫৮
তীর্থে বর্জ্যনীষ	...	...	৫৬১
তীর্থশ্রদ্ধে নিষিদ্ধাদি	...	...	৫৬১
সামান্য তীর্থপদ্ধতি	...	...	৫৬১
তীর্থপ্রত্যাগমনকর্তব্যাদি	...	...	৫৬৩

চতুর্থ প্রবাহ

—০—

প্রতিষ্ঠা-প্রকরণ

ব্রতপ্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থা	...	...	৫৬৪
প্রতিনিধি-ব্যবস্থা	...	...	৫৬৬
অধিকারিনিরূপণ	...	...	৫৬৭
সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা	...	...	৫৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
পুরুষসূক্ত	...	৫৭৯
ষড়্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা	...	৫৮২
ঋগ্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা	...	৫৯১
ব্রত-উদ্ঘাপন	...	৫৯৫
পুরুষসূক্ত-মন্ত্র (ষড়্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়)	.	৫৯৫
শ্রীসূক্ত	..	৫৯৭
পাবমানীসূক্ত	..	৫৯৮
শুদ্ধবতীসূক্ত	..	৫৯৯
সাধাবগতঃ দেবপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংস্থাপন	. .	৬০০
দেবপ্রতিষ্ঠা-বিধি	...	৬০১
বাণলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা	.	৬০২
শিব-প্রতিষ্ঠা	...	৬০৩
দেবতার মহাপ্রতিষ্ঠা	...	৬০৯

দেবপ্রতিমাগঠন

কুঙ্গপ্রতিমা	...	...	৬১৫
ভৈরবমূর্তি	...	...	৬১৬
অর্ধনারায়ণমূর্তি	...	...	৬১৬
উমা-মহেশ্বরমূর্তি	...	...	৬১৭
বিষ্ণুমূর্তি	...	...	৬১৮
হরিহরমূর্তি	...	...	৬১৯
মহাবরাহমূর্তি	...	...	৬১৯
নরসিংহমূর্তি	...	...	৬২০
বামনমূর্তি	...	...	৬২০
কুর্মা ও মৎস্যমূর্তি	...	...	৬২১
ব্রহ্মামূর্তি	...	...	৬২১
কার্তিকেয়মূর্তি	...	...	৬২২
গণেশমূর্তি	...	...	৬২২

বিষয়			পৃষ্ঠা
কাভ্যাননৌমূর্তি	...		৬২৩
ইন্দ্রমূর্তি	...	...	৬২৩
সূর্য্য-মূর্তি	...	...	৬২৩
অগ্নি-মূর্তি	...	...	৬২৭
ধর্ম-মূর্তি	...		৬২৪
নৈঋতমূর্তি	..	...	৬২৪
বরুণমূর্তি	...		৬২৫
বায়ুমূর্তি	...	...	৬২৫
কুবেরমূর্তি	...	...	৬২৫
ঈশানমূর্তি	...	...	৬২৬
ব্রহ্মানীমূর্তি	...	.	৬২৬
মাহেশ্বরীমূর্তি	..	...	৬২৬
বৈষ্ণবীমূর্তি	...	...	৬২৭
বাবাহামূর্তি	...	...	৬২৭
ইন্দ্রানীমূর্তি	...	...	৬২৭
যোগেশ্বরীমূর্তি	...	...	৬২৭
কপালিনীমূর্তি	...	...	৬২৮
চামুণ্ডামূর্তি	...	...	৬২৮
মঠ প্রতিষ্ঠা	...	...	৬২৯
গৃহাবস্থান্যবস্থা	...	..	৬৩৪
গৃহারম্ভবিধি	...	...	৬৩৬
বাস্তুযাগ	...	...	৬৩৮
চতুষ্টয়পদবাস্তুযাগ	...	...	৬৩৮
একানীতিপদ বাস্তুযাগ	...	...	৬৪৫
জলাশয়-উৎসর্গ (পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা)	...	..	৬৪৬
কূপোৎসর্গ	...	...	৬৪১
সোপান প্রতিষ্ঠা	...	...	৬৬৩
অশ্বখাদি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাবিধি	...	...	৬৬৩
ঐ প্রতিষ্ঠা প্রণালী	...	...	৬৬৫

বিষয়			
(মতাস্তরে) অশ্বখাদিবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা	...	...	৬৬৮
রথপ্রতিষ্ঠা	...	...	৬৭২
আরাম-উৎসর্গ	...	...	৬৭৪
তুলাপুরুষদানব্যবস্থা	...	...	৬৭৫
তুলাপুরুষদানবিধি	...	...	৬৭৭
মেরুদানবিধি	...	...	৬৮৬
অগ্নিমেরুদান-প্রয়োগ	...	...	৬৮৮
অন্তান্ত মেরুদান (লবণাচলদান)	...	...	৬৯১
গুড়াচলদান	...	...	৬৯১
কনকাচলদান	...	...	৬৯২
ভিলাচলদান	...	...	৬৯২
কার্পাসাচলদান	...	...	৬৯৩
মুতাচলদান	...	...	৬৯৩
রত্নাচলদান	...	...	৬৯৪
রৌপ্যাচলদান	...	...	৬৯৪
শর্করাচলদান	...	...	৬৯৫
দন্তক গ্রহণ-ব্যবস্থা	...	...	৬৯৫
দন্তক গ্রহণ-প্রয়োগ	...	...	৬৯৭
গ্রহমণ্ডল, চক্রাক্ষমণ্ডল, অষ্টদলপদ গ্রহমণ্ডল, চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তবমণ্ডল একাদশীতিপদ-বাস্তবমণ্ডল, বগলামুখী বহু প্রতিষ্ঠা-প্রকরণশেষে দ্রষ্টব্য ।			

পঞ্চম প্রবাহ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-প্রকরণ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-ব্যবস্থা	...	...	৭০৫
শান্তির কর্তব্যতা	...	...	৭০৬

বিষয়		
শান্তি-অন্ত্যরনের লক্ষণ ও কাল-নিরূপণ	...	৭০৭
রোগশান্তি	...	৭০৮
রোগভোগকাল	...	৭০৮
গ্রহশান্তি	...	৭১২
গ্রহের দান ও গ্রহদোষে ধাতু-মূলধারণ	...	৭১২
গ্রহপূজা	...	৭১৩
গ্রহযোগ	...	৭১৮
গ্রহহোম	...	৭২৪
লোকপাল-হোমসম্বন্ধ	...	৭২৮
সূর্য্যার্ঘ্যদান-বিধি	...	৭২৯
(প্রকারান্তর) সূর্য্যার্ঘ্যদান	...	৭৩১
ভূঃস্বপ্নশান্তি	...	৭৩২
বাসুদেবস্তুতি (ভূঃস্বপ্নফলনাশক)	...	৭৩৪
অভূতশান্তি	...	৭৩৪
অদে জ্যোষ্ঠী ও সরীসৃপপতনে শুভাশুভ বিচার	...	৭৩৬
জ্যোষ্ঠী-সরীসৃপপতনে অশুভ-প্রতীকার	...	৭৩৬
অভূতশান্তি (প্রকারান্তর)	...	৭৩৭
ষোড়শবর্ষে গর্তধারণাদিশান্তি	...	৭৩৮
বালকের দস্তোদগমশান্তি	...	৭৩৮
দস্তদগ্নপ্রতীকার	...	৭৩৯
বগলামুখীপ্ররোগ	...	৭৩৯
ত্রিপুরেশান্তি	...	৭৪৩
পঞ্চাঙ্গশান্তি	...	৭৪৬
(পঞ্চাঙ্গ) শান্তি-অন্ত্যরনের কালকাল		
ও কর্তব্যতা	...	৭৪৮
চণ্ডীপাঠশান্তি	...	৭৪৮
অশুভ-চণ্ডীপাঠফল	...	৭৫১
চণ্ডীপাঠক্রম	...	৭৫১
চণ্ডীপাঠে অধিকারী	...	৭৫২

বিষয়		পৃষ্ঠা
চণ্ডীপূজার নিয়ম	...	৭৫২
তুলসীদানবিধি	...	৭৫৭
মধুসূদননামজপ	...	৭৫৯
দুর্গানামজপ	...	৭৬০
শিবপূজা	...	৭৬২
বিশেষশিবপূজা	...	৭৬৪
মৃত্যুঞ্জয়শিবপূজা-শাস্তি	...	৭৬৬
বটুকটৈ ভরব-প্রয়োগ	...	৭৬৮
মহামৃত্যুঞ্জয়-প্রয়োগ	...	৭৭১
ধনদা-প্রয়োগ	.	৭৭২
নৃসিংহ-প্রয়োগ	...	৭৭৩

ষষ্ঠ প্রবাহ

— ০ —

নৈমিত্তিক-প্রকরণ

বিষ্ণুরস্ত	...	৭৭৬
পুণ্যাহ (পুণ্যে)	...	৭৭৭
ধাত্তসঞ্চয় বা গোলাপূজা	...	৭৭৮
হলপ্রবাহ ও বীজবপন	...	৭৭৮
নববর্ষারস্ত বা নূতন ধাতা	...	৭৭৯
মিত্রপূজা বা ইতুপূজা	...	৭৮০
ভারতসাবিত্রী (প্রাদে পাঠ্য)	...	৭৮১
হোমার্ধ অগ্নিনির্ঘর	...	৭৮৪
অগ্নির সংজ্ঞা	...	৭৮৫
অগ্নির অঙ্গ ও স্থানভেদে হোমের	...	
ফল	...	৭৮৬
তাম্রিক হোমের স্থণ্ডিল-নির্ঘর	..	৭৮৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
হোমের প্রকারভেদ	...	...	৭৮৭
হোমের বিহিত কাষ্ঠ	...	...	৭৮৭
কুণ্ড, বেদী ও স্থণ্ডিল	...	...	৭৮৭
পরিমাণ-নিরূপণ	...	...	৭৮৭
তাত্ত্বিক বৃহৎ হোম	...	...	৭৮৮
হোমমুদ্রা	...	...	৭৯৩
হোমীয় দ্রব্যপরিমাণ	...	...	৭৯৪
পৌরাণিক পঞ্চপল্লব	...	...	৭৯৪
তাত্ত্বিক পঞ্চপল্লব	...	...	৭৯৫
পঞ্চকষায়	...	...	৭৯৫
নবপত্রিকা	...	...	৭৯৫
সর্বৌষধি	...	...	৭৯৫
গৃহশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি	...	...	৭৯৫
উপাকৰ্ম	...	...	৭৯৭
বিষ্ণুপাদোদকধারণমন্ত্র	...	...	৭৯৭
বিপ্রপাদোদকধারণমন্ত্র	...	...	৭৯৭
ভক্ণীয় চতুর্দশ শাক (ভূতচতুর্দশী)	...	...	৭৯৭
ভূতচতুর্দশীতে দীপদান মন্ত্র	...	...	৭৯৭
অপার্মার্গ ঘুরাইবার মন্ত্র	...	...	৭৯৭
প্রণামে নিষেধ	...	...	৭৯৮
ষাটশ দানদ্রব্য	...	...	৭৯৮
ষোড়শদানদ্রব্য	...	...	৭৯৮
বজ্রভয়নিবারণমন্ত্র	...	...	৭৯৮
মধুপৰ্ক	...	...	৭৯৮
গন্ধাষ্টক	...	...	৭৯৯
কুদ্রাকসংস্কারবিধি	...	...	৭৯৯
কুদ্রাকধারণমন্ত্র	...	...	৮০০
(মতান্তরে) কুদ্রাকধারণ-মন্ত্র	...	...	৮০০
তির তির অগ্নে কুদ্রাকধারণের সংখ্যা	...	...	৮০০

বিষয়			পৃষ্ঠা
নীরাজন-(আরাটিক) প্রণালী	...	...	৮০০
ভোগ ও শীতল দেওয়া	...	...	৮০১
কবচশোধন-বিধি	...	...	৮০২
যাকামঙ্গল মন্ত্র	...	...	৮০৩
ষাদশ গোপালের নাম	...	...	৮০৩
বেদীশোধন মন্ত্র	...	...	৮০৩
দশাঙ্গ ধূপের দ্রব্য	...	...	৮০৩
ষোড়শাঙ্গ ধূপদ্রব্য	...	...	৮০৩
ক্ষৌরকর্ম	...	...	৮০৪
যজ্ঞোপবীত-প্রমাণ	...	...	৮০৪
যজ্ঞোপবীতগ্রহি ধারণমন্ত্র	...	...	৮০৪
প্রবর	...	...	৮০৫
যজ্ঞোপবীতধারণ-নিয়ম	...	...	৮০৫
যজ্ঞোপবীতের সূত্র-নিরূপণ	...	...	৮০৬
যজ্ঞোপবীত-মার্জ্জনদ্রব্য	...	...	৮০৭
যজ্ঞোপবীতমার্জ্জনপ্রণালী	...	...	৮০৭
নষ্টেচন্দ্রদর্শনে জলপান	...	...	৮০৭
সামবেদি-শাস্তি	...	...	৮০৭
ঋগ্বেদি-শাস্তি	...	...	৮০৮
যজুর্বেদি-শাস্তি	...	...	৮০৮
তান্ত্রিক শাস্তি	...	...	৮০৮
বিসর্জন	...	...	৮০৯
চন্দন ও শঙ্খজল লেপন ও নৈবেদ্যগ্রহণবিধি	...	...	৮০৯
নিখালাগ্রহণ-নিষেধ	...	...	৮১০
ভবির নুট প্রদান	...	...	৮১০
কার্ত্তিকমাসে আকাশপ্রদীপদানমন্ত্র	...	...	৮১০
অশোকাষ্টমীতে অশোককলিকাপানমন্ত্র	...	...	৮১০
ষবাঙ্গি দ্রব্যের প্রতিনিধি	...	...	৮১১
দেবপূজার আবাহনাদির নিষেধবিধি	...	...	৮১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
অম্বুবাচীতে নিষিদ্ধ কর্ণ ...	৮১১
সধবার পক্ষে কুশ ও তিল ব্যবহারের নিষেধ ...	৮১১
পর্যাবৃত্ত কুশ ও শিবমূর্তিকা গ্রহণের নিষিদ্ধ দিন ...	৮১১
প্রণামবিধি ...	৮১১
প্রণম্যাপ্রণম্য বিচার ...	৮১২
পঞ্চগব্য ...	৮১৩
সামবেদি-পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্র ...	৮১৩
যজুর্বেদি-পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্র ...	৮১৩
ঋগ্বেদি পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্র ...	৮১৩
পঞ্চামৃত ...	৮১৪
পঞ্চামৃত-শোধন ...	৮১৪
পঞ্চশস্ত্র ...	৮১৪
পঞ্চরত্ন ...	৮১৫
নবরত্ন ...	৮১৫
হবিষ্যাম্ন ...	৮১৫
মহাহবিষ্য বা অক্ষারলবণ দ্রব্য ...	৮১৬
উপবাসান্নকল্প ...	৮১৬
অপরহস্ত ...	৮১৭
অপসমর্পণ ...	৮১৮
(প্রকারান্তর) ভূতগুদ্ধি ...	৮১৮
সংক্ষিপ্ত ভূতগুদ্ধি ...	৮১৮
ত্রীকণবিষয়ক সংক্ষিপ্ত ভূতগুদ্ধি ...	৮১৯
আচমন ...	৮১৯
স্ত্রী-শূদ্রাচমন ...	৮২০
তাত্রিকাচমন ...	৮২০
তাত্রিক স্বস্তিবাচন ...	৮২০
সঙ্কল্প ...	৮২১
তাত্রিক সঙ্কল্পমুক্ত ...	৮২১
মাবতস্তবলি ...	৮২১

বিষয়			পৃষ্ঠা
আসনশুদ্ধি	...	...	৮২২
জলশুদ্ধি	...	...	৮২২
তান্ত্রিক পুষ্পশুদ্ধি	...	...	৮২২
ঘটস্থাপন	...	...	৮২২
সামবেদি-ঘটস্থাপনমন্ত্র	...	...	৮২৩
ঋগ বেদি-ঘটস্থাপনমন্ত্র	...	...	৮২৪
যজুর্বেদি-ঘটস্থাপনমন্ত্র	...	...	৮২৫
তান্ত্রিক ঘটস্থাপনমন্ত্র	.	...	৮২৬
ভূতাপসারণ	...	...	৮২৬
প্রাণায়াম	...	...	৮২৬
চন্দ্রদান	...	...	৮২৭
প্রাণপ্রতিষ্ঠা	...	...	৮২৭
আবাহন	...	...	৮২৭
মানসপূজা	...	...	৮২৮
বিশেষার্থ্য	...	...	৮২৯
প্রদক্ষিণ-বিধি	...	...	৮২৯
আত্মসমর্পণ	...	...	৮৩০
(অষ্টাদ) অর্ঘ্য	...	...	৮৩০
ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যদান-বিধি	...	...	৮৩০
ধূপ ও দীপদানের বিশেষ মন্ত্র	...	...	৮৩১
তান্ত্রিক নিবেদনবিধি	...	...	৮৩১

অষ্টাদশোত্তর

ধূপঘট ব্রত	...	...	৮৩২
জলসংক্রান্তি ব্রত	...	...	"
অন্নসংক্রান্তি ব্রত	...	...	"
কলসংক্রান্তি ব্রত	...	...	"
দানসংক্রান্তি ব্রত	...	...	"

বিষয়			পৃষ্ঠা
অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত	...	...	৮৩৩
পিপীতকী ষাদশী ব্রত	...	.	"
সাবিত্রী-চতুর্দশী ব্রত	...	...	"
চাতুর্মাস্য ব্রত	...	...	"
জন্মাষ্টমী ব্রত	...	...	"
ললিতা-সপ্তমী ব্রত	...	...	৮৩৪
দুর্কাষ্টমী ব্রত	...	.	"
তালনবমী ব্রত	...	...	"
অনন্তচতুর্দশী ব্রত	...	...	"
জিতাষ্টমী ব্রত	...	...	৮৩৫
ভূগাষ্টমী ব্রত	...	...	"
ষমপূর্ণিমা ব্রত	...	...	"
দানষাদশী ব্রত	...	...	"
দধিসংক্রান্তি ব্রত	...	...	"
ষট্‌পঞ্চমী ব্রত	...	..	"
সন্তানষাদশী ব্রত	...	..	"
আমলকী-ষাদশী ব্রত	...	...	৮৫৬
শিবরাত্রি ব্রত	...	...	"
উমামহেশ্বরব্রত-প্রতিষ্ঠা	...	...	,
শ্রীরাম-নবমী ব্রত	...	...	"
সত্যনারায়ণ ব্রত	...	...	৮৩৭
শানর পাঁচালী	...	...	"
সাধারণ ব্রত-প্রতিষ্ঠা	...	...	"
সামন্তবন্দী			
নান্দীমুখ	...	...	৮৫৮
কৃত্যাসম্প্রদান	...	...	"
সাধারণ হোম	...	...	"

বিষয়		পৃষ্ঠা
পানিগ্রহণ (কুশণ্ডিকা)	...	৮৩৮
গর্ভাধান	...	৮৩৯
পুংসবন	...	"
সামন্তোন্নয়ন	...	"
সৌম্যস্তৌক্য	...	"
জাতকর্ম	...	"
নিষ্কর্মণ	...	"
নামকরণ	...	"
পৌষিককর্ম	...	"
অন্নপ্রাশন	...	৮৪০
চূড়াকরণ	...	"
কর্ণবেধ	...	"
উপনয়ন (সাবিত্র চক হোম)	...	"
স্নানবস্ত্র	...	"

নাজুর্বেদী

নান্দীমুখ	...	৮৪০
ববণডালা	...	৮৪১
সম্প্রদান	...	"
সাধারণ হোম	...	"
পানিগ্রহণ (কুশণ্ডিকা)	...	"
গর্ভাধান	...	৮৪২
পুংসবন	...	"
সামন্তোন্নয়ন	...	"
জাতকর্ম	...	"
নামকরণ	...	"
নিষ্কর্মণ	...	"
অন্নপ্রাশন	...	৮৪৩

বিষয়			পৃষ্ঠা
উপনয়ন	...	...	৮৪৩
বেদারম্ভ	...	...	"
সমাবর্তন	...	...	"
অগ্নি চন্দ্রীক্স			
নান্দীমুখ	...	...	"
বরণডালা	...	...	৮৪৪
কস্তাসম্প্রদান	...	...	"
সাধারণ হোম (কুশাণ্ডিকা)	...	...	"
পানিগ্রহণ (বিবাহ কুশাণ্ডিকা)	...	...	"
গর্ভাধান	...	...	৮৪৫
পুংসবন	...	...	"
সৌমস্তোত্রয়ন	...	...	"
অনবলোভন	...	...	"
জাতকর্ম	...	...	"
নামকরণ	...	...	"
নিষ্ক্রমণ	...	...	"
অন্নপ্রাশন	...	...	"
চূড়াকরণ	...	...	৮৪৬
কর্ণবেধ	...	...	"
উপনয়ন	...	...	"
সমাবর্তন	...	...	"
সাধভক্ষণ	...	...	"
পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা	...	...	"
মঠ-প্রতিষ্ঠা	...	...	৮৪৭
দেব-প্রতিষ্ঠা	...	...	৮৪৮
অশ্বখবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা	...	...	"
কূপ-প্রতিষ্ঠা	...	...	৮৪৯
রথ-প্রতিষ্ঠা	...	...	"

বিবরণ			পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগ	...	...	৮৫০
পুস্তকশাস্তি	...	...	"
দস্তকগ্রন্থ	...	...	৮৫১
শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ	...	...	"
রামায়ণ-পাঠ	...	...	৮৫২
ভূলাপুস্তক-মহাদান	...	...	"
বিষ্ণুরস্তু	...	...	৮৫৩
গদ্য অস্থিরূপ	...	...	"
পর্ণনরদাহ	...	...	৮৫৪
অন্ত্যষ্টিক্রিয়া	...	...	"
বৈতরণী	...	...	"
পুস্তকপিণ্ডদান	...	...	"
চতুর্দশাশ্রয়	...	...	"
অন্নপ্রায়শ্চিত্ত	...	...	"
সূর্য্যার্ঘ্য	...	...	"
তিলকাক্ষন	...	...	"
আত্ম-প্রদ	...	...	৮৫৫
ষড়ঙ্গ	...	...	"
মহাদান	...	...	"
ষোড়শদান	...	...	"
ভূরি-ভোজ্য	...	...	"
দানসাগর	...	...	"
দম্পতিবরণ	...	...	"
সুখাসন-দান	...	...	"
বৃষোৎসর্গ	...	...	৮৫৬
চন্দন-ধেতু	...	...	"
মাসিক প্রদ	...	...	৮৫৭
সপিত্তকরণ	...	...	"
সাংবৎসরিক-প্রদ	...	...	"

বিষয়			পৃষ্ঠা
পার্বণ-আব্দ	...	...	"
তীর্থযাত্রা-আব্দ	...	...	৮৫৮
তীর্থপ্রাপ্তি-আব্দ	...	...	"
ভূগোঁসব	...	...	"
কল্লারস্ত	...	...	"
নবপত্রিকা-দ্রব্য	...	...	"
বোধন-দ্রব্য	...	...	৮৫৯
অধিবাস ও আমন্ত্রণদ্রব্য	..	...	"
বরণডালা	...	...	"
মপ্তগীপূজা	...	...	"
মঃশ্রান-দ্রব্য	...	...	৮৬০
হোমদ্রব্য	...	...	৮৬০
অষ্টমীপূজা	...	..	"
সন্ধিপূজা	...	...	"
নবমী পূজা	...	...	৮৬১
দশমী-পূজা	...	...	"
লক্ষ্মী-পূজা	...	...	"
শ্রাদ্ধপূজা	...	...	৮৬২
জগদ্ধাত্রী-পূজা	...	...	"
কার্ত্তিক পূজা	...	...	৮৬৩
সরস্বতী-পূজা	...	...	"
গঙ্গা-পূজা	...	...	"
মনসাপূজা	...	...	৮৬৪
ব্রহ্মাপূজা	...	...	"
শীতলাপূজা	..	...	"
রক্ষাকালীপূজা	...	...	"
অম্বপূর্ণাপূজা	...	...	৮৬৫
ষষ্ঠীকর্ণপূজা	...	...	"
নূতন খাতা	...	...	"

বিষয়			পৃষ্ঠা
গন্ধেশ্বরী-পূজা	...	...	৮২৫
বিশ্বকর্মা-পূজা	...	...	৮৬১
গণেশ-পূজা	...	.	"
সূর্য্যার্ঘ্য (শাস্তি)	...	...	"
বাসন্তীপূজা	...	...	"
রটন্তী-পূজা	...	...	"
ফলহারিণীপূজা	...	...	"
বাসযাত্রা	...	...	"
রথযাত্রা	...	...	"
দোলযাত্রা	...	...	"
ঐ অভিব্যেক	...	...	"
ঝুলনযাত্রা	...	...	৮৬১
ইতু-পূজা	...	...	"
সুবচনীপূজা	...	..	"
জন্মতিথি-পূজা	...	...	৮৬৮
স্মৃতিকা-বটীপূজা	...	...	"
বটীপূজা	...	...	"
দীক্ষাগ্রহণ	...	...	"
পঞ্চানস্বস্ত্যয়ন	...	...	"
প্রায়শ্চিত্ত	...	...	"
গৃহারম্ভ	...	...	"
গৃহপ্রবেশ (বাস্তবাগ)	...	...	৮৬৯
ব্রত-উদ্ঘোষন	...	...	"
সোপান-প্রতিষ্ঠা	...	...	"
আরাম-উৎসর্গ	...	...	"
অন্নমেরদান	...	...	"
অভূতশাস্তি	...	...	"
মৃত্যুঞ্জয়-শিবশাস্তি	...	...	"
জানযাত্রা	...	...	"

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

দ্বিতীয় খণ্ড *

প্রথম প্রবাহ

সংস্কার-প্রকরণ

সামবেদীয় গর্ভাধান *

ঋতুস্রানাবসানে নিষেকদিবসে আচারবশতঃ শুভলগ্নে পতি পবিত্র হইয়া আচমন এবং স্বস্তিবাচন করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

অশ্বেত্যাদি অমুকরাশিস্থে ভাস্কবেহমুকপক্ষেহমুকতির্থো অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রাশ্রাঃ যৎপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শুভগর্ভাধান-
কর্ম্মণি বিশিষ্টপুলোৎপত্তিকামো গণপত্যাদিপূজাপূর্ব্বক-ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজামহং
করিষ্যে ।

* আধা মনীষিগণ বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিবার্থে আমাদিগের দেশে গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক অনভিজ্ঞ যুগেরা স্বীকৃত অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল পরমহিতকর সংস্কারগুলির বিলোপ করিতে উদ্যোগী হইতেছে। মনে কর, যেমন চিত্রকর প্রথমতঃ স্থলভাবে একটি ছবি অঙ্কন করিয়া পুনঃ পুনঃ তুলিকার চালনা করিলে সেই ছবি ক্রমে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিসম্বিত ও পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধানে সংস্কারক্রিয়ার ভূষোভূষঃ প্রবেশ হইলে মানবদেহে সর্ব্বগুণের পূর্ণ উদ্ভব হইয়া উঠে। এই স্তম্ভ শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, “চিত্রং কর্ম্ম যথানেটেকরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শতৈঃ। ব্রাহ্মণ্যমপি তস্য স্তাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ।” তথা—“এবমেনঃ শমঃ যাতি বীজগর্ভ-সমুদ্ভবঃ।” তথা—“অন্ননা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদিহ উচ্যতে” অর্থাৎ চিত্রাঙ্কনবৎ যথাক্রমে অনুষ্ঠিত সংস্কারে ব্রাহ্মণ্যও পরিস্ফুট হইয়া থাকে এবং মাতাপিতার গর্ভ ও বীজের নবজাত সন্তানে সংক্রমিত দোষগুলিও প্রশমিত হয়। অন্ন দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারা ইহা

পরে সঙ্কল্পস্থিত পাঠ, যথাযথ নিয়মে আসনশুদ্ধাদি করত গণেশাদিদেবতা-পূজাস্তে বস্তু ও মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিবে। *

পরে পতি দিব্যশেষভাগে সঙ্কল্পপূর্বক সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে, সঙ্কল্প যথা—
বিষ্ণুরেঁ। তৎসদৃশ অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে

হইয়া থাকে। সূত্রাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংস্কার-কাণ্ডগুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অনুরূপ। দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনুরূপ গুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্বদাই বিধেয়। সংস্কারকাণ্ড সাধারণতঃ দশবিধ,—(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ষ, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্তন, ও (১০) বিবাহ। এই সংস্কারদশটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) গার্ভ সংস্কার, (২) শৈশব সংস্কার, (৩) কৈশোর সংস্কার, (৪) যৌবন সংস্কার। প্রথম তিনটিকে গার্ভ সংস্কার, দ্বিতীয় তিনটিকে শৈশব সংস্কার, তৃতীয় তিনটিকে কৈশোর সংস্কার এবং চতুর্থটিকে যৌবন সংস্কার কহে। গর্ভাধানাদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সন্তানের উৎকর্ষসাধন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গর্ভাধানবদ্ব্যপেক্ষে ব্রহ্মগতঃ সন্দধাতি, পুংসবনাৎ পুংসীকরোতি ফলহাপনাৎ মাতাপিতৃজং পাপপানমপোহতি, রেতোরন্তঃপতোপঘাতঃ পঞ্চগুণো জাতকর্ষণা প্রথমমপোহতি, নামকরণেন দ্বিতীয়ঃ প্রাশনেন তৃতীয়ঃ চূড়াকরণেন চতুর্থঃ স্নপনেন পঞ্চমঃ। এতৈরষ্টাভিঃ সংস্কারৈর্গতঃ পঘাতাৎ পুতো ভবতি। ইতি সংস্কারতত্ত্বম্। সেই মহোচ্চ উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়েই আখ্যা-শাস্ত্র বেদমূল হইতে স্থির করিলেন যে, জনক-জননী-দেহে যে সকল দোষ থাকে, তাহাই সন্তানে সংক্রমিত হয়। ইহা স্থির করিয়া গর্ভাধান, গর্ভগ্রহণযোগ্যতা ও তদুপযুক্ত নম্র নিক-পণ করত সন্তানোৎপত্তিকালে ও যাহাতে জনক-জননীর মন পশুভাবে ইল্লিন্নপন্নত্ব না হইয়া বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেই हेতুই আখ্যাশাস্ত্রে গর্ভাধানাদির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মূলের মধ্যে যে “ওঁ বিষ্ণুর্ভোমিঃ কল্পবতু” ইত্যাদি মন্ত্রধ্বনি লিখিত আছে, তাহার প্রকৃত মন্ত্র স্তব্ধ করিলেই গর্ভাধানসংস্কারের মহোচ্চ অভিপ্রায় ও পবিত্র ভাব উপলব্ধি হইবে। উহার ভাবার্থ এই যে, গর্ভাধানসময়ে পতি পত্নীকে বলিতেছেন,—“সন্দ-বাণী বিষ্ণু ভোমার গর্ভস্থানকে প্রসঙ্গসমর্থ করুন; দেবশিল্পী হইয়া ভোমার কপ প্রকাশ করুন, বাবশ্রাত্র বীজে গভ হয়, প্রজাপতি ভোমার জননেন্দ্রিয়ে ভাবশ্রাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুন; আদিভা-দেব পুত্রার্থ ভোমার গর্ভ বন্ধ করুন। হে ভগবতি সিনীবালি। তুমি এই বধুতে গর্ভাধান কর; হে সরস্বতি। তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর অর্থাৎ ইহা বন্ধ্যতা অপনোদন কর। তাহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্বদা দেবগণ দ্বারা অভূদিত, স্বতঃ বিনয়নব্র, সঙ্কল্পগবান্ নারী-বিভূষণসকল সম্পদগুণ ও আশ্বিনন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অরিনীকুমারযুগল ভোমার গর্ভাধান করুন।” এই প্রকার আনন্দময়, পবিত্র, উচ্চ, শুভসঙ্কল্পোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সন্তান সন্ততি যে দিব্যভাবগুণ ও সর্বগুণকণে স্নানকৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে সকল ব্যক্তি এই দুইটি মন্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যব, মহোচ্চ কবিত্ব, শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের সমবেত সমাবেশ দর্শনে বিশ্বস্ত না হইবেন, তাহাদিগকে কিছু বালতে চাহি না। তবে যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রের প্রকৃত মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক ভক্তিপ্রণোদিত হইবেন, তাহাদিগকে জানাই যে, তাহারা যেন কদাচ ক্রমেও নিজ নিজ কুলে গর্ভাধানাদি সংস্কারের লোপ না করেন।

* গর্ভাধানকাণ্ডে সামকেদীর আভ্যুদয়িক আদ্য আর্ভসম্বন্ধ নহে, কেহ কেহ আভ্যুদয়িক আদ্যের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ভগবদেবত্ব আভ্যুদয়িক সম্বন্ধে কিছুই নির্দেশ করেন নাই।

অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রায়া মৎপত্ন্যাঃ
শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শুভগর্ভাধানকশ্মণি শ্রীসূর্য্যাপ্রীতিকামো 'বিশিষ্টপুত্রোৎপত্তি-
কামো বা সূর্য্যার্য্যদানমহং করিষ্যে । পরে সূক্তপাঠান্তে সূর্য্যের ধ্যান ও
পূজা করত সূর্য্যকুচর্চিত 'ও সুরবেশধারী পতি স্ত্রীর সহিত উখিত হইয়া
নিম্নলিখিত নয়টি মন্ত্র ক্রমান্বয়ে পড়িয়া সূর্য্যাদেবকে অর্ঘ্য দিবে, যথা—

ওঁ বিশ্বস্মা বিশ্বতস্মভা বিশ্বযোনিরযোনিভঃ ।

নবপুষ্পাংসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ ১ ॥

সম্পদাক্রুতিবাক্যেনৈকোভকুপী জগৎপ্রভো ।

সাক্ষী ত্বং সর্ব্বভূতানাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ২ ॥

যযা চ যৎ কৃতং কশ্ম সাংপ্রতং ফলহেতবে ।

তিমিদ্ভগ্ন মহাতেজো গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ৩ ॥

নবপুষ্পাংসবে চার্ঘ্যং দদানি ভক্তিতৎপরঃ ।

সম্পদাং হেতুঃ কভা চ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ৪ ॥

নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকনাক্ষিন্ বিভাবসো ।

পুত্রার্থী চ প্রপন্নোহহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ৫ ॥

কমলাকান্ত দেবেণ সাক্ষী ত্বঞ্চ জগৎপতে ।

ভকুশ্চব প্রপন্নোহহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ৬ ॥

স্বর্গদীপ নমস্তেহস্তু নমস্তে বিশ্বতাপন ।

নবপুষ্পাংসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ ৭ ॥

নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুখমোক্ষপ্রদায়ক ।

ছায়াপতে জগৎস্বাশিন্ স্বর্গদীপ নমোহস্তু তে ॥ ৮ ॥

বিশ্বাত্মা বিশ্ববকুশ্চ বিশ্বেশো বিশ্বলোচনঃ ।

নবপুষ্পাংসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ ৯ ॥

পরে জবাকুসুমসঙ্গাশন্ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।

তৎপরে সায়াংসন্ধ্যা অতীত হইলে পূর্বাংশে আসীনা বধূর পশ্চাৎভাগে
শাকিয়া তদীয় স্বকোপরিদেশ হইতে দক্ষিণকব অবতারণ পূর্ব্বক উপস্থ পর্শ
করত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুহু, প্ ছন্দো বিষ্ণু-ব্রহ্ম-প্রজাপতি-ধাতারো দেবতা গর্ভাধানে

বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুর্যোনিঃ কল্পয়তু অষ্টা রূপানি পিংশতু । আনিক্তু
প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১ ॥ *

প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠাপ্ ছন্দঃ সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিনো দেবতা গর্ভাধানে
বিনিয়োগঃ । ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবানি গর্ভং ধেহি সবস্বতি । গর্ভং তে অশ্বিনো
দেবাবাধতাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২ ॥

তৎপরে উখিত বধূর নাভিস্থলে সুবর্ণ স্পর্শ করাইরা নিম্নকথিত মন্ত্রে
উহা নিক্ষেপ করিবে । † যথা—

ওঁ জীববৎসা ভব হং ভোঃ সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে ।

তথা হং ভব কল্যাণি অবিগ্নগর্ভবারিণী ॥

ওঁ দীর্ঘায়ুষঃ বংশধবং পুত্রং জনয় সুব্রতে ॥

ঐ সুবর্ণ বধুব দক্ষিণভাগে পড়িলে পুত্র ও বামভাগে পড়িলে কন্যা
হইবে জানিবে ।

পরে যথাযথ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য সংশোধিত করত পতিপুত্রবতী রমণী বা
ব্রাহ্মণবালক দ্বারা বধূকে তাহা পান করাইবে । যখন উহা পান করিবে, তখন
বধূ পূর্বাভিমুখী হইয়া সেবন করিবে । পরে পতি স্ত্রীতে উপগত হইবে ।

সামন্তবন্দীত পুংসবন ‡

প্রথমগর্ভাবরণেব তৃতীয় মাসেব প্রাবন্তে শুভদিবসে প্রভাতে পতি স্নান

* কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋষিপ্রণীত, কোন্ ছন্দ রচিত, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে এবং কি
কাষো উহার প্রয়োগ, এত সকল জানা না থাকিলে উক্ত মন্ত্রপাঠের সম্যক ফল হয় না ;
সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্রপাঠেই পূর্বে উহা জানিয়া লওয়া আবশ্যিক । এই নিমিত্ত মন্ত্রপাঠেই
পূর্বে ঋষ্যাঙ্কি পাঠ কবিবার ব্যবহৃত আছে । প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্বেই ঐ সকল লিপিত আছে ।
উহা প্রায় সর্বত্রই যতি সংলগ্ন সংস্কৃত ভাষায় লিপিত, সুতরাং পাঠকগণ উহা দৃষ্টেই উহার
অর্থ সম্যক বুঝিতে পারিবেন বোধ সকলের অনুবাদ প্রদান করা হইল না । কেবল দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ একটিমাত্র অনুবাদ দেওয়া গেল । যথা—“বিষ্ণুর্যোনি” এই মন্ত্রব ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ
অনুষ্ঠাপ্, দেবতা বিষ্ণু, ইত্যাদি (বিশ্বকর্মা), প্রজাপতি ও ধাতা (দ্যা) এবং গর্ভাধানে এই
মন্ত্রের প্রয়োগ ।

† উহা গোষ্ঠিণ ও সার্বসম্বত নহে । নিম্নলিপিত মন্ত্র কাল্পনিক মাত্র ।

‡ গর্ভাবস্থায় দ্বিতীয় সংস্কারকে পুংসবন কহে । এত সংস্কার গর্ভাবস্থার পক্ষে বিশেষ উপ-
যোগী মনেহ নাহি । গর্ভ গ্রহণের তিন তৃতীয়ে চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইবার অনেক সম্ভা-
বনা, এই জন্য তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যেই (গর্ভপক্ষনের পূর্বে) পুংসবনসংস্কার-নিরূপণের

ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান পূর্বক চন্দ্রনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ-
জপান্তা কুশাণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন করিবে। তৎপরে প্রাতঃকালে
কৃতস্থানা বধূকে অগ্নির পশ্চিমপার্শ্বে স্বীয় দক্ষিণভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি
প্রাঙ্গুগীভাবে বসাইয়া প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশ-পরিমিত স্নাতাক্ত সমিধ্
অগ্নিতে তুক্ষীভাবে হোম করত মহাব্যাহতিহোম করিবে। যথা—প্রজাপতি-
ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঃ অগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॐ ভূঃ স্বাহা।
প্রজাপতিঋষিক্ষিক্ ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ
ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরতুষ্ণপ্ ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে
বিনিয়োগঃ। ॐ স্বঃ স্বাহা। পরে পতি দণ্ডায়মান অবস্থায় বধুর পৃষ্ঠভাগে
থাকিয়া তদীয় স্কন্ধ স্পর্শ কবত দক্ষিণ কব দ্বারা বস্ত্রাচ্ছাদিত নাভিদেশ
স্পর্শ করিবে এবং নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরতুষ্ণপ্ ছন্দো মিত্রাবকণাধ্যায়িষ্যবো দেবতাঃ পুংসবনে
বিনিয়োগঃ। ও পুমাংসো মিত্রাবকণৌ পুমাংসানশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিস্ত
দানুশ্চ পুমান্ গভস্তবোদবে ॥

সামগ্র্য নিদিষ্ট হইয়াছে। পুংসবন শব্দে পুত্রসংজ্ঞানের উৎপাদক সংস্কার, গভস্ত ক্রম দ্বিতীয় মাসা-
বধ অব্যক্ত চিহ্নাবস্তায় থাকে, সে বাবণ এত পুংসবনকন্ঠেব দ্বারা সেই গর্ভক্রমকে পুরুষকণে
পরিণত করা হয়। বিশেষতঃ সৎসল দেশীয় গ্রীলোকেই কত্যা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে
পুংসবন কামনা করেন। এই জন্য পুংসবনসংস্কার নিবাহ করিতে হয়। এই সংস্কারে যে মন্ত্র
পাঠ করিতে হয়, তাহা হিন্দুধর্ম্মমাত্র গাভীর হৃদয় আনন্দে উৎপন্ন হইয়া উঠে; সেই
আনন্দাতিশেক বলতঃ গভাবস্তায় আনন্দ, ভয়, বমনাদিজনিত অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয়
এবং গভপোষণের শক্তি যেন পুনরায় সমুদ্ভূত হইতে থাকে। সেই মন্ত্র উপবে লিখিত
হইছে, উক্তাব অর্থ—“সূর্য ও বকণ দেবদ্বয় যেন পুংস, অশ্বিনীকুমারগণ যেন পুরুষ,
অগ্নি ও বায়ু হইয়াও যেন পুরুষ, তোমার গভেও তেমন পুরুষেবই আবির্ভাব হউক।” পতি
নি ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া যে গাভীর হৃদয় আনন্দে
উদ্ভূত হইবে, ইহা বাচ্য নহে এবং সেই আনন্দাতিশেক বলতঃ যে মহাফল উৎপন্ন হইবে,
তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এতদ্বিন্ন পুংসবনসংস্কারে ফলদ্বয়যুক্ত বটগুড়া ও মাষকলার
পেষের সহিত গাভীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুঁকাইবার বা নাসাতে তাহাব রস নিক্ষেপের
ব্যবস্থা আছে। যদিও আমরা বিশেষ জানি না, কিন্তু এ সকল দ্রব্য যে গভরক্ষার বিশেষ
শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু অধর্ম্মবেদেও লিখিত আছে যে, বটকল দ্বারা
গোনালাস বিনষ্ট হয়। বাহা হউক, এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পুংসবন-
সংস্কার নিবাহ করা অবশ্য কত্তব্য।

দ্বিতীয় পুংসবন

অন্তঃপব অপর পুংসবনার্থ শোভননামক অগ্নি স্থাপন পূর্বক বাস্তুসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমাস্তে (৫ পুং) বটতকর পূর্বোত্তরশাখাশ্রিত-ফলদ্বয়সমম্বিতা, কুমি কর্তৃক অন্তঃপহতা বটশুঙ্গা নিম্নকথিত সপ্তমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া আনয়ন করিবে। যব বা মাষকলায়ের গুড়কত্রয় সপ্তবার নিক্ষেপ করত ক্রয় করা কত্তব্য। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সোম-বকণ-বসু কদ্রাদিত্য-মকদ্-বিশ্বেদেবা দেবতা
তৃগোধশুঙ্গাপরিক্রয়ণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যজসি সোমো সোমায় হা রাজ্ঞে পরিক্রাণামি ॥ ১ ॥

ওঁ যজসি বাকণী বকণায় হা রাজ্ঞে পবিক্রাণামি ॥ ২ ॥

ওঁ যজসি বসুভ্যো বসুভ্যায় পবিক্রাণামি ॥ ৩ ॥

ওঁ যজসি কদ্রেভ্যো কদ্রেভ্যায় পরিক্রাণামি ॥ ৪ ॥

ওঁ যজসি আদিভ্যো আদিভ্যায় পবিক্রাণামি ॥ ৫ ॥

ওঁ যজসি মকভ্যো মকভ্যায় পরিক্রাণামি ॥ ৬ ॥

ওঁ যজসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যায় পরিক্রাণামি ॥ ৭ ॥ *

পরে নিম্নকথিত মন্ত্রে বটশুঙ্গা আহবণ করিতে হয়, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সোম-বকণ-বসু কদ্রাদিত্য-মকদ্-বিশ্বেদেবা দেবতা
তৃগোধশুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ৮
ওময়ঃ স্তমনসো ভূহা অশ্রাঃ বীর্গাঃ সমাধেবঃ কৰ্ম করিষ্যতি।

অনন্তর ঐ বটশুঙ্গা (যে সকল পত্র মুকুলিত অবস্থায় আছে, এরূপ শাখাগ্রস্থিত পল্লব-পত্র) ভূমিতে তুলিয়া শূণ্ণে স্থাপন করিবে। পবে বক্ষচারী, কুমারী, গর্ভবতী নারী কিংবা শত্ৰুহান্যায়কল দক্ষিণ বগাচারে বহির উত্তর-ভাগে প্রক্ষালিত শিলাতলে নীহারজল দ্বারা গোলাকৃতি লোষ্ট্রবোঁগে ঐ উত্তোলিত বটশুঙ্গা বারংবার পেষণ করিবে। পবে অগ্নির পশ্চিমে উত্তবাগ্রকূশে পরি পশ্চিমাভিমুখে সমাসীনা একক পূর্বদিকে আনতমস্তকা করিয়া পতি তৎপূষ্ঠভাগে থাকিয়া দক্ষিণ করেব অঙ্গ ও অনামিকা দ্বারা বস্ত্রবন্ধ

* কোন কোন পুস্তকে 'বসুভ্যায় রাজ্ঞে পরিক্রাণামি' এতদপ সর্বত্র 'রাজ্ঞে' পদযুক্ত মন্ত্র দেখিত পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদে তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই।

পেণ্ডিত বটশ্রী লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেই গর্ভবতী বধুর দক্ষিণ নামারক্ষে, সেই বটশ্রীর রস নিক্ষেপ করিবে। যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুহুর্প্ ছন্দোহগ্নীন্দ্রবৃহস্পত্যয়ো দেবতা ত্র্যগোধশ্রীসদানৈ
বিনিয়োগঃ। ও পুমানয়িঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসঃ
পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাম্ ॥

তৎপবে মহাব্যাহতিহোম (৫ পৃঃ) করিয়া প্রাদেশপবিমিত একটি ঘৃতাক্র
সমিধ্ বহ্নিতে তুষ্টীস্তাবে হোম করত সর্ককর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বাম-
দেব্যগানান্ত্র উদীত্যকর্ম শেষ (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) করিয়া কর্মকারমিহু-ব্রাহ্মণকে
যথাযথনিয়মে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর মেঘলোমে গ্রথিত জীব, জাতি-
ফল, 'গুবাক, প্রবাল, রজত, সুবর্ণ গভিণীর স্তনদ্বয়মধ্যে পরিধান করাইয়া
রাখিবে। গভিণী পুংসবন কর্মের পর হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত নদীতীর,
কূপ, পুষ্করিণী-জল ত্যাগ করিবে, সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ, বৃক্ষমূলে স্থিতি ও
দেব-গৃহে গমন গভিণীর সর্কথা বর্জনীয়।

সামন্তোন্নয়ন সীমন্তোন্নয়ন *

প্রথম গর্ভধারণের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কার সম্পাদন
করা ব্যবস্থা। গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই সমস্ত সংস্কারক্রিয়া-
গুলির পৌর্বাগম্যানিয়ম হেতু তত্তদনুসারেই কর্তব্য। যদি কোন কারণবশতঃ
যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবনকর্ম সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়ন-
দিবসে বাস্তবসমুদয়মহাব্যাহতিশাট্যায়নহোমাদিক্রম প্রাপ্তিচতুসমাধানান্তে
গর্ভাধান ও পুংসবনকর্ম সম্পাদন করত সীমন্তোন্নয়ন নির্বাহ করিবে।

গর্ভাবতার তৃতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কারটিও গর্ভাবতার পক্ষে বিশেষ,
উপযোগী। গর্ভ গ্রহণের চতুর্থ হইতে অষ্টম মাসের মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা,
এই সমস্ত গর্ভগ্রহণের পর চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। ইহার
মূল ক্রিয়াটি গভিণীকে সীমন্ত বা সীমন্তি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গভিণী
শ্রী আর তৎপরে প্রসববাবৎ অনুলেপনাদিতে অমূলিপ্ত, মালাদিহারিণী, শৃঙ্গারবেশে অলঙ্কৃত।
না পতিগামিনী হন না। পুংসবনের পর শুভলক্ষণে এই সংস্কারটি সম্পাদন করিতে হয়।
এই সংস্কারে বৃদ্ধশ্রাদ্ধ ও চরুপাকাদি সম্পাদন পূর্বক স্বামী একমুখস্থ পরিপক্ব যজ্ঞোদ্ভবরস
'ও অস্ত্রাণ্ড কতিপয় মাত্র গাভ্রব্য গভিণীর গলে পটুত্বযোগে লম্বিত করত যে মন্ত্র শুনাইয়া
থাকেন, তাহা পর্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, এমন প্রীতি ও আনন্দবন্ধক
মদুবদ্বি-প্রদায়ক পবিত্র কাব্য বোধ হয় আর নাই। সুতরাং এই সংস্কার আমাদের দেশ
হইতে বিলুপ্ত হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয়।

প্রথমতঃ পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি নিষ্পাদন পূর্বক মঙ্গলনামা বহি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষপাশ্বে কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সমাধা করত সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

ওঁ অশ্বত্যাতি এতন্নদীমপত্যা যথাকালং গর্তাধানপুংসবনকৰ্ম্মণোরকরণ-
জনিতদোষপ্রশমনায় মহাব্যাহতি (শাট্যায়ন) হোমমহং কুর্স্বীয় ।

তৎপরে মহাব্যাহতি (শাট্যায়ন) হোম কর্তব্য । (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) পরে যথোক্ত গর্তাধান ও পুংসবনকৰ্ম্ম নিষ্পাদন পূর্বক প্রাতঃকৃতস্নান। বধুকে অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্গুখীভাবে বসাইয়া প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-
পরিমিত স্তুতাক্ত সমিধ্ তুষীভাবে অগ্নিতে হোম করত মহাব্যাহতিহোম সমাপন করিবে। (৫ পৃঃ) পরে পতি বধুর পৃষ্ঠভাগে পূর্বাশ্বে থাকিয়া এক-
বৃত্তস্থিত পক উডুঘরফলদ্বয় পটুস্ফ্রাদি দ্বারা গাঁথিয়া আচারানুসারে তৎসহ কাঞ্চনাদিগঠিত বাসুদেবপদযুগল, যবপ্রতিকৃতি চক্র এবং নিম্ব, সর্ষপ, ভল্লাতক, বচ প্রভৃতি লইয়া বধুর কণ্ঠদেশে উহা লব্ধিত করিয়া দিবে।
মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরমৃষ্ট্রপ্ ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা উডুঘরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ অন্নমূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব । পৰ্ণং বনম্পতেমুর্জ্বা মুত্বা চ
স্মরতাং রসিঃ ॥

পরে কুশণ্ডচ্ছত্র (তিনটি পবিত্র) লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা গর্তীগৌর সীমন্ত-
দেশের কেশ উন্নীত করত সেই কুশণ্ডচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিতে হয় ।
মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ ।

পুনর্ব্বার কুশণ্ডচ্ছত্র (পবিত্র) লইয়া পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করিয়া
সেই কুশণ্ডচ্ছ ও কেশপাশে স্থাপন করিবে ! মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্কৃষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবঃ ।

তৎপরে পুনর্ব্বার কুশণ্ডচ্ছত্র (তিনটি পবিত্র) লইয়া পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত
করত পূর্ব্বের স্তায় কুশণ্ডচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে । মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরমৃষ্ট্রপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে
বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ ।

তদনন্তর শরকাষ্ঠিকা লইয়া তাহার দ্বারা সৌমন্ত উন্নীত করিয়া সৌমন্তে স্থাপন করিবে, যন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ স্রী দেবতা শরেন সৌমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ যেনাদিতেঃ সৌমানং নম্রতি প্রজাপতিমহতে মোভগার । তেনাহমন্তে
সৌমানং নম্রামি প্রজামন্তে জরদষ্ট্রিং কৃণোমি ।

পরে পতি নূতন সূত্রপূর্ণ নলিকা (টেকে) লইয়া পূর্ববৎ সৌমন্ত উন্নীত করত সেই নলিকা পূর্ববৎ স্থাপন করিবে, যন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ জগতীচ্ছন্দো ব্রাক্ষা দেবতা সূত্রপূর্ণতকুণা সৌমন্তোন্নয়নে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রাক্ষামহং সুহবাং সুষ্টুতো হুবে, শৃণোহু নঃ সুভগা বোধতু
অনা । সৌব্যহঃ সূচ্যাহচ্ছিত্তমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুখ্যাম্ ।

পরে ত্রিধেতা শললী (তিন স্থানে খেত আভাবিশিষ্টে শজারুর কাঁটা) গ্রহণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তদ্বারা সৌমন্ত উন্নীত করিয়া কেশপাশে স্থাপন করিবে । যন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ জগতীচ্ছন্দো ব্রাক্ষা দেবতা ত্রিধেতয়া শলল্যা সৌমন্তোন্নয়নে
বিনিয়োগঃ । ওঁ যাস্তে ব্রাকে স্মতয়ঃ সুপেশসো, যাতির্দদাসি দাতুষে
বহুনি । তাভিনো অণু স্মনা উপাগহি সহস্রপোষঃ সুভগে বরাণা ।

অনন্তর পতি উপরিদত্ততম্পন্ন তিলত পুণ্যমানসিন্পন্ন কুমবদপ স্থালীপাক অর্থাৎ সম্বত খিচুড়ি প্রদর্শন পূর্বক গর্ভীকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জিজ্ঞাসা করিবে,—প্রজাপতিঋষিঃ স্রী দেবতা বধুপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ । “ওঁ কিং পশ্যসি ?” অর্থাৎ “কি দেখিতেছ ?” তখন পত্নী সেই চক্ৰ দেখিলে তাহাকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ স্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাং
পশুন্মু মোভাগ্যং মহং দীর্ঘায়ুষ্কং (স্তং) পত্ন্যঃ ।

পরে মহাব্যাহতিহোম (৫ পৃঃ) করিয়া প্রাদেশপরিমিত দ্রতাক্ত সমিধ্ মৌনভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্য কন্ধ ও বামদেব্যগানান্ত কন্ধ (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করিয়া কন্ধকারম্বিত-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । অনন্তর পতিপুত্রবতী নারীগণ বধুকে বেদীর উপরে উত্থাপিত করত জলপূর্ণ কুণ্ড দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করিবেন এবং বধুকে বলিবেন, “তুমি বীরপ্রসবিনী হও, জীববৎসা হও । জীবপতিকা হও ।” পরিশেষে গর্ভী সেই কুম্বর ভক্ষণ করিবেন ।

সামবেদীয় সোম্যস্তীকর্ম

যখন বধু আসন্নপ্রসবা হইবেন, তখন সুখপ্রসবার্থ সোম্যস্তী-হোম করা বিধেয়। পতি কৃতস্মান হইয়া সংকল্প করিবে, বাক্য যথা—

‘ও অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রায়া মংপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ সোম্যস্তীহোমমহং কুর্ব্বীয়।

তৎপরে পূর্ববৎ মঙ্গলনামক বহিঃস্থাপন ও বিকৃপাকল্পপাত্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন করত প্রকৃত-কর্মারম্ভে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তৃক্ষীভূতাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহুতিহোম করিবে (৫ পৃঃ)। পরে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে সোম্যস্তী-হোম করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ পঙক্তিহৃদঃ সংরাধনৌ দেবতা সোম্যস্তীহোমে
বিনিয়োগঃ। ‘ও ষা তিবশ্চা নিষ্পদ্যতে বিধরনীতি তাং ত্বাং ঘৃতশ্চ ধারয়া
যজে সংরাধনৌমহং সংরাধনৌ দেবৈব্য দেষ্ট্যে স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিরতুপ্ হৃদো বিপশ্চিন্দোতা সোম্যস্তীহোমে বিনিয়োগঃ।
ও বিপশ্চিৎ পুহনভবত্বকাতা পুনবাহরৎ। পরেহি হং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং
জনিষ্যতেহসৌ নাম স্বাহা ॥ ২ ॥

এই বাক্যে হোম করিবে। মন্ত্রন্যাস্ত “অসৌ” শব্দ স্থানে ভবিষ্যৎ
পুত্রের হৃদয়নিহিত নামকোঠন কর্তব্য অর্থাৎ “অমুকণ্মা নাম স্বাহা” পরে
মহাব্যাহুতিহোম-সমাপনান্তে (৫ পৃঃ) প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্
তৃক্ষীভূতাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম সমাপন পূর্বক সর্বকর্মসাধারণ
শাট্যায়নহোমানি বানদেবাগানান্ত উদাচ্যকর্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ
করিবে পরে কর্মকাবরিত্ত-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

সামবেদীয় জাতকর্ম *

পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র পিতা “ও নাভিঃ মা ক্লন্তত স্তনঞ্চ মা

*শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কারক জাতকর্ম কহে। সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র এই সংস্কার
সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারের কাব্য এই যে, পিতা প্রথমতঃ যব ও ত্রিহিচূর্ণ দ্বারা
সন্তোজাত সন্তানের ত্রিলা মার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং স্বর্ণ দ্বারা ঘৃতপ্রাণন করাইয়া
থাকেন। তৎকালে যে মন্ত্র উচ্চাষ্য হয়, তাহার প্রকৃত মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের
আবশ্যকতা ও পবিত্র ভাব উপলব্ধ হইবে।

প্রতিধৃত,* এই বলিয়া স্নান ও বৃদ্ধিশাক্ত সমাপনান্তে (অসমর্থ হইলে অন্ন-দান বা ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া) ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্তবতী কিংবা শ্রুত-স্বাধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রক্ষালিত শিলাতলে অনাবৃত্ত (গোলাকৃতি নহে) লোষ্ট্রযোগে পিষ্ট ব্রীহিবচূর্ণ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ কবিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের জিহ্বা মার্জ্জন করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিব্রহ্ম দেবতা ব্রীহিবচূর্ণেন কুমারশ্চ জিহ্বামার্জ্জনে বিনি-
রোগঃ । ওঁ ইয়মাজ্জৈদমন্নমিদমান্বিদমমৃতম্ ।

পরে ঐরূপ স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্টে বৃত্ত গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্বক কুমারকে পান কবাটাবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরত্নপ্ ছন্দো মিত্রাবকণাশ্বাশ্বিনো দেবতাঃ কুমারশ্চ সপিঃ-
প্রাশনে বিনিরোগঃ । ওঁ মেধান্তে মিত্রাবকণৌ মেধামগ্নির্দ্যতু তে । মেধান্তে
অশ্বিনৌ দেবাবাধতাঃ পুষ্কবশ্রজৌ স্বাহা ।

পরে পুনর্বার পূর্ববৎ স্বর্ণঘৃষ্টে বৃত্ত গ্রহণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের
মুখে প্রদান করিতে হয়, যথা—

প্রজাপতিঋষিগায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারশ্চ সপিঃপ্রাশনে বিনিরোগঃ ।
ওঁ সনসম্পতিম হৃত প্রিয়মিদ্ৰশ্চ কাম্যং সনিঃ মেধামন্নাসিসং স্বাহা । *

* সঙ্গতাপ বিবচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই মন্ত্রের প্রথমভাগে একটি বৈদিক বা শ্রুগভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের পবন বিকাশ হইতেছে। শেষভাগ হইতে জনক, জননী ও গোষ্ঠীসম্পদার সকলেই জানিতে পারিবেন যে, বিপ্রসন্তানব পক্ষে ধন প্রভৃতির জন্ত প্রার্থনা নাহি। অধিকন্তু আয়ু নিমিত্ত প্রার্থনাও একবাবমাত্র; কিন্তু মেধা ও ধাবণ-বতী বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা পুন পুনঃ হইতেছে। সুতরাং বিপ্রসন্তানের পালন যে উদ্দেশে হওয়া উচিত, তাহার সূচনা এই প্রথম সংস্কার হইতেই উপলব্ধ হইতেছে। আরও দেখ, এই সংস্কারে ভূমিষ্ট সন্তানের জিহ্বাতে স্পর্শগুণ গুত এবং যব ও ব্রীহিচূর্ণ স্পর্শের নিম্নম নির্দিষ্ট আছে। স্বর্ণগুণে গুতের যে বহুবিধ গুণ, তাহা আমাদিগের আত্মস্বাদেই দৃষ্ট হইতেছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষের দমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং উষ্ণ রক্তের উর্দ্ধগতিহ-দোষ বিনাশ করে। গুত দ্বারা শৌচ পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সচোজাত সন্তানের পক্ষে এই সকল ভ্রব্য যে কতদূর উপকারী, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রসবযন্ত্রণা বশতঃ সচোজাত সন্তানের শোণিত উর্দ্ধগামী হয়। যদি সেই মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে অশেষবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভব। স্বর্ণগুণে গুত জিহ্বায় প্রদান করিলে উপরি-উক্ত দোষ সমূহের বিদূরণ হয় এবং সন্তানের রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

অনন্তরঃ “নাভিঃ কৃত্তত স্তনঞ্চ প্রতিধত্ত”, এই কথা বলিয়া পিতা পুনরায় জ্ঞান সম্পাদন করিবেন না।

সামন্তের দ্বীপ নিষ্ক্রমণ *

বালকের জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পিতা প্রভাতে কুমারকে জ্ঞান করাইয়া দায়ংসম্ভাব পর চন্দ্রাভিমুখে কবপুটে অবস্থিতি করিবেন। মাতা শিশুকে বিশুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদন করত পতির দক্ষিণদিকে বাইরা উত্তরশিরা শিশুকে তৎপিতার হস্তে প্রদান করিবেন। পরে মাতা পতির পশ্চাত্তাগ দিয়া উত্তরদিকে গমন করত চন্দ্রাভিমুখী হইয়া পতির বামপার্শ্বে উথিতভাবে অবস্থিতি করিবেন। তৎপরে পিতা নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ চন্দ্রো দেবতা কুমারশ্চ চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ ।
ঔ যন্তে সূসীমে হৃদয়ং হিতমমৃতং প্রজাপতো । বেদাহং যন্তো তদ্বক্ষ্য মাহং
পৌত্রমঘং নি গাম্ ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ চন্দ্রো দেবতা কুমারশ্চ চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ ।
ঔ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্ । বেদামৃতশ্চাহং নাম মাহং
পৌত্রমঘং রিষম্ ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারশ্চ চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ ।
ঔ ইন্দ্রাগ্নী শম্য যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী । যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো
জনিত্র্যা অধি ॥ ৩ ॥ †

* দশবিধ সংস্কার তির নিষ্ক্রমণ নামে আরও একটি শৈশব সংস্কার আছে। জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই ইহা করবা। প্রথমবারে নান্দীমুগশ্রাদ্ধাদি সহকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তদনন্তর সম্ভ্রানের একবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া বাবৎ প্রত্যেক পুত্র তৃতীয়াতে কবণীয়। যদিও নিষ্ক্রমণ সংস্কার জন্মাবধি তৃতীয়ায় বিহিত ও নামকরণ সংস্কার একাদশ দিবস, শততম দিন ও সত্ত্বংসবে গাঠিত আছে, স্তত্রাং নিষ্ক্রমণের পূর্বে নামকরণ কর্তব্য, স্তত্রাং এ বিষয়ে অনুমোদন করেন, তথাপি ভবদেবভট্ট নামকরণের নির্দিষ্ট একটিমাত্র কাল না থাকায় ও সংস্কার কাণ্ডের ক্রমানুরোধ না রাখায় নামকরণ নিষ্ক্রমণের পরেই লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে গাহারা একাদশ দিনে নামকরণ করিতে ইচ্ছা করেন ও নামকরণ নিষ্ক্রমণ সকল সংস্কারই অল্পপ্রাণনদিনে করিতে চাহেন, স্তত্রাং প্রথমে নামকরণ, অতঃপর নিষ্ক্রমণ সংস্কারাবধান কর্তব্য।

† এই সংস্কারে যে কয়টি মন্ত্রের উল্লেখ হইল, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা আপনার জন্তই প্রার্থনা করিতেছেন, অধিকন্তু ইহাতে আত্মার বিভূষ,

এই মন্ত্রত্রয় পাঠান্তে শিশুকে চন্দ্র দেখাইতে হয়। তৎপরে পিতা পূর্বোক্ত প্রকারে শিশুকে উত্তরশিরাতাবে জননীর নিকট সমর্পণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসমুত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব ।

গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কদং রোহিণ্যা সহিতো মম ॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।

ওঁ দিব্যশঅতুষারাতং ক্ষীরোদার্ণবসমুভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্তোমু'কুটভূষণম্ ॥

তৎপরে পিতা বামদেব্যগান আদি শাস্তিকর্ম্ম করিয়া গৃহপ্রবেশ করাইবেন। শুক্লপক্ষত্রয়ের প্রতি তৃতীয়া তিথিতেই পিতা সায়ংসন্ধ্যাসময়ে চন্দ্রাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত নিম্নকথিত মন্ত্রপাঠসহকারে গৃহীত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্ট্রপ্ ছন্দঃচন্দ্রে। দেবতা কুমারশ্চ চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ষদদশচন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা স্তদয়ং শ্রিতম্। তদহং বিদ্বাংস্তং পশুন্মাহং পৌত্রমঘং কদম্।

তুষ্ণীস্তাবেও বারদ্বয় জলাঞ্জলি দিতে হয়। পরে বামদেব্যগান করত অস্থিদ্ৰাবণারণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে। এই নিম্নকথিত উদ্দীচ্য-কর্ম্ম প্রবাসী পিতাও সম্পাদন করিবেন। যে হেতু, উহাতে পত্নী ও পুত্রের সহযোগ অপেক্ষিত নহে।

সামবেদীয় নামকরণ *

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ রাত্রি কিংবা শতরাত্রি অতীত হইলে অথবা বর্ষ পূর্ণ হইলে নামকরণ করিতে হয়। তথাপি লৌকিকাচারনিবন্ধন

পুত্রার্থ পিতার আন্তরিক বাক্যনয় প্রভৃতিই প্রকাশিত হইতেছে। এই কাবণে এই সংস্কার-টিকে মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না; ইহা অস্তান্ত সংস্কারের স্তায় গৌর-বান্বিতও নহে। উহা এক প্রকার পুষ্টিসাধক সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে।

* শৈশবসংস্কার কথটির মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কারকেই নামকরণ কহে। যাহাতে পিতা কর্তৃক জাত সন্তানের নাম রাখা হয়, তাহারই নাম নামকরণ। এই সংস্কার জন্মাবধি একাদশদিনে, একাদিকশতসংখ্যাদিবসে ও পূর্ণ সংবৎসরে কর্তব্য। উহা দ্বারা পিতা-মাতার মনে সন্তানপালনসম্বন্ধে অবশ্যই শুভ ফল ফলে সংশয় নাই।

একাদশাহে, একাদিকশতরাতে বা জন্মদিনেও নামকরণ করা যায়। * এই সংস্কারে অগ্রে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্বক পার্শ্ববিনামা বহি স্থাপন করত বিরূপাক্ষজপালা কুশণ্ডিকা (১ম ভাগ, ২৫২ পৃঃ) শেষ কবিত্তা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তৃক্ষীভ্যবে বহিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহতি-হোম করিবে। (৫ পৃঃ) পরে মাতা শিশুকে পবিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদন করত পতির দক্ষিণভাগে থাকিয়া উত্তবশিরা শিশুকে তৎপিতৃহস্তে প্রদান করিবে। তৎপরে মাতা পতির পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা উত্তরদিকে গমন পূর্বক স্বামীর বামভাগে উত্তরাগ্রকুশোপরি প্রায়ুখী হইয়া সমাসীন হইবে। পবে পিতা “ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা” এই মন্ত্রে একবার আহুতি প্রদান পূর্বক কুমারের জন্মতিথি ও জন্ম-তিথি-দেবতার ও জন্ম-নক্ষত্র এবং জন্মনক্ষত্রদেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন। যথা—প্রতিপদে জন্ম হইলে “ওঁ প্রতিপদে স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম কর্তব্য। দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে “ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ অষ্ট্রে স্বাহা” এই মন্ত্রে, তৃতীয়া তিথিতে জন্ম হইলে “ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ জনাদনায় স্বাহা”; চতুর্থীতে জন্ম হইলে “ওঁ চতুর্থ্যে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা”, পঞ্চমীতে জন্ম হইলে “ওঁ পঞ্চম্যে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা”, ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে “ওঁ ষষ্ঠ্যে স্বাহা, ওঁ কুমাবায় স্বাহা”, সপ্তমীতে জন্ম হইলে “ওঁ সপ্তম্যে স্বাহা, ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা”, অষ্টমীতে জন্ম হইলে “ওঁ অষ্টম্যে স্বাহা, ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা”, নবমীতে জন্ম হইলে “ওঁ নবম্যে স্বাহা, ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা”, দশমীতে জন্ম হইলে “ওঁ দশম্যে স্বাহা, ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা”, একাদশীতে জন্ম হইলে “ওঁ একাদশ্যে স্বাহা, ওঁ কদ্রেভ্যঃ স্বাহা”, দ্বাদশীতে জন্ম হইলে “ওঁ দ্বাদশ্যে স্বাহা”, ওঁ বাববে স্বাহা”; ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে “ওঁ ত্রয়োদশ্যে স্বাহা, ওঁ কামাধ্ব স্বাহা”; চতুর্দশীতে জন্ম হইলে “ওঁ চতুর্দশ্যে স্বাহা, ওঁ যক্ষভ্যঃ স্বাহা”, অমাবস্যা জন্ম হইলে “ওঁ অমাবস্যায়ৈ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা” এবং পূর্ণিমাতে

* সচরাচর এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে গ্রাহুড়ে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশই দশরাত্রির মধ্যে মারা গিয়া থাকে। এই কারণেই দশ রাত্রির পর নামকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নামকরণ হইলে সেই সম্বন্ধে চিত্তেব একরূপ দাঢ্য জন্মে। নবজাত শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎসম্বন্ধে চিন্তা ও শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটিই একরূপ অবলম্বনরূপ হয়। সুতরাং অশোচ্যোক্ত নাম রাখা কর্তব্য। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাণনের সময় নামকরণ করিতে দেগা গায। ইহাও অশাস্ত্রীয় বা যুক্তিবিকল্প নহে। কারণ, মুগ্যকালে যে সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় নাই, গোণকালে তাহার অনুষ্ঠান বিহিত আছে। পব পরবর্ত্তী সংস্কারদিবস পূর্ব পূর্ব সংস্কারের গোণকাল জানিবে।

জন্ম হইলে “ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিতে হয় ।

তৎপরে নক্ষত্রহোম করিবে । যদি অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহা হইলে “ওঁ অশ্বিনীভ্যঃ (মতাস্তরে অশ্বিনীভ্যঃ) স্বাহা, ওঁ অশ্বিনীকুমারাত্যঃ স্বাহা”, ভব-
নীতে জন্ম হইলে “ওঁ ভরণীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ষমায় স্বাহা”, কৃত্তিকাতে জন্ম হইলে “ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা”, রোহিণীতে হইলে “ওঁ রোহিণীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা”, মৃগশিৰাতে হইলে “ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা”; আর্দ্রাতে হইলে “ওঁ আর্দ্রায়ে স্বাহা, ওঁ কদ্রায় স্বাহা”, পুনর্বসুতে হইলে “ওঁ পুনর্বসবে স্বাহা, ওঁ অদিতয়ে স্বাহা”, পুষ্যাতে হইলে “ওঁ পুষ্যায়ে স্বাহা, ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা”, অশ্লেষাতে হইলে “ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা”; মঘাতে হইলে “ওঁ মঘাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা”; পূর্ব-
ফল্গুনীতে হইলে “ওঁ পূর্বফল্গুনীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ভগায় স্বাহা”, উত্তরফল্গুনীতে হইলে “ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অর্যায় স্বাহা”; হস্তাতে হইলে “ওঁ হস্তায়ে স্বাহা, ওঁ সবিত্রে স্বাহা”, চিত্রাতে হইলে “ওঁ চিত্রায়ে স্বাহা, ওঁ হৃষ্টে স্বাহা”, স্বাতীতে হইলে “ওঁ স্বাতীয়ে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা”, বিশাখাতে হইলে “ওঁ বিশাখাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যঃ স্বাহা”, অনুরাধাতে হইলে “ওঁ অনুরাধাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ মিত্রায় স্বাহা”, জ্যেষ্ঠাতে হইলে “ওঁ জ্যেষ্ঠায়ে স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা”; মূল্যাতে হইলে “ওঁ মূল্যায় স্বাহা, ওঁ নিখাতয়ে স্বাহা”; পূর্বাষাঢ়াতে হইলে “ওঁ পূর্বাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অদ্যঃ স্বাহা”, উত্তরাষাঢ়াতে হইলে “ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা”, শ্রবণাতে হইলে “ওঁ শ্রবণায়ে স্বাহা, ওঁ বিশ্ববে স্বাহা”, ধনিষ্ঠাতে হইলে “ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা”, শতভিষাতে হইলে “ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বকায় স্বাহা”, পূর্বভাদ্রপদে হইলে “ওঁ পূর্বভাদ্রপদাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অজেকপাদায় স্বাহা”, উত্তরভাদ্রপদে হইলে “ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অহিরণ্যাত্যঃ স্বাহা”, বেবতীতে হইলে “ওঁ রেবতীয়ে স্বাহা, ওঁ পুষ্পে স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিতে হয় । •

রাশিানুসারেণ নামান্যাদ্যক্ষরাণি যথা—

অ লো মেমে, উ বো বুয়ে, ক ছো মিধনে, ড হো ককটে, ম চৌ সিংহে, প চৌ কল্যাণে,
ব চৌ তুলায়, ন বৌ বৃশ্চিকে, ধ ছো ধনুর্ষি, খ ছো মকরে, গ শৌ কুস্ত্রে, দ চৌ মীনে ।

শতপদচক্রে জন্মনক্ষত্রপাদানুসারেণ নামান্যাদ্যক্ষরাণি যথা—

৬ চৌ চৌ ল অশ্বিনী, লি নু লো ভবনী, অ ই উ এ কৃত্তিকা, ও ষ বি বু বোহিণী, ব গো

তৎপরে দেশাচারনিবন্ধন শিশুর দুইটি নাম করণ করা করিয়া খড়ি দ্বারা প্রস্তরাদিতে লিখিবে এবং তদুপরি দুইটি ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবে। যে নামটির উপরিস্থিত প্রদীপ অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইবে, সেই নামটি রাখাই কর্তব্য। তৎপরে পিতা কুমারের মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষির্বাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোহসি কতমোহস্তেষোহস্তমুতোহস্তাহস্পত্যং মাসং প্রবিশ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষির্বাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স হাহে পরিদদাহহস্তা রাট্র্যো পরিদদাতু রাত্রিস্থাহোরাত্রাত্যাং পরিদদাহহোরাত্র্যে আর্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদদাতুমর্দ্ধমাসাহা মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাহর্ষভূভ্যঃ পরিদদহৃতবস্তা সংবৎসরায় পরিদদাতু সংবৎসরস্তাবুবে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন ॥ ২ ॥ *

মন্ত্রদ্বয়ের শেষভাগস্থ ‘অমুক’ স্থানে সম্বোধনান্তে কুমারের নাম গ্রহীতব্য পরে পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে, “ওঁ অমুকদেবশর্ম্মায়স্তে পুত্রঃ” উচ্চারণ করিবে। কুমারের দক্ষিণকর্ণে “ওঁ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসি” এই বাক্য কহিবে। তৎপরে কুমারকে মাতৃকোড়ে দিয়া মহাব্যাহতিহোম-সমাপনান্তে প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তৃক্ষীণ্ডাবে বহ্নিতে আহুতি প্রদান করত সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যাগানান্তে উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পঃ)

ক কি ষ্ণগশিরা, কু ষ ও ছ আদ্রা, কে কো হ হি পুনর্কর্ম্মঃ, ভ হে তো ড পুষ্যা, ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা, ম মি নু মে মঘা, মো ট টি টু পূর্ব্বফল্গুনী, টে টো প পি উত্তরফল্গুনী, পু ব ণ ঠ হস্তা, পে পো র বি চিত্রা, র রে বো ত স্বাতী, তি তৃ তে তো নিশাঙ্গা, ন নি নু নে অনুরাধা, নো ষ বি ল জ্যেষ্ঠা, যে যো জ ভি মূল্য, ভৃ ধ ফ চ পূর্ব্বাষাঢ়া, ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢ়া, বি বু খে খো জ্যেষ্ঠা, গ গি শু গে ধনিষ্ঠা, গো শ শি শু শতভিষা, শে শো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদ, দু ধ ঞ ঞ উত্তরভাদ্রপদ, দে দো চ চি রেবতী।

ইন্দ্রেন দীপো জ্যেষ্ঠঃ শকায়েণ সকারো ধর্ম্মব্যঃ অকারান্তানি শকারান্তানি চ নামানি ভবান্তি।

এই মন্ত্র দ্বারা জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া সম্ভানের রক্ষা সম্বন্ধে যে কিকপ সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া যাপন করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হইল। ইহাতে জনকজননীর স্তদবে সম্ভানরক্ষণসম্বন্ধে নিশ্চিতই শুভফল ঘটিবে সংশয় নাই। সম্ভানের নিজের পক্ষে কি হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহাব জাতিভ্রংশকর দোষের অপনয়ন হইল অর্থাৎ যে দোষ বশতঃ জাতি বোধগম্য না হয়, সেই দোষ বিদূরিত হইল। কেন না, শাশ্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতিব ভিন্ন ভিন্নকপ নামকরণেব ব্যবস্থা আছে।

শেষ করিবে। তদনন্তর কৰ্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি কার্য সমাপন করিতে হয়।

সামবেদীয় পৌষ্টিককৰ্ম

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পব সংবৎসর যাবৎ মাসে মাসে জন্মতিথিতে কিংবা পূর্ণিমাতে প্রভাতে পিতা কৃতস্নান হইয়া সঙ্কল্প কবিবে, বাক্য যথা—

ওঁ অগ্নেত্যাগ্নি অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশৰ্মণঃ শুভকামঃ (পুষ্টিকামঃ) পৌষ্টিকং কৰ্ম্মাহং কুৰ্ব্বীয়।

পরে বলদনামা বহি স্থাপন করত বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন পূর্বক প্রকৃতকৰ্ম্মাবশ্তে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ তুক্ষীভাবে বহিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহতিহোম (৫ পৃঃ) করিতে হয়।

তৎপরে “ওঁ ইন্দ্রাগ্নি ভ্যাং স্বাহা, ওঁ জাবাপৃথিবী ভ্যাং স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রদ্বয়ে তিনটি আহুতি দিবে। পবে নামকরণোক্তক্রম-বিপর্যায়ানুসারে জন্মতিথিদেবতাব ও জন্মতিথির উদ্দেশে এবং নক্ষত্রদেবতার ও জন্মনক্ষত্রেব উদ্দেশে হোম কর্তব্য। প্রথমে তিথিদেবতার হোম সমাপনান্তে তিথির হোম করিতে হয় এবং প্রথমে নক্ষত্রদেবতার হোম করিয়া তৎপবে নক্ষত্রের হোম কর্তব্য অর্থাৎ প্রতিপদে জন্ম হইলে “ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ প্রতিপদে স্বাহা” এই মন্ত্রে এবং অশ্বিনীনক্ষত্রে জন্ম হইলে “ওঁ অশ্বিনী-কুমারাভ্যাং স্বাহা, ওঁ অশ্বিনীভ্যঃ স্বাহা” এইরূপ মন্ত্রে হোম করিবে (১৪ পৃঃ)। তৎপরে মহাব্যাহতিহোম কবিয়া প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুক্ষীভাবে বহিতে হোম করত প্রকৃতকৰ্ম্ম সমাপন পূর্বক সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি সামদেব্যাগানাস্ত উদীচ্য (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) কৰ্ম্ম সম্পাদন করিবে। অবশেষে কৰ্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হয়।

সামবেদীয় অন্তপ্রাশন

• পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পব ষষ্ঠ বা কুলচারাানুসারে অষ্টম মাসে এবং কন্যাসন্তানের জন্ম হইতে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুভদিনে পিতা কৃতস্নান হইয়া

* নৈশবাবস্থায় তৃতীয় সংস্কারকেই অন্তপ্রাশন কহে। পুত্র-সন্তান হইলে ছয় মাসে বা কুলচারাানুসাবে আট মাসে এবং কন্যা-সন্তান হইলে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই সংস্কার

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাধা করত শুচি নামক অগ্নি স্থাপন পূর্বক বিক্রপাকল্পপাত্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সমাপন করিয়া প্রকৃতকর্ম্যারম্ভে প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভূতাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবে (৫ পৃঃ)। অনন্তর নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্রে হোম কর্তব্য, যথা—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামশ্চ চতু-
ষ্পথেহগ্নাবাদিত্যাভিমুখশ্রাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং বা একচ্ছন্দশ্চমন্নং
হেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামশ্চ চতু-
ষ্পথেহগ্নাবাদিত্যাভিমুখশ্রাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীর্বা এষা যৎ সত্যানো
বিরোচনো ময়ি সঙ্গমবদধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামশ্চ চতুষ্পথে-
হগ্নাবাদিত্যাভিমুখশ্রাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নশ্চ ঘৃতমেব রসশ্চৈজঃ
সম্পৎকামো জুহোমি স্বাহা ॥ ৩ ॥

পরে নিম্নকথিত সাতটি মন্ত্রে পূর্ববৎ হোম কবা বিধেয়। যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুদ্রদেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামশ্চ সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্রোমে
বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধে স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামশ্চ সায়ং প্রাতঃ
ক্ষুভৃড্‌টোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা ॥ ২ ॥

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৫ ॥
ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ৭ ॥

অনন্তর মহাব্যাহতিহোম সমাপনান্তে (৫ পৃঃ) প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভূতাবে বহ্নিতে হোম করিয়া প্রকৃতকর্ম্য সমাপন করত সন্ধকর্ম্য-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তে উদীচ্যকর্ম্য (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) শেষ করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারেণ যুখে অন্ন প্রদান করিতে হয়, যথা—

করলীষ। এই সংস্কার দ্বারা শিশুব সঙ্কবীকরণ-দোষের অপনোদন হয়। খাদ্যাগাদ্য-বিচাব-রাহিত্যই সঙ্কবীকরণ দোষের লক্ষণ। এই সংস্কার দ্বারা শিশুব খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্টে হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এখন এই রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তাঁহার অভাবে অন্য ব্যক্তি খাওয়াইবে; কিন্তু পিতা-মাতা নহেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমাদিগের বঙ্গদেশে গোষ্ঠীপতি স্বিজাতিরা দৌহিত্রসন্তানের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্বকই এই রীতি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু উহা তাদৃশ দোষাবহ নহে।

প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দোঃ পতির্দেবতা। কুমারস্যারপ্রাশনে বিনি-
য়োগঃ। ওঁ অন্নপতেহন্নশ্চ নো দেহনমীবশ্চ শুশ্রিণঃ প্র প্রদাতাবং তারিষ
উর্জং নো ধোহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।

পবিশেষে কৰ্ম্ম কারবিভ্রাক্ষণকে দক্ষিণা দিয়া ব্রাক্ষণভোজনাদি
করাইবে! *

সামবেদ্য পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্রাণকৰ্ম্ম।

পিতা প্রাতঃ পাক অবস্থায় পুত্র জন্মিলে পিতা গৃহে আসিয়া পবিত্র-
ভাবে পূর্বাশ্চ হইয়া চতুষ্পদে ধায়া জ্যেষ্ঠপুত্রাদিক্রমে মস্তক ধারণ করত নিম্ন-
লিখিত তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিবৃহৎ প্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা। পুত্রশ্চ মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদবিজাদ্রসে। প্রাণন্তে প্রাণেন
সন্দধামি জীবমে যাবদাশ্রমং ॥ ১ ॥

ওঁ অন্নাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদবিজাদ্রসে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সজীব
শত্রদঃ শতম্ ॥ ২ ॥

ও অশ্বা ভব পবন্তুর্ভা শিরণ্যমমৃতং ভব। আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ সজীব
শত্রদঃ শতম্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা। পুত্রশ্চ মূর্দ্ধাভিষ্রাণে বিনিয়োগঃ। ওঁ
বশূনাং দ্বা হিহাণেনাভিজিহ্রামি শ্রীঅমুকদেবশশ্রম্।

উক্ত মন্ত্রমধ্যে অমুক পদ স্থানে সম্বোধনান্ত পুত্রনাম উচ্চারণ করিতে

* “সংস্কারা অতিপ্ৰয়োজন্য স্বকীয়াজ্ঞেয় কথঞ্চন। লৌকিকদেব কুর্কীত যে ভূপনবনাদধঃ”
এই আবেচনানুসারে সংস্কারকর্ত্তব্য যুগ্ম কালের অতিক্রম হইলে গোণ কালে অনুষ্ঠানসময়ে
সকল পুত্রক পাপনে মহাবাহ্যাহতিহোম কর্তব্য। যথা—অদ্রুতাদি অমুকগোত্রশ্চ শ্রীঅমুক-
দেবশশ্রমঃ অমুকানুকল্পনাঃ যথাকালমকরণান্নিতদোষোপশমনকামো ব্যস্তসমস্তমহাব্যা-
হতিভিঃ প্রাশ্চিত্তত্তোমহঃ কুর্কীণ ঙাং। পনে অশ্রে ঙং বিধুনামাগীতি মন্ত্রে বিধুনামক অগ্নি
স্থাপনপূর্বক ব্যস্তসমস্তমহাবাহ্যাহতিহোম করিয়া পুনশ্চ মহাবাহ্যাহতিহোমাশ্রে সমিৎপ্রক্ষেপ
করিবে।

। এই সংস্কারটি আর কিছুই নহে, পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহাধিক্যপ্রকাশ মাত্র। পিতা
প্রবাস হইতে আসিয়া কিকপ স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রয়োগ করেন, তাহাই ইহা দ্বারা প্রমাণিত
হইতেছে।

হয়। অনন্তর বামদেব্যগানাস্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যদি পিতা বিদেশে না থাকেন, গৃহে অবস্থিত থাকেন এবং পুত্রও “ইনি আমার পিতা” এইরূপ জ্ঞাত থাকে, তথাপি এই কৰ্ম কৰ্তব্য। যথাসময়ে না হইলে উপনয়নের পর এই কৰ্ম সম্পাদনীয়।

সামবেদীয় চূড়াকরণ •

যাহার বংশপরম্পরাভায়ে ষেরূপ আচার আছে, সেই নিয়মে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম বৎসরে বা তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ করণীয়। প্রাতঃ-কালে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রদ্ধ সম্পাদন করত সত্যনামা অগ্নি স্থাপন পূর্বক বিকপাক্ষজপান্তা কুণ্ডিকা সম্পাদন (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) করিয়া অগ্নির দক্ষিণে একবিংশতি কুশপিঙ্গুলী (পবিত্র) গুচ্ছ সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একত্র করিয়া কুশান্তব দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং উন্মোদকপূর্ণ কাংশ্রপাত্র, তাম্রনয় ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ, লৌহক্ষুরহস্ত নাপিত, অগ্নির উত্তরভাগে বৃষগোময় ও তিলতণ্ডুল-মাষসিদ্ধ কৃষর আর বহির পূর্বভাগে মিশ্রিত ব্রীহিষব-পূরিত তিনটি পাত্র ও মিশ্রিত-তিল-মাষ-পূরিত তিনটি পাত্র স্থাপন করিবে। মাতা শিশুকে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত অগ্নির পশ্চিমে পতির বামভাগে উত্তবাগ্র কুশোপবি প্রাঙ্গুখী হইয়া সমাসীন হইবে। পরে পিতা প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপবিমিত দ্ব্যতাক্ত সমিধ্-তুষীভ্যাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহুতি-হোম সম্পাদন করিবে। (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) পরে পিতা গাত্রোত্থান কবত কুমারের মাতার পশ্চিমে অবস্থান পূর্বক ক্ষুর-হস্ত নাপিতকে দর্শন করিয়া তাহাকে সবিত্বরূপ ধ্যানে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আরম্ভগাং সবিতা ক্ষুরেণ।

অনন্তর কাংশ্রপাত্রস্থ উন্মোদকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বাবুকে চিন্তা করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ্য, যথা—

১ এট একটি কৈশোর সংস্কার। এই সংস্কার দ্বারা অপাত্নীকরণদোষের বিদূরণ হয়। কেশমুণ্ডনই ইগাব প্রধান কার্য। গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তাহা নিঃশেষে উন্মূলিত করিয়া এই সংস্কার দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারের পাত্নীভূত করা হইয়া থাকে।

প্রজাপতিঋষির্বাযুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ উষেন বায় উদ
কেনৈবি ।

তৎপরে দক্ষিণহস্তগৃহীত কাংশপাত্রস্থ উষজল দ্বারা দক্ষিণ কপুঞ্চিকা *
ক্লিন্ন কবিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরাপো দেবতাচ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপ উদন্ত
জীবসে ।

পরে তাম্রক্ষুর কিংবা তদভাবে দর্পণ দেখিয়া এই মন্ত্র পাঠ কবিবে,
যথা—

প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণোদন্তোহসি ।
তৎপরে কুণ্ডল সপ্ত দণ্ডপিণ্ডলা লইয়া পূর্বোক্ত জনাদ্র দক্ষিণকপুঞ্চিকা-
দেশে উদ্ধবনভাবে কেশের সন্নিহিত বন্ধন কবিবে । মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্দেবতানির্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষনে
ত্রায়সৈনম্ ।

অনন্তর বামকব-গৃহীত দর্ভ-শুষ্কসন্নিহিতকপুঞ্চিকাদেশে দক্ষিণকব গৃহীত
তাম্রক্ষুর কিংবা তদভাবে দর্পণ স্থাপন কবিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ স্নিহিতিদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্নিহিতে ।
মৈনং ত্রিণীঃ ।

পরে কেশচ্ছদ না হয়, একপভাবে তাম্রক্ষুর না দর্পণ সেই কপুঞ্চিকাদেশে
সঞ্চালন কবিতে হয় । মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ পৃষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেন পৃষা
বৃহস্পতেবায়োবিন্দুশ্চ চাপপং তেন তে বগানি ব্রহ্মণা জীবাতিবে জীবনায়
দৌধাবুড়ায় (বলায়) বজ্রসে ।

তৎপরে তৃণাভাবে বাবদ্য ক্ষুর প্রেদণ কবিতে হয় । পরে লৌহক্ষুর দ্বারা
কপুঞ্চিকাদেশান্তিত কেশচ্ছদন করত দর্ভ ও দণ্ড আতাবানুসাবে বামকবিত্র-
গৃহীত পাত্রস্থ বৃষগোময়োপরি প্ররেপ কবিবে । পরে কুম্ভাবের কপুচ্ছলদেশ †
পূর্ববৎ প্রিন্ধবণ, ক্ষুদ্রদশন, কপুচ্ছাদেশে বৃশশুচ্ছবন্ধন, ক্ষুদ্রস্থাপন ও

* কপুঞ্চিকা—শিখাস্থান হইতে পার্শ্বভাগস্থ যে অংশ বর্ণদুগলাভিমুখে
গিয়াছে ।

† কেহ কেহ 'স্নিহিতে' স্থলে 'স্নিহিতে' পাঠ কবেন ।

‡ কপুচ্ছল—শিখাস্থানের পশ্চাদ্দেশ অর্থাৎ যে অংশ স্কন্ধের দিকে গিয়াছে ।

ক্ষুরসঞ্চালন এই পঞ্চ কার্য্য পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহে সম্পাদন করিয়া একবার সমস্তক, অপব দুইবার তৃষ্ণীভাবে ক্ষুরসঞ্চালন করত লোহক্ষুর দ্বারা কপুচ্ছলস্থ কেশ ছেদন করিবে এবং পূর্বের ত্রায় বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। পরে বানকপুষ্ণিকাপ্লাবনাদি কেশনিক্ষেপ পর্যান্ত নিখিল কৰ্ম্ম পূর্ববৎ করিবে। তদনন্তর কুমাবের মস্তক উভয় হস্তে ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ্য, যথা—

প্রজাপতিঋষির্ষিকৃ ছন্দো জমদগ্নিকশ্যপাগস্তাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে
বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্র্যাম্বুঃ জনদগ্নেঃ ওঁ কশ্যপশ্চ ত্র্যাম্বুঃ ওঁ অগস্ত্যশ্চ ত্র্যাম্বুঃ ওঁ
ষদেবানাং ত্র্যাম্বুঃ ওঁ তত্তেহস্ত ত্র্যাম্বুঃ। *

পরে পুষ্পাদি বিভূষণে ভূষিত নাপিত কুমাবকে অগ্নির উত্তরভাগে লইয়া মস্তক মুণ্ডন করত সমস্ত কেশ গোময়োপরি স্থাপন পূর্বক বনে বা বংশবিটপে ফেলিয়া দিবে।

(এই সময়েই কর্ণবেধ কর্তব্য।) তৎপরে পূর্ববৎ ব্যস্তমস্তমহাব্যাহতি-
হোম (৫ম পৃঃ) সমাপনান্তে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তৃষ্ণীভাবে বহিতে
আহতি দিয়া প্রকৃতকৰ্ম্ম সমাপন পূর্বক সৰ্বকৰ্ম্মসামান্য শাট্যায়নহোমানি
বামদেব্যগানান্ত (১ খণ্ড ২৫২ পৃঃ) উদীচ্যকৰ্ম্ম শেষ করিবে। তৎপরে
কৰ্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাতব্য। নাপিতকে কৃষর, যব, ধান, তিল,
সম্বপ প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য্য কর্তব্য।

সামন্তবন্দীত্ব কর্ণট * ২

প্রকৃতপক্ষে কর্ণবেধটি কোন সংস্কারের মতোই পরিগণিত নহে, ইহাতে
কোন মন্ত্রপাঠেরও আবশ্যকতা নাই। তবে 'কর্ণবেধে ব্রহ্মচারী ন বিশে-
দগ্রজন্মনঃ। তং দৃষ্ট্বা দিলয়ঃ যান্তি পুণ্যোবাশ্চ পুণ্যতনাঃ॥'
অর্থাৎ ব্রাহ্মণেব কর্ণবেধে সূর্য্যবশি প্রবিষ্ট হইতে নাই—যাহাব কর্ণবেধে
সূর্য্যবশি প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলে পূর্বকৃত পুণ্যপুঞ্জ বিপ্লব
হয়। এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শনে এই কার্য্য নির্বাহ করিতে হয়। যাহা হউক,

* এই মন্ত্রগুলির মর্ম্ম জদযজ্ঞম কারণে সহজেই প্রতীতি হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কারটি
শৈশবকালের বলিয়া উহা ত 'দ্র্যাস স্যাবের লক্ষণ বেকপ স্পষ্টকৃত রাগাছে, সেকপ পুরুষ-
সংস্কারের লক্ষণ সুস্পষ্ট নাই। তথাপি শিশুকণী ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডটি যে বৃহদব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ,
নান্যভাষ্যে তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে।

যদি উচিতরূপে এই কার্যটি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলেও একপ্রকার পৌষ্টিক কর্মের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় ও যুক্তিতে বর্ষপরিমিত বয়ঃক্রমের মধ্যে এটি নির্বাহ করিয়া আর চূড়াকরণটিকে তাহার তৃতীয় বর্ষে নিষ্পাদন করত সর্বোচ্চ সংস্কার উপনয়নকে নির্বাহ করা বিধেয়। আমাদিগের এই মধ্যবাস্থালায় উপনয়নের সময় নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া পরে উপনয়নসংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ণবেধ করা নিবন্ধন যে ক্ষতশোচ হয়, সেটা গ্রাহ্য নহে। কাবণ, “সকল পূর্বক কার্যাবশ্য হইলে কোন অশোচ নিবন্ধন আরক্ককর্মের হানি হয় না” বিশেষতঃ বিশেষ বিধান থাকায় কোন হানি হইতে পারে না।

সামবেদীয় উপনয়ন। *

ভূমিষ্ট হইবাব পব হইতে গণনা করিয়া বা গর্ভাবস্থা হইতে গণনা করিয়া অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার করণীয়। (কেহ কেহ পঞ্চমবর্ষেও উপনয়নের বিধি দেন, ব্রাহ্মণশিশু গর্ভাষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ, ক্ষত্রিয় একাদশ হইতে দ্বাবিংশ বর্ষ যাবৎ এবং বৈশ্য দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ এই সংস্কারে অধিকারী।) বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হেতু যথাকালে ব্রাহ্মণশিশুর উপনয়ন না হইলে ষোড়শ বর্ষ যাবৎ উপনয়নে অধিকার আছে। অনন্তর সাবিত্রী পতিত হয়, স্মৃতবাং তখন আর উপনয়ন হইতে পারে না। এই সংস্কারে পিতা অগ্রে প্রাতঃকালে কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রদ্ধ হইয়া বা স্বয়ং কোন ব্যক্তিকে আচাধ্যপদে বরণ করিবেন। পিতার অবিদ্যমানে মাগবকই বরণ করিবে। সেই আচাধ্য সমুদ্ভবনামা বহিঃস্থাপন পূর্বক বিক্রপাঙ্কজপান্তা কুশাণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পঃ) সমাপন করত মাগবককে অগ্নিব উত্তবভাগে নিধাসহ যুগ্মিত, স্নাপিত, কুণ্ডলাদি দ্বারা ভূষিত, ক্ষৌমবসনধারী বা তদভাবে স্ত্র অচ্ছিন্ন কার্পাসবস্ত্রাবৃত করিয়া দক্ষিণভাগে রাখিয়া প্রকৃতকর্মাবশেষে

* প্রকৃতপক্ষে উপনয়ন কৈশোর সংস্কার বসিয়া আঁতহিত। এই সংস্কার দ্বারা বিপদালক জ্ঞানশিক্ষার আশ্রয়িতা শিক্ষাচালাব নিকটে নাহ হইয়া থাকেন। শূদ্র ভিন্ন অপর বাক্যই এই সংস্কার। গ্রীকান।, সত্য, জ্ঞান ও সদাচার যাপ্তি অর্থাৎ মানবজীবনের গার্বাংসা। পদার্থলাভই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। আশাশ্রমেই বিষয়ব যেকপ পরিষ্কার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, এই সংস্কারের মন্ত্রগুলির তাৎপ্য মনোযোগিতার সহিত দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

প্রাদেশপরিমিত যুতাক্ত সমিধ্, ভূকীভাবে বহিতে আহতি দিয়া ব্যস্ত-সমস্তমহাবাহুতিহোম করিবে (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ)। তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে আহতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চবিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষির্জ্যগ্নির্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ৌ ব্রতপতে ব্রতঞ্চবিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চবিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চবিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৪ ॥

প্রজাপতিঋষিরিন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রতানি ব্রতপতে ব্রতঞ্চবিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৫ ॥

এইরূপে আজ্যাহতি দিয়া আচার্য্য দক্ষিণ পশ্চিমদিকে উত্তবাগ্রকুশোপরি করপুটে পূর্নমুখে উত্তিত হইয়া থাকিবেন। মাণবকও অগ্নি ও আচার্য্য উভয়েব মধ্যস্থলে করপুটে অগাধ্যাভিমুখ হইয়া উত্তবাগ্রকুশোপরি দণ্ডায়মান হইবে। মন্ত্রনান্ বিপ্র মাণবকেব দক্ষিণভাগে থাকিদ্দ মাণবকেব ও আচার্য্যেব অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিবেন। মাণবক জলাঞ্জলি গ্রহণ করিলে আচার্য্য তৎপ্রতি নেত্রপাত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনৃত্যুপ্ ছন্দোহগ্নিবানুসূর্য্যচন্দ্রেন্দ্রাদিয়ৌ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যাস্তা মাণবকং প্রেক্ষমাণস্তু রূপে বিনিবোগঃ। ওঁ আগন্তা সমগন্মহি প্রসুমর্ত্যং যুষোতন। অরিতাঃ সঞ্চবেদমহি স্বস্তি সঞ্চরতাংদয়ন্। *

* এই মন্ত্রটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে যে, ওঁক ও শিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্যক্ জিলনই শিক্ষাকাব্যের প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান।

তৎপরে গৃহীতাদিকাগুলি আচার্য্য জলাঞ্জলিহস্ত মাণবককে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ। দেবতা উপনয়নে মাণবকপাঠনে বিনিয়োগঃ । ও ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব ॥ *

পরে আচার্য্য “প্রজাপতিঋষিঃ। মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকনাম-প্রশ্নে বিনিয়োগঃ” এই ঋষ্যাদি পড়িয়া মাণবককে ও “কো নামাসি” অর্থাৎ “তোমার নাম কি” এই প্রশ্ন করিবেন । এই সময় দেবতাশ্রয়, গোত্রাশ্রয়, নক্ষত্রাশ্রয় অথবা পূর্ব্বে আচার্য্য কর্তৃক কল্পিত নাম মাণবকের উচ্চারণ করা কর্তব্য । মাণবক বলিবে, ‘প্রজাপতিঋষিঃ। মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্ত নামকথনে বিনিয়োগঃ । ও অমুকদেবশর্মানামাস্মি” অর্থাৎ “আমার নাম অমুক ।” অনন্তর মাণবক ও আচার্য্য গৃহাত উদকাঞ্জলি পবিত্যাগ করিবেন । তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠসহকারে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের সান্নিধ্য দক্ষিণহস্ত ধারণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সবিব্রশ্বিপূর্ব্বণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্ত মাণবকহস্ত-গ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও দেবস্ত তে সবিভুঃ প্রসবেৎশ্বিনোঽর্দ্রাহভ্যাং পূর্ব্বণা হস্তাভ্যাং হস্তং গৃভ্ণামি অসৌ ।

মন্ত্রমধ্যস্থ “অসৌ” পদ স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম (অমুকদেবশর্মান্) উল্লেখ্য । পরে আচার্য্য মাণবককে হস্ত ধারণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ। দেবতা উপনয়নে গৃহীত-মাণবকহস্তাচার্য্যাজপে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নিস্থে হস্তমগ্রহীৎ সবিভা হস্তমগ্রহীদর্য্যগ্না হস্তমগ্রহীন্-মিত্রস্রমসি কশ্মণা অগ্নিরাচাণ্যাস্তব ।

তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠসহকারে মাণবককে প্রাচীনক্রমে দ্বামিত করিয়া প্রানুভাবে অবস্থিত করাইবেন, যথা —

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্বাদতনে বিনিয়োগঃ । ও সূর্য্যস্তাবৃতমম্বাবস্তস্ব অসৌ ।

মন্ত্রমধ্যস্থ, “অসৌ” স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম উচ্চার্য্য । পরে আচার্য্য

* শিক্ষাকালে যে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ আবশ্যক, তাহাই ওঁহার দ্বারা পাদবাক্ত হইবে । অন্তরাং সংস্কারে কৈশোরাবস্থাতেই যে স্তব্ধে মহৎ পবিত্রভাবেব অঙ্গুরোধ হয়, তাহা বলা অত্যাতিশয় ।

মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করত অবতাবিত দক্ষিণকর দ্বারা মাণবকের বস্ত্রে অনাচ্ছাদিত নাভিস্থল (জীবমৰ্ম্মস্থল) স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্নাভাস্থকো দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশস্পর্শনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রাণানাং গ্রহিবসি মা বিশ্বসোহন্তক ইদন্তে পরিদদামি অমুম্ ।

মন্ত্রেব মধ্যস্থ ‘অমুঃ’ স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম (অমুকদেবশৰ্ম্মাণম্)
উচ্চাৰ্য্য । অনন্তর আচার্য্য মাণবকেব নাভির উর্দ্ধভাগ স্পর্শ করত নিম্ন-
লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্কৃষ্ণানুদেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যাপরিদেশস্পর্শনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ অভূর ইদন্তে পরিদদামি অমুম্ ।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ “অমুঃ” স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম উল্লেখ্য । পরে আচার্য্য
মাণবকেব হৃদয় স্পর্শ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ কৃষ্ণানুদেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়স্পর্শনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদামি অমুন্ ।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ ‘অমুঃ’ স্থলেও দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে । পরে
আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতিদেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাপত্যে হা পরিদদামি অসৌ ।

এই মন্ত্রমধ্যগত “অসৌ” স্থানে সম্বোধনান্ত (অমুকদেবশৰ্ম্মন্) মাণবক
নাম উচ্চারণ করিবে । অনন্তর আচার্য্য বামকর দ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ
স্পর্শ করত এই মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিবামস্কন্ধস্পর্শনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ দেবাগ হা সবিত্রে পরিদদামি অসৌ ।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ ‘অসৌ’ স্থলেও সম্বোধনান্ত মাণবকনাম উচ্চারণ করিবে ।
পরে আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবককে সম্বোধন করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মচার্য্যাসৌ ।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ ‘অসৌ’ স্থলেও সম্বোধনান্ত মাণবকের নাম গ্রহণ করিতে
হয় । পরে আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবককে প্রেরণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ ক্রচ্চাবী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপ্রেষ্যে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ সমিধমাধেহি । (ব্রহ্মচারী ওঁ বাচঃ) গুরু ওঁ অপোশান, ওঁ কৰ্ম কুরু ।
ওঁ মা দিবা স্বাস্মীঃ ।

ব্রহ্মচারীও সমস্ত বাক্যে “ওঁ বাচঃ” ন্যায়ন । অনন্তর আচার্য্যসাবে
ব্রহ্মচারী কোপীন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিবেশ ধারণ করিবে । পবে আচার্য্য
অগ্নির উত্তরভাগে গিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রায়ুগভাবে সমাসীন হইবেন ।
মাণবকও দক্ষিণজান্ পাতিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি আচার্য্য্যভিমুখে সমাসীন
হইবে । অনন্তর আচার্য্য মাণবককে ত্রিঃপ্রদক্ষিণত্রিবৃত্তা মুঞ্জমেথলা ধারণ
করাইয়া নিম্নকথিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রীপ্ ছন্দো মেথলা দেবতা উপনয়নে মেথলাপরিধাপনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়ং ত্বক্ক্রাৎ পবিবাহমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ ।
প্রাণাপানাত্যা বলমাবহন্তী স্বসাদেবী স্তভগা মেথলেয়ম্ ॥ ১ ॥

ওঁ ঋতস্ত গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্রতী বক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ । সা মা
সমন্তমভিপর্য্যোতি ভদ্রে ধর্তাবন্তে মেথলে মা বিষাম ॥ ২ ॥

তৎপবে আচার্য্য নিম্নকথিত মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক মাণবককে এক দণ্ডি
(গ্রন্থিন্) যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ যজ্ঞোপবীত দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত-
পরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যঃ যজ্ঞোপবীতমনি যজ্ঞস্ত ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপন-
হানি ॥ ১ ॥

পবে আচার্য্য অধিনঃস্থি বা কৃষ্ণসাবাজিনখণ্ডযুক্ত একদণ্ডি যজ্ঞোপবীত
নিয়োকৃত মন্ত্রে মাণবককে ধারণ করাইবেন । যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রীপ্ ছন্দো অধিনঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচার্য্যজিনপরি-
ধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মিত্রস্ত চক্ষুর্দিকণং বলীয়ন্তেজোযশস্বী হৃবিবং সমি-
দ্ধন্ । অনাচনস্তা বসনং জবিকং পবীদং বাহুজিনং দণেহহম্ ॥ ২ ॥

অনন্তর মাণবক উপসন্ন (কৃতাজালপুটে আচার্য্যেব প্রতি দৃষ্টিপাতকারী)
হইয়া কহিবেন, ‘অধীহি ভোঃ স্যামিহীং মে ভবানন্তরবীতু’ অর্থাৎ
“আপনি আমাকে অধ্যাপনা করুন এবং পবে সাবিত্রী উপদেশ দিউন ।”
পবে আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে এক এক পাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাদ,
অবশেষে সমগ্র সাবিত্রী অধ্যাপনা করিবেন । ঐ সকলের ঋষি, ছন্দঃ,
দেবতা এক প্রকার । যথা—

বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।
 ওঁ তৎসবিতুর্ভরগ্যাম্। (ইতি প্রথমম্।) ওঁ ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি। (ইতি
 দ্বিতীয়ম্) বিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। (ইতি তৃতীয়ম্।) ওঁ তৎ সবিতুর্ভরগ্যাম্
 ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি (ইতি পূর্বার্দ্ধম্।) ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ (ইতি
 উত্তরার্দ্ধম্) ওঁ তৎ সবিতুর্ভরগ্যাম্ ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ
 প্রচোদয়াৎ। সমগ্র গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন।

অনন্তর গুরু মহাব্যাহতি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া মাণবককে ওঙ্কারপূর্ব্বিকা,
 ওঙ্কারান্ত বা ওঙ্কারপুটিত কবিয়া অধ্যয়ন করাইবেন এবং পরিশেষে প্রণব
 ও ব্যাহতিসম্বিত প্রণবান্না গায়ত্রী অধ্যয়ন করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ
 ভূঃ। প্রজাপতিঋষিক্ষিক্ষিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ।
 ওঁ ভুবঃ। প্রজাপতিঋষিরত্নস্ট্রপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনি-
 যোগঃ। ওঁ স্বঃ।

পরে সপ্রণবব্যাহতিকা প্রণবান্না গায়ত্রী পাঠ করাইতে হয়, যথা—

বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ
 ভূভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ভরগ্যাম্ ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তৎপরে আচার্য্য মাণবককে পাদাববি কেশ পর্য্যন্ত প্রমাণ বিজ্ঞদণ্ড অথবা
 পলাশদণ্ড অর্পণ কবত নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দো দণ্ডাগ্নৌ দেবতে উপনয়নে মাণবকদণ্ডার্পণে
 বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং না কুরু। যথা ত্বমগ্রে সুশ্রবঃ সুশ্রবা
 দেবেষেবমহঃ সুশ্রবঃ সুশ্রবা ব্রাহ্মণেন্ ভূমাসম্।

অনন্তর গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী অগ্রে “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বাক্যে জননীর
 নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং ভিক্ষাদাতার “ওঁ স্বস্তি” করিবে। পরে
 মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু স্বীয়দিগের নিকট ভিক্ষা লইয়া * “... ন্ ভিক্ষাং দেহি” বাক্যে
 পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে। তৎপরে ‘অন্নান্ন প্যতিব নিকট প্রার্থনা করিবে।
 ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমস্তই আচার্য্যকে ‘ভৈক্ষ্যং ভোঃ’ এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে।
 আচার্য্য ‘উপযুক্ত্যতাম্’ বলিয়া মাণবকে বভোজনার্থ দিবে। পরে আচার্য্য পূর্ব্ব-
 বৎ ব্যস্তনমস্তমহাব্যাহতিহোম (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) শেষ করিয়া প্রাদেশপরিমিত

* মম্বর মতে প্রথমে মাতা, পরে জোষ্ঠা ভগিনী, মাতৃস্বশ্রু প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিবে।
 বাহারা ভিক্ষাদানে অপমান করিবেন না, তাহাদের নিকটই ভিক্ষা করা উচিত।

ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষীস্তাবে বহ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম শেষ করত সর্ষকর্ম-সাধারণ শাটায়নহোমাদি বামদেবাগানাস্ত উদৌচ্যকর্ম সম্পাদন করিবে। তৎপরে যদি পিতাই আচার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মক্ষণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। অন্য ব্যক্তি বৃত হইলে তাঁহাকে দক্ষিণা দিতে হয়। ব্রহ্মচারী সেই স্থানেই দিনাস্ত যাবৎ বাগ্‌যত হইয়া অবস্থিত হইবে। তৎপরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে সমুদ্ভবনামা, মতান্তরে শিখিনামা বাহু স্থাপন করত “ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্” এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণজানু ভূতগে পাতিয়া দক্ষিণপশ্চিমোত্তরবক্রমে উদকাঞ্জলিসেক, বহ্নিপূর্য়ক্ষণ ও সমিক্রোম করিবে। যথা—তিনটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ লইয়া আদি ও অন্তে অমন্ত্রক আহুতি দিয়া দ্বিতীয়টি নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা অগ্নৌ সমিধাবানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধ-মাহাবং বৃহতে জাতবেদসে যথা স্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যান্তেবমহমায়ুনা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবজ্রসেন ধনেনান্নাঞ্জন সমেধিযৌষ স্বাহা।

তৎপরে নামগোত্র উল্লেখ করত অগ্নিকে অভিবাদন করিবে, যথা—অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে। পরে “ওঁ ক্ষমস্ব” মন্ত্রে অগ্নিবিসজ্জন করিয়া সন্ধ্যা বিগত হইলে সমুত অক্ষারলবণ অন্ন * জল প্রোক্ষিত করিয়া এক গণ্ডুষ জল পান করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।

তৎপরে মধ্যমা, অনামা ও অন্ত্র এই তিনটি অনুলীর ত্রিপর্ক দ্বারা গৃহীত অন্ন দ্বারা নিম্নলিখিত পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিবে, যথা—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৩ ॥
ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনন্তর প্রাণাহুতিশেষ ভূতলে ফেঁটিয়া বামকবে ভোজনপাত্র ধারণপূর্বক বাগ্‌যত হইয়া আহার করিবে। ভোজনাগ্নে এক গণ্ডুষ জল পান করিবে, তাহার মন্ত্র, যথা—

ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।

* অক্ষাবলগণ যথা—গোছরু, গব্য ঘৃত, হৈমন্তিক আতপতণুল, কাঁচা মুগ, তিল, যব, মৈন্ধব লবণ।

অনন্তর আচমন কর্তব্য। এই অগ্নিক্রিয়া সমাবর্তন যাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে কর্তব্য। উক্ত নিয়মেই যাবজ্জীবন ভোজন করা উচিত।

সামবেদীয়া সাবিত্রচক্ৰহোম

উপনয়নের পর চতুর্থ দিনে সাবিত্রচক্ৰহোম কর্তব্য, কিন্তু ইদানীং অশ্বদেশে উপনয়নের দিনেই করার প্রথা প্রচলিত। অগ্রে কৃতস্মান পিতা বা পিতা কর্তৃক বা ব্রহ্মচারী কর্তৃক বৃত অগ্নি আচার্য্য সমুদ্ভবনামা বহ্নি স্থাপন করত প্রাঙ্গুথে আসীন হইয়া উক্ত বহ্নিতে চক পাক করিবে। আচার্য্য চকপাকার্থ তণ্ডুল মূর্শোপরি স্থাপন করত উহাতে চমসস্থ জলেব ছিটা দিয়া “সবিত্রে ত্বা জুহুং নির্ঝপামি” মন্ত্রে কাংসপাত্র বা চকস্থালী দ্বাৰা উদ্বৃথলে রাখিবে, পরে অমল্লক আর দুইবার রাখিবে। অতঃপর দক্ষিণ হস্ত উপবে রাখিয়া মুষল দ্বারা অবঘাত করিবে। পরে মূর্শ দ্বারা তিনবার প্রক্ষাটন করত বারত্ৰয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে পাকপাত্রে একটি উত্তরাগ্র পবিত্র দিয়া উহাতে ত্রৈ তণ্ডুল, দ্রুক্ষ ও মধো মধো কিঞ্চিৎ জল দিয়া একপ ভাবে পাক করিতে থাকিবে, যেন চকন মণ্ড গালিতে না হয় এবং দ্রুক্ষ না হয়। তৎপরে মেক্ষণ দ্বারা দক্ষিণাবর্তে অবঘটন করত প্রজ্জলিত কাণ্ডেব আলোকে স্থানীগর্ভ দর্শন পূর্বক উক্ত চকতে দুইবার ঘৃতধারা দিয়া বহ্নিৰ দৈশানকোণে কুণোপরি চকস্থালী নামাইয়া পুনর্বার একবার ঘৃত দিবে এবং অগ্নিৰ আলোকে দেখিবে। তৎপরে সংক্ষেপ করিবার ইচ্ছা থাকিলে অথবা জুহু প্রাপ্ত না হইলে মেক্ষণ দ্বারা সম্বৃত চক লইয়া “ও সবিত্রে স্বাহা” মন্ত্রে হোম করত মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। যদি কেহ অধিক ফল পাইতে ইচ্ছা করেন ও জুহু (পলাশ-কাষ্ঠনির্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বজ্রপাত্রবিশেষ) পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে (কাণ্ডপ) (সাবর্ণ) (ভরদ্বাজাদি গোত্রজ) ভৃগুগোত্রজ বা ভার্গবাদিপ্রবর ব্রাহ্মণ জুহুতে পঞ্চ ঘৃতক্ষব, অগ্নপ্রবর ব্রাহ্মণ জুহুতে চতুর্দ্বা ঘৃতক্ষব নিক্ষেপ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে। * যথা—ও অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পূর্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। পূর্ববৎ

* অগ্নি প্রভৃতির হোম পক্ষে নির্ঝপণ, অগ্নয়ে ত্বা জুহুং নির্ঝপামি এবং সোমাব ত্বা, সবিত্রে ত্বা, অগ্নয়ে ষিষ্ট্যতে ত্বা এই মন্ত্রে কর্তব্য।

স্বতন্ত্রবদানান্তে ‘ওঁ সোমায় স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পূর্বাভিমুখী
স্বতধারা দিবে। অতঃপর ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে একবার স্বতন্ত্রব ও চক-
মধ্যে ১টি স্বতন্ত্রব দানান্তে সেই স্থানে মেষ্যন দ্বারা অন্ন খণ্ড করিয়া জুহুতে
স্থাপন করিবে, অবদানস্থানে ‘ও চকতে স্বতন্ত্রব দাতব্য। অনন্তর চকর পূর্ব-
ভাগে স্বতন্ত্রব দান করিবে ও সেই স্থানে পুনশ্চ মেষ্যন দ্বারা অন্ন খণ্ড করিয়া
জুহুতে স্থাপন করিবে, পূর্ববৎ অবদানস্থানে ‘ও চকতে স্বতন্ত্রব দাতব্য।
তৎপরে চকর পশ্চিম ভাগে স্বতন্ত্রব দানান্তে সেই স্থানে মেষ্যন দ্বারা অন্ন
খণ্ড করিয়া পুনশ্চ জুহুতে স্থাপন করিবে ও পূর্ববৎ জুহুতে এবং চকতে
স্বতন্ত্রব দিবে। অনন্তর জুহুস্ত সমস্ত চকর উপর স্বতন্ত্রব দান করিয়া ‘ওঁ সবিত্রে
স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নিমধ্যে আহুতি দিবে। কিন্তু অগ্ন্যপ্রবর ব্রহ্মচারী পূর্বেক্ত
চকর পশ্চিমভাগে স্বতন্ত্রব দানান্তে অবদানকাৰ্য্য করিবেন না। কেবল-
মাত্র জুহুতে স্বতন্ত্রবদানান্তে চকমধ্যে পূর্বাভিত্ত করিবে ও চকর উপবে
স্বতন্ত্রব দিয়া হোম করিবে। অতঃপর ভার্গবাদিপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে
স্বতন্ত্রবদানান্তে চকর ঈশানকোণে স্বতন্ত্রব দান ও সেই স্থান হইতে
মেষ্যন দ্বারা বহুতব চক গ্রহণ করত জুহুতে স্থাপন করিবেন, অবদানস্থানে
চকতে স্বতন্ত্রব দিবেন না। পরে জুহুস্ত চকর উপবে স্বতন্ত্রবদান অর্পণ করিয়া
অগ্নির ঈশানকোণে “ওঁ অগ্নয়ে স্নিষ্টকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিবে। অগ্ন্য-
প্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে প্রথমে একটিমাত্র স্বতন্ত্রব দিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতি-
হোম-সমাপনান্তে (৫ম পৃঃ) তৃণোস্তাবে সমিখ্ প্রক্ষেপ করত সর্ককর্মসাধারণ
শাট্যায়নহোমাদি বায়দেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম (১ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ) শেষ করত
কর্মকারগ্নিত্ত্বব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণভোজনাদি কাৰ্য্য করণীয়।

সামবেদীয় সমাবর্তন *

বেদাধ্যয়ন-সমাপনান্তে + আচার্য্য কর্তৃক অন্তর্জাত মাণবককে গৃহে

সমাবর্তনসংস্কার এখন আশ্বিনমাসে একপ্রকার নাই বলাই উচিত। কাবণ,
উপনয়নান্তে গুরুগৃহে গিয়া বাস করাই পুণ্য বীতাহন। তথায় অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরু
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যখন গৃহ প্রত্যাগত হইত হইত, তখনই বাসিবার অগ্রে গান্ধার্য্য-ধর্ম্ম-
ব্রহ্মণোপসোগী গুণরাশির স্বরণস্বরূপ এই সংস্কার নিরূহ করিত হইত। এখন সে প্রথা
নাই। কাজেই উপনয়নের দিন এই সংস্কার হইয়া থাকে।

+ কেহ কেহ সমাবর্তনের প্রথমে ইবে ভোজ্য ইত্যাদি চতুর্কোদব আদি ময়ূচতুষ্টয়
পাদশঃ, অর্ধশঃ ও সমগ্রভাবে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

আনয়ন করিবে। পিতা পূর্ব্বং প্রাতঃস্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-সমাপনান্তে মহাব্যাহতিহোম (৫ পৃঃ) করিবে। তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাচটি আহতি প্রদান করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃত্যং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষির্বাযুর্দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ৌ ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃত্যং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃত্যং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃত্যং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৪ ॥

প্রজাপতিঋষিরিন্দ্রো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃত্যং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৫ ॥

পরে আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশোপরি উত্তরাশ্রে সমাসীন হইবেন। ব্রহ্মচারীও আচার্য্যের বাযুকোণে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাভুথ হইয়া উপবেশন করিবে। অনন্তর আচার্য্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রীহি, যব, মাষ, মুগ প্রভৃতি ওষধি-সমন্বিত চন্দনাদিগন্ধবাসিত পাত্রাস্তরস্থিত শীতোষ্ণোদকের অঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে ভূতলে ফেলিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নয়ো দেবতাঃ সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেহপ্‌স্বস্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টো গোহু উপগোহো মরুকো মনোহাঃ খলো বিরুজন্তুর্নৃষিরিন্দ্রিগ্নহা অতি তান্ সৃজামি।

পুনর্বার ঐ প্রকারে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল ভূতলে ফেলিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্হতীর্হন্দোহপাং ঘোরক্রূরাশাস্তরূপাণি দেবতাঃ সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রুরং যদপাম্ শাস্তমতি তৎ সৃজামি।

তৎপরে আচার্য্যাহুত ব্রহ্মচারী পূর্বোক্তপ্রকার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষী রোচনোহগ্নির্দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিসেকে
বিনিয়োগঃ। ওঁ যো রোচনস্তমিহ গৃহ্মামি তেনাহং মামভিষিক্ণামি।

পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে
হয়, যথা—

প্রজাপতিঋষী রোচনোহগ্নির্দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিসেকে
বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চসায় বলায়েজ্জিয়ায় বীৰ্য্যায়ান্নাভ্যায়
রায়ম্পোষায় ত্রিষ্ট্যা অপচিঠৈত্য।

তৎপরে পুনরায় জলাঞ্জলি দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত
করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ ষডষ্টকামহাপঙ্তিস্ছন্দোহগ্নিনো দেবতে সমাবর্তনে ব্রহ্ম-
চার্য্যদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন গ্নিয়মকুণ্ডং যেনাপামৃষজং সুরাং
যেনাকানভ্যষিক্তং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং ষদ্বাং তদগ্নিনা যশস্তেন মাম-
ভিষিক্ততম্।

অনন্তর পুনর্ব্বাব জল দ্বারা বিনা মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে। পবে
ব্রহ্মচারী গাত্রোথান করত সূর্য্যভিমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা
আদিত্যোপস্থান করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উত্‌ন
ব্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মকুন্ডিরস্থাৎ প্রাতর্যাবতিবস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা
কুর্বাদ্বা বিশাম্যামাবিশ ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উত্‌ন
ব্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মকুন্ডিবস্থাৎ সান্তপনেভিবস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা
কুর্বাদ্বা বিশাম্যামাবিশ ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উত্‌ন
ব্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মকুন্ডবস্থাৎ সায়ং যাবতিবস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা
কুর্বাদ্বা বিশাম্যামাবিশ ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঋষিরমুটুপ্‌ ছন্দ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনি-
য়োগঃ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্টমস্তবশে পাপমানং - অহি। সোমত্বা রাজাবতু
নমস্তেহং মা মা হিংসীঃ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়-

অনন্তর ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেহের অধোভাগ দ্বারা মেখলা মোচন করিবে, যথা—

শুনঃশেফথ্যবিজিষ্টে প্ছন্দো বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ উত্তমং বরুণপাশমস্মদবোধমং বিমধ্যমং শ্রথায় । অথাদিত্যব্রতে বয়ং
তবানাগসোহদিতয়ে শ্রাম ।

তদনন্তর আচার্য্য বিবদণ্ড অগ্নিতে প্রক্ষেপ পূর্বক মহাব্যাহতিহোম (৫ পূঃ) এবং তুষীজ্ঞাবে অগ্নিতে প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ ক্লেপণ করত প্রকৃতকর্মসমাপনান্তে শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম (১ খণ্ড ২৫৯ পূঃ) সম্পাদন করিবেন । পরে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণভোজনান্তে স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং শিখারক্ষণ করত কেশশ্রবণখাদির কর্তন ও স্নানান্তে শুভলগ্নে ধৌত বসন পরিধান করিয়া বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করিবেন । পরে যজ্ঞোপবীতদ্বয় ধারণ করিতে হয়, যন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্যজ্ঞোপবীতঃ দেবতা (সমাবর্তনে) যজ্ঞোপবীতপরিধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞশ্চ ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহামি ।

তৎপরে কৃষ্ণসারাজিন পরিত্যাগ পূর্বক পূর্ব-যজ্ঞোপবীত জলে ফেলিয়া দিবে । অন্ত্র সময়েও ছিন্ন যজ্ঞশূত্র পরিত্যাগ পূর্বক নূতন যজ্ঞোপবীতদ্বয় যন্ত্রাভিমন্ত্রিত করত ধারণ করিবে । অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে নস্তকে মালা ধারণ করিতে হয়, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ শ্রীদেবতা অগ্নিক্রনে বিনিয়োগেঃ । ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব ।

তৎপরে পদযুগলে চর্মপাছুকা ধারণ করিবে, যন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরূপানহৌ দেবতে উপানংপরিধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ
নেত্র্যৌ স্তো নয়তং মাম্ ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী স্বপ্রমাণ বংশনও নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে গ্রহণ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষির্দণ্ডো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ গন্ধর্বোন্ম্যপাব
উপ নামব ।

পরে পূর্বে ত্যক্ত ' কৃষ্ণসারাজিন, যজ্ঞোপবীত ও মুঞ্জমেখলা দণ্ডোপরি রাখিবে । তৎপরে ব্রহ্মচারী সপরিষদ্ আচার্য্যের সমীপে গিয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরাচার্য্যপরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিষদীক্ষণে বিনিয়োগঃ ।
ঐ বক্ষমিব চক্ষুঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসম্ ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী আচার্য্যসমীপে গমন করত দক্ষিণকরের অঙ্গুলী প্রসা-
রণ পূর্বক মুখ আচ্ছাদন ও মুখভব প্রাণবায়ু স্পর্শ করিয়া নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ
কবিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুণ্ডে প্ ছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখ্যপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ ।
ঐ ওষ্ঠাপিধানা নকুলৌ দন্তপরিমিতঃ পবিঃ । জিহ্বে না বিহ্বলো বাচং চাক্র
মাভ্যেহ বাদয় । *

তৎপরে আচার্য্য অর্ঘ্যপ্রাপ্তিযোগ্য ব্রহ্মচারীকে অর্ঘ্যপাণ্ডাদি দ্বারা অর্চনা
কবিলে ব্রহ্মচারী গোয়ুগসহিত রথসন্নিধানে গিয়া রথাবয়বদ্বয় স্পর্শ পূর্বক
ত্রিপাদমন্ত্রে বথারোহণ কবিবেন। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুণ্ডে প্ ছন্দো বথো দেবতা বথারোহণে বিনিয়োগঃ । ঐ .
বনস্পতে বীড়কো হি ভূয়া অশ্বৎসথা প্রতবণঃ সুবীরঃ । গোভিঃ সন্নকোঅসি
বীড়য়স্ব ।

তৎপবে মন্ত্ৰের চতুর্থ পাদ দ্বাবা বথে উপবেশন কবিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুণ্ডে প্ ছন্দো রথো দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ ।
ঐ আশ্রাতা তে জয়তু জেহানি ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রায়ুথ বা উত্তরাস্থ হইয়া কিছু দূর গমন করিলে মাতৃবন্ধু-
স্বী প্রভৃতিব সহিত সেই ব্রহ্মচারীকে পূজা কবিতে হয়। পরে ব্রহ্মচারী

* সমাবর্জন সংস্কারেব উদ্দেশ্য নেকত দূর উচ্চ, তাহা এতদ্ব্যতীত মন্ত্ৰগুলিতেই স্পষ্ট
প্রকাশ পাইতেছে। গৃহস্থধর্ম্মের সাব কথাগুলি এই সংস্কারেব মধ্যে পরিষ্কারকপে যিস্তস্ত
হইয়াছে। কেন না, গৃহস্থকে সমস্ত জলের শোষণ কবিতে হয়। কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে
ইহা বিশেষ আবশ্যক। দূষিত জলের ব্যবহার অবশ্য পরিহায়া। ছুটে ভায়া, মদিবা ও
অক্ষকীড়াদি বাসন গৃহধর্ম্মেব বিব্রকব। এতদ্ব্যতীত বস্ত্রজনের ভরণপোষণ ও জগতেব সুখবর্দ্ধ-
নেব চেষ্টা অবশ্যই গৃহীর প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল তথা পবিজ্ঞাত হইয়া গৃহস্থ সত্য ও প্রিষ-
দাবী, মিতবাদী এং নোকবস্ত্রক হইতে নিবৃত্তব যত্নান্ হইবেন। সমাবর্জনসংস্কারান্তে
গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রবিহিতানুসারে গৃহীর কর্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে হয়। সাধারণতঃ
গৃহস্থশ্রম ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই সকল আশ্রম ও সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বনস্বকপ। সংযতমনা
হইয়া সধাবিধানে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে গৃহে থাকিযাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই
চতুর্কর্গফল প্রাপ্ত হইতে পারে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক যথাকালে বিবাহ, পুত্রোৎ-
পাদন, পিতৃবজ্জ, দেবযজ্ঞ, নৃবজ্জ, সদাচারপালন, জপ, তপ, দান, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান
করিলে তাহার পারলৌকিক পথ যে সুখময় হয়, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে?
যথাবিধানে গার্হস্থ্যধর্ম্ম-প্রতিপালনের পর বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাত্মমে প্রবেশ করিতে হয়।

দক্ষিণদিক দিয়া প্রত্যাবর্তন করত আচার্য্যসন্নিধানে গমন করিবে। আচার্য্য পুনর্বার অর্থ্য প্রদান করিবেন। পিতা স্বয়ং আচার্য্য হইলে কৰ্ম্মকারয়িত্ব-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। যদি অন্য ব্যক্তি আচার্য্য হন, তবে যিনি বরণ করিয়াছেন, তিনি আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন, তৎপরে ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্য নিৰ্দ্ধাহ করিবে।

সামন্তবন্দীকৃত জ্ঞাতিকৰ্ম্ম *

বিবাহসংস্কারে প্রথমে জ্ঞাতিকৰ্ম্ম কর্তব্য। প্রথমে বিবাহদিনে পিতৃ-সপিণ্ড বা কোন সূর্য্যং যুগ, যব, মাষকলায় ও মসুরের কোমল চূর্ণরাশি একত্র করিয়া কণ্ঠার অঙ্গে মাখাইবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জলপূর্ণ কলস দ্বারা স্নান করাইবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ প্রস্তারপঙক্তিশ্চন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি কণ্ঠায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কাম বেদ তে নাম মদো নামাসি, সমানয়ামুঃ সুরা তেহভবৎ পরমত্র জন্মাণ্ডে তপসো নির্ম্মিতোহসি স্বাহা।

মন্ত্রের মধ্যগত “অমুং” স্থলে “অমুকদেবশৰ্ম্মাণং” অর্থাৎ দ্বিতীয়ান্ত পতিনাম উচ্চার্য্য। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মন্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়-দেশে ভূরিপরিমাণে জল দিবে, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ খ্যেজ্যোতির্জগতীচ্ছন্দ উপস্বরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি কণ্ঠায়া উপস্বপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমন্ত উপস্বঃ মধুনা সংস্রজামি প্রজাপতেষু ধমেতদ্বিতীয়ম্। তেন পুংসোহভিভবাসি সর্কান্ স্ববশান্ বশিত্বসি রাজ্ঞী স্বাহা।

অনন্তর পুনরায় ঐরূপে জল দিতে হয়, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিকপরিষ্ঠাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উপস্বরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি কণ্ঠায়া উপস্বপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাৎ মরুত্বান্

* যৌবনাবস্থায় একমাত্র সংস্কারই বিবাহ। কি চতুর্কর্ণ, কি সঙ্করজাতি সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। বিবাহ অষ্টবিধ; কিন্তু সকলপ্রকার বিবাহই শাস্ত্রবিহিত সংস্কার বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, বিবাহের মধ্যগত মন্ত-গুলির অভ্যুদার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের পবিত্রতা ও আবশ্যিকতা উপলব্ধ হইবে।

গুহানাঃ স্ত্রীণামুপস্থম্ভয়ঃ পুরাণান্তেনাজামকৃৎশ্চৈশ্বৰ্য্যং ত্বাঃ ত্বয়ি তদধাতু
স্বাহা ।

সামবেদীয় সম্প্রদান

সংপ্রদাতা স্নান ও বৃদ্ধিশুদ্ধিসমাপনান্তে শুভলগ্নে সম্প্রদানশালার উত্তরে
গাভী বন্ধন করত বিষ্টেরাদি সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাংশে সমাসীন হইবেন ।
তৎপবে বর সম্মুখাগত হইলে উত্তরমুখে দুইবার আচমন করিয়া কুশহস্তে “ওঁ
তদ্বিষ্ণোঃ পবমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র ও “ওঁ সৰ্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করত বিষ্ণুস্মরণ ও অক্ষত লইয়া “ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শুভকৃত্যাসম্প্রদানকৰ্ম্মণি
ওঁ পুণ্যাং ভবন্তোহধিক্রবন্তু” বারত্ৰয় বলিবেন । ব্রাহ্মণেরা বারত্ৰয় “ওঁ
পুণ্যাং” বলিলে পুনর্বার “ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শুভকৃত্যাসম্প্রদানকৰ্ম্মণি ওঁ
স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার বলিবেন । ব্রাহ্মণেরাও তিনবার “ওঁ স্বস্তি”
বলিলে পুনরায় “ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শুভকৃত্যাসম্প্রদানকৰ্ম্মণি ওঁ
ঋদ্ধিঃ ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার বলিবেন । ব্রাহ্মণেরাও বারত্ৰয় “ওঁ
ঋধ্যতাং” বলিবেন । অনন্তর “সোমং রাজানং” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বস্তি-
বাচন ও “ওঁ সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক করপুটে বরের
দিকে নেত্রপাত করত “ওঁ সাধু ভবানাস্তাং” বলিবেন । জামাতা “ওঁ সাধ্বহ-
মাসে” বলিলে সম্প্রদাতা “ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তুঃ” বলিবেন । জামাতাও ওঁ
অর্চয়” বলিবেন । তৎপরে সম্প্রদাতা যথাচারানুসারে পাত, অর্ঘ্য, আচ-
মনীয়, গন্ধ, মাল্য, অঙ্গুরীয়, বজ্রোপবীত, বস্ত্রদ্বয় প্রভৃতি “ওঁ এতানি গন্ধ-পুষ্প-
বজ্রাঙ্গুরীক যজ্ঞসূত্রাদৌনি ব্রাহ্মণায় নমঃ” এই মন্ত্রে প্রদান করিলে জামাতা
“ওঁ স্বস্তি” মন্ত্রে গ্রহণ করিবেন । পরে দাতা তণুল-দূর্কা দ্বাৰা জামাতার
দক্ষিণজাহ্নু ধরিয়া নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবেন, যথা—

ওঁ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকরাণিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক-
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশৰ্ম্মণঃ
এপৌত্রঃ, অমুক-গোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশৰ্ম্মণঃ পৌত্রঃ, অমুকগোত্রশ্রা-
মুকপ্রবরশ্রামুকদেবশৰ্ম্মণঃ পুত্রঃ, অমুকগোত্রম্ অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মাণঃ
অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশৰ্ম্মণঃ এপৌত্রীঃ, অমুকগোত্রশ্রামুক-
প্রবরশ্রামুকদেবশৰ্ম্মণঃ পৌত্রীঃ, অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশৰ্ম্মণঃ

ପୁତ୍ରୀଃ ଅମୃକଗୋତ୍ରୀଃ ଅମୃକପ୍ରବରୀଃ ଶ୍ରୀଅମୃକୀଦେବୀଃ ଉତ୍ତରାକ୍ଷବିବାହେନ
ନାତୁମେଭିଃ ପାତ୍ନାଦିଭିରଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟା ବରଦ୍ଦେନ ଭବନ୍ତୁନହଃ ସ୍ବର୍ଗେ ।

ଜାମାତା ‘ଓଁ ସ୍ବତୋଽସ୍ମି’ ବଳିବେନ, ତତ୍ପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାତା “ସ୍ବଥାବିହିତଃ ବରକର୍ମ୍ମ
କୃକ୍” ବଳିଲେ ଜାମାତାଓ “ଓଁ ସ୍ବଥାଜ୍ଞାନଃ କରବାମି” ବଳିବେନ । ‘ଅନନ୍ତର ସମ୍ପ୍ରଦାତା
ସମ୍ପ୍ରଦାନଶାଳାର ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖେ ସମାସୀନ ଥାକିବେନ । ପରେ ରମଣୀଗଣ ବବକେ
ଅନ୍ତଃପୁରେ ଲଈୟା ମଞ୍ଜୁଳାଚାରାନ୍ତସାରେ ବବକନ୍ତା ଉଭୟକେ ପରସ୍ପର ମୁଖାବଲୋକନ
କରାହିବେନ । ପରେ ବର ସମ୍ପ୍ରଦାନଶାଳାୟ ଗିରା ପୂର୍ବୀକ୍ଷେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହଇଲେ
ସମ୍ପ୍ରଦାତା ପଶ୍ଚିମାକ୍ଷ ହଇୟା କରପୁଟେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେନ, ଯଥା—

ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚାସିରଭୃଷ୍ଟ୍ୱପ୍ ଛନ୍ଦୋଽର୍ହଣୀୟା ଗୌର୍ଦ୍ଦେବତା ଗବୋପନ୍ଥାପନେ ବିନି-
ଯୋଗଃ । ଓଁ ଅର୍ହଣା ପୁତ୍ରବାସସା ସ୍ବେନୁବତସ୍ବଦ୍ବୟମେ, ମା ନଃ ପରସ୍ବତୀ ଦୁହାମୁତ୍ରରାମୁତ୍ରବାଃ
ସମାମ୍ ।

ଜାମାତା ବଳିବେନ, ଯଥା—

ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚାସିବିବାଡ୍ ଦେବତା ଉପବିଶଦର୍ହଣୀୟତ୍ବେପେ ବିନିଯୋଗଃ । ଓ
ଇଦମହମିମାଂ ପତ୍ନୀଂ ବିରାଜମନ୍ନାତ୍ମାୟାଧିତିଷ୍ଠାମି ।

ଏହି ବଳିୟା ପ୍ରାୟୁକ୍ତେ ଆସନେ ସମାସୀନ ହଇବେନ । ତତ୍ପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାତା ଉଭୟ
କରେ ସାଗ୍ରପକ୍ଷବିଂଶତି କୁଶପତ୍ର ଦ୍ବାରା ଆଢାହିବାବ ବାମାବର୍ତ୍ତଭାବେ ଅବୋମୁଖ ଶ୍ରେଣି-
ରଚିତ ଉତ୍ତରାଗ୍ର ବିଷ୍ଟର ଲଈୟା “ଓଁ ବିଷ୍ଟେବୋ ବିଷ୍ଟେରୋ ବିଷ୍ଟରଃ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାଃ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ
ବିଷ୍ଟର ଅର୍ପଣ କରିଲେ, ଜାମାତା “ଓଁ ବିଷ୍ଟରଃ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟାମି” ବଳିୟା ନିଯୋକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର
ପାଠ କରିବେନ, ଯଥା—

ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚାସିବଭୃଷ୍ଟ୍ୱପ୍ ଛନ୍ଦ ଓଷଧ୍ୟୋ ଦେବତା ବିଷ୍ଟରଶ୍ରାସନଦାନେ ବିନିଯୋଗଃ ।
ଓଁ ଯା ଓଷଧୀଃ ସୋମବାଞ୍ଛୀର୍ବହ୍ନୀଃ ଶତବିଚକ୍ରଣାଃ । ତାମହମନ୍ତ୍ରାସନେଽଛିଦ୍ରାଃ
ଧର୍ମ୍ୟ ଯଜ୍ଞତ ।

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାଠାନ୍ତେ ଆସନୋପରି ସେହି ଉତ୍ତରାଗ୍ର ବିଷ୍ଟର ଦିୟା ସମାସୀନ ହଇ-
ବେନ । ପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାତା ପୂର୍ବବଦ୍ ଯନ୍ତ୍ରେ ପୁନର୍ବାର ଐକ୍ରମ ବିଷ୍ଟର ଦିଲେ ଜାମାତାଓ
ପୂର୍ବବଦ୍ ଲଈୟା ନିୟକ୍ଷିତ ଯନ୍ତ୍ରେ ପଦବ୍ୟୟର ନିୟମେ ସେହି ଉତ୍ତରାଗ୍ର ବିଷ୍ଟର ହାପନ
କରିବେନ, ଯଥା—

ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚାସିରଭୃଷ୍ଟ୍ୱପ୍ ଛନ୍ଦ ଓଷଧ୍ୟୋ ଦେବତା ବିଷ୍ଟରଶ୍ରା ପାଦସ୍ନୋରଧନ୍ତାଦାନେ
ବିନିଯୋଗଃ । ଓଁ ଯା ଓଷଧୀଃ ସୋମରାଞ୍ଜୀବିଷ୍ଠିତାଃ ପୃଥିବୀମତୁ । ତା ମହମନ୍ତ୍ରାସନେଽଛିଦ୍ରାଃ
ଧର୍ମ୍ୟ ଯଜ୍ଞତ ।

ପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାତା ପାନୀୟପାତ୍ର ଲଈୟା “ଓଁ ପାତ୍ନାଃ ପାତ୍ନାଃ ପାତ୍ନାଃ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟନ୍ତାଃ”

বাক্যে পানীয়পাত্র অর্পণ করিলে জামাতা “ওঁ পাতাঃ প্রতিগৃহ্নামি” বাক্যে তাহা লইয়া ভূমিতে স্থাপন পূর্বক দৃষ্টিপাত করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদক-বীক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যাম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধি-রাগচ্ছতু ।

পরে জামাতা সেই পাত্র হইতে উদক লইয়া বাম পাদে নিক্ষেপ করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সব্যং পাদমবনেননিজেহস্মিন্ বাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে ।

পুনরায় ঐরূপ জল লইয়া দক্ষিণচরণে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহার মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ । ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেননিজেহস্মিন্ বাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি ।

পবে পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া উভয়চরণে দিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পূর্বমন্ত্রমপরমন্ত্রমুভৌ পাদাববনেননিজে রাষ্ট্রশুর্দা অভয়শ্রাবকৈক্যে ।

অনন্তর সম্প্রদাতা “ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নতাং” মন্ত্রে অক্ষতদূর্বাপল্লবযুক্ত অঘ্য প্রদান করিলে, জামাতা “ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি” বলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে মন্তকে সেই অর্ঘ্য দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্ঘর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নশ্চ রাষ্ট্রি-রসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়ামস্ ।

তদনন্তর সম্প্রদাতা “ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নতাং” বাক্যে আচমনীয় প্রদান করিলে জামাতা “ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি” বলিয়া তাহা গ্রহণ পূর্বক উত্তরাতিমুখ হইয়া আচমন করিবেন । মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়মাচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যশো-ংসি, যশো ময়ি ধেহি ।

তৎপরে সম্প্রদাতা “ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্নতাম্” বাক্যে মধুপর্ক প্রদান করিলে জামাতা “ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি” বলিয়া তাহা লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূতলে রাখিবেন । যথা—

প্রজাপতিঃ ষির্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীষ-মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
যশসো যশোহসি ।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে উহা তিনবার ভক্ষণ করত মৌন-
ভাবে একবার ভক্ষণ করিয়া পুনরায় আচমন করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঃ ষির্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীষ-মধুপর্ক-প্রাণনে বিনিয়োগঃ । ওঁ
যশসো ভক্ষ্যোহসি মহসো ভক্ষ্যোহসি শ্রীর্ভক্ষ্যোহসি শ্রিয়ং যসি ধেহি ।

পরে বরের মঙ্গলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণকরোপবি কন্টার তাদৃশ হস্ত
স্থাপন করিলে পতিপুত্রবতী সুভগা নারী মঙ্গলাচারসহকারে কুণ দ্বারা সেই
হস্তযুগল বন্ধন করিয়া দিবেন । উহার মন্ত্র যথা—

ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ কদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবৃতৌ । তে ভবা গ্রহিণিলয়ং দধতাং
শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ (ইহা কাল্পনিকমন্ত্র, ভবদেবভট্টধৃত নহে)

তৎপরে সম্প্রদাতা কুশ, তিল, তুলসী ও পুষ্প সহ জলপাত্র লইয়া বস্ত্র
দ্বারা আচ্ছাদিত কন্টাকে বামকরে ধারণ করত নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে
অর্চনা করিবেন, যথা—“ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রালঙ্কৃত্যৈ সাচ্ছাদন্যৈ কন্টায়ৈ নমঃ”
এই মন্ত্রে তিনবার জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ
সবস্ত্রালঙ্কৃত্যৈ সাচ্ছাদন্যৈ কন্টায়ৈ নমঃ ।”

এই প্রকারে অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ প্রজাপত্যে
নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ববায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত
তিলকুশজল দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা স্পর্শ পূর্বক নিম্নলিখিত
বাক্য উচ্চারণসহকারে হস্তদ্বয়োপরি সেই তিলকুশজলাদি দিবেন, যথা—

ওঁ তৎসৎ অমৃত্যুকে মাসি (সৌরমাস) অমুকরাশিস্থে ভাস্বরে
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ
অমুকগোত্রশ্চামুকপ্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রশ্চামুক-
প্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রশ্চামুকপ্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ
পুত্রায়, অমুকগোত্রাশ্চামুকপ্রববায় শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় ব্রাহ্মণায় অর্চি-
তায়—অমুকগোত্রশ্চামুকপ্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রশ্চা-
মুকপ্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ, পৌত্রীঃ অমুকগোত্রশ্চামুকপ্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ
পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রীঅমুকদেবীমর্চিতাঃ (এইরূপ বারত্ৰয়
বলিয়া) এনাং কন্টাং বাসোয়ুগাচ্ছাদিতাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং
তুভ্যমহং সংপ্রদে ।

জামাতা “স্বস্তি” বলিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন এবং “কন্তেয়ঃ প্রজাপতি-
দেবতাকা” বলিয়া নিম্নলিখিত কামস্তুতি পাঠ করিবেন, * যথা—

ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা
কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ । কামেন হ্য প্রতিগৃহ্মামি কামৈতত্তে ।

অনন্তর সম্প্রদাতা নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ এতৈশ্চ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রোক্ষণ
এ অর্চনা করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিশতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এবং
এতৎসম্প্রদানায় - ব্রাহ্মণায় বরায় নমঃ । এই মন্ত্রে অর্চনাশুভ ।—

ওঁ অগ্নেতাং দি কৃতৈতৎসবস্তদানকাবেককৃত্যসম্প্রদানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং
দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং তাম্রাং বা অগ্নিদেবতং বিষ্ণুদেবতং বা অমুকগোত্রায়
অমুকপ্রবরায় শ্রী অমুকদেবশর্ম্মণে তুভ্যমহং সংপ্রদদে ।

জামাতা “স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন । তৎপরে সম্প্রদাতা জামাতাকে
ভূমি, অন্ন, জল, শয্যা, গো, সুবর্ণ ইত্যাদি যৌতুক প্রদান করিবেন । অনন্তর
পতিপুত্রবতী নারী বস্ত্রদ্বয় দ্বাবা গ্রহি বন্ধন করিয়া দিবেন । † পরে সম্প্রদাতা
কুশগ্রহি মোচন করত বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অন্তোন্তের মুখাবলোকন
করাইয়া কন্যাকে পতির দক্ষিণভাগে বসাইবেন । পরে নাপিত “গৌঃ গৌঃ
গৌঃ” উচ্চারণ করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্হতীচ্ছন্দো গৌর্দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাং দ্বিমন্তং মেহভিধেহি ত্বং জহুমুশ্চ চোতয়োকুৎসহ
গামতু তৃণানি পিবত্ৰদকম্ ।

তৎপরে নাপিত গোমোচন করিলে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

* বিবাহকর্মে হঠাৎ “কামস্তুতি” কথা শ্রবণ করিলে সাধাবণের মনে এই ধারণা হইতে
পারে যে, যেন কন্যার পত্নীত্বরূপে গ্রহণ, কিন্তু তাহা নহে । এই স্তুতির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে
স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইহা দ্রৌণটীত ভৌতিক কামস্তুতি নহে । এটি অনাদিবাসনার বা আধ্যা-
ত্মিক কামের স্তুতি মাত্র । ব্রহ্মহন্যবোধিত সিংহকাকপ যে কাম আদিমহত পদার্থ সলিল হইতে
যাবতীয় সৃষ্ট দেবতা অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু রজোগুণের উদ্রেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির
মূলশূন্য এককে বহু করিয়াছে, সেই কামই স্বয়ং সম্প্রদাতা এবং সেই কামই স্বয়ং প্রতিগ্রহীতা ।

† দেশভেদে এই স্থলে একটি মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে, যথা—

যথা শচী মহেন্দ্রস্ত স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ ।

যোহিনী চ যথা সোমে দমবন্তী যথা নলে ।

যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যকুশলী ।

যথা নারায়ণে লক্ষ্মীতুয়া স্বং ভব ভর্ত্তরি ।

প্রজাপতিঋষিঃ পুং ছন্দো গোদেবতা গবামমন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ ।
ওঁ মাতা কদ্রাণাং হৃদিতা বহুনাং স্বসাদিত্যানামমৃতশ্চ নাভিঃ । প্র গু বোচং
চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ।

পবে গো-মোচন কর্তব্য । অনন্তর সম্প্রদাতা অহিহবাচন করিয়া বৈশ্বা-
প্রশমনার্থ 'ওঁ অত্রেতাদি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) কৃতেহস্মিন্ কন্যাদানকর্ম্মণি
যংকিঞ্চিৎ বৈশ্বাং জাতং তদ্রোধপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং কবিশ্চেৎ" বাক্যে
বিষ্ণুস্মরণ, বিষ্ণুতে কর্ম্মকন্যার্পণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ।

শানিগ্রহণাদি (কুশণ্ডিকা)

জামাতা প্রথমতঃ আচার্য্যং বথানিগমে যদ্রী ও মার্কণ্ডেয়-পূজা সমাপন করি-
বেন । কুশণ্ডিকোক্তনিগমে ঘোজকনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিক্রপাক্রজপান্তা
কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫৩ পৃঃ) সম্পাদন করিবেন ।

জামাতাব কোন এক বয়স্শ জলপূর্ণ কুম্ভ হস্তে বস্ত্রাচ্ছাদিতদেহে
বাগ্ধত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দিয়া অগ্নিপবিত্রমণ কবত অগ্নির দক্ষিণভাগে
উত্তরাংশে দণ্ডায়মান থাকিবে । অতঃ এক জন বয়স্শ প্রতোদ (পাঁচনী)
হস্তে লইয়া সেইভাবে কুম্ভদ্বারাব পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিবে । একথানি
শূর্পে চারি অঞ্জলি শমীপত্রমিশ্রিত খই, তৎসমীপে শিলা ও শিলাপুত্র
(নোড়া) এবং তৎপশ্চিমে বারগপত্রনির্ম্মিত পটবেষ্টিত কট (চেটাই) স্থাপিত
করত জামাতা গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক নিম্নকথিত দুইটি মন্ত্র পাঠ সহকারে বধুকে
নূতন ধৌত অধোবস্ত্র ও উত্তরীয় পবিধান কনাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যা দেবতা অধোবস্ত্রপরিধাপনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ বা অকুম্ভনায়ন্ বা অতবত যাশ্চ দেবো অস্তানভিতস্ততস্থ
তাস্থা দেব্যোজরসা সংবারহ্মায়ুতীদং পরিধংস্ব বাসঃ ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ পুং ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যা দেবতা উত্তরীয়বস্ত্রপবিধাপনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ পরিধত্ব ধত্ব বাসসেনাং শতান্নাং কুণ্ডল দীর্ঘনায়ুঃ শতঞ্চ জীব
শরদঃ সুবর্চা বহুনি চার্য্যো বিহৃজাসি জীবন্ ॥ ২ ॥ *

* এই দুইটি মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে যে, যেন জামাতার হৃদয়ে বধুর
রূপের উদয় হইতেছে এবং নাসারিক ধর্ম্মরক্ষার অবশ্যস্তানী শুভফল সকলের অনুভব
হইতেছে ; সুতরাং তিনি বধুর প্রতি প্রীতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপযুক্ত সম্মাননা প্রকাশ
করিতেছেন ।

প্রথম মন্ত্রে অধোবস্ত্র এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে ষজ্জোপবীতস্বরূপ উত্তরীয়-বসন ধারণ করাইতে হয়। পরে জামাতা বধূকে অগ্নির অভিমুখী করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্যঃ কন্তানয়নজপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমোহদদদগন্ধর্কায় গন্ধর্কোহদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাং-
শচাদাদগ্নিমহমথো ইমাম্।

অনন্তর বধু অগ্নিব পশ্চিমে গিয়া পূর্বোক্ত বীরণপত্রনির্মিত কটখানিকে দক্ষিণচরণ দ্বারা ঘর্ষণ পূর্বক আকর্ষণ করিবেন। তৎকালে এই মন্ত্র জামাতা বধূকে পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিষিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দেবতা কটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ প্রমে পতিযানঃ পত্নাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টে পতিলোকং গমেয়ম্।

লজ্জাহেতু বধু মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—
প্রজাপতিঋষিষিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দেবতা কটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ প্রাশ্চ্যাঃ পতিযানঃ পত্নাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টে পতিলোকং গম্যাঃ।

পরে বধু সেই কটের পূর্বার্দ্ধে পতির দক্ষিণে এবং জামাতা বধুব উত্তরে সমাসীন হইয়া প্রকৃতহোমার্থ অগ্রে মৌনভাবে অগ্নিতে সমিধ্ প্রক্ষেপ পূর্বক মহাব্যাহতিহোম করিবেন। যথা—প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরুক্ষিক্
ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।
প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ।
ওঁ স্বঃ স্বাহা। পরে বধু দক্ষিণ হস্ত দ্বাৰা পতির দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন এবং জামাতা ছয়টি মন্ত্রে যথাক্রমে ছয়টি দ্রুতাহতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।
ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোহষ্টৈশ্চ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং বাজা
বকণোহনুমন্ততাং যথেষং জ্ঞৌ পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ (ইত্যাদি) (পরে) ওঁ ইমামগ্নিস্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজা-
মষ্টৈ জরদষ্টিঃ কণোতু। অশূতোপস্থা জীবতামন্ত মাতা পৌত্রমানন্দমভি-
বিবুধ্যতামিষং স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ শক্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা আজ্যহোমে

বিনিয়োগঃ । ওঁ তৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরক্ষ অশ্বিনৌ চ স্তনক্লমস্তে পুত্রান্
সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদব্রহ্মপতির্কিঞ্চেদেবা অভিরক্ষন্ত পশ্চাৎ
স্বাহা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঃগ্ৰ্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উখাদন্তত্র ব্রহ্মদত্যঃ সংবিশন্ত ।
মা হং কদত্ব্যর আবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশুস্তী প্রজাঃ
সুমনস্তমানাঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

প্রজাপতিঋষিকপরিষ্টাদব্রহ্মতীচ্ছন্দোঃগ্ৰ্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ অপ্রজন্তং পৌত্রমর্ত্যং পাপ্যানমৃতবা অঘম্ শীঘ্রঃ স্রজমিবো
মুচ্য দ্বিষত্যাঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা ॥ ৫ ॥

প্রজাপতিঋষিক্ষিক্ ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ পঠৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাদৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু । পরং মৃত্যো
অনুপরেহি পশ্চাৎ যত্র নো অন্ত ইতরো দেবযানাচ্ছক্ষুয়তে শথতে তে
ব্রবীমি মা নঃ প্রজাঃ রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা ॥ ৬ ॥ *

এইরূপে ছয়টি ঘৃতাহতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহুতিহোম কর্তব্য ।
(১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) অনন্তর জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবব হইলে ঋব
দ্বারা পঞ্চদশ গৃহীত ঘৃত জুহুতে স্থাপন করত ‘ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা’ এই মন্ত্রে
অগ্নিতে উত্তরভাগে পূর্বাভিমুখী ঘৃতধারা আহুতি দিবেন, পরে পুনশ্চ
পূর্বোক্তক্রমে আজ্য লইয়া ‘ওঁ সোমায় স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নিতে দক্ষিণভাগে
অর্পণ করিবেন । অন্তগোত্র বা অন্তপ্রবর জামাতা জুহুতে চতুর্দশ ঘৃত
স্থাপন করিয়া উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে হোম করিবেন ।

পরে লাজহোম করিবেন । পতি বধুসমন্বিত হইয়া গাত্রোথান করত পত্নীর
পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা দক্ষিণভাগে গিয়া উত্তরাংশে বধুহস্তদ্বয় অঞ্জলিরূপে ধারণ পূর্বক
অবস্থান করিবেন । বধুর মাতা, ভ্রাতা বা অন্ত কোন ব্রাহ্মণ পূর্বসংস্থাপিত
লাজ লইয়া বধুকে সম্মুখস্থিত শিলার উপর দক্ষিণ-পদাৰ্পণ করাইবেন ।
তৎকালে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

* ইহার তাৎপর্য্য জানা যাইতেছে যে, যেন দুই জনেই আহুতিদানরূপ ধর্ম আচরণ
করিবেন এবং বাবজীবন উভয়কে মিলিত হইয়া যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহারও ইঙ্গিত
হইল ।

প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দোহুয়া দেবতা অশ্বাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্বানমারোহাশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব । দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।

যদি জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হন, তাহা হইলে বধুর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতক্ষবদ্রয়োপরি বধুর মাতা, ভ্রাতা অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পঞ্চাবত্ত লাজ প্রদান করিবেন । পতিও তদুপরি ঘৃতক্ষবদ্রয় দিবেন । পতি অন্তগোত্র বা অন্তপ্রবর হইলে বধুর অঞ্জলিতে পতিদত্ত একটি ঘৃতক্ষবোপরি চতুরবত্ত লাজদান ও তদুপরি ঘৃতক্ষবদ্রয় দান করিতে হয় । তৎপরে জামাতা নিম্নকথিত মন্ত্র পড়িলে বধু অঞ্জলিতেদ না করিয়া লাজহোম করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টোজ্যোতিষতীচ্ছন্দোহুগ্নির্দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়ং নাযু্যপক্রতেহগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘাযুবন্ত মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধস্তাং জাতয়ো মম স্বাহা ।

পরে পতি বধুকে পুরোভাগে রাখিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্তা দেবতা কন্তা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্তা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামষষ্ট । কন্তা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদহা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।

তৎপরে পতি পুনর্বার পূর্ববৎ বধুব অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরাস্থে দণ্ডারমান থাকিবেন এবং পূর্ববৎ মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ গোত্রপ্রবরানুসারে লাজ লইয়া থাকিবেন । বধু দক্ষিণচরণ দ্বারা শিলাপুত্র (নোড়া) সহ শিলা আকর্ষণ করিয়া লইলে জামাতা পূর্ববৎ নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দোহুয়া দেবতা অশ্বাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্বানমারোহাশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব । দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।

অনন্তর পুনরায় পূর্ববৎ গোত্র ও প্রবরানুসারে বধুর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতক্ষবদ্রয় বা ঘৃতক্ষবৈকোপরি চতুরবত্ত বা পঞ্চাবত্ত শমীপত্র-সমন্বিত লাজ ও তদুপরি ঘৃতক্ষবদ্রয় অর্পণ করিবেন । বধুও পূর্ববৎ লাজহোম করিবেন এবং জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টোদ্রুহতীচ্ছন্দোহুয়া দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অর্যামণং হু দেং কন্তা অগ্নিমবকত । স ইমাং দেবোহুয়া প্রেতো মুঞ্চাতু মাযুতঃ স্বাহা ।

তৎপরে পতি পূর্ববৎ বধূকে পুরোভাগে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ
কন্বলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীমমপদীক্ষামযষ্ট । কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা
উদন্তা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।

অনন্তর পুনর্বার পতি পূর্ববৎ বধুর অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন । পূর্ববৎ বধুর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোনও ব্রাহ্মণ লাজহস্তে বধূকে দক্ষিণপদ দ্বারা শিলা আক্রমণ করাইবেন । বর নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিবহুষ্টুপ্ ছন্দোহুগ্না দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব । দ্বিষন্তমপবোধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।

অনন্তর পুনরায় পূর্ববৎ গোত্র ও প্রবরানুসারে বধুর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতক্ষবদ্বয় বা ঘৃতক্ষবৈকোপরি পঞ্চাবত্ত বা চতুরবত্ত শমীপত্রসমন্বিত লাজ ও তদুপরি ঘৃতক্ষবদ্বয় অর্পণ করিবেন । বধুও পূর্বের ন্যায় অঞ্জলি বিচ্ছিন্ন না করিয়া লাজহোম করিবেন এবং জামাতা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিকপরিষ্টাদ্ভূহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ পূষণং তু দেবং কন্যা অগ্নিমবধুত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো
যুধাতু মামুতঃ স্বাহা ।

তৎপরে পতি বধূকে পুরোভাগে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ কন্বলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীমমপদীক্ষামযষ্ট । কন্যা উত ত্বয়া বয়ং
ধারা উদন্তা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।

পরে সূর্যের উত্তরার্ধে ঘৃতক্ষবদ্বয় দিয়া লাজশেষ স্থাপন করত তদুপরি ঘৃতক্ষবদ্বয় অর্পণ করত “ওঁ অগ্নয়ে স্ত্রিষ্টুকুতে স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিবেন । যদি জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হন, তবে এইরূপে, কিন্তু অন্যগোত্র বা অন্য-প্রবর হইলে প্রথমে একটি ঘৃতক্ষব দিবেন, পরে লাজোপরি ঘৃতক্ষবদ্বয় দিতে হয় । তৎপরে জামাতা ঈশানকোণে বধূকে নিম্নোক্ত সাতটি মন্ত্র দ্বারা সপ্তমণ্ডলিকাতে সপ্তপদীগমন করাইবেন । বধু

প্রথমে মণ্ডলিকাতে দক্ষিণচরণ ক্ষেপণ করত পশ্চাৎ বামচরণ ক্ষেপণ করিবেন এবং জামাতা বধূকে “বামপাদেন দক্ষিণপাদং মাক্রাম” “বামচরণ দ্বাবা দক্ষিণচরণ আক্রমণ কবিও না” এই কথা বলিবেন। পতি এক একটি মন্ত্র বলিবেন এবং কন্যা এক একবার পর পর মণ্ডলিকায় পাদক্ষেপণ করিবেন। মন্ত্র সাতটি নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ। ঔ একমিষে বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ। ঔ দ্বৈ উর্জ্জৈ বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ।
ঔ ত্রীণি ত্রতায় বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ। ঔ চত্বারি মায়ে ভবায় বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৪ ॥

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ। ঔ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৫ ॥

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ। ঔ ষড্ ব্রাহ্মণ্যৈ বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৬ ॥

প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিবাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ। ঔ সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৭ ॥ *

তৎপরে পতি নিম্নকথিত মন্ত্র পড়িয়া সপ্তপদগমনকারিণী বধূকে
উপদেশ দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সামিকীপঙক্তিশ্চন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তর-
নাশাসনে বিনিয়োগঃ। ঔ সখা সপ্তপদোভব, সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা
যোষাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।

* এই মন্ত্রের তাৎপর্য বুঝা যাইতেছে যে, পতির সহিত সপ্তপদগমনকারিণী বধূ
নাশাসনে কতক আশ্রয় পতিব সঙ্গ প্রকার কর্তব্য কার্যেরই সহায় হইবেন। তাহার
নিকট অন্ন, বল, যজ্ঞাবিকার, সৌখ্য, ধনপুষ্টি প্রভৃতিব প্রার্থনাও করা হইল, অতএব
ইহা দ্বারা যে দম্পতির পতি-পত্নীভাব দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইল, এবং সহধর্মিণীভাব প্রার্থিত
হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর জামাতা বিবাহদর্শনার্থ উপস্থিত দর্শকগণকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আশাশ্রমান। দেবতা বিবাহপ্রেক্ষক-জনামন্ত্রণে
বিনিয়োগঃ। ওঁ সূমন্তুনোরিয়ং বধূরিবাং সমেত পশুত সৌভাগ্যমশৌ দক্ষা-
ব্রাধাস্তং বিপরেতন।

পরে পূর্বস্থাপিত জলকলসধারী জামাতৃবয়স্ অগ্নিব পশ্চিমভাগে সপ্ত-
পদীস্থানে গিয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিলে জামাতা নিম্নকথিত মন্ত্র
পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বদেবাদয়ো দেবতা যুদ্ধাভিষেচনে
বিনিয়োগঃ। ওঁ সমজন্তু বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নো। সম্মাতরিখা
সন্ধাতা সমুদেষ্টী দধাতু নো।

পবে এই মন্ত্রে বধূকেও অভিষেক করিবে।

পরে পাণিগ্রহণ।—জামাতা অধোনিহিত বামকব দ্বারা বধূর অঙ্গুলি
এবং দক্ষিণকব দ্বারা বধূর উত্তানভাবস্থিত সাক্ষুদ্র দক্ষিণকব গ্রহণ করত
নিম্নোক্ত ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যু-
র্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগহায় হস্তং ময়া পত্যা জয়দষ্টি-
যথাসঃ। ভগো অর্যমা সবিতা পূবক্রিয়হং স্বাহুর্গাইপত্যায় দেবাঃ ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ অবোরচক্ষুবপতিয়োবি শিবা পশুভ্যঃ সূমনাঃ সূবর্চাঃ।
বীরসুজীবসুর্দেবকামা স্তোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজবসায় সমনক্ৰুধ্যমা
স্বাহুর্মজলীঃ পতিলোকমাশিশ শম্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমাং হুমিহ্ন মীঢ়ঃ সুপুত্রাঃ সুভগাঃ কুধি। দশান্তাং পুত্রানা-
ধেহি পতিমেকাদশং কুধ ॥ ৪ ॥

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ সম্রাজী যশুরে ভব সম্রাজী যশ্রাং ভব। ননান্দরি সম্রাজী
ভব সম্রাজী অধিদেবসু ॥ ৫ ॥

প্রজাপতিঋষিঃ পুং ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা (কন্যাচিত্ত-বৃহস্পতিয়ো) দেবতা
গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্ন্যর্জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তমহুচিহ্নস্তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিঋষা নিযুনক্তু
মহম্ ॥ ৬ ॥

তৎপরে জামাতা অগ্নিসন্নিধানে গিয়া বামভাগে বধূকে উপবেশন
করাইয়া পাণিগ্রহণানন্তর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম (১ম খণ্ড ২৫৮
পৃঃ) করিবেন । তৎপরে তুষ্টীভাবে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া সর্ষকর্ম-
সাধারণ শাট্যায়নহোত্রাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম (১ম খণ্ড
২৫৯ পৃঃ) শেষ করত কর্মকারমিত্ত্বাক্রমকে দক্ষিণা দিবে । যদি
বিবাহহোমদিবসে চতুর্থীহোম করা হয়, তবে শাট্যায়নাদিহোম শেষে
করিবে ।

উত্তরবিবাহ ।—পুনর্বার ষোড়শকনামা অগ্নি স্থাপন ও বিক্রপাক্ষপাস্তা
কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) শেষ করত যদি দিবাভাগে বিবাহ হয়, তবে
নক্ষত্রোদয় পর্যন্ত পতি অবস্থান করিবেন । পবে নক্ষত্রোদয় হইলে
লোহিত বৃষভের শুকচর্ম প্রাগ্ভীষভাবে আনৃত করিয়া তত্রত্য লোমের
উপর বধূকে উপবেশন করাইবেন এবং স্বয়ংও আসীন হইয়া
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ছয়টি আহুতি দিবেন,
যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ পুং ছন্দঃ কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণশ্রাদ্ধ-
হোমে বিনিয়োগঃ । (উল্লিখিত ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা নিম্নোক্ত প্রত্যেক
মন্ত্রের অগ্রে পাঠ্য) ওঁ লেখাসন্ধিষু পশ্চস্বাবর্তেবু চ যানি তে । তানি
তে পূর্ণাহত্যা সর্ষানি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ১ ॥

ওঁ কেশেবু যচ্চ পাপকমোক্ষিতে কদিতে চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহত্যা
সর্ষানি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ২ ॥

ওঁ নীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহত্যা
সর্ষানি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৩ ॥

ওঁ আরোকেবু চ দন্তেবু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহত্যা
সর্ষানি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৪ ॥

ওঁ উর্কোরূপস্থে জজ্বয়োঃ সন্ধানেবু চ যানি তে । তানি তে পূর্ণা-
হত্যা সর্ষানি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৫ ॥

ও বানি কানি চ ঘোরানি সর্কান্বেষু তবাতবন্ । পূর্ণাহতিভিরাজ্যস্ত
সর্কানি তান্যশীশমঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ *

প্রত্যেক আহতিশেষ ক্রবলগ্ন আজ্য বধূর মস্তকে নিক্ষেপ করিতে হয় ।

অনন্তর জামাতা বধু সহ গাত্রোথান করিয়া বহির্ভাগে আগমন পূর্বক
বধুকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া ধ্রুব দর্শন করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ বো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ । ও ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতিকূলে ভূয়াসম্ । শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ শ্রীঅমুকীদেবী ।

এই স্থলে “অমুকদেবশর্মার অমুকীদেবী আমি” এইরূপে বধু উভয়েরই
নাম গ্রহণ করিবে ।

পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধুকে অক্লক্ৰতী দর্শন করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ ধ্রুদেবতা অক্লক্ৰতীদর্শনে বিনিয়োগঃ । ও ক্লক্ৰাহমস্মি ।

তৎপবে জামাতা বধুন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করি-
বেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সূষ্টু প্ ছন্দঃ কত্মা দেবতা কল্মাসু মন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ও
ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবঃ বিশ্বমিদং জগৎ । ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবা শ্রী
পতিকূলে ইয়ম্ ।

অনন্তর বধু “অমুকগোত্রা (স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে পতিগোত্রের ও ভব-
দেবভট্টমতানুসারে পিতৃগোত্রের উল্লেখ হইবে) শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ ভো অভি-
বাদয়ে” এই বাক্যে অভিবাদন করিলে পতিও “আয়ুশ্বতী ভব সৌম্যো” এই
বাক্য উচ্চারণ করিবেন । পরে সধবা রমণী আচারানুসারে বধু সহ জামা-
তাকে বেদীতে লইয়া জলপূরিত কুম্ভ গ্রহণ পূর্বক আশ্রপল্লবসমন্বিত জল দ্বারা
অনাদি মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করিবে । পরে জামাতা অগ্নি-সন্নিধানে উপস্থিত
হইয়া পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম ও সমিধ্ প্রক্ষেপ (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ)
সমাপনান্তে সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যাগানাস্ত উদীচ্যকর্ম
(১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করত কর্মকারম্বিত-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান
করিবেন ।

ভোজন ও ধূতিহোম ।—অনন্তর জামাতা নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্রপাঠ সহ-
কারে ক্ষারলবণবর্জিত হবিষ্যন্ন ভোজন করিবেন, যথা—

* এই কয়টি মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, ভাব্যার দোষ-সংশোধনকরণবিষয়ে পতিই অধিকারী ।
ন বিষয়ে পত্নীর ক্রটি থাকিলে তাহা পতির কর্মদোষবশেই থাকিবে বার ।

প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দোহ্নঃ দেবতা অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ । ওঁ
অন্নপাশেন মণিনা প্রাণস্বজ্ঞেণ পুত্রিনা । বধামি সত্যগ্রহিনা যনচ্চ
হৃদয়ঞ্চ তে ॥ ১ ॥

প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোহৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ যদেতচ্ছৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম । যদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত
হৃদয়ং তব ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঋষির্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দোহ্নঃ দেবতা অন্নস্ততো বিনিয়োগঃ । ওঁ
অন্নং প্রাণস্য ষড়্‌বিংশ (পড়িংশ) স্তেন বধামি হাসৌ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রমধ্যগত ‘হাসৌ’ শব্দ স্থানে সম্বোধনাস্ত দেব্যস্ত বধুণাম উচ্চারণ করিতে
হয় । ভোজনান্তে ভুক্তাবশিষ্ট বধুকে ভোজনার্থ প্রদান করিবেন । যদি এই সময়ে
ভোজনসম্ভব না হয়, তবে কদলীফল প্রভৃতি অভিমন্ত্রিত করিয়া বধুর ভোজ-
নার্থ রাখিয়া দিবেন । এই দিন হইতে তিন দিন যাবৎ দম্পতি ক্লারলবণ-
বর্জিত হবিষ্যন্ন ভোজন করত ব্রহ্মচর্য্যভাবে তৃণশয্যা শয়ান হইবেন ।
তৎপরদিনে জামাতা বধুকে রথাক্রুত করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবেন । এই মন্ত্রে
রথারোহণ কবাইতে হয়, যথা—

প্রজাপতিঋষির্জিষ্টুপ্ ছন্দঃ কণ্ঠা দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
সূকিঃশুকং শাল্মলিঃ বিধকপং সুবর্ণবর্ণং সূকৃতং সূচক্রম্ আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্ত
নাতিং শ্রোত্রাং পত্যো বহং ত্বং কৃণুস্ব ।

পরে পতি বধু সহ গমন করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পশ্চিমধ্যে চতু-
প্পাথাদিকে আমন্ত্রণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দঃ পস্থানো দেবতা চতুষ্পাথামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ মা বিদন্ পরিপস্থিনো ব আসীদস্তি দম্পতী সুগেতিদুর্গমতীতাম-
পদ্রাস্তরাতয়ঃ ।

অনন্তর পতি যান হইতে অবতরণ করত বামদেব্যগান করিয়া বধুকে
গৃহে প্রবেশ করাইবেন । পরে কৃতমঙ্গলাচারী, পতিপুত্রবতী, সৌভাগ্য-
বতী ব্রাহ্মণরমণীগণ প্রাগ্‌গ্রীবভাবে আস্তিত রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মোপরি বধুকে বসাইলে
পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুচ্চর্ম্মোপবেশনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ইহ গাবঃ প্রজারক্ষমিহাখা ইহ পুরুষা ইহো সহস্রদক্ষিণোহপি
পুষা নিবীদতু ।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণীরা উপবিষ্টা বধুর ক্রোড়ে একটি স্নানকণ ব্রাহ্মণ-
কুমারকে বসাইয়া তাহার হস্তে শালুকবন্দ বা ফল প্রদান করিবেন। পরে
পতি সেই শিশুকে উত্থাপিত করিয়া কুশণ্ডিকাবিধানে ধুতিনামা বহি স্থাপন
করত সমিৎ প্রক্ষেপ ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহুতিহোম (২৫৮ পৃঃ) করিয়া নিম্নোক্ত
আটটি মন্ত্রে আত্মাহুতি দিবেন। আটটি মন্ত্রেরই ঋষাদি এক প্রকার, যথা—

প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দো বধুর্দেবতা ধুতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইহ ধুতিঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ ইহ স্বধুতিঃ স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ ইহ রন্তিঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥

ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ময়ি ধুতিঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ ময়ি স্বধুতিঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥

ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা ॥ ৮ ॥ *

পরে জামাতা প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ মৌনভাবে আত্মাহুতি প্রদান
করিবেন এবং বধু দ্বাবা (স্মার্তমতে পতিগোত্রান্তসারে ভবদেবমতে বধুর পিতৃ-
গোত্রে) সকলকে অভিবাদন করাইবেন। পরে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহুতিহোম
প্রভৃতি সমাপনান্তে সর্ককর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যাগানান্ত
উদীচ্যকর্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করত কর্মকাবয়িত-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা
দিবেন।

তদনন্তর বিবাহদিবস হইতে চতুর্থ দিনে চতুর্থীহোম কর্তব্য।— প্রথমে
কুশণ্ডিকোক্তবিধানে শিখিনামা অগ্নি স্থাপন, বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম
খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন, তৃণোস্তাবে সমিৎপ্রক্ষেপ ও মহাব্যাহুতিহোম করিয়া
দক্ষিণভাগে বধুকে বসাইবেন এবং দক্ষিণে কুশকুম্ভসহিত জলপাত্র রাখিয়া
নিম্নকথিত বিংশতি মন্ত্রে বিংশতি আত্মাহুতি দিবেন। প্রতি আত্মাহুতি শেষে
ক্ষবলগ্র ঘৃত জলপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষিরামজ্যমাণোঃগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে
প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্তাঃ
পাপীলম্মৌস্তামস্তা অপজহি স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরামজ্যমাণো বায়ুর্দেবতা
চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানামিত্যাदि। প্রজা-
পতিঋষিরামজ্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে

* এই করটি মন্ত্রের ভাবে স্মৃতিই দেখা যাইতেছে যে, স্বামীকে ভাষার সহিত এবং
ভাষাকে স্বামীর সহিত সর্কধা মিলাইবার জন্য অর্থাৎ উভয়কে যেন একটি করিয়া ভুলিবার
জন্য আবাদিগের আর্ধ্যশত্রু বতদূর প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন, অগতীতলে কোন দেশের
কোন শাস্ত্রই তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই।

[illegible]

ইত্যাদি । প্রজাপতিঋষিরামজ্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাস্ততস্তো দেবতা-
শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাস্তো প্রায়শ্চিত্তস্তো যুগং
দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব । ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্তা
অপশব্যা তনুস্তামস্তা অপহত স্বাহা ।

তৎপরে পতি বধুর সহিত গাত্রোথান পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে গমন
করিবেন । জামাতা অবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত জলে বধুকে স্নান করাইবেন ।
তৎপরে আচারানুসারে বধুর মস্তকে সিন্দূর-তিলক ও বস্ত্র দিতে হয় । পরে
প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষীভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক
মহাব্যাহুতিহোমাদি সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানাস্ত-
উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন । অনন্তর
ব্রাহ্মণভোজনাদি অন্তান্ত কর্ম্ম কর্তব্য ।

যজুর্বেদোক্ত সাধারণ হোম (শশুপতি-কৃত)

হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিয়া হোমকর্তা প্রাঙ্গুথে সমাসীন হইয়া কুশহস্তে
দুইবার আচমন পূর্ব্বক কুশের দ্বারা তিনবার স্থণ্ডিল মার্জন, গোময় দ্বারা
উপলেপন, কুশ দ্বারা সপ্ত সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপ্রমাণ পূর্বাগ্র রেখা-
অঙ্করণ ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা রেখাকবণে উৎকীর্ণ মৃত্তিকা
গ্রহণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিল হইতে অরতি (কম্বুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত মুষ্টি)
অন্তরিত স্থানে নিক্ষেপ ও জল দ্বারা রেখার অভ্যক্ষণ করত স্বদক্ষিণে কাংশ্চ-
পাত্রে বা নবশরাবে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক তাহা হইতে অলং তৃণ লইয়া ‘ওঁ
ক্রবাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যঃ গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ’ এই মন্ত্রে নৈঋতে
ক্রবাদাংশ ত্যাগান্তে ‘ওঁ ইহৈবানমিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু
প্রজানন্’ এই মন্ত্রে আশ্বাভিমুখে তৃতীয় রেখার উপর স্থাপন পূর্ব্বক অঞ্জলিপুট
বদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—‘ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্ব-
তোহক্ষিণিরোমুখঃ । বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু । ওঁ পিঙ্গ-
ক-শক্রকেশাকঃ পীনাজজঠরোহরুণঃ । ছাগস্বঃ সাক্ষস্বত্রোহগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ
শক্তিধারকঃ ।’ এইরূপ ধ্যানান্তে ‘ওঁ অগ্নে ত্বমমুকনামাসি’ এই মন্ত্রে অগ্নির
যথাযথ নামকরণ, স্থাপন, আবাহন ও পূজা পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণে অরতি-
পরিমাণান্তরিত স্থানে ব্রহ্মাসন আন্তীর্ণ করত ব্রহ্মস্থাপন করিবেন । যথা—

ব্রহ্মা দ্বারা সহিত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ অহেদৈধি সয্যোদতস্তিষ্ঠাশ্চ সদনে সৌদ যোঃস্বংপাকতরঃ’ অগ্নিপ্রদক্ষিণাস্তে দক্ষিণভাগে গমন পূর্বক উক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মস্থান দর্শন করিবেন। ব্রহ্মাসন হইতে একটি কুশপত্র বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ নিরস্তঃ পাপ্যা সহ তেন বয়ং বিশ্বঃ’ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন। ‘ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সৌদামি প্রসূতো দেবেন সবিজ্ঞা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে তৎ পৃথিব্যঃ’ এই মন্ত্র পাঠাস্তে উপবেশন করিবেন। হোতা কুশ ও কুম্ভ দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। মতান্তরে ‘ব্রহ্মনিহোপবিষ্ঠতাম্’ এই মন্ত্রে ব্রহ্মস্থাপন পূর্বক পূজা করিতে হয়। কুশ-ব্রহ্মপক্ষে তৃণনিরসন, ব্রহ্মসদন দর্শন ও মন্ত্র পাঠ হোতার কর্তব্য। পরে প্রত্যা-বর্তন পূর্বক অগ্নির উত্তরে কুশাস্তরণ পূর্বক চমস বা প্রণীতাপাত্র বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তোত্তোলিত জলে পূরণ করত কুশা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক অগ্নি ও উত্তরে আন্তর্গ কুশে ব্রহ্মার মুখাবলোকন করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর অচ্ছিন্ন কুশে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তে অগ্নির পরিস্তবণ কর্তব্য। যথা—মূলসমীপে ছিন্ন কুশ দ্বারা পূর্বদিকে অগ্নি হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাসন হইতে অগ্নিস্থান পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে নৈঋত হইতে বায়ুকোণাবধি ও উত্তরদিকে অগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত কুশপত্রত্রয় আস্তরণ করিবে। অতঃপব অগ্নির উত্তরে আস্তৃত কুশো-পরি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাসাদন করিতে হয়, যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, তৈজসী বা মৃন্ময়ী আজ্যস্থালী, ছয়টি সন্মার্জন কুশ, বয়োদশ উপযমন কুশ, তিনটি উদ্ধরাদি সমিধ্, ঋক্, ঋব, (চক্রহোমস্থলে ঋক্স্থালী, উদ্ধল, মুষল, বেণু-নির্মিত সূপ, মেক্ষণ, ব্রীহি, ধব বা তণুল, দক্ষী, কপিলাত্বক) ব্রহ্মদক্ষিণা, পূর্ণপাত্র (২৫৬ মুষ্টি-পরিমিত তণুল)। পূর্বের সংগৃহীত কুশপত্রত্রয় দ্বারা পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে ‘ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো’ এই মন্ত্রে ছেদন ও ‘ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে হঃ’ এই মন্ত্রে মার্জন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে, তাহাতে প্রণীতাজলস্থাপনাস্তে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্রকে মূলে দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং অগ্নি বামহস্তের অনামা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধারণ করত হস্তদ্বয় উপরি অধোভাবে অধোমুখে রাখিয়া তদ্বারা পবিত্রমব্যো কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীজল তুলিয়া ভূমিতে তিনবার ফেলিবে। পরে বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া তাহা হইতে সপবিত্রদক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ জল বাহ্যতর তুলিয়া পুনরায় পূর্ববৎ প্রক্ষেপ

করিবে ও বামভাগে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনান্তে প্রোক্ষণীজলে সংগৃহীত হোমীয়
 দ্রব্য সৰুৎ প্রোক্ষিত করিয়া প্রণীতার দক্ষিণে জনসঞ্চাবহীন স্থানে প্রোক্ষণী-
 পাত্র রাখিবে। অনন্তর আজ্যস্থালী আত্মসম্মুখে আনিয়া তাহাতে
 সংগৃহীত ঘৃত নিক্ষেপ করত অগ্নির দক্ষিণভাগে তদুপরি স্থাপন ও
 অবতারণ পূর্বক পর্য্যায়িকরণার্থ জলৎ অগ্নি দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণা-
 বর্তে ঘৃতকে তিনবার পরিবেষ্টন করিয়া ঐ জলৎ কাষ্ঠ অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষেপ
 করিবে। অনন্তর ঋকৃশ্রবসংস্কার কর্তব্য, যথা—ঋব গ্রহণ করিয়া অধোমুখ-
 ভাবে অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে, সম্ভার্জ্জন কুশ দ্বারা মূল হইতে অগ্র ও অগ্র
 হইতে মূল পর্য্যন্ত শোধন পূর্বক সম্ভার্জ্জনকুশত্যাগান্তে প্রণীতাজলে ঋবকে
 অভ্যক্ষণ করত পুনঃ প্রতপন ও আত্মবামভাগে ভূমিতে স্থাপন করিবে।
 এইরূপ ঋকৃ-মেক্ষণাদিরও সংস্কার কর্তব্য। অতঃপর প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র
 পূর্ববৎ উভয় হস্তের অনামা-অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যথাযথ মূলে ও অগ্রে ধারণ পূর্বক
 ঘৃতপাত্র হইতে আজ্য কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া ‘ওঁ সবিতুস্তা প্রসব উৎপুনামা-
 ছিদ্ৰেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যাস্ত রশ্মিভিঃ স্বাহা,’ এই মন্ত্রে বারত্ৰয়, অগ্নিতে
 নিক্ষেপ করিবে, এবং উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলে ঐরূপ উৎপবন বারত্ৰয়
 করিয়া বামহস্তে উপষমনকুশ ধারণ পূর্বক সমিলয় দক্ষিণ হস্তে লইয়া উখিতা-
 বস্থায় অগ্নিতে আহুতি দিবে। পরে উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীজল দ্বারা ‘ওঁ
 দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞঃ প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতনঃ
 পুনাতু বাচস্পতির্বাচনঃ স্বদতু’ এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে।
 উক্ত পবিত্র প্রণীতায় রাখিয়া সংস্রবরক্ষার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন
 করিবে। পরে আবারাজ্যভাগ-হোম কর্তব্য। যথা—দক্ষিণ জাহ্নু নত করিয়া
 হোমকর্তা ব্রহ্মের সহিত সংযোগ পূর্বক ঘৃতপূর্ণ ঋবে প্রজাপতিকে মনে
 মনে চিন্তা করত ‘ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা’ এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ
 পর্য্যন্ত ধারাপাত দ্বারা হোম করিবে, ঋবলয় হৃতশেষ ‘ওঁ ইদং প্রজাপত্যে’
 এই মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। ঐরূপ ‘ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্ৰায়’ এই মন্ত্রে
 অগ্নির নৈঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে ও হৃতশেষ রাখিবে।
 সর্ব্বত্রষ্ট স্বাহাস্ত মন্ত্রে দুহোম ও তৎপরবর্তী মন্ত্রে হৃতশেষ রাখিতে হয়।
 ‘ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে’ এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পশ্চিমাঙ্গ হইতে পূর্বাঙ্গ
 বাবৎ হোম কর্তব্য। ‘ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়’ এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর-
 ভাগে পশ্চিমাঙ্গ হইতে পূর্বাঙ্গ বাবৎ আহুতি দিবে। অনন্তর মহাব্যাহুতিহোম

কর্তব্য। যথা “ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্যায়” এই তিনটি মন্ত্রে তিনটি স্মৃতাঙ্কতি দিতে হয়। পরে নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। যথা—‘ওঁ ত্বম্মো অগ্নে বরুণশ্চ বিদ্বান্ দেবশ্চ হেলো অবধাসিসৌষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোণ্ডচানো বিশ্বা ঘেষাঽসি প্রমুগ্ধাস্থৎ স্বাহা, ইদমগ্নীবকণাভ্যাম্। ওঁ স ত্বম্মো অগ্নেঃ বমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অশ্বা উষসো ব্যুষ্ঠো অবধক্ষুনো বরুণঽ ররাণো বীহি মৃড়ীকঽ সুহবো ন এবি স্বাহা, ইদমগ্নীবকণাভ্যাম্। ওঁ অগ্নাশ্চাগ্নেঃ স্তনভিশ্চিশ্তিপাশ্চ সত্যমিত্তমরা অসি। অগ্নানো বজ্রং বহান্ত্রয়ানো ধেহি ভেষজঽ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতং বকণ যে সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভিনেী অগ্ন সবিতোত বিষ্ণুবিশ্বে মুঞ্চন্ত মকতঃ স্বর্কীঃ স্বাহা, ইদং বরুণায় সবিতে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। ওঁ উদ্ভূতমং বকণপাশমশ্বদবাহমং বিমধ্যমঽ অথায় অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রান স্বাহা, ইদং বরুণায়।’ পরে ‘ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা, ইদং প্রজাপত্যে’ এই মন্ত্রে প্রজাপত্যহোম ও ‘ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে’ এই মন্ত্রে ষিষ্টকৃতং হোম সমাপন পূর্বক প্রকৃতহোম কর্তব্য। প্রকৃতকর্মে চকহোম থাকিলে মহাব্যাঙ্কতিহোমের পূর্বে ষিষ্টকৃতং হোম করিবে। প্রকৃতহোমাস্তে মৃডনামক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজা পূর্বক ফলতাম্বুলাদি সহিত স্নতপূরিত পাত্রে ‘ওঁ মৃদ্ধানং দিবো অবতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিঽ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নাপাত্রঃ জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে’ এই মন্ত্রে পূর্ণ-হোম দিবে ও হৃতশেষ রাখিবে। পরে আন্তরণ কুশ দ্বারা ‘ওঁ দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত। মনস্পত ইমং দেব বজ্রং স্বাহা বাতেধাঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে বর্হিহোম সমাপনাস্তে সশ্রব প্রাশন পূর্বক ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিবে, যথা—‘অণ্ডেত্যাদি কৃতৈতদমুককর্ম্মাহোমকর্ম্মনি ব্রহ্মকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তদমুককল্পতোজ্যং বা ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্পদদে।’ অতঃপর পবিত্রযোগে প্রণীতাজল দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে বজ্রমানেব শিরঃ প্রভৃতি মার্জ্জন করিবে,— যথা—‘ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধধঃ সন্ত’ ইতি মন্তকে, ‘হুর্মিত্রিয়াস্তনৈঃ সন্ত’ ইতি অধোভাগে। ‘যোহস্মান্ বেষ্টি বঞ্চ বরং বিশ্বঃ’ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে প্রণীতাপাত্র উবুড করিয়া দিবে। পরে ‘ওঁ ব্রহ্মনু ক্রমশ্চ’ এই মন্ত্রে কুশব্রাহ্মণ বিসর্জন পূর্বক ‘ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ’ এই মন্ত্রে জল দ্বারা অগ্নি নির্বাণ

কবিয়া ‘ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব’ এই মন্ত্রে জৈশানকোণে দধি নিক্ষেপ করিবে ।
পরে অঙ্গলগ্ন ভাস্মে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলকধারণ কর্তব্য, যথা--‘ওঁ ত্র্যাম্বুঃ
জমদগ্নেঃ’ ইতি ললাটে, ‘ওঁ কশ্যপশ্চ ত্র্যাম্বুশ্চ’ ইতি কণ্ঠে ‘ওঁ যদেবেষু ত্র্যাম্বুশ্চ’
(মাধ্যম্নিনশাখীরব্রাহ্মণ পক্ষে) (‘ওঁ যদেবানাং ত্র্যাম্বুশ্চ’ কাশ্যশাখীর-
ব্রাহ্মণপক্ষে) ইতি বাহুমূলদ্বয়ে, ‘ওঁ তন্নোঅন্ত ত্র্যাম্বুশ্চ’ ইতি হৃদয়ে তিলক
ধারণ করিবে । পরে শাস্তি কর্তব্য ।

ইতি পশুপতিমতে যজুঃ-সামান্ত-কৃশাণ্ডিকা ।

যজুর্বেদীয় গর্ভাশ্রান

প্রথমতঃ যথোক্তদিনে পূর্বাহ্নে নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে যথোক্ত নিয়মে
সঙ্কল্প পূর্বক গোমাদি ঘোড়শাভকাপূজা ও আচাৰ্য্য যষ্টীমার্কণ্ডেয়পূজা
করত পত্নীসহিত উথিত হইয়া নূতন শরাব বা তাত্রাদিপাত্রে দুগ্ধ, রক্তচন্দন,
জ্বাপুস্পাদিযুক্ত অর্ঘ্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যেব উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে ।
মন্ত্র যথা—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । জগৎসবিত্রে শুচয়ে
সবিত্রে কৰ্ম্মদারিণে । ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরানে জগৎপতে ।
পুত্রার্থিনী দদাম্যর্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর । ওঁ বিশ্বস্মা বিশ্ববকুশ্চ বিশ্বাস্মা
বিশ্বসম্ভবঃ । নবপুস্পাৎসবে চার্ষ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর । এষোহর্ঘ্যঃ ওঁ ত্রীসূর্য্যায়
নমঃ ।’ পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে । যথা—“ওঁ কমলস্কন্দমূল ত্বং
সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো । পুত্রার্থিনী প্রপন্নাহং স্বর্গদীপ নমোহস্ত তে ।” পরে
ঈদৃশ দক্ষিণে পত্নীকে বসাইয়া বধূব দক্ষিণস্কন্ধোপরিদেশ হইতে অবতারিত
দক্ষিণহস্তে হৃদয় স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবে, যথা—

ওঁ যন্তে সূসৌমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্ । বেদাহং তন্মাং তদ্বিগ্ভাৎ
পশ্যাম শবদঃ শতং । জীবেম শবদঃ শতং শূর্য্যাম শবদঃ শতম্ ।

পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উপস্থ স্পর্শ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি জপ
করিতে হয়, যথা—

ওঁ পৃষা ভগং তে ,দধাতু রুদ্রস্তৃষ্টা কল্পয়তু সামগম্ । তৃষ্টা রূপানি তেজো
বৈশ্বানরো দধাতু ।

ওঁ গর্ভক্ষেহি সিনীবালি গর্ভক্ষেহি সবস্বতি । গর্ভস্ত অধিনো দেবা-
বাধস্তাং পুঙ্করস্রজৌ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিষেক করিবে, যথা—

ওঁ রেতোহমৃতং বিজহাতি যোনিং প্রবিশদিত্রিয়ম্। গর্ভো জন্মাযুগা বৃত-
উষং জহাতি জন্মনা ॥

এরূপ করিলে যদি গর্ভধারণ না হয়, তবে ঋতুকালে পতি পূর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে শ্বেতপুষ্পকটকারিব মূল উদ্ধৃত করিয়া ওপদেশে স্থাপন করিবে। পরে ঋতুস্নানদিবসে দম্পতি (স্ত্রী-পুরুষ) নিরা-
চারে থাকিবে। তদনন্তর পতি সায়াংসন্ধ্যা সমাপন করত শুভাগ্নসময়ে নব-
বস্ত্রাধিতা আচাভ্য। কৃতমঙ্গলা বধূকে প্রাঙ্গুখীভাবে স্বীয় বামে বসাইয়া
পূর্বোক্ত শ্বেতপুষ্পকটকারির মূল আচাবাহুসাবে পর্যুষিতজলে পেষণ করত
ঐ রস মঙ্গলাচরণ পূর্বক স্ত্রীর দক্ষিণনাসাপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেচন
করিবে। যথা—

ওঁ ইয়মোষগী ত্রায়মাণা সহমানা সরস্বতী। অশ্রা অহং বৃহত্যাঃ পুত্রঃ
পিতৃবিব নাম জগ্ৰভম্।

পবে পতি আচারাহুসারে উখিতা বধুর নাভিদেশ হইতে অধোভাগে
ব্রতাক্ত স্রবণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাতিত করিবেন। যথা—

ওঁ জীববৎসা ভব হং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। তথা হং ভব কল্যাণি
অনিয়ং গর্ভধাবিনী। দীর্ঘায়ুঃ বংশধরং পুত্রং কাব্যয় সূত্রতে ॥

তৎপরে যথাস্থখে ভোজন করত পূর্বোক্তবিধানে নিষেক করিবে।

যজুর্বেদীয় পুংসবন

প্রথম গর্ভে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে শুভদিনে শুক্রাক্ষে পুংসক্রে নিত্য-
কৃত্য সমাপন পূর্বক পত্নীকে স্নান কবাইয়া মাতৃকাপূজা, বসুধারা
ও বক্সিপ্রাক্ক নির্বাহ করত পত্নীর সহিত দিবাভাগে উপবাসী থাকিবে।
পরে পতি সায়াংসন্ধ্যা সমাপন করত শুভলগ্নে নববস্ত্রদ্বয়পরিধানিনী, কৃত্যচমনা,
কৃতমঙ্গলাচারী পত্নীকে পূর্বমুখীভাবে নিজ বামে বসাইয়া বটাকুর ও বটশুঙ্গা
পর্যুষিত জলে পেষণ পূর্বক মঙ্গলাচার সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তদীয়
দক্ষিণনাসাপুটে সেচন করিবে, যথা—

ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতশ্র জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার
পৃথিবীঃ জামুতেমাং কঠৈশ্চ দেবার হবিষা বিধেম। ওঁ অদ্যাঃ সম্ভূতঃ পৃথিব্য

রসাতল বিশ্বকর্ষণঃ সমবর্ততাগ্রে । তস্মাৎ বৃষ্টা বিদধজ্জপমেতি তদ্বর্ত্যস্ত দেবত্ব-
মাজানমগ্রে ।

যদি গর্ভের বীৰ্য্যবত্তা কামনা হয়, তবে ভার্ঘ্যার অঙ্কসমীপে কোনও
পাত্রে জল বাধিয়া নিয়োক্ত মন্ত্রে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে, যথা—

ওঁ সুপর্ণোহসি গকশ্যাংস্বিরুদ্রে শিবো গায়ত্র্যাক্কুর্কৃহদ্রথস্তরে পক্ষৌ ।
শ্রোম আশ্বাচ্ছন্দাঽশ্বানি যজুংষি নাম । সাম তে তনুর্কামদেব্যং যজ্ঞা
যজ্রিয়ং পুচ্ছং বিষ্ণ্যাঃ শক্কাঃ । সুপর্ণোহসি গকশ্যান্ দিবজচ্ছ স্বঃ পত ।

পরে শান্তিকর্ম্ম, আশৌর্কাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

যজুর্বেদীয় সৌমন্তোন্নয়ন

গর্ভের ষষ্ঠ কিংবা অষ্টম মাসে শুভদিনে প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে
পত্নীকে স্নান করাইয়া প্রথমতঃ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন
করিবে । পরে শুভলগ্নে বহিঃশালায় গমন পূর্ব্বক পুনরাচমনান্তে প্রাঙ্গুখে
উপবিষ্ট হইয়া আচারানুসারে গোরোচনা দ্বারা অঙ্কিত শঙ্খচক্রগদাপদ্য ও
কেশবনামযুক্ত-বস্ত্রবয়ণারিণী, কৃতমঙ্গলাচার্য্য, কৃতাত্মনা পত্নীকে নিজবাম-
ভাগে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্য ও বিষ্ণুপাদ-দ্বয়াক্ষিত যাজ্ঞিকতরুগঠিত ভদ্রপীঠোপরি
উপবেশন করাইবে । তৎপরে পতি বহিঃস্থাপনার্থ হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল স্থাপন
পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তনিয়মে প্রোক্ষণীপাত্রস্থাপনান্তা কুশণ্ডিকা কবিত্তা নিম্নলিখিত
১ম মন্ত্রে পূর্ব্বপ্রস্তুত তিলদুগ্ধমিশ্রিত তণ্ডুলের এক মুষ্টি গ্রহণ, ২য় মন্ত্রে উদুগ্ধলে
ক্ষেপণ ও ৩য় মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলে প্রোক্ষণ করিবে, যথা—

ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুহুং গৃহামি ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুহুং
নির্কপানি ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুহুং প্রোক্ষামি ॥ ৩ ॥

পরে মুঘল দ্বারা অবহনন, সূর্যে বারতরু প্রক্ষেপণ ও তিনবার প্রক্ষালন
করিয়া চক্রস্থালীতে দুগ্ধ ও পণ্ডিত সহ নিক্ষেপ এবং অগ্নিমধ্যে চকনির্ম্মাণ ও
অবতারণ করিয়া আজ্যভাগান্তা কুশণ্ডিকা (৫৪—৫৬ পৃঃ) সমাপন পূর্ব্বক
প্রকৃতকর্ম্ম করিবে । যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং যজ্ঞলনামাসি” বলিয়া অগ্নির নাম-
করণ, ধ্যান ও পূজা করিয়া হোমাদি করিবে । ক্ষুদ্রক স্বতস্রব দিয়া চক্রক্ষে-
পণ দিবে । পরে ব্রহ্মার সহিত সংযোগ ত্যাগান্তে মেক্ষণ দ্বারা অবদান
পূর্ব্বক চক্র লইয়া পুনরায় চক্রে স্বতস্রব দিয়া “ওঁ প্রজাপত্যে ত্বাহা” বলিয়া
প্রজাপতিকে আহুতি দিবে । ‘ইদং প্রজাপত্যে’ এই মন্ত্রে হতশেষ

প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় ঐরূপ “ও অগ্নরে শিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নরে শিষ্টকৃতে” এই মন্ত্রে শিষ্টকৃদ্ধোম করিবে। পরে যত দ্বারা মহাব্যাহতিহোমাদি প্রাজাপত্যান্ত নবাহতিদানান্তে সামান্ত কুশ-
 ত্রিকোক্কনিরম্মে পরিস্তরণকুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ, সংস্রবপ্রাশন ও ব্রহ্ম-
 দক্ষিণা দান করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে মৃদুপীঠে উপবিষ্ট। বধুর সীমন্তকে
 দর্ভপিঞ্জলীত্রয় সহ পূর্বস্থাপিত উডুঘরফলস্তবকদ্বয় দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে
 তিনবার উত্তোলন করিয়া দিবে। পরে উডুঘরফলযুক্ত ত্রি শ্বেতশললী
 (ত্রিভাগ শ্বেত সজ্জার কাঁটা) শরকাণ্ড এবং উডুঘরসহিত সূত্রপূর্ণ তর্কু দ্বা-
 নিয়নিলিখিত মন্ত্রে সীমন্ত উত্তোলন করিবে। যথা—“ও ভূবিনয়ামি, ও ভুবো
 বিনয়ামি, ও স্ববিনয়ামি” (মতান্তরে ‘ও ভূভুবঃস্ববিনয়ামি’ এই মন্ত্রে একবার
 সীমন্ত উন্নয়ন করিবে।) তৎপবে নিয়নিলিখিত মন্ত্রে ত্রিগুণীকৃত সূত্র দ্বারা
 উডুঘরস্তবকাদি পঞ্চদ্রব্য বধুব বেণীতে বন্ধন করিয়া দিবে, যথা—

ও অন্নমূর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব।

অনন্তর ‘বাজানং সংগায়তাং বা অমুকং বীরতরং সংগায়তাম্’ এইরূপ
 বীণাগায়ককে আদেশ প্রদান করিবে। যদি বীণাগায়ক দুর্লভ হয়, তবে স্বয়ংই
 নিয়নিলিখিত গাথা গাহিবে। “ও সোম এব নো রাজেমা মামুষীঃ প্রজাঃ।
 অবিমুক্তক্ৰো আসীরংস্তীরে ভূতাম্ অমুকনদি” (গঙ্গে বা যমুনে ইত্যাদি সমীপস্থ
 নদীর নাম উল্লেখ্য। যে স্থলে কোনও নদী নিকটে নাই, সে স্থানে
 গঙ্গা বা যমুনা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ নদীর নাম উল্লেখ করিবে)। তদনন্তর তিনটি
 ব্রাহ্মণোদ্দেশে ভোজ্যত্রয় দান করিবে, যথা—“অগ্নেত্যাদি মংপত্যাঃ শুভ-
 সীমন্তোন্নয়নকর্ম্মণি ইদং ভোজ্যত্রয়ং গন্ধাচর্চিতং প্রজাপতিদৈবতং যথাসম্ভব-
 গোত্রশাখানামভ্যো! ব্রাহ্মণেভ্যোহহং সম্প্রদদে।” এইরূপে ভোজ্যোৎসর্গ
 করিয়া দক্ষিণা দিবে। পরে “ত্র্যাযুষং জমদগ্নেঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক
 প্রদান করিবে। অনন্তর সদক্ষিণব্রাহ্মণভোজন, প্রণীতাজলে অভিষেক,
 শাস্তিকর্ম্ম, আশীর্বাদ, অচ্ছিন্নাবধারণ প্রভৃতি করিবে। পরে পত্নী আচাবানু-
 সারে চক্ৰশেষ ভোজন করিবে।

যজুর্বেদীকৃত সোম্যস্তৌকর্ম্ম

প্রসবসময়ে প্রসববেদনার অভিভূত হইলে নিয়নিলিখিত মন্ত্রে জন দ্বা-
 পত্নীকে অভ্যাক্ষণ করিবে, যথা—

ওঁ এজতু দশমাস্তো গর্ভো জরাযুগ' সহ । যথাগ্নং বায়ুরেজতি যথা সমুদ্র
এজতে্যবায়ং দশমাস্তো অশ্রজ্জবাযুগা সহ ॥

অনন্তর জরাযু পতনে বিলম্ব হইলে পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র স্তোকে শ্রবণ
করাইবেন, যথা—ওঁ অবেতু পুশ্নিঃ শেবলং শুনে জরাযুভবে । নৈব মাংসেন
পীববীঃ । ন কস্মিংশ্চনামত মবরা জরাযু পততাম ।

যজুর্বেদীয় জাতকর্ম্ম

পুত্র জন্মিলে প্রথমতঃ নাভিছেদের পূর্বে পিতা সচল স্নান, নান্দীমুখোক্ত-
প্রণামোক্ত গোষ্ঠ্যাদিবোড়শমাতৃকার্জনা ও বসুবারা সমাপন পূর্বক পুত্রের
জন্মনিমিত্ত ও মুখদর্শননিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া মেধাজননকর্ম্ম ও আয়ুষ্কর্ম্ম
করিবেন । সূবর্ণান্তর্হিত অনান্নাযোগে মধু-ঘৃত বা কেবল ঘৃত লইয়া নিম্নোক্ত
মন্ত্রে প্রাশন করাইবেন, যথা—

ওঁ ভৃশ্মি দধামি, ওঁ ভুবশ্মি দধামি, ওঁ স্বশ্মি দধামি, ওঁ ভূভূবঃস্বঃ
(সর্কং) শ্মি দধামি ।

পরে পুত্রের নাভি বা দক্ষিণ কর্ণ-সমীপে নিম্নোক্ত মন্ত্র তিনবার জপ
করিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নিবাণুমান্ স বনস্পতিভিরাগ্ন্যাংস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি ।
ওঁ সোম আণুমান্ স ওষধিভিরাগ্ন্যাংস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি । ওঁ ব্রহ্ম
আণুশ্বন্তং তদ্রাক্ষসৈবায়ুশ্বন্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি । ওঁ দেবা আয়ুশ্বন্তস্তে
অমৃতেনাণুশ্বন্তস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি । ওঁ ঋষয় আয়ুশ্বন্তস্তে
ত্রৈতরাযুশ্বন্তস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি । ওঁ পিতর আয়ুশ্বন্তস্তে স্বধাভিরা-
যুশ্বন্তস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি । ওঁ যজ্ঞ আণুমান্ স দক্ষিণাভি-
রাগ্ন্যাংস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি । ওঁ সমুদ্র আণুমান্ স অবন্তীভি-
রাগ্ন্যাংস্তেন ত্রাযুষা আয়ুশ্বন্তং করোমি ।

পবে নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি তিনবার জপ করিবে, যথা—

ওঁ ত্র্যাযুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপশ্চ ত্র্যাযুষং বদেবানাং ত্র্যাযুষং (ইতি
কাশ্যপাখ্যেয় পাঠ, 'ওঁ বদেবেষু ত্র্যাযুষম্' ইতি মাধ্যানিনশাখ্যেয় পাঠ) তয়ো
অস্ত ত্র্যাযুষম্ ।

অনন্তর পিতা কুমারের দীর্ঘায়ুকামনার দক্ষিণহস্ত দ্বারা সর্কাদ স্পর্শ করিবেন

এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—(দিবস্পরীত্যাণ্ডেকাদশার্চানং বৎসপ্রথাবি-
স্মিত্বেপ্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিরোগঃ ।) ওঁ দিবস্পরি প্রথমঃ
জজ্ঞে অগ্নিরশ্বদ্বিতীয়ঃ পরিজাতবেদাঃ । তৃতীয়মগ্নু নৃমণা অজশ্মিকান এনঃ
জরতে স্বাধীঃ । ওঁ বিদ্মাতে অগ্নে জেধা জয়ানি বিদ্মাতে ধাম বিভতা পুরুত্রা ।
বিদ্মাতে নাম পরমঃ গুহা, যদ্বিদমা তমুৎসং যত আজগহু । ওঁ সমুদ্রে হা
নৃমণা অগ্ন্যুপস্থাপনং ঈবে দিবো অগ্ন উবন্ । তৃতীয়ে হা বজসি তান্তি
বাৎসমপায়ুপস্থে মহিষা অবর্কন্ । ওঁ অক্রন্দগ্নিঃ স্তনয়গ্নিব জ্যোঃ ক্রামা
রেরিহদ্ বীকৃধঃ সমজন্ । সজ্যোজজ্ঞানো বি হৌমিকো অগ্নাদারোদসী ভানুনা
ভাত্যন্তঃ । ওঁ শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীনাং মনৌষাণাঃ প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ ।
বসুঃ সূর্যুঃ সহসো অপ্শু রাজা বিভাত্যগ্র উষসামিধানঃ । ওঁ বিশ্বস্ত
কেতুভূবনস্ত গর্ভ আ রোদসী অপ্ণাজ্জায়মানঃ । বীড়ুক্ষিদজ্রিমভিনং
পরায়ন্ জনা যদগ্নিমবজন্ত পঞ্চ । ওঁ উশিক্ পাবকো অরতিঃ সূমেধা
মর্ন্ত্যেগ্নিরমৃতো নিধাশ্বি । ইয়ন্তি ধূমকধঃ ভুরিত্রহচ্ছুক্রেণ শোচিষা
জ্যামি নক্ষন্ । ওঁ দৃণানো কল্প উর্ক্যা ব্যাণ্ডোদুর্শ্বধমাযুঃ প্রিয়ে কৃচানঃ । অগ্নি-
রমৃতো অভবদ্বরোভির্যদেনং জ্যোবজনয়ং সুবেতাঃ । ওঁ যন্তে অগ্ন কৃণবদ্-
ভদ্রশৌচেহপুপন্দেব যুতবস্তমগ্নে । প্র তং নয় প্রতবং বস্তো অচ্ছাভি
সূয়ং দেবভক্তং যবিষ্ঠ । ওঁ আ তং ভজ সৌশ্রবসেস্বগ্ন উকৃণ উকথ অভজ
শস্তমানে । প্রিয়ঃ সূর্যো প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যজ্জাতেন ভিনদহজ্জনিহৈঃ । ওঁ
জ্ঞানগ্নে যজমানা অনুদ্যান্ বিশ্বা বসু দধিবে বার্য্যানি । হুয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছ-
মানা ব্রজং গোমস্তমুশিজো বিবক্রঃ ।

পরে কুমারের চাবিদিকে চারিটি ও মধ্যস্থলে একটি এই পাঁচটি ব্রাহ্মণ
স্থাপন করিয়া পিতা তাঁহাদিগকে “ওঁ ইমমন্ত প্রাণিত” এই মন্ত্র বলিবেন ।
ব্রাহ্মণগণ প্রত্যুত্তর দিবেন । যথা—

(পূর্বে) ওঁ প্রাণ, (দক্ষিণে) ওঁ ব্যান, (পশ্চিমে) ওঁ অপান, (উত্তরে)
ওঁ উদান, (মধ্যে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া) ওঁ সমান । ব্রাহ্মণাভাবে পিতা স্বয়ং
উক্ত পঞ্চস্থানে গমন পূর্বক উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের জন্মস্থল অভিষিক্ত করিবেন, যথা—

ওঁ বেদ তে ভূমি হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্ । বেদাহং তন্মাং তদ্বিষ্ঠাং
পশ্চেষ শরদঃ শতং জীবেষ শরদঃ শতং শৃণুযাম শরদঃ শতম্ ॥

পরে নাভিচ্ছেদ পূর্বক কুমারকে স্পর্শ করত বলিবেন, “ওঁ অগ্না ভব

পরশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুতঃ ভব । আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ
শতম্ ।”

পবে কুমারের মাতাকে অভিমন্ত্রিত করিবেন, “ওঁ ইড়াসি মৈত্রাবরুণী
বোরে বীরমজ্জীজনথাঃ । সা ত্বং বীরবতী ভব যাম্বান্ বীরবতোহকরৎ ॥

তৎপরে নিম্নকথিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে জননীর দক্ষিণ ও বামস্তন
প্রক্ষালন করিয়া জাত কুমারকে প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ ইমং স্তনমৃজ্জ্বস্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে শরীরশ্চ মধ্যে । উৎসং জুযস্ব
শতধারমর্ষবন্ সমুদ্ভিগ্ধং সদনমাবিশস্ব ।

এই মন্ত্রে দক্ষিণস্তন প্রক্ষালন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বামস্তন প্রক্ষালন
করিত জাত কুমারকে অর্পণ করিবেন, যথা—

ওঁ যন্তে স্তনঃ শশগো যো যয়োভূর্গো বহুবা বসুবিদ্যঃ সুদত্তঃ । যেন
বিশ্বা পৃথসি বার্গ্যাণি সবস্বতি তমিহ ধাতবেহকঃ ।

তৎপরে স্মৃতিকাগৃহে কুমাবেব শিরোদেশে উদককুণ্ড স্থাপন করিয়া
নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন, যথা—

ওঁ আপো দেবেষু জাগ্রথ যথা দেবেষু জাগ্রথ । এবমশ্রাং স্মৃতিকাগ্নাং
সপুত্রিকাগ্নাং জাগ্রথ ।

পরে স্মৃতিকা উখান পর্যন্ত স্মৃতিকাগৃহের দ্বারদেশে কুণ্ডিকাব্যতিরেকে
অগ্নি স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তপ্তলবণামিশ্রিত সর্ষপহোম
করিবেন, যথা—

ওঁ শঙা মর্কী উপবীতঃ শৌণ্ডিকয় উনুংলঃ । মলিন্মূচো দ্রোণাসম্য-
বনো নশ্বতাদিতঃ স্বাহা ।

ওঁ আলিখন্ননিমিষঃ কিংবদন্ত উপশ্রুতির্হৃদ্যকঃ কুস্তো শক্রঃ পাত্রপানি-
নৃমণির্জগ্নৌ মুখঃ সর্ষপাকগচ্চন্যনো নশ্বতাদিতঃ স্বাহা ।

এই সময়ে (দশরাত্রনখ্যে) যদি কুমার বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা
হইলে পিতা পবিত্র হইয়া আচমন করত উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে বসিবেন
এবং কুমারকে অঙ্গে লইয়া জাল বা উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক নিম্ন-
কথিত মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

ওঁ কুর্কুরঃ সুকুর্কুরঃ কুর্কুরো বালবন্ধনঃ চেছেচ্চুনক সৃজ নমস্তে অস্ত
সীসরো লপেতাহপস্বর তৎ সত্যং । যন্তে দেবা বরমদতুঃ স ত্বং কুমারমেব বা
বৃণীথাঃ । চেছেচ্চুনক সৃজ নমস্তে অস্ত সীসরো লপেতাহপস্বর তৎ সত্যং

যন্তে সরমা মাতা সীমরঃ পিতা শ্রামশবলৌ ভ্রাতরৌ চেচ্চেচ্চুনক সৃজ নমন্তে
অন্ত সৌমরৌ লপেতাংপহ্বর ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা কুমারের হৃদয় অভিষেক করি-
বেন, যথা—

ওঁ ন নাময়তি ন কদতি ন হৃষ্যতি ন গ্রাসতি যত্র বয়ং বদামো যত্র চাভি-
যুশামসি ।

যজুর্বেদীয় নামকরণ

জন্মাবধি একাদশ দিবসে পিতা নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে শুভলগ্নে নান্দী-
মুখোক্ত নিয়মে গোষ্ঠ্যাদিমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণেব তৃপ্তির
জন্ত তিনটি ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন,—“ওঁ অগ্নেত্যাদি মদৌয়াভিনবজাতকুমা-
রস্ত নামকবণকর্ম্মনি যথাসম্ভববেদ-গোত্র-শাখা-নামভ্যেণ ব্রাহ্মণেভ্যস্তৃপ্ত্যো-
পয়িকভোজ্যাগ্নহং সম্প্রদদে ।” পরে তাহার দক্ষিণা দান করিবেন । পরে
কুশাসনে প্রায়ুখে বসিয়া নববস্ত্রধারিণী কৃতমঙ্গলা পত্নীকে নিজ বামপার্শ্বে
বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে কুমারকে স্থাপন পূর্ব্বক আচারাহুসারে পূর্ণকুণ্ডে গণ-
পতি, নবগ্রহ ও দিকপালের পূজা করিবেন । পরে দুইটি ঘৃতপ্রদীপ জালিয়া
এবং শিলাপুত্র দ্বারা শিলাতলে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া নামাকন করত
ভূপরিষ্ঠাপিত সমুজ্জল দীপকে নামরূপে কল্পনাপূর্ব্বক কুমারের দক্ষিণ কর্ণে
“শ্রীমমুকদেবশর্ম্মাসি” অর্থাৎ “তুমি অমুকনামা হইলে” (কন্তা হইলে বামকর্ণে
“অমুকীদেব্যাসি” অর্থাৎ “তুমি অমুকদেবীনারী হইলে”) এই কথা বলিতে
হয় । তদনন্তর শাস্তিঙ্গল দ্বারা কুমারকে অভিষেক করত অচ্ছিদ্রাবধারণ
করিবেন ।

যজুর্বেদীয় নিষ্ক্রমণ

জন্মাবধি চতুর্থ মাসে গুরুপক্ষে শুভলগ্নে কুমারের গৃহবহির্ভাগে নিষ্ক্রমণ
কর্তব্য । তদিবসে পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে প্রথমে সগণেশ গোষ্ঠ্যাদি
ষোড়শ মাতৃকাপূজা বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া মাজল্যবিভূষণে বিভূ-
ষিত মাতৃক্রোড়ে স্থিত কুমারকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া “ওঁ তচ্চক্ষু-
দেবহিতং পুরস্তাক্কুমুচরৎ পশ্চেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম

শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতং ভূষন্ত শরদঃ শতাং ।” এই মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইবে । পরে আচারানুসারে কুশ, কুম্ভ, তিল, অক্ষত, দূর্ধ্বা, গন্ধ, ফল-জলান্বিত অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে লইয়া “ওঁ আকুঞ্চে ন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভূব-
নানি পশুন । ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরামে জগৎপতে । অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ এষোহর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে সূর্য্যার্য্য দিয়া পরে নমস্কারান্তে ব্রাহ্মণকে তাম্রপাত্র দক্ষিণা দিবে এবং শান্তি ও আশীর্বাদে কুমারকে অভিব্যক্তি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

ষড়্ভুজোদীক্ষা অন্নপ্রাশন

নিবন্ধোক্ত সময়ে শুভদিনে পিতা নিতাকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে গৌর্য্যানিমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভলগ্নে গৃহেই অগ্নিস্থাপন করি-
বেন ; পরে প্রাঙ্গুথে বসিয়া সামান্ত কুশণ্ডিকোক্ত নিয়মে স্থণ্ডিলোপরি অগ্নিস্থাপন করত ব্রহ্মাসন আন্তরণ, দ্রব্যাসাদন, বিধানানুসারে মংস্ত-মাংস-
সাধিত ব্যঞ্জন সহিত অন্নাসাদন, প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্রপ্রদান এবং প্রোক্ষণীজল
দ্বারা সর্ব্বদ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া স্ববামে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন । অনন্তর
আজ্যস্থালীতে আজ্যানিরূপণ পূর্ব্বক যথানিয়মানুসারে চক্ৰ পাক করিবেন ।
“ওঁ প্রাণায় ত্বা জুহুঃ গৃহ্নামি” বলিয়া এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ, “ওঁ প্রাণায় ত্বা
জুহুঃ নির্ক্ষপামি” বলিয়া উদ্বলনে স্থাপন এবং “ওঁ প্রাণায় ত্বা জুহুঃ প্রোক্ষামি”
বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন । এইরূপে “ওঁ অপানায় ত্বা, ওঁ চক্ষুবে ত্বা, ওঁ শ্রোত্রায়
ত্বা, জুহুঃ গৃহ্নামি নির্ক্ষপামি প্রোক্ষামি” মন্ত্রে যথায়থভাবে গ্রহণ, নির্ক্ষাপণ ও
প্রোক্ষণ কর্তব্য । অনন্তর চক্ৰস্থালীতে দ্বন্দ্ব দিয়া গৃহীত সংস্কৃত তণ্ডুল পাক
করিবেন । জলদগ্নি লইয়া ত্রিঃপরিবেষ্টন পূর্ব্বক সেই অগ্নি অগ্নিতে রাখিবেন ।
পরে ঋক ও আজ্যসংস্কার করিয়া আজ্যস্থালীতে আজ্যানিরূপণাদি
অগ্নিপৰ্য্যুক্ষণান্ত কৰ্ম্ম করিবেন । অনন্তর যজমান ব্রহ্মের সহিত অন্নায়ত্ত-
পূর্ব্বক ঋক লইয়া আজ্য দ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম করিবেন, যথা—

ওঁ প্রজাপত্যে বাহা (ইদং প্রজাপত্যে) । ওঁ ইন্দ্রায় বাহা (ইদমিন্দ্রায়) ।
ওঁ অগ্নয়ে বাহা (ইদমগ্নয়ে) । ওঁ সোমায় বাহা (ইদং সোমায়) ।

পরে অম্বারভূত্যাগাস্তে তুচিনামা অগ্নির পূজা করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্রদ্বয়ে দুইটি আজ্যাহুতি দিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ দেবীং বাচমজ্জনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি । সা নো মন্দ্রেব যুজ্জং হুহানা ধেমুর্বাগম্বাহুপমুঠুতৈহু স্বাহা । (ইদং বাচে) ।

পুনশ্চ ওঁ দেবীং বাচমিত্যাদি পাঠাস্তে ওঁ বাজো নো অথ প্রমুবাতি দানং বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি । বাজো হি মা সর্ববীরঃ জজান সর্বা আশা বাজপতির্জ্জয়েয়ং স্বাহা । (ইদং বাচে ইদং বাজায়) ।

পরে স্থালীপাকহোম কর্তব্য যথা—অবদানবিধি অনুসারে চক্ৰ লইয়া—

“ওঁ প্রাণেনান্নমশীম স্বাহা, (ইদং প্রাণায়) । ওঁ অপানেন গন্ধানশীম স্বাহা, (ইদমপানায়) । ওঁ চক্ষুষা রূপাণ্যশীম স্বাহা, (ইদং চক্ষুষে) । ওঁ শ্রোত্রেণ শব্দোহশীম স্বাহা, (ইদং শ্রোত্রায়) ।”

এই প্রকারে হোম করিয়া চক্ৰশেষ দ্বারা “ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে” বলিয়া স্থিষ্টকৃদ্ধোম কবিবেন । পরে সর্বসাধারণী কুশণ্ডিকা অনুসাবে মহাব্যাহুতিহোম ও সর্বপ্রাশ্চিভুহোম কর্তব্য ।

পরে হৃতশেষ প্রাশন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন । পরে কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্বক অন্নবাজ্ঞানাди नाग প্রভৃতিকে পৃথক্ দিয়া ওঁ “অমৃতোপস্বরণ-মসি স্বাহা” মন্ত্রে গণ্ডুষ করত “ওঁ প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণাদিকে দিয়া মুখে স্পর্শমাত্র করত ভূতলে ফেলিবেন । পরে তৃক্ষীভূতাবে বা “ওঁ হস্ত” এই মন্ত্রে অন্নপ্রাশন করাইবেন ।

তৎপরে শিশু আচমন করত বিস্তৃত আসনে উপবেশন কবিবে । শূদ্র হইলে তৃক্ষীভূতাবে (বিনা মন্ত্রে) অন্নপ্রাশন করাইবে । পরে শিশুর অগ্রে যুত্তিকা, স্বর্ণ, ধাতু, শাস্ত্র, পদ্ম, শিল্পভাণ্ড প্রভৃতি বাখিয়া মাতৃকোড় হইতে কুমারকে পরিত্যাগ কবিবে । কুমার নিজ ইচ্ছাবশে অগ্রে ইহার যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে, তদ্বারাই ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাহ করিবে, ইহা বুঝিতে হইবে । পরে ব্রাহ্মণভোজন, শান্তিকর্ম, কুমারকে আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ এই সকল করিবে । তৎপরে বহির্গমন পূর্বক কুলাচারানুসারে বাগকের সঙ্গে লাজাদি ক্ষেপণ করত মঙ্গলাচরণ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিবে । অনন্তর দীনজনকে দানাদি কর্তব্য ।

ষড়্ভুজেন্দ্রীয়া চূড়াকরণ

অমাবসি পূর্ণসংবৎসরে বা তৃতীয়বর্ষে অথবা কুলাচারানুসারে বিহিতবর্ষে নিবন্ধোক্তসময়ে শুভদিনে পিতা নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে গোষ্ঠ্যাদি-মাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশাক্ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে তিনটি ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে তিনটি ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন, যথা—

অন্তেষ্যাদি মৎপুত্রশ্রামুকশ্চ চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রবেদশাখা-
নামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং তপ্তোপম্নিকভোজ্যত্রয়মহং সম্পদদে ।

তৎপরে যথাশক্তি তাম্বূলাদি দক্ষিণা দান পূর্বক বহির্গমন করত প্রাক্ষণে ছায়ামণ্ডপে পবিত্র ও আচান্তভাবে প্রায়ুখে বসিয়া সামান্যকুশগুিকোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন ও ব্রহ্মস্থাপন করিবেন । উষ্ণ জল, শীতল জল, নবনীত-পিণ্ড, ত্রিভাগে খেত শল্লকীকণ্টক, তিনটি ক্শপত্র দ্বারা নির্মিত একুণ নবসংখ্য কুশগুচ্ছ, তাত্রক্ষুব, নূতন শরাব-(শরা) স্থিত বৃষেব গোময়পিণ্ড এই সকল দ্রব্য স্থাপন করিবেন । পবে পবিত্রচ্ছেদন মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন ও যথোক্তমন্ত্রে পবিত্রমার্জ্জন, প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন, প্রণীতাজল দ্বারা প্রোক্ষণীতে জলপূরণ, বামহস্তে প্রোক্ষণী উত্থাপন, উত্তান দক্ষিণাঙ্গুলী দ্বারা তদগত জল উত্তোলন, সেই জল দ্বারা আসাদিত দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে আজ্য-নিরূপণ, জলদগ্নি দ্বারা বেষ্টন, পর্য্যগোকরণ, ক্ষবপ্রতপন, সম্মার্জ্জনকুশ দ্বারা ক্ষবের মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ মার্জ্জন, প্রণীতাজল দ্বারা অভ্যক্ষণ, পুনর্বার প্রত-পন, ভূমিতে স্থাপন এই সকল কার্য্য করিয়া আহুসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া আজ্যের কিঞ্চিৎ উত্তোলনকপ উৎপবন করত আজ্য দর্শন করিবে । পরে প্রোক্ষণীজল বামহস্ত দ্বারা লইয়া তৎপরে কুশগ্রহণ ও গাত্রোত্থান করত অগ্নিতে সলিল নিক্ষেপ করিবে । প্রোক্ষণীজল দ্বারা পবিত্র হস্তে অগ্নির ঈশানাди হইতে পর্য্যক্ষণ, প্রণীতাতে পবিত্রস্থাপন ও প্রোক্ষণীপাত্র সংস্রবার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে । পরে মাতা কুমারকে নূতনবস্ত্রধর পরিধান করাইয়া ক্রোড়ে করত অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন । পরে হোতা “অগ্নে হুঃ সত্যনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ পূর্বক সত্যাগ্নির আবাহন ও পূজার্থে ব্রহ্মেব অম্বারস্তপূর্বক ক্ষব গ্রহণ করত আচারাজ্যভাগগ্রহণ করিবে । যথা—

“ও প্রজাপত্যে স্বাহা ইদং প্রজাপত্যে” বলিয়া মনে মনে প্রজাপতিধ্যান করিয়া অগ্নির বাবুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত

‘অনবচ্ছিন্ন স্মৃতধারা দান করিতে হয়। “ওঁ ইচ্ছায় স্বাহা, ইদমিচ্ছায়” বলিয়া উদ্বেদ্যে অগ্নির নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন স্মৃতধারাদান কর্তব্য। তৎপরে স্মৃত লইয়া “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে” মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত এবং “ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়” বলিয়া দক্ষিণভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত হোম করিবে।

পরে মহাব্যাহতিহোম।—‘ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়” বলিয়া হোম করিবেন।

অনন্তর সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তহোম।—“ওঁ ত্বনোংগ্রে” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবকণের উদ্দেশে, পুনরায় “ওঁ স ত্বন্ন” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবকণের উদ্দেশে, “ওঁ অরাশ্চ্যাগ্রে” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিব উদ্দেশে, “ওঁ যে তে শতং” ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণ, বিশ্বদেব, মবদগণ ও অরুগণের উদ্দেশে, “ওঁ উত্থমং” ইত্যাদি মন্ত্রে বকণের উদ্দেশে হোম করিয়া “ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা” বলিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে হোম করিবেন।

তৎপরে ষিষ্টকৃদ্ধোম।—“ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা” বলিয়া হোম কর্তব্য। ইদমগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে ইতি প্রত্যাদেশ। অনন্তর সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। পরে উষ্ণ জলের সহিত নীতলজল “ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহুদিতে কেশান্ বপ” মন্ত্রে মিশ্রিত করিবেন। পরে পূর্বোক্ত নবনৌতপিণ্ড ঐ জলে কেলিয়া তজ্জল দ্বারা কুমারের দক্ষিণশিরঃপার্শ্বস্থ কেশ আর্জ করিবেন। মন্ত্র যথা—

“ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা অাপ উনন্ত তে তনুম্। দীর্ঘায়ুর্ভায় বর্চসে” পরে তিন ভাগে শ্বেত শল্লকীকটক দ্বারা কেশ জটাবিমুক্ত কবত তিন ভাগে বিভক্ত করিবেন, পুনশ্চ ত্রিভাগকে ত্রিভাগ দ্বারা নয় ভাগে বিভক্ত করিবেন। পূর্বা-সাদিত তিনটি কুশপত্র দক্ষিণাংশে কৃত ত্রিভাগের একভাগে “ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনঽ হিংসীঃ” এই মন্ত্রে যোজনা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাম্রক্ষুর গ্রহণ করিবে, যথা—

“ওঁ শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ।” অতঃপর তকণকুশ দ্বারা তিরোহিতকেশে তাম্রক্ষুর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যোগ করিবে, যথা—

“ওঁ নিবর্তয়াম্যায়ুষেংনাদ্যায় প্রজননায় বায়শোষায় সুপ্রজাস্তায় সুবীৰ্য্যায়।”

অনন্তর তুষীষ্ঠাবে লৌহক্ষুর লইয়া সকুশ কেশ নিম্নলিখিত মন্ত্রে ছেদন

করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্ত রাষ্ট্রো বরুণস্ত
বিধানু। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমশ্রাযুষ্যং জরদষ্ট্রিযথাসৎ।”

এইরূপে সকল কেশ ছেদন পূর্বক ঐ কেশ কুমারের উত্তরদিকে কোন
ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত পূর্বস্থাপিত গোময়পিণ্ডে তুষ্টীভাবে ক্ষেপণ করিবে।
পরে মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অপর দুই ভাগস্থ সমস্ত কেশে পূর্বোক্ত উদ্দনাদি
ছেদনান্তে কৰ্ম্ম বিনামন্ত্রে করিবেন। অনন্তর মস্তকের পশ্চিমপার্শ্বেও
দক্ষিণপার্শ্ববৎ উদ্দনাদি বারত্ৰয় কর্তব্য। কেবল প্রথমগুচ্ছছেদন-মন্ত্র পৃথক্,
যথা—

“ওঁ ত্র্যাযুষং জমদগ্নেঃ ওঁ কশ্যপস্ত ত্র্যাযুষং ওঁ যদেবেষু ত্র্যাযুষম্। ওঁ
ভন্নো অস্ত ত্র্যাযুষম্।”

পরে অপরভাগদ্বয়ে উদ্দনাদি ছেদনাবধি কার্য্য পূর্ববৎ অমন্ত্রক বাবদয়
কর্তব্য। মস্তকের উত্তরাংশেও উদ্দনাদি দক্ষিণশিরঃপার্শ্ববৎ বারত্ৰয় কর্তব্য।
কেবল প্রথমছেদনমন্ত্র পৃথক্, যথা—

“ওঁ যেন ভুরিচ্চরা দিবং জ্যোক্ত চ পশ্চাদধিস্থ্যম্ (‘পশ্চামি স্থ্যাম্’ ইতি
পাঠান্তর) তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতে জীবনায় স্ত্রলোকায় স্বস্তয়ে।”

অনন্তর পুনশ্চ অপরভাগদ্বয়ে উদ্দনাদিকার্য্য অমন্ত্রক বাবদয় কর্তব্য।
অনন্তর লৌহক্ষুর মস্তকে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবাব ভ্রামিত করিবেন। একবার
সমস্তক ও অপরবারদ্বয় অমন্ত্রক ভ্রামিত করিতে হয়। কেশান্ত-কৰ্ম্মে সম্মুখ-
ভাগে ও মস্তকেও ঐরূপ ভ্রামিত করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মজ্জয়তা স্পেশনা বপ্তা বপতি কেশাঃশ্চিক্রি শিরো মাস্রাযুঃ
প্রমোষীঃ।”

কেশান্তকৰ্ম্মে ভ্রামণের সময় ‘শিবোমাস্রাযুঃ প্রমোষীঃ’ স্থলে “মুখমশ্রাযুঃ
প্রমোষীঃ” উচ্চাৰ্য্য। অনন্তর সর্বমস্তকে জলপ্রদান পূর্বক নাপিতকে “ওঁ
অক্ষুধন্ পরিবপ” এই মন্ত্রে ক্ষুর দিবেন। অনন্তর পঞ্চশিখাদিরূপে বা কুলা-
চারামুসারে কেশছেদন পূর্বক উহা গোময়পিণ্ড বা মঙ্গলাচারামুসারে গোষ্ঠে,
সরোবরে বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর কুমারকে পুনরায় স্নান
করাইয়া আচার্য্য কর্ণবেধ সমাপন পূর্বক অগ্নির পশ্চিমদিকে বসিয়া শান্তি-
কৰ্ম্ম, কুমারকে অতিশেষক ও আশীর্বাদ এবং অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।
আচার্য্যকে গোদান করা কর্তব্য। এই সময় হইতে সংবৎসর যাবৎ বালকের
কেশমুণ্ডন করিবে না এবং ব্রহ্মচর্য্য অহুষ্ঠান করাইবে। অক্ষম হইলে

ষাদশরাত্র, ষড়্‌রাত্র, অন্ততঃ ত্রিবার ঐ নিয়ম পালন করিতে হয়। কৰ্ম্মাবসানে
ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কর্তব্য।

যজুর্বেদীয় উপনয়ন

গৰ্ভ হইতে ধরিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে অষ্টম বর্ষে
ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য। গৰ্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে
ক্ষত্রিয়েব এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন হয় বা কুলাচারানুসারে
অসময়েও হইতে পারে। গৰ্ভাষ্টম ও অষ্টম এতদুভয়েন তুল্যতায়হ
নিবন্ধন বিকল্প, কিন্তু অনুকল্প নহে। কুলাচারানুসারে মঙ্গল ও
কল্যাণদৃষ্টিব্বেতু নবমাদিবর্ষেও উপনয়ন হইয়া থাকে। উপনয়নসংস্কারে
শুভদিনে পিতা নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে নান্দীমুখোক্ত বিধি-অনুসাবে
গৌর্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্বক তিনটি ব্রাহ্মণের
তপ্যার্থ ভোজ্যত্রয় উৎসর্গ করিবেন, যথা—“অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুক-
দেবশর্ম্মণঃ উপনয়নকর্ম্মণি সমৃদ্ধার্থং ভোজ্যানীমানি তপ্যোপয়িকানি
যথাসম্ভব-বেদ-গোত্র-শাখা-নামভো। ব্রাহ্মণেভ্যোহহং সম্প্রদদে।” পরে তাহার
দক্ষিণাবাক্য পাঠান্তে দশটি কুমাব ভোজন করাইয়া বহিঃশালায় শুভলগ্নে
প্রাক্‌গে ছায়মণ্ডপে আচমনান্তে প্রান্ত্রুখে বসিয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন।
সামান্ত কুশণ্ডিকা-নিয়মে হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল তিনবার মার্জন, গোময় দ্বারা
তিনবার লেপন, কুশ দ্বারা তুষীভাবে পূর্বাগ্র রেখাত্রয় অঙ্কন, রেখাত্রয়
হইতে উৎকীর্ণ মৃত্তিকা তিনবাব উত্তোলন, জল দ্বারা বারাত্রয় অভ্যক্ষণ,
আয়ুদক্ষিণে অগ্নি আনয়ন, প্রচ্ছলিত কুশ দ্বারা ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগ,
তুষীভাবে স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ ও পূজা করিবে। তৎপরে অত্র
শিষ্যেরা কুমারকে শিখার সহিত মূণ্ডিত ও স্নান করাইয়া মাণ্যাদি
দ্বারা ভূষিত করত অগ্নির পশ্চিমে বসাইবে। গুরু “ও ব্রহ্মচর্য্য-
মাগাম্ ইতি ব্রহ্মি” এই কথা বলিতে বলিলে মাণবক বলিবে, “ও
ব্রহ্মচর্য্যমাগাম্।” পুনর্বার আচার্য্য “ও ব্রহ্মচর্য্যসানি ইতি ব্রহ্মি” ইহা
বলিতে বলিলে মাণবক বলিবে, “ও ব্রহ্মচর্য্যসানি।” পরে গুরু শণবসন বা
পট্টবসন বা গুরু অত্র নবধত্ত লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে পরিধান
করাইবেন, যথা—

“ওঁ বেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্কাসঃ পর্যাদধাদয়তম্ । তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুস্তায় বলায় বর্চসে ।”

পরে গুরু ত্রিবেষ্টনগ্রহিষুক্ত ত্রিরাবৃত্তা মৌজাদিমেষলা নিম্নোক্ত মন্ত্র মাণবক পড়িলে বন্ধন করিয়া দিবেন, যথা—

“ওঁ ইয়ং ত্বক্কুং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী য আগাৎ । প্রাণা-
পানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসাদেবী স্তভগা মেথলেয়ম্ ।”

তৎপরে গুরুদেব একটি গ্রহিষুক্ত যজ্ঞোপবীত মাণবককে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইয়া পরিধান করাইবেন । মন্ত্র যথা—

“ওঁ যজ্ঞোপবীতঃ পরমঃ পবিত্রঃ (বৃহস্পতেৰ্যৎ) প্রজাপতেৰ্যৎ সহজং
পুরস্তাৎ । আয়ুষ্যাস্ত্র্যাং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ।”
(যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্ত ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহামি ইতি গৃহসূত্রে)
গুরু মাণবককে আচমন করাইয়া নিম্নকথিত মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন অর্পণ
করিবেন, যথা—“ওঁ মিত্রস্ত চক্ষুর্বকণং বলীয়ন্তেজোবশস্বী স্ববিরং সমিকম্ ।
অনাহনস্তঃ বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাহুজিনং দধেহহম্ ।” কেহ কেহ অজিন
পরিধানে মন্ত্র উল্লেখ করেন না । অতঃপর গুরু অমন্ত্রক বিবদণ্ড প্রদান
করিলে মাণবক নিম্নকথিত মন্ত্রে গ্রহণ করিবে, যথা—

“ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বেহায়সোহধিভূম্যাঃ তমহং পুনরাদদ আয়ুষে
ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায় ।”

পবে গুরু নিজ অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা কুমারের অঞ্জলি
নিম্নকথিত মন্ত্রে পূর্ণ করিবে, যথা—“ওঁ আপো হি ষ্ঠা মরে ভুবন্তা ন উর্জে
দধাতন । মহেরণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত তাজয়তে হ নঃ ।
উপতীরিব মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরব্ধনাম বো যস্ত ক্ষয়্য জিহথ । আপো
জনয়থা চ নঃ ।” অতঃপর গুরু মাণবককে “ওঁ সূর্য্যমুদীক্ষস্ব” এইরূপ
আদেশ করিলে মাণবক “ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতঃ পুরস্তাচ্চক্ষুচ্চরৎ ।
পশ্চম শরদঃ শতং জীবম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং (প্রব্র-
বাম শরদঃ শতমদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতং ভূমন্ত শরদঃ শতাৎ)” মন্ত্রে সূর্য্যদর্শন
করিবে । পরে গুরু মাণবকের দক্ষিণকক্কাপরি সংলগ্ন হস্ত দ্বারা তদীয়
হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে, যথা—

“ওঁ মম ব্রতে তৈ হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমহুচিত্তস্তেহহমম বাচমেকমনা
ভূষস্ব বৃহস্পতিত্বা নিযুনক্তু মহম্ ।”

পরে মাণবকের দক্ষিণহস্ত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিবেন, “ওঁ কো নামাসি?” অর্থাৎ “তোমার নাম কি?” মাণবক বলিবে, “শ্রীঅমুকদেবশর্মাঃ ভোঃ” অর্থাৎ আমার নাম “শ্রীঅমুকদেবশর্মা।” পুনশ্চ গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, “ওঁ কশ্চ ব্রহ্মচার্য্যাসি?” অর্থাৎ “তুমি কাহার ব্রহ্মচারী?” মাণবক বলিবে, “ওঁ ভবতঃ” অর্থাৎ “আপনাব।” তখন গুরু বলিবেন—

“ওঁ ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মচার্য্যশ্চগ্নিরাচার্য্যশ্চবাহমাচার্য্যশ্চবাসৌ॥”

মন্ত্রেব মধ্যস্থ “অসৌ” পদস্থানে “শ্রীঅমুকদেবশর্মন্” উচ্চার্য্য। পরে নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে মাণবককে দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রদান করিবে, যথা—

“ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি। অদ্ব্যাত্মোষ-বিভ্যঃ পরিদদামি। ত্বাপাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পবিদদামি। বিশ্বৈভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি। সর্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যবিট্টে।”

তৎপরে মাণবক অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্বক গুরু উত্তরদিকে উপবেশন করিলে গুরু ষথাশক্তি ব্রহ্মবরণ কবিবেন। পরে সামান্য কুশণ্ডিকা অনুসাবে অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ-সমেত ব্রহ্মাসন আস্তরণ, তদুপরি “ব্রহ্মন্ ইহ উপবিশ্বতাং” বলিয়া উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়ন কবত সঙ্কৃত অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নিপরিস্তরণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে বিস্তার করিবে। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র. আজ্যস্থালী, ছয়টি সম্ভার্জনকুশ, উপযমনকুশ ত্রয়োদশ, সমিভ্রয় এই সকল বিস্তার করিতে হয়। তদনন্তর পবিত্রচ্ছেদনকুশ দ্বারা পূর্বাসাদিত পবিত্রচ্ছেদন পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রে প্রদান, তদুপরি প্রণীতাজলনিধান, বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রবিস্তার, দক্ষিণহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলগ্রহণ. কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীজল দ্বারা প্রোক্ষণী ও অন্তান্ত পাত্র প্রোক্ষণ এই সমস্ত কবিয়া প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। পরে আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন, পূর্বাসাদিত আজ্য তাহাতে প্রদান, পর্য্যায়ীকরণ, প্রজলিত অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালী বারত্রয় পরিবেষ্টন ও অগ্নিকে তদগ্নিমধ্যেই রূপণ করিবে। পরে পূর্বাসাদিত ক্রব প্রতপন, সম্ভার্জন কুশ দ্বারা ক্রবের মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্জন ও পুনঃ প্রতপন পূর্বক প্রোক্ষণীর উপরে স্থাপন করিবেন। অনন্তর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন

করত আজ্যদর্শন করিবেন। পরে বামহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীজল ও উপবসন-কুশ লইয়া গাত্রোথান পূর্বক পূর্কাসাদিত সমিল্লয় অগ্নিতে ক্ষেপণ করত উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র ও জল গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জল দ্বারা ঈশানাди হইতে দক্ষিণাবর্তক্রমে অগ্নিপৰ্য্যাক্ষণ কবিবেন। পরে প্রণীতাতে পবিত্রস্থাপন ও সংস্রবার্থ অগ্নিব উত্তবে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। তৎপবে হোতা ব্রহ্মের অন্বারম্ভপূর্বক ক্ষব লইয়া দ্ব্যুত দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে সামান্য হোমপদ্ধতি অনুসারে আধারহোম ও আজ্যভাগহোম করিবেন, যথা—

“ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা (ইদং প্রজাপত্যে)। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা (ইদমিন্দ্রায়)। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)। ওঁ সোমায় স্বাহা (ইদং সোমায়)।”

প্রতি আছতির পব ক্ষবলগ্ন দ্ব্যুত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিতে হয়। তদনন্তর অন্বাবস্ততাগ ও সমুদ্ববনামা অগ্নি স্থাপন পূর্বক পূজা করিবেন। পরে মহাব্যাহতিহোম করিতে হয়, যথা—

“ওঁ ভূঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে।) ওঁ ভুবঃ স্বাহা (ইদং বায়বে।) ওঁ স্বঃ স্বাহা (ইদং সূর্য্যায়।)”

অনন্তর বিধুনামা অগ্নিস্থাপন ও সঙ্কল্প করিয়া “ওঁ ব্রহ্মোহগ্নে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবেন। পরে প্রাজাপত্যহোম করিতে হয়, যথা—

“ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা (ইদং প্রজাপত্যে)।”

তৎপবে ষিষ্টকৃদ্ধোম।—“ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা” বলিয়া হোম করিবেন। তৎপরে সংস্রবপ্রাশন ও আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। অনন্তর গুরু মাণবককে বলিবে, “ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি” অর্থাৎ “তুমি ব্রহ্মচারী হইলে।” মাণবক বলিবে, “ওঁ ভবামি” অর্থাৎ “আমি ব্রহ্মচারী হইলাম।” গুরু বলিবে, “ওঁ অপোহশান”, মাণবক বলিবে, “ওঁ অন্নানি (মতান্তরে “ওঁ আপোশানং কৰ্ম্ম কুরু” অর্থাৎ “আপোশনকৰ্ম্ম কর”, মাণবক বলিবে, “ওঁ করবানি” অর্থাৎ “আপোশানকৰ্ম্ম করিব।”) পুনরায় গুরু বলিবে, “কন্ম কুরু”, মাণবক বলিবে, “ওঁ করবানি” অর্থাৎ “করিব।” পুনরায় গুরু বলিবে, “ওঁ মা দিবা স্বাপ্নোঃ” (মতান্তরে সুষুপ্‌থাঃ) অর্থাৎ “দিবানিদ্রা ঘাইও না।” মাণবক বলিবে, “ওঁ ন স্বপানি” অর্থাৎ “দিবানিদ্রা ঘাইব না।” পুনরায় গুরু বলিবে, “ওঁ বাচং বচ্ছ” অর্থাৎ “বাক্য সংঘত করিও।” মাণবক বলিবে, “ওঁ বচ্ছামি” অর্থাৎ “বাক্যসংঘম করিব।” পুনরায় গুরু বলিবে, “ওঁ সমিধমাধেহি” অর্থাৎ “সমিধ্ আহরণ করিও,” মাণবক বলিবে,

“ওঁ আদধানি” অর্থাৎ “আহরণ কবিব।” গৃহস্থত্মমতে পুনশ্চ গুরু বলিবেন, “ওঁ অপোহশান।” মাণবক বলিবে, “ওঁ অন্নানি।” তদনন্তর গুরু অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্গুখে বসিলে শিষ্য পশ্চিমমুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ পূর্বক গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে গুরুদেব গায়ত্রী উপদেশ দিবেন। প্রথমবারে পাদাবচ্ছেদে পাঠ করাইতে হয়। প্রথমপাদাবচ্ছেদ যথা—

“ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরেন্যং। ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ভর্গো দেবস্ত ধীমহি। ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ।” ইতি পাদাবচ্ছেদ। “ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরেন্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি। ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ।” এইটি অর্দ্ধাবচ্ছেদ। তৃতীয়বার প্রণবের সহিত সর্ব সব্যাহতিকা গায়ত্রী পাঠ কবাইবেন, অর্থাৎ স্বয়ংও ব্রহ্মচাবীব সহিত পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরেন্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।”

এই নিয়মে মাণবককে গায়ত্রী-দান কর্তব্য। পরে মাণবক সমিধাধান করিবে। প্রথমে প্রতি ঋকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিম্নোক্ত পঞ্চ মন্ত্রে সমিৎক্ষেপ পূর্বক অগ্নি প্রজ্জালন কবিবে, যথা—

“ওঁ অগ্নে সূশ্রবঃ সূশ্রবসং মা কুরু। (১) যথা ত্বমগ্নে সূশ্রবঃ সূশ্রবা অসি। (২) এবং মাঽ সূশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু। (৩) যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্ত নিধিপা অসি। (৪) এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্ত নিধিপো ভূয়াসন্।” (৫)

পরে জল দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে অগ্নি-পর্য্যক্ষণ করিবে। পরে গাত্রোথান পূর্বক একটি সমিধাধান করিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যাস এবমহমায়ুধা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্চসেন সমিক্তে জীবপুলো মমা-চার্যো মেধাব্যহমসান্তনিরাকরিষ্ণুঃ (আয়ুয়ান্) বশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ-স্ব্যাদো ভূয়াসন্ (অগ্নয়ে) স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)”

এইরূপ উক্ত মন্ত্রে অগ্নিপ্রজ্জালনাদিক্রমে অপর দুইটি সমিধ্ লইয়া আহুতি দান পূর্বক ঐ অগ্নিতে হস্তদ্বয় তপ্ত করিয়া সেই হস্ত দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্বীয় মুখ মার্জন করিবে, যথা—

“ওঁ তনুপা অগ্নেহসি তন্মং মে পাহি। আয়ুর্দা অগ্নেহসি আয়ুর্মে দেহি, বর্চোদা অগ্নেহসি বর্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্মা উনং তন্ম আপূণ।

“ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু মেধাং মে দেবী সরস্বতী (আদধাতু) ।
মেধাং ম অশ্বিনৌ দেবাবাধত্ৰাং পুঙ্করশ্রজৌ ।”

পরে জল দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিবে, যথা—

“ওঁ অঙ্গানি চ ম আপ্যায়তাং”, ইতি সর্বাঙ্গে । মুখে “ওঁ বাক্ চ ম
আপ্যায়তাং”, নাসিকাদ্বয়ে একৈকশঃ “ওঁ প্রাণশ্চ ম আপ্যায়তাম্ ।” একৈকশঃ
নেত্রদ্বয়ে “ওঁ চক্ষুশ্চ ম আপ্যায়তাম্ ।” একৈকশঃ কর্ণদ্বয়ে “ওঁ শ্রোত্রঞ্চ ম
আপ্যায়তাম্ ।” তথা “ওঁ যশো বলঞ্চ ম আপ্যায়তাম্ ।” ইহা পাঠ্যত্বাৎ ।

অনন্তর ভস্ম দ্বারা ললাট প্রভৃতি স্থানে তিলক প্রদান করিবে । মন্ত্র
যথা—ললাটে—“ওঁ ত্র্যাযুষম্ জমদগ্নেঃ,” গ্রীবায়া—“ওঁ কশ্যপশ্চ ত্র্যাযুষম্.”
দক্ষিণাংসে—“ওঁ যদেবেন্ ত্র্যাযুষম্” (উক্ত মন্ত্রে বামাংসে) ।

হৃদয়ে—“ওঁ তন্নো অস্থ ত্র্যাযুষম্” ।

তৎপরে ভিক্ষাচরণ ।—প্রথমে মাতা, পবে ভগিনী, তৎপরে মাতৃস্বসার
নিকট প্রার্থনা করিবে । “ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া প্রার্থনা করিতে
হয় । পবে পুত্রেষু নিকট “ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া প্রার্থনা
করিবে । ভিক্ষালাভান্তে ‘ওঁ স্বস্তি’ বলিয়া ভিক্ষাদ্রব্য সমস্ত গুরুকে
নিবেদন করিবে । গুরু ‘উপযুজ্যতাম্’ বলিয়া শিষ্যকে দিবেন । অনন্তর
গুরু পূর্ণহোমাদি অন্তে শাস্তিকর্ম করিয়া শিষ্যকে আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ
করিবেন । অবশেষে ব্রহ্মচারী মোনী, অশক্ত হইলে নিয়তবাক্ হইয়া
দিনশেষ অতিবাহিত করত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ববৎ সমিদাধান পূর্বক
অক্ষারলবণ ভোজন করিবে । যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকিতে হয়, তাবৎ-
কাল সায়াঃ ও প্রাতঃ উভয় কালেই সমিদাধান করিবে এবং ভিক্ষাচরণ ও
গুরুশ্রদ্ধাদি করিতে হইবে । যথাবিধি অগ্নিকার্য্যসমাধানান্তে সদক্ষিণ
ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় ।

যজুর্বেদীয় বেদান্ত

শুভদিনে গুরু নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে নান্দীমুখোক্তনিয়মে গোর্গ্যাদি
মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া প্রাক্ষণে ছায়ায়ওপে আপনার বামদিকে
ব্রহ্মচারীকে বসাইয়া লৌকিক অগ্নিস্থাপন করত আচার ও আজ্যভাগ হোম
করিয়া সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্বক বেদাহতি হোম করিবেন । “অগ্নে ত্বং

সমুদ্ভবনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ (মতান্তরে জাতবেদো নামকরণ), ধ্যান ও পূজাস্তে নিম্নলিখিতরূপে হোম করিতে হয়, যথা—

“ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ইদমন্তরীক্ষায়। ওঁ বায়বে স্বাহা, ইদং বায়বে। (ইতি বজুর্বেদে) ওঁ পৃথিব্যে স্বাহা, ইদং পৃথিব্যে। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। (ইতি ঋগ্বেদে)। ওঁ দিবে স্বাহা, ইদং দিবে। ওঁ সূর্যায় স্বাহা, ইদং সূর্যায়। (ইতি সামবেদে)। ওঁ দিগ্ভ্যঃ স্বাহা, ইদং দিগ্ভ্যঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা, ইদং চন্দ্রমসে (ইত্যথর্কবেদে)।”

পরে সর্ববেদসাধাবণ হোম করিবে, যন্ত্র যথা—

“ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা, ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ইদং দেবেভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা, ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধাঠৈ স্বাহা, ইদং শ্রদ্ধাঠৈ। ওঁ মেধাঠৈ স্বাহা, ইদং মেধাঠৈ। ওঁ সদসম্পতয়ে স্বাহা, ইদং সদসম্পতয়ে। ওঁ অহুমতয়ে স্বাহা, ইদমহুমতয়ে।”

তৎপরে ব্রহ্মের অন্বারম্ভপূর্বক মহাব্যাহতিহোম কর্তব্য, যথা—

“ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্যায়।”

পরে সর্বপ্রারম্ভিকহোম করিয়া “ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা” মন্ত্রে প্রজাপত্য-হোম এবং “ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে স্বাহা” বলিয়া স্থিষ্টকৃৎ হোম করিবে। পরে সংস্রব প্রাশন ও আচমনাস্তে ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে। অনন্তর গুরু অগ্রে প্রাঙ্গুথে উপবিষ্ট হইয়া শিব্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন, মাণবকও প্রত্যাঙ্গুথে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ পূর্বক গুরুসমীপে তনুথপ্রতি নেত্রপাত করিয়া থাকিলে গুরুদেব ওঙ্কার-ব্যাহতিপূর্বক বেদ অধ্যাপনা করিবেন। প্রথমবার পাদাবচ্ছেদে, দ্বিতীয়-বার অর্দ্ধাবচ্ছেদে এবং তৃতীয়বার সমস্ত পাঠ করত মাণবককে পাঠ করাইবেন। বেদাধ্যাপনায় বেদচতুষ্টয়ের আত্মমন্ত্র চারিটি পাঠ করিতে হয়, যথা—

“বাজ্রবক্ষ্যঋষিঃস্বিষ্টপ্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভুবঃস্বঃ ইষেত্বোর্জো স্বা বায়বস্থঃ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥ ১ ॥”

“মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো অগ্নির্দেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিয়োগঃ। ওঁ

ভূভুবঃ অগ্নিমীনে পুরোহিতঃ । বজ্রস্ত দেবমুদ্ভিজঃ । হোতারঃ রত্ন-
ধাতমম্ ॥ ২ ॥”

“গৌতমঋষিরমুষ্টিপ্ ছন্দঃ সূর্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভু-
বঃ অগ্ন আরাহি বীতয়ে । গৃণানো হব্যদাতয়ে । নিহোতা সংসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥”

গিগ্নলাদঋষিক্ষিক্ ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ভূভুবঃ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে । আপো ভবন্ত পীতয়ে । শং
যোরভিস্রবন্ত নঃ ॥ ৪ ॥”

পরে পূর্ণহোমাদি শান্তিকর্ম, আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

যজুর্বেদীয়া সমাবর্তন

নিবন্ধোক্তকালে ব্রহ্মচারী শুভদিনে গুরুকে পারিতোষিক দিয়া “গুরো
স্বাস্থ্যে” বলিয়া প্রার্থনা করিলে গুরুও “স্বাস্থি” বলিবেন । তৎপরে ব্রহ্মচারী
যথোক্ত নিয়মানুসারে গোষ্ঠ্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত গুরু-
সমীপে গমন করিবেন । গুরুও ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্মচারীকে আপনার উত্তর-
দিকে বসাইয়া পূর্ববৎ তেজোনামা অগ্নিস্থাপন করত হোম করিবেন । দ্রব্য-
সাদনে বিশেষ যথা—প্রাগগ্রকুশোপরি অগ্নির উত্তরে দক্ষিণোত্তরভাবে স্থাপিত
পবিত্রজলপূর্ণ আত্মপল্লবমুখ স্কুশ অষ্টকলস, উডুস্বরকাষ্ঠনির্মিত দ্বাদশাস্কুল-
পরিমিত দন্তকাষ্ঠ, পিষ্ট তিলপিণ্ড, সুগন্ধি দ্রব্য, পরিধানার্থ নববস্ত্রদ্বয়, যজ্ঞো-
পবীতদ্বয়, পুষ্প, স্বর্ণকুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দর্পণ, ছত্র, পাছুকাদ্বয়, বৈণবদণ্ড প্রভৃতি
স্থাপন করত পূর্ববৎ অম্বারস্ত পূর্বক ক্রব দ্বারা আঘারাজ্যভাগহোম ও
বেদাহতিহোম (বেদারম্ভলিখিত) করিবেন । পরে মহাব্যাহতিহোম ও
ঋষ্টক্ৰৎ হোম প্রভৃতি সম্পাদন পূর্বক সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করত ব্রহ্ম-
দক্ষিণা দিবে । পরে “ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব” বলিয়া ঈশানদিকে দুগ্ধাদি
প্রদান পূর্বক ক্রবলগ্ন ভস্ম দ্বারা “ওঁ ত্র্যামুষং জমদগ্নেঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটা-
দিতে তিলক দিবে । মাণবক গুরুর পাদোপসংগ্রহণ করিয়া সায়ং প্রাতঃ উত্তর
কালে সমিদাধানবিধানে সমিদাধান করিবেন । পরে অগ্নির উত্তরে প্রাগগ্র
কুশোপরি উত্তরার্তিমুখে উস্থিত হইয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত পণ্ডিতক্রমে
পূর্বস্থাপিত জলপূর্ণ কলস-সমূহের দক্ষিণাদিক্রমে এক একটি কলস হইতে
জলাঞ্জলি লইয়া নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন । যথা—নিম্নলিখিত প্রথম

মন্ত্রে নিজ ভাগস্থ অষ্টকলসের দক্ষিণ কলস হইতে গ্রহজল গণ্ডূষ করত দ্বিতীয় মন্ত্রে অভিষেক করিবেন, মন্ত্র যথা—

“ওঁ যেহপ্‌স্বস্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টো গোহ উপগোহো ময়ুখো মনোহাঃ খলো বিক্ৰজন্তুন্দুধিরিন্দ্রিয়হা অতিতান্ সৃজামি যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি ॥ ১ ॥

ওঁ তেন মামভিষিক্ণামি শ্রিণৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায় ॥২॥”

পরে পূর্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে পূর্বোক্ত ‘যেহপ্‌স্বস্তঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ জল লইয়া “যেন শ্রিয়মকুণ্ঠাঃ ষেনাবমৃশতাৎ সুরাম্ । ষেনাক্ষ্যাবভ্যষিক্তাঃ ষবাং তদম্বিনা ষশঃ ।” এই মন্ত্রে অভিষেকান্তে তৃতীয় কলস হইতে “ওঁ যেহপ্‌স্বস্তঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণকরে জলগণ্ডূষ লইয়া “ওঁ আপো হি ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে । তৎপরে চতুর্থ কলস হইতে পূর্বমন্ত্রে জল লইয়া “ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে । পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রেই পঞ্চম কলস হইতে জল লইয়া “ওঁ তস্মা অরং” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে । পবে সেই মন্ত্রেই ষষ্ঠা দি কলস হইতে জল লইয়া তৃষ্ণীভাবে অভিষেক করিবে । তদনন্তর “ওঁ উদুত্তমং বকণপাশমশ্বদবান্ধমঃ বিমধ্যমঃ শ্রথায় অথানয়মানিত্যত্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম ।” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মস্তকপথে মেখলা উন্মোচন করিবে । পরে মেখলা ভূতলে নিক্ষেপ পূর্বক তৃষ্ণীভাবে পবিত্র নূতন বস্ত্রদ্বয়- (ক্ষৌম) ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আদিত্যোপস্থান করিবে, যথা—

“ওঁ উগ্নন্‌ ভ্রাজভৃক্ষুরিন্দ্রো মকড়িবস্থাৎ প্রাতর্থাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ক্সাবিদম্মাগময় । ওঁ উগ্নন্‌ ভ্রাজভৃক্ষুরিন্দ্রো মকড়িবস্থাৎ দিবা যাবভিবস্থাচ্ছতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ক্সাবিদম্মা গময় । ওঁ উগ্নন্‌ ভ্রাজভৃক্ষুরিন্দ্রো মকড়িবস্থাৎ সায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ক্সাবিদম্মা গময় ।” তৎপরে কেশে দধি তিল যক্ষণ, কেশ-লোম-নখ কর্তন, স্নান ও আচমনান্তে “ওঁ অন্নাতায় ব্যাহবঃ সোমো রাজা-য়মাগমৎ । স মে মুখং প্রামাক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ” এই মন্ত্রে পূর্বসংগৃহীত দস্তকাষ্ঠ দ্বারা দস্তধাবন করিবে । তদনন্তর পুনঃ আচমন করত সুগন্ধি দ্রব্য-মিশ্রিত তৈলসমন্বিত-ষবাদিচূর্ণে শরীর-ব্রক্ষণ করত সশিবস্ত্র স্নানান্তে অমুলেপন দ্বারা অমুলিগু হস্তদ্বয়ে নাসিকা ও মুখ মার্জন করিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ প্রাণাপাণৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয় ।”

পরে অমুলেপযুক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা জলাঞ্জলি লইয়া প্রাণীনাথীতিভাবে

পিতৃতীর্থবোগে “ওঁ পিতরঃ শুক্লধ্বজং” এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে।
পরে সর্বগাত্র সুগন্ধে অমুলিপ্ত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ সুচক্ষা অহমকীৰ্ত্ত্যাং ভূয়াসহ। সুবৰ্চা মুখেন সুশ্রং কৰ্ণাভ্যাং
ভূয়াসম্।”

পরে নূতন বস্ত্র বা অরজকধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ পরিধাত্তে, যশো ধাত্তে (পরিধাট্টে যশোধাট্টে) দীর্ঘায়ুহ্যায়
(দীর্ঘায়ুহ্যায়) জরদষ্টিরস্মি শতক জীবামি শরদঃ পুরুচী রায়ম্পোষমভি-
সংব্যস্মিষ্যে।”

অনন্তর নিম্নোক্তমন্ত্রে উত্তরীয়বস্ত্র পরিধান করিবে, যথা—

“ওঁ যশসা মা জাবা-পৃথিবৌ যশসেন্দ্রাবৃহস্পতৌ। যশো ভগচ্চ মা বিদদ্যশো
মা প্রতিপত্ততাম্।”

তৎপরে “ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতেৰ্যং সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যামগ্রাং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমন্ত তেজঃ” এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত
ধারণ করিবে ও পূৰ্ব-যজ্ঞোপবীত শিরোমার্গে উত্তারণ পূৰ্বক জলে
নিক্ষেপ করিবে।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুষ্প ধারণ করিবে, যথা—

“ওঁ যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধাট্রে কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্ণামি
যশসা চ ভগেন চ।”

পরে মালা ধারণ করিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ যদ্যশোহপ্সরসামিন্দ্রচকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাঃ স্মনস
আবধ্রামি যশো ময়ি।”

তৎপরে শুক্লবস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্বীয় শিরোবেষ্টন করিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তদ্বী-
রাসঃ কবর উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।”

অনন্তর “ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ো অলঙ্করণং ভূয়াৎ” মন্ত্রে দক্ষিণ-
বামক্রমে কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডলদ্বয় ধারণ; “ওঁ বৃজস্তাসি কনীনিকাচক্ষুর্দী
অসি চক্ষুর্দেহি” মন্ত্রে দক্ষিণবামক্রমে চক্ষুতে অঙ্গন প্রদান;
“ওঁ রোচিকুরসি” এই মন্ত্রে দর্পণে আত্মমুখদর্শন; ওঁ বৃহস্পতেহুদীরসি
পাপমনো মামস্তর্কেহি। তেজসো যশসো মামস্তর্কেহি” মন্ত্রে হৃদযধারণ;
“ওঁ প্রতিষ্ঠে হো বিবতো মা পাতং” এই মন্ত্রে পাদদ্বয়ে উপানহধারণ;

“ওঁ , বিশ্বাত্ম্যো মা নাষ্ট্রাত্যঃ পরিপাহি সর্বতঃ” এই মন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবে। পরে বিদ্বাদি দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অনন্তর গুরু যথাযথভাবে বিষ্টর, পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপক প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের অর্হণ করিবেন। পরে পূর্ণহোমাদির অস্ত্রে শাস্তিকর্ম সম্পাদন পূর্বক শিষ্যকে অভিষেক ও আশীর্বাদ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। তৎপরে শিষ্য আচারানুসারে মঙ্গলাদি কর্ম করিয়া ত্রিরাত্র ব্রহ্মচারিভাবে থাকিবেন।

যজুর্বেদীয় বিবাহ

যথাসময়ে বিবাহলগ্নদিনে প্রাতঃকালে বরপিতা ও কন্যাপিতা নিত্যকর্ম সমাপন পূর্বক গোষ্ঠ্যাদিষোড়শনাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন। তৎপরে শুভমুহুর্তে ব্রাহ্মণগণ জী-আচারসিদ্ধ ফলকুমুদাদি লইয়া জামাতৃগৃহে গমন করিবেন। তথায় গমন করিলে কন্যাসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণ পশ্চিমাশ্বে উপবিষ্ট হইয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণকে নিম্নলিখিত বাক্যে কুশ-জল দ্বারা হস্তোদক প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নেত্যাদি শুভলগ্নে অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্মণে অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং ত্রীনতীম্ অমুকদেব্যাভিধানাং কন্যাং শুভ-বিবাহেন দাতুং তবাহং প্রতি জানে।

বরপিতা “বাচঃ” বলিবেন। পরে শুভলগ্নে জী-আচারসিদ্ধ কার্য শেষ হইলে কন্যাদাতা বরকে বাসগৃহে লইয়া কন্যাসম্প্রদান করিবেন।

কন্যা-সম্প্রদান

কন্যাদাতা “ওঁ কর্তব্যেহ্মিন্ শুভকন্যা-সম্প্রদানকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো-ব্রবন্ত” ইত্যাদিরূপে ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন পূর্বক উচ্ছিন্নিত বরকে “ওঁ সাধু ভবানাস্তাং” বলিলে বরও “ওঁ সাক্ষহমাসে” এবং কন্যাদাতা “ওঁ অর্চয়িষ্যামো দ্বিতীয়-

ভবন্তং” বলিলে বরও “ওঁ অর্চয়” বলিবেন। পরে কন্যাদাতা পাণ্ড, অঘ, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, মালা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ফল, তাম্বূলাদি দিরা দক্ষিণভাগে ধারণ করত নিম্নলিখিত বাক্যে বরণ করিবেন। বাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত্যামুকে মাসি (সৌরমাস) অমুকরাশিষ্ণে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রশ্যামুকপ্রবরশ্যামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রঃ অমুকগোত্রশ্যামুকপ্রবরশ্যামুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রঃ অমুকগোত্রশ্যামুকপ্রবরশ্যামুকদেবশর্মাণঃ পুত্রঃ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ অমুকগোত্রশ্য অমুকপ্রবরশ্যামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রশ্যামুকপ্রবরশ্যামুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রীঃ অমুকগোত্রশ্যামুকপ্রবরশ্যামুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যভিধানাঃ কন্যাঃ শুভবিবাহার দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং নৃণে।” বর “ওঁ বৃতোহস্য” বলিবেন।

কন্যাদাতা “যথাবিহিতং বিবাহকর্ম কুরু” বলিলে বরও “ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি” কহিবেন। অনন্তর কন্যাদাতা জ্যো-আচার্য্যস্বামীর মুখচন্দ্রিকা সম্পাদন পূর্বক বাসগৃহে লইয়া বিষ্টের প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্টেরে বিষ্টেরো বিষ্টেরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

বরও ‘ওঁ বিষ্টেবং প্রতিগৃহ্যামি’ বলিয়া গ্রহণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে আসনে রাখিয়া উপবেশন করিবেন, যথা—

ওঁ বয়েহস্মি সমানানামুত্ততামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তুমভিতিষ্ঠামি যো মা কণ্ঠাভিদাসতি।

পরে দাতা পূর্বোক্ত মন্ত্রে অপর একটি বিষ্টের দান করিলে বর পূর্বোক্ত মন্ত্রে গ্রহণ ও তদুপবি প্রক্ষাণিত পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া বসিবেন।

(মতান্তরে—পাণ্ডদানের পর অপরবিষ্টেরদান) পরে কন্যাদাতা “ওঁ পাণ্ডং পাণ্ডং পাণ্ডং প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া পাণ্ড দিলে বর “ওঁ পাণ্ডং প্রতি-গৃহ্যামি” বলিয়া লইয়া ভূমিতে স্থাপন করত তাহা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণপাদে দিবেন, * যথা—

ওঁ বিরাজো দোহোহসি বিরাজো দোহমণীয় মরি পাণ্ডাটম্ বিরাজো দোহঃ।

(শুভ হইলে প্রথমে বামপাদে দিবে।) পরে এক অঞ্জলি জল লইয়া ঐ মন্ত্রে বামপাদে দিবেন। পরে কন্ঠাদাতা “ওঁ অর্ঘোহর্ঘোহর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া অর্ঘ দিলে বর “ওঁ অর্ঘঃ প্রতিগৃহ্ণামি” বলিয়া গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে তুষ্টীভাবে মন্তকে ধারণ করত সেই জল অভিমুখিত করিবেন, যথা—

ওঁ আপঃস্থ যুগ্মাভিঃ সর্কান্ কামানবাগ্নবানি।

পরে বর এই মন্ত্র পাঠ সহকারে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন, যথা—

ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং ধোনিমভিগচ্ছত। অরিষ্টোন্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপরঃ।

অনন্তর কন্ঠাদাতা আচমনার্থ জল লইয়া ‘ওঁ আচমনীষ্মাচমনীষ্মাচমনীষ্মঃ প্রতিগৃহ্যতাং’ বলিয়া দিলে বর “ওঁ আচমনীষ্মঃ প্রতিগৃহ্ণামি” বলিয়া গ্রহণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে উত্তরমুখে আচমন করিবেন, যথা—

ওঁ আমাগন্ বশসা সপ্তম্ভজ বচসা তং মা কুং শ্রিয়ঃ প্রজানামধিপতিঃ পশুনামরিষ্টিং তনুনাম্।

পরে কন্ঠাদাতা কাংশুপাত্রস্থ দধি-মধু-স্বত লইয়া “ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া দিলে বর “ওঁ মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্ণামি” বলিয়া লইয়া “ওঁ মিত্রস্ত্র ত্বা চক্ষুবা প্রতীক্ষে” এই মন্ত্রে দর্শন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে উত্তর হস্তে অঞ্জলিরূপে গ্রহণ করিবেন, যথা—

ওঁ দেবস্ত্র ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোর্ক্সাহভ্যাং পৃক্ষে হস্তাভ্যামাদদে।

পরে আবরণপাত্র উন্মোচন পূর্বক বাম হস্তে গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তুষ্টীভাবে তিনবার আলোচন করিবেন ও অঙ্গুল্যাগ্র দ্বারা তিনবার কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিবেন, যথা—

ওঁ নমঃ শ্রাবাস্ত্রান্নানশনে বত্ত আবিদ্ধং তত্তে নিকৃস্তামি।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুখে দিয়া অবশিষ্ট পূর্বদিকে ফেলিয়া দিবেন, যথা—

“ওঁ যন্নধুনো মধব্যং পরমং রূপমগ্নাণ্ডং তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেন রূপেণাগ্নাণ্ডেন পরমো মধব্যোহগ্নাদোহসানি” এই মন্ত্রে তিনবার ভক্ষণ পূর্বক শেষভাগ উত্তরপার্শ্বে উপবিষ্ট শিষ্যকে দিবেন বা পূর্বদিকে নিক্ষেপ করিবেন অথবা ইচ্ছা থাকিলে সর্বভক্ষণও হইতে পারে কিম্বা লোকের সঞ্চরণশূন্য স্থানে স্থাপন করিবেন।

পরে আচমন পূর্বক প্রাণস্থান সকল স্পর্শ করিবেন অর্থাৎ “ওঁ বায়

আশ্বেষ্ণম্” মন্ত্রে মুখ, “ওঁ নসোম্বে প্রাণোহম্” মন্ত্রে দক্ষিণবামক্রমে নাসিকা-
দ্বয় “ওঁ অক্কোমে চক্ষুরম্” মন্ত্রে চক্ষুদ্বয়, “ওঁ কর্ণয়োর্ম্মে শ্রোত্রমম্” মন্ত্রে
কর্ণদ্বয়, “ওঁ বাহুবোর্ম্মে বলমম্” মন্ত্রে বাহুদ্বয়, “ওঁ উর্যোর্ম্মে ওজোহম্” মন্ত্রে
উরুদ্বয় এবং “ওঁ অরিষ্টানি মেহজানি তনুস্তয়া সহ সন্তু” মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতি পাদ
পর্যন্ত স্পর্শ করিবেন। বর আচমন করিলে কন্যাদাতা খড়্গ গ্রহণ পূর্বক
গোস্থাপন করিবেন। নাপিত তিনবার “গোঃ গোঃ গোঃ” শব্দ উচ্চারণ করিবে
এবং বর নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোমোচন করিবেন, যথা—

ওঁ মাতা রুদ্রাণাং হৃহিতা বসুনাং স্বসাদিত্যানানমৃতশ্চ নাভিঃ । প্রহু
বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদ্বিতিং বধিষ্টে । ময় চামুষ্য চ পাপ্মা হত
ওমুৎসৃজত তৃণাশ্বতুঃ ।

মন্ত্রমধ্যস্থ “অমুষ্য” শব্দ স্থলে কন্যাদাতাব নাম উচ্চারণ্য । * অনন্তর বর
ছায়ায়ণ্ডপে গিয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন । ভূক্ষী-
ভাবে কুশ দ্বারা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল তিনবার মার্জন, গোময় দ্বারা ভূক্ষীভাবে
পূর্বাগ্র রেখাত্রয় অঙ্কন, অশুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা তত্রত্য উৎকর্ণ মৃত্তিকা তিনবার
উদ্ধরণ, ভূক্ষীভাবে জল দ্বারা ত্রিবার অভ্যক্ষণ এবং আশ্বদক্ষিণে অগ্নি আনয়ন
করিয়া জলদিক্কন দ্বারা ক্রব্যাদ অগ্নি ত্যাগ করিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমবাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আগ্নেসম্মুখে স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ
করিবেন, যথা—

ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ।

পরে ধ্যান করিয়া যোজকনামা অগ্নি স্থাপন কদত বাসগৃহে গমন করি-
বেন, ধ্যান যথা—

ওঁ পিতৃভ্রশ্রকেশাশ্বঃ পীনাঙ্গজঠরোহকণঃ । ছাগশ্বঃ সাক্ষস্বত্রোহগ্নিঃ
সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥

অনন্তর বাসগৃহে গিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে কন্যাকে পরিধেয়-
বস্ত্র ও উত্তরীয়বস্ত্র পরিধান করাইবেন, যথা—

ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তিপাবা । শতঞ্চ জীব
শরদঃ সূবর্চা রয়িঞ্চ পুত্রানমুসংব্যম্মায়ুশ্চতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ ॥ ১৥

* ইদানীং অন্তর্দেশে বহিস্থাপন হইতে কন্যার বস্ত্র পরিধান পর্যন্ত কাৰ্য্য পানিগ্রহণ
; দিবসেই হইয়া থাকে ।

ওঁ বা অক্লম্ববয়ন্থ যা অতবত বাশ্চ দেবীশ্চনুভিতোহততহ । তাস্থা দেবী-
জর্সে সখ্যম্ভায়ুম্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর কন্ঠাদাতা পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে
উপবেশন করিবেন ও কন্ঠাকে পশ্চিমাভিমুখে ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্ঠা
ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন । কন্ঠাদাতা কন্ঠা ও বরকে
“ওঁ পরস্পরং সমজ্ঞেতাং” বলিয়া অন্তোন্তের মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে বর
এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ সমজ্ঞস্ত্ব বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নো । সম্মাতরিখা সন্ধাতা সমু-
দেষ্ঠী দধাতু নো ॥

এই সময়েই কন্ঠাদাতা কর্তৃক গ্রন্থিবন্ধন হয় । অনন্তর কন্ঠাদাতা (দাতা-
হং বরুণো রাজা দ্রব্যাদিত্যদৈবতম্ । বরোহসৌ বিষ্ণুকপেণ প্রহিগৃহ্নাত্বয়ং
বিধিঃ । সম্প্রদানের পূর্বে ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরীমতে উক্ত মন্ত্রপাঠ বিহিত আছে,)
“ওঁ এতৈশ্চ সবস্মাচ্ছাদনালঙ্কৃত্যৈ কন্ঠায়ৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার প্রোক্ষণান্তে
“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ” ইত্যাদিরূপে অর্চনা পূর্বক “এতদধিপত্যে দেবায়
ওঁ প্রজাপত্যে নমঃ” “এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবেন ।
পরে তিল, কুশ ও জল লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সম্প্রদান করিবেন অর্থাৎ
কন্ঠাহস্ত সহিত পূর্বগৃহীত জল বরহস্তে অর্পণ করিবেন, যথা—

অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মহাভারতোক্তকন্ঠাদানকল-
প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকাশো বা অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ
প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রশ্রামুক-
প্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেব-
শর্মাণে ববায় ব্রাহ্মণায় অর্চিতায় , অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ
প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রীঃ অমুকগোত্রশ্রা-
মুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রীমতীম্
অমুকীদেব্যভিধানাম্ অর্চিতাং (এই প্রকার তিনবার বলিয়া) এনাং কন্ঠাং
সালঙ্কারাং বাসোমুগাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।

তখন বর “ওঁ স্বস্তি” উচ্চারণ পূর্বক গায়ত্রী ও “ওঁ কল্লমং প্রজাপতি-
দেবতাকা” ইহা পাঠান্তে কামস্তুতি পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ কোহদাৎ কস্মা অদাৎ কামোহদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ
প্রতিগ্রহীতা কাশ্মৈতন্তে ওঁ তব কাম সতা ভূজামহৈ ।

পবে অন্য কোন ব্রাহ্মণ হস্তলেপদ্রব্য দ্বারা বধু ও বর উভয়ের হস্তলেপ, প্রদান করিবেন। সহদেবা, ময়ূর্বহী, অপরাজিতা, শতপুষ্পা, মোহিনী, সৰ্জ-রস, চন্দন, গুঞ্জা, কপূর, মদনকোষ, মধুপুষ্প, কাকোলীলতা, কস্তুরী, জায়ফল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, মেদ, মহামেদ, জীবক, বাসক ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরিমাণে লইয়া একত্র করিবে এবং জামাতার হস্তোপবি বধুব হস্ত রাখিয়া গায়ত্রীপাঠ সহকারে কুশবেণী দ্বারা উক্ত দ্রব্যগুলি বন্ধন করিয়া দিবে। পরে নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিলে বর “ওঁ স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যথা—

ওঁ অশ্বতাতি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মহাভারতোক্তফলপ্রাপ্তিকাম-
নয়া শ্রীবিষ্ণুপীতিকামনয়া বা কৃতৈতৎকৃত্যাদানপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং
কাঞ্চনমূল্যং বা অমুক-গোত্রায়ামুকপ্রববায় শ্রীঅমুকদেবশর্মণে ববায় অর্চিতাম
তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।

এই সময়ে জামাতাকে যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, দাসদাসী প্রভৃতি যৌতুকদ্রব্য প্রদান করিতে হয়। অনন্তর গায়ত্রী পাঠপূর্বক বরও কস্তার উত্তরীষ-বস্ত্র-দশা দ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রহিবন্ধন করিবে। কণপরে অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ পূর্বক বধু ও বরের হস্তগ্রহি মোচন করিয়া দিলে বর ও কস্তা নিজ নিজ হস্ত আঘ্রাণ করিবেন। পবে দাতা অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশাস্তি করিয়া আশীর্ব্বাদাদি করিবেন।

ইতি কৃত্যসম্প্রদান ।

শানি গ্রহণাদি

প্রথমে বর মঙ্গলস্নানান্তে পূর্বোক্ত বহিঃস্থাপন ও বস্ত্রপরিধাপন মন্ত্রে কস্তাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া কস্তাহস্ত ধারণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বহিরানয়ন করিয়া পূর্বস্থাপিত অগ্নির পশ্চিমে গমন করত অবস্থিতি করিবেন, যথা—

ওঁ বদৈষি মনসা দূরং দিশোহহু পবমানো বা । হিরণ্যপর্ণো বৈ কর্ণঃ স য়া
মননসাং করোতু অসৌ ॥

মন্ত্রমধ্যস্থ “অসৌ” স্থানে বধু নাম উচ্চার্য। পরে “ওঁ অশ্বতাতিঃ সমীক্বেথাঃ”

বলিয়া বর-কন্ডাকে পরস্পর মুখাবলোকন করাষ্টলে বর এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতির্যোধি শিবা পশুভ্যঃ স্তুমনাঃ স্তুবর্চা বীরসুদেবকামা
স্তোনা শং নো ভব দ্বিপদেশকতুন্দে । ওঁ সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো
বিবিদ উত্তরস্তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তৃতীয়স্তে মনুষ্যজঃ । ওঁ সোমোহদদদগন্ধর্বায়
গন্ধর্বোহদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহমথো ইমাম্ । ওঁ সা নঃ পৃষা
শিবতমা মৈরয়ৎ ঘা (মে রসয়া ইতি পাঠান্তর) ন উরু উশতী বিহর যশ্চামুশন্তঃ
প্রহরাম শেপং যশ্চামুকামা বহবো নিবিষ্টে ।

বধুবরের নিষ্ক্রমণ হইতে অভিষেককাল পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মণ-
চন্দনচর্চিতকায়ে আশ্রপল্লবযুক্ত-জলকুণ্ড স্নেহে ধারণ পূর্বক বাগ্যত হইয়া অব-
স্থান করিবেন । অনন্তর বস্ত্রবেষ্টিত তৃণপুঙ্ক দক্ষিণপাদ দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া
হোমার্থে উপবেশন করিবেন এবং বধুও তথায় দক্ষিণভাগে উপবিষ্ট হইবেন ।
পরে বর গন্ধাদি দ্বারা যথাশক্তি নিম্নলিখিত বাক্যে ব্রাহ্মণকে বরণ করিলে
তিনিও “ওঁ বৃত্তোহশ্বি” কহিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নেত্যাदि অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ শ্রীঅমুকদেব-
শম্মাণঃ মদীয়বিবাহহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম কর্ত্তুম্মেতিগন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ব্রহ্মত্বেন
ভবন্তুমহং বৃণে ।

পরে বর “যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু” বলিলে ব্রাহ্মণও “যথাজ্ঞানতঃ
করবাণি” বলিবেন । কুশব্রাহ্মণপক্ষে বরণ করিতে হয় না । তৎপরে পূর্বোক্ত
সাধারণকুশণ্ডিকাবিধানে নিম্নলিখিত কাণ্ড করিবেন, যথা—অগ্নির দক্ষিণে
প্রাগগ্র কুশসমেত ব্রহ্মাসন আন্তীর্ণ করিয়া তাহাতে “ব্রহ্মনিহোপবিষ্ঠতাম্”
বলিয়া ব্রহ্মাকে বসাইয়া ব্রাহ্মণের অভাবে কুশময় ব্রহ্মাকে ওঁ ব্রহ্মনি-
হোপবিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে স্থাপন পূর্বক পূজাস্তে অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণমন
করত অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে
সকুৎ অগ্নিপরিস্তরণ ও অগ্নিব উত্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে
স্থাপন করিবেন । যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, দুইটি পবিত্র,
প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, ছয়টি সমাজ্জনকুশ, ত্রয়োদশ উপযমনকুশ, প্রাদেশ-
প্রমাণ তিনটি সমিধ্, ক্রব, আজ্য, তণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণা । এতদ্ব্যতীত
অভিষেকার্থ আশ্রপল্লবাস্ত উদকপূর্ণ কুণ্ড, শূর্ণস্থিত শমীপত্রমিশ্রিত
লাজ, শিলা, শিলাপুত্র (নোড়া,) লোহিতবর্ণ বলীবর্দচর্ম্ম এই সমস্ত

রাখিবেন। তৎপরে পূর্বসংগৃহীত পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশ দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ পবিত্রচ্ছেদন পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রে দিয়া তাহাতে প্রণীতাজল প্রদান করত বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র লইবে এবং প্রোক্ষণীজল দ্বারা প্রণীতাপাত্র ও অন্যান্য পাত্র সংপ্রোক্ষণ করত প্রণীতাদক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন, আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্বক পূর্কাসাদিত আজ্য তাহাতে দিয়া চৰ্কৰ্ণ চকস্থালীতে প্রণীতাজল দিবেন এবং সোদকচকস্থালীতে আসাদিততণ্ডুল দিয়া অগ্নির দক্ষিণে আজ্য রাখিবেন। পরে পর্য্যায়িকরণার্থ জলদগ্নি লইয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে চক তিনবার পরিবেষ্টন পূর্বক সেই অগ্নি পূর্কোক্ত অগ্নিতে ক্ষেপণ করিবেন। অনন্তর পূর্কাসাদিত ঋব লইয়া অধোমুখভাবে অগ্নিতে উত্তপ্ত করত সমার্জজনকুশ দ্বারা মূল হইতে অগ্র, পুনরায় অগ্র হইতে মূল যাবৎ সমার্জজন করিয়া সমার্জজনকুশ পরিত্যাগ করিবেন। পরে প্রণীতোদক দ্বারা অভ্যক্ষণ পূর্বক পুনরায় ঋব প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীব উত্তরে স্থাপন করিবেন। পরে আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী স্থাপন ও তদুত্তরে চক অবতারণ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিদ্ভ্রাত্তোলনরূপ আজ্য উৎপবন ও দর্শন করিবেন। প্রোক্ষণীজল ও পবিত্র তাহাতে রাখিয়া উপবমনকুশ বামহস্তে লইয়া গাত্রোত্থান করত পূর্বসংগৃহীত তিনটি সমিধ্ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন। পরে উপবেশন পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রস্থ সপবিত্র জল লইয়া তদ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে অগ্নি পধ্যক্ষণ করত সম্মুখীকরণ করিবেন।

তদনন্তর প্রণীতায় পবিত্র রাখিয়া সংস্রবার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবেন। পরে যজমান ব্রহ্মাব সহিত অন্বারম্ভ পূর্বক ঋব লইয়া আজ্য দ্বারা আবার ও আজ্যভাগ হোম করিবেন, যথা —

“ও প্রজাপত্যে স্বাহা, ইদং, প্রজাপত্যে” বলিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে তুষী-স্তাবে হোম করিবেন। হোমান্তে ঋবলগ্ন হবিঃশেষ প্রাশনার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে “ও ইন্দ্রায় স্বাহা, ইনমিন্দ্রায়, ও অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে,” এবং “ও সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়” বলিয়া আহুতি দিবেন। তৎপরে মহাব্যাহুতিহোম ও সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তহোমান্তে প্রকৃতকৰ্ম্ম করিবেন। যথা—
বোজকনামা অগ্নি স্থাগম, আবাহন ও পূজা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বাদশটি মন্ত্রে আজ্য দ্বারা রাষ্ট্রকৃদ্ধোম করিবেন, যথা—

ওঁ ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্রতং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ ।
ইদম্ভূতাষাহে ঋতধামেঃগ্নয়ে গন্ধর্ব্বায় ॥ ১ ॥

ওঁ ঋতাষাড়্ তধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তশ্রোষধয়োহপ্সরসো মৃদো নাম তাভ্যঃ স্বাহা ।
ইদমোষধিভ্যোহপ্সরোভ্যো মৃদুভ্যঃ ॥ ২ ॥

ওঁ সপ্‌হিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্রতং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ ।
ইদং সপ্‌হিতায় বিশ্বসায় সূর্য্যায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৩ ॥

ওঁ সপ্‌হিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বস্তশ্র মরীচয়োহপ্সরস আয়ুবো নাম
তাভ্যঃ স্বাহা । ইদং মরীচিভ্যোহপ্সরোভ্য আয়ুভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্রতং পাতু তস্মৈ স্বাহা
বাট্ । ইদং সুষুম্নায় সূর্য্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্ব্বায় ॥ ৫ ॥

ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তশ্র নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম
তাভ্যঃ স্বাহা । ইদং নক্ষত্রেভ্যোহপ্সরোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ ॥ ৬ ॥

ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্রতং পাতু তস্মৈ স্বাহা
বাট্ । ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৭ ॥

ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বস্তশ্রাপোহপ্সরস উর্জো নাম তাভ্যঃ
স্বাহা । ইদমদ্যোহপ্সরোভ্য উর্গ্‌ভ্যঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ ভূজ্যাঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্রতং পাতু তস্মৈ স্বাহা
বাট্ । ইদং ভূজ্যবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৯ ॥

ওঁ ভূজ্যাঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বস্তশ্র দক্ষিণা অপ্সরসস্তাবা নাম তাভ্যঃ
স্বাহা । ইদং দক্ষিণাভ্যোহপ্সরোভ্যস্তাবাভ্যঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ প্রজাপতির্কিঞ্চকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্রতং পাতু তস্মৈ স্বাহা
বাট্ । ইদং প্রজাপত্যয়ে কিঞ্চকর্ম্মণে মনসে গন্ধর্ব্বায় ॥ ১১ ॥

ওঁ প্রজাপতির্কিঞ্চকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্ব স্তশ্র ঋক্সামাণ্যপ্সরস এঠৈরো নাম
তাভ্যঃ স্বাহা । ইদমৃক্সামভ্যোহপ্সরোভ্য এঠিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ দ্বারা জয়হোম করিবেন, যথা—

ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা ইদং চিত্তায় । ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা ইদং চিত্তৈত্য । ওঁ আকূতঞ্চ
স্বাহা ইদমাকূতায় । ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা ইদমাকূতৈত্য । ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা ইদং
বিজ্ঞাতায় । ওঁ বিজ্ঞাতিশ্চ স্বাহা ইদং বিজ্ঞাতৈত্য । ওঁ মনশ্চ স্বাহা ইদং মনসে ওঁ
শকরীশ্চ স্বাহা ইদংশকরীভ্যঃ । ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা ইদং দর্শায় । ওঁ পোর্ণমাসঞ্চ স্বাহা
ইদং পোর্ণমাসায়, ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা ইদং বৃহতে । ওঁ রথস্তরঞ্চ স্বাহা ইদং রথস্তরায় ।

ওঁ প্রজাপতির্জ্ঞানিদ্রাঃ বৃকে প্রায়চ্ছদ্রঃ পৃথনা জয়েবু; তন্মৈ বিশঃ
সমনমন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স ই হব্যো বভুব স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে জ্ঞানিদ্রাঃ ।

পরে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ মন্ত্রে অভ্যাতান নামক হোম করিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহশ্রামাশিষ্যশ্রাং
পূর্বোধায়ামস্মিন্ কৰ্মণ্যশ্রাং দেবহৃত্যাং স্বাহা । (ইদমগ্নয়ে ভূতানামধি-
পত্যে) ॥ ১ ॥

ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহশ্রামাশিষ্যশ্রাং
পূর্বোধায়ামস্মিন্ কৰ্মণ্যশ্রাং দেবহৃত্যাং স্বাহা । (ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধি-
পত্যে) ॥ ২ ॥

ওঁ যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং যমায় পৃথিব্যা
অধিপত্যে) ॥ ৩ ॥

ওঁ বায়ুবন্তরিক্ষশ্রাধিপতিরিত্যাং । (ইদং বায়বে অন্তরিক্ষশ্রাধিপত্যে) ॥ ৪ ॥

ওঁ সূর্যো দিবোহধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং সূর্যায় দিবো-
হধিপত্যে) ॥ ৫ ॥

ওঁ চন্দ্রো নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রা-
ণামধিপত্যে) ॥ ৬ ॥

ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোহধিপতিরিত্যাং । (ইদং বৃহস্পত্যে ব্রহ্মণোহধি-
পত্যে) ॥ ৭ ॥

ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং মিত্রায় সত্যানাম-
ধিপত্যে) ॥ ৮ ॥

ওঁ বরুণোহপামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং বরুণায় অপামধি-
পত্যে) ॥ ৯ ॥

ওঁ সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং সমুদ্রায়
স্রোত্যানামধিপত্যে) ॥ ১০ ॥

ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদম্ অন্নায়
সাম্রাজ্যানামধিপত্যে) ॥ ১১ ॥

ওঁ সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং সোমায় ওষধীনা-
মধিপত্যে) ॥ ১২ ॥

ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবহস্মিন্ রিত্যাং । (ইদং সবিত্যে
প্রসবানামধিপত্যে) ॥ ১৩ ॥

ও কদ্রঃ পশুনাধিপতিঃ স মাষকশ্মিগ্নিত্যাদি । (ইদং কদ্রায় পশুনাধিপত্যে) ॥ ১৪ ॥

পরে জলস্পর্শ পূর্বক পুনশ্চ হোম করিবে ।

ও ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স ইত্যাদি । (ইদং ত্বষ্টে রূপাণামধিপত্যে) ॥ ১৫ ॥

ও বিষ্ণুঃ পর্বতানামধিপতিঃ স ইত্যাদি । (ইদং বিষ্ণবে পর্বতানামধিপত্যে) ॥ ১৬ ॥

ও মরুতো গণানামধিপত্যস্তে মাষকশ্মিগ্নিত্যাদি । (ইদং মরুন্তো গণানামধিপতিভ্যঃ) ॥ ১৭ ॥

ও পিতরঃ পিতামহাঃ পরেত্বরে ততাস্ততামহা ইহ মাষকশ্মিন্ ব্রহ্মণ্যশ্মিন্ ক্ষেত্রেত্বশ্মাশিষ্যশ্মাং পুরোধায়ামশ্মিন্ কশ্মণ্যশ্মাং দেবহূত্যাৎ স্বাহা ।

(ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেত্বাৎ পরেত্বাস্ততামহেভ্যঃ) ॥ ১৮ ॥

পরে উদক স্পর্শ কবিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি দ্বারা আহুতি দিবে, যথা—

ও অগ্নিবৈতু প্রথমো দেবতানাং সোত্বৈশ্চ প্রজাঃ মুকুতু মৃত্যুপাশাং । তদয়ং রাজা একণোহনুমত্ততাং যথেষ্টং স্ত্রী পৌত্রমঘন্ন রোদাং স্বাহা । (ইদমগ্নয়ে) ।

ও ইমামগ্নিস্থারতাং গার্হপত্যঃ প্রজামশৈশ্চ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ । অশূকোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা । (ইদমগ্নয়ে)

ও স্বস্তি নো অগ্নে দিব আপৃথিব্যা বিশ্বানি ধেহুযথা যজত্র যদস্তাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা । (ইদম্ অগ্নয়ে) ।

ও স্নগন্নুপহাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষধ্যে হজরন্ন আযুঃ । অপৈতু মৃত্যুর-মৃতং ন আগাদ্ বৈবস্বতো নো অভয়ং কণোতু স্বাহা (ইদং বৈবস্বতার) ।

ও পরং মৃত্যো অমুপরেহি পহাং যন্তে অস্ত ইতরো দেবযানাস্কক্ষ্মতে শৃণতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রৌরিষোমোত বীরান্ স্বাহা । (ইদং মৃত্যবে) ।

পরে জল স্পর্শ করিবে । অনন্তর কুমারীর ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত লাজ সূর্পে চতুর্ধা বিভাগ করিয়া বরগৃহীত কস্তাগ্নিতে ঘৃতক্ষব উপস্তরণ দিয়া সূর্পস্থ একভাগ লাজ প্রাযুক্তী দণ্ডায়মানা কুমারীর অগ্নিতে প্রদান করত পুনর্বার তদুপরি ঘৃতক্ষব দিবে । অতঃপর বর সেই অগ্নিস্থ লাজ দ্বারা বারত্রয় হোম করিবেন । যন্ত্র যথা—

ওঁ অর্যামণং দেবং কন্তা অগ্নিমযজত, স নো অর্যামা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)। এই মন্ত্রে এক-তৃতীয়াংশ লাজ হোম করিবে।

পরে “ওঁ ইয়ং নার্য্যুপক্রতে লাজানাবপস্তিকা। আয়ুস্মানস্ত মে পতিরেষস্তাং জাতয়ো মম স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)” এই মন্ত্রে অর্ধাংশ হোম করিয়া “ওঁ ইমান্ লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণাংস্তব। যম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরমুমন্ত-তামিগ্নং স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)।” এই মন্ত্রে সমস্ত লাজ অগ্নিতে আহুতি দিবেন। উক্ত মন্ত্রত্রয় কন্তারই পাঠ্য। যদি লজ্জাবশতঃ কন্তা পাঠ না করে, তবে বর পাঠ করিবেন।

পবে বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত কন্তার সান্মুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবেন, যথা—

ওঁ গৃভ্রামি তে সৌভগদ্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্ট্রিযথাসঃ। ভগো অর্যামা সবিতা পুরন্ধিনঃ আতুর্গাহপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমশ্র-মো অহম্। সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং তোরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবটৈ সহ-রেতো দধাবটৈ প্রজাং প্রজনয়্যাবটৈ পুত্রান্ বিন্দাবটৈ বহুন্ তে সন্ত জরদষ্ট্রয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্কু স্মনশ্চমানৌ। পশ্চেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।

তৎপরে বর অগ্নির উত্তরে স্থাপিত শিলাতে বধুর দক্ষিণপাদ নিজ দক্ষিণহস্ত দ্বারা আরোহণ করাইবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ আরাহেমমশ্মানমশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব। অতিতিষ্ঠ পৃতন্ততোহববোধস্ব পৃতনায়তঃ।

অনন্তর বর কন্তাকে শিলায় উত্থাপিত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা গান করিবেন, যথা—

ওঁ সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতী। ষাং ত্বা বিশ্বস্ত ভূতস্ত প্রগায়া-মস্তাগ্রতঃ। যস্তাং ভূতং সমভবদ্ব্যস্তাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামন্ত গাথাং গান্ধামি বা জীণামুত্তমং যশঃ॥

পরে বধুর সহিত বর অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করি-বেন, যথা—“ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্যাবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো জারান্দাগ্নে প্রজয়া সহ।”

অনন্তর পুনরায় কুমারীর ভ্রাতা অঙ্গলিতে লাজ দিয়া পুনর্বার তদুপরি

পূর্ববৎ সূতক্রব দিবে, বর পূর্বোক্ত অর্থ্যমণমিত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবেন, পরে পূর্বোক্ত মন্ত্রে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ববৎ অর্থ্যমণঃ ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে হোমত্রয়, পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নিপ্রদক্ষিণকর্মান্তে চতুর্থ লাজভাগ শূর্পকোণযোগে হোম করিবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ ভগায় স্বাহা।” (ইদং ভগায়)। পরে অম্বা-রন্তুপূর্বক আজ্য দ্বাবা “ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে।” মন্ত্রে প্রাজাপত্য হোম করিবে। তদনন্তর অগ্নির উত্তরে সপ্তমগুলিকা করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত সাতটি মন্ত্রে একৈকশঃ দক্ষিণবামক্রমে কন্টার পাদক্ষেপণ করাইবেন, যথা—

ওঁ একমিবে বিষ্ণুস্তা নমতু। ১। ওঁ দে উর্জ্জৈ বিষ্ণুস্তা নমতু। ২। ওঁ ত্রীণি রায়ম্পোষায় বিষ্ণুস্তা নমতু। ৩। ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্তা নমতু। ৪। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্তা নমতু। ৫। ওঁ ষড়্ভূভ্যো বিষ্ণুস্তা নমতু। ৬। ওঁ সপ্তে সপ্তপদাভব সামামনুভ্রতা ভব বিষ্ণুস্তা নমতু। ৭।

পরে বর মিত্রহস্তস্থ কলসোদক দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধুকে অভিষেক করিবেন, যথা—

ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তান্তে কৃশস্ত ভেষজম্। “ওঁ আপো হি ঠা ইত্যাদি। আপো জনয়থা চ ন” ইত্যন্ত ঋকত্রয়েও অভিষেক কবিতে হয়।

তৎপরে বধুকে সূর্য্যদর্শন করাইবেন, মন্ত্র যথা—“ওঁ সূর্য্যমুদীক্ষস্ব” এই-রূপ অনুষ্ঠা দিয়া—

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্চম শরদঃ শতং জীবম শবদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্। (প্রব্রবাম শবদঃ শতমদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতং ভূমশ্চ শরদঃ শতাৎ)

পরে বর কন্টার দক্ষিণ-স্কন্ধাসক্ত স্বীয় হস্ত দ্বাবা তদীয় হৃদয় স্পর্শ পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তস্তেহস্তু। মম বাচযেকমনা জুযস্ব প্রজাপতিঈ নিযুনক্তু মহম্।

পরে কুমারীকে অভিমন্ত্রিত করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ স্রমজলীরিয়ং বধুরিমাং সমেত পশুত সোভাগ্যমশ্বে দহায়থা স্তং বিপরেতন।



পরে কোন ব্যক্তি অগ্নির উত্তরে বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত স্থানে বৃষের লোহিতচর্মোপরি কত্তাকে উপবেশন করাইলে বরও তথায় উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ও ইহ গাবো নিষীদব্রিহাখা ইহ পূকষাঃ । ইহো সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ পূষা নিষীদতু ।

তৎপরে বব “ও অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে” মন্ত্রে ষিষ্টকৃদ্ধোম করিয়া আচমন পূর্বক কত্তাকে ‘ও ধ্রুবমীক্ষস্ব’ এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া ধ্রুব দর্শন করাইবেন । মন্ত্র যথা—

ও ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবেধি পোষ্যামসি । মহং ত্বাদাদব্রহ্মপতি-
শ্চয়া পত্যা প্রজাবতী সংজীঃ শরদঃ শতম্ ।

বধু না দেখিলেও “পশ্যামি” অর্থাৎ ‘দেখিলাম’ বলিবে । দিবাবিবাহ হইলে সমস্ত কৰ্ম শেষ করিয়া রাত্ৰিকালে ধ্রুব দেখাইতে হয় । পরে বিবাহদিনাবধি তিন রাত্রি বর ও বধু অক্ষারলবণ ভোজন ও ভূমিশয়ন করিবেন ।

পরে চতুর্থীঃহোম ।—প্রথমতঃ শিখিনামা অগ্নিস্থাপন পূর্বক নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে স্তুতযোগে পাঁচটি আহুতি দিবেন, যথা—

ও অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপ-
ধাবামি ষাট্শ পতিয়ী তনুতামষ্টে নাশয় স্বাহা । (ইদমগ্নয়ে) ॥ ১ ॥ (কত্তা-
ভিষেকার্থ ভূতশেষ জলপাত্রে রাখিবেন) ।

ও বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি (কেবল “পতিয়ী” স্থলে “প্রজাবতী”
উচ্চার্য) ॥ ২ ॥

ও সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি (“পতিয়ী” স্থলে “পশুয়ী”) ॥ ৩ ॥

ও চজ প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি (“পতিয়ী” স্থলে “গৃহয়ী”) ॥ ৪ ॥

ও গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি (“পতিয়ী” স্থলে ‘যশোয়ী’) ॥ ৫ ॥

পরে যথাবিধি চক্র পাক করিয়া অবদান-প্রত্যবদান-ধর্ম্মাহুসারে স্থানীপাক-
হোম করিবেন ।

যথা—অম্বারভূপূর্বক স্থানীপাক হইতে চক্র লইয়া “ও প্রজাপত্যে স্বাহা ইদং
প্রজাপত্যে, ও অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে” এই মন্ত্রে প্রজাপত্য
ও ষিষ্টকৃৎহোমাস্তে আজ্য দ্বারা মহাব্যাহতিহোম ও সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম

কর্তব্য। যথা—সকলপূর্বক বিধুনামা অগ্নিস্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র-কয়টি দ্বারা হোম করিবে মন্ত্র যথা—

ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে, ওঁ ভূবঃ স্বাহা ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্যায়,
ওঁ ত্বনো অগ্নে বরুণস্ত বিদ্বান্ দেবস্ত হেলো অবধাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নি-
তমঃ শোভতানো বিশ্বাধেবাঽসি প্রমুখ্যাস্বঃ স্বাহা। (ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্) ॥ ১ ॥

ওঁ সহনো অগ্নেহবনো ভবোতীনোদিষ্ঠো অশ্বা উষসো ব্যাঠৌ
অবধকুনো বরুণঽ রবাণো বীহি যুড়ীকঽ সুহবো ন এধি স্বাহা।
(ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্) ॥ ২ ॥

ওঁ অগ্নাশ্চাগ্নেহশ্বানভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্রময়া অসি। অগ্নানো যজ্ঞঃ
বহাস্ত্রানো ধেহি ভেষজঽ স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে) ॥ ৩ ॥

ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিমাঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভিনে।
অশ্ব সবিতোত যিষুর্বিষ্মে মুঞ্চন্ত মকতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে,
বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মবদ্বাঃ, স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ উদ্ভূতমং বরুণপাশমশ্বদবোধমং বিমধ্যামঽ প্রথায়। অথা বরুণাদিত্যব্রতে
তবানাগসোহদিতয়ে শ্রামঃ স্বাহা। (ইদং বরুণায়) ॥ ৫ ॥

পরে পূর্ণ-হোম করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে। বাক্য যথা—

“অগ্নেত্যাদি মদীয়বিবাহকৰ্ম্মাদ্ভূতহোমকৰ্ম্মণি ব্রহ্মকৰ্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থঃ দক্ষিণা-
মিদং পূর্ণপাত্রং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” ব্রহ্মা “স্বস্তি” বলিবেন।

পরে সংস্রবযুক্ত জলে বধুকে মস্তকে অভিষেক করিবেন, মন্ত্র যথা—
ওঁ বা তে পতিয়ো প্রজাযো পশুযো গৃহযো যশোযো নিন্দিতা তনুজারযো তত-
এনাং করোমি সা জীৰ্য্য ত্বং যয়া সহাসৌ।

মন্ত্রমধ্যস্থ “অসৌ” স্থানে সম্বোধনান্ত বধুনাম উচ্চার্য। পরে বর এই মন্ত্র
পাঠ করত বধুকে স্থানৌপাক প্রাশন করাইবেন, যথা—ওঁ প্রাণৈশ্চৈ প্রাণান্
সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাঽসৈশ্চাঽসানি শুচা ত্বম্।

আর দুইবার অমন্ত্রক প্রাশন করাইতে হয়।

পরে তিলকদানান্তে। সুমিত্রিয়ান ইত্যাদি মন্ত্রে নিজের ও বধুর শাস্তিকৰ্ম্ম
করিয়া শাস্তিজল দ্বারা নিজকে ও বধুকে অভিষেক করত আশীর্বাদ ও
অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এই সময় হইতে সংবৎসর অথবা অশক্ল হইলে
দ্বাদশরাত্র বা ত্রিরাত্র যৈথুন ত্যাগ ও ভূমিণয়ন করিবে। শয়নকালে কেহ
কেহ এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকেন। যথা—

ও তৎপত্নীভিরনুগচ্ছেম দেবাঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃতিকৃত বা হিরণ্যেনাকং
গৃভানাঃ স্কৃতস্ত লোকে তৃতীয়ে পৃষ্ঠৈর্ধিরোচনে দিবঃ ।

তদনন্তর আচারানুসারে ব্রাহ্মণভোজনাদি অত্রান্ত কার্য সম্পাদন করিবে ।

ঋগ্বেদীয় সর্বসাধারণী কুশাণ্ডিকা

(হোম) কালেশি-কৃত

হোমকণ্ঠা প্রায়ুখে উপবেশন করিয়া শরের অন্যান পরিমাণ
(বাহুপরিমাণ) বালুকা-নির্মিত স্থণ্ডিল নির্মাণ ও তাহা গোময় দ্বারা উপ-
লেপন পূর্বক কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলমধ্যে প্রাদেশপরিমাণ ছয়টি রেখা অঙ্কিত
করিবে । যথা—স্থণ্ডিলদক্ষিণপ্রান্তে অষ্টাঙ্গুলি, পশ্চিমে চারি অঙ্গুলি ও উত্তরে
দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থান পবিত্যাগ পূর্বক প্রথমতঃ অগ্নিস্থাপনস্থানের
পশ্চিমে উত্তরাগ্র প্রাদেশপরিমাণ একটি রেখা, তাহার উপরিভাগে দুই প্রান্তে
পূর্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত পবম্পর অসংশ্লিষ্ট দুইটি রেখা, মধ্যে তিনটি প্রাগগ্র
প্রাদেশপ্রমাণ অসংশ্লিষ্ট বেখা কর্তব্য । উল্লেখন কুশমূল সেই স্থণ্ডিলেই
রাখিবে, পূর্বকৃত রেখাগুলি জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করত উক্ত কুশমূল অগ্নি-
কোণে প্রক্ষেপান্তে জল স্পর্শ করিয়া মোনী হইবে । পরে দুই হস্তে অগ্নি
গ্রহণ কবিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আনয়ন করিবে, যথা—“অমন্তে যোনিরিত্যস্ত বিশ্বা-
মিত্রঋষিরগ্নিদেবতাঃ স্তুপ্ ছন্দোঃ শ্রাব্যাবোপণে বিনিয়োগঃ । ও অমন্তে যোনি-
ঋত্বিষো যতো জাতো অরোচথাঃ । তং জানন্নয় আসীদাথানো বর্ধয়া
গিরঃ ।” পরে নিম্নকথিত মন্ত্রে অগ্নি হইতে একটি জলং কাষ্ঠ (ক্রব্যাদাংশ)
দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে, যথা—“ক্রব্যাদমগ্নিমিত্যর্কচ্চ বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নি-
দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্বার্দ্ধেন ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ । ও
ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ।” পরে নিম্নোক্ত
মন্ত্রদ্বয়ে গ্রহণ ও ষড়্ রেখোপবি বহ্নিস্থাপন করিবে । যথা—“ইষ্টৈবায়মিত্যর্কচ্চ
বিশ্বামিত্রঋষিবগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ ।
ও ইষ্টৈবায়মিতবো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ । জুষ্টোদমুনা
ইত্যস্ত বসুশ্রতঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঃ শ্রাব্যস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ও
জুষ্টোদমুনা অতিধির্হঃরাণ ইমং নো যজ্ঞমুপবাহি বিদ্বান্ । বিশ্বা অগ্নে অভি-
যুজো বিহত্যা শক্রয়তা মাতরা ভোজনানি । ও ভূভুবঃস্বঃ ।” পরে প্রচুরতর

কাঠের দ্বারা অগ্নিকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করিবে, যাহাতে অগ্নি কৰ্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত অনিৰ্ব্বাণ থাকে। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে অগ্নিকে আবাহন করিবে, যথা—“এহুগ্ন ইত্যশ্ব রাহুগণো গোতমঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ঔ এহুগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদকুঃ সুপূর এতা ভবানঃ। অবতাং হা রোদসী বিশ্বমিত্রে বজ্রাষহে সৌমনসায় দেবান্।” অনন্তর ‘এষো হ দেব’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে জন দ্বারা প্রদক্ষিণ বেষ্টন করত সম্মুখীন করিবে, মন্ত্র যথা—“ঔ এষো হ দেবঃ প্রদিশোহহু সৰ্ব্বাঃ পূৰ্ব্বো হ জাতঃ স উ গৰ্ভে অস্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রতাঙ্ জনস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ।” অতঃপর “ঔ অন্তেতাদি অমুককৰ্ম্মাদহোমমহং করিষ্যে” এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিবে। “সপ্তহস্ত ইত্যশ্ব বামদেবঋষিরগ্নিদেবতা হুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ঔ সপ্তহস্তচতুঃশৃঙ্গঃ সপ্তজিহ্বো দ্বিগৌধকঃ। ত্রিপাং প্রসন্নবদনঃ সুখাসীনঃ শুচিস্মিতঃ। স্বাহাস্ত দক্ষিণে পাশ্বে দেবীং বামে স্বাং তথা। বিদ্রদক্ষিণহষ্টৈশ্চ শক্তিমনঃ স্রবং স্রবম্। ভোমরং ব্যজনং বামৈশ্চ তপাদ্রক ধারয়ন্। আশ্রাভিমুখমাসীন এবংরূপো হতাশনঃ।” এইরূপ ধ্যানান্তে যথাযথ অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্বয় প্রজাপতিকে মন মনে চিন্তা করিয়া মৌনভাবে অগ্নিতে অর্পিত নিয়। মতান্তরে এ বিষয়ে মন্ত্র নিহিত আছে, যথা—“ঔ পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ভূয়াঃ সুপূৰ্ণমসি সুপূৰ্ণং মে ভূয়াঃ সদসি সন্নে ভূয়াঃ সৰ্ব্বমসি সৰ্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষিতিবসি মামক্ষেষ্ঠাঃ (প্রাচ্যাং দিশি) দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তান্। (দক্ষিণশ্চাং দিশি) মাসাঃ পিতরো মার্জ্জয়ন্তান্। (প্রতীচ্যান্দিশি) গ্রহাঃ পশবো মার্জ্জয়ন্তান্। (উদীচ্যাং) আপ ওষধয়ো বনস্পত্যয়ো মার্জ্জয়ন্তান্। (উর্দ্ধে) যজ্ঞঃ সৰ্বংসবঃ প্রজাপতিমার্জ্জয়ন্তান্।” অনন্তর পবিসমূহন কর্তব্য, যথা—অগ্নিস্থান হইতে অষ্টাঙ্গুল-ব্যাপ্ত স্থানে দৈশানকোণ হইতে দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক পৰ্য্যন্ত জনঘুক হস্ত দ্বারা তিনবার মার্জন করিবে অথ পৰ্য্যাক্ষণ। যথা—অগ্নির পূৰ্ব হইতে দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক অবধি জনগারা দ্বারা এমনভাবে অগ্নিক পৰ্য্যাক্ষিত করিবে—যাহাতে হোমীয় দ্রব্যও পৰ্য্যাক্ষিত হয়। অথ পরিস্তরণ। যথা—সাগ্র কুশ লইয়া অগ্নি হইতে অষ্টাঙ্গুল অন্তরিত স্থানে পূৰ্ব উত্তরাগ্র কুশমুষ্টি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এইরূপ দক্ষিণে পূৰ্বাগ্র, পশ্চিমে উত্তরাগ্র, উত্তরে পূৰ্বাগ্র কুশমুষ্টি দ্বারা তিন তিনবার আশ্রবণ করিবে। অতঃপর ব্রহ্মস্থাপন, যথা—

দ্বিতীয়—৭

ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মপক্ষে বথাশক্তি ব্রহ্মাকে বরণ করিতে হয়, কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে বরণব্যতিবেকে ব্রহ্মার কার্য্য হোতা স্বয়ংই কবিবে। ব্রহ্মা অগ্নিব পূর্ব্বভাগ দিয়া দক্ষিণভাগে গমন পূর্ব্বক অগ্নিদক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র আশ্তৌর্ণ কুণো-পরি কুশাসন বা বিষ্টেব পাতিরা, তদুপরি পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করত নিম্নকথিত মন্ত্রে ব্রহ্মাসন দর্শন করিবেন। যথা -

“ও অহেদৈবি সব্যোদতস্তিস্তান্না সদনে সীদ যো অশ্বং পাকতবঃ।”

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মাসন হইতে বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুলি দ্বারা একটি কুশপত্র লইয়া নৈঋতকোণে নিক্ষেপ কবিবেন। মন্ত্র যথা—
“নিরস্ত ইত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা অমৃষ্টে, প্ ছন্দস্তৃণাদিনিরসনে
বিনিয়োগঃ। ও নিবস্তঃ পরাবসুঃ।” অনস্তব ভ্রম স্পর্শ পূর্ব্বক “ইদমহমিত্যস্ত
প্রজাপতিঋষিরমৃষ্টে, প্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মাপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও
ইদমহমর্ষীবসোঃ সদনে সীদামি।” এই মন্ত্র জপ পূর্ব্বক উপবেশন করিবেন।
অনস্তর হোতা গন্ধপুষ্পাদি দ্বাৰা ব্রহ্মাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—
“ব্রহ্মা দেবানামিত্যস্ত দৈবো দাসিঃ প্রতদনঋষিস্ত্রিষ্টে, প্ ছন্দঃ পবমানসোমো
দেবতা ব্রহ্মাসনে বিনিয়োগঃ। ও ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাংবিবি-
প্রাণাং মাহিবো যুগাণাম্। ঞোনো গৃধ্রাণাং স্বথিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্র-
মভ্যতি বেভন্।”

অনস্তর ব্রহ্মা নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ কবিবেন। যথা—প্রজাপতিঋষি-
রমৃষ্টে, প্ ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ও বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদন
আশিষ্যতে বৃহস্পতে বজ্রং গোপাম (স বজ্রং পাহি স বজ্রপতিং পাহি স মা’
পাহি ভূভূবঃ স্বঃ বৃহস্পতিপ্রসূতঃ)

অথ পাত্রাসাদন। যথা—উত্তরাগ্র আশ্তৌর্ণ দভোপরি প্রোক্ষণীপাত্র,
প্রণীতাপাত্র, আজ্যস্থালী, (প্রকৃতকর্মে চক থাকিলে চকস্থালী, দক্ষী, মেক্ষণ)
কনণ্ডনু, স্কন্ধ, স্কব, বহিঃ, ইয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংস্থাপিত করিবে।
অরুদ্রি-পরিমাণ পঞ্চদশ পলাশ বা উড্, ঘরশাখা, ইধু, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে।

• রজ্জুকরণ, যথা—প্রাদেশপরিমিত ৩৬টি কুশ লইয়া তন্মধ্যে ১২টি ১২টি
কুশ দ্বারা সন্ধিত্রয়বতী রজ্জু, প্রদক্ষিণভাবে নির্মাণ করিবে। পুনশ্চ উক্তরূপ
আর একটি রজ্জু করিয়া উভয়কে প্রদক্ষিণভাবে যোগ করিবে। পুনশ্চ অপর
একটি নির্মাণ করিয়া পূর্ব্বের সহিত যোগ করত শেষভাগে প্রদক্ষিণভাবে
গ্রহি দিবে।

অথ বহি আসানন । উক্তপ্রকারে আব একটি বজ্জ, করিয়া উত্তরাগ্রভাবে ভূমিতে রাখিবে, পরে প্রাদেশপরিমিত কুশমুষ্টি ছেদন পূর্বক তদুপরি স্থাপন করত সেই বজ্জ দ্বারা বহি দুইবার বেঠেন করিবে, বহিমূলও দুইবার বেঠেন করিবে ও সেই বজ্জকে প্রথম বেঠেনের অধোদেশে লইয়া যাইবে । পূর্বোক্ত দ্বিতীয় বজ্জ দ্বারা ইধাকে একবার বেঠেন পূর্বক বন্ধন করিবে । অনন্তর চকস্থালী-প্রোক্ষণী, দর্বা-ক্ষব, প্রণীতা-আজ্যপাত্র, ইধ-বহি, শূর্ণ-কৃষ্ণাজিন, উদখল-মুঘল এই দুই দুইটি পাত্র পবম্পর অসংশ্লিষ্ট অবস্থায় দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া অগ্নোমুখ করিয়া রাখিবে । অতঃপর অনামায় কুশ বাঁধিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্র রাখিয়া জলপূর্ণ কবত তাহা উত্তোলন করিবে । উভয় হস্তেব অনান্না ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বাবা পবিত্রকে মূলাধোদেশে উত্তরাগ্রভাবে ধরিয়া তাহা দ্বাবা কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীজল তিনবার ভূমিতে ফেলিবে । অপর পাত্র-গুলি উত্তোলন করিয়া ইধাকে বন্ধনমুক্ত করিবে ও প্রোক্ষণীজল দ্বারা সমস্ত পাত্র তিনবার প্রোক্ষিত করিবে । পরে প্রোক্ষণীপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল কমণ্ডলুতে বাধিয়া প্রণীতাপাত্র অগ্নির পশ্চিমে রাখিবে ও তাহাতে পবিত্র স্থাপন পূর্বক উৎপবনক্রমে কমণ্ডলুজল দ্বাবা প্রণীতাপাত্র পূরণ করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্পাক্রান্ত দিবে, পরে ব্রহ্মাকে এই মন্ত্র বলিবে । যথা—“প্রজাপতিঋষি-ব্রহ্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহপঃপ্রণবনর্থজপে বিনিয়োগঃ । ও ব্রহ্মব্রপঃ প্রণেষ্যামি ।”

অনন্তর ব্রহ্মা নিম্নোক্ত বাক্যে অমৃত্যু দিবেন । যথা—‘প্রজাপতি-ঋষিব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ । ও ভূভূবঃস্বরূপতিপ্রমৃতঃ’ এই মন্ত্র জপান্তে “ও প্রণব” বলিবেন । অতঃপর ব্রহ্মা অবজ্জিয় বাক্য বলিবেন নঃ । অনন্তর হোতা অগ্নির উত্তরে প্রণীতা রাখিয়া আটটি কুশপত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে ।

অথ আজ্যসংস্কার । যথা—ঘৃতপাত্রে ঘৃত রাখিয়া অগ্নির উত্তরে জলং অঙ্গার আকর্ষণ পূর্বক তদুপরি ঘৃতপাত্র স্থাপন করত ঘৃত দ্রবীভূত করিবে । পরে জলং কুশ দ্বারা ঘৃত বেঠেন করিয়া দুইটি কুশপত্র ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করত ঘৃত শোধন করিবে । পুনশ্চ জলংকুশ দ্বারা বেঠেন করিয়া সেই কুশ আজ্য-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে মন্থখস্থ আস্তোর্ণ কুশোপরি ঘৃতপাত্রে রাখিবে । আকুণ্ডে অঙ্গার অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপবন কর্তব্য । যথা—পবিত্র গ্রহণ করিয়া ‘প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো' এই মন্ত্রে নথব্যতিরিক্ত অস্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে ছেদন করিয়া 'প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে অভ্যঙ্গণ করিবে। পরে বাম হস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রদ্বয়ের অগ্র ও দক্ষিণ হস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল ধারণ করিয়া পূর্বাগ্র ও অসংশ্লিষ্টভাবে পবিত্রমধ্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত গ্রহণ করিয়া "সবিতুষ্ঠেত্যশ্চ হিরণ্যসুপঋষিঃ সবিতা দেবতা পুরউষিকৃচ্ছন আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুষ্ঠা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যশ্চ রশ্মিভিঃ" এই মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ও অপর দুইবার অমন্ত্রক ঘৃত দিবে। ঐ পবিত্রদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে।

অথ ঋবাদিসংস্কার। যথা—ঋক্ ও ঋব ধৌত ও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বামহস্তগৃহীত দর্ভ দ্বারা মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত মার্জন করত "ওঁ প্রত্যাষ্টং রক্ষ প্রত্যাষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষ নিষ্টপ্তা অবাতয়ঃ" এই মন্ত্রে পুনঃ প্রতপন করিয়া দক্ষিণহস্তে গৃহীত কুশাগ্র দ্বারা তিনবার মার্জন করিবে। ঐকপ বারদ্বয় কর্তব্য। প্রোক্ষণ ও দ্রতাভি-
ধারণান্তে অগ্র ও আজ্যের মধ্যস্থান দিয়া লইয়া আজ্যদগ্নিগে কুশোপরি স্থাপন করিবে। এইরূপে দল্লী ও মেক্ষণ সংস্কার কবিত্তে ২য়। প্রকৃতকর্মে চক্ৰহোম থাকিলে এই সময়েই চক্ৰপ্রপণ করিবে। চক্ৰস্থালী তাম্রময়ী বা মৃন্ময়ী কর্তব্য বামহস্তে চক্ৰস্থালীর কণ্ঠ ধরিয়া তন্মধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্র দিয়া আতপতগুল বৈণবমূর্ধে রাখিবে। চাবি চাবি মুষ্টি প্রঃণ করিবে। যথা—ওঁ অমুন্মৈ ত্বা (যে দেবতার উদ্দেশে চক্ৰহোম, তার নাম উল্লেখ্য) জুষ্টং নির্কপামি" এবং "অমুন্মৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।" এই মন্ত্রে নির্কপণ ও প্রোক্ষণ কবিয়া উদুখলে স্থাপন পূর্বক মুষলেব দ্বারা আবৃত ও মূর্ধ দ্বারা প্রক্ষোভন করত তিনবার প্রক্ষালন করিয়া পাকানুকূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তন্মধ্যে ঘৃত দিয়া জলৎকালে স্থালীমধ্য দেওয়া উত্তরে অবতারণ পূর্বক অগ্নি ও আজ্যের মধ্যস্থান দিয়া লইয়া আজ্যেব দক্ষিণস্থ কুশোপরি রাখিবে। পরে যথাযথ অগ্নির নামকরণ (অগ্নে ত্বং পাবকনামাসি) করত গন্ধপুষ্পাক্ত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—"বিশ্বানি ন ইতি তিস্রণাং বসুশ্রতঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দোহগ্ন্য-
র্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিদ্ধুঃ ন নাবা

হুৱিতাতিপথি । অগ্নে অত্রিবন্ নমসা গৃণানো অশ্মাকং বোধ্যাবিতা তনুনাম্ ।
ওঁ যজ্ঞা হুদা কৌরিণা মনুমানো মর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি । জাতবেদো যশো
অশ্মানু ধেহি প্রজাতিবগ্নেবমৃতমশ্বান্ । ওঁ যতৈশ্ব হং স্কৃতে জাতবেদ উলোক-
মগ্নে কৃণবশ্চোনম্ । অধিনং স্পুঞ্জিনং বীরবন্তং গোমন্তং বয়িং ন শতে
শস্তি ।

অথ ইথাধান । ইথাধান বজ্জ বামকরে বেঠেন করিয়া নিম্নলিখিত
মন্ত্রে ইথাধক অগ্নিতে প্রতপ্ত কবিবে । মন্ত্র যথা—‘প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা
ইথাপ্রতপনে বিনির্যোগঃ । ওঁ প্রতাপ্তে বক্ষ প্রতাপ্তে অবাতয়ো নিষ্টেপ্তে
বক্ষ নিষ্টেপ্তে অবাতয়ঃ (উর্ল্লন্তনিক্রমবেমি) । পরে বামহস্তে ইথা বাথিয়া
মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে যতসেক কবত দক্ষিণ হস্তে ইথা লইয়া নিম্নোক্ত
মন্ত্রে হোম কবিবে, যথা—

অগ্নয় ইথা ইতাস্থ বামদেবঋষির্জাতবেদা অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টেপ্
ছন্দ ইথাধানে বিনির্যোগঃ । ওঁ অগ্নয় ইথা অগ্না জাতবেদশ্চেনেদ্যশ্ব
বর্জস্য চেদ্ধ বর্জস্য চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্জস্বর্জসেনান্নাভেন সমেধষ
স্বাহা । “ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং নমম ।”

এই মন্ত্রে হতশেষ রাথিয়া অমন্ত্রকভাবে আচার-হোমাস্তে আজ্যভাগ-হোম
কবিবে, যথা—স্বব দ্বাবা চতুর্দ্ধা স্রকে যত বাথিয়া বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ
পর্যন্ত অমন্ত্রক অবিচ্ছিন্ন যতধাবা দিয়া পুনশ্চ পূর্কোক্তভাবে স্রকে যত লইয়া
নৈঋতকোণ হইতে ঐশান-কোণ পর্যন্ত অমন্ত্রক অবিচ্ছিন্ন যতাহতি দিবে ।
আজ্যভাগ যথা—অগ্নিব উত্তর-পার্শ্বে “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম,”
দক্ষিণপার্শ্বে “ওঁ সোমায় স্বাহা সোমায় ইদং নমম” এই মন্ত্রে স্বব
দ্বাবা যতাহতি দিবে । ইতি আজ্য-ভাগাস্থা দুশণ্ডিকা ।

পবে প্রকৃতহোম কর্তব্য । প্রকৃতকর্মোক্ত অগ্নিব নামকরণ,
আবাহন ও পূজাস্তে প্রকৃতকর্ম বিহিত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-
হোম করিবে । প্রকৃতকর্ম আজ্যহোম হইলে আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত-
হোমাস্তে দ্বিষ্টকং হোম কবিবে । প্রকৃতকর্ম চক্রহোম বিহিত হইলে
চক্রশেষ দ্বারা প্রথমতঃ দ্বিষ্টকং হোম করিয়া পরে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে ।
মন্ত্র যথা—“অগ্নত্যাগি অমুককন্যাহোমকর্মণি যদৈগুণ্যং জাতং তদোষ-
প্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্নাম ।

পরে দিধু নামক অগ্নির স্থাপন, আবাহন ও পূজাস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম

করিবে—‘অগ্নাচ্চাশ্ব ইত্যশ্ব ত্রিগন্ধবিধিগানানাগ্নিদেবতা পঙ্কজিহ্বাঃ প্রায়-
 শ্চিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নাচ্চাশ্বৈহস্রনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত
 নয়া অসি, অগ্নাসা বয়সা কৃতোহয়সন্ হবামুতিষে অন্নানো দেহি ভেষজং
 স্বাহা। অগ্নাস অগ্নয় ইদং নমম। অতো দেবা ইত্যশ্ব মেধাতিথিগন্ধবি-
 দেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা
 অদন্ত নোষতো বিকুবিতক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তরাসাঃ স্বাহা দেবেভ্য ইদং
 নমম। ইদং বিকুবিত্যশ্ব মেধাতিথিগন্ধবিধিগানানাগ্নিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়-
 শ্চিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ইদং বিকুবিতক্রমে দেবা নিদধে পদং সমুচ্যমশ্ব
 পাংস্তলে স্বাহা, বিষ্ণব ইদং নমম। ভূবাদিব্যাস্ততানাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-
 ভরদ্বাজাঋষয়োহগ্নি-বাহু-সূর্যা দেবতা গায়ত্র্যাক্ষিগণ্ডে,ভচ্ছন্দাংসি প্রায়-
 শ্চিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবগ্নয়ে চ পৃথিৱী চ দিব্যাগ্নি চ মহতে চ স্বাহা,
 ভূবগ্নয় ইদং নমম। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় চ দিব্যাগ্নি চ মহতে চ স্বাহা,
 ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় চ ইদং নমম। ওঁ যঃ সূর্যায় চ দিব্যাগ্নি চ মহতে চ
 স্বাহা, সূর্যায় দিব্যাগ্নি মহতে ইদং নমম। সনস্তানাং ব্যাস্ততানাং প্রজাপতি-
 ঋষির্হুতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিচন্দ্রমো-নক্ষত্র-নিশো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহোমে
 বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভূবঃঃ প্রজাপত্যে চ চন্দ্রমেন চ নক্ষত্রভ্যশ্চ
 দিগ্ভ্যশ্চ দিব্যাগ্নি চ মহতে চ স্বাহা, প্রজাপতি-চন্দ্রমো-নক্ষত্র-দিগ্ভ্য
 ইদং নমম। যৎ পাকত্রা ইত্যশ্ব ত্রিগন্ধবিধিগানানাগ্নিদেবতা ত্রিষ্টেপ্ ছন্দঃ সৰ্বপ্রায়-
 শ্চিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ পাকত্রা মনসা দোনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মনতে
 মত্ৰ্যাসঃ। অগ্নিষ্টদ্ধোতা কহুবিদ্ বিজ্ঞানন্ যজিষ্ঠো দেবা ঋতুশো যজ্ঞাতি স্বাহা,
 অগ্নয় ইদং নমম। পুরুষসম্মিত ইত্যশ্ব ত্রিগন্ধবিধিগানানাগ্নিদেবতা ত্রিষ্টেপ্
 ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষ-
 সম্মিতঃ অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেথ যথা তথং স্বাহা, অগ্নয় ইদং নমম। যদ্বো
 দেবা ইত্যশ্ব সৌর্যোহভিতপাঋষিঃ সূর্যো দেবতা ত্রিষ্টেপ্ ছন্দো
 দ্রব্যবিপর্যাস-কালবিপর্যাস-মন্ত্রবিপর্যাস-তন্ত্রবিপর্যাসার্থ-প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহোমে
 বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্বো দেবাশ্চক্রম জিহ্ববা গুরুমনসো বা প্রযুতী দেবহেলনম্।
 অরাবা যো নো অভিতৃচ্ছুনায়তে তস্মিন্ তদেনো বসবো নিধেতন স্বাহা।
 (মতান্তরে যদ্বো দেবা ইত্যশ্ব অভিতপা ঋষির্মকতো দেবতাস্ত্রিষ্টেপ্ ছন্দো
 দ্রব্যবিপর্যাস-কালবিপর্যাস-মন্ত্রবিপর্যাস-তন্ত্রবিপর্যাসার্থ-প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহোমে
 বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্বো দেবা অভিপাতয়ানি বাচা চ প্রযুতী দেবহেলনম্।

অরা যো অশ্বানভিহুচ্চুনাযতে অন্ত্রজাশ্বান্ মরুতস্তন্নিধেতন স্বাহা ।
মকদ্ভ্য ইদং নমম) । অনাজাতমিতিমন্ত্রস্ত হিরণ্যগৰ্ভঋষিরগ্নিদেবতা অমুষ্টুপ্
ছন্দো জাতাজাতদোষনির্হণার্থঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ও
অনাজাতং যদাজাতং যজ্ঞস্ত ক্রিয়তে মিত্ৰ । অগ্নে তদস্ত কল্পয় হং হি বেথ
যথাতথং স্বাহা, অগ্নয় ইদং নমম ।

অথ স্থিষ্টকৃত্যহোম । চক্ৰহোমস্থানে চক্ৰ দ্বাবাই স্থিষ্টকৃত্যহোম করিবে ।
অজ্যহোমস্থানে প্রায়শ্চিত্তহোমস্থানে ক্ষব দ্বাবা ক্ষব চক্ৰে! মত দিয়া
নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নিব ঐশানকোণে হোম কাওবে । যথা — ‘মদস্তোতাস্ত
‘ইব্যাগৰ্ভঋষিঃ স্থিষ্টকৃত্যগ্নিদেবতা ‘অতিবৃতি’তদঃ স্থিষ্টকৃত্যহোমে বিনিয়োগঃ ।
ও য স্ত কৰ্ম্মণোত্ততাতীবিচ’ যদা নাননিহাকান্ । অগ্নিষ্টংস্থিষ্টকৃত্যদ্বিহান্
সৰ্বং স্থিঃ স্ততঃ কবাতু মে । অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে স্তততহতে সৰ্বপ্রায়-
শ্চিত্তান্তীনাঃ কামান্ । সমৰ্দ্ধগ্নিরে সৰ্বান্নঃ কামান্ সমবদ স্বাহা, অগ্নয়ে
স্থিষ্টকৃত ইদং নমম ।”

পরে ইগ্ৰবন্ধনাজু দানন্ত চইতে উদ্ধৃত করিয়া “ও দাদ্রায় স্বাহা”
মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে (কদ্রা ইদং নমম) ।

অথ পূর্ণ-হোম । মৃত নামক অগ্নিস্থাপন ও পূজা করিয়া মৃতপূর্ণ
ক্ষব দ্বাবা নিম্নোক্ত মন্ত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণাহুতি দিবে । মুদানানিত্যাদি
তিস্থণাঃ বাগদেবঋষিরাপো দেবতাঃ প্রথমান্নাঙ্গিষ্টে ন অন্যান্নোজগতী-
চ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ও মুদানং দিবে অরুণঃ পৃথিব্যা
বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিন্ । কবিঃ সম্রাজমতিথিঃ জনানানাসন্ন পাত্রঃ
জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা । ও সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ সপ্তকণ্ঠঃ
সপ্তধাম প্রিয়ানি । সপ্তহোজাঃ সপ্তা হা যজন্তি সপ্তযোনীরাপুণম মতেন
স্বাহা । ও ধানং বিধ্বং ভূবনমবিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে লগ্নস্তরাযুনি । অপাঃনৌকে
সমিথে য আভুতস্তনগ্ৰাম মমুমন্তঃ ত উশ্বিঃ স্বাহা । অহ্য ইদং নমম ।

পরে পূর্ণপাগ্রীকৃত প্রণীতাপান আনয়ন পূর্বক কুণোপরি স্থাপন করিয়া
“ও পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ স্পূর্ণমসি স্পূর্ণং মে ভূয়াঃ সদসি সন্নে ভূয়াঃ
সৰ্বমাণ সৰ্বং মে ভূয়াঃ । অক্ষিতরসি মাম ক্বেষ্ঠাঃ” এই মন্ত্রজপান্তে পঞ্চ-
দিকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে জলসেক করিবে । যথা—পূর্বেদিকে “ও দেবা
ঋষিজো মার্জয়ন্তাম্ ।” দক্ষিণে “ও পিতরো মার্জয়ন্তাম্ ।” পশ্চিমে “ও
গ্রহাঃ পশবো মার্জয়ন্তাম্ ।” উত্তরে “ও আপ ওষধি-বনস্পত্যরো মার্জয়ন্তাম্ ।”

উর্ধ্বে “ওঁ বজ্রঃ সৰ্বস্বরঃ প্রজাপতিমার্জয়তাম্।” অনন্তর প্রণীতোদকে বজ্রমানকে এই মন্ত্রে অভিষেক করিবে। যথা—“আপোহস্মান্ ইত্যস্ত দেব-
শ্রবাক্ষবিরাপো দেবতাস্তিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো অস্মান্
মাতরঃ শুক্লরক্ত ঘৃতেন নো ঘৃতপূঃ পুনস্ত। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি
দেবো কদিদাত্যঃ শুচিরাপূত এষি। ইদমাপ ইত্যস্ত সিন্ধুদ্বীপাক্ষবিরাপো
দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্মিত্র্যান আপ ওষদঃ
সস্ত” এই মন্ত্রে ভূমিতে ছিটা দিবে। “ওঁ দুর্শিত্র্যাস্তৈশ্চ সস্ত যোহস্মান্
দ্বেষ্টি যঞ্চ বহুং দ্বিশ্বঃ” এই মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে, পরে পরিস্তুরণ-
কুশ দ্বারা অক-অবের অগ্র, মধ্য ও মূল মার্জনা করিয়া কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিবে। অনন্তর হোতা সংস্হাজপ করিবে। যথা—“অগ্নে হব্র ইত্যাদি
চতুর্ধাচস্ত গোপায়না বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রতবন্ধুঃ প্রিয়বন্ধুঃ ক্রমেণ ঋবয়োহগ্নির্দেবতা
দ্বিপদাবিরাট্ ছন্দোহগ্ন্যপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে হব্রো অস্তম উত ত্রাতা
শিবো ভবাদকথ্যঃ। বসুরগ্নিবসুশ্রবা আচ্ছানক্ষি দ্যুমন্তমং বস্মিন্দাঃ। ওঁ সানা
বোবি শ্রবী হব মুকষ্যা নো অবায়তঃ সমন্থাং। তং হা শোচিস্ত দোদিঃ
সুয়ায়নুনমীমহে সখিত্যঃ। ওঁ চম ইত্যস্ত হিরণ্যস্পৃপাক্ষিঃ সাবহতোহগ্নি-
র্দেবতা উপরিষ্টাদব্রহতীচ্ছন্দঃ সংস্হাজপো বিনিয়োগঃ। ওঁ কমে স্ববচ মে
যজ্ঞোপ চ তে নমঃ। যন্তে নূনং তন্মে ত উপযন্তেহতিবিক্রং তৈশ্চ তে নমঃ।
ওঁ বজ্র বজ্রপতিং গচ্ছ স্বাং বোনিং গচ্ছ স্বাহা ওঁ স্বস্তি। শ্রক্কাং মেধাং বশঃ
প্রজ্ঞাং বিজ্ঞাং বুদ্ধিং শ্রিগ্নং বলম্। আগ্ন্যং তেত্র আবোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন
দেহি মে হব্যবাহন ওঁ নমঃ।” ব্রাহ্মণব্রহ্মপক্ষে সংস্হাজপ ব্রহ্মারও কর্তব্য।
পরে ব্রহ্মদক্ষিণা দিয়া পরিস্তুরণকুশ স্থালীস্থ ঘৃতে অভিষারিত করিয়া “ওঁ
সর্পেভ্যঃ স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিবে। পরে স্রবাগ্নে গৃহীত বিভূতি অঙ্গুষ্ঠ ও
অনামা দ্বাৰা নিয়োক্ত মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া তিলক দিবে, যথা—

“মানস্তোক ইত্যস্ত কুংসাক্ষির্জগতীচ্ছন্দো কন্দ্রো দেবতা বিভূতিগ্রহণে
বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোবু মানো অশ্বেষু
রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুজ্র ভামিতো বধীর্বিষমন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে।”

পরে নিয়োক্ত মন্ত্রে তিলক ধারণ করিবে, যথা—

“ওঁ ত্র্যায়ুদং জমদগ্নেঃ। জমদগ্নে—ওঁ কশ্যপস্ত ত্র্যায়ুদম্। নাভিতে—
ওঁ অগস্ত্যস্ত ত্র্যায়ুদম্। দক্ষিণকন্ধে—ওঁ বান্দবান্নাং ত্র্যায়ুদম্। বামকন্ধে—ওঁ
তন্মে অস্ত ত্র্যায়ুদম্। মস্তকে—ওঁ সর্করমন্ত শতায়ুদম্।”

পরে অগ্নি বিসর্জন করিবে, যথা—

ত্রিভুবাধির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্নিবিসর্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অভ্যাব-
মিদদ্রয়েঃ নিষিক্তং পুঙ্কবে মধু । অব তস্ম বিসর্জনে । (ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রঃ
গচ্ছ) ‘ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব’ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলে ছুঁকা দি নিষ্ক্রেপ করিবে ।
পরে শান্তি কর্তব্য ।

ইতি সর্বসাধারণী কুশণ্ডিকা ।

ঋত্বিকদ্বয়ের গর্তাধানে

প্রথম ঋত্ব হইতে ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুনরুত্রে পতি
নিত্যক্রিয়াস্তুে সগণেশ-গোয়াদি ষোড়শগাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
সমাপন করিবেন । যতান্তরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিতে হয় না । পবে লগ্নসময়ে
ছায়াবর্ণপে প্রাঙ্গুণ হইয়া আননে উপবেশন করিবেন । পত্নী অঙ্গুলতা
নূতনবস্ত্রপবিধানা হইয়া পতিব বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন । পতি
সাধারণী কুশণ্ডিকা অনুসাবে স্থণ্ডিল-সংস্কার-উপলেনপনাদি মেক্ষণ-সংস্কার
পর্যন্ত কার্যা করিয়া চক্ৰপণ করিবেন । মুষ্টিগ্রহণাদি যথা—“ওঁ প্রজাপত্যে
ত্বা জুহেঃ নিরুপামি ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুহেঃ প্রোক্ষামি” এই মন্ত্রে নিরুপণ
ও প্রোক্ষণ করিয়া যথাযথভাবে চকপাক করিবেন । পরে মাকতনামক
বাহুস্থাপন ও পূজনাতে আচার ও আজ্যভাগান্ত কৰ্ম করিবেন । পবে
পত্নী অঙ্গুলতা হইয়া অবদানপ্রণালীতে চক গ্রহণ করিয়া “ওঁ প্রজাপত্যে
স্বাহা প্রজাপত্যে ইদং নমম” এইরূপে চকহোম করিয়া নিম্নোক্ত সাতটি মন্ত্রে
আজ্যাহুতি দিবেন । যথা—

বিষ্ণুর্যোনিমিতি তিস্রাং ত্রুত্বা ঋষিরনুষ্টপ্ ছন্দো বিষ্ণাদয়ো দেবতা
গর্তাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্রুত্বা
রূপাণি পিংশতু । আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্তং দধাতু তে স্বাহা ।
বিষ্ণু-ত্বষ্ট্র-প্রজাপতি-ধাতৃত্য ইদং নমম । হিরণ্যগর্তঋষিঃ সিনীবালী-সবস্ব-
ত্যাশ্বিনো দেবতা অনুষ্টপ্ ছন্দো গর্তাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ গর্তং ধেহি সিনীবালি গর্তক্লেহি সবস্বতি । গর্তস্তুে ঋশ্বিনো দেবাবাধতাং
পুঙ্করত্নজা স্বাহা ইদং সিনীবালী-সবস্বত্যাশ্বিত্যঃ । হিরণ্যগর্তঋষি-
রশ্বিনো দেবতে অনুষ্টপ্ ছন্দো গর্তাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
হিরণ্যগৌ অবনী যং নিম হুতো অশ্বিনা । তং তে গভ হবামহে দশমে মানি

স্বতবে স্বাহা । অগ্নিত্রিষ্ণামিদং নমম । নেজমেষেতি তিস্রগাং হিরণ্যগৰ্ভঋষি-
বিষ্ণুদেবতা অমৃষ্টপ্ ছন্দো গৰ্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ও
নেজমেষ পতাপত সুপুত্রঃ পুনৰাপত । অশ্বে মে পুত্রকামাটের গৰ্ভমাধেহি ষঃ
পুমান্ স্বাহা (বিষ্ণবে) প্রজাপত্যে ইদং নমম । ও যথেরং পৃথিবী মহ্য-
ভানা গৰ্ভমাদধে । এবং তং গৰ্ভমাধেহি দশমে মাসি স্বতবে স্বাহা । বিষ্ণবে
ইদং নমম । ও বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেণ কপেণাশ্রাং নার্যাং গবীক্কাং । পুমাংসং
পুত্রমাধেহি দশমে মাসি স্বতবে স্বাহা । বিষ্ণবে ইদং নমম । প্রজাপত ইত্যশ্র
হিরণ্যগৰ্ভঋষিঃ প্রজাপতিদেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দো গৰ্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে
বিনিয়োগঃ । ও প্রজাপতে ন হৃদেতান্নকো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।
যৎকানান্তে জুহুমস্তনো অস্ত যঃ শ্রাম পত্যো ব্রহ্মীণাং স্বাহা । প্রজাপত্য ইদং
নমম ।” অনস্তর পতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে পত্নীর মস্তকাভির্নর্শন করিবেন । যথা—

অপনঃ শোশুচদধমিত্যশ্র অর্ধেকশ্র স্কৃতশ্র দ্বন্দ্বঋষিবিষ্ণুদেবতা গায়ত্রীছন্দ
পত্নী মূলাভির্নর্শনে বিনিয়োগঃ । ও অপনঃ শোশুচদধমগ্রে শুশুক্যা বস্মিন্ । অপনঃ
শো শুচদধম্ । ও স্কুফেত্রিষ্ণাস্ত্রগাতুর্য বস্মীণা চ বজ্রানভে । অপনঃ শোশুচদধম্ ।
ও প্রবৃত্তনিষ্ঠ এবাং প্রাস্মাকামস্চ সূববঃ । অপনঃ ইত্যাদি । ও প্রবৃত্তে অগ্রে
হৃদধো জায়েমহি প্রতে যন্ অপনঃ ইত্যাদি । ও প্রযদগ্নেঃ সংযতো বিশ্বতো
নিত্তি ভানবঃ । অপনঃ ইত্যাদি । ও ত্রি বিধতোমুখ বিশ্বতঃ পাদিহবাসি অপনঃ
ইত্যাদি । ও দ্বিবে নো বিশ্বতোমুখাতিনা দেব পারর অপনঃ ইত্যাদি । ও স নঃ
সিদ্ধমিবা নাবযাতি পর্যায়স্তয়ে । অপনঃ ইত্যাদি । পরে পতি নিম্নোক্ত মন্ত্র-
জপান্তে অগ্ন্যপত্তান করিবেন । যথা—“ও যাঃ ফগিনীয়া অফলা অপুপ্পা বাশ
পুষ্পিণীঃ । বৃহস্পতিপ্রসূতান্তা নো মুঞ্চহুহমঃ । বধেন দদ্যুনিতি বলাঃ বসু-
ঋতঋষিবিষ্ণুদেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দোহগ্ন্যপত্তানে বিনিয়োগঃ । ও বধেন দদ্যা-
প্রহি চাতয়স্ব বয়ং কৃদানস্তরে স্বাটৈ । পিপরি ষং সহসম্পুত্র দেবান্ সো অগ্নে
পাতি নৃতম বাজে অস্মান্ । ও বরন্তে অগ্ন উকৃথৈর্বিধেম বয়ঃ হবৈঃ পাবকভদ্র-
শৌচে । অশ্বে বসিং বিশ্ববারং সমিহাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি ধেহি । ও অস্মাক-
মগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সুনো ত্রিষধস্ত ভগান্ । বয়ং দেবেণু সুরুতঃ শ্রাম
শর্মণা নজিবকুথেন পাহি । ও বিশ্বানি নো হৃগণা জাতবেদঃ সিদ্ধুঃ ন নাবা
ছুরিতাতিপরি । অগ্নে অত্রিবরমসা গৃণানোহস্মাকং বোধ্যবিতা তনুন্ । ও যস্মা
হদা কীরিণা মত্তানো অমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি । জাতবেদো যশো অস্মানু
ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতহমগ্রাম্ । ও যশ্বে স্বং সুরুতে জাতবেদ উলোকমগ্নে

কৃণবশ্রোত্ৰানং । অশ্বিনঃ সুপুত্রিণঃ বীৰবল্লভঃ গোমন্তঃ রয়িঃ ন শতে স্বস্তি ।
অগ্নিস্তু বিশ্ববন্তমমিতি দ্বয়োর্বস্ববন্ধাষিঃ অগ্নিদেবতাঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঃ সূর্য্যাপস্থানে
বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিস্তু বিশ্ববন্তমঃ ত্রিবি ব্রহ্মাণমুত্তমম্ । অতুর্ভুং শ্রাবয়ৎ
পতিং পুত্রং দদাতি দামশ্বে । ওঁ অগ্নিদদাতি সম্পতিং সাসাহস্রো যুধা নৃভিঃ ।
অগ্নিবত্যং রঘুশ্যদং জেতাংসপবাজিভ্য ।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যাপস্থান করিবেন, যথা—

সূর্য্যো নো দিবস্পাতু ইতি পঞ্চর্চক্স সূর্য্য চক্ষুর্দ্বিষিঃ সূর্য্যো দেবতা
গাযত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যাপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যো নো দিবস্পাতু
বাতো অশ্ববিক্ষাৎ । অগ্নিনঃ পার্শ্বিবেভ্যঃ । ওঁ জোষামাবতঃ তে ভবঃ শতং
স নো অহতি । পাতি নো দিত্যতঃ পতন্ত্যঃ । ওঁ চক্ষুর্নে দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন
উত পর্ষতঃ । চক্ষুর্ধাতা দদাতু নঃ । ওঁ চক্ষুর্নে দেতি চক্ষুর্ন চক্ষুর্নিথে হনুভ্যঃ ।
সক্ষেদং বিচ পশ্যম । ওঁ সুসন্ধঃ স্বা বৎ প্রতিপশ্যেম সূর্য্য । বিপশ্যেম নৃচক্ষুসঃ ।

পরে পত্নীব সহিত পতি উচিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন ।
যথা—

আরুক্ষেণোত্তমহুগ্ন হিরণ্য ত্রুপক্ষ্মিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য-
দানে বিনিয়োগঃ । ওঁ আরুক্ষেণ রজসা বভূনানো নিবেশয়ন্নমুতং মর্ত্যঞ্চ
হিরণ্যয়েন সবিতা গ্রথেন দেবো বতি ভুবনানি পশুন্ । ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা
চ বিশেষো বিশ্বদক্ষিণঃ । ননপুষ্পাৎসবে হেতৎ গৃহাণার্ঘ্যং দিবা কয় । নমস্তে
পদ্মিনীকান্ত স্তম্বাকান্ত নমোহস্তু তে । ননপুষ্পাৎসবে হেতদ্ গৃহাণার্ঘ্যং
দিবা কয় । ইদমদ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।

পবে “জদাক্ষুন্নসন্ধাশম্” উত্যাदि মন্ত্রে প্রণাম করিবেন । অনন্তর
“বাঃ ফলিনী” ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীকে ফল দান করিবেন, পত্নী হস্তপ্রসারণ
পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে । পবে প্রারম্ভিতহোমাদি ব্রহ্মদক্ষিণা, অহ্নিভাবধারণ
পর্য্যন্ত সমাপন করিবেন । আচাবানুসাবে পত্নীকে শোধিত-পঞ্চগব্য পান
করাইতে হয় ।

নিষেক-কর্ম

পরে ব্রাহ্মিতে স্মৃগকবাসিত শয়ন-গৃহে পর্য্যক্কে উপবিষ্টা শুক্লবসনা মালাধারিণী বধুব দক্ষিণনাসাপুটে নিম্নোক্ত-মন্ত্রে দুর্কী বা অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মবস্ত্রে নির্গলিত বস সেক করিবে। মন্ত্র যথা—

“উদীৰ্ঘাত ইতি মন্ত্রদ্বয়শ্চ সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা আদ্যায়্য ত্রিষ্টুপ্ বিতীয়ায়া অনুষ্টুপ্ ছন্দো নশ্বদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উদীৰ্ঘাতঃ পতি-বতী হেযা বিশ্বাবসুঃ নমসা গীভিবীডে । অন্তামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জন্মযা তস্য বিদ্ধি ॥ ১ ॥

ওঁ উদীৰ্ঘাতো বিশ্বাবসো নমসেডামহে হা । অন্তামিচ্ছ প্রফর্য্যং সংজায়াং পত্ন্যা স্জ স্বাহা । ওঁ গন্ধর্ষশ্চ বিশ্বাবসোমুগমসি ।” এই মন্ত্রে উপস্থ স্পর্শ করিবেন ॥ ২ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যোনিবিকাশ করিবেন, যথা—

বিষ্ণুর্যোনিমিতি মন্ত্রশ্চ বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো যোনি-বিকাশে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ব্রহ্ম কৃণাবি পিংশতু । আসি-কতু প্রজাপতির্ধাতা গর্তং দধাতু তে ॥ ১ ॥ (ইতি দ্বাভ্যং বিদ্যাবয়েৎ) ॥

তাং পৃথগ্নিতি মন্ত্রশ্চ সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা পঙ্তিক্ ছন্দঃ পত্ন্যুপগমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তাং পৃথগ্নিবতমামেরয়স্ব যশ্চাং বীজম্ মন্ত্রযা বপন্তি, যা ন উরু উশতী বিশ্বয়াতে যশ্চামুগন্তঃ প্রহরাম শেপম্ ॥ ২ ॥

মন্ত্রমধ্যস্থ “যশ্চাং” স্থলে পত্নীব নান উচ্চাৰ্য্য । ইহাব পব কেহ কেহ নিম্ন-লিখিত মন্ত্রদ্বয় জপ করাইয়া থাকেন। যথা—

যো গর্তমিত্যশ্চ বশিষ্ঠঋষিঃ পর্জন্তো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ যো গর্তমোষধীনাং গবাং কৃষ্ণোহত্যর্কতাম্ । পর্জন্তঃ পুরুষৌগান্ । অহং গর্তমিত্যশ্চ প্রাজাপত্যঋষির্গৌদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অহং গর্তমদধামোষধীষহং বিধেতু বৃহৎনেদন্তঃ । অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যাম্ অহং জনিতো । অপরীষু পুত্রান্ ।

পবে পত্নীতে উপগত হইবে। রেতঃপাতাদসরে “হে অমুকি প্রাণে তে বেতো দধামি” পাঠ করিবেন। পরে নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে ভগালম্বন, উপস্থপ্রক্ষালন ও যোনিপ্রক্ষালন করিবেন, যথা—

ওঁ যথা ভূমিরগ্নিগর্ত, যথা ত্তোরিদ্ভেগ গর্তিণী । বায়ুর্থথা দিশাং গর্ত এবং গর্তং দধামি তে ॥ ১ ॥

ওঁ আপ ইহা ভেষজীরাণোমমীব চাতনীঃ । আপঃ সৰ্বস্ব ভেষজীস্তান্তে
কৃৎস্ত ভেষজম্ ॥ ২ ॥

ওঁ তন্ত্রাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বাবচঃ পুরোগতিঃ । অনায় ইত্যাভ্যাং
ত্ৰোপম্প্শামসি ॥ ৩ ॥

পরে হস্তপাদ প্রক্ষালন পূর্বক আচমন করিবেন ।

আশ্বিনীয়া পুংসবন

গর্ভের তৃতীয় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে এই সংস্কার করণীয় । এই সংস্কারে চন্দ্র-
নামা অগ্নি স্থাপন কবিতে হয় । পূর্বদিনে গভিণী হবিষ্য ভোজন করিবে ।
পরদিন পতি নিত্যক্রিয়া করিয়া মাতৃকাপূজাদি ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কবিবেন । পরে
লগ্নসময়ে প্রাক্‌লগ্নে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্গণে বসিয়া কৰ্ম্ম করিবেন, যথা—উপলেনপ-
নাদি ঋক্ ঋব-মেক্ষণ-প্রতাপাস্ত কৰ্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্য চক্রপ্রসাধন, চতুষ্টুষ্টি-
পরিমিত তণুল নির্বাণ ও প্রোক্ষণ, অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কৰ্ম্ম
করিবেন । পবে মঙ্গলতুর্য্যঘোষ করত বাসুদেবের দ্বাদশনামাঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা
বৈষ্ণিতা পত্নী বস্ত্রাচ্ছলিত হইয়া শবাবহন্তে মঙ্গলধ্বনি সহকারে আসিয়া পতিব
বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসাধন করিবেন । তখন পতি সেই
হস্তোপরি দবি, দুইটি মাষকলায় ও একটি যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার
জিজ্ঞাসা করিবেন, “কিং পিৎসি ?” অর্থাৎ “কি পান করিতেছ ?” পত্নীও
তিনবার “পুংসবনম্” বলিয়া তাহা পান করিবেন । পুনর্বার দুইবার ঐরূপে
প্রশ্ন ও পান করিতে হয় । তৎপবে জীবৎসাদম্পতি কর্তৃক শিশিরজলে পিষ্ট
দুর্দারস দ্বারা পতি পত্নীব দক্ষিণনাসাপুটে নম্র প্রদান করিবেন । যথা—

ওঁ আতে গর্ভো যোনিমৈতু পুমান্ বাণ ইবেধিম্ । আবৌরো জায়তাং
পুত্রস্তে দশনাস্তাঃ ।

ওঁ অগ্নিনৈতু প্রথমোদেবতানাং সোষ্টো প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ । তদমঃ
রাজা বকণোহনুমন্ততাং যৎপন্নঃ স্ত্রী পৌত্রবৎ ন রোদাৎ ।

পবে পতি পত্নীকে স্পর্শ পূর্বক চক দ্বারা “ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা প্রজাপত্য
ইদং নমম্” এই মন্ত্রে চকহোম করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্রে অবদানবিধি অনু-
সারে চকহোম করিবেন, যথা—

ব্রহ্মণাগ্নিরিতি ষড়্‌চক্ষু সাংখ্যঋষিব্রহ্মাণী দেবত অমৃষ্টপ হৃদঃ

প্রধানচক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সন্নিদানো রক্ষোহা বাধতা-
মিতঃ । অমৌবা যন্তে গৰ্ভং তুর্ণমা যোনিমাশয়ে স্বাহা । অগ্নীব্রহ্মভ্যাম্
ইদং নমম ।

ওঁ যন্তে গৰ্ভমমৌবা তুর্ণমা যোনিমাশয়ে । অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিব্রহ্মাদম-
নীনশং স্বাহা । অগ্নীব্রহ্মভ্যাম্ ইদং নমম ॥ ২ ॥

ওঁ যন্তে হস্তি পতনমগ্নিষৎস্থঃ যঃ সরীসৃপন্ । জাতং যন্তে জিবাংসতি তমিতো
নাশয়ামসি স্বাহা । ব্রহ্মণে ইদং নমম ॥ ৩ ॥

ওঁ যন্ত উরুবিহরত্যলবা দম্পতী শয়ে । যোনিং যো অন্তরালেতি তমিতো
নাশয়ামসি স্বাহা অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৪ ॥

ওঁ যন্তা ভ্রাতা পাতভূত্বা জানো ভূত্বা নিপততে । প্রজাং যন্তে দ্বিবাংসতি
তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ব্রহ্মণে ইদং নমম ॥ ৫ ॥

ওঁ যন্তা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপততে । প্রজাং যন্তে জিবাংসতি
তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদং ব্রহ্মণে নমম ॥ ৬ ॥

পবে পত্নীর হৃদয়নেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

যন্তে সুসীম ইত্যশ্ব প্রজাপতির্ঋষিঃ চন্দ্রো দেবতাঃ হুষ্টে, প্ ছন্দো
হৃদয়ালম্বনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যন্তে সুসীমে হৃদয়ঃ হিতমহঃ প্রজাপতো !
যন্তেহহং নাং তদ্বিবাংসং মাতং পোল্লমবনিরাম্ ।

পরে সর্কাদ্বে চক্রে মার্জনা করিবে, যথা—

অক্ষীভ্যামিতি বহুচক্রে সূক্তস্য কাশ্যপো বিবৃহা ঋষিঃ দেবতা-
ঃ হুষ্টে, প্ ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং
কর্ণাভ্যাং চিবুকাদধি । যন্তঃ শীর্ণাঃ ম'স্তকাজ্জিহ্বায়া বিবৃহামিতে ।
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিভ্যাং কৌকসাভ্যো অনূক্যাং । যন্তঃ দোষণ্যমংসাভ্যাং
বাহুভ্যাং বিবৃহামি তে । আন্তেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠো হৃদয়াদধি । যন্তঃ
মতঙ্গাভ্যাং বকুঃ প্রাণিভ্যো বিবৃহামি তে । উকভ্যাং তে অষ্টীবদ্র্যাং
পাণিভ্যাং প্রপদাভ্যাং । যন্তঃ শ্রোণিভ্যাং ভাসদাভ্যঃ সসো বিবৃহামি তে ।
মেহনাখনংকরণাং লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ । যন্তঃ সর্কশ্বাদা য়নস্তমিদং বিবৃহামি
তে । অঙ্গাদঙ্গাল্লোত্রো লোমোজাতং পর্কণি পর্কণি । যন্তঃ সর্কশ্বাং আয়-
নস্তমিদং বিবৃহামি তে ।

পরে চক্রে দ্বারা স্থিষ্টিকৃত হোম ও অজ্ঞা দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম সমাপন
পূর্বক দক্ষিণা প্রদান ও অর্চ্ছিত্রাবধারণ করিবে ।

ঋতুদ্বন্দ্বীকৃত অনবলোভন

গর্ভের চতুর্থ মাসে জ্যোতিঃশাক্তবিহিত শুভদিনে পতি কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মাতৃকাপূজাদি ও বৃদ্ধিশ্রদ্ধি সমাপন পূর্বক প্রাক্‌গে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্গুথে আসনোপরি উপবেশন করিবেন। গর্ভিণীও পুংসবনোক্ত বেশ ধারণ পূর্বক পতির বামপার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলে পতি তাঁহাকে স্পর্শ করত সমস্ত কৰ্ম নিৰ্ব্বাহ করিবেন। উপলেপনাদি মেরুণপ্রতাপান্ত সমস্ত কৰ্ম করিয়া প্রাজাপত্য চক্ৰপণ, অগ্নির নামকরণ ও আচারাজ্যভাগান্ত সকল কৰ্ম করিতে হয়। ইহাতে শোভননানা অগ্নিস্থাপন কবণীয়। চক্ৰোন্মে দেবতানাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু। পবে পত্নীসম্ভারক পতি চক্ৰভাগ উদ্ধৃত করিয়া 'ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ইদং প্রজাপত্যে নমঃ' বাক্যে হোম ও দেবতা প্রত্যাশ্রয় করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা—

হিরণ্যগর্ভ ইত্যশ্চ হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্, চন্দ্রচক্ৰোন্মে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমনন্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীঃ জাম্বতেমাঃ কষ্টে দেবার হবিষা বিধেম স্বাহা।

পরে 'হিরণ্যগর্ভ ইদং নমঃ' এই উদ্দেশ্যে কবিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা—

সাংখ্যঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্, ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা প্রধানচক্ৰোন্মে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বা হুদা বলদা যশ্চ বিশ্ব উপাসতে প্রশমঃ নশ্চ দেবাঃ। যশ্চ ছায়ামতং যশ্চ মৃত্যুঃ কষ্টে দেবার হবিষা বিধেম স্বাহা। হিরণ্যগর্ভ ইদং নমঃ।

পুনর্বার চক্ৰ লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা—

সহস্রলীর্ধেত্যশ্চ নারায়ণঋষিঃ পুরুষো দেবতা ত্রিষ্টুপ্, ছন্দঃ প্রধানচক্ৰোন্মে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রলীর্ধা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃহা অত্যতিষ্ঠেদশাজুলম্। আদিপুরুষায় বিষ্ণবে ইদং নমঃ।

পবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে গর্ভিণীর চতুর্দিকে বক্ষাবিধান করিতে হয়, যথা—

ওঁ আগুষ্যঃ বর্জশ্চঃ রায়স্পোষমৌদ্ভিদ ইদং হিরণ্যঃ বর্জশ্চ জৈত্রায়্য বিপতাদিমাম্।

অনন্তর চক্ৰ দ্বারা ষষ্টিকুক্ষোম ও আভ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। গর্ভবতী আলৌক্যাদ গ্রহণ করিবেন।

অষ্টমস্তোত্রম্

এই সংস্কারে মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপনীয় । শুভলগ্নে পতি প্রাক্‌গে ছায়া-
মণ্ডপে প্রাঙ্গুথে আসনোপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিতবাক্য ব্রহ্মকর্মেয় সঙ্কল্প
করিবেন । যথা—“অণ্ডেত্যাদি মৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যা । সীমস্তোময়নকর্মাঙ্গ-
সব্রহ্মকহোমকর্মাঙ্গং করিষ্যে ।”

পরে উপলেনপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কৰ্ম করিবেন । গর্ভিণী পুংসব-
নোক্তবেশে পতিব বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি তাঁহাকে স্পর্শ পূর্বক
নিম্নলিখিত অষ্টমস্ত্রে আটটি আহুতি দিবেন, যথা—

ধাতা দধাহ্বিতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষিতা দেবতা অণ্ডৈপ্ ছন্দ আজ্য-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ধাতা দধাতু দাশুযে প্রাচীং ভীবাভুমক্ষিতাম্ । বয়ং
দেবশ্চ ধোমহি. সুনীতীং বাজিনৌবতঃ স্বাহা । ধাত্রে ইদং নমস্ ॥ ১ ॥

ধাতা প্রজানামিত্যশ্চ হিরণ্যগর্ভঋষিতা দেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দঃ আজ্য-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ধাতা প্রজানামুত্বা য ঙ্গে ধাতৈদং বিশ্বং ভুবনং
জজ্ঞান । ধাতাকৃষ্টীরনিমিষাভিচটে ধাত্র ইত্বাং স্রতংজু-হাত স্বাহা ।
ধাত্রে ইদং নমস্ ॥ ২ ॥

রাকাহ্বিতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদধ্বাং বাক দেবতা জগতাচ্ছদঃ আজ্য-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ রাকামহং সহস্রাং সূক্তৈশী হবৈ নপোভু নঃ স্রভগা
বোধতু স্মনা । সোম্যহপঃ সূচ্য।চ্ছিতমানয়া দধাতু বীরং শতদান্ধমুদ্যুতং স্বাহা ।
রাকায়ৈ ইদং নমস্ ॥ ৩ ॥

ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ স্রপেশঃসো য়াভির্দধাসি দাশুযে বসুনি । তাভিনেী
অত স্মননা উপাগহি সহস্রপোদং স্রভগে ব্রহ্মণী স্বাহা । রাকায়ৈ ইদং
নমস্ ॥ ৪ ॥

নেজমেষ ইতি ত্রিস্রগাং স্রষ্টা (হিরণ্যগর্ভঃ) ঋষির্দধাতু দেবতা অণ্ডৈপ্ ছন্দ
আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ নেজমেষ পবাপত স্পুল্লঃ পুনবাপত । অশ্ব মে
পুল্লকামাট্রে গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা । বিষ্ণবে ইদং নমস্ ॥ ৫ ॥

ওঁ যথেষং পৃথিবী নহ্যভানা গর্ভনাবধে । এঃ স্রঃ গর্ভমাধেহি দশমে
মাসি স্রতবে স্বাহা । বিষ্ণবে ইদং নমস্ ॥ ৬ ॥

ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেণ রূপেণাস্রাং নার্যাং গবীতাং । পুমান্সং পুত্রমাদেহি
দশমে মাসি স্রতবে স্বাহা । বিষ্ণবে ইদং নমস্ ॥ ৭ ॥

প্রজাপত ইত্যশ্চ হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দ আজ্যহোমে

বিনিয়োগঃ। ঔ প্রজাপতে ন হৃদেতাভ্যন্তো বিখাজাতানি পরি তা বভূব। বৎ-
কামান্তে জুহমন্তয়ো অস্ত বয়ং শ্রাম পতয়ো বরীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং
নমম ॥ ৮ ॥

অনন্তর পকোড়ুধরফলস্তবকধর, ত্রিখেত শল্লকীকণ্টক তিনটি
পবিত্রস্থলে বেষ্টিত করিয়া “ঔ ভূভূবঃস্বঃ ইতি মন্ত্রত্রয়শ্চ প্রজাপতির্ঋষিঃ
প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সৌমন্তকুহনে বিনিয়োগঃ। ঔ ভূভূবঃ স্বঃ”
উচ্চারণ পূর্বক তিনবার বা চারিবার সৌমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবেন।
পরে বীণাগায়কদ্বয়ের প্রতি আদেশ করিবেন, ‘ভবন্তৌ সোমং বাজানঃ
সংগায়তাম্।’ পরে বীণাগায়কদ্বয় বলিবেন—“ঔ সোমো নৌ রাজা অবতু
মানুষীঃ প্রজাঃ। নিবিষ্ট চক্রা হে গঙ্গে বা যমুনে” এইরূপ স্মরণ পূর্বক
নিম্নলিখিত মন্ত্রে পদ্মের কণ্ঠে সূবর্ণচক্রাদি বন্ধন করিয়া দিবেন, যথা—

ঔ আযুষ্যঃ বর্চশ্চ রায়স্পোষমৌত্তিদম্। ইদং হিরণ্যঃ বর্চস্ব জৈতায়ী।
বিশতাছমাম্।

পরে প্রায়শ্চিত্তহোমাদি সম্পাদন পূর্বক দক্ষিণা দিয়া পতিপুত্রবতী নারীর
কর্তব্য আচার সম্পাদন করত ‘অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ঋতশ্বেন্দীয় জাতকর্ম্ম

ইহাতে প্রগল্ভ নামক অগ্নি স্থাপনীয়। পুত্র জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদের ও অন্ত
কর্ত্তক নাভিস্পর্শের অগ্রে পিতা সামান্ত-কুশণ্ডিকোক্তবিধানে উপলেপনাদি
আজ্যভাগান্ত সকল কর্ম্ম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্ব-
দেব ও ব্রহ্মা ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি দিবেন, যথা—

ঔ অগ্নয়ে স্বাহা। এইরূপ ইন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বৈভ্যো দেবেভ্যঃ।
ব্রহ্মণে।

তৎপরে প্রদীপবন্দন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন পূর্বক সচেল স্নান করিতে হয়।
অনন্তর কাংস্তপাত্রে মধু ও ঘৃত নিক্ষেপ পূর্বক সূবর্ণশলাকাদি দ্বারা তাহা
তুলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন, যথা—

ঐতে দদামীত্যশ্চ প্রজাপতির্ঋষিঃ কুমারো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো,
দ্বিতীয়—৮

মধুস্বতস্বর্ণ-প্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রতে দদামি মধুনো যুতস্ত বেদং সবিত্রা
প্রসূতঃ যশোনাম্ । আয়ুমান্ শুশ্রো দেবতাতিঃ শতং জীব শরদো লোকে
অশ্বিন ।

তৎপরে কুমারের কর্ণোপরি হিরণ্যস্থাপন পূর্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে,
যথা—

মেধাং তে দেব ইত্যস্ত প্রজাপতিঃ ঋষির্নিকোক্তা দেবতানুষ্টূপ্ ছন্দো মেধা-
জননে বিনিয়োগঃ । ওঁ মেধাস্তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী । মেধাস্ত
অশ্বিনো দেবাবাধতাং পুঙ্করস্রজা ।

অগ্রে দক্ষিণকর্ণে, পরে বামকর্ণে রাধিরা উক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয় । পরে
কুমারের দক্ষিণকর্ণে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—

অগ্না ভবেত্যস্তাধর্ষণঋষির্নিকোক্তা দেবতানুষ্টূপ্ ছন্দোহংসাতিমর্ষণে
বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্না ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমসূতং ভব । বেদো বৈ পুত্র-
নামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥

বামকর্ণে হস্ত দ্বারা ঐরূপ জপ করিবে । অনস্তর ধাতী নাড়ীচ্ছেদন
পূর্বক শিশুকে প্রক্ষালন করিয়া হিরণ্যবারি দ্বারা মাতার দক্ষিণস্তন ক্ষালন
করিবে, পিতা মন্ত্রপাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ ইমাং কুমারো জরাং ধমতু দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে । অশ্বৈ স্তনৌ প্রযুজ্ঞান
আয়ুর্কর্চো যশো বলম্ ।

ঐ প্রকারে উক্ত মন্ত্রে বামস্তন প্রক্ষালন করিবে । পরে নিম্নলিখিত দুইটি
মন্ত্রে যথাক্রমে শিশুকে দক্ষিণস্তন ও বামস্তন পান করিতে দিবে, যথা—

ইন্দ্রপ্রেষ্টানীতি মন্ত্রস্ত গৃৎসমদঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টূপ্ ছন্দো দক্ষিণস্তন-
দানে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইন্দ্র প্রেষ্টানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্ত সূতগত্বমশ্বৈ ।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনুনাং স্বাদানং বাচঃ সূদিনত্বমহাম্ ॥ ১ ॥

অশ্বৈ প্রয়কীতি মন্ত্রস্ত কুশিকঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টূপ্ ছন্দো বামস্তন-
দানে বিনিয়োগঃ । ওঁ অশ্বৈ প্রয়কি মববন্ জীবিরিন্দ্র রায়ে বিশ্ববারস্ত ভূরেঃ ।
অশ্বৈ শতং শরদো জাবসেধা অশ্বৈ বীরাহুখত ইন্দ্র শিপ্রিন্ ।

অষ্টমোদ্দীক্ষা শুশ্রূষানামকরণ

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে শুশ্রূষানামকরণ করিবে। যদি পিতা দেশান্তরে থাকেন, তাহা হইলে পুত্রজন্মসংবাদপ্রবণাস্তে গৃহে আসিয়া জননা-শৌচান্তে পুত্রের মস্তক ধারণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত মস্তকে তিনবার আঘাণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ও অজাদজ্ঞাং সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

পরে প্রারম্ভিক্তহোমাদি সমস্ত কৰ্ম্ম যথাবিধানে শেষ করিতে হইবে।

অষ্টমোদ্দীক্ষা প্রকাশ-নামকরণ

এই সংস্কারে পার্শ্বিক নামক অগ্নি স্থাপন করিবে। পিতা স্নানান্তে নিত্য-ক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভসময়ে প্রায়ুখে আসনে উপবেশন করিবেন, মাতাও স্নানান্তে কুমারকে নববস্ত্রাবৃত ও কৃতমঙ্গল করত তাহার মস্তকে দুর্কা ও অক্ষত দিয়া কোড়ে লইবেন এবং প্রায়ুখী হইয়া বসিবেন। পরে স্তব্ধবদ্ধ কুশযোগে তাম্রপাত্রস্থ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারকে অভিষিক্ত করিবেন, যথা—

সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি মন্ত্রচতুষ্টয়স্ত বসিষ্ঠঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে
বিনিয়োগঃ। ও সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্ত মধ্যাং পুনানা বস্ত্যানিবিধানাঃ।
ইন্দ্রো বা বজ্রী বৃষভোরবরাদ তা আপো দেবীরিহ মামবস্ত। ও বা আপো দিব্যা
উত বা স্রবস্তি খনিজিমা উত বা যাঃ স্বয়জ্ঞাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকান্তা
আপো দেবীরিহ মামবস্ত। ও বাসাং রাজা বরুণো বাতি মধ্যো সত্যানূতে
অবপশুজ্ঞানানাম্। মধুচ্যুতঃ শুচয়ো যা পাবকান্তা আপো দেবীরিহ মামবস্ত।
ও বাসু রাজা বরুণো বাসু সোমো বিশ্বেদেবা বাসুর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো
বাসুগ্নিঃ প্রবিষ্টেস্তা আপো দেবীরিহ মামবস্ত। আপো হি ষ্ঠেতি জ্যেষ্ঠস্ত সিন্ধু-
ঋষিপঞ্চবিরাপো দেবতা গায়ত্রীছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ও আপো হি ষ্ঠা
মরো ভুবন্তা ন উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ও যো বঃ শিবতমো
রসস্তস্ত ভাজয়তে হ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ও তস্মা অরজমাম বো বস্ত
করায় জিবথ আপো জনয়থা চ নঃ। দেবস্ত যা সবিতুরিত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ

সবিত্রি-পুষ্পো দেবতাজিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্ত ত্বা
সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোৰ্কাহত্যাং পুষ্পো হস্তাত্যাম্ । অপনঃ শোণচদধমিত্য-
ষ্টৈষ্ঠ কুৎসখ্যিঃ ত্ৰিচিরগ্নির্দেবতা গান্ধবীছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ
অপনঃ শোণচদধমগ্নে শুভ্ধ্যারগ্নিম্ । অপনঃ শোণচদধম্ । ওঁ স্নকেত্রিয়া
সুগাতুরা বসুরা চ যজামহে । অপনঃ শোণচদধম্ । ওঁ প্রষদ্তনিষ্ঠ এষাং
প্রান্মাকাসচ সুরয়ঃ । অপনঃ শোণচদধম্ । ওঁ প্রষত্তে অগ্নে সুরয়ো জারেমহি
প্রতেবয়ম্ । অপনঃ শোণচদধম্ । ওঁ প্রষদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ ।
অপনঃ শোণচদধম্ । ওঁ ত্বং হি নো বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি । অপনঃ
শোণচদধম্ । ওঁ দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতিনাবেব পারয় । অপনঃ শোণ-
চদধম্ । ওঁ স নঃ সিকুমিব নাবযাতি পৰ্বা স্বস্তয়ে । অপনঃ শোণচদধম্ ।

পরে উপলেনাদি আজ্যভাগান্ত সৰ্বকৰ্ম্ম করিয়া নিম্নলিখিতরূপে অগ্নি,
ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি
দিবেন । যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম । এবমিদ্রায় । প্রজাপত্যয়ে ।
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ । ব্রহ্মণে ।

তৎপরে মাতা উত্তরশিরা কুমারকে নামকর্তার ক্রোড়ে দিবেন ।
নামকর্তা মঙ্গলতুৰ্য্যধ্বনি সহকারে কুমারের নামকীৰ্ত্তন করিবেন । কুমারের
দক্ষিণ কর্ণে “অমুকদেবশৰ্ম্মাসি” অর্থাৎ “তোমার নাম অমুক” এই কথা বলিয়া
তদীয় মাতার নিকটে “শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মাস্তে পুত্রঃ” অর্থাৎ “এই তোমার
পুত্রের নাম অমুক” এই বলিয়া কুমারকে মাতৃক্রোড়ে প্রদান করত প্রান-
শ্চিত্তহোম, স্থিষ্টেক্কোম, দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি সম্পাদন করি-
বেন । তৎপরে সদক্ষিণ ব্রাহ্মণভোজনাদি কৰ্ম্ম কর্তব্য ।

অষ্টমোদীপ্য নিম্নকরণ

নিবন্ধোক্তকালে পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
প্রভৃতি সম্পাদন পূৰ্ব্বক নিম্নলিখিত বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র, অগ্নি, যম,
নির্রাতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত, পৃথিবী, সোম, সবিতা,
ঋতুদেব, গণেশ, এই সকল দেবতার পূজা করিবে । যথা—

ওঁ যত ইন্দ্র ভরামহে ততো নো অভয়ং কুবি । যযবঞ্ছন্ধি তবতন্ন
উত্তিতির্নিষিষো বিম্বধো জহি । ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ॥ ১ ॥

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ । অশ্ব যজ্ঞশ্চ সূকৃতুং । ওঁ
অগ্নয়ে নমঃ ॥ ২ ॥

ওঁ যমায় সোমং সূকৃত যমায় জুহতা হবিঃ । যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো
অরং কৃতঃ । ওঁ যমায় নমঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ মোষুণঃ পরাপরানিষ্কৃতিহুর্ইণাবধৌং । পদীষ্ট তৃষ্ণা সহ । ওঁ
নিষ্কৃতিয়ে নমঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ তদ্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশান্তে যজ্ঞমানো হবির্ভিঃ । অচেড়মানো
বরুণেহ বোধাক শংসমানআযুঃ প্রমোষীঃ । ওঁ বরুণায় নমঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ তব বায় বৃতস্পতে ত্বইর্জায়াতবদুত । অবাংস্তা বৃণীমহে । ওঁ বায়বে
নমঃ ॥ ৬ ॥

ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্কস্তমাস্তংসোমো বীরং কশ্মণ্যং দদাতি । সাদন্তং
বিদধ্যাং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং বো দদাশদৈশ্ব । ওঁ সোমায় নমঃ ॥ ৭ ॥

ওঁ তমীশানং জগতস্তস্মুৎস্পতিং বিয়ং জিন্নমবসে হুমহে বয়ং । পূষাণো
যথা বেদ সামসবৃধে রক্ষিতাপায়ুবদকুঃ স্বস্তয়ে । ওঁ ঈশানায় নমঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুবস্তাদ্বিদীমতঃ সূকৃচোবৈন আবঃ । সবুত্রা উপমা
অশ্ব বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ । ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৯ ॥

ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ । যমুনাহুদে সো জাতোহয়ং
নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকদূতশ্চ যদি বা কালিকাদ্রুমম্ । জন্মভূমিপরি-
ক্রান্তো নির্নিষো যাতু কালিকঃ । ওঁ অনস্তায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ সোমো পৃথিবি নো ভবা নৃক্ষরা নিবেশনৌ । যচ্ছা নঃ শর্খ সপ্রথাঃ ।
ওঁ পৃথিব্যে নমঃ ॥ ১১ ॥

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বাবভামহে । আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মা-
ণঞ্চ বৃহস্পতিং । (প্রজাবক্ষঃ সচেয়হি) । ওঁ সোমায় নমঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ আক্ৰন্ডেন বজ্রণা বর্জমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক । হিবণ্যয়েন সবিতা
রথেনা দেবো যাতি ভূবনানি পশুন্ । ওঁ সবিত্রে নমঃ ॥ ১৩ ॥

ওঁ তবিক্ষোঃ পবমং পদং ইত্যাदि । ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ॥ ১৪ ॥

ওঁ আদিংপ্রত্নশ্চ রেতসো জ্যোতিঃ পশুস্তি বাসরং । পরো যদিধ্যাতে
দিবি । ওঁ গণেশায় নমঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর মাতা লগ্নসময়ে নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিত উত্তরশিরা কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির দক্ষিণে দণ্ডায়মানা হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বামীর ক্রোড়ে কুমারকে দিবেন। পরে পতি নিম্নলিখিত স্বস্তিসূক্ত (১ নং), অপ্রতিরথ-মন্ত্র (২ নং) এবং বিষ্ণুধর্মোক্তমন্ত্র (৩ নং) পাঠ করিবেন, যথা—

স্বস্তি নোমিমীতামিতি সপ্তর্চশ্চ সূক্তশ্চ স্বস্ত্যাভ্যেয়শ্চাব্যধ্বির্বিধেদেবা দেবতাস্তিস্র আশ্বাজিষ্টুভো মধ্যে ধ্ব অহুষ্টুভাবস্তো ধ্ব ত্রিষ্টুভো কুমারগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামম্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতিরনর্কণঃ স্বস্তি পৃষা অমুরো দধাতু নঃ স্বস্তি জাবাপৃথিবী সূচেতুনা। স্বস্তি নো বায়ুয়ুপ-ত্রবামহৈ। সোমঃ স্বস্তি ভুবনশ্চ ষম্পতিঃ। বৃহম্পতিং সর্কগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ। বিধেদেবা নো অজাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসু-বগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেবা অবহুভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো কদ্রঃ পাহংহসঃ। স্বস্তি মিত্রা-বকণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিচ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি পহামনুচরেম সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতা ব্রতা জানতা মঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তাক্ষ্যমরিষ্টেনেমিং মহন্তুতং বায়সং দেবতানাম্। অমুরয়মিন্দ্রসখং সমৎসু-বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাজিরসং গরঞ্চ স্বস্ত্যাভ্যেয়ং মনসা চ তাক্ষ্যং। প্রয়তপানিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সংবাধেষভয়ং নো অস্ত ॥ ১ ॥

সূক্তজপান্তে কুমারকে লইয়া অপ্রতিরথমন্ত্র জপ করিতে করিতে বহি-নিজ্রমণ করিবে, যথা—

আশ্বঃ শিশান ইতি ত্রয়োদশর্চশ্চ সূক্তশ্চ পৈলধ্বির্নিদ্রোক্তা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহপ্রতিরথজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আশ্বঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভগর্চর্ষণীনান্। সংক্রন্দনোনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ। সংক্রন্দনেনানিনিমেষণে জিহুনা যুৎকারেণ দৃশ্য-বনেন ধুসুনা। তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহস্রং যুধোনর ইমুহস্তেন বৃক্ষা। স ইমুহস্তৈঃ স নিষজিভির্কর্ষণী সংস্রগ্ধাসযুধ ইন্দ্রোগণেন। সংস্রষ্টজিৎ সোমপা বাহগর্ক্যগ্রবধা প্রতিহিতাভিদ্রস্তা। বৃহম্পতে পরিদীপ্য রথেন রক্ষোহামিএঁ। অপবোধমানঃ। প্রভজন্ৎ সেনাঃ প্রযুগো যুধা জয়ন্নশ্বাকমেধ্যাবিতা রথানাম্। বলবিজ্রায়ঃ স্ববিরঃ প্রবীরসহস্রান্ বাজী সহমান উগ্রঃ। অভিবীরো অভি-সত্বা সহোজাটৈজ্রমিন্দ্ররথমাতিষ্ঠ গোবিৎ। গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্জম প্রযুগন্তমোহসমা। ইমং সজাতা অমুবীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখারো অমুসংর-ভধ্বম্। অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানো দরোবীরঃ শতমম্ম্যরিজ্রঃ। দৃশ্যবনঃ

পুতনাষাড়যুধ্যোহ্মাকং সেনা অবতু প্রযুৎসু । ইন্দ্র আসাং নেতা
বৃহস্পতির্দক্ষিণাষজঃ পুং এতু সোমঃ । দেবসেনানামভিভজ্যতীনাং
জয়ন্তীনাং মরুতোষজঃ । ইন্দ্রস্ত বৃক্ষো বরুণস্ত রাজা আদিত্যানাং মরুতাং
শর্ক উগ্রঃ । মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ।
উর্ধ্বম্র মঘবরাযুধাভ্যাসহানাং যামকানাং মনাংসি । উর্ধ্বজহরাজিনাং
বাজিনাভ্যাজ্ঞথানাং জয়তাং যন্ত ঘোষাঃ । অস্মাকমিদ্ৰঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্মাকং
বা ইষবস্তা জয়ন্ত । অস্মাদং বীরা উত্তরে ভবত্বশ্মা । উ দেবা অবতা-
হবেষু । অমৌষাঃ চিত্তং প্রতিনোভয়ন্তী গৃহাণাকান্তপে পরেহি । অভিপ্রেহি
নির্দ্বিহহুং সুশোটৈকবন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচস্তাং । প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ
শশ্ব যচ্ছতু । উগ্রা বঃ সন্ত বাহুবোহনাধুষ্যা যথাসথ । ওঁ অসৌ যা সেনা মরুতঃ
পরেষামভ্যতি ন ওজসা স্পর্দমানা । তাং গৃহত তমসাপব্রতেন যথা মৌষা
অন্তো অন্তঃ ন জানাৎ । অক্লা অমিত্রাভবতা শীর্ষণা অহয় ইব । তেষাং বো
অগ্নিদন্ধানামগ্নিমৃদানাম ইন্দ্রো হন্ত বরং বয়ং । ॥ ২ ॥

পরে বিষ্ণুধর্মোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—তত্রস্তত্র পাঠে পঠেন্নত্ৰঃ
যত্তদ্রামা নিবোধ মে । চন্দ্রার্করোর্দ্বিগীশানাং বিশাঞ্চ গগনস্ত চ ।
নিক্বেপার্থমহং দদ্মি তে মে রক্ষন্ত সর্বদা । অপ্রমত্তং প্রমত্তং বা দিব্যরাত্র-
মথাপি বা । রক্ষন্ত সর্বতঃ সর্বৈ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৩ ॥

তৎপরে ব্রাহ্মণ, বন্ধু, বান্ধব ও পুত্রবতী নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
মঙ্গলধ্বনিসহকারে কুমাবেব মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত তাহাকে বাহিরে আনয়ন
করিবেন । অনন্তর পূর্বাভিমুখ হইয়া কুমারের মুখাচ্ছাদন উন্মোচন পূর্বক
নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারকে সূর্য্যদর্শন কবাইতে হইবে, যথা—

তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রত্রয়স্ত বশিষ্ঠঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কুমারস্ত
সূর্য্যদর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুরুমুচ্চরৎ । পশ্যেম
শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং নন্দাম শরদঃ শতং মোদাম শরদঃ শতং
ভবাম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং প্রতীতাঃ
শ্রাম শরদঃ শতম্ ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে, যথা—

আকৃষ্ণেনত্যস্ত হিরণ্যাস্তৃপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য-
দানে বিনিয়োগঃ । ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নয়তং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্য-
য়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ । (ইদমর্ঘ্যঃ ত্রীসূর্য্যার নমঃ) ।

পরে মাতৃকোড়ে শিশুকে প্রদান করিলে মাতাও পতি-পুত্রবতী নারীগণে পরিবৃত্তা হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বগৃহে কুমারকে আনয়ন করিবেন ;

ঋত্বেন্দ্রীয় অন্নপ্রাশন

এই সংস্কারে শুচিনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, বৃদ্ধিশ্রদ্ধ প্রভৃতি সমাপনান্তে নিম্নলিখিত নিয়মে ব্রহ্মাদির পূজা করিবেন, যথা—

ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুৰুষাদ্বিসীমতঃ সূকচোবেন আবঃ । স বুধ্যা উপমা অশ্রু বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ । ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সূগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । উৰ্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোমু-
ক্ষীয় মাশ্রুতাং । ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ ।

ওঁ বষট্ তে বিষ্ণবাস আকৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্টে হব্যং বর্দ্ধন্তু কৃত্বা
সুষ্টে তয়ো গিরো মে যুগং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ । ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।

ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ট্যং ভবাবাজশ্চ সঙ্গথে । ওঁ
সোমায় নমঃ ।

ওঁ আকৃষেণ রজসা বর্ধমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ । হিরণ্যয়েন
সবিতা রথেনা দেবো বাতি ভুবনানি পশুন্ । ওঁ সবিত্রে নমঃ ।

ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি । মঘবঞ্ছঙ্কি তব তন্ন
উত্তিষ্ঠির্কিঞ্চিষো বিমৃধো জহি । ইন্দ্রায় নমঃ ।

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং অশ্রু যজ্ঞশ্চ সূকৃতুং । ওঁ
অগ্নয়ে নমঃ ।

ওঁ যমায় সোমং সূকৃত যমায় জুহতাহবিঃ । যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নি-
দূতো অরং কৃতঃ । ওঁ যমায় নমঃ ।

ওঁ মোষুণঃ পরাপরা নিখতিহুর্জ্জ্ঞাবধীং । পদৌষ্ট হৃষয়া সহ । ওঁ
নিখতিয়ে নমঃ ।

ওঁ তদ্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশান্তে যজমানো হবির্ভিঃ । অহেড়-
মানো বরুণেহ বোধ্যকৃশংসমান আঃ প্রমোষীঃ । ওঁ বরুণায় নমঃ ।

ওঁ তব বায় বৃহস্পতে স্বষ্টুর্জামাতরভুত অবাংস্তা বৃণীমহে । ওঁ বায়বে নমঃ ।

ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্কন্তুমাণ্ডং সোমো বীরং কর্ষণ্যং দদাতি । সাদন্তং বিদধ্যং সতেন্নং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদন্তৈ । ওঁ সোমায় নমঃ ।

ওঁ তমীশানং জগতন্তুস্বস্পতিং ধিয়ং জিহ্মবসে হুমহে বরং । পূষা নো যথা বেদ সাম সর্গদেয়কিতা পায়ুবদকঃ স্বস্তয়ে । ওঁ ঈশানায় নমঃ ।

ওঁ ব্রহ্ম অজ্ঞানং প্রথমং পূবস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ । স বুধ্যা উপমা অশ্র বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ । ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।

ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ । যমুনাহুদে মো জাতোহরং নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকদুতশ্চ যদি বা কালিকাডুম্ । জন্মভূমিপরি-ক্রান্তো নির্কিষো যাতু কালিকঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ ।

ওঁ স্তোনা পৃথিবি নোভবানৃক্ষবানিবেশনৌ । যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ । ওঁ পৃথিবে নমঃ । ওঁ দিগ্ভ্যো নমঃ ।

তৎপরে উপলপনাদি আত্মভাগান্ত কৰ্ম্ম করিয়া শুচিনামক অগ্নি-স্থাপন পূর্বক ব্রহ্মাদিপূজোক্রমসমূহে ঐ সকল দেবতার হোম করিয়া অগ্নি, চন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা ইহাদিগেব উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি দিবেন । যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে নমম । এবং ইন্দ্রায় । প্রজাপত্যয়ে । বিশ্বৈভ্যো দেবেভ্যঃ । ব্রহ্মণে ।

পরে প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্মিষ্টকৃদ্ধোম সমাপন করিবেন । অনন্তর মাতা কুমারকে স্নান করাষ্টয়া অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত পতিব বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইবেন । তৎপরে পাককর্ত্রী অন্ন আনয়ন করিলে পিতা আচমন ও স্বস্তিবাচন পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে দধি-মধু-স্বতযুক্ত অন্ন কুমারকে নিয়োক্ত মন্ত্রে সেবন করাইবেন, যথা—

অন্নপতে অন্নশ্রোতাস্ত্র নলকুবর- (বিখ্যামিত্র) ঋষিরন্নপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছনোহন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নপতেহন্নশ্র নো দেহানমীবশ্র তুমিণঃ । প্র প্রদাতারং তাবিষ উর্জঃপ্রা ধেহি বিপদে চতুষ্পদে ।

পরে “ওঁ অমৃতোপস্বরণমসি স্বাহা” এই মন্ত্রে জনগণ্ডূষ কবাইয়া “ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা” এই মন্ত্রে পঞ্চবার প্রাণাহুতি দিবেন ।

মাতাও সমস্ত অন্নব্যঞ্জন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া কুমারকে সেবন করাই-
বেন। পরে “ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” মন্ত্রে আচমন পূর্বক তাড়ুলরস
দ্বিগ্না মাতৃকোড়ে কুমারকে অর্পণ করিতে হয়। পরে স্বর্ণ, ধাত্ত, শাস্ত্র
প্রভৃতি দিয়া জীবিকা-লক্ষণ দর্শন করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণভোজনাদি
কর্তব্য।

অগ্নেদ্বীপ চূড়াকরণ

এই সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপনীয়। নিবন্ধোক্তদিবসে প্রাতে পিতা
নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যস্ক্রজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এই
সমস্ত করিয়া ছাগ্রামণ্ডপে আলোপনাদি-লিখিত বেদীমধ্যে সপল্লব পূর্ণকুন্ত
স্থাপন করিবেন। পরে মঙ্গলধ্বনি সহকারে প্রাঙ্গুথে আসনোপবিষ্ট
হইয়া কণ্ঠে প্রবৃত্ত হইবেন। মাতাও কুমারকে কোড়ে লইয়া পতির
বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। হোতা উপলোপনাদি আজ্য-
ভাগান্ত কৰ্ম্ম করিয়া সত্যনামক অগ্নিস্থাপন পূর্বক অগ্নির উত্তরে আন্তর্গ
কুশোপরি ব্রাহ্মি, ধব, মাষ ও তিলপূর্ণ নূতন শরাবচতুষ্টয় এবং বলীবদ-
গোময়, শমাপত্র, শীতোক্ষোদক ও নবনোতপূর্ণ পঞ্চশবাব অগ্নির পশ্চিমে
মাতার নিকট পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবেন। মাতার দক্ষিণভাগে পিতা
একবিংশতি কুশপিঞ্জলী স্থাপন করিবেন। অনন্তর পিতা নিম্নোক্ত চারিটি
মন্ত্রে চারিটি আহুতি দিবেন, যথা—

অগ্ন আয়ুঃযোতি ত্র্যচশ্র শতং বৈধানসা ঋষয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবতা
গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুঃষি পবস আশুবোজ্জ-
মিসখনঃ। আরে বাধস্ব তুচ্ছনাং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম ॥ ১ ॥

ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাক্ষজন্তুঃ পুরোহিতঃ। তমৌমহে মহাগয়ং স্বাহা।
অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম ॥ ২ ॥

ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অশ্নে বর্জঃ সুবীৰ্য্যং দধত্ময়িঃ ময়ি পোষং স্বাহা।
অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম ॥ ৩ ॥

প্রজাপত ইত্যশ্র হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ
আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতাক্তন্তো বিশ্বাজাতানি

পরি তা বভূব । ষৎ কামান্তে জুহমন্তয়ো অস্ত বয়ঃ শ্রাম পতয়ো রয়ীণাং
স্বাহা । প্রজাপত্যে ইদং নমম ॥ ২ ॥

তৎপরে কুমারের পশ্চিমদিকে থাকিয়া করে শীতোষ্ণজলপূর্ণ শরাবধর
লইয়া যুগপৎ “ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি” এই মন্ত্রে মিশ্রিত করিতে হয় ।
তদনন্তর কিঞ্চিমিশ্রিত জল ও নবনীত লইয়া তদ্বারা কুমারের
বামপ্রদেশ হইতে দক্ষিণকেশভাগোপরি পর্য্যন্ত তিনবার ক্লিন্ন করিবেন ।
মন্ত্র যথা—

অদিতিঃ কেশানিত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিরদিত্তিবাশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ-
শ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপতাপ উন্দন্ত (মেদসে
দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায়) বর্চসে ।

পরে ত্রিভাগে শ্বেত শল্লকীকণ্টক দ্বারা কুমারেব সমস্ত কেশকে
দক্ষিণবামক্রমে দ্বিধা কবিয়া কেশার্দ্ধ দক্ষিণকর্ণোপরি ও বামকর্ণোপরি অর্দ্ধ
স্থাপন পূর্বক পুনশ্চ দক্ষিণস্থ ভাগকে ভাগচতুষ্টয় কবিবে ।

অনন্তর হোতা তিনটি কুশপিঞ্জলী লইয়া কুমারেব দক্ষিণ কেশভাগে
পশ্চিমাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে । মন্ত্র যথা—

ওষধ ইত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়শ্চৈনং ।

পরে দক্ষিণহস্ত দ্বাৰা তাম্রক্ষুর লইয়া নিম্নলিখিত ১ম মন্ত্রে পীড়ন এবং ২য়
মন্ত্রে লৌহক্ষুব দ্বারা কেশচ্ছেদন করিবেন, যথা—

স্বধিত ইত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে
বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ১ ॥

ওঁ যেনাবপং সবিতা ক্ষুরেণ সোমশ্চ বাজ্রো বকণশ্চ বিদ্বান্ । তেন
ব্রহ্মাণো বপতেদমশ্রায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্ঘথাসৎ ॥ ২ ॥

এই প্রকারে ছেদন করিয়া পিঞ্জলীসহিত প্রাগগ্র কেশ শমীপত্র সহ
মাতাকে দিলে মাতা গোময়শরাবে রূপণ করিবেন ।

তৎপবে পুনরায় “ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি” মন্ত্রে উদকমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ
মিশ্রিতজল ও নবনীত লইয়া “অদিতিঃ কেশানিত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিরদিত্তিবা-
শ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতিঃ কেশান্
বপতাপ উন্দন্ত (মেদসে দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায়) বর্চসে” মন্ত্রে তিনবার দ্বিতীয় কেশ-
ভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ববৎ কুশপিঞ্জলীত্রয় লইয়া পূর্বোক্তমন্ত্রে উহাতে স্থাপন

তাম্রক্ষুর দ্বারা পূর্ববৎ পীড়ন ও লৌহ-ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবে। ছেদনমন্ত্র
যথা—

প্রজাপতিঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ও
যেন ধাতা বৃহস্পতেঃরথৈরিন্দ্রস্য চাযুষেঃপবৎ। তেন ত আযুষে বপামি
শুল্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

ছেদনান্তে শমীপত্রসহ মাতাকে দিবেন, মাতাও গোময়শরাবে ক্ষেপণ
করিবেন। পরে পুনরায় পূর্ববৎ জলমিশ্রণ, পূর্ববৎ তৃতীয় কেশভাগ ক্লিন্ন-
করণ, পিঞ্জলীস্থাপন ও তাম্রক্ষুর পীড়ন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে লৌহক্ষুর
দ্বারা ছেদন করিবেন, যথা—

ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ত চ পশ্চাতি সূর্য্যঃ। তেন ত আযুষে
বপামি শুল্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

ছেদনান্তে শমীপত্রসহ মাতাকে দিলে, মাতাও গোময়শরাবে ক্ষেপণ
করিবেন। অনন্তর পুনরায় পূর্ববৎ মন্ত্রে জলমিশ্রণ, পূর্ববৎ মন্ত্রে চতুর্থ কেশ
ভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ববৎ পিঞ্জলীস্থাপন ও পীড়ন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে লৌহ-
ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবে, যথা—

ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমশ্চ রাজ্ঞো বরুণশ্চ বিদ্বান্। তেন তে
ব্রহ্মাণো বপতেদমশ্চাযুশ্চান্ জরদষ্টির্যথাসৎ। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেঃরথৈরিন্দ্রশ্চ
চাযুষেঃপবৎ তেন ত আযুষে বপামি শুল্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ওঁ যেন ভূয়শ্চ
রাত্র্যাং জ্যোক্ত চ পশ্চাতি সূর্য্যঃ তেন ত আযুষে বপামি শুল্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

ছেদনান্তে পূর্ববৎ মাতাকে দিলে মাতাও গোময়শরাবে ক্ষেপণ করি-
বেন। তদনন্তর হোতা কুমারের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া কুমারের
মস্তকবামভাগস্থ কেশেও উক্ত সংস্কার করিবেন। যথা—যথাক্রমে পূর্ববৎ
মন্ত্রে জলমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও নবনীত লইয়া পূর্বস্থাপিত কেশ
চতুর্ভাগ করত উত্তরকেশভাগে ত্রিবার ক্লিন্নকরণ, পিঞ্জলীত্রয়স্থাপন,
তাম্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা পূর্বোক্ত প্রথমমন্ত্রে প্রথমভাগস্থ
কেশ ছেদন, মাতৃহস্তে প্রদান, তৎকর্তৃক গোময়শরাবে প্রক্ষেপ, পুনঃ
দ্বিতীয়ভাগ ক্লিন্নকরণ, পিঞ্জলীস্থাপন, পীড়ন, দ্বিতীয়মন্ত্রে ছেদন, মাতৃহস্তে
প্রদান ও তৎকর্তৃক গোময়শরাবে প্রক্ষেপ; পুনরায় তৃতীয়ভাগে জলমিশ্রণ,
ক্লিন্নকরণ, পিঞ্জলীস্থাপন, তাম্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা পূর্বোক্ত
তৃতীয় মন্ত্রে ছেদন, মাতৃহস্তে প্রদান ও তৎকর্তৃক গোময়শরাবে

এক্ষেপ; পুনরায় জলমিশ্রণ, চতুর্থভাগে ক্লিষ্টকরণ, পিঙ্গুলীস্থাপন, পীড়ন, এই সমস্ত সম্পাদিত হইলে চতুর্থ ভাগ নাপিত ছেদন করিবে। হোতা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ক্ষুরধার মার্জ্জন করিয়া দিবেন, যথা—

যৎ ক্ষুরেণেত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুরো দেবতা ক্ষুরধারামার্জ্জনে বিনি-
য়োগঃ। ওঁ যৎ ক্ষুরেণ য (চ)জ্জয়তা নৃপেশসা বপ্তা বপসি কেশান্ শুক্লি
শিরোমাশ্চাযুঃ প্রমোষীঃ।

পরে নাপিতকে ক্ষুর দিয়া বলিবেন, “শীতোষ্ণাভিরন্তিরবর্থঃ কুর্ক্কাণো-
হক্ষুণ্ণ কুমাবং কুশলৌকুক” অর্থাৎ “এই শীতোষ্ণ জল দ্বারা কুমারকে কুশলী
কর।” নাপিতও “করবাণি” অর্থাৎ “করিতেছি” বলিয়া অগ্নিসমীপে সমস্ত
কেশমুণ্ডন করিবে। তদনন্তর পতিপুত্রবতী নারীগণ কুমারকে বেদীতে লইয়া
মঙ্গলাচার সহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবেন এবং কর্ণবেধ
করাইয়া মাতৃকোড়ে প্রদান করিবেন। এ দিকে হোতা প্রায়শ্চিত্তহোম ও
শ্বিষ্টকৃদ্ধোম সমাপন পূর্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।
নাপিতকে ত্রীহি প্রভৃতিপূর্ণ শরাবচতুষ্টয় দান করিতে হয়। কেশসমূহ বংশ-
বিটপাদিতে শুচিগ্রদেশে ফেলিয়া দিবে।

ঋত্বেন্দ্রীয় উপনয়ন

এই সংস্কারে সমুদ্রবনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পিতা নিত্যক্রিয়া,
মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যমুক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন।
মাগবক লগ্নসময়ের পূর্বে ভোজন, আচমন ও শিখাধারণ পূর্বক ক্ষৌরকার্য্য
সমাপন করিবেন। কিন্তু তদদিনে সমাবর্তনাদি অন্য সংস্কার থাকিলে কুমা-
রের ভোজন নিষিদ্ধ। অনন্তর কুমারকে স্নান করাইয়া গৈরিকাদিরঞ্জিত
বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। পরে পিতা উপলপনাদি মেষ্ধগণসংস্কারান্ত
কর্ম্ম করিয়া যথাবিধি “ওঁ সদসম্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্কপামি। ওঁ সদসম্পতয়ে
ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি” এবং “গাষট্ঠো ঋষিভ্যঃ ব্রহ্মণে” বলিয়া চারি
চারি মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুল গ্রহণ, নির্কপণ ও প্রোক্ষণ পূর্বক যথাবিধি

প্রক্ষেপিতপাক করিয়া অবতারণ করত অগ্নির নামকরণাদি আজ্যভাগ্য সমস্ত কার্য্য কর্তব্য। পরে একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণপার্শ্ববিলম্বিতভাবে কুমারের বামহস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দিবেন, যথা—

যজ্ঞোপবীতমস্ত্র (পরম) ব্রহ্মর্ষিব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর। দেবতাজিষ্টপ্ ছন্দে যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতঃ পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্ব্য সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ ত্বং যজ্ঞোপবীতঃ বলমস্ত তেজঃ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কৃষাজিনোত্তরীয় দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিজিষ্টপ্ ছন্দঃ কৃষাজিনঃ দেবতা কৃষাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্ত চক্ষুব্রহ্মণঃ বলীয়ন্তেজোবশবী স্ববিরঃ সমিকম্। অনাহনস্তঃ বসনঃ জরিষু পরীদং বাহাজিনঃ দধেহম্।

এই সময়ে মাণবককে যথাসাধ্য কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়।

অনন্তর মাণবক করপুটে প্রার্থনা করিবেন, “ওঁ উপনয়ন্ত মাং যুষ্মৎপাদাঃ” অর্থাৎ “আপনারা আমাকে উপনীত করুন।” গুরুও বলিবেন, “ওঁ উপনে-
যামি ভবন্তঃ” অর্থাৎ “তোমাকে উপনীত করিব।” পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে গিয়া কুমারের সহিত অস্বারক হইয়া চারিটি আহতি দিবেন। মন্ত্রচতুষ্টয় যথা—“অগ্ন আয়ুংষীতি ত্র্যচস্ত শতং বৈধানসা ঋষয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুংষি পবস আশ্ববোর্জমিষঞ্চ নঃ। আত্রে বাধস্ব দুচ্চুনাং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম ॥” ১ ॥

ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাকজন্তঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম ॥ ২ ॥

ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অশ্বৈ বর্চঃ সুবীৰ্য্যঃ। দধদ্রসিঃ ময়ি পোষঃ স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম ॥ ৩ ॥

হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দে আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন হৃদেতান্নন্তো বিখাজাতানি পরি তা বভূব। যৎকামান্তে জুহ্মস্তুগ্নো অস্ত বয়ং শ্রাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং নমম ॥ ৪ ॥

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। আচার্য্যের অগ্রে পশ্চিমাভিমুখে মাণবক কৃতাজলিপুটে উখিত থাকিবেন। অনন্তর আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলি দ্বন্দ্বপূর্ণ করিবেন এবং অঙ্গ ব্রাহ্মণ

আচার্য্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলিসহ জল মিশ্রণ করিয়া তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষিক্ত করিবেন, যন্ত্র যথা—

(বশিষ্ঠঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঃ ঋগ্বেদেবতা) শ্রাবাঋষিঃ সবিতা দেবতা অমৃষ্টপ্ ছন্দো জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্বরুণীমহে বরুণঃ দেবস্ত ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্কধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।

পরে মাণবকের সান্নিধ্য দক্ষিণহস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ (শ্রাবাঋষিঃ সবিত্রিষ্টুপূষণো দেবতা) উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোর্বাহত্যাং পুষো হস্তাত্যাং হস্তং গৃহ্মামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন।

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি-জলপূরণ প্রভৃতি কৰ্ম্মান্তে তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করিবেন। যন্ত্র যথা—

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ পূর্ব্ববৎ। ওঁ তৎসবিতুর্বরুণীমহে বরুণঃ দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্কধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।

পরে মাণবকের সান্নিধ্য দক্ষিণহস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রভীৎ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন।

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি জলপূরিত করিয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে অভিষেক করিতে হয়, যথা—

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ পূর্ব্ববৎ। ওঁ তৎসবিতুর্বরুণীমহে ইত্যাদি।

অনন্তর মাণবকের সান্নিধ্য হস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ্য, যথা—

প্রজাপতিঋষিরিগ্বেদেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরাচার্য্যস্তব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন।

পরে আচার্য্য মাণবককে এই মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইবেন, যথা—

ওঁ দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী তং গোপায় স মামৃতঃ।

আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “কিঃনামাসি?” মাণবক “অমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ” বলিবে। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন, “কস্ত ব্রহ্মচার্য্যসি? প্রাণস্ত ব্রহ্মচার্য্যসি। কস্যামুপনয়তে? কারত্বা পরিদদামি” বলিলে মাণবক

অবণ পূর্বক দণ্ডায়মান রহিবে। পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে প্রদক্ষিণ ভ্রমণ করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ গৃৎসমদক্ষাষির্যুপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ প্রদক্ষিণাবর্তনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ ।

অনন্তর আচার্য্য প্রদক্ষিণক্রিয়া দ্বারা প্রাঙ্গুধীকৃত মাণবকের পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া ঋক্কোপরি হস্ত প্রদান পূর্বক এই মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন, যথা—

গৃৎসমদক্ষাষির্যুপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকহৃদয়ালভ্যনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ তক্ষীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ।

পরে উভয়ে প্রাঙ্গুথে অগ্নিসমীপে উপবেশন করিবেন। মাণবক তুষ্টী-স্তাবে অগ্নিতে একটি সমিধ্ আহুতি দিয়া অন্য সমিধ্ গ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিক্কোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্কস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা ।
ব্রহ্মণে ইদং নমম ।

পরে মাণবক অগ্নিস্পর্শ পূর্বক হস্তে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার মুখ মার্জন করিবেন, যথা—

ওঁ তেজসা মা সমনজ্জি ।

অনন্তর গাত্রোখান করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র দ্বারা অগ্নির উপাসনা করিবেন, যথা—

যজ্ঞাং বসুশ্রুতঋষিলিঙ্গোক্তা দেবতান্নিষ্টুপ্ ছন্দোহগ্ন্যুপস্থাপনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ মগ্নি মেধাং মগ্নি প্রজাং মব্যগ্নিস্তেজো দধাতু ॥ ১ ॥

ওঁ মগ্নি মেধাং মগ্নি প্রজাং ময়ীক্স ইন্দ্রিয়ং দধাতু ॥ ২ ॥

ওঁ মগ্নি মেধাং মগ্নি প্রজাং মগ্নি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু ॥ ৩ ॥

ওঁ যত্তেহগ্নে তেজন্তেনাহং তেজস্বী ভূমাসম্ ॥ ৪ ॥

ওঁ যত্তেহগ্নে বর্চন্তেনাহং বর্চস্বী ভূমাসম্ ॥ ৫ ॥

ওঁ যত্তেহগ্নে তরন্তেনাহং তরস্বী ভূমাসম্ ॥ ৬ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আশিষ প্রার্থনা করিবে, যথা—

(কোৎসঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃ কৃষ্ণাণি বিনিয়োগঃ । ওঁ

মানন্তোকে তনয়ে মান আরো মানো গোষু মানোহুশ্বেষু রীরিষঃ । মানো
বীরান্ কদ্রভামিতোবধীহ বিম্বস্তঃ সদমিতা হবামহে । ওঁ ত্র্যায়ুষঃ জমদগ্নেঃ
কণ্ডপশ্চ ত্র্যায়ুষঃ অগস্ত্যশ্চ ত্র্যায়ুষঃ যদেবানাং ত্র্যায়ুষঃ তন্নো অস্ত ত্র্যায়ুষঃ ।
ওঁ স্বস্তি শ্রদ্ধাঃ বশঃ প্রজ্ঞাঃ বিজ্ঞাঃ বুদ্ধিঃ শ্রিয়ঃ বলঃ । আয়ুষ্যঃ তেজ
আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন ॥)

তৎপরে ব্রহ্মচারী ভূতলে জাম্ববত পাতিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ-
চরণ ও বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ পূর্বক নিম্নোক্ত বাক্যে অভিবাদন
করিবে । “শ্রীজম্বকদেবশর্মাং ভো অভিবাদয়ে ।” আচার্য্য বলিবেন,
“ওঁ আয়ুমান্ ভব সৌম্য শ্রীজম্বকদেবশর্মন্ ।” ব্রহ্মচারী কর দ্বারা
গুরুপাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া বলিবে, “ওঁ অধীহি ভো সাবিত্রীং ভো
অনুক্রহি ।” তখন আচার্য্য উভয় হস্তে ব্রহ্মচারীর হস্তদ্বয় ধারণ পূর্বক
উত্তবীৰ্যবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত গায়ত্রী বলিতে আরম্ভ করিবেন, প্রথমতঃ
গায়ত্রীধ্যান, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, যথা—

শ্বেতবর্ণা সমুদ্ভিষ্টা কাষায়বসনা তথা । শ্বেতৈর্কিলেপনৈঃ পুটৈশ্চরলক্ষ্যৈশ্চ
শোভিতা । অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা । আদিত্যমণ্ডলাস্তঃস্থা
ব্রহ্মলোকগতা, স্থিরা । তত্রাবাহ জপিহা চ নমস্কারৈর্বিসর্জয়েৎ । সবিতা
দেবতা চাম্যা মুখমগ্নিস্তদিত্যঃ । বিশ্বামিত্রঋষিছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে ।
আম্বাহি বরদে দেবি জপেয় মে সন্নিধৌতব । গায়ন্তং ত্রায়তে বশ্যং গায়ত্রী
ত্বং ততঃ শ্রুতা । এষা হি ত্রিপদা দেবী শক্বেশ্বরময়ী শুভা । মহতা তপসা দৃষ্টা
বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা । গায়ত্রীকৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ । বেদা একত্র
সাজাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা । যোগভূতা তু বেদানাং গৃহোপনিষদাং
তথা । তাভ্যঃ সারস্ব গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহিতয়ন্তথা । গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দক
ঋচোহর্কমুচ এব চ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তবর্ণস্তেয়মেব চ । গুরুদারগমকৈব
জপো নৈষা পুনাতি বৈ । এতয়া জ্ঞাতয়া সর্বঃ বাহ্ময়ং বিদিতঃ ভবেৎ ।
উপাসিতঃ ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকম্ । অজ্ঞাতা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব
হীয়তে । গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনী । ন গায়ত্র্যাঃ পরং
জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে । তত্রাশ্চ মাতা সাবিত্রী পিতা আচার্য্য উচ্যতে ।

পরে ক্রমশঃ গায়ত্রী বলিবেন, যথা—প্রথমে “বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ
সবিতা দেবতা গায়ত্র্যুপদেশে (সাবিত্রীজপে) বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎ-
সবিতুর্করৈণ্যং” মণবক ইহা পাঠ করিলে পুনর্বার আচার্য্য মণবককে পাঠ,

করাইবেন, “ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি” , মাণবক পাঠ করিলে গুরু পুনশ্চ পাঠ করাইবেন, “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।” পরে গুরু অর্ধ অর্ধ ভাবে উপদেশ দিবেন, যথা—“ওঁ তৎ সবিতুর্বরৈণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি” মাণবক ইহা পাঠ করিলে গুরু পুনশ্চ “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ইহা পাঠ করাইবেন । অতঃপর গুরু পুনশ্চ সমগ্র গায়ত্রী উপদেশ দিবেন । যথা—“ওঁ তৎসবিতুর্বরৈণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” পাঠ করাইবেন । তৎপরে “ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ” পাঠ করাইবেন । পরে ঋষিদেবতাদি পাঠান্তে সপ্রণবব্যাহৃতি পূর্বক সমগ্র গায়ত্রী মাণবককে পাঠ করাইবেন । যথা—“বিখ্যামিত্রঋষিরিত্যাদি ওঁ ভূভূবঃ স্বস্ত্যং সবিতুর্বরৈণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ .” অনন্তর মাণবকের হৃদয়ে উর্দ্ধাঙ্গুল দক্ষিণহস্ত দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

মম ব্রত ইত্যশ্চ পরাকদাসঋষিহৃদয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবক-
হৃদয়দেশালম্বনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমহু-
চিত্তস্তে অস্ত্র মম বাচমেকমনা জুবস্ব বৃহস্পতিত্বা নিযুনক্তু মহম্ ।

পরে মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিবেন । মন্ত্র যথা—

বিখ্যামিত্রঋষিমেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মেখলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ ইয়ং তুরুক্ণং পরিবাধমানা শর্ম্ম বক্রথং পুনতী ন আগাৎ । প্রাণাপানাত্যাং
বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্ । ওঁ ঋতশ্চ গোপ্ত্রী তপসঃ পরশ্বী
ব্রতী বক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ । সা মা সমস্তমহুপর্যোহি ভদ্রে ধর্তারস্তে
মেখলে মা বিধাম ।

পরে এই মন্ত্রে মাণবকপ্রমাণ পলাশদণ্ড বা বিদ্যদণ্ড প্রদান করিতে
হয়, যথা—

আত্রেয়ঋষির্বিষ্ণুদেবা দেবতাত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দণ্ডপ্রদানে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ অস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ অস্তি দেব্যাদিতিরনর্কণঃ । অস্তি পৃষা অশুরো
দধাতু নঃ অস্তি জ্বা বা পৃথিবী সূচেতুনা ।

অনন্তর আচার্য্য মাণবককে বলিবেন, “ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি” ; “অপোশান-কর্ম্ম
কুরু” ; “মা দিবা স্বাপ্নীঃ” , “আচার্য্য্যাদেদমধীষ” , “উদকসমিৎকুশাত্যা-
হরণং কুরু” , “সায়ং প্রাতঃ সমিধমাধেহি” ; “সায়ং প্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু ।”
ব্রহ্মচারী সর্বত্র “বাঢ়ঃ” বলিয়া স্বীকার করত জল স্পর্শ পূর্বক বদ্ধাঙুলি
হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাংবিজীকং ত্রৈবার্ষিকং (ত্রৈবদিকমিমং কালং বা) চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তেনাধ্যাসম্ ।

এইরূপে ষথাশক্তি কালনির্দেশ করিবে । তদনন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে । প্রথমতঃ মাতার নিকট “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” (ভবতী ভিক্ষাং দদাতু ইতি সূত্রকারপাঠ) বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় । মাতার অভাবে ভগিনীসকাশে প্রার্থনা করিবে । পরে “ভবন্ ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে । সকলে ষথাশক্তি তণ্ডুলাদি ও স্বর্ণরজতাদি ভিক্ষা দিবেন । তৎপরে অন্তান্ত লোকের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারাও ষথাশক্তি ঐ প্রকার দিবেন । ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে দিতে হয় । আচার্য্য “উপভূজ্যতাং” বলিয়া অনুজ্ঞা দিলে মাণবকও সায়াংকালে ভোজনার্থ তাহা রাখিয়া দিবে । তৎপরে বেদাধ্যয়ন ও বেদগ্রহণ করিতে হয় । আচার্য্য ব্রহ্মচারী কর্তৃক অন্ন্যারক হইয়া ক্ষকে ঘৃতক্ষব ও চকতে অবদানস্থানে ঘৃতক্ষবদ্বয় দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চক্ষু দুইবার অবদান পূর্বক গ্রহণ ও চক্ষুপরি ঘৃতক্ষব ও অবদানস্থানে ঘৃতক্ষবদ্বয় দিবেন, পরে ঘৃতক্ষবদ্বয় দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবেন, ষথা—

বশিষ্ঠঋষিঃ সদসম্পত্তির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহনুপ্রবচনীমচকহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ সদসম্পত্তিমদুতং প্রিয়মিদ্রশ্চ কাম্যং সনিশ্লেধাময়াসিষং স্বাহা ।
সদসম্পত্তয়ে ইদং নমম ।

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তংসবিতুর্করৈণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচো-
দয়াৎ স্বাহা । গায়ত্র্যে ইদং নমম । ওঁ ঋষিত্যঃ স্বাহা । ঋষিত্যঃ ইদং
নমম । ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা । অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে ইদং নমম ।

তৎপরে সমিক্রোম করিবে, (সমিক্রোম সূত্রকার ও পরিশিষ্টেধুত নহে)
ষথা—

বশিষ্ঠঋষিঃ সদসম্পত্তির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সমিক্রোমে বিনিয়োগঃ । সদ-
সম্পত্তিমদুতং প্রিয়মিদ্রশ্চ কাম্যং সনিশ্লেধাময়াসিষং স্বাহা । সদসম্পত্তয়ে
ইদং নমম ।

পরে গায়ত্রী উদ্দেশে উপরিলিখিতবৎ হোমাস্তে “ঋষিত্যঃ স্বাহা” বলিয়া
আহুতি দিবেন । এই সময়েই সন্ধ্যা করিতে হয় । অনন্তর ব্রহ্মচারী মৌনভাবে
একটি সমিক্রোম করিয়া অপর সমিধ্ গ্রহণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম
করিবে, ষথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিক্রোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে
সমিধমাহার্বঃ বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা ।
অগ্নয়ে ইদং নমম ।

পরে মাণবক করযোড়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিবে যে, “ওঁ
বেদসমাপ্তিঃ ভবন্তো ব্রুবন্তু” অর্থাৎ আমার যেন বেদপাঠ সমাপ্ত হয় ।
ব্রাহ্মণগণ কহিবেন, ‘নির্বিঘ্নঃ বেদসমাপ্তিরন্তু’ অর্থাৎ অবিলম্বে তোমার
বেদসমাপ্তি হউক ।

অনস্তর মেধাজনন কৰ্ম্ম ।—আচার্য্য কুস্তোদক দ্বারা অভিষেককারী ব্রহ্ম-
চারীকে তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

ওঁ সূশ্রবঃ সূশ্রবা অসি যথা ত্বং সূশ্রবঃ সূশ্রবা অশ্রোবঃ মাং সূশ্রবঃ
সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপোহশ্রোবমহং যক্ষুয্যাণাং বেদস্য
নিধিপো ভূয়সম্ ।

অনস্তর বেদারম্ভ ।—গুরু “ওঁ অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণো
বেদারম্ভকৰ্ম্মাজহোমমহং করিষ্যামি” এইরূপ সঙ্কল্পান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে
জাজ্যহোম করিবেন, যথা—

ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা । ইদং পৃথিব্যৈ নমম । এইরূপ অগ্নয়ে । ব্রহ্মণে । প্রজা-
পত্যয়ে । ছন্দোভ্যঃ । দেবেভ্যঃ । ঋষিভ্যঃ । মেধাট্রে । সদসম্পত্যয়ে ।
অনুমত্যয়ে ।

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্গুথে বসিবেন এবং শিষ্য প্রত্যঙ্গুথে
বসিয়া গুরুমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন । শিষ্য দক্ষিণহস্ত দ্বারা
গুরুর দক্ষিণপাদ ধরিয়া উপসন্ন হইলে গুরু ব্যাহতি পাঠ করাইয়া বেদাদি
অধ্যয়ন করাইবেন, যথা—

যধুচ্ছন্দঃঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ
ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ । (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দ ও মহাব্যাহতি পাঠ করাইয়া)
ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্য দেবমৃষিজং । (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দ ও মহা-
ব্যাহতি পাঠ করাইয়া) ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্য দেবমৃষিজং হোতারং
রত্নধাতমম্ । (ইতি ঋক্) যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরুক্ষিক্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ওঁ ইষেছোর্জ্জৈত্বা বায়বঃ স্ব । (পুনরায় ঋষি-
চ্ছন্দঃ পাঠনান্তে) ওঁ ইষেছোর্জ্জৈত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু । (পুন-
রায় ঋষিচ্ছন্দো মহাব্যাহতি পাঠনান্তে) ওঁ ইষেছোর্জ্জৈত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ

সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্মণে । (ইতি যজুঃ ।) গৌতমঋষির্গায়ত্রী-
চ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিরোগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ । ওঁ অগ্ন
আয়াহি বীতয়ে । (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ মহাব্যাহতি পাঠ করাইয়া) ওঁ অগ্ন আয়াহি
বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে । (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ মহাব্যাহতিপাঠনান্তে) ওঁ
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে । নিহোতা সংসি বর্হিষি । (ইতি
সাম ।) (নারদঋষিঃ) পিঙ্গলাদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বক্রণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে
বিনিরোগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে । (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ
মহাব্যাহতি পাঠ করাইয়া) ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে ।
(পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ মহাব্যাহতি পড়িয়া) ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু
পীতয়ে । শঃ যোরভিস্রবন্ত নঃ । পরে সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম ও ষিষ্টকৃৎহোমান্তে
কর্মকারয়িত্ব-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন । পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশাস্তি
ও আশীর্বাচন কর্তব্য ।

অষ্টমোদীয় সমাবর্তন

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাকা, প্রণিপাত ও আশ্রমাসুরূপ পাবিতোষিক-প্রদান দ্বাৰা
শুককে সঙ্কষ্টে কবিত্বা স্নানান্তে প্লবন নামক সংস্কার করিবেন । তাহাতে এই
কর্মটি দ্রব্য প্রয়োজনীয় । যথা—কর্ণে ধারণযোগ্য কাঞ্চনাদিনির্মিত কণ্ডলধর,
কণ্ঠে পরিধানযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহযুগল, বৈণবদণ্ড, সর্কৌষধি-গন্ধাত্ত-
লেপন, উষ্ণীষ, ছত্র এই সমস্ত আচার্য্য প্রদান করিবেন । অনন্তর সমিধ্ অগ্নি-
সমীপে স্থাপন করিবেন । ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে ভোজ্য ও গোদান পূর্বক অন্ত্যাত্ত
ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবে । পরে হোমকর্তা “ওঁ অদেত্যাং অমুক-
গোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ সমাবর্তনকর্ম্মাজ্জহোমমহং করিষ্যামি” এইরূপে সঙ্কল্প
করিয়া গম্ভীর প্রভৃতি সংস্কার করিবেন । প্রথমতঃ চূড়াকরণবৎ হোম কর্তব্য ।
পরে কুশপিঞ্জলীস্থাপন ও তাম্র এবং লৌহক্ষুরপীডনাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন
করিতে হয় । চূড়াকরণেই ঐ সকলের মন্ত্রাদি লিখিত আছে । তদনন্তর
ব্রহ্মচারী শিখাধারণ পূর্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিয়া সর্কৌষধিজলে স্নান পূর্বক
শুককে বস্ত্রাদি নিবেদন করিবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বয়ং বস্ত্র পরিধান
পূর্বক অন্ত একখানি বস্ত্র উষ্ণীষরূপে বন্ধন করিবেন, যথা—

গৃৎসমদগ্ধবির্লিঙ্গোক্তা দেবতা (দীর্ঘতমাঞ্চলির্মিত্রাবরুণৌ দেবতে) ত্রিষ্টুপ্
ছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ যুবং বস্ত্রানি পীবসাবসাথে যুবো
রচ্ছিত্রামস্তবোহ সর্গাঃ অবাতিরতমনুতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে ।

পরে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে,
যথা—

পরমাত্মাষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রীছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীতঃ পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পূবস্তাৎ ।
আয়ুষ্যামগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতঃ বলমস্ত তেজঃ ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মেথলা ও কৃষ্ণাজিন মোচন করিবেন, যথা—
ওঁ উদ্ভূতমং বক্রণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমঃ অথায় । অথাদিত্যব্রতে বয়ং
তবানাগসোহদিতয়ে শ্রাম ।

পবে নিম্নোক্ত ১ম মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামচক্ষুতে ক্রমশঃ অঙ্গন ধারণ
পূর্বক ২য় মন্ত্রে দক্ষিণ বামকর্ণে মস্তাবৃত্তি পূর্বক কুণ্ডল ধারণ করিবে ।

ওঁ অশ্বানস্তেজোহসি চক্ষুর্মে পাহি ॥ ১ ॥

ওঁ অশ্বানস্তেজোহসি শ্রোত্রং মে পাহি ॥ ২ ॥

পরে হস্তে অম্বুলেপন প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্রে যথাক্রমে
শিখায় মাল্যবন্ধন, উপানহধারণ, ছত্রগ্রহণ ও বৈগবদগু গ্রহণ করিবে, যথা—

ওঁ অনাৰ্ণাঃ অনাৰ্ণোহহং ভূয়াসম্ ॥ ১ ॥ ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে হুঃ সৰ্বতো
মা পতম্ ॥ ২ ॥ ওঁ দিবশ্ছদমাসি ॥ ৩ ॥ ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোহসি সৰ্বতো
মা পাহি ॥ ৪ ॥

পরে তুষীষ্ঠাবে অগ্নিতে পলাশদণ্ড নিক্ষেপ করিবে । পূর্বতাক্ত মেথলা
ও কৃষ্ণাজিন বৈগবদগু স্থাপন করিবে । পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে কণ্ঠে মণি
বন্ধন করিতে হয়, যথা—

ওঁ আগুষ্যঃ বর্চশ্চ ব্রাহ্মণ্যোযমৌদ্ভিদম্ । ইদং হিরণ্যং বর্চশ্চ জৈত্রায়ান্না
বিশতাদিমাম্ ।

অনন্তর মাণবক উষ্ণীষ লব্ধমান করত উপানহ পরিত্যাগ পূর্বক অগ্নি-
সমীপে অগ্নির ঈশানকোণে দণ্ডায়মান হইবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটি
সমিধ্ আহুতি দিবেন, যথা—

ওঁ স্বতঞ্চ মে অস্বতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে

তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, বিজ্ঞা চ মে অবিজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, অজ্ঞা চ মে
অঅজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে,
ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ
মে, অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম
উভয়ব্রতঞ্চ মে, সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, ঋতঞ্চ মে অঋতঞ্চ
মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, যদগ্রে
সেন্দ্রশ্চ সপ্রজাপতিকশ্চ সঞ্চাষিকশ্চ সঞ্চাষিরাজন্তকশ্চ (সপত্নীকশ্চ) সাকাশশ্চ
সাতীকাশশ্চ সানুকাশশ্চ সপ্রতীকাশশ্চ সদেবমহুয্যশ্চ সগন্ধরূপসরকশ্চ
সহারণ্যৈশ্চ পশুভির্গায়ৈশ্চ যন্ম আয়ন আয়নি ব্রতঃ তন্ম সৰ্ব্বঃ ব্রতঃ
ইদমহমগ্রে সৰ্ব্বব্রতো ভবামি স্বাহা । অগ্নয়ে ইদং নমম ।

পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন পূর্বক মণ্ডপ হইতে সমিধ্ আকর্ষণ করত বক্ষা-
মাণ দশটি মন্ত্রে সমিধ্-হোম করিবেন, যথা—

(মমাগ্ন ইতি নবর্চশ্চ সূক্তশ্চান্নিরসো বিহব্যঞ্চবিবির্থেদেবা দেবতা আত্মা
অষ্টৌ ত্রিষ্টুভঃ অন্ত্য। চ জগতীচ্ছন্দাংসি সমিক্রোমে বিনিয়োগঃ । ঔ মমাগ্নে
বর্চো বিহবেষস্ত বরং হেচ্ছানাস্তবঃ পুষেম । মহং নমস্তাং প্রদিশচ্চতস্রশ্চরা-
ধ্যক্ষেণ পৃথনা জয়েম স্বাহা । অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ১ ॥

ঔ মম দেবা বিহবে সন্ত সৰ্ব্ব ইন্দ্রবস্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ । মমান্তরিক-
মুকলোকমন্ত মহং বাতঃ পবতাং কানো অশ্বিন্ স্বাহা । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য
ইদং নমম ॥ ২ ॥

ঔ ময়ি দেবা জ্বিগমায়জন্তাং মযানীরন্ত ময়ি দেবহুতিঃ । দৈব্যা হোতারো
বহুশস্ত পূর্বে রিষ্টাঃ শ্রাম তন্ম সুধীরাঃ স্বাহা । অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৩ ॥

ঔ মহং যজন্ত মম যানি হব্যা কুতিঃ সত্যাঃ মনসো মে অস্ত । এনো
মা নিগাং কতমচ্চ নাহং বিশ্বেদেবাসো অধিবোচতা নঃ স্বাহা ।
অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৪ ॥

ঔ দেবীঃ ষড্ভুক্ষী ককুনঃ ক্রণোত বিশ্বেদেবাস ইহ বীরব্রধঃ । মাহান্মহি
প্রজগ্না মা তনুভির্মারবাম বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা । অগ্নয়ে
ইদং নমম ॥ ৫ ॥

ঔ অগ্নে মনু্যঃ প্রতিমুদন্ পরেষামদকো গোপাঃ পরিপাহি নম্বঃ ।
প্রত্যক্ষো যন্ত নিগুতঃ পুনস্তে মৈষাং চিত্তং প্রবধা বিনেশং স্বাহা ।
অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৬ ॥

ওঁ ধাতা ধাতৃণাং ভুবনশ্রবস্পতির্দেবঃ ত্রাতারভিমাভিষাহঃ । ইমং
যজ্ঞমগ্নিনোভভাঃ বৃহস্পতির্দেবাঃ পাক্ত যজ্ঞমানঃ স্তূৰ্ধাৎ স্বাহা । অগ্নয়ে
ইদং নমম ॥ ৭ ॥

ওঁ উরুবাচা নো মহিষঃ শশ্ব যঃ সদশ্বিনু হবে পুরুহুতঃ পুরুক্ষুঃ । স নঃ
প্রজাঠৈ হর্ষাশ্ব মৃড়য়েদ্র মানো রীরিবো যা পরাদাঃ স্বাহা । অগ্নয়ে
ইদং নমম ॥ ৮ ॥

ওঁ যে নঃ সপত্না অপতে ভবস্তিক্রাগ্নিভ্যামববাধামহে তানু ।
বসবো কদ্রা আদিত্যা উপরি স্পৃশঃ যোগ্রঃ চেত্তারমধিরাজমক্ৰন্ স্বাহা ।
অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৯ ॥

ওঁ অর্কাক্ষমিন্দ্রমমৃতো হবামহে যো গোজিহ্বনজিদশ্বজিৎ যঃ । ইমং নো
যজ্ঞঃ বিহবে জুষাশ্ব কুন্মোহরিবোমে দিনং ত্বা স্বাহা । অগ্নয়ে
ইদং নমম ॥ ১০ ॥

তৎপরে প্রারম্ভিত্ত্বহোম ও স্থিষ্টকৃদ্ধোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয় ।
স্নাতকের নিয়ম যথা—স্নাত্তিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না,
নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোন
বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না । শুক স্নাতককে এইরূপ উপদেশ দিবেন । পরে দণ্ড,
উপানহ, উষ্ণীষ প্রভৃতিধারী ব্রহ্মচাৰী কপট কোপ প্রদর্শন পূর্বক কতিপয় পদ
অগ্রসর হইলে, মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ পরিহাস করিয়া প্রিয়সম্ভাষণে ফিরা-
ইয়া আনিবেন । অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে পাদশৌচ ও আচমন
পূর্বক উপবেশন করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিতে হয় । প্রথমে “অমৃতো-
পস্তুরণমসি স্বাহা” বলিয়া আপোশান পূর্বক অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা অন্ন গ্রহণ
করত “ওঁ প্রাণায় স্বাহা”, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা গ্রহণ পূর্বক “ওঁ অপানায়
স্বাহা”, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা গ্রহণ পূর্বক “ওঁ ব্যানায় স্বাহা”, অঙ্গুষ্ঠ ও
তর্জনী দ্বারা গ্রহণ পূর্বক “ওঁ উদানায় স্বাহা” এবং সর্কাজুলী দ্বারা “ওঁ সমানায়
স্বাহা” বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । তদনন্তর মৌনভাবে তৃপ্তি সহকারে
ভোজন করিয়া “ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” বাক্যে আপোশান পূর্বক আচমন
করত পাদ-প্রক্ষালন করিবেন এবং কৃষ্ণাজিন-শয্যায় শয়ন করিবেন ।
এই দিন হইতে তিন দিবস যাবৎ অক্ষারলবণ সেবন কবিতে হয় ।

অষ্টমোদীক্ষা বিবাহ

বিবাহসংস্কারের প্রথমেই ইচ্ছানীকৰ্ম্ম । যথা—প্রাঙমুখে উপবেশন পূৰ্ব্বক উপরিভাগে বিতান আচ্ছাদন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে কার্পাসমূত্র দ্বারা প্রতি-
দিকে ত্রিবেষ্টন করিবে । যথা—

ও ইচ্ছানীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্ । ন হ্যস্তা অপরঞ্চ ন জরসামরতে
পতিবিশ্বস্মদিক্ত উত্তবঃ ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উর্ণাসূত্রবন্ধন করিতে হয়, যথা—

ও অগ্নে বিশ্বেভিঃ অনীকনেঐবকর্ণাবস্তঃ প্রথমঃ সীদযোনিং । কুলাগ্নিনং
যুতবস্তং সবিত্রে যজ্ঞং নম্র যজমানাম সাধু ।

কন্যাসম্প্রদান

অনন্তর কন্যাদাতা কৃতবুদ্ধিশ্রদ্ধ ও কৃতচমন হইয়া অর্হণার্থ বিষ্টর, পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দধি, মধু, যুত, দুইটি কাংশুপাত্র ও গো এই সমস্ত স্থাপন করিবেন । পরে শুভলগ্নে ‘ও কৰ্ত্তব্যোহস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকৰ্ম্মণি
ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু’ এইরূপ তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ ‘ও পুণ্যাহম্’
এই মন্ত্র বারত্ৰয় পাঠ করিবেন । এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচনান্তে স্বস্তিসূক্ত
পাঠ করিবেন । যথা—

“ও স্বস্তি নো মিমীতা মম্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতিরনর্কণঃ । স্বস্তি পৃষা
অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি জাবাপৃথিবী সূচেতুনা । স্বস্তয়ে বায়ুপত্রবামঠৈ সোমঃ
স্বস্তি ভুবনস্ত যম্পতিঃ । বৃহস্পতিং সর্কগণং স্বস্তয়ে স্বস্তর আদিত্যাসো ভবন্তু
নঃ । বিশ্বেদেবা নো অগ্নাস্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে । দেবা
অবন্তু ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো কদ্রঃ পাত্তংহসঃ । স্বস্তি যিত্রাবকণা স্বস্তি পথ্যে
রেবতি । স্বস্তি ন ইন্দ্রচাগ্নিষ্ঠ স্বস্তি নো অদিতে কুধি । স্বস্তি পশ্বামমুচরেম
সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব । পুনর্দদতা স্নতা জানতা সঙ্গমেমহি । স্বস্তায়নং তাক্ক্য-
মরিষ্টেনেমিঃ মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্ । অসুরম্মিত্রসখং সমৎসু বৃহদ্-
বশো নাবমিবারুহেম । অংহোমুচমাদিরসং গরঞ্চ স্বস্ত্য্যত্রেয়ং মনসা চ
তাক্ক্যং । প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপণ্ডে স্বস্তি সখাধেষভয়ং নো অস্ত ।”

স্বস্তিবাচনান্তে “সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি পাঠ করিয়া “ও সাধু ভবানাস্তাং”
বলিলে বর ও “সাধবহমাসে” ও দাতা “ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং” বলিলে বর

“ওঁ অর্চয়” বলিবেন। তৎপরে বরকে পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও মাল্য দিতে হয়। কন্যাদাতা আতপতগুল সহ বরের দক্ষিণজামু ধরিয়া এই বাক্যে বরণ করিবেন, যথা—

ওমন্তামুকে মাসি (সৌরমাস উল্লেখ্য) অমুকরাশিহে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্তামুকপ্রবরস্তামুক-দেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রঃ এবং পৌত্রঃ এবং পুত্রঃ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক-দেবশর্মাণঃ অমুকগোত্রস্তামুকপ্রবরস্তামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ এবং পৌত্রীঃ এবং পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ অমুকৌদেব্যভিধানাঃ কন্যাঃ শুভব্রাহ্ম-বিবাহেন দাতুমেতিঃ পাণ্ডাদিভিরভ্যর্চ্য ববত্বেন ভবন্তুমহং বৃণে।

বর “ওঁ বৃতোহস্মি” বলিবেন। দাতা “ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম কুরু” বলিলে বর “ওঁ যথাজ্ঞানং কববাণি” বলিবেন। তদনন্তর আচাবামুসাবে কন্যা ও বরের মুখচন্দ্রিকা করাইতে হয়। অনন্তর কন্যাদাতা প্রত্যঙ্গুখে ও বর প্রাঙ্গুখে উপবেশন করিবেন। * তৎপরে বিষ্টেরাদি দ্বারা বরকে অর্চনা কবিত্তে হয়। যথা—দাতা বিষ্টেব লইয়া “ওঁ বিষ্টেরো বিষ্টেরো বিষ্টেরঃ” ইহা অপর কভুক উক্ত হইলে “গৃহ্যতাঃ” বলিবেন। বর ও “বিষ্টেরঃ প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত তত্পরি উপবিষ্ট হইবেন, যথা—

“অহং বম্ম ইত্যশু প্রজাপতির্ষাষিরমুষ্ট্রপ্ ছন্দঃ পবমেষ্ঠী দেবতা বিষ্টেবস্ত্রাসন-দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং বম্ম সজাতানাং বিদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্ম-মভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিনাসতি।” এই মন্ত্রে বিষ্টের আসনে উত্তরাগ্রভাবে স্থাপন পূর্ব্বক তত্পরি উপবেশন করিবেন। অনন্তর দাতা পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ বিষ্টের দিবেন, বর পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক “অহং বম্ম” ইত্যাদিমন্ত্রে বামপাদতলে স্থাপন করিবেন।

পরে দাতা “ওঁ পাণ্ডং পাণ্ডং পাণ্ডং প্রতিগৃহ্যতাঃ” এই মন্ত্রে পাণ্ড দিলে বর “ওঁ পাণ্ডং প্রতিগৃহ্যামি” মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে গৃহীত অলাঞ্জলি দ্বারা অমন্ত্রক দক্ষিণ-বামক্রমে পায়ে ছিটা দিবেন। অনন্তর দাতা “ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যতাঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্য অর্পণ করিবেন, বর “ওঁ অর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যামি” এই মন্ত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক “ওঁ অর্চত প্রাচত প্রিয়মেধাসো অর্চত” এই মন্ত্রে মন্তকে

* সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণই পশ্চিমমুখে কন্যাদান করিবেন। সাধারণতঃ দাতা উত্তরমুখেই সস্ত্রদান ও তাহার অঙ্গীভূত সস্ত্রাণ্ড কাষা করিবেন। ইহাই সাম্প্রদায়িক মত।

দিবেন। দাতা “ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ঃ প্রতিগৃহ্যতাম্” এই মন্ত্রে আচমনীয় দিলে বর “ওঁ আচমনীয়ঃ প্রতিগৃহ্যামি” মন্ত্রে গ্রহণ পূর্বক “ওঁ অমৃতোপস্করণমসি স্বাহা” বলিয়া উত্তরাভিমুখে আচমন করিবেন। তৎপরে কাংশ্রপাত্রে দধি, মধু, ঘৃত স্থাপন পূর্বক অপর কাংশ্রপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত তিনবার “ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং” বাক্যে প্রদান করিলে বর “ওঁ মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া গ্রহণ কবত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে তাহা দর্শন করিবেন, যথা—

“ওঁ মিত্রশ্চ ই। ইত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধু-
পর্কাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রশ্চ ই। চক্ষুষা প্রতীক্ষে।” (এই মন্ত্রে নিরীক্ষণ
করিয়া) “ওঁ দেবশ্চ ই। ইত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিঃ পৃষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধু-
পর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবশ্চ ই। সবিভূঃ প্রসবেহধিনোর্ঋহভ্যাং পুষ্টো
হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্যামি।” এই মন্ত্রে মঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া পরে নিম্নোক্ত
মন্ত্রে দর্শন করিবেন, যথা—

“ওঁ মধুবাতেতি ঋকুত্রশ্চ বিখামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো
মধুপর্কাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মধুগাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাক্ষোনঃ সঙ্ঘোষণীঃ। ওঁ মধু নক্ৰমুতোবসো। মধুমৎ পাথিবং রজঃ মধু ত্তোরস্ত
নঃ পিতা। ওঁ মধুমায়ো বনস্পতির্মধুর্গা। অস্ত সূর্য্যঃ মাক্ষীর্গাবো
ভবন্তু নঃ।”

অতঃপর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রদক্ষিণভাবে তিনবার আলোড়ন
পূর্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্বাদি চতুর্দিকে যথাক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ
করিবেন। যথা—“ওঁ বসবস্থা গায়ত্রেণ চন্দসা ভক্ষয়ন্তু ॥ ১ ॥ ওঁ কদ্রাস্থা
ত্রৈষ্টেভেন চন্দসা ভক্ষয়ন্তু ॥ ২ ॥ ওঁ আদিত্যাস্থা জাগতেন চন্দসা
ভক্ষয়ন্তু ॥ ৩ ॥ ওঁ বিধেস্থা দেবা আনুষ্টেভেন চন্দসা ভক্ষয়ন্তু ॥ ৪ ॥” “ওঁ
ভূতেভ্যাক্ষিপামি।” এই মন্ত্রে মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া উর্ধ্বে তিন-
বার নিক্ষেপ করিবে। পরে ভূমিতে পাত্র বাধিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে ভক্ষণ
করিবেন। যথা—“বিরাজো দোহোসীতিমন্ত্রশ্চ ত্রিতঋষিনিজোক্তা দেবতা
গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিরাজো দোহোহসি”
(প্রথম প্রাশন) ॥ ৬ ॥ “ওঁ বিরাজো দোহমণীম্” (দ্বিতীয় প্রাশন) ॥ ৭ ॥
“ওঁ ময়ি দোহঃ পত্যাঠৈ বিরাজ” (ইতি তৃতীয় প্রাশন) ॥ ৮ ॥

পরে আচমন ও আচমনাবসানে “ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।” মন্ত্রে

পুনরাচমন করিবেন। অনন্তর শৌচার্থ আচমন করিতে হয়। পরে “ওঁ সত্যং বশঃ শ্রীমন্নি শ্রীঃ শ্রবতাম্” মন্ত্রে দ্বিতীয়াচমন করিবেন। পরে কন্দাচমন কর্তব্য।

পরে নাপিত ‘গৌঃ গৌঃ গৌঃ’ শব্দ উচ্চারণ করিবে।

অনন্তর দাতা গো নিবেদন করিলে বর এই মন্ত্রে গো মোচন করিবেন, যথা—

ওঁ হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হতঃ।

গোমোচনান্তে এই মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

ওঁ মাতা কদ্রাণামিত্যশ্চ (ভাগবজামদগ্নিঃ) বশিষ্ঠঋষিষ্টিষ্টুপ্ ছন্দো গোর্দেবতা গবাহুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা কদ্রাণাং দুহিতা বসুনাং স্বসাদিত্যানামমৃতশ্চ নাভিঃ। প্রহুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগামনাগামদিতিং বধিষ্ট।

তদনন্তর দাতা কন্ডাকে আনয়ন পূর্বক প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে ও বরকেও স্বস্তি বাচন করাইবেন, যথা—

ওঁ শিবা আপঃ সন্তু, সৌমনশ্চমন্তু, অক্ষতঞ্চাবিষ্টেঞ্চাস্তু, দীর্ঘমাযুরন্তু, শ্রীঃ কাস্তিঃ পুষ্টিঃ শাস্তিঃ স্থিতিরন্তু।

পরে সম্প্রদান।—নিম্নোক্ত বাক্যে কন্ডাকে অর্চনা পূর্বক সম্প্রদান করিবেন, যথা—

“ওঁ এতশ্চৈব সব্রাহ্মাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্ডায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও পূজা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপত্যে দেবায় প্রজাপত্যে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” এই মন্ত্রে যথাযথ অর্চনা করিবেন।

বিষ্ণুবোম্ তৎসদৃশ্য অমুকে মাসি (সৌরমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রশ্চামুক-প্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রায় তথা পৌত্রায় তথা পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকনায়ে বরায় ব্রাহ্মণায়ার্চিতায় অমুকগোত্রশ্চামুকপ্রবরশ্চামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীং তথা পৌত্রীং তথা পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং অর্চিতাম্” এইরূপ তিনবার পাঠান্তে “এনাং কন্ডাং সাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং প্রজাপতিদেবতাকাম্ তুভ্যামহং সম্প্রদদে।”

বর “স্বস্তি” বলিবেন ও গায়ত্রী পড়িবেন। পরে কন্ডাদাতা বরকে “ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্য্য ইদম্” বলিলে বরও “বাহুং” বলিবেন।

তৎপরে বর কন্ঠাকে অভিমর্ষণ পূর্বক কামস্তুতি, পুণ্যাহ. স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিবেন, কামস্তুতি যথা—

ক ইদমিত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিঃ কামো দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ কামস্তুতিপাঠে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামোহদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা
কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে ।

ওঁ বৃষ্টিরসি জ্যোত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্নাতু ।

দক্ষিণাঃ পাশ্চ বহু দেয়ঞ্চ নোহস্তু প্রজাপতিঃ প্রীয়তাং তিথিকরণ-মুহূর্ত্ত-
নক্ষত্র-গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্তু । পুণ্যাহমিতি স্বস্তীতি ঋদ্ধিরিতি ত্রিনিবেদয়েৎ ।

পরে উদকপাত্র লইয়া এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন, যথা—

ওঁ অনাধুইমশ্চনাধুইং দেবানামোজো অভিশস্তিপাবা । অনভিশস্ত্যঞ্জসা
সত্যমুপাগমৎ স্বস্তি তে মেধা । ওঁ যৎ কক্ষীবাংসমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতিঋষি-
বিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যৎ কক্ষীবাংসং
বলনং পুত্রোহঙ্গিরসামদাৎ তেন নৈত্যে বিশ্বদেবাঃ সস্ত্রিয়ং সমজীজনন্ ।

পরে এই মন্ত্রে কন্ঠাকে অভিষেক করিবেন, যথা—

ওঁ সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলশ্চ মধ্যাৎ পুনানামস্ত্যনিবিশমানাঃ । ইন্দ্রো বা বজ্রো
বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু । ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা অবস্তি
থনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবী-
রিহ মামবন্তু । ওঁ বাসাং রাজা বকণো যাতি মধ্যে সত্যানূতে অবপশুঞ্জনানাম্ ।
মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু । ওঁ যানু রাজা
বকণো যানু সোমো বিশ্বদেবা যানুর্জ্জং মদন্তি বৈশ্বানরো যানুগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা
আপো দেবীরিহ মামবন্তু ।

ওঁ আপো হি ষ্টা ইতি, ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি, ওঁ তস্মা অরজমাম ইত্যাদি ।

পরে নিম্নোক্ত দুইটি মন্ত্র পড়িয়া কন্ঠাকে স্পর্শ করিতে হয়, যথা—

ওঁ আনঃ প্রজাম্ ইতি মন্ত্রশ্চ সূর্যাসাবিত্রীঋষিঃ প্রজাপতিদেবতা জগতী-
চ্ছন্দঃ কন্ঠামভিমুষ্যজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি
রাজরসায় সমনকুর্যমা অহম'ঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শমো ভব দ্বিপদে
শঙ্কতুস্পদে ॥ ১ ॥

ওঁ অধোরচক্ষুরপরিষ্যোধি শিবা পশুত্যাঃ সূমনাঃ সূবর্চাঃ বীরসুজীবসুর্দেব-
কামা শোনা শমো ভব দ্বিপদে শঙ্কতুস্পদে ॥ ২ ॥

পরে সূবর্ণাদি দক্ষিণা দিতে হয় । অনন্তর কন্ঠার অধোবাস ধারণ পূর্বক

গৃহে প্রবেশ করাইবেন। এই সময়েই লোকাচার ও গ্রাম্যাচার অনুসারে তত্ত্বৎকৰ্ম সমাধা করিতে হয়।

শাণিগ্রহণাদি (কুশাণ্ডিকা)

পরে স্বস্তিবাচন পূৰ্বক ছায়ামণ্ডপে আষোড়শাঙ্গুল অরুণী নির্ম্মহন করিবে। সেই অগ্নি দ্বারা জাতকৰ্ম, অন্নান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবৰ্ত্তন ও বিবাহ-কৰ্ম সম্পাদন কবিত্তে হয়। তদভাবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কৰ্ম করত বোজকনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে জামাতা কন্তাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বস্ত্রদান করিবেন, মন্ত্র যথা —

যুবং বস্ত্রাণীত্যশ্চ দীর্ঘতমাঞ্চাষির্মিত্রাবকণৌ দেবতে ত্রিষ্টূপ্ ছন্দো বস্ত্রপ্রদানে বিনিরোগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মস্ত বোহসর্গাঃ। অবাতিরতমনৃতানি বিশ্বাশ্বতেন মিত্রাবকণা সচেথে।

পরে কন্তাসথী বস্ত্র পরিধান করাইবে ও জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন,—

ওঁ যুবা সূবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং দীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধো। মনসা দেবয়ন্তুঃ।

অনন্তর জামাতা স্বস্ত্যয়নমন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

“জাতবেদস ইত্যশ্চ কণ্ডপঞ্চাষির্জাতবেদা অগ্নিদেবতা ত্রিষ্টূপ ছন্দঃ স্বস্ত্যয়নে বিনিরোগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতী যতো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পৰ্যদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব বিষ্ণুং ছুরিতাত্যগ্নিঃ।” অতঃপর অন্তোক্তদর্শনান্ত্রে “ওঁ অঘোরচক্ষুঃ” ইত্যাদি পূৰ্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। অগ্নিব উত্তরে শিলা ও শিলাপুত্র স্থাপন পূৰ্বক ঈশানকোণে উদককুন্ত স্থাপন কবিলে বব কন্তাকে স্পর্শ করিয়া আজ্যাহতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ অগ্ন আয়ুংষি ইতি তিস্রাং শতং বৈথানসাঞ্চযয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিরোগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুংষি পবস আশ্ববোর্জ মিবধনঃ। আরেবাধশ্ব দুচ্চুনাং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম।

ওঁ অগ্নিঞ্চাষিঃ পবমানঃ পাকজন্তুঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম। ওঁ অগ্নে পবশ্ব স্বপা অশ্বেবর্চঃ সূবীৰ্য্যং দধত্রিঃ ময়ি পোষং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম। ত্বমৰ্য্যমা ইত্যশ্চাত্তেয়ো

বসুশ্রুতঋষিরধ্যমা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বমধ্যমা
ভবনি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্ শুভং বিভর্ষি। অঞ্জস্তি মিত্রং সৃষিতং নগো-
ভির্ষদম্পতী সমনসা কৃণোমি স্বাহা। অর্যায় ইদং নমম। ওঁ প্রজাপতে ন
ঋদেতান্ততো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব যৎ কামান্তে জুহ্মন্তয়ো অস্ত
বরং শ্রাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং নমম।

তৎপরে “ওঁ ভূঃ স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম, ওঁ ভুবঃ স্বাহা বায়বে ইদং
নমম, ওঁ স্বঃ স্বাহা সূর্য্যায় ইদং নমম”, এইরূপ ব্যাহতি উচ্চারণ পূর্বক।
চারিটি আহতি দিবে। পরে প্রত্যখুথ হইয়া প্রাখুথে উপবিষ্টা কন্তার
সামুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ গৃভ্রামি ইতি সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্ভগাদয়ো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্তা-
পানিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্রামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা
জরদষ্টির্ধ্বাসঃ। ভগো অর্যমা দেবঃ সবিতা পূবন্ধির্মহং ত্বাহুর্গার্হপত্যায়
দেবাঃ।

পরে পরম্পর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহিবন্ধন কর্তব্য, মন্ত্র যথা—ওঁ বিশ্বেত্রাত্রে
সবনেষু প্রবাচ্যা যা চকর্থ মঘনম্বিন্দ্র সূমতে। পারাবতং যৎ পুরুসঃভূতঃ
বস্বাবৃণোঃ শরভায় ঋষিবন্ধবে।

পরে নিম্নলিখিত ১ম মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুণ্ড প্রদক্ষিণ করিবেন, যথা—
অমোহহমস্মি ইত্যশ্ব প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্তাপবি-
ণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোহহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমশ্ব মোহহং ত্বোরহং পৃথিবী
ত্বং সামাহম্ ঋক্ ত্বং তাবেহি বিবহাবটৈ প্রজাং প্রজনয়্যাবটৈ সস্ত্রিয়ৌ
রোচিষ্ সূমনশ্চমানৌ জীবৈব শরদঃ শতম্।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নিব উত্তরস্থিত শিলাতে বধূর দক্ষিণপাদ আরোপণ
করাইবেন।

ইমমশ্মানমিত্যশ্ব মেধাতিথিঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহশ্মারোহণে
বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্র পূতনারতো-
হতিতিষ্ঠ পূতন্তত ॥ ২ ॥

অনন্তর শিলা হইতে অবতরণ করিলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অপর কেহ
কন্তার অঞ্জলিতে তিনবার স্তুতক্ষব ও দুইবার লাজ প্রদান করিবে। তখন
পতি পৃষ্ঠদেশ হইতে অঞ্জলি দ্বারা বধুব অঞ্জলি গ্রহণ করত হোম
করিবেন।

অৰ্য্যমণমিত্যস্ত সূর্য্যাসাবিজীৰ্ণবির্লিঙ্গোক্তা দেবতাঃ অমৃষ্টপ্ ছন্দো
লাজহোমে বিনিরোগঃ । ওঁ অৰ্য্যমণঃ সূ দেবঃ কন্তা অগ্নিমবক্ষত স ইমাং
দেবো অৰ্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা । অৰ্য্যায় ইদং নমম ।

এই মন্ত্রে কন্তা আহুতি দিবে, যেন আহুতি বহুমধ্যে নিপতিত হয়।
তৎপরে “ওঁ অমোহহমস্মি” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুন্ত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক
“ওঁ ইমমখ্যানঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপরে আরোহণ করিয়া পুনরায় অগ্নি
তরণ করিবেন এবং পুনর্বার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি
দিবেন, যথা—

ওঁ বরুণঃ সূ দেবমিত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীছন্দো
(সূর্য্যাসাবিজীৰ্ণবির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অমৃষ্টপ্ ছন্দো) লাজহোমে বিনি-
রোগঃ । ওঁ বরুণঃ সূ দেবঃ কন্তা অগ্নিমবক্ষত । স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো
মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা । বরুণায় ইদং নমম ।

পুনর্বার উক্তমন্ত্রে অগ্নি ও উদককুন্ত প্রদক্ষিণ, শিলার উপর আরোহণ,
শিলা হইতে অবতরণ এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি
দিবেন, যথা—

ওঁ পুষণঃ সূ দেবমিত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীছন্দো
(সূর্য্যাসাবিজীৰ্ণবির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অমৃষ্টপ্ ছন্দঃ) লাজহোমে বিনি-
রোগঃ । ওঁ পুষণঃ সূ দেবঃ কন্তা অগ্নিমবক্ষত । স ইমাং দেবঃ পুষা প্রেতো
মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা । পুষে ইদং নমম ।

তৎপরে সূর্পকোণ দ্বারা তুষীস্তাবে হোম করিতে হয়। তৎপরে বর
দুইটি মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে বধূর দক্ষিণ ও বাম কেশ মোচন করিবেন এবং
বন্ধন করিয়া দিবেন, যথা—

প্রবেত্যস্ত সূর্য্যাসাবিজীৰ্ণবিঃ কন্তা দেবতা অমৃষ্টপ্ ছন্দঃ শিখামোক্শণে
বিনিরোগঃ । ওঁ প্রত্না মুঞ্চামি বরুণস্ত পাশাং যেন ত্বা বরাং সবিতাস্থশেবঃ ।
ঋতস্ত যোনৌ স্কৃতস্ত লোকে রিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ১ ॥

প্রেত ইত্যস্ত সূর্য্যাসাবিজীৰ্ণবিঃ অমৃষ্টপ্ ছন্দঃ কন্তা দেবতা শিখামোক্শণে
বিনিরোগঃ । ওঁ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সূবন্ধানমুতঙ্করং । যথৈরমিস্রমীচঃ
সুপুত্রা স্তভগা সতি ॥ ২ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সপ্তপদীগমন করিতে হয়, যথা—

ওঁ ইষ একপদীত্যাदीनाः वसुधतथविजिष्टे प् ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা

সপ্তপদীকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষ একপদীভব সা মামহুত্রতা তব পুত্রান্
বিন্ধাবহৈ বহুংস্তে সন্ত জরদষ্টরঃ ।

অপরমত্রে পূর্ববৎ ঋষ্যাদিপাঠান্তে “ওঁ উর্জ্জ্ব দ্বিপদীভব সা মেত্যাদি
পাঠ্য । ওঁ রায়ম্পোষায় ত্রিপদীভব সা মেত্যাদি । ওঁ মায়োভব্যায় চতুশ্চপদীভব
সা মেত্যাদি । ওঁ প্রজাত্যঃ পঞ্চপদীভব সা মামিত্যাদি । ওঁ ঋতুত্যাঃ ষট্‌পদী-
ভব সা মামিত্যাদি । ওঁ সখা সপ্তপদীভব সা মামিত্যাদি ।

পরে জলকুণ্ড দ্বারা দম্পতির মস্তকে অভিষেক করিতে হয় । বাবৎকাল
পর্যন্ত বধু অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি দর্শন করিবেন, তাবৎ দম্পতি মৌনভাবে
অবস্থান করিবেন । পরে সর্ষদিক অবলোকন পূর্বক প্রাশ্চিন্তহোম ও
শ্বেতকৃদ্ধোম কর্তব্য । অনন্তর বর বধুকে ধ্রুব দর্শন করাইবেন, যন্ত্র যথা—

ওঁ ধ্রুবা জোরিত্যশ্চ প্রজাপতিঋষিঃ পৃষা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ধ্রুবদর্শনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ধ্রুবা জোঁধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুvasঃ পর্ষতা
ইমে ধ্রুবো রাজা বিশাময়ং ধ্রুবস্তে রাজা বরুণো ধ্রুবেন্দ্রবো বৃহস্পতি-
ধ্রুবস্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিচ বাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রবম্ । পরে বধু ‘জীবপত্নী প্রজাং বিনেষ’
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যানারোহণ করিবেন । যন্ত্র যথা—

ওঁ পৃষা হেতো নয়তু ইত্যশ্চ সূর্যাসাবিত্রীঋষিনির্দোক্তা দেবতা
ত্রিষ্টপ্ ছন্দো যানারোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃষা হেতো হস্তগৃহাশ্বিনা স্বা
প্রবহতাং রথেন । গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমাবদাসি ।

যদি নদীপথে নৌকাদি আবোহণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র পাঠ
কর্তব্য । যথা—

অশ্বম্বতা রীয়ত ইতার্কর্চশ্চ দেবা ঋষয়োহগ্নিদেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দো নাবা-
রোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অশ্বম্বতী রীয়তে সংরভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্রতরতা সখায়ঃ ।

অনন্তর বর বধুকে অবরোহণ করাইয়া ঋকের অবশিষ্টাংশ পাঠ
করিবেন, যথা—

ঋষ্যাদি পূর্ববৎ । ওঁ অত্রাজহাম বে অসন্নশেবাঃ শিবান্ বয়মুত্তরে মাভি
বাজান্ ।

অতঃপর বধুকে রোদন করিতে দেখিলে বর এই মন্ত্র জপ করিবেন,
যথা—জীবং রুদন্তীত্যশ্চ কাকীবতী ঋষির্ঘোষাশ্বিনৌ দেবতে জগতীচ্ছন্দো
জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জীবং রুদন্তি বিময়স্তে । অধ্বরে দীর্ঘামনুপ্রসিতিঃ
দীর্ঘায়ুর্নরঃ । বর্ষাং পিতৃত্যো য ইদং সমেরিরেময়ঃ পতিভ্যোজনয়ঃ পরিষজ্যে ।

নির্ঝাধ চতুশ্চাতিতে বিশ্রামকালে এই মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

মা বিদন্ ইত্যশ্ব সূর্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্যাসাবিত্রী দেবতা অন্নষ্টপ্ ছন্দ-
চতুশ্চাতিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা বিদন্ পরিপহিনো য আসীদন্তি
দম্পতী। স্নগেতিহুর্গমতীতামপজ্ঞাস্বরাতমঃ।

পরে এই মন্ত্রে দর্শকগণকে আমন্ত্রণ করিতে হয়, যথা—

ওঁ স্নমজলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশুত। সৌভাগ্যমষ্টে দত্ত্বাধাত্তং
বিপরেতন।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন, যথা—

ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমুদ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় আগৃহি। এনা-
পত্যা তব সংসৃজ। স্বাধাজিহ্রী বিদথমাবদথ।

পরে বিবাহাগ্নি সম্মুখে রাখিয়া অনডুহচর্ম্মোপরি বসিয়া বধু সহ বর
আজ্যাহতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

আনঃপ্রজামিতি চতস্রাং সূর্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্যাসাবিত্রী দেবতা
(নানাচ্ছন্দাংসি) আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ আনঃ প্রজাঃ জনয়তু
প্রজাপতিরাজয়সায় সমনকুর্যমা। অহুর্জলীঃ পতিলোকনাবিশ শন্নো
ভব দ্বিপদে শকুতুপ্পদে স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম। ওঁ ইমাং হুমিল্লমীঢ়ঃ
সুপুত্রাঃ সুভগাঃ কুণু। দশাশ্রাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুধি
স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম। ওঁ সম্রাজী স্বশুরে ভব সম্রাজী স্বশ্রাং
ভব। ননান্দরি সম্রাজী ভব সম্রাজী অধিদেবু স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম।
ওঁ অঘোরচকুরপতির্যোধি শিবা পশুভ্যঃ স্তমনাঃ স্তবর্চাঃ। বীরসুদেবকামা
স্তোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুপ্পদে স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম।
পরে এই মন্ত্রে আজ্যশেষ দ্বারা বধুর হৃদয়দেশ অভিষিক্ত করিবেন, যথা—

সমজন্ত ইত্যশ্ব সূর্যাসাবিত্রীঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অন্নষ্টপ্ ছন্দো জপে
বিনিয়োগঃ। ওঁ সমজন্ত বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নো। সম্মাতরিষ্মা
সকাতা সমুদেষ্টী দধাতু নো।

তৎপরে চতুর্থীহোম।—নিত্যক্রিয়! সমাপন পূর্বক শিখি নামক অগ্নি
স্থাপন করিয়া প্রাজাপত্য চকু প্রপণ করত প্রথমে মহাব্যাহতির উদ্দেশে
আজ্যাহতি প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র যথা—

ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। অগ্নয়ৈ ইদং নমম। ওঁ ভুবো
বারবে চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। বারবৈ ইদং নমম। ওঁ স্বঃ সূর্য্যায়

দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা । সূর্য্যায় ইদং নমম । ওঁ ভূভূবঃস্বচক্ষ্রমসে
নক্ষত্রৈভ্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা । চক্ষ্রমসে নক্ষত্রৈভ্যো দিগ্-
ভ্যশ্চ ইদং নমম ।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে চক্ৰহোম করিতে হয়, যথা—

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাহুস্তাঃ পতিয়ৌ তনুস্তা-
মস্তামপজহি স্বাহা 'অগ্নয় ইদং নমম । ওঁ বায়ৌ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং
প্রায়শ্চিত্তিরসি যাহুস্তা অপুত্র্যা তনুস্তামস্তামপজহি স্বাহা বায়ব ইদং নমম ।
ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাহুস্তা অপশব্যা তনুস্তামস্তা-
মপজহি স্বাহা সূর্য্যায় ইদং নমম । ওঁ অর্য্যমণং তু দেবং কস্তা অগ্নিমযকৃত ।
স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা অর্য্যয়ে ইদং নমম ।
ওঁ বরুণং তু দেবং কস্তা অগ্নিমযকৃত । স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু
মামুতঃ স্বাহা বরুণায় ইদং নমম । ওঁ পুষণমিত্যাদি পুষে ইদং নমম । ওঁ
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্তন্তো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব । যৎ কামান্তে
জুহুমন্তনো অস্ত বয়ং শ্রাম পতনো রয়ীণাং স্বাহা প্রজাপতয় ইদং নমম ।

পরে ব্রাহ্মণতোজন করাইয়া স্বস্তিবাচন করাইবেন ।

পরে স্থিষ্টকৃৎ হোমান্তে আজ্য দ্বারা সৰ্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম সমাপন
করিবেন । অনন্তর উদীচ্যকৰ্ম্ম, পূর্ণাহুতিদান, কৰ্ম্মকারয়িত্ব ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা-
দান, শাস্তি ও আশীৰ্ব্বাদ কর্তব্য ।

ইতি বিবাহ-কুশণ্ডিকা ।

দ্বিতীয় প্রবাহ

শ্রাদ্ধ-প্রকরণ

শ্রাদ্ধের কর্তব্যতা

বর্তমান যুগে অনেকের ধারণা যে, ‘মরা গক ঘাস খায় না,’ অর্থাৎ মৃত পিতা-মাতার উদ্দেশে যাঁহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই ভ্রাম্যহুতিবৎ নিফল, কেন না, উহা দ্বারা পরলোকগত ব্যক্তির কিছুই উপকার হয় না। যেহেতু, পরোক্ষে প্রদত্ত পিও বা অপরকে প্রদত্ত অন্ন প্রত্যক্ষভাবে পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তিজননে অসমর্থ, কিন্তু এ ধারণা অতীব ভ্রান্তিমূলক, কেন না, অধিনব্বর আত্মবাদী ও পরলোকবাদী হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে কথিত উহার প্রকৃত-তথ্য তাহাদের অধিগত নহে। মৎস্যপুর্বাণে উক্ত আছে যে—

“দেবো যদি পিতা জাতঃ শুভকর্মানুযোগতঃ।

তদন্নমমৃতং ভূহা দেবত্বেহপ্যনুগচ্ছতি ॥

দৈত্যত্বে মনুমাংসাদি পশুত্বে চ তৃণং ভবেৎ।

মনুষ্যত্বেহন্নপানাদি নানাভোগরসং ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মানুসারে পিতৃপুরুষ উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ করেন। যদি শুভকর্মবশে পিতৃপুরুষ দেবত্বাদি উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন, তবে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন দেবভোগ্য অমৃতরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার তৃপ্তিসম্পাদন করে, দৈত্য হইলে দৈত্যভোগ্য মনু, মাংস; নীচকর্মফলে পশুযোনি প্রাপ্ত হইলে তৃণাদি পশুভোগ্য খাদ্য ও মনুষ্যত্বাদি মধ্যম গতি হইলে মনুষ্যের উপভোগ্য অন্ন, জল ও নানা ভোগো-পকরণ তাঁহার অদৃষ্টে উপস্থিত হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাঁহার তৃপ্তির জন্য অন্যান্য সংকার্য্যের পরিবর্তে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কেন? তাহার উত্তর এই যে—কোনও জীবের তৃপ্তি উদ্দেশে যে জাতীয় দ্রব্য দান করা যায়, তাহা দ্বারা সেই জীব সেই জাতীয় ফলভাগী হয়। মৃত পিতার ভোজনার্থ

শ্রাদ্ধগতোজন করাইলে অবিনশ্বর মৃত্যুয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি ? এই কারণেই মৃততিথিতে নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষে পিতৃপুরুষের তৃপ্তি উদ্দেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া তপশ্চা করিবার ব্যবস্থা বিষ্ণুপুরাণে বিহিত আছে, যেহেতু, পুত্রকৃত তপশ্চালক পুণ্য পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থ অর্পিত হইলে ঐ পুণ্য তাঁহার তৃপ্তিদানে সমর্থ হয়। এই সকল যুক্তিতেই শ্রাদ্ধদিনে দানেরও ব্যবস্থা আছে, কারণ, দানলব্ধ অর্পিত পুণ্য মৃতব্যক্তির উত্তম গতিলাভে সহায়তা করে।

শ্রাদ্ধ নামের ব্যুৎপত্তি

সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যক পয়োদধিস্বতাস্বিতম্।

শ্রদ্ধয়া দীষতে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগচ্ছতে ॥

পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রাদ্ধকে দ্ব্যত, দধি প্রভৃতিসম্বন্ধিত অন্নদান শ্রাদ্ধ পদবাচ্য। পিতৃপুরুষকে নাম-গোত্র দ্বারা আহ্বান পূর্বক চতুর্থ্যন্ত পদে ‘অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন এতত্তেহম্নং স্বধা’ এই প্রকারে শ্রাদ্ধের হস্তে যে অন্নদান, তাহাকেও শ্রাদ্ধ বলা হয়। শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার, যথা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডনম্।

পার্বণক্ষেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্যর্থমষ্টমম্ ॥

কর্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতম্।

যাত্রার্থৈকাদশং প্রোক্তং পুণ্যার্থং দ্বাদশং স্মৃতম্ ॥”

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডন, পার্বণ, গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, শুদ্যর্থশ্রাদ্ধ, কৰ্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, তীর্থযাত্রানিমিত্তিক ও পুষ্টিশ্রাদ্ধ এই দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধ মৃতপিতৃক ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য। তন্মধ্যে প্রতিদিনকর্তব্য শ্রাদ্ধ নিত্য ; একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধ মৃততিথি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া নৈমিত্তিক নামে অভিহিত ; উহা মৃত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশে মৃততিথিতে কর্তব্য। এই শ্রাদ্ধে মৃতপিতৃক ভিন্নেরও অধিকার আছে। কোনও অভীষ্ট সিদ্ধিকামনার পিতৃপুরুষের যে অর্চনা করা হয়, তাহা কাম্যশ্রাদ্ধ, উহা পার্বণোক্তবিধানে অনুষ্ঠেয়। বৃদ্ধি বা অভ্যাদয়ের নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত

হয়, তাহা বুদ্ধিশ্রদ্ধ বা নান্দীমুখ। পিতৃপুরুষের সহিত প্রেতপিতৃাদি সমন্বয়কারক শ্রদ্ধ সপিণ্ডীকরণপদবাচ্য। পৰ্বদিনে (অমাবস্তা, কৃষ্ণা অষ্টমী, চতুর্দশী, সংক্রান্তি, পূর্ণিমাদিনে) বিহিত শ্রদ্ধ পার্শ্বশ্রদ্ধ। বহু বিঘ্নগোষ্ঠীর সম্পৎস্বার্থ যে পিতৃ-অর্চনা, তাহা গোষ্ঠীশ্রদ্ধ। প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধিনিমিত্তক শ্রদ্ধ শুদ্ধার্থশ্রদ্ধ। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি কর্মের অন্তীভূত শ্রদ্ধ কর্মাঙ্গশ্রদ্ধ। সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে দেবতাদিগের তৃপ্তি উদ্দেশে বিশিষ্টভোজ্যবস্তু দ্বারা যে শ্রদ্ধ করা যায়, তাহা দৈবিক শ্রদ্ধ। তীর্থগমনের পূর্বে ও তীর্থপ্রত্যাগমনে যে শ্রদ্ধ করা হয়, তাহা যাত্রাশ্রদ্ধ। তীর্থশ্রদ্ধ নৈমিত্তিক শ্রদ্ধের অন্তর্গত। শরীর, অর্থ ও অন্তঃকর্ত্ত ভোগ্যবস্তুর বৃদ্ধির জন্য যে শ্রদ্ধ আচরিত হয়, তাহা পৌষ্টিক শ্রদ্ধ নামে অভিহিত।

শ্রদ্ধের উৎপত্তি

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব-মহুবংশে নিমি নামে এক মহাতপা মুনি ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরমধার্মিক ত্রিভুবনবিখ্যাত তপস্বী, বহুবর্ষ তপশ্চর্য্যার পর পিতার অগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রশোক নিমি অধীর হইয়া দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি পুত্রকে কখনই তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইতে পারি নাই, পরন্তু সে অজীববি তিন দিবস অনাহারে রহিয়াছে, আমি কি কোনও প্রকারে তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারিব না? এইরূপ চিন্তা করিয়া তৃতীয় দিবসে স্থির করিলেন যে, “যে কোন উপায়ে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে, তাহার আত্মা বিনষ্ট হয় নাই, সে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, আমি তাহার তৃপ্তিসাধন করিবই,” এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পে স্থিরচিত্ত নিমির বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারিত হইল, তখন তাঁহার মনে উদ্ভিত হইল, দক্ষিণদিকে প্রেতপুরী, মৃত-ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রথমতঃ প্রেতপুরীতেই গমন করে, সম্ভবতঃ দক্ষিণমুখে বসিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে তাহার তৃপ্তি হইবে। এই মনে করিয়া তিনি বিগ্ৰহ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করত মৃতপুত্রের প্রিয় খাদ্য ফল-মূল প্রভৃতি তাঁহাকে খাওয়াইলেন। দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি পুত্রের নাম-গোত্র উল্লেখ করত পিতৃ প্রদান করিলেন। এইরূপ সাতবার করিবার পর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে, এই সময় দেবর্ষি নারদ সেই তাপসাত্ম্যে উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিমি যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক ভীতভীতভাবে অতিকাতর

অন্তঃকরণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, “মহর্ষে! আমি পুত্র-
স্নেহের বশীভূত ও নিজ সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়া বাহা করিয়াছি, অন্ন ও ফল
প্রভৃতি খাওয়া দ্বারা আহুত ব্রাহ্মণগণকে যে সপ্তবার ভোজন করাইয়াছি ও দক্ষিণা-
বর্ত্তভাবে পুত্রের উদ্দেশে যে তর্পণ-জল নিক্ষেপ করিয়াছি, এ সমুদায় পূর্বের
কখনও শুনি নাই. কেহ আমাকে উপদেশ করেন নাই, কখনও কোনও ঋষি
বা দেবতাকে এ কার্য্য করিতে দেখি নাই, জানি না, এ হঠকারিতায় ও স্বেচ্ছা-
চারিতায় আৰ্য্য-ধর্ম্মশাসক মুনিগণের দাক্ষিণ্য অভিশাপে পড়িব কি না, আমি
মুনিশাপে বড়ই ভীত হইয়াছি।” তখন নারদ বলিলেন, “হে বিপ্রবর! আপনি
ভীত হইবেন না, আপনি বংশের আদিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর শরণাগত হউন,
তিনি আপনাব সন্দেহনিবৃত্তি করিবেন। আমি ত ইহাতে কিছুই অধর্ম্ম
দেখিতেছি না।” তখন নিমি কর্ম্ম, মন ও বাক্য স্বায়ম্ভুব মনুর শরণাগত
হইলেন। ধ্যানযোগে আহ্বান করিলে স্বায়ম্ভুব মনু অচিরেই সেই স্থানে
উপস্থিত হইয়া পুত্রশোকসন্তপ্ত পুত্রকে মিষ্ট হিতবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন,
এবং বলিলেন, “বৎস নিমি! তুমি বাহা করিয়াছ, ইহা সঙ্কলিত বিষয়ে মঙ্গল-
দায়ক। ব্রহ্মা ইহাকে পিতৃঘজ্জ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্বিধ
শ্রাদ্ধ নামে যে কার্য্য আছে, যাহা স্বয়ম্ভু স্বয়ং পূর্বের আচরণ করিয়াছেন, সেই
শ্রাদ্ধই মৃতব্যক্তির তৃপ্তিসাধনে সমর্থ জানিবে।” তদবধি মুনিসমাজে শ্রাদ্ধবিধি
প্রচলিত হইল।

শ্রাদ্ধকাল।

তিষোহষ্টকান্তিষোহষ্টকা মাঘী পৌর্ণমাসী মঘাভয়োদশী বাহিষবপাকৌ চ।

এতাংস্ত শ্রাদ্ধকালানু বৈ নিত্যানাং প্রজাপতিঃ।

শ্রাদ্ধমেতেষকুর্বাণো নিরতঃ নরকং ব্রজেৎ ॥

তথা—অথ শ্রাদ্ধবিধিঃ বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশনম্।

অমাবস্তাষ্টকাবৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোহন্ননদ্বয়ম্ ॥

দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তিবিধিবৎ সূর্য্যসংক্রমঃ।

ব্যতীপাতো গজচ্ছারী গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥

শ্রাদ্ধং প্রতিকর্চিষ্টেব শ্রাদ্ধকালঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর পৌষাদি তিন মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে অষ্টকাজ্র ও তাহার পরবর্তী কৃষ্ণ নবমীত্রে অষ্টকাজ্র (মাতৃশ্রাদ্ধ), মাঘী পূর্ণিমা, মঘা জ্যৈষ্ঠাদশী (মঘানক্ষত্রযুক্ত অশ্বযুক্ত কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠাদশী), নবশস্তাগম (নবান্ন ও যবপাক) এই কয়টি দিনে অবশ্যই শ্রাদ্ধ কর্তব্য। যে ব্যক্তি ইহাতে শ্রাদ্ধ না করেন, তিনি পাপভাগী হন। প্রতিমাসীয় অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (আভ্যাদয়িক), উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, উত্তমদ্রব্য-সংগ্রহ, শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণোপস্থিতি, মহাবিবুধ ও জলবিবুধ সংক্রান্তিদিবস ও শ্রাদ্ধেচ্ছা এই কয়টি শ্রাদ্ধকাল। ইহার মধ্যে কতকগুলি অপরিহার্য ও কতকগুলি কাম্য শ্রাদ্ধের কাল। এতদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধের কাল ও কর্তব্যতা সেই সকল শ্রাদ্ধের প্রকরণে উল্লিখিত হইবে। নক্ষত্র ও গ্রহপীড়া বটিলে, কিম্বা দুঃস্বপ্নদর্শনে ইচ্ছাশ্রাদ্ধ বিহিত আছে।

গঠৈব তীর্থং কর্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তিহেতুকম্ ।

পূর্বাত্তেহংগ্যথবা প্রাতর্দেশে শ্রাৎ পূর্বদক্ষিণে ॥

তীর্থপ্রাপ্তিযাত্র তীর্থপ্রাপ্তি'নিমিত্তক শ্রাদ্ধ কর্তব্য। ইহাতে সায়াক্ষ ও প্রাতঃকাল পর্য্যদন্ত নহে।

শ্রাদ্ধে বিহিত ও নিষিদ্ধ

“যঃ কঠাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ । নিরান্নিবং স কৃদভুজ্য। সর্বসুপ্তজনে গৃহে । অসম্ভবে পরদ্বারী ব্রাহ্মণাংস্তান্নিমন্ত্রয়েৎ ।” তথা— “বস্ত্রশৌচাদি কর্তব্যং যঃ কঠাস্মীতি জানতা । স্থানোপলেপনৈকৈব কৃষ্য বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ । দস্তকাষ্ঠক বিম্বজ্ঞেৎ ব্রহ্মচারী শুচির্ভবেৎ ।”

পরদিন শ্রাদ্ধের নিশ্চয় করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণকে “শ্রো ময়া শ্রাদ্ধং কর্তব্যং তত্র ভবন্তো নিমন্ত্রণীয়াঃ ।” এইরূপে নিমন্ত্রণ করিবেন। একবারমাত্র হবিষ্যন্ন ভোজন করত ব্রহ্মচারী ও পবিত্র হইয়া থাকিবেন। বস্ত্রশুদ্ধি, শ্রাদ্ধস্থানে গোময়োপলেপন প্রভৃতিও পূর্বদিনে কর্তব্য।

শ্রাদ্ধদিনে দস্তধাবন নিষিদ্ধ। তৎপরিবর্তে দ্বাদশ গণ্ড জল দ্বারা মুখ-শোধন কর্তব্য। শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্থানে অঙ্গে তৈল প্রদান করিবেন না ও উদ্ধৃত বা উষ্ণ জলে স্নান করিবেন না, তবে গঙ্গাজলে কোনও নিষেধ নাই। দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রে বাম, পশ্চাৎ দক্ষিণক্রমে পাদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইষ্টকারচিত স্থানে, স্নেহদেহে ও অপবিত্রস্থলে শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষিদ্ধ। দক্ষিণ নিম্ন ও গোমরোপলিপ্ত ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে। পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামীকে মূল্য প্রদান (ভোজ্য) পূর্বক শ্রাদ্ধ কর্তব্য। গন্ধাদিতীর্থে ভূস্বামী কেহ নাই, সে কারণ তথায় ভূস্বামীকে মূল্য দিতে হয় না। গুরুপক্ষবিহিত নবান্ন প্রভৃতি পার্শ্বণ ও অশ্বষ্টকশ্রাদ্ধ পূর্বাহ্নে কর্তব্য। ঐরূপ মাসিক, সাংবৎসরিক প্রভৃতি একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ দিব্যার সপ্তম, অষ্টম ও নবম যুহর্তে, অস্তান্ত পার্শ্বণ ও সপিত্তীকরণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ অপরাহ্নে কর্তব্য।

শ্রাদ্ধে কৃষ্ণতিল, যব, শালিধান্ত, বিব, আমলকী, ডাঙ্গা, কাঁঠাল, আম্ররস, আমড়া, দাড়িম, কামরাঙ্গা, বদরী, করমচা, আকুরোট, খজুর, কেশুর, তালের ফোঁপোল, মোফল, হিন্দু, কপূর, মরিচ, ইক্ষুগুড়, মৈন্ধব লবণ, শশা, কদলী, আদ্রক এই কয়টি দ্রব্য প্রশস্ত। শ্রাদ্ধানন্তর শ্রাদ্ধশেষ অবশ্ত ভোক্তব্য, তদ্বিনে উপবাস বা কার্যান্তর থাকিলে পিহুহুত শেষ আশ্রাণ করিবে, কিন্তু প্রেতশ্রাদ্ধের শেষ ভোক্তব্য নহে। শ্রাদ্ধানন্তর তদ্বিনে দ্বির্ভোজন, ক্রোশব্যবহিত দেশান্তরে যাত্রা, দ্যুতক্রীড়া, বেদাধ্যয়ন, জীমহবাস, দান, প্রতিগ্রহ (পুনঃস্নান) ও সাংবৎসরিক পরিত্যজ্য।

শ্রাদ্ধবিশেষের ব্যবস্থা

মলমাস ব্যতীত প্রতিমাসে অমাবস্তাতে, অসামর্থ্যে চতুর্দশী * ব্যতীত কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী হইতে প্রায় যে কোন তিথিতে অথবা উত্তম দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলে, (কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগে যে কোন তিথিতে হইবে, ততই প্রশস্ত) সেই দিন গোণ চান্দ্রমাসোল্লেখ করত পার্শ্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। সাংবৎসরিকে এবং ষোড়শশ্রাদ্ধে মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করিবে।

প্রেতশ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে সমস্ত শ্রাদ্ধই প্রতিনিধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ষোড়শ-শ্রাদ্ধ এবং সাংবৎসরিক ভিন্ন কোনও শ্রাদ্ধ পতিত হইবে না, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পতিত হইলে পুত্র-পৌত্রবিহিত ব্যক্তির কন্যাও কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্তায় উহা সম্পন্ন করিতে পারে।

* বিব, শব্দ, ষাণদ, সর্প. পক্ষী কিংবা ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিনষ্টপ্রাণ ব্যক্তির মাসিক পার্শ্বণ কেবল কৃষ্ণা চতুর্দশীতেই করিতে হয়।

মহালয়া ও দীপাবিতি আদি ।—ষাদশ মাসে আদি করিতে অক্ষম হইলে কন্যা, কুম্ভ ও বৃষস্ব সূর্যকালীন সৌরমাসে, তাহাতে অক্ষম হইলে কন্যারামিতে সৌরাম্বিনে আদি করিতে হইবে, কন্যাস্বরবিকালীন যে প্রেতপক্ষের অমাবস্তা, তাহারই নাম মহালয়া । মহালয়াতে সৌরমাসোত্তেথ কর্তব্য । মহালয়ার এবং তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্ত পার্শ্বগশ্রাদ্ধান্তে ষোড়শপিণ্ডদান কর্তব্য । মহালয়ার অক্ষম হইলে দীপাবিতির আদি করিয়া ষোড়শপিণ্ডদানান্তে সায়ংকালে উদ্ধাদান করিতে হয় ।

মুমূর্ষু ও মৃত-কৃত্য

“আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গোঃ সবৎসা চ পূর্ববৎ । তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধাবণায় বৈ । তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরনীঞ্চ গাম্ । শক্নোহন্তো কক্ তদা দত্ত্বা শ্রেয়ো দত্ত্বান্মৃতস্ত চ ॥”

আসন্নমৃত্যুকালে বৈতরনী নদী পার হইবার জন্য সবৎসা ধেনু অথবা তন্মূল্য ৩ কাহন কড়ি বা ৫০ আনা দান করিবে । অসামর্থ্যে একটি গো বা তন্মূল্য ১০ দান করিতে হয় । দৈবাৎ জীবদ্দশায় বৈতরনী গো-দান না ঘটিলে অশৌচান্ত-পরদিনে উহা অবশ্য কর্তব্য । বৈতরনী গো-দানে পূর্বনিমিত্তঘটিত অশৌচ বা মলমাসাদি প্রতিবন্ধক নহে ।

বৈতরনী ধেনু-দান

সবস্ত্র সবৎস ধেনুকে বামহস্তে ধারণ পূর্বক ‘বৎ’ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত অর্চনা করিবে । মন্ত্র যথা—‘ওঁ এতন্ত্ৰ সবস্ত্র-সবৎস-বৈতরনী-কৃষ্ণ-ধেনবে নমঃ ।’ ধেনু-মূল্যস্থলে “ওঁ এতেভ্যঃ সবস্ত্র-সবৎস-বৈতরনী-কৃষ্ণ-ধেনু-মূল্য-ত্রিকার্ষাপনী-পরিমিত-বরাটক-লভ্য-রজতধণ্ডোভ্যো নমঃ” এইরূপে তিনবার প্রোক্ষণান্তে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতন্ত্ৰ সবস্ত্রসবৎসেভ্যাদি । এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবার কদ্রাব বা বিষ্ণবে নমঃ । এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ । বিষ্ণুরোম্ তৎসদভ্যামুকে মাসি (মুখ্যচাক্রমাস) অমুকে গন্ধে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্মা যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তা-বৈতরনী-নদীমুখসমুদ্রগম ইমাং সবস্ত্র-সবৎসকৃষ্ণধেনুঃ কদ্রদেবতাকাম্ অর্চিতাঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং বা অথবা

ইমানি সবস্ব-সবৎসকৃষ্ণধেনু-মূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটকলভ্য-রজতখণ্ডানি
শ্রীবিষ্ণু-দেবতাকানি অর্চিতানি যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্র-
দদে, পরার্থে দদানি।” পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠান্তে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া
দক্ষিণাবাক্য পড়িবে।

“ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। তাস্ত তৰ্ত্তুং দদাম্যোনাং
কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্।” “সবস্ব-সবৎসাধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা শ্রীবিষ্ণু-
দেবতাকা বা” দক্ষিণাবাক্য যথা—“অন্তেষ্যাদি যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তাবৈতরণী-
নদীস্বথসস্তরণকামনয়া কৃতৈতৎসবস্ব-সবৎসকৃষ্ণ-ধেনুদান-কৰ্ম্মণঃ সাক্ষতার্থঃ
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
সম্প্রদদে বা দদানি।” পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশাস্তি করিতে হয়।

যিনি শালগ্রামসমীপে, তুলসীকাননে ও গঙ্গাজলসমীপে দেহত্যাগ
করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। এ জন্ম মৃত্যুকালে মুমূর্ষু নিকট
তুলসীবৃক্ষ ও শালগ্রামশিলা স্থাপন করা উচিত। মৃত্যুকালে বাহার মুখে
একটিমাত্র তুলসীপত্র দেওয়া হয়, সে শতকোটি পাপকর্মে লিপ্ত হইলেও
মুক্তিপদ লাভ করে। গঙ্গাতীরে জলে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়, ঐকপ
বারাণসীধামে জলে বা স্থলে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থলে গঙ্গাজলে, স্থলে বা শূন্য
মৃত্যু ঘটিলে মুক্তি হইয়া থাকে।

মরণানন্তর জীবনবীরকে দ্বাদশ দণ্ড কাল অতিক্রম করিয়া দাহ করিবে।
কেন না, শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, আয়ুঃসত্ত্বেও ভ্রমক্রমে যমদূত
কোনও জীবকে ৯৯০০০ সহস্র যোজন পথ ছই মুহূর্ত্তে বা তিন মুহূর্ত্তে
যমালয়ে লইয়া যায়, পরে যম কর্ত্তক বিচারিত হইয়া পুনশ্চ মৃতশরীরে
জীবাত্মা উক্তপথ অতিক্রম করত প্রেরিত হয়। সুতরাং মৃত্যুর পর ছয়
মুহূর্ত্ত বা দ্বাদশ দণ্ড কাল দাহকার্য্য নিষিদ্ধ।

সামবেদীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

দ্বিবর্ষের ন্যূন শিশুকে দাহ না করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে।
পৃষ্ঠিণী শ্রীলোকের গর্ভ নিঃসারিত করিয়া পরে দাহ করিতে হয়। রজ-
স্বলা শ্রীলোককে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া ও বস্ত্র পরিধানানন্তর দাহ
কর্ত্তব্য। মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া

করিবে। প্রথমতঃ শবশরীর ধোত করিয়া শুদ্ধবস্ত্রে সৰ্বদেহ আচ্ছাদন করিবে ; পরে ঘৃত ব্রক্ষণ করত নিম্নোক্তমন্ত্রে কুশসম্মিত ভূমিতে দক্ষিণশিরা-ভাবে বসাইয়া পুনশ্চ স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

ও গয়াদীন চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ ।

কুকক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিষরাম্ ।

কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সৰ্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।

ভদ্রাবকাশাং সরযুং গণ্ডকীং পনসস্তথা ।

বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাঃস্তথা ॥

স্নান করাইয়া পরিহিত বস্ত্র ত্যাগানন্তর শুদ্ধ নূতন বস্ত্রখণ্ডদ্বয় অন্তরীক্ষ ও উত্তরীয়ভাবে পরিধান করাইয়া যজ্ঞোপবীত বন্ধা করত চন্দনাদি অমুলেপনে সৰ্বশরীর অমুলিপ্ত করিবে, কর্ণ-নাসিকা-নেত্রচ্ছিদ্রে ও মুখচ্ছিদ্রে সাতটি স্তবর্ণখণ্ড, অভাবে কাংশুখণ্ড, অধচ্ছিদ্রে আচার্যাং রজতখণ্ডদ্বয় প্রদান করিবে। পরে বস্ত্রান্তরে আচ্ছাদন পূর্বক চিত্তোপরি স্থাপনার্থ বহন করিবে। তৎকালে অপকমুৎপাত্তস্থ অন্নের অর্দ্ধাংশ পথিমধ্যে পরিত্যাগ কবিত্তে হয়। বন্ধুগণ চিতায় শবকে অধোমুখে ও (নারী হইলে উত্তানভাবে) দক্ষিণশিরা করিয়া স্থাপন করিবে। পরে অগ্নিদাতা পিণ্ডদানবিধিতে পিণ্ডদান কবিয়া অর্দ্ধপিণ্ড শবমুখে প্রদান করিবে।

পিণ্ডদান-বিধি

কুশহস্তে আচমন পূর্বক বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণমুখ হইয়া বামজাহ্নু ভূমিতে পাতিয়া কাণ্ড্য করিবে। পরিকৃত ভূমিতে নৈঋত হইতে চতুর্কোণ মণ্ডল দক্ষিণাগ্রভাবে নির্মাণ করিবে, মন্ত্র যথা—

“ও অপহতানুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ” রেখা করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশগুচ্ছ পাতিবে। পবে তিলহস্তে আবাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ও এহি প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ। পূর্ষিণেভিদেহস্বত্যাং
জবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সৰ্ববীরং নিষচ্ছ ।

অনন্তর উত্তান বামহস্তে রেখা ধরিয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে তদুপরি সতিল জল দিবে, যথা —

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ ।

তৎপরে অগ্নে দ্ব্যত, মধু দিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশৰ্ম্ম-
য়েতত্তে অগ্নম্ উপতিষ্ঠতাম্ ।” এই মন্ত্রে কুশোপরি সতিল অগ্ন অধোমুখে
নিষ্কেপ করিবে । পরে পিণ্ডশেষ ও তন্তুলেপপ্রদানান্তে পিণ্ডোপরি পুনঃ
পাণ্ডপ্রক্ষালনজন অবনেজন দিবে, মন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ ।

পিণ্ডোপরি অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দান করিবে । অতঃপর অগ্নিদান কর্তব্য ।
“ও দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সৰ্ব্বৈ হতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু” এই মন্ত্রার্থ চিন্তা
করিয়া অগ্নি গ্রহণ পূর্বক—“ও কৃত্বা তু হৃদতঃ কৰ্ম্ম জানত্বা বাপ্যজানতা ।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহ-
সমাবৃত্তম্ । দহেয়ং সৰ্ব্বগাত্ৰাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ।”

(জ্বীলোকদাহেও উক্ত মন্ত্র ‘নবং পঞ্চত্বমাগতম্’ ইহাই পাঠ্য ‘নাবীং পঞ্চত্ব-
মাগতাম্’ এইরূপ পাঠ্য নহে ।) এই মন্ত্রে বিষ্ণুত্বমুখে শব্দমুখে অগ্নি প্রদান
করিবে । পবে দাহ সমাপ্তপ্রায় হইলে দাহকারিগণ প্রাদেশপরিমিত সপ্ত কাষ্টিকা
গ্রহণ পূর্বক চিতাগ্নি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া এক একটি কাষ্টিকা প্রদক্ষিণ-
ক্রমে অগ্নিতে একৈকশঃ নিষ্কেপ করিবে । পরে কুঠারের দ্বারা “ও ক্রব্যাদান
নমস্তভ্যং” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক চিতাঙ্গ জলৎকাষ্ঠে ‘সাতবাব আঘাত করিবে ।
পরে শাবাগ্নি দর্শন না করিয়া বামাবর্তে নদীতে স্নানার্থ গমন করিবে ।
সূতকাশোচবতী ও রজস্বলা নারীকে সতিল জল, পুষ্প ও পঞ্চগব্যপূর্ণ কুণ্ডে
“ও আপো হি ঠা ময়ো ভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন মহেরণায় চক্ষসে । ও যো বঃ
শিবতমো বসন্তশ্চ ভাজয়তে হ ন উপতীবির মাতরঃ । ও তস্মা অরক্ষমাম বো
বশ্ত ক্ষদ্রায় জিঘৃথ আপো জনয়থা চ নঃ” এই মন্ত্রে ও ‘কন্নানশিচ্ছ’ ইত্যাদি
মহাবামদেব্যগানরূপ শাস্ত্রিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্বারা স্নান করত দাহ
করিবে ।

সানবেদ্যীয় প্রেত-তর্পণ

দাহকারিগণ জলসমীপে গমন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ঞ্জালকাদি আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন, “উদকং করিষ্যামঃ ?” অর্থাৎ মৃতব্যক্তির জলদানক্রিয়া করিব কি ? তিনি বলিবেন, ‘কুরুধ্বঃ মা চৈবঃ পুনরিত্যশতবর্ষে প্রেতে কুরুধ্ব-মেবেতরস্মিন্ ।’ না, শতবর্ষের পূর্বে মৃতব্যক্তির জন্ত যেন আর তর্পণ করিতে না হয় । কিন্তু পূর্ণ শতবর্ষজীবী মৃতব্যক্তির তর্পণ করিও । পরে তাঁহারা বৃদ্ধ-পুংসর জলে অবতরণ পূর্বক পরিহিতবস্ত্র ধোত করিয়া পুনশ্চ উহা পরিধান পূর্বক বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণমুখে ‘অপনঃ শোণ্ডচদঘম্’ এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের অনামা দ্বারা জল আলোড়ন করত একটিবারমাত্র ডুব দিবেন । স্নানের পূর্বে তৈলমর্দন করিবেন না । পরে আচমন করিয়া দক্ষিণমুখে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া সতিল জলাঞ্জলি দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন, মন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ প্রেতঃ অমুকদেবশর্মাণমেতৎ সতিলোদকেন
(গঙ্গোদকস্থলে সতিগগজোদকেন) তর্পয়ামি ।

পুলগণ মৃতব্যক্তির প্রেতস্থ পর্য্যন্ত উক্তমন্ত্রে প্রত্যহ তর্পণ করিবেন । পরে পুনঃ স্নানাচরণ করিবে ও বালকপুংসরভাবে জল হইতে উত্থান করিবে । সূর্য্য বা চন্দ্র যে তেজের আবির্ভাবকালে দাহ হইবে, তাহার অবস্থিতিকালে গৃহে গমন করিবে না অর্থাৎ দিবাভাগে দাহ করিলে সূর্য্যাস্তের পূর্বে ও রাত্রিকালে দাহ হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে গৃহে গমন করিবে না । তৃণময় স্থানে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিবে যে, মনুষ্যজীবন জলবৃদ্ধতুল্য অতিশয় ক্ষণভঙ্গুর, পঞ্চভূতে নির্মিত দেহ যদি পঞ্চভূতে মিশায়, তাহাতে খেদের কি আছে, এই যে অনন্ত পৃথিবী, অনন্ত জলোচ্ছ্বাস, নক্ষত্র, গ্রহমণ্ডল, দেবতা ইহারাও এক কালে লয় প্রাপ্ত হন, মনুষ্য কোন্ ছার । মৃত ব্যক্তির জন্ত রোদন করিলে, শ্লেষ্মা ও অশ্রু-পাত করিলে প্রেত তাহা ভোজন করে ; অতএব রোদন না করিয়া প্রেতের সদৃশি যাহাতে হয়, ইহাই কর্তব্য : এইরূপ আলোচনা করিয়া গৃহ-দ্বারে আসিবে । দস্ত দ্বারা নিষপত্র খণ্ডন করিবে, ‘হোাগ্’ এই মন্ত্রে দ্বার-স্পর্শ-পূর্বক আচমন করিবে ও ‘শমী পাপঃ শময়তু’ এই মন্ত্রে শমী, ‘অশ্বেষ হিরো ভূমাসম্’ অর্থাৎ প্রস্তরের মত হির খাকিব, এই মন্ত্রে চরণের দ্বারা প্রস্তর, ‘অগ্নিনঃ শর্শ্ব বচ্ছতু’ এই মন্ত্রে অগ্নি, ‘হোাগ্’ এই মন্ত্রে বৃষ ও ছাগমধ্যে থাকিয়া উহাদিগকে স্পর্শ করিবে, গোময় ও খেতসর্বপ স্পর্শ করিবার বিধিও আছে । অনন্তর বালকপুংসর গৃহে প্রবেশ করিবে ।

দশপিণ্ড বা পূরক-পিণ্ডদানবিধি

অশৌচকালাবধি প্রতিদিন এক একটি পিণ্ড ও নীর-ক্ষীর দান কর্তব্য । ক্রত্ৰিগাদিপক্ষে প্রথম দিন হইতে নবম দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটি পিণ্ড দান করিয়া অশৌচান্তিম দিনে অবশিষ্ট একটি পিণ্ডদান বিধেয় । ত্রাহা-শৌচস্থলে—প্রথম দিনে তিনটি, দ্বিতীয়ে চারিটি ও তৃতীয় দিবসে তিনটি পিণ্ড দিবে, অথবা প্রথম দিনে একটি, দ্বিতীয়ে চারিটি, তৃতীয়ে পাঁচটি পিণ্ডদান করিবে । অশৌচসাক্ষ্য বশতঃ অশৌচ হ্রাস হইয়া চতুরহাশৌচ সিদ্ধ হইলে প্রথম ও চতুর্থ দিনে দুই দুই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তিন তিনটি পিণ্ড দেয় । পঞ্চাহাশৌচবিষয়ে—প্রথম ও পঞ্চম দিনে এক একটি, দ্বিতীয় চতুর্থে দুই দুইটি, তৃতীয়ে চারিটি পিণ্ড দেয় । ষড়হাশৌচস্থলে—প্রথম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম দিনে এক একটি, তৃতীয় চতুর্থ দিনে তিন তিনটি, অবশিষ্ট দুই দিনে দুইটি পিণ্ড দিবে । সপ্তাহাশৌচে—তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চম দিনে দুই দুইটি, অবশিষ্ট চারি দিনে চারিটি পিণ্ডদান কর্তব্য । অষ্টাহাশৌচস্থলে—চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুই দুইটি, অবশিষ্ট ছয় দিনে ছয়টি পিণ্ড প্রদেয় । নবাহাশৌচে—পঞ্চম দিনে দুইটি, অবশিষ্ট আট দিনে আটটি পিণ্ডদান করিবে । পক্ষিণী ও দ্বাহা-শৌচস্থলে—দুই দিনে ৫টি ৫টি হিসাবে দশটি পিণ্ডদান হইবে । অশৌচবৃদ্ধি-স্থলে ক্রত্ৰিগাদিবৎ ব্যবস্থা । রাত্রিতেও পিণ্ডদান কর্তব্য । যে ব্যক্তি প্রেতের মুখাগ্নি করিবে, সেই ব্যক্তিই স্বকীয় অশৌচানুসারে অশৌচমধ্যে পিণ্ডদান সম্পন্ন করিবে, তাহার অসামর্থ্যে শ্রাদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধদিনে পূরকপিণ্ডদানান্তে শ্রাদ্ধ করিবেন ।

সামবেদীয় পূরকপিণ্ডদানপ্রয়োগ

দুই প্রস্থতি-(অঞ্জলি) পরিমিত তণুল দুইবার প্রক্ষালন করিয়া ঈশান-কোণে সুস্থির ও অশিথিলভাবে পাক করিবে । অতঃপর বিকৃতোত্তরীয়, কুশ-হস্ত, পাতিতবামজাহু ও দক্ষিণামুখ হইয়া চতুরঙ্গুল উন্নত হস্তপ্রমাণ দক্ষিণাগ্রব-বেদিকা করিয়া তদুপরি নৈঋতকোণাবধি দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ রেখা ও তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশাস্তরণ করত ‘ওঁ অপহতান্মরারক্ষাংসি বেদিষদঃ’ এই মন্ত্রে তদুপরি তিল বিকিরণ করিবে । পরে উত্তান বামহস্তে উক্ত রেখা ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে অবনেনিক্”

এই মন্ত্রে সতিলজল অবনেজন দিবে। পরে ঘৃত-মধ্বাক্ত সতিল পিণ্ড লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আন্তীর্ণ কুশোপরি প্রদান করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশৰ্ম্মণ এব প্রথমঃ পিণ্ডঃ পূরকঃ”
এবং দ্বিতীয়পিণ্ডাদিস্থলে “দ্বিতীয়ঃ পিণ্ডঃ পূরকঃ” ইত্যাদি যথাযোগ্যবাক্য প্রযোজ্য। পরে পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালনজন পিণ্ডোপরি এই মন্ত্রে দিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মণ্ এতন্তে অবনেনিষ্কৃ ।

পরে পিণ্ডোপরি নিম্নোক্তমন্ত্রে উৰ্ণাসূত্র (মেঘলোমজাত সূত্র) দিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মণ্ এতন্তে উৰ্ণাতন্তময়ঃ
বাসঃ ।

অনন্তর পিণ্ডসংখ্যা অনুসারে আমপাত্রে সতিল জল “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মণ্ এতন্তে আমপাত্রস্থসতিলোদকঃ” এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া পিণ্ডোপরি গন্ধ-পুষ্পাদি যথাশক্তি দিয়া বাষ্পদর্শন পর্য্যন্ত পিণ্ডসমাপ্তির অপেক্ষা করিবে। অবশেষে পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিবে। রাত্রিকালে শূণ্ডে ত্রিদণ্ডোপরি দুইটি আমশরাবে সতিল কাঁচাদুধ ও জল রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রেতোদ্দেশে দান করিবে, বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মণ্ এতন্তে সতিলং নীরং
প্রেতাত্র স্নাহি । বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মণ্ এতন্তে সতিলং
ক্ষীরং, পিব চেদং ক্ষীরং ।

পরে কৃতাজলিপুটে—

ওঁ শ্মশানানলদক্ষে ২সি পরিত্যক্তো ২সি বান্ধবৈঃ ।

ইদং নীরমিদং ক্ষীরম্ অত্র স্নাত্বা উদং পিব ॥

আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ ।

অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব ॥

ইহাতে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, যথাযোগ্যকালে অক্লতচূড় বা অল্পপনীত বালক এবং অপরিণীতা কন্ডার পূরক-পিণ্ডদান ভূমিতে করিবে। ইহাতে কুশান্তরণ ও মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ ।—

উক্ত দশপিণ্ডদানে আতিবাহিক দেহের অপারপূরক একটি প্রেত-দেহ

নির্দিষ্ট হয়। এ কারণ এক জন পুরক-পিণ্ডদান করিলে অন্তের স্বতন্ত্রতাবে আর পিণ্ডদান কর্তব্য নহে।

দশটি পিণ্ডে প্রেতশরীরের দশটি অবয়ব সম্পূর্ণ হয়। যথা—প্রথম পিণ্ডে মস্তক; দ্বিতীয়ে কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা; তৃতীয়ে গলদেশ, স্বক, ভূজ ও বক্ষঃস্থল; চতুর্থে নাভি, লিঙ্গ, শুভ্র; পঞ্চমে জাহ্নু, জজ্বা, চরণদ্বয়; ষষ্ঠে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল; সপ্তমে সর্ববিধ নাড়ী; অষ্টমে দন্ত, রোম; নবমে রক্ত ও বীৰ্য্য; দশমে শরীরের পূর্ণতা, তৃপ্তি ও ক্ষুধানাশ সম্পন্ন হয়।

গজায় অস্থিক্ৰেপ

গজায় মরণে যে ফল শাস্ত্রে কথিত আছে, গজায় অস্থিক্ৰেপ হইলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ গজায় অ-মৃত ব্যক্তির সঙ্গতির অন্ত নিয়োক্ত বিধি অনুসারে অস্থিক্ৰেপ কর্তব্য। অস্থিক্ৰেপকারী মাতৃকুল ও পিতৃকুলব্যতিরিক্ত অন্তবংশীয় অস্থি সংগ্রহ করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণে শুদ্ধ হয়। অস্থিনিক্ৰেপকারী প্রথমতঃ স্নান করিয়া আচমন পূর্বক উত্তমুখে ত্রিপত্র, তিল ও জল লইয়া সঙ্কলন করিবে, যথা—“ওঁ তৎসৎ অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত্র অমুকদেবশর্ম্মণ এতদস্থিসমসংখ্যবর্ষ-সহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গাধি-করণক-মহীয়মানত্বকামোহমুকস্ত এতাস্থিখণ্ডানি গজায়াং বিনিষ্কিপামি।” পরে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অস্থিখণ্ড অভিষিক্ত করত স্রবর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিল সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকাপুটে উহা স্থাপন করিবে, পরে দক্ষিণ হস্তে ঐ পুটক লইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করত “ওঁ নমোহস্ত ধর্ম্মায়” এই মন্ত্রে জলে প্রবেশ পূর্বক ‘স মে শ্রীতো ভবতু’ এই বলিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে স্নানান্তে উঠিয়া সূর্য্যদর্শন পূর্বক সঙ্কলনবাক্যানুসারে দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে।

কুশপুস্তলিকাদাহ

মৃত ব্যক্তির অস্থিলাভ না হইলে পর্ণময় নর নির্মাণ পূর্বক দাহ করিতে হয়। অশৌচমধ্যে পর্ণময় দাহ হইলে অবশিষ্ট অশৌচ-দিনান্তে শুদ্ধি হয়। অশৌচান্তে পর্ণময়দাহ আবশ্যক হইলে অমাবস্তার, যতাস্তরে কৃষ্ণাষ্টমীতে মরণাবধি

ত্রিপক্ষ অতীত করিয়া দাহ করিবে ও তদবধি ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। স্মার্তের মতে দাহকারীরই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, অস্ত্র সপিণ্ডের নহে। যতান্তরে সপিণ্ডমাত্রেরই ত্রিরাত্র অশৌচ। ৩৬০টি পলাশপত্র একটি পুরুষাকৃতি শরীর নির্মাণ করিবে। অঙ্গবিশেষে পত্রসংখ্যা বিভিন্ন, যথা—মস্তকে ৪০, গ্রীবায় ১০, বক্ষে ৩০, জঠরে ২০, দুই বাহুতে ১০০, বাহুর দশাঙ্গুলীর প্রত্যেক অঙ্গুলীতে ১টি হিসাবে ১০টি, কোষদ্বয়ে প্রত্যেকে ৩টি করিয়া ৬, লিঙ্গে ৪, দুই উরুতে ৫০টি করিয়া ১০০, দক্ষিণ জাহ্নু ও জজ্বায় ১৫, বামজাহ্নু ও জজ্বায় ১৫, পাদাঙ্গুলী দশটিতে ১০টি পলাশপত্র বন্ধন করিবে। পলাশপত্রাত্মাবে ৩৬০ শরপত্রে বেষ্টন করিবে। উক্ত পত্রপুত্তলিকা মেঘলোমমূত্রে বেষ্টন করিয়া পিষ্টববে লেপন করিবে। উহা মাংসস্থানীয়। একটি তরুণ নারিকেল ফলকে শিরঃস্থানীয় করিয়া সেই সম্পূর্ণ শরীরকে দাহবিধি অনুসারে দাহ করিবে।

আত্মঘাতীর গতি ও নারায়ণবলি

আত্মহননেচ্ছার যে ব্যক্তি অগ্নি, বিষাদিপ্রয়োগ বা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে, তাহার দাহ, অশৌচ বা তর্পণাদি ঔর্দ্ধদেহিক কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু দুইটি চান্দ্রায়ণব্রত সহিত একটি বর্ণিবধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নারায়ণবলি ক্রিয়ার অন্তে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে পারা যায়। গুরুপক্ষের একাদশীতে পুত্রাদি প্রেতক্রিয়াধিকারী স্নানান্তে পবিত্র স্থানে যথাবিধি বিষ্ণু ও বৈবস্বতকে (যম) পূজা করিয়া দক্ষিণমুখে সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি ঘৃত-মধু-তিল-সংযুক্ত দশটি পিণ্ড নির্মাণ করিয়া প্রেতকে বিষ্ণুরূপী চিন্তা করত ‘অমুক-গোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে পিণ্ডঃ সতিলোদকঃ উপতিষ্ঠতাম্’ এই মন্ত্রে পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত পরে নদীতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ দশটি পিণ্ডদান কর্তব্য। অনন্তর রাত্রিকালে পঞ্চ, সপ্ত বা নবসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পূর্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে উত্তর-মুখে উপবেশন করাইবে। পরে জ্যেষ্ঠানুক্রমে বিষ্ণুধ্যান করত আবাহনাদি সমস্ত কার্য্য দৈবানুক্রমে সম্পন্ন করিয়া তৃপ্তিপ্রদ করিবে—“ওঁ তৃপ্তাঃ স্বঃ”; ব্রাহ্মণ-গণ ‘ওঁ তৃপ্তাঃ স্বঃ’ এই মন্ত্রে প্রত্যুত্তর দিবেন। অনন্তর * পিণ্ডদানোক্ত বিধিতে

* প্রেতোদ্যেণে একোদ্বিষ্টবিধিতে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসম্পাদন আবশ্যক, ইহা সাম্প্রদায়িক মত।

অমন্ত্রক নিনয়ন পর্যন্ত কার্য করিয়া তিলমধু-স্বত-সম্বিত হবিষ্য ব্যঞ্জন-নির্মিত পঞ্চ পিণ্ড যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, সান্নিচর বম ও প্রেতোদ্দেশে দক্ষিণাগ্রকূশোপরি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—“বিষ্ণো অন্নং তে পিণ্ডঃ” এবং “ব্রহ্মন্নং তে পিণ্ডঃ, শিবান্নং তে পিণ্ডঃ, সান্নিচরবমান্নস্তে পিণ্ডঃ।” অনন্তর পঞ্চম পিণ্ড মৃত ব্যক্তিকে নামগোত্র দ্বারা চিন্তা করত ও তদ্রূপী বিষ্ণুকে ধ্যান করত “বিষ্ণো অন্নং তে পিণ্ডঃ” এই মন্ত্রে প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ-গণকে আচমনীয়োদক দান করিয়া দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণ-গণকে দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকগুণশালী ব্রাহ্মণকে প্রেতবুদ্ধিতে হিরণ্য, গো, বস্ত্র ও ভূমি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণগণ কুণ্ঠহস্তে প্রেতোদ্দেশে তিলোদক দেওয়াইবেন। মন্ত্র যথা—“অমুকগোত্রায় প্রেতায় অমুকদেবশর্মাণে অন্নং তে তিলোদকাঞ্জলিঃ। অনেন নারায়ণ-বলিকর্মণা ভগবান্ বিষ্ণুরিমং অমুকদেবশর্মাণং শুদ্ধপাপং কর্ম্মার্হং করোতু” ইহা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবে।

সামবেদীয় চতুর্দ্ধাশান্তি

অঘাহঃস্ব নিবৃত্তেবু স্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।

আণ্ডচ্যাদ্বিপ্রমুচ্যন্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ।

বিপ্রঃ শুধ্যোদপঃ স্পৃষ্টা কলিয়ো বাহনায়ুধম্।

বৈশ্বঃ প্রতোদং ব্রহ্মীন্ বা যষ্টৈঃ শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ ॥

সূর্য্যোদয়ানন্তর অশৌচ নিবৃত্ত হইলে সর্বজাতি বর্ণানুসারে নিম্নলিখিত বস্তু স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে, যথা—সশিরস্ক মজ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ জাতি—জল, কলিয়—বাহন ও আয়ুধ, বৈশ্ব—প্রতোদ ও প্রগ্রহ (পাঁচুনী ও লাগাম), শূদ্র যষ্টি স্পর্শ করিলে ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলে শুদ্ধি-লাভ করে। সূর্য্যোদয়ের পর স্নানানন্তর সন্ধ্যাধিকারিগণ প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া চারিটি জলপূর্ণ ডোলায় ফল, তাম্বুল, তুঙ্গসী, পুষ্প, চন্দন, তিল দিবে; মাংস (স্বত, অগ্নি, দুর্ধা, সুবর্ণাদি) রাখিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—“ও কৰ্ত্তব্যো-হস্মিন্ চতুর্দ্ধাশান্তিকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তে। ক্রবন্তু” এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণগণ “ও পুণ্যাহম্” তিনবার বলিবেন, ঐরূপ স্বস্তি-ঋদ্ধি-বাচনান্তে স্বস্তিসূক্তপাঠ

ও “সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি পাঠ দ্বারা দেবতাসান্নিধ্য কল্পনা পূর্ব্বক প্রথমপাত্রে হস্ত দিয়া “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরগ্যাং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ, ওঁ আপো হি ঠা যয়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জ দধাতন মহেরণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তন্মা অরক্ষমাম বো যস্ত ক্ষমায় জিহথ আপো জনয়থা চ নঃ ।” পুনর্গায়ত্রী-পাঠান্তে দ্বিতীয় পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠ ও নিম্নোক্ত মন্ত্রান্তে পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে । যথা—‘ওঁ ঋচং বাচং প্রপণ্ডে মনো যজুঃ প্রপণ্ডে সাম প্রাণং প্রপণ্ডে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপণ্ডে । বাগোজঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানৌ । ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা । শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুক্ক্রমঃ । শং নো বাতঃ পবতাং, শং নস্তপতু সূর্য্যঃ । শং নঃ কনিক্রদদেবঃ পর্জন্তো অভিবর্ষতু । অহানি শং ভবন্ত নঃ শং রাজীঃ প্রতি-ধীরতাম্ । শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ । শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা ।’

পরে বামহস্তে গৃহীত নিম্বপত্র, কুলখ ও গাজলী (খোলা) চর্ষণ করিয়া নিম্নীবন ত্যাগ ও আচমন পূর্ব্বক তৃতীয় পাত্রে হস্ত দিবে । অনন্তর তদুপরি গায়ত্রী-পাঠান্তে “ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্ত নঃ । ওঁ শোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ ।” পুনঃ গায়ত্রী পাঠ করিবে । অতঃপর চতুর্থ পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রীপাঠান্তে “কন্নানশ্চিত্র” ইত্যাদি শাস্তিস্মৃক্ত পাঠ করিবে, যথা—“কন্নানশ্চিত্র ইত্যস্ত মহাবামদেবঋষি-বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শাস্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্নানশ্চিত্র আভুব দ্তী সদাবৃধঃ সখা । কন্না শচিষ্ঠয়া বৃতা । ওঁ কন্না সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদক্ষসঃ । দৃঢ়াচিদাক্ষজে বসু । ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিভা জরিতৃণাম্ । শতং ভবান্ম্যতয়ে ।” এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করিতে হয় । পরে পুনর্গায়ত্রীপাঠান্তে সর্ব্বপাত্রস্থ জল এক পাত্রে রাখিয়া ঐ জল “ওঁ আপো হি ঠা” ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌ত্রয়ে ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিজেব মস্তকে ছিটা দিবে । মন্ত্র যথা—“ওঁ ত্তোঃ শাস্তিরস্তরিক্ষং শাস্তিঃ পৃথিবী শাস্তিরাপঃ শাস্তিরোষধয়ঃ শাস্তিঃ । বনস্পত্যয়ঃ শাস্তির্বিশ্বেদেবাঃ শাস্তিব্রহ্ম শাস্তিঃ সর্ব্বং শাস্তিঃ শাস্তিরেব শাস্তিঃ সা মা শাস্তিরেধি ।” ঐ জলে অন্যান্য গৃহদ্রব্যও শোধন করিবে ।

মন্তাস্তরে চতুর্দশশাস্তি—প্রথমে প্রাত্যক পাত্রে সপ্রণবব্যাহতি গায়ত্রী, পরে কন্নানশ্চিত্র ইত্যাদি শাস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ইত্যস্ত মন্ত্র, পরে পুনর্গায়ত্রী

পাঠ, এই ক্রমে চতুর্দশ শাস্তি কর্তব্য। কেহ কেহ ‘ইষে ঘোৰ্কে স্বা’ ইত্যাদি বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয়ে ও আত্মস্তে গায়ত্রী দ্বারা চারিটি পাত্রে চতুর্দশশাস্তি করেন।

অশ্ব-প্রাশ্নিচত

অশৌচান্তদ্বিতীয় দিনে বা প্রেতের আঠেগকোদিষ্টদিনে স্নান-সন্ধ্যাবসানে ১খণ্ড সুবর্ণ, ১খানি গামছা ও ভোজ্য নিম্নোক্ত বাক্যে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। প্রথমতঃ কুশহস্তে আচমন, তিলকধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক “বং ওঁ এতস্মৈ সবস্নভোজ্যকাঞ্চনায় নমঃ” এই মন্ত্রে ত্রিপত্র জল দ্বারা প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ” এইমন্ত্রে যথাযথ অর্চনাস্তে “ওঁ অগ্নেত্যাগি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতদশৌচকালোৎপন্ন-পঞ্চমুনা-জনিত-পাপক্ষয়-কাম ইদং সবস্নভোজ্যকাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথা-সম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে” এইরূপ বাক্যে দান করত দক্ষিণা-দান করিবে, বাক্য যথা—‘অগ্নেত্যাগি কৃতৈতৎসবস্নভোজ্য-কাঞ্চনদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাগি।’

বৈতরনী

আসন্নমৃত্যুকালে সবৎসা ধেনু বা তনুল্য।০ আনা বৈতরনীনদী উত্তরণের জন্ত প্রদান করা উচিত, তাহা না হইলে শ্রাদ্ধদিনে উহা অবশ্য কর্তব্য। ইহার প্রয়োগ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। বাক্য যথা—‘অগ্নেত্যাগি সর্ব-পাপবিনিমুক্তিপূর্বক-ষম-দ্বারাবস্থিত-তপ্তা-বৈতরনীনদী-সুধসমুদ্রগম্য ইদং সবস্ন-বৈতরনী-গবীমূল্য-কাষণপণ-পরিমিত-বরাটক-লভ্যং (রজতখণ্ডাদিকং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিত্যাগি।’ পরে দক্ষিণাস্ত করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যদান

কর্ম্মাধিকারের জন্ত প্রতিকর্ম্মের প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্যদান করিতে হয়। শক্ত্যনুসারে তাম্রপাত্রে সবস্ন অর্ঘ্য লইয়া “ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো ভেজোরাশে জগৎপতে। অমুকস্ময় মাং তক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মান ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । জগৎসবিভ্রে শুচয়ে সবিভ্রে
কৰ্মদায়িনে ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে প্রদান করিবে ।
পরে জবাকুসুমসঙ্কাশমিত্যাदि মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয় ।

তিলকাম্রদান দান

“বং ওঁ এতেভ্যঃ সবস্র-তাম্রাধার-হেমগৰ্ভ-তিলেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে বারতস্র
সুবর্ণগৰ্ভ তাম্রাধারস্থিত তিল প্রোক্ষণ পূৰ্বক যথাযথ অর্চনাদি করিবে । পরে
“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা ও
‘এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ’ মন্ত্রে সম্প্রদানপাত্র ব্রাহ্মণের
উদ্দেশে পূজা কর্তব্য । অতঃপর বামহস্তে উক্ত তিল ও দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র-
তিল-জল লইয়া উৎসর্গ করিবে । বাক্য যথা -- ‘ওঁ অগ্নেত্যাदि অমুকগোত্রস্ত
প্রেতস্ত্যামুকদেবশৰ্ম্মণোহশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্যামুক-
দেবশৰ্ম্মণ এতত্তিলসমসংখ্যক-বর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকাধিকরণকমোদমানত্বকাম
এতান্ সবস্রতাম্রাধার-হেমগৰ্ভতিলান্ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকানর্চিতান্ যথাসম্ভব-
গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” অনস্তর “ওঁ বিষ্ণুদেহোহুভবাঃ
পুণ্যাস্তিলাঃ পাপপ্রণাশকাঃ । পিতুঃ * স্বর্গং প্রযচ্ছন্ত সংসারার্ণব-তারকাঃ ।
যথা মধুবধে বিষ্ণোৰ্ঘৰ্ম্মবিন্দু-সমুদ্ভবাঃ । তিলাঃ কুশাশ্চ সমিধস্তথা শাঠৈস্ত্য (শাঠ্যে)
ভবন্ত মে ।” পরে গ্রহীতা উক্তদ্রব্য গ্রহণ পূৰ্বক ‘ওঁ স্বস্তি’ গায়ত্রী ও কামস্ততি
পাঠ করিবেন । কামস্ততি যথা—“ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্ভবাবিশৎ কামেন হা প্রতিগৃহ্মামি
কামৈতত্তে ।” ‘এতে সবস্র-তাম্রাধার-হেমগৰ্ভতিলাঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাঃ’
ইহাও গ্রহীতার পাঠ্য । পরে দাতা দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিয়া দক্ষিণাদান
করিবেন, যথা—“অগ্নেত্যাदि-কৃতৈতৎ-সবস্র-তাম্রাধার-হেমগৰ্ভতিল-দান-
কৰ্ম্মণঃ সাক্ততর্পণমিত্যাदि ।” অনস্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশাস্তি কর্তব্য ।

* কেহ কেহ ‘পিতুঃ’ স্থলে “প্রেত” পদ উল্লেখ করেন, তাহা সঙ্গত নহে । বেহেতু, মন্ত্রে
উহু নিষিদ্ধ ।

ষোড়শদান

ভূম্যাসনং জলং বজ্রং প্রদীপোহরং ততঃ পরম্ । তাষূলচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মালাং ফলমতঃ পরম্ । শয্যা চ পাঙ্কজা গোষ্ঠ কাঞ্চনং রজতস্তথা । দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্दिष्ट দীয়তে । ভূম্যাদি বজ্রতাস্ত ষোড়শদ্রব্য তাষূল ও বজ্র সহিত দাতব্য । আচমন ও ‘ওঁ কুকক্লেত্র-গরাগন্ধা-প্রতাস-পুঙ্করাণি চ । তীর্থার্থ্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবস্বিহ্’ এই মন্ত্র পাঠান্তে মিরোক্তমন্ত্রে প্রোক্ষণ, অর্চনা, অধিপতি দেবতার্চনা ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের অর্চনা কর্তব্য । যথা ভূমিদানে—“ওঁ এতশ্চৈ সবজ্ঞ-সশস্ত্র-প্রিয়দত্তভূম্যৈ নমঃ”, ভূমিমূল্যদানে “এতশ্চৈ (তৈজসসাধার) সবজ্ঞ-সশস্ত্র-প্রিয়দত্ত-ভূমি-মূল্যায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতশ্চৈ ইত্যাদি,” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণুদেব নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে অর্চনান্তে দানবাক্য পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ অশ্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মাণোহশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মাণঃ ষষ্টিসহস্রবর্ষাচ্ছিব্রহ্মর্গবাসকামঃ অক্ষয়-স্বর্গকামো বা ইমাং সবজ্ঞ-সশস্ত্রপ্রিয়দত্ত-ভূমিঃ (ভূমিমূল্যস্থলে ইদং তৈজসসাধার-সবজ্ঞ সশস্ত্র প্রিয়দত্তভূমিমূল্যঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতম্) শ্রীবিষ্ণুদেবতা-কামর্চিতাং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি” (সম্প্রদানপাত্র-সম্বন্ধে ‘তুভ্যমহং’ বলিবে) এই মন্ত্রে ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে । পবে প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, গায়ত্রী ও কামস্ততি পাঠ করিয়া সবজ্ঞ সশস্ত্র-প্রিয়দত্তভূমিরিয়ঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকা (ভূমিমূল্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদেবতম্ বা) পাঠ করিবেন । ভূমিমূল্যদানে পাত্রে ধাতু ও কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা রাখিয়া দান করিতে হয় । ভূমিপ্রতিগ্রহে দত্ত ভূমির প্রদক্ষিণমাত্র, ভূমিব অসম্বন্ধে সেই ভূমির উদ্দেশে প্রদক্ষিণ কর্তব্য । অন্ত্যস্ত দানে পূর্ববৎ সমস্তই করিবে, কেবল অর্চনা ও দানাদিবাক্য পৃথক্ ।

আসনদানে—“ওঁ এতশ্চৈ সবজ্ঞদার্কাসনসহিতবিচিত্রাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূর্ববৎ প্রোক্ষণ ও অর্চনা । দানবাক্য যথা—‘অশ্বেত্যাদি ইদং সবজ্ঞ-দার্কাসনসহিতবিচিত্রাসনং উত্তানাজিরোদৈবতম্ (শ্রীবিষ্ণুদেবতং বা) যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” দক্ষিণাবাক্য যথা—“অশ্বেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবজ্ঞ-দার্কাসন-সহিত-বিচিত্রাসনদানকর্মণঃ সাক্ততর্কমিত্যাदि ।”

জলদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—“ওঁ এতশ্চৈ সবজ্ঞতৈজসসাধার-

জলার বা তৈজসাধার-গণোদকার নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৈশ্ব সবস্তুত্যাতি ।”

দানবাক্য বথা—অন্তেত্যাতি ইদং সবস্তুজলং বরুণদৈবতং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাতি ।

দক্ষিণাবাক্য—অন্তেত্যাতি কৃতৈতৎ-সবস্তু-জলদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থ-মিত্যাতি ।

বস্তুদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্ব সবস্তুবজ্জায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৈশ্ব সবস্তুবজ্জায় নমঃ ইত্যাদি ।

দানবাক্য—অন্তেত্যাতি ইদং সবস্তুবজ্জং বৃহস্পতিদৈবতং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাতি ।

দক্ষিণাবাক্য—অন্তেত্যাতি কৃতৈতৎ-সবস্তু-বস্তুদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থ-মিত্যাতি । প্রতিগ্রহে বস্তুদশার প্রাপ্তগ্রহণ ও পরিধান কর্তব্য ।

প্রদীপদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্ব সবস্তু-তৈজসাধার-দীপায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৈশ্ব সবস্তুত্যাতি ।

দানবাক্য—অন্তেত্যাতি ইদং সবস্তুতৈজসাধার-দীপম্ অগ্নিদৈবতং ত্রিবিষ্ণু-দৈবতং বা অর্চিতং ইত্যাদি ।

দক্ষিণাবাক্য—অন্তেত্যাতি কৃতৈতৎ-সবস্তুতৈজসাধার-দীপদানকর্মণঃ সাক্ষ্য-তার্থমিত্যাতি ।

অন্নদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্ব সবস্তু-তৈজসাধার-সম্বতো-পকরণামায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৈশ্ব ইত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অন্তেত্যাতি ইদং সবস্তুতৈজসাধার-সম্বতোপকরণামায়ঃ প্রজাপতিদৈবতং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাতি ।

দক্ষিণাবাক্য—অন্তেত্যাতি কৃতৈতৎ-সবস্তু-তৈজসাধার-সম্বতোপকরণামায়-দানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থমিত্যাতি ।

তাম্বুলদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্ব সবস্তুতৈজসাধার-তাম্বুলার নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৈশ্ব সবস্তুত্যাতি ।

দানবাক্য—ওঁ অন্তেত্যাতি ইদং সবস্তুতৈজসাধার-তাম্বুলং বনস্পতি-দৈবতং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাতি ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অন্তেত্যাতি কৃতৈতৎ-সবস্তুতৈজসাধার-তাম্বুলদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থমিত্যাতি ।

ছন্দদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্রচ্ছন্দায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপত্যে দেবায় উত্তানাদিরসে বা বিষ্ণবে নম ইত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাदि ইদং সবস্রচ্ছন্দম্ উত্তানাদিরোদৈবতং ত্রীবিষ্ণু-দৈবতম্ বা অর্চিতমিত্যাदि ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাदि কৃতৈতৎ-সবস্রচ্ছন্দাদান-কর্মণঃ সাক্তার্থঃ ইত্যাদি ।

গন্ধদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্রতৈজসাধারগন্ধায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ সবস্রেত্যাदि ।

দানবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাदि ইমং সবস্রতৈজসাধার-গন্ধং গন্ধকর্ষদৈবতং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাदि ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাदि কৃতৈতৎ-সবস্রতৈজসাধার-গন্ধদানকর্মণঃ সাক্তার্থমিত্যাदि ।

মাল্যদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্রতৈজসাধার-মাল্যায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ সবস্রেত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাदि ইদং সবস্রতৈজসাধার-মাল্যং বনস্পতিদৈবতং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতং ইত্যাদি ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্রতৈজসাধার-মাল্যদানকর্মণঃ সাক্তার্থমিত্যাদি ।

ফলদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্রতৈজসাধার-ফলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ সবস্রেত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাদি ইদং সবস্রতৈজসাধার-ফলং বনস্পতিদৈবতং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাদি ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্রতৈজসাধার-ফলদানকর্মণঃ সাক্তার্থমিত্যাদি ।

শয্যাদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্রশয্যাটৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ সবস্রেত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাদি ইমাং সবস্রশয্যাং উত্তানাদিরোদৈবতাকাং ত্রীবিষ্ণুদৈবতাকাম্ বা অর্চিতাং ইত্যাদি ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অগ্নেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্রশয্যাদানকর্মণঃ সাক্তার্থ-মিত্যাদি । শয্যাপ্রতিগ্রহে তদুপরি আরোহণ কর্তব্য ।

পাছকাদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবজ্ঞ-চর্মপাছকা-(বা কাষ্ঠপাছকা) যুগলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ ইত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অণ্ডেত্যাদি ইদং সবজ্ঞচর্মপাছকাযুগলমুত্তানাদিরো-
দৈবতং (শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা) অর্চিতং ইত্যাদি ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অণ্ডেত্যাদি কুটৈতৎ-সবজ্ঞ-চর্মপাছকা-যুগল-দানকর্মণঃ
সাক্ষ্যত্বার্থঃ ইত্যাদি ।

ধেনুদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবজ্ঞালঙ্কৃত-সবৎস-ধেনবে
(অথবা এতেভ্যঃ সবজ্ঞ সবৎস-ধেনুমূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-লভ্য-রজতখণ্ডেভ্যো)
নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ ইত্যাদি ।

দানবাক্য—ওঁ অণ্ডেত্যাদি ইমাং সবজ্ঞালঙ্কৃতসবৎসধেনুং কজ্জদেবতাকাং
(অথবা ইমানি সবজ্ঞ-সবৎস-ধেনুমূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটকলভ্য-
রজত-খণ্ডানি শ্রীবিষ্ণুদেবতাকানি অর্চিতানি) ইত্যাদি ।

পরে ধেনুকে প্রাণুখীভাবে নিজ সম্মুখে স্থাপন করিবে ও নিম্নোক্ত
মন্ত্র পড়িবে, যথা—

ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা ।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥
ওঁ বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীয়া লক্ষ্মীধনদন্ত চ ।
যা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং সা ধেনুর্বারদাহন্ত মে ॥
ওঁ চতুর্মুখন্ত যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ ।
চন্দ্রার্ক-শক্রশক্তির্যা ধেনুরূপা চ সা শ্রিয়ে ॥
ওঁ স্বধা হং পিতৃসজ্জানাং স্বাহা যজ্ঞভূজাং যতঃ ।
সর্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥
ওঁ সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্ববেদময়ীং তথা ।
সর্বলোকনিমিত্তায় সর্বলোকমপি স্থিরাম্ ।
প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় সুখায় তাম্ ॥

দক্ষিণাবাক্য —ওঁ অণ্ডেত্যাদি কুটৈতৎ-সবজ্ঞ-সবৎস-ধেনুদানকর্মণঃ (অথবা
সবজ্ঞ-সবৎস-ধেনুমূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত--বরাটকলভ্য-রজতখণ্ড-দান-কর্মণঃ)
সাক্ষ্যত্বার্থমিত্যাদি ।

প্রতিগ্রহে ধেনুর পুচ্ছধারণ কর্তব্য ।

কাঞ্চনদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্রকাঞ্চনার নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ সবস্রজ্যেত্যাदि ।

দানবাক্য—ওঁ তৎসৎ অশ্বেত্যাदि ইদং সবস্র-কাঞ্চনমগ্নিদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিতি বা অর্চিতমিত্যাदि ।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অশ্বেত্যাदि কৃতৈতৎ-সবস্রকাঞ্চনদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং চন্দ্রদৈবতং রজতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিতি বা অর্চিতমিত্যাदि ।

রজতদানে প্রোক্ষণ ও অর্চনাবাক্য—ওঁ এতৈশ্চ সবস্ররজতার নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৈশ্চ ইত্যাदि ।

দানবাক্য—অশ্বেত্যাদি ইদং সবস্ররজতং চন্দ্রদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চিতমিত্যাদি ।

দক্ষিণাবাক্য—অশ্বেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ররজতদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং ইত্যাदि । *

দানসাগর-বিধি

ষোড়শসংখ্যক ষোড়শদানকে দানসাগর বলে। পূর্বোক্ত ষোড়শ-দান-প্রণালীতে ইহার উৎসর্গ কর্তব্য। পৃথক পৃথকভাবে ও সমষ্টিভাবে ষোলটি ষোড়শ দান করা যাইতে পারে। সমষ্টিভাবে দানে সর্বত্র বহুবচন প্রয়োগ কর্তব্য, যথা—ভূমিদানে ‘ওঁ এতাভ্যঃ সবস্রসশস্ত্র-প্রিয়দত্ত-ষোড়শ-সংখ্যকভূমিত্যো নমঃ ।’ এইরূপ দেয় দ্রব্য পুংলিঙ্গ হইলে পুংলিঙ্গযুক্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ হইলে (যথা—শয্যাভ্যঃ) স্ত্রীলিঙ্গযুক্ত বাক্য উল্লেখ করিতে হয়।

দানসাগরশ্রীক্ষে অশ্ব, গজ, নৌকা, রথ, উষ্ট্র প্রভৃতিও শক্ত্যানুসারে দাতব্য। গজ, অশ্ব ও উষ্ট্র দানে প্রতিগ্রহকর্তা গজে আরোহণ, অশ্বের কর্ণস্পর্শ ও রথে রথদণ্ড ধারণ করিবেন।

* কেহ কেহ ষোড়শদান ভোজ্যসহ করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত বাক্যে ‘সভোজ্য’ এই পদ-প্রয়োগ কর্তব্য। ভূরিভোজ্যদান ষোড়শদানের অন্তর্গত নহে, ব্যবহার অনুসারে কর্তব্য, “সবস্র-ভূরিভোজ্যসম্বিত-ডল্লকার নমঃ বা ভূরিভোজ্যেভ্যো নমঃ ।” ইত্যাদি বাক্যে অর্চনা ও দান কর্তব্য।

ষষোৎসর্গ-ব্যবস্থা

অথ বৃন্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ ।

ব্রাহ্মণানাং যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টে নিৰ্জনে ॥

তৎ কচ্চিদন্তো ন নয়েৎ ন বিভাজ্যঃ যথাক্রমম্ ।

ন বাহুং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ ॥

মৃত ব্যক্তির প্রেতদ্বপরিহার ও স্বর্গলাভের জন্ত যে চারিটি বৎসতরী (তিন বর্ষের ন্যূনবয়স্কা গাভী) সহিত বৃষ উৎসর্গ করা হয়, তাহাতে কোন ব্যক্তিরই ঔপাদানিক স্বত্ব হয় না, হল বা শকটবহন ক্রিয়া হইতে বৃষের চির-বিমুক্তি হইয়া থাকে, ঐ বৃষ কোনও দায়ভাগে পতিত হইতে পারে না, উৎসৃষ্ট বৎসতরীতে কাহারও অধিকার না থাকায় তাহার দুগ্ধ কখনই পেয় নহে । হোমাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করত বৎসতরী সহিত বৃষকে নিৰ্জনে স্থানে পরিত্যাগ করাকে বৃষোৎসর্গ কহে । বৃষোৎসর্গকারী ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ দীন বাক্যে বিনীতভাবে জানাইবেন যে, ‘ময়োৎসৃষ্টে নিৰ্জনে । তৎকচ্চিদন্তো ন নয়েদন বিভাজ্যঃ কদাচন । ন বাহুং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ ।’

একাদশাহে প্রেতশ্চ যন্ত চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ ।

প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥

আত্মশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে ।

বৃষোৎসর্গশ্চ কর্তব্যো যাবন্ন শ্রাৎ সপিণ্ডতা ॥

যে মৃতব্যক্তির মরণাবধি একাদশাহে (অশৌচাস্ত-দ্বিতীয়দিনে) বৃষোৎসর্গ করা হয়, তিনি প্রেতলোক পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গলোকে গমন করেন— এই বচনে ‘একাদশাহে’ শব্দ নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বিতীয়বচনস্থ ‘আত্মশ্রাদ্ধদিন’ অর্থে অশৌচাস্ত-দ্বিতীয়-দিনই বুঝিতে হইবে, বিশেষতঃ অশৌচাস্ত-দ্বিতীয়-দিনে বৃষোৎসর্গের বিধায়ক অন্ত বচনও আছে । সুতরাং বিধিবশতঃ পতিত আত্মশ্রাদ্ধদিনে আত্মশ্রাদ্ধের পূর্বে বৃষোৎসর্গ বিহিত নহে । ত্রিপক্ষে অর্থাৎ প্রথম মৃততিথির পরতিথি হইতে গণনা করিয়া তৃতীয়-পক্ষীয় মৃততিথিতে (শুরু তৃতীয়া মৃতের পক্ষে ৪৫ সংখ্যক কৃষ্ণ তৃতীয়ায়) মাসিক শ্রাদ্ধ যোগ্যতিনিগ্নুক্ত দিবসে বৃষোৎসর্গ বিধেয়, ত্রিপক্ষে বৃষোৎসর্গের পর কাষ্য একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে । প্রমাণ যথা—

উর্দ্ধং ত্রিপক্ষাদ্বিচ্ছাদ্ধং মৃতাহন্তেব তদুভবেৎ ।

ঐক্লপ ষষ্ঠ মাসে ও পূর্ণ সপ্তমসরে বিহিত বৃষোৎসর্গ বিষয়ে শ্রাদ্ধযোগ্য তিথিবৃক্ত দিন ধর্তব্য। মৃতসপ্তমসরমধ্যে সপিণ্ডন অপকর্ষ হইলে তদ্বিনে বৃষোৎসর্গ বিধেয় নহে, কেবল পূর্ণ সপ্তমসরে অকৃতসপিণ্ডীকরণ মৃত ব্যক্তিরই বৃষোৎসর্গ কর্তব্য।

এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যে স্থলে পূর্বদিনে সপিণ্ডীকরণযোগ্য তিথি ও পরদিনে দ্বাদশমাসিক যোগ্য তিথিলাভ ঘটবে, সে স্থলে সপিণ্ডীকরণের অনুরোধে তদাদি তদন্ত জ্ঞায়ে পূর্বদিনেই দ্বাদশমাসিক তিথির কালসঙ্কোচ পূর্বক দ্বাদশ মাসিকাস্ত্রে সপিণ্ডীকরণ কর্তব্য, কিন্তু ঐ দিন সপিণ্ডীকরণাদি না করিয়া কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ইহা কোন কোন সম্প্রদায়ের মত। বস্তুতঃ “মাসিকানাং মৃততিথৌ বিধানাং ত্রৈগন্ধিকশ্রাদ্ধমপি মৃতাহে কর্তব্যম্” এই শ্রীতিবচনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃষোৎসর্গাস্ত্রে শ্রাদ্ধ কর্তব্য; বৃষোৎসর্গ সমাপন পূর্বক সপিণ্ডীকরণ-সম্পাদন-যোগ্য কাল অপ্রাপ্ত হইলে তদ্বিনে বৃষোৎসর্গ শ্রীতিসম্মত নহে।

মৃত ব্যক্তির সমর্থ পুত্রাদি আত্মীয় বা যে কোনও সগোত্র বা ভিন্নগোত্র স্ত্রী বা পুরুষ অশোচাধিকারী ব্যক্তিমাত্রেবই বৃষোৎসর্গে অধিকার আছে। না কবিলে পুত্রাদি প্রত্যাবায়ী হইবে, কিন্তু প্রেতের প্রেতত্ব-পরিহারবিষয়ে উহা নিয়ত কারণ নহে, ষোড়শ শ্রাদ্ধই নিয়ত কারণ। অশোচাস্ত-দ্বিতীয়-দিনে বৃষোৎসর্গের অকরণে বিশেষ প্রত্যাবায়ক্রতি থাকায় উহা নিত্য, এতদ্ভিন্ন বৃষোৎসর্গমাত্রই কাম্য, সূতরাং উক্ত নিত্য বৃষোৎসর্গে মলমাসাদি প্রতিবন্ধক নহে। কাম্য বৃষোৎসর্গ অকালে নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ী ও কার্তিকী পূর্ণিমা, রেবতী-নক্ষত্রান্বিতা আশ্বিনী পূর্ণিমা, অঘন ও বিবুব সংক্রান্তিচতুষ্টয়, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, অষ্টকাতিথি এবং চন্দ্রসূর্য্যের রাহুযোগ-কাল, এই সকল সময়ে দেবোদ্দেশে বা পিতৃলোকের স্বর্গোদ্দেশে কাম্যবৃষোৎসর্গ করিতে পারা যায়। তত্তৎসময়ে বৃষোৎসর্গ করিলে পূর্বাপর চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়। কাম্য বৃষোৎসর্গের আদিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কর্তব্য।

পতিপুত্রবতী স্ত্রীর স্বর্গার্থে চন্দনধেতু দান করিবে। বৃষোৎসর্গে স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত কুমারেরও অধিকার আছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে

খেতোদর কৃষ্ণপৃষ্ঠ বৃষ প্রশস্ত। এইরূপ কস্তুরের স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ, বৈশ্ণবের সুবর্ণাভ, শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ বৃষ উৎসৃজ্য।

অবিকৃতাক্ষ এবং জীববৎস। দুগ্ধবতীর এক বা দুই বর্ণবিশিষ্ট বলিষ্ঠ দুই বৎসরের অন্যান্যবয়স্ক বৎসকেই উৎসৃজ্য বৃষরূপে নির্বাচন করিবে। বৎসতরীচতুষ্টয় সুরূপা, বলিষ্ঠ। ও দ্বিবর্ষের অন্যান্যবয়স্ক। হওয়া উচিত, চারিটি বৎসতরীর অভাবে ২টি বা একটি বৎসতরী দ্বারাও বৃষোৎসর্গ করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—

দ্বিহায়নীতিধ্বজাভিশ্চতুভিঃ সহ রূপবান্।

দ্বাভ্যামথৈকয়াভাবাদুৎসৃষ্টব্যো দ্বিহায়নঃ ।

যে বৃষ লোহিতবর্ণ, কেবলমাত্র মুখে ও পুচ্ছে পাণ্ডুবর্ণ, যাহার খুর ও শৃঙ্গ খেত, তাহাকে নীল বৃষ বলে। ঐ নীল বৃষকে অগ্রে রক্তবর্ণা, উভয় পার্শ্বে নীল ও পাণ্ডুবর্ণা, পশ্চাৎভাগে কৃষ্ণবর্ণা চারিটি বৎসতরী সহ উৎসর্গ করিলে বিশেষ ফল হয়।

বৃষ বন্ধনার্থ যুগ যজমানহস্তের চারি হস্তপ্রমাণ, বিষ উডুঘর প্রভৃতি যজ্ঞকাষ্ঠনির্মিত, গোলাকৃতি, সুশোভন ও স্থূল হওয়া উচিত। তাহার মস্তক-ভাগে বৃষ থাকিবে। কলিতে বিষ ও বকুলের যুগই প্রশস্ত।

বেদী যজমানহস্তের চতুর্হস্ত দীর্ঘ, চতুর্হস্ত প্রশ্ণ, এক হস্ত উচ্চ এবং গোময়োপলিপ্ত হইবে। বেদীর উপরিভাগে নারিকেলাদি পত্রশাখা দ্বারা মণ্ডপ রচনা করিবে এবং মণ্ডপের উপর বিচিত্র নব-বস্ত্রাদি আচ্ছাদন করিয়া দিবে। বেদীর পূর্বপার্শ্বে বিকীর্ণ পঞ্চশস্ত্রোপরি স্থাপিত ফলপল্লবযুক্ত দধ্যাক্তাস্থিত, বস্ত্র ও সিন্দূরাভিষিক্ত পঞ্চ ঘট স্থাপন করিবে। উহার দৈর্ঘ্যানুসারে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বথ, বট, পাকুড়, উডুঘরশাখা) ও ফলাদিসমন্বিত যুগ্মবস্ত্রাচ্ছাদিত শাস্তিকুম্ভ স্থাপন পূর্বক ঘটসমীপে সর্বতোভদ্রমণ্ডল (অসমর্থ পক্ষে অষ্টদলপদ্ম) নির্মাণ করিয়া উহার উপর তাত্রাদি পাত্রাধারে শালগ্রামশিলা (অভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যপ্রতিমা) রাখিতে হয়।

সমিধ।—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থূল, প্রাদেশপরিমিত দীর্ঘ, শাখাশূন্য ও স্বক্ৰসম-স্থিত এবং একটি পত্রবিশিষ্ট ও কীটাদিবিহীন সমিধ্ প্রশস্ত।

কাংস্তপাত্রে অগ্নিগ্রহণ প্রশস্ত, অভাবে নূতন শরাবে লইবে। বস্ত্র, স্পর্শ

বা কেবল হস্তচালন দ্বারা বহিঃপ্রজালন নিষিদ্ধ। মৃগ্মরী বা তাম্রমৃগী চক্রস্থানীই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে অমুদ্রিতসার দুগ্ধস্থাপন দোষাবহ নহে। ততুল দেবতার জন্ত বারতুল, মনুষ্যের জন্ত বারঘন এবং পিতৃলোকের জন্ত একবার ধৌত করিবে। বৃষোৎসর্গাদিহোমে বিংশতি কাষ্ঠিকাহোম নিষিদ্ধ।

সামবেদীয়-বৃষোৎসর্গ-প্রয়োগা

শ্রাদ্ধকর্তা স্নানান্তে জলাশয়-সমীপে অথবা বেদীর নিকটে পূর্বাশ্বে আসীন হইয়া চতুর্দিশান্তি, অঙ্গপ্রারম্ভিক, বৈতরণী ও তিলকাঞ্চন সমাধা করত মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা (কেহ কেহ প্রাতঃসন্ধ্যাও করেন) ও নিত্যপূজা সমাপন করিবেন।

সঙ্কল্প।—বেদীসন্নিধানে প্রদীপ প্রজালন, গন্ধপুষ্পাদিষোগে গণেশাদি পূজাপূর্বক বিষ্ণুস্বর্ণান্তে কুণতিল-জলাদি গ্রহণ ও উত্তরাংশ হইয়া, বীরাসনে উপবেশন করত সঙ্কল্প করিবেন, যথা—“নিষ্কুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মণোহশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মণঃ প্রেতলোক-বিমুক্তিপূর্বক-স্বর্গলোক-গমনকামঃ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি। ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্টা সিচং উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিষো দেব ওহতে।” সঙ্কল্পান্তে বরণ করিয়া মহাভারতনামোচ্চরণ ও বিরাটপাঠের সঙ্কল্প পূর্বক স্বস্তিবাচন কর্তব্য, ইহা স্মার্তসিদ্ধান্ত।*

স্বস্তিবাচন।—কর্তব্যেহস্মিন্ মৎসঙ্কলিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহমিত্যাदि।—ওঁ সোমঃ রাজানঃ বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিত্যঃ বিষ্ণুঃ সূর্য্যঃ ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি।

* বৃষোৎসর্গে বরণকাণ্ডে সঙ্কল্পস্থানীয়ত্ব নিবন্ধন স্বস্তিবাচনের পূর্বেই হওয়া উচিত। স্মার্ত-মতে ‘সুত্বাসাঃ শুচিভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ। কৌর্ভয়েস্তারতকৈব তথা শ্রাদ্ধকরং হবিঃ’ এই বচনানুসারে স্বস্তিবাচনের পরেই অঙ্গকার্য্য—মহাভারতনামোচ্চারণের উল্লেখ থাকার তৎপূর্বে কর্তব্য প্রধান কার্য্যের (বৃষোৎসর্গের) সঙ্কল্প অবগত হওয়া বাইতেছে।

তদনন্তর যজমান কুশতিলাদি লইয়া “অগ্নেত্যাগি মৎসক্লিতসোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমীয়হবিরক্ষয়ত্ব-কামো দশধা মহাতারত-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি।” (সকলান্তে দশধা ‘মহাতারত’ এই নাম উচ্চারণ করিবে।)

পুনর্বার যজমান কুশতিলাদি লইয়া “অগ্নেত্যাগিমৎসক্লিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকামঃ শ্রীকৃষ্ণদৈপায়না-ভিধানমহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মহাতারতান্তর্গত ঔ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎসুরাজশ্চ শুভে ভরতর্ষভ ইত্যন্ত বিরাটপর্বপাঠনামহং করিষ্যামি।” কতিপয় শ্লোকপাঠে শ্রীকৃষ্ণেত্যাগি—“জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহাঃ ইত্যাদি বিরাটপর্বীয়কতিপরশ্লোকপাঠনামহং করিষ্যামি।”

বরণ।—পূর্বমুখ যজমান উত্তরাশ্চ ব্রহ্মাকে বলিবে, “ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্”, ব্রহ্মা বলিবেন, “ওঁ সাক্ষহমাসে”, যজমান “ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং,” ব্রহ্মা “ওঁ অর্চয়।” যজমান ব্রহ্মাকে গন্ধপুষ্প-বস্ত্র দিয়া দূর্জাত গুল দ্বারা ব্রহ্মার জাহ্নু-দেশ ধাবণ করত বলিবেন, “অগ্নেত্যাগি অমুকগোত্রশ্চ প্রেতশ্চ অমুকদেব-শর্মণোহশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি মৎসক্লিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মণঃ গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।” ব্রহ্মা “ওঁ বৃতোহস্মি,” কঠা “ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম কুরু,” ব্রহ্মা “ওঁ যথাজ্ঞানঃ কবদ্যাণি।” এই নিয়মে অন্ত্যস্ত বরণ করিবে, হোতৃবরণে “হোত্বাদিকর্মকরণায়।” তন্ত্রধারকবরণে—“অগ্নেত্যাগি বৃষোৎসর্গকর্মণি আচার্য্যকর্মকরণায়।” সদস্যবরণে—“সদস্য-কর্মকরণায়।” বিরাটপাঠকবরণে—“অগ্নেত্যাগি অশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি মৎসক্লিত-শ্রীমহাতারতান্তর্গত-বিরাটপর্ব-পাঠনাকর্মণি তৎপাঠকর্মকরণায়” ইত্যাদি উল্লেখ্য। যজমান ব্যবহার অনুসারে বৃত ব্যক্তিগণকে যথানির্দিষ্ট-ক্রিয়ায় বাচনিক নিয়োগ করিবেন।

তদনন্তর হোতা নিজ আসনে বসিয়া পঞ্চগব্য পোষন করিবেন, যথা—
গায়ত্রী পড়িয়া গোমূত্র। ১। ওঁ গন্ধদ্বারাং হুবাধর্ষাং—মস্ত্রে গোময়। ২। ওঁ
আপ্যায়স্ব সমেহু তে—হুঙ্। ৩। ওঁ দধিক্রাবৌ—দধি। ৪। ওঁ ঘৃতবতী
—ঘৃত। ৫। ওঁ দেবশ্চ ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহত্যাং পুষো হস্তাত্যা-
মাদদে। ৬। শেষোক্ত মন্ত্র পঞ্চগব্যে কুশবারি দিয়া, গায়ত্রী দ্বারা

পঞ্চমব্য একত্র সংযোগ করত ত্রিপত্রাগ্র দ্বারা মিশাইয়া বেদী অভ্যক্ষণ করিবে, মন্ত্র—‘ওঁ বেদো বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বহিরিঙ্গিরঃ যুপেন যুগ আপ্যতে প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা ।’

পরে বিচিত্র নূতন বস্ত্রে বেদী উপরিভাগে নিয়োক্ত মন্ত্রে বিতানবন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—‘ওঁ উর্দ্ধ উন্ন উত্রে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা । উর্দ্ধোবাজন্ত সবিতা ষদজ্জিভিবাষড়্ভির্বিহ্নস্রামহে ।’

অতঃপর সামান্ত্যার্ঘ্য হইতে স্তাসান্ত কৰ্ম সমুদয় যথাসাধ্য করিয়া পরে “মহীজাণা”—ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে । (ঘটস্থাপনক্রম,—“ভূমিঃ ধাত্তং ঘটকৈব নিম্ভং পল্লবং তথা । জলং ফলং তথা পুষ্পং স্থিরীকরণমেব চ ॥” অনন্তর উক্ত স্থাপিত পঞ্চঘটে গণেশাদি দেবতাপূজা করিবে । যথা—প্রথমঘটে গণেশ, সূর্য্য, দ্বিতীয়ঘটে শিব, দুর্গা, তৃতীয়ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী; চতুর্থে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেশ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়; পঞ্চমে নবগ্রহ ও দিগ্-পালগণকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে । পরে বিষ্ণুব পূজা কর্তব্য । যথা—“বিষ্ণুঃ শারদচন্দ্র” ইত্যাদি ধ্যানান্তে বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ও পুনর্ধ্যান করিয়া “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ষোড়শো-পচারে পূজা করিবে । অনন্তর বুধোৎসর্গে গোবজ্জ ধর্ম্মের অতিদেশ বশতঃ ক্রজের যথাবিধি পূজা কর্তব্য । ধ্যান যথা—

ওঁ আপাতাল-নভস্তলাস্ত-ভুবন-ব্রহ্মাণ্ডমাবিঃস্কুরজ্জ্যোতিঃস্ফাটিকলিঙ্গ-মৌলি-বিলসৎ-পূর্ণেন্দুবাস্তামৃতেতঃ । যঃ স্তোকাপ্লুতমেকমীশমনিশং কজ্জানুবাকান্ জপন্ ধ্যায়েদীপ্তিতসিকরে ধৃতপদং বিপ্রোহতিবিধেচ্ছিবন্ । পরে তাম্রপাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক “ওঁ ক্রজায় নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । এইরূপ লক্ষ্মী ও অধিকার পূজাও কর্তব্য ।

অথ হোমবিধি ।—যজমান হস্তপ্রমাণ শর্করা-(কাঁকর) অস্থি-কেশ ও তুষাদিবহিত পূর্ব্ব বা উত্তর নিম্ন বা সমভূমিতে স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া গোম-রোপলেপন পূর্ব্বক উত্তরদিকে কুশ (ত্রিপত্র) ও কুম্ম সহিত জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন, ভূমিতে দক্ষিণপ্রান্ত পাতন ও বহিঃস্থাপন পর্য্যন্ত বামহস্তের উত্তান প্রদেহ পাত কবত স্থণ্ডিলমধ্যে রেখাঙ্কন করিবে । যথা—দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধৃত কুশমূল দিয়া স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে ১ অঙ্গুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্বাগ্র দ্বাদশাঙ্গুষ্ঠ মধ্যপর্কমিত রেখা—“ওঁ রেখয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা” এই মন্ত্রে অঙ্কিত করিবে । ঐরূপ উক্ত রেখার মূলদেশ

হইতে উত্তরাগ্র একবিংশতি অঙ্গুষ্ঠপূৰ্ণপরিমিত রেখা 'ও রেথেয়ঃ অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা' এই মন্ত্রে, উক্ত রেখা হইতে সপ্ত অঙ্গুষ্ঠ অন্তরিত স্থানে পূৰ্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত রেখা 'ও রেথেয়ঃ প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা' এই মন্ত্রে, পুনশ্চ ঐ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল অন্তরিত স্থানে পূৰ্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত রেখা 'ও রেথেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা' এই মন্ত্রে, পুনরায় ঐ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলব্যবহিত স্থানে পূৰ্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত রেখা 'ও রেথেয়ঃ সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা' এই মন্ত্রে অঙ্কন করিবে। পরে রেখাঙ্কনে উৎকীর্ণ মৃত্তিকা দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উদ্ধৃত কবিয়া জ্ঞানকোণে অরতিপরিমাণ স্থান ব্যবধানে 'প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরন্তঃ পরাবসুঃ' এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে রেখাভ্যক্ষণ পূৰ্ব্বক দক্ষিণদিকস্থিত কাংশ্রপাত্রে আনীত অগ্নির সংস্কার কর্তব্য। যথা—অগ্নি হইতে এক খণ্ড জলৎকাষ্ঠ লইয়া 'প্রজাপতিঋষিঃ প্ৰহ্নোঃ অগ্নিদেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ও ক্রবাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি দূরং সমবাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ' এই মন্ত্রে নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে। পরে অবশিষ্ট অগ্নি গ্রহণ পূৰ্ব্বক 'প্রজাপতিঋষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিদেবতাঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ও ভূভূবঃ স্বঃ' এই মন্ত্রে নিজাভিমুখে রেখাপরি স্থাপনায়। অনন্তর বামহস্ত উত্তোলন পূৰ্ব্বক কৃতাজলিপুটে পাঠ করিবেন— "ও সৰ্ব্বতঃ পানিপাদান্তঃ সৰ্ব্বতোঃক্ষিপিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু। প্রজাপতিঋষিঃ প্ৰহ্নোঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ও ইঠৈহবারমিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" এই মন্ত্র পাঠান্তে 'ও অগ্নে স্বঃ সাহসনামাসি' এই মন্ত্রে সাহস নামক অগ্নিস্থাপন পূৰ্ব্বক "ও পিতৃভ্রূগ্নশ্চকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঃ ক্রণঃ। ছাগন্তঃ সাক্ষস্বত্রোঃ অগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিরারকঃ।" এইরূপে ধ্যান, আবাহন ও পূজনান্তে প্রাদেশপ্রমাণ যতাক্রমমি, অমন্ত্রকভাবে অগ্নিতে আঁহতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। হোতা ধারাসহিত জলপাত্র হস্তে লইয়া প্রদক্ষিণভাবে অগ্নির দক্ষিণদেশে অরতি-মিত স্থান ব্যবধানে যাইয়া পূৰ্ব্বাভিমুখ বারিধারা পাত করিবেন, তদুপরি কুশ আস্তরণ পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিবেন। অনন্তর আস্তৃত কুশের পূৰ্ব্বাদিদিকে পশ্চিমমুখে ও অনুপবিষ্টভাবে অবস্থান করত বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি আন্তীর্ণ কুশ গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা ত্বণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরন্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্রে

নৈঋতিকোণে প্রক্ষেপ করিবেন। পরে জলস্পর্শ ও দক্ষিণপদ দ্বারা স্বকীয় বামপাদ আচ্ছাদন পূর্বক উত্তরাভিমুখে আন্তীর্ণ কুশ অভ্যক্ষণ করত “প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ” ইহা বলিলে ব্রহ্মা “ওঁ সীদামি” এই মন্ত্রে উপবেশন করত কৰ্ম-সমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নাভিমুখে কৃতাজলিপুটে মোনী হইয়া অবস্থান করিবেন। যজ্ঞসিদ্ধির অমুকুল সংস্কৃতভাষা-প্রয়োগ ব্যতিরেকে অযজ্ঞিয় ভাষা প্রয়োগ করিবেন না। অযজ্ঞিয় বাক্য বলিলে নির্য্যাক্ত মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞিয়বাগ্‌বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রম ত্রৈয়া নিনদে পদং সমুচ্চমস্ত পাংগুলে। ওঁ নমো বিষ্ণুঃ ইতি বা।” ব্রহ্মাকে কুশ ও কুমুম দ্বারা অর্চনা কর্তব্য। হোতা পুনশ্চ পূর্বপথ দিয়া প্রত্যাগত হইয়া পূর্বমুখে উপবেশন করত চকপাক করিবেন। চকপ্রণয়প্রণালী যথা—অগ্নির উত্তরে চকস্থালী (তৈজসী বা মৃন্ময়ী), ঋক্, ঋক্, মেক্, সমিধ্, স্তুত প্রভৃতি সংগ্রহ রাখিবেন। অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণাংশে পূর্বাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া তদুপরি ধোত উদুখল, মুষল, বেণুনির্ম্মিত সূৰ্প (চমসহজল প্রোক্ষিত) স্থাপনান্তে তাহাতে ত্রীহি অভাবে শালিযাত্ত রাখিয়া “ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টেঃ নির্ব্বপামি” এই মন্ত্রে চকস্থালীতে এক প্রস্থতি (মুষ্টিবিশেষ) পরিমিত ত্রীহি বা যব লইয়া উদুখলমধ্যে স্থাপন ও চমসস্থ জলে প্রোক্ষণ করিবেন। ঐরূপ “ওঁ পৃক্ষে ত্বা জুষ্টেঃ নির্ব্বপামি, ইন্দ্রায় ইত্যাदि, ঈধ্বায়, অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে।” এই মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চকস্থালীতে এক এক প্রস্থতি (কোশ) পরিমিত ত্রীহি, অমন্ত্রক দুই প্রস্থতি ত্রীহি স্থাপনীয়। অনন্তর দক্ষিণ ও বামমুষ্টি উর্দ্ধাধোভাবে রাখিয়া তদ্বাচা মুষলযোগে অবঘাত, সূৰ্প দ্বারা বারত্ৰয় প্রক্ষেপটন, বৈণব কালনৌ দ্বারা বারত্ৰয় প্রক্ষালন কর্তব্য। পরে চকস্থালীতে সংস্কৃত ত্রীতি স্থাপনান্তে পবিত্র প্রদান ও পাকার্থ দুই নিষ্ক্ষেপ করিবেন, মেক্ দ্বারা পূর্বাদি প্রদক্ষিণভাবে স্থালীতল হইতে ঈষদুর্দ্ধ পর্য্যন্ত অবঘটন করত সেইরূপে পাক করিবে—যাহাতে দাহকাঠি, নৈখিল্য ও মণ্ডগালন রহিত হ্রস্ব ও চকর অভ্যন্তর উষ্ণ থাকে। পাক সম্পন্ন হইলে অগ্নিকাঠ দ্বারা স্থালীমধ্য দর্শন পূর্বক স্তুতারা দ্বারা দুইবার অভিবারিত করত অগ্নির উত্তরে অবতারণান্তে পুনঃ জলদিক্কন দ্বারা স্থালী-মধ্যদর্শন ও পুনঃ স্তুতাভিধারণ কর্তব্য। পরে দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত ও অবোতাগে বামহস্ত অবোমুখে পরস্পর অসংস্পৃষ্টভাবে

ভূমিতে রাখিয়া ভূমিকপ করিবেন, যন্ত্র যথা—“পরমেষ্ঠীঋষিরমুটুপ্, ছন্দোহগ্নিদেবতা ভূমিকপে বিনিয়োগঃ। ও ইদং ভূমের্তজামহ ইদং ভদ্রং সূমঙ্গলম্। পরা সপত্নান্ বাধন্যন্তেষাং বিন্দতে ধনম্।”

পরে অগ্ন্যভিমুখে সূসংবদ্ধ হস্তদ্বয়ে উত্তর হইতে অগ্নির পরিসমূহন করিবেন, যথা—দক্ষিণহস্তগৃহীত কুশ দ্বারা অগ্নির উত্তরস্থান হইতে দক্ষিণাবর্তে নিম্নোক্তমন্ত্রদ্বয়ে তৃণাদি অপসারণ করিবেন, যথা—“কুংসঋষির্জগতীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা পৃষ্ঠ্যন্ত বড়হস্ত বর্থেহহস্তগ্নিমাকতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ও ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সন্মহেমা মনৌষয়া ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরন্ত সংসত্তগ্নে সখেয়া মারিষা মা বরন্তব।” ঋষ্যাদি পূর্ববৎ “ও ভরামেঘাঃ কৃণবামা হবীংষি তে তিতয়ন্তঃ পর্বণা পর্বণা বয়ম্। জীবাভবে প্রতরাং সাধয়া ধিমোহগ্নে সখেয়া মারিষামা বরন্তব।” ঋষ্যাদি পূর্ববৎ “ও শকেম জ্ঞা সমিধং সাধয়া ধিমন্তে দেবা হরিরদন্ত্যাহতং ত্বমাদিত্যা আবহ তান্ হ্যশ্বান্তগ্নে সখেয়া মারিষামা বরন্তব।” ঐ কুশগুলি ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নির চতুর্দিকে কুশাস্তরণ করিবে। যথা—পূর্বে—উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত মূলসমীপে ছিন্ন একপত্রীকৃত পূর্বাগ্র কুশগুলিকে কুশাস্তরের অগ্র দ্বারা আচ্ছাদন করত তিনবার আস্তরণ করিবে। এইকপ দক্ষিণে ও উত্তরে—পূর্বে হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত, পশ্চিমে—উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত আস্তরণ কর্তব্য। পবে পূর্বাদিক্রমে ৭৭দিকে স্বস্তিক দিবে, যন্ত্র যথা—“ও ইন্দ্রায় বষট্, এবং অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়।” * পরে আস্তরণ কুশ হইতে সাগ্রকুশপত্রদ্বয় (পবিত্র) গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ও পবিত্রে স্তো বৈষ্ণবো” এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা ছেদন করিয়া, “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ও বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্বঃ” এই মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করত তাত্রপাত্রে উত্তরাগ্রভাবে রাখিয়া তত্পরি হোমার্থ ঘৃত নিক্ষেপ করিবেন।

অনন্তর উক্ত পবিত্র অগ্রভাগে—বামহস্তোপরিষ্ঠিত অধোমুখ দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং মূলদেশে অধোমুখ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধারণ করিয়া পবিত্রমণ্ডাগ দ্বারা কিকিৎ ঘৃত উত্তোলন করত—‘প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ও দেবত্যা

সবিতোৎপুনাঃস্ফিজেণ পবিজেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিতিঃ স্বাহা ।” এই মন্ত্রে অগ্নিতে সৰুৎ আহতি দিয়া অমন্ত্রক দুইবার আহতি দিবে । পরে ঐ কুশপত্রদ্বারা জল দ্বারা অভ্যক্ষিত করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে । আজ্যপাত্রে জল দ্বারা মার্জন, অগ্নির উপরিস্থাপন, উত্তরদিকে অবতারণ এইরূপ তিনবার করিলে আজ্যসংস্কার হইবে, সৰুৎ সংস্কৃত আজ্যে বার বার দ্ব্যত্মিশ্রণ করিলেও পুনঃ-সংস্কার করিতে হইবে না । এই প্রকার ঋক্-ঋব-মৈক্ৰণাদির সংস্কারও কর্তব্য ।

পরে দক্ষিণজাহ্নু ভূমিতে পাতিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক “প্রজাপতিঋষির-দিতদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতে অনুমত্তম্” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্বাভিমুখে নিক্ষেপ করিবে । “প্রজাপতিঋষিরনুমতি-দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ অনুমতে অনুমত্তম্” এই মন্ত্রে অগ্নির পাশ্চমে উত্তরাভিমুখে জলধারা দিবে । “প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ সরস্বত্যনুমত্তম্” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরে পূর্বাভিমুখে বারিধারা দিবে । “প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টপ্, ছন্দোহগ্নিপয়ুক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেব সবিতঃ প্রমুব যজ্ঞঃ প্রমুব যজ্ঞপতিঃ ভগায় দিব্যা গন্ধর্ব্বঃ কেতপুঃ কেতমঃ পুনাতু বাচস্পতিবাচমঃ স্বদতু” এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্তে জলাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিবেষ্টন করিবে । পরে দক্ষিণজাহ্নু উত্তোলন পূর্বক নিম্নোপরিভাবে স্থাপিত বাম দক্ষিণ মুষ্টি দ্বারা ফল, পুষ্প ও কুশ গ্রহণ করত বিক্রপাক্ষ জপ করিবে । প্রথমতঃ কাম্য-কৰ্ম্মে প্রপদমন্ত্রজপ আবশ্যক । যথা—“ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ ব্রহ্মা চ ইশ্চ সত্যাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্বশ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপণ্ডে তানি মামবন্তু ।” পরমেষ্ঠীঋষী রুদ্ররূপোহগ্নিদেবতা বিক্রপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভুবঃ স্বরোম্ মহাস্তমাত্মানং প্রপণ্ডে বিক্রপাক্ষোহসি দস্তাগ্নিস্তু তে শযাপর্ণে গৃহাস্তুরিক্ষে বিমিতং হিরণ্যমং তদেবানাং হ্রদমান্তরম্ময়ে কুণ্ডহস্তঃ সন্নিহিতানি তানি । বলভূচ্চ বলসচ্চ রক্ষতোহপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যম্ । যত্তে দ্বাদশপুত্রান্তে ত্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরে কামপ্রণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনব্রক্ষ্যাম্যুপযন্তি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোহস্তহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবতু্যপ ত্বা ধাবামি জপন্তং মা মা জাগীজুঃসন্তং মা মা প্রতিহোষীঃ কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীষাং প্রপণ্ডে ত্বয়া প্রসূত ইদং কৰ্ম্ম করিষ্যামি, তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমুধ্যতাং, তন্ন উপপত্ত-তাম্ । সমুজ্জো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মাহুজানাতু তুথোমা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ

পুত্রোহুজানাতু স্বাত্মো বা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোহুজানাতু । তন্মৈ
বিক্রপাক্ষায় দস্তাঙ্গয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে স্বাত্মায় প্রচেতসে
সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ।” এই মন্ত্র জপ করিয়া কুশগুলি ঈশানকোণে
ফেলিয়া ফলপুষ্প ‘এতে ফলপুষ্পে ও ব্রহ্মণে নমঃ’ এই মন্ত্রে ব্রহ্মার হস্তে
অর্পণ করিবেন ।

অনন্তর প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে সাহস নামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান কর্তব্য ।
“ও সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং জটামুকটভূষিতম্ । চতুঃশ্রোত্রঃ দ্বিনাসঞ্চ ষম্নেত্রঞ্চ
দ্বিমন্তকম্ । দ্বিমুখং সপ্তজিহ্বঞ্চ সপ্তহস্তং দ্বিপাদকম্ । উপবীতিজটামৌলি-
মুজ্জলাহারকঙ্কম্ । সর্বাভরণসম্পন্নং পীতাম্বরধরং বিভূম্ । বালার্ক-
শতকোটীনাং মহাপিঙ্গলালাচনম্ । সিতপদ্মাসনং দেবমজবাহনসংস্থিতম্ ।
পাদং পশ্চিমতঃ স্থাপ্য পূর্ব্বতঃ শির উচ্যতে । দক্ষিণে চ চতুর্হস্তং
বামভাগে ত্রিহস্তকম্ । শক্তিকৈব গদাঞ্চাপি স্কব্ধবো দক্ষিণে করে ।
তোমরং পরশুং খড়্গং তস্মৈ বামকরে স্থিতম্ । দধীচিগোত্রসম্ভূতং প্রববং
স্বতকৌশিকম্ ।” এই মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া ও (ভূভূবঃ স্বঃ)
সাহসনামায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদিকপে আবাহন করিয়া পূজা করিবে ।

তদনন্তর প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে স্বতব্রক্ষিত সমিধ্ অমন্ত্রক ব'হুতে দিয়া, কুশি
দ্বারা চারিবার স্বতবিন্দু লইয়া,—‘ও অগ্নয়ে স্বাহা’ মন্ত্রে বহির উত্তরভাগে
পূর্বাভিমুখী স্বতধারা দিবে । পুনর্বার এই ক্রমে কুশি দ্বারা স্বতবিন্দুচতুষ্টয়
লইয়া “ও সোমায় স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পূর্বাভিমুখী স্বতধারা
দিবে । (ভৃগুগোত্র ভার্গবপ্রবর যজমান সম্বন্ধে স্বতবিন্দু চারিবার স্থলে
পাঁচবার লইতে হয় ।)

চক্রহোম ।—অগ্রে জুহুতে স্বতবিন্দু দিয়া চক্রমধ্যে স্বত প্রদান করত
মেষুণ দ্বারা অক্ষুণ্ণপর্ব্বপ্রমাণ ঐ স্বতযুক্ত অন্ন লইয়া জুহুতে রাখিবে । পরে
স্থালীমধ্যে যে স্থান হইতে চক লওয়া হইয়াছে, তথায় স্বত দিয়া জুহুস্থিত
চক্র উপর স্বত দিবে । (এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র বারচতুষ্টয় স্বত লইতে হয়,
কিন্তু ভৃগুগোত্রদিগের বিশেষ এই যে, কুশিস্থিত চক্রর শেষ স্বতদান দুইবার
করিতে হয় বলিয়া, স্বত-গ্রহণ উহাদিগের পাঁচবার বটিয়া থাকে ।)

হোমমন্ত্র যথা—‘ও অগ্নয়ে স্বাহা ।’ ১ (পূর্ব্বক্রমে স্বত ও চক লইয়া) ‘ও
পুকে স্বাহা । ২ । ও ইন্দ্রায় স্বাহা । ৩ । ও ঈশ্বরায় স্বাহা ।’ ৪ । এই চক-
হোমচতুষ্টয় করিয়া, তৎপরে জুহুতে কেবল স্বতবিন্দু চারিবার [ভৃগুগোত্রেরা

পুনর্বার পূর্ববৎ জুহুতে চারিবার ঘৃত গ্রহণ পূর্বক প্রত্যেক মন্ত্রে হোম
করিবেন, যথা,—‘ওঁ শুক্রং তে অন্তং যজতস্তে অন্তং বিষুৰূপে অহনী ত্ণোরি-
বাসি । বিশ্বা হি মায়ী অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষ্মিহ রাতিরস্ত স্বাহা । ওঁ
ইন্দ্রা পৰ্বতা বৃহতা রথেন দামৌরিষ আবহতৎ সুবীরাঃ । বীতৎ হব্যান্তধ্বরেষু
দেবা বর্ধেথাং গীভিরিড়ম্মা মদস্তা স্বাহা । ওঁ আবোৱাজানধ্বরস্ত কদ্রৎ
হোতারং সত্যযজৎ রোদস্তোঃ । অগ্নিঃ পুরাতনমিত্তোরচিভ্রাদ্ধিরণ্য-
রূপমবসে কুণ্ধবং স্বাহা ।’

অনন্তর প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রকভাবে বহিতে দিয়া ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহতি-হোম করিবে, যথা—‘প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নি-দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ১। প্রজাপতি-ঋষিক্ষিক্ ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ২। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।’ এই প্রকৃতকর্মোক্ত হোম সম্পন্ন হইলে অগ্নিতে সমিধ্ দিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। স্মার্তমতে মহাব্যাহতিহোমের পূর্বে অগ্নিতে মেক্ষণনিক্ষেপ বিহিত।

* 'जाबुविमानः' देश। ह्युनिविउ पञ्चतिर पाठः ।

চক্র অঙ্কিত করিবে, মন্ত্র যথা—‘ওঁ বৃষা হসি ভানুনা দ্যামন্তঃ যা
হবামহে । পরমান স্বদৃশম্ ।’

অনন্তর উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা হরিদ্রাক্রিত ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন গোপালক কর্তৃক
স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করাইবে । তৎকালে যজমান বেদীর ঈশানকোণ-সন্নি-
ধানে হস্তপরিমিত গর্ভের চারিদিকে চারিটি উপযুপকাষ্টিক দিয়া, যুপকে
দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবে । * তৎপরে যজমান কলসস্থ (অভাবে অন্য
পাত্রস্থ) সর্কৌষধি অভাবে চন্দনাদিসংযুক্ত সুগন্ধি জলপ্রোক্ষণ দ্বারা বৃষকে
নিরোক্ত সামগান পূর্বক (গানাসামর্থ্যে মন্ত্র বারত্ৰয় পাঠ্য) জ্ঞান
করাইবে, পাঠ্য মন্ত্র যথা—“ওঁ একো বৃষা বিবাজতি । ওঁ ষ এক ইষিদয়তে
ধনু মর্ত্যায় দাণ্ডযে । ঈশানো অপ্রতিকৃত ইন্দ্রো অজ ।”

তদনন্তর সর্কৌষধিজল দ্বারা বৎসতরী-চতুষ্টয়েকে অমন্ত্রক জ্ঞান করাইয়া
অহতবসনধর + দ্বারা বৃষকে আচ্ছাদন করত বৃষের ললাটদেশে সুবর্ণবীরপট্ট
বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ সত্যমিথা বৃষে দসি বৃষজুতিনোহবিতা বৃষাছ্যগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি
বৃষো অর্কীবতি ঋতঃ । ওঁ বৃষা সোম দ্যামাং অসি বৃষা দেব বৃষা ত্রতঃ বৃষা
ধর্ম্মাণি দধিষে ॥” বৃষকে একবার বহিঃপ্রদক্ষিণ করাইতে হয় ও তৎপশ্চাৎ
লোহিতবর্ণা বৎসতরীকে অঙ্গুগমন করাইবেন, মন্ত্র যথা—“ওঁ কাম্যাসি
প্রিয়ারসি হব্যাসি ইডাসি রস্তাসি সরস্বত্যসি মহাসি বিষ্ণুতিরসি ।”

প্রদক্ষিণীকৃত ও আভরণসম্বিত † বৃষকে যুপে পূর্বাভিমুখে বজ্র দ্বারা বন্ধন
করিবেন, বৎসতরী-চতুষ্টয়েকে যুপ-সংলগ্ন উপযুপ-চতুষ্টয়ে বন্ধন করিতে হয় ।
অনন্তর মালাভরণাদি যুক্ত ‡ বৎসতরী-সহিত বৃষকে পাত্ৰাদি-দ্বারা অর্চনা

* যুপের লক্ষণ শাস্ত্রে যেকপ লিখিত আছে, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল ; -

“চতুর্হস্তো ভবেদ্যুপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ ।

বর্জুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্তব্যো বৃষমৌলিকঃ ।

বিষস্ত বকুলসৈ্যব কলৌ যুপঃ প্রশস্ততে ॥”

† ঈষদ্বোতং নবং বেতং সদশং বস্র ধারিতম্ । অহতং তদ্বিজানীরাৎ সর্বকর্ষম্ পাবনম্ ।
অগ্নধৌত নুতন দশায়ুক্ত অপরিহিত বেতবজ্রকে অহত বলে ।

‡ বৃষালঙ্কার যথা—সুবর্ণবীরপট্ট ১ সুবর্ণশূল ২ । বজ্রতধুর ৩ । তাত্রপৃষ্ঠ ১ । কাংস্তক্ৰোড়
১ । দর্পণ ১ । লৌহযণ্ট ১ । চামর ১ । লৌহনুপুর ৪ ।

§ বৎসতরীর অলঙ্কার যথা—মালা, চিত্রনী, কাজললতা, খাঁগি, ঘুনসী, সিন্দূরকোটা,
মুত্র দর্পণ ।

করিবেন, যথা,—“এতৎ পাণ্ডং ওঁ সোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়-সহিত-সোপ-
করণবৃষায় নমঃ ।” অর্চনাতে বৃষকর্ণে মন্ত্রপাঠ কর্তব্য, যথা—“ওঁ পিতা বৎ-
সানাং পতিরয়্যানামথো পিতামহানাং গর্গরাণাং বৎসো জরায়ুঃ প্রতিধ্বক্
পীযুষমামিকা ঘৃতং তদ্যশু রেতঃ । ওঁ বৃষো হি ভগবান্ ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্তিতঃ ।
বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্বতঃ ॥ ওঁ তৎসৎ” ইহা উচ্চারণ
করিয়া পরে উচ্চার্য্য মন্ত্রার্থ জ্ঞান করিবে, যথা—“হে বৎসতর্য্যো বো যুগ্মাকং
এনং যুগ্মানং পাতং স্বামিনং দদানি ত্যজামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বৃষেণ
প্রিয়েণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যশ্চরথ ভ্রমথ, হে বৎসতর্য্যো, যুগ্মপি মা নঃ
নাস্মৎস্বজ্ঞবিষয়া ভবিষ্যথ, কিন্তু ময়া ত্যক্তায়া বয়ং বৃষশ্চ বৎসতরীণাঞ্চ (ভবতী-
নাঞ্চ পাঠান্তর) ত্যাগেন রায়ম্পোষণে ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তজন্মবা সপ্তজন্মব্যাপ-
কেন ইবা অগ্নেন চ সম্বদেম হৃষ্টা ভবেম ।”

উক্ত মন্ত্রের ঋষাদি ও অর্থ বোধ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“এনং
যুগ্মানমিত্যশ্চ যাজ্ঞাঙ্কাঞ্চ যিস্তুঃ প্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষাৎসর্গে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ এনং যুগ্মানং পতিং বো দদানি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ
সাপ্তজন্মবা স্তভগা বারম্পোষণে সমিষামদেম ।”

তৎপরে যজ্ঞধান কুশতিল-গন্ধ-পুষ্পাদি-সমম্বিত জলপাত্রে হস্ত স্থাপন
পূর্ব্বক বৃষদংস্পৃষ্টে বস্ত্র বাঁধকরে ধরিয়া বৃষ উৎসর্গ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্
তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রশ্চ প্রেতশ্চ
অমুকদেবশর্মণোহশৌচাঙ্গাদ্বিতায়েহহি অমুকগোত্রশ্চ প্রেতান্শ্চামুকদেবশর্মণঃ
প্রেতলোকবিমুক্তভ্গ-স্বর্গলোকগমনকাম এনং রুদ্রদৈবতং সোপকরণবৎসতরী-
সহিত-সোপকরণবৃষমহমুৎসৃজামি ।”

অনন্তর স্নাতা, পোষী প্রভৃতি ও রোদ্রী সংহিতাদি মন্ত্রবিশেষ ক্রমান্বয়ে
বৃষকে শ্রবণ করাইবে । প্রত্যেক মন্ত্রই গান করা উচিত । গান করিবার
অসামর্থ্যে তিনবার পাঠ্য । স্নাতা যথা,—“ওঁ উপত্না জাময়ো গিরো দেদীশতী-
ইবিষ্কৃতঃ । বায়োরনৌকে অহিরন্ ।” পোষী যথা,—“ওঁ অগ্না পবা পবনৈনা
বনুনিমাংশ্চ হ ইন্দ্রো সরসি প্রধম । ব্রহ্মশিদ্ বস্ত বাতো ন জুতিং পুরুমে-
ধাশ্চিহ্নকবে নরং ধাৎ ।” পাণ্ডং যথা,—“ওঁ এসম্রাজং চর্ষণীনামিত্রং
স্তোতা নব্যং গীর্তিঃ । নরং নৃবাহং মৎসিহিষ্টম্ ।” বার্ষহরাক্তং যথা—“ওঁ
অচিক্রদদবৃষা হরিমহান্ মিত্রো নদর্শতঃ । মৎস্বর্ষ্যেণ দিহ্যতে ।” সোমঃ
পোষঃ যথা—“ওঁ সোমঃ পূষা চ চেততুর্কিমাণাৎ স্তুকিতীনাম । দেবত্না

রথোহিতাঃ ।” গবাং ব্রতং বধা,—“ওঁ তে বহত প্রথমং নাম গোনাং
ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্ তা জানতী রভ্যনুষত কা আবিভূবন্নরীর্ষশসা
গাবঃ ।”

“ওঁ অগ্নিমোলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমুদ্ভিজন্। হোতারং রত্নধাতমন্।”
(মতান্তরে বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ্য) ক্রত্বাধ্যায়ক্চতুষ্টয় বধা,—“ওঁ আ বো
রাজানমধ্বরস্ত ক্রত্বং হোতারং সত্য-যজ্ঞং বোদন্তোঃ । অগ্নিঃ পুরাতন-
স্মিত্তোরচিত্তাক্ষিরণ্যরূপমবসে কুণ্ধম্। ১। ওঁ তদ্বো গায় স্মৃতে সচা
পুরুহুতায় সত্বনে। শং যদগবেন শাকিনে। ২। ওঁ মুর্দ্ধানং দিবো অরতিং
পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিঃ সম্রাজমতিথিঃ জনানামাসন্ন
পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ। ৩। ওঁ অধিপতে মিত্রপতে ক্ষেত্রপতে স্বঃপতে
ধনপতে নমঃ। ৭।” বামদেব্যং বধা—“ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ
সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কয়া সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদক্সসঃ।
দৃঢ়াচিদারুজ্ঞে বস্ম। ওঁ অভী যুগঃ সখীনামবিভা জরিতু গাম্। শতং ভবাঃ
স্ম্যতরে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষো
অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ যথেষ্টং যুথং পর্য্যট।” এই মন্ত্রে
বৎসতরীচতুষ্টয়সমন্বিত বৃষকে যুপ হইতে মোচন করত ঈশানদিকে কিঞ্চিৎ
সঞ্চালন করিবে।

অনন্তর কৃতাজলিপুটে কহিবে,—“ওঁ ন খাদেঃ পরশস্তানি নাক্রামেগর্ভিণীঞ্চ
গাম্।” * পরে যজমান বৃষকে প্রদক্ষিণ করত কৃতাজলি হইয়া মৎস্যপুরাণীয় মন্ত্র
বলিবে,—“ওঁ ধর্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতুষ্পদে প্রিয়াস্বিমাঃ। চতুর্গাং পোষ-
ণার্থায় মরোৎসৃষ্টাশ্বয়া সহ।† দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ ষোষিতঃ।
ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্বয়া সার্কং ব্রজস্বিমাঃ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতষি-
পোষক। ত্বয়ি যুক্তোহক্ষয়া লোকা মম সক্ত নিরাময়াঃ (মনোরথাঃ) ॥ ওঁ মা
মে ঋণোহস্ত দৈবোহথ পৈত্রো ভৌতোহথ মানুষ্যঃ। ধর্মস্বং ত্বংপ্রপন্নস্ত বা গতিঃ
সাহস্তু মে ধ্রুবা।” ভবিষ্যপুরাণোক্ত মন্ত্র বধা—“ওঁ যৎকিঞ্চিৎ দৃকৃতং কন্ম
লোভমোহাৎ কৃতং ভবেৎ। তস্মাদকৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে।”

* ‘ন খাদেঃ পরশস্তানি। নাক্রামেগর্ভিণীঞ্চ গাম্’ ইহা সার্তসম্বত পাঠ।

† একটি বৎসতরীর সহিত বৃষোৎসর্গেও এই মন্ত্র অবিকৃতভাবে পাঠ্য।

মৎস্তপুরাণোক্ত মন্ত্র যথা—“যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সন্তবন্তি চ ।
তাবৎবর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গে বাসোহস্ত মে পিতুঃ ॥”

তৎপরে ভবিষ্যপুরাণীর মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ পুণ্যক্ষরাদিহাগত্য পিতা মে সর্বধর্মবিৎ । দশজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য
শ্রৌতক্রিয়ারতঃ । ততঃ প্রক্ষীণ-কর্ণাসৌ মোক্ষমাপ্নোতসংশয়ম্ ॥ ওঁ
মোচিতোহসি ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা গতিরস্ত তে । মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধার্থং তরিস্বং
ভবসাগরে ॥”

তদনন্তর প্রাচীনাবীতী, উত্তরীয়বিহীন, পাতিতবামজান্ন ও দক্ষিণামুখ
হইয়া কুশময় মোটক ও তিলসমন্বিত বৃষপুচ্ছগলিত জল তাত্রাদি পাতে লইয়া
দক্ষিণাগ্র আস্ত্রীর্ণ কুশেব উপর তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ
প্রেতঃ অমুকদেবশর্মাণমেতদ্বৃষপুচ্ছগলিতসতিলোদকেন (গজোদকস্থলে
সতিলগজোদকেন) তর্পয়ামি ।” এই মন্ত্রে বারত্ৰয় তর্পণ করিবে । তৎ-
পরে বিপরীত উত্তরীয় ধারণ করত পশ্চাত্ত্বক্ত মন্ত্রে ঐ জল দ্বারা বারত্ৰয় তর্পণ
করিতে হয়, যথা—“ওঁ স্ববা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যাশ্চাপি তৃপ্তয়ে । মাতৃ-
পক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্তে পিতৃপক্ষকাঃ । গুরুশ্চতুরবন্ধুনাং যে কুলেষু
সমুদ্ভবাঃ । যে প্রেতভাবমাপন্বা যে চান্তে শ্রাদ্ধবর্জিতাঃ । বৃষোৎসর্গেণ তে
সর্বৈ লভস্তাং প্রীতিমুত্তমাম্ ॥”

উদীচ্য-কর্ম ।—প্রকৃতকর্ম (বৃষোৎসর্গ) শেষ হইলে হোতা বহিতে বিনা
মন্ত্রে সমিধ্ প্রদান করত মহাব্যাহতিহোম করিয়া উদীচ্যকর্ম করিবে । সঙ্কল্প
যথা—কুশতিলাদিসমন্বিত জলে হস্ত রাখিয়া “অগ্নেত্যাদি অশৌচস্তাদ্বিতীয়ে-
হহি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ সঙ্কলিতসোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিত-
সোপকরণবৃষোৎসর্গাহোমকর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্বোষপ্রশমনায়
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিভিঃ প্রারশ্চিত্ত-হোমমহং করিষ্যামি ।”

পরে করপুটে কহিবে,—“অগ্নে স্বং বিধুনামাসি, বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ’
ইত্যাদিক্রমে আবাহন করত অর্চনা করিয়া, মহাব্যাহতিহোম করণানন্তর
প্রারশ্চিত্ত-হোম করিবে. যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহা-
ব্যাহতিভিঃ প্রারশ্চিত্ত-হোমে ষিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষি-
কৃষিক্ ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিভিঃ প্রারশ্চিত্তহোমে ষিনিয়োগঃ ।
ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরমুষ্ট্রপ্ ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহতিভিঃ
প্রারশ্চিত্তহোমে ষিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ

প্রজাপতিদেবতা (ব্যক্ত) সমস্তমহাব্যাহতিতিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ।
 “ওঁ ভূভুবঃস্বঃ স্বাহা ।”

পুনঃ পূর্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ করত * মহাব্যাহতি-হোম করিবে ।

পরে ভবদেবমতে শাট্যায়নহোম করিবে । সঙ্কল্প যথা—“অন্তেত্যাদি অমুক-
 গোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্মাণোহশৌচাস্তাদ্বিষতীয়েহি অমুকগোত্রস্ত ত্রীঅমুক-
 দেবশর্মাণঃ সঙ্কলিতসোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গ-
 কৰ্ম্মাগ্নিহোমকৰ্ম্মণি যংকিঞ্চিদ্ভৈবগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোম-
 মহং কুর্ব্বীম । ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি” এই মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ, আবাহন
 ও পূজা করিয়া পূর্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহতিহোমাস্তে নিম্নোক্ত মন্ত্র-
 গুলি দ্বারা এক একটি ঘৃতাহতি দিবেন । যথা—“প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা
 প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা । প্রজাপতি-
 ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পাহি নো বিশ্ব-
 বেদসে স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্বিভাবমুদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ শতক্রতুদেবতা প্রায়শ্চিত্ত-
 হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সব্যং পাহি শতক্রতো স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরমু-
 ষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া
 পাহ্যত দ্বিতীয়য়া । পাহি গীতিস্তিস্মৃতিকর্জাং পতে পাহি চতসৃভিবসো
 স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ পুনরুর্জা নিবর্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুবা পুনর্নঃ পাতংহসঃ স্বাহা ।
 প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
 সহস্রয়া নিবর্তস্বাগ্নে পিবস্ব ধারয়া বিশ্বপ্শ্যা বিশ্বতম্পরি স্বাহা । প্রজাপতি-
 ঋষিরমুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অনাজাতং
 যদাজাতং যজ্ঞস্ত ক্রিয়তে মিথু । অগ্নে তদস্ত কল্পয় ত্বং হি বেথ যথাতথং

* ‘সমিধাদিষু হোমেষু মন্ত্রদেবতবর্জিতা । পুরতাচ্চোপরিষ্টোচ্চ ইকনার্থঃ সমিধভবেৎ’
 এই বচনানুসারে কর্ণের আদিতে ও অন্তে সমিধপ্রক্ষেপ এবং “আজ্যাহতিহোমাদেশে
 পুরতাচ্চোপরিষ্টোচ্চ মহাব্যাহতিহোমঃ” এই বচনানুসারে আজ্যাহতির আদি ও অন্তে মহা-
 ব্যাহতিহোম বিহিত হইয়াছে । গোভিসগৃহ ও স্মার্তমতে বৃষোৎসর্গে প্রায়শ্চিত্তহোমে
 কেবল ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম বিহিত হইয়াছে । উদীচকর্মে অন্ত্যস্ত প্রায়শ্চিত্তহোম,
 নবগ্রহহোম ও দিকপালহোম বিহিত নহে । ভবদেবমতে শাট্যায়নহোম বিহিত থাকার
 উহা লিখিত হইল ।

স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্কতিছন্দঃ প্রজাপতিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে
বিনিরোগঃ । ওঁ প্রজাপতে ন হৃদেতাভ্যন্তো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।
যৎকামান্তে জুহুমন্তয়ো অস্ত বরং শ্রাম পতয়ো রমীণাং স্বাহা ।”

অনন্তর মহাব্যাহতিহোম ও সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোমার্থ
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে । তদন্তে পুনরায় মহাব্যাহতিহোম
ও সমিধ্প্রক্ষেপ কর্তব্য ।

অনন্তর নবগ্রহহোম করিবে । মন্ত্র যথা—“ওঁ আকুঞ্চে ন রজসা বর্তমানো
নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ । হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি
পশুন্ স্বাহা । ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যং ভবাবাজস্ব সন্ধথে
স্বাহা । ওঁ অগ্নিমূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্ । অপাং রেতাংসি
জিহ্বতি স্বাহা । ওঁ অগ্নে বিবস্বদ্বষষ্চিভ্রং রাধো অমর্ত্য । আদাপ্তবে জাত-
বেদো বহা হুমতা দেবী উষবৃধঃ স্বাহা । ওঁ বৃহস্পতে পরিদৌরা বথেন
রক্ষোহা মিত্রী অপবোধমানঃ । প্রভজন্ৎসেনাঃ প্রমৃণোষুধা জয়ন্নশ্বাক-
মেধ্যাবিতা রথানাং স্বাহা । ওঁ শুক্রন্তে অন্তদ্বজতন্তে অন্তদ্ বিষুকপে অহনী
গৌরিবাসি । বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষ্মিহ রাতিরস্ত
স্বাহা । ওঁ শন্নো দেবীরতিষ্টয়ে শন্নো ভবস্ত পীতয়ে । শং বোরতিশ্রবস্ত
নঃ স্বাহা । ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা । কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা
স্বাহা । ওঁ কেতুং কৃৎনকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে । সমুষন্তির-
জায়থাঃ স্বাহা । ওঁ গ্রহাধিদেবতাভ্যঃ স্বাহা । ওঁ গ্রহপ্রত্যধিদেবতাভ্যঃ স্বাহা ।

পবে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও সপ্তলোকপালগণের হোমান্তে অগ্নি-
পর্য্যক্ষণ করিবে, মন্ত্র যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্কতিছন্দঃ সবিতা দেবতা
অগ্নিপর্য্যক্ষণে বিনিরোগঃ । ওঁ দেব সবিতঃ প্রমুব যজ্ঞং প্রমুব যজ্ঞপতিং
ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপুঃ কেতনঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচনঃ স্বদতু ।”
এই মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্তে অগ্নি বেষ্টন করিবে । “প্রজাপতি-
ঋষিরদিতিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিরোগঃ । ওঁ অদিতে
অবমংস্থাঃ ।” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ দিকে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্বপ্রান্ত
পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে । “প্রজাপতিঋষিরনুমতিদেবতা
উদকাঞ্জলিসেকে বিনিরোগঃ । ওঁ অনুমতে অবমংস্থাঃ” এই মন্ত্রে
অগ্নির পশ্চিমদিকে দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা
সিক্ত করিবে । ‘প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে

বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বতাস্বমঃস্বাঃ' এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পশ্চিম-প্রান্ত হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে। পরে আন্তর্য-কুশ (অভাবে অন্য কুশমুষ্টি) লইয়া 'প্রজাপতিঋষির্বয়ো দেবতা দর্ভকৃণাভ্যঞ্জে বিনিয়োগঃ। ওঁ অকুং রিহাণা ব্যস্ত বয়ঃ।' এই মন্ত্রে অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ তিনবার ঘূর্ণিত্যক্ত করিবে ও মন্ত্র ও বারত্স পাঠ্য। ঐ কুশওচ্ছ জল দ্বারা অভ্যাক্ত করিয়া 'প্রজাপতিঋষিরহুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্ররূপোহগ্নিদেবতা দর্ভ-জুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশুনাধিপতী রুদ্রস্তস্তিচরো বৃষা। পশুনশ্বাকং মা হিংসীরেতদন্তু হতং তব স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে 'অগ্নে ত্বং যুডনামাসি' এই মন্ত্রে যুডনামক অগ্নিস্থাপন পূর্বক যথাযথভাবে আবাহন ও পূজাস্তে ঘৃতপূর্ণ ঢককে পূর্ণাহতি দিবে। মন্ত্র যথা— "প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামশ্চ যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমঃ যশসে জুহোমি যোহনৈশ্চ জুহোতি বরমশ্চৈব দদাতি বরং বৃণে যশসা তামি লোকে স্বাহা।" পরে আচার্য্য ঈশানকোণে (ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ) "ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে দধি দিয়া উক্ত-স্থান হইতে ঢক দ্বারা তন্ম আহার্য পূর্বক যজমানের ললাটাদিতে "ওঁ কশ্যপশ্চ ত্রাযুষম্" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক দিবে। পরে "ওঁ অদ্যেত্যাদি বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোম-কর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তদমুকল্প-তোজ্যং বা ত্রিবিষ্ণুদৈবত-মর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং দদানি।" এইরূপ হোতা, আচার্য্য ও সদস্তকে দক্ষিণাবাক্যে দক্ষিণা দিয়া মূলদক্ষিণা করিবে। যথা—"ওঁ অদ্যে-ত্যাদি কৃতৈতৎ-সোপকরণ বৎসত রী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিমং বৃষং রুদ্রদৈবতং দক্ষিণামিদং বৃষমূল্যং (১।০ পাঁচসিকা) পঞ্চকার্ষাপগৌপরিমিত-বরাটকলভ্যং বা ত্রিবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্র-নায়ে আচার্য্যাস্বাহং দদানি।"—এইরূপ মহাভারতনামোচ্চারণ ও বিরাটপর্ব-পাঠনাব দক্ষিণাস্ত করিয়া বৃষোৎসর্গের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য-শাস্তি (বামদেব্যগান বা ত্রিধা 'করানশ্চিত্র' ইত্যাদি ঋকত্সপাঠ) পূর্বক কর্ম-সাক্ষ্যার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্তব্য, যথা—"প্রমাদাৎ কুর্কতাং কর্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিক্ষোঃ সম্পূর্ণং শ্রাদিতি শ্রুতিঃ। ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমংপদং সদা পশুতি সূরয়ঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্।" পরে "ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্কে গৃহীতর্চাঃ স্বমালয়ম্। সন্তুষ্টা বরমশ্বাকং দত্তেদানীং স্পৃজিতাঃ॥" এই মন্ত্রে (ঘটে) আবাহিত দেবগণকে বিসর্জন করত "ওঁ প্রায়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্র

পাঠ্য। অবশেষে ‘ও তদ্বিক্ষেপঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে কলসস্থ জলে অবত্থলান করিতে হয়।

মতান্তরে বর্তমান এই বাক্যগুলি ব্রাহ্মণদিগকে শুনাইবেন, যথা—
“অশ্বিনু কশ্মণি যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টঞ্চ নির্জনে। তৎকশ্চিদন্তো ন নয়েন্ন
বিভাজ্যং যথাক্রমম্। ন বাহুং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ ॥”

আশ্বিনাদিনে উক্ত কার্য্য হইলে ইহার পর প্রেতের আশ্বশ্রাদ্ধ এবং
ব্রাহ্মণাদিতোজন করাইতে হয়। বৃষের অভাব হইলে প্রেতবৃষোৎসর্গে—
দর্ভময় বা পিষ্টময় অথবা মৃন্ময় বৃষ নির্মাণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক যথোক্ত
নিয়মে উৎসর্গ করিবে। প্রমাণ যথা—গকড়পুবাণে প্রেতকল্পে—

“একাদশেহহি সম্প্রাপ্তে বৃষাভাবো ভবেদ্যদি।

দৈর্ভঃ পিষ্টৈশ্চ সম্পাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্বৃষঃ ॥

বৃষোৎসর্জনবেলায়াঃ বৃষাভাবঃ কথঞ্চন।

যদ্বিকাবিশ্ব দৈর্ভক্সা বৃষঃ কুত্বা বিমোক্ষয়েৎ ॥”

ইতি-বৃষোৎসর্গবিধি।

চন্দন-ধেনুদান-বিধি

“পতিপুত্রবতী নারী ত্রিযতে ভর্তৃরগ্রতঃ। চন্দনেনাকৃতাং ধেনুং তস্তাঃ
স্বর্গায় কল্পয়েৎ। সান্নো পতিব্রতা নারী ত্রিযতে যাহগ্রতস্তয়োঃ। বৃষং
নৈবোৎসৃজেৎ পুত্রা যাবৎ পিতরি জীবতি ॥ মৃতপুত্রা চ যা নারী সংগৃহীতা তু
যা ভবেৎ। তস্তা ধেনুর্ন দাতব্য। বৃষোৎসর্গো বিধীয়তে। অপুন্পিতা মৃতা
কাচিৎ তস্তা ধেনুবিগর্হিতা। দত্তাদ্ ধেনুং সূতো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বৃষমুৎসৃজেৎ”
ইত্যাদি বচনপর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে স্ত্রীলোকের মৃত্যু-
কালে স্বামী ও আত্মজ বর্তমান থাকিবে এবং ধেনুদানকালে স্বামী ও পুত্রের
সত্তা হইবে, সেই বহুপুত্রিণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষোৎসর্গের পরিবর্তে চন্দনাকৃতি
ধেনু দান করিবে, কনিষ্ঠ পুত্র বৃষোৎসর্গ করিবে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু-
কালে যদি রজোনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে বৃষোৎসর্গই বিধেয়।
জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠপুত্র চন্দনধেনু দান করিয়া বৃষোৎসর্গ করিবে, ইহাও
মতান্তরসিদ্ধ। গর্ভজাত পুত্র ব্যতিরেকে অপর দ্বারা চন্দনধেনুদান হয় না।
“একাদশাহে প্রেতয়াঃ যথাসে চান্নিকে তথা। ত্রিপক্ষে মাসিকে বাপি

দস্তাদ্গাং চন্দনাক্ষিতাম্ ॥” এই বচনানুসারে অশোচাস্তদ্বিতীয়দিনবৎ ত্রিপক্ষে, বর্ষমাসে ও পূর্ণসংবৎসরেও চন্দনধেনুদান করিতে পারা যায়। ইহার ব্যবস্থা বৃষোৎসর্গবৎ জানিবে।

যজমান চতুর্দ্ধা-শাস্তি প্রভৃতি অশোচাস্ত-দ্বিতীয় দিনের বাবতীয় কার্য্য ও নিত্যকার্য্যসমাপনান্তে বেদী-সন্নিধানে উত্তরাস্ত্রে বসিয়া গণেশাদিকে গন্ধ-পুষ্প দিয়া বিষ্ণুস্মরণ ও সর্ব্বমঙ্গল্যামিত্যাদি পাঠান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—
“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকীদেব্যা অশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যাঃ প্রেতগোকবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ সোপ-কবৎ-সবৎসচন্দনাক্ষিত-ধেনুদানমহং করিষ্যামি।” পবে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পমুক্ত পাঠ করিবে।

অনন্তর যজমান পুণ্যাহ স্বস্তিবাচনাদি কবিবেন। * যথা—“আতপতগুল-হস্তে “ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ চন্দনাক্ষিত-সবৎস-ধেনুদান-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্তু” এইকপে “স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্তু” “ঋক্ণি ভবন্তো ক্রবন্তু” বলিলে ব্রাহ্মণ-গণ যথাযথ “ওঁ পুণ্যাহং ওঁ স্বস্তি ওঁ ঋক্ণ্যতাম্” তিনবার বলিবেন। পবে স্বস্তি-মুক্ত ও সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠান্তে হোমায় হবির অক্ষয়হকামনায় মহা-ভারতনামোচ্চারণেব সঙ্কল্প করিবেন, যথা—“অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যা অশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি মৎসঙ্কলিত-অলঙ্কৃত-সবৎস-চন্দনাক্ষিত-ধেনুদান-কর্ম্মাঙ্গ-হোমায়হবিরক্ষয়হকামো দশধা মহাভারত-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি।” তৎপরে বিরাটপর্ক পাঠেব সঙ্কল্প কর্তব্য, যথা—“অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যা অশোচাস্তাদ্বিতীয়ে-হহি সঙ্কলিতালঙ্কৃত-সবৎস-চন্দনাক্ষিত-ধেনুদান-কর্ম্মাঙ্গ-হোমায়-হবিরক্ষয়হ-

* ‘আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পা ব্রতজপয়োঃ’ ইত্যাদি বচনানুসাবে বরণকাব্যকে আরম্ভস্বরূপ বুঝা যাইতেছে। অনন্তর “সুত্বাসাঃ শুচিভূঃ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ। কীড়-য়েদ্ভারতকৈব তথা স্তাদক্ষবঃ হবিঃ” এই বচনে স্বস্তিবাচনের পবে অঙ্গকান্না মহাভারতোচ্চা-ণেব সঙ্কল্প আগত হওয়ার সন্ধানগুণ স্বস্তিবাচন মুক্তিসিদ্ধ ও শাপ্রসঙ্গত।

রাটোয়গণ হোমার্থ হবির অক্ষয়হকামনায় মহাভারতনামোচ্চারণবৎ বিরাটপর্কও পাঠ কবাইয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বৃষোৎসর্গ গোযজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়ার অতিদেশ হইয়াছে, এবং গোমাহাত্ম্য ও গোরক্ষার জন্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা বৃধিষ্ঠিরাদির প্রাণসংশয় যুদ্ধে আত্মনিবোধ প্রভৃতি বিরাটপর্কেই বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। সুতরাং গোযজ্ঞ সদৃশ বৃষোৎসর্গে গোরক্ষার মাহাত্ম্যভাবোদ্বোধকরণার্থ ও গোরক্ষা হইলে হোমীয় যুতাদিও অক্ষয়ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এতদর্থেও বিরাটপাঠের ব্যবস্থা আছে।

কামঃ শ্রীকৃষ্ণৈষপারনাতিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জগদ্ব্য-শ্রীমদ্ভাগবতাস্ত-
গত ঐ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহাঃ” ইত্যাদি
‘নগরং মৎস্তরাজস্ত শুভতে ভরতর্ষভ’ ইত্যস্ত-বিরাটপর্ব-পাঠনাকর্মাহং
করিষ্যামি।” কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ যতব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনার শ্রীমদ্-
ভগবদ্গীতা পাঠ করাইয়া থাকেন। উহাতে সঙ্কল্পাদি বিরাটপর্বপাঠ-
সঙ্কল্পবৎ। বিশেষ এই যে, “অন্তোত্যাগি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়্য অমুকী-
দেব্য্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণেত্যাদি—মহাভাগবতাস্তগত-ভীষ্মপর্বীয় ঐ ধৃত-
রাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযৎসবঃ। ইত্যাদি ‘তত্র শ্রীবিষ্ণুরো
ভূতিঃ’ বানীতিম’তিম’ম’ ইত্যস্ত-ভগবদ্গীতাপর্ব-পাঠকর্মাহং করিষ্যামি।”

বরণ।—পূর্বমুখ যজমান উত্তরমুখ ব্রাহ্মণকে ‘ঐ সাধু ভবানাস্তাং’ বলিলে ব্রতী
“ঐ সাধবহমাসে” বলিবেন। যজমান “ঐ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তঃ” বলিয়া গন্ধ-পুষ্প
দান করিলে ব্রতী “ঐ অর্চয়” বলিবেন। তৎপরে যজমান গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বাৰা
পূজা করিয়া তদীয় জাহ্নু ধারণ করত বলিবেন,—“অন্তোত্যাগি অমুকগোত্রায়াঃ
প্রেতায়্য অমুকীদেব্য্যা অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি মৎসঙ্কলিত-সোপকরণ-চন্দনা-
কিত-ধেনুদান-কর্মাঙ্গহোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-
শর্মাণমভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।” ব্রহ্মা, ‘ঐ বৃত্তোহশ্বি’ কহিবেন। এই প্রণা-
লীতে হোতাকে—হোতৃকর্মকরণায়, তন্ত্রধারককে—আচার্য্যকর্মকরণায় ও
সদস্তকে—সদস্তকর্মকরণায় বলিয়া বিরাটপাঠকে ‘মৎ-সঙ্কলিত-বিরাটপর্ব-
পাঠনাকর্মণি তৎপাঠকর্মকরণায়’ ইত্যাদি বরণ করিতে হয়।

যজমান বা হোতা পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্রে শুদ্ধ করিয়া তদ্বারা বেদী
অভ্যুক্ষণ করিবেন। মন্ত্র যথা—“ঐ বেত্বা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বহি-
স্ক্রিয়ম্। যুগেন যুগ আপ্যতে প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা।” পরে বেদীর উপর
বিচিত্র বিতান বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—“ঐ উর্দ্ধ উবু ৭ উতয়ে তিষ্ঠা দেবোন
সবিতা। উর্দ্ধোবাজস্ত সনিতা যদজ্জিভিবর্ষতিবিহ্বয়ামহে।” অনন্তর সামান্তার্ঘ্য,
আসনশুদ্ধি, মাতৃকাস্তাসাদি করিয়া বেদীর পূর্বাংশে পঞ্চঘট স্থাপন পূর্বক
তাহাতে বৃষোৎসর্গবিধানে গণেশাদির অর্চনা করত বিষ্ণু, লক্ষ্মী, রুদ্র
ও অধিকার পূজা করিবে। তৎপরে বৃষোৎসর্গোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন পূর্বক
বৃষোৎসর্গপদ্ধতিক্রমে হোমাদি সমাধা করিবে।

প্রকৃতকর্ম।—সবৎস। ধেনুকে বেদীর নিকটে পূর্বাভিমুখী করিয়া রাখিবে।
তৎপরে হোতা কুশ দ্বারা শ্বেতচন্দন লইয়া,—“ঐ মানন্তোকে তনয়ে

মান আয়ুধি (আয়ুধী) মানো গোম্ মানো অশ্বেষু বীরিবঃ বীরান্মানো রুদ্র-
ভামিনোঃ বধীর্বিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে ।” এই মন্ত্রে ধেনুর বাম সন্ধি-
(বামপাদ-মূলদেশ) স্থানে ষড়ঙ্গুলপরিমিত ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে ।
পুনর্বার কুশা দ্বারা চন্দন গ্রহণ পূর্বক—“ওঁ বৃষা হসি ভানুনা দ্যামন্তঃ ত্বা
হবামহে । পবমান স্বদৃশম্” এই মন্ত্রে ধেনুর দক্ষিণপাদমূলে ষড়ঙ্গুলপরি-
মিত চক্রদণ্ডহীন গোলাকাব চক্র অঙ্কিত করিতে হয় ।

এই কালে যজমান বেদীর ঈশানকোণে সবৎসা-ধেনু-চিহ্নিত যুগ আরো-
পণ করাইবে ।

তৎপরে যজমান বৃষোৎসর্গোক্ত বৃষস্মানমন্ত্রে ধেনুকে স্নান করাইবে, মন্ত্র
বথা—“ওঁ একো বৃষা বিভাজতি । ওঁ য এক ইদ্বিদমতে বসুমর্ত্যায় দান্তবে ।
ঈশানোঃ প্রতিষ্ঠুত ইন্দ্রো অঙ্গ ।” (সর্বত্র গানাসামর্থ্যে মন্ত্র বারতয় পাঠ্য)

অনন্তর বস্ত্র দ্বারা ধেনুর দেহমার্জনা করত গন্ধদ্রব্য, চন্দন, পুষ্পাঞ্জলি,
সিন্দূর, গোরোচনা, স্বর্ণশৃঙ্গদ্বয়, রৌপ্যখুব, কাংশু-ক্রোড়, তাম্রপৃষ্ঠ, ঘণ্টা,
চামর, বস্ত্র, কর্ণদ্বয়ে প্রবাল ও মালা দ্বারা ধেনুকে অলঙ্কৃত করিয়া,—“এতৎ
পাণ্ডঃ ওঁ সবৎস-সাগন্ধার-চন্দনাক্তি-ধেনবে নমঃ” ইত্যাদিরূপে পাণ্ডাদি
দ্বারা ধেনুর অর্চনা করিয়া, বৃষোৎসর্গোক্ত শ্রাব্য মন্ত্র পড়িবে, বথা
—“ওঁ সত্যমিত্বা বৃষেদসি ইত্যাদি । ১ । বৃষাদেব দ্যমাং অসি ইত্যাদি । ২ ।
ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি ইত্যাদি ।” ৩ । তৎপরে ধেনুকে প্রাণুখী করিয়া বসন
দ্বারা যুগে বন্ধন করিবে । অনন্তর যজমান উত্তরাভিমুখ হইয়া, ধেনুর
মন্তুকাদিক্রমে অঙ্গদেবতার অর্চনা করিবে, বথা—“শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।”
এইরূপ লগাটে বৃষধ্বজায় । কর্ণয়োঃ অশ্বিনীকুমারাভ্যাম্ । চক্ষুযোঃ শশি-
ভাস্কবাভ্যাম্ । জিহ্বায়াং সরস্বতৌ । দন্তে বসুভ্যঃ । ওষ্ঠয়োঃ সন্ধ্যাভ্যৈ ।
গ্রীবায়াং নীলকণ্ঠায় । হৃদি স্বন্দার । বোমকূপেষু ঋষিভ্যঃ । দক্ষিণপার্শ্বে
কবেরায় । বামপার্শ্বে বরুণায় । রোমাগ্রে রশ্মিভ্যঃ । উরুযু ধর্ম্মায় ।
জঙ্ঘাস্থ অধর্ম্মায় । শ্রোণিতটে পিতৃভ্যঃ । খুরমধ্যে গন্ধর্কেভ্যঃ । খুরাগ্রে
অপ্সরোভ্যঃ । লাস্থলে দ্বাদশানিত্যেভ্যঃ । গোময়ে মহালক্ষ্ম্যৈ । গোমূত্রে
গন্ধাভ্যৈ । পয়োধরেষু চতুঃসাগরায় ।

পরে কৃতাজলি হইয়া কহিবে,—“ওঁ ইন্দ্রস্ত চ ত্রিমিত্রানী বিষ্ণোলক্ষ্মীশ্চ বা
স্বতা । কদ্রস্ত গৌরী বা দেবী সা দেবী বরদাস্ত মে ॥ ওঁ বা লক্ষ্মীলোক-
পালানাং বা চ দেবেষবহিতা । ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্তাঃ পাপং ব্যপোহতু ॥

দেহস্থা বা চ কুদ্রাণী শঙ্করস্ত সদা প্রিরা । ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্তাঃ শান্তিং
প্রযচ্ছতু । ওঁ সর্বদেবময়ী দোহ্ত্রী সর্বলোকময়ী তথা । ধেনুরূপেণ সা দেবী
তস্তাঃ স্বর্গং প্রযচ্ছতু ॥”

তদনন্তর বজ্রমান ত্রিপত্র দ্বারা ধেনুর সঙ্গে জলের ছিটা দিয়া, ধেনু দান
করিবে, যথা—

‘ওঁ এতশ্চৈব সবঙ্গালঙ্কৃত-সংসাহিতচন্দনাক্ষিতধেনবে নমঃ’—এই প্রণালীতে
বারত্বে প্রোক্ষণ ও পূজা করিয়া, ‘এতদবিপত্যে দেবায় ওঁ কুদ্রায় নমঃ, এতৎ-
সম্প্রদানায় ওঁ আচার্য্যায় নমঃ’ গন্ধপুষ্প দিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ অমুকে মাসি
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুক্যা অশৌচাস্তা-
দ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতানা অমুক্যাঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্বক-স্বর্গ-
লোকগমনকাম এতাং সবঙ্গালঙ্কৃত-সবৎসাং ধেনুং কদ্রদেবতাকাং অমুকগোত্রায়
শ্রীঅমুকদেবশর্ষণে ব্রাহ্মণায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি ।’ কর্ত্তা
আচার্য্যকরে জন দিবে । গ্রহীতা ধেনুর পুচ্ছ ধরিয়া সপ্রণব গায়ত্রী পাঠ করত
“ধেনুরিয়ং কদ্রদেবতাকা” বলিবেন এবং কামস্ততিমন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—
“ওঁ ক ইদং কস্মা অদাং কামঃ কামায়াদাং কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা
কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ । কামেন হাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে ।”

অনন্তর বজ্রমান দক্ষিণমুখ এবং প্রাচীনাবীতা, উত্তরীয়হীন ও পাতিত-
বামজান্ত হইয়া ধেনুপুচ্ছগলিত সতিল জল দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে,
যথা—“ওঁ অমুকগোত্রাং প্রেতাং অমুকীদেবীমেতৎসতিলচন্দনাক্ষিতধেনু-
পুচ্ছগলিতোদকেন তর্পয়ামি ।” পুনর্বার ঐ ক্রমে বিকৃত-উত্তরীয় হইয়া
পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে, যথা—“ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো
বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে, মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্তে পিতৃপক্ষকাঃ ।
‘ওকশ্চতুরবন্ধূনাং যে কুলেবু সমুত্তবাঃ । যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্তে শ্রাদ্ধ-
বর্জিতাঃ । ধেনুৎসর্গেণ তে সর্বে লভস্তাঃ প্রীতিমুত্তমাম্ ॥”

অনন্তর বৃষোৎসর্গোক্ত স্নাতা, পৌষী প্রভৃতি ও কুদ্রাধ্যায়, ঋক্চতুষ্টয়
এবং বামদেব্য মন্ত্র লইয়া পঞ্চদশসংখ্যায় লিখিত শ্রাব্য মন্ত্র সকল উহ করত
পাঠ করিবেন ।

তৎপরে হোতা উদ্যোক্ত্য করিবেন,—সঙ্কল্পে—“অন্তেত্যাদি—অমুক-
গোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুক্যা অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুক-
দেবশর্ষণঃ (বজ্রমানের নামোল্লেখ করিয়া) সঙ্কলিত-সোপকরণচন্দনাক্ষিত-

ধেনুদান-কর্মাঙ্ক-হোমকর্মণি যৈবৈগুণ্যঃ জাতঃ তদোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহা-
 ব্যাহতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।” অন্তান্ত কার্য্য বৃষোৎসর্গবৎ
 করিয়া উদীচ্যকর্ম্মসমাধায়ে বজ্রমান বরণদক্ষিণা প্রদান করিয়া,—
 ধেনুদানের দক্ষিণাস্ত করিবে, যথা—দক্ষিণা অর্চনা করিয়া, “অন্তেষ্ট্যাদি
 —কৃতৈস্তৎ-সালঙ্কৃত-সবৎসধেনুদানকর্ম্মণঃ সান্নতার্থঃ দক্ষিণামিদং বৃষমূল্যং
 পঞ্চকার্ষাপনী-পরিমিত-বরাটকলভ্য-ব্রজতথুগাদিকমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক-
 গোজায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে আচার্য্যায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।” *
 আচার্য্য ‘ওঁ স্বস্তি’ বলিয়া দক্ষিণা লইবেন। মূলদাক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিন্না-
 বধারণ, বৈগুণ্যসমাধান ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

আত্মশ্রাদ্ধ

একটি মৃতব্যক্তির উদ্দেশে একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন পূর্বক যে শ্রাদ্ধ করা হয়,
 তাহা একোদ্দিষ্ট।

দ্বাদশ প্রতিমাস্তানি আত্মং ষাণ্মাসিকে তথা ।

সপিণ্ডীকরণৈকৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধষোড়শম্ ॥

ষষ্ট্যন্তানি ন দীর্ঘাস্ত প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ ।

পিশাচত্বঃ ক্রবঃ তস্ত দষ্টৈঃ শ্রাদ্ধশঠৈরপি ॥

দ্বাদশমাসিক, ষাণ্মাসিকদ্বয় (মাসিকের ও সপিণ্ডীকরণের পূর্বতিথিতে
 কর্তব্য) আত্মশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ এই ষোলটি শ্রাদ্ধ না করিলে
 শত শত শ্রাদ্ধেও প্রেতত্ব পবিহান হয় না। প্রেতশ্রাদ্ধের অধিকারিক্রমে
 উক্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ কর্তব্য, পূর্বাধিকারীর অসামর্থ্য ঘটিলে ১৬৭সব কাল
 অপেক্ষা করিয়া অপর পরবর্ত্তী অধিকারী শ্রাদ্ধ করিবেন, পরন্তু দৈবাৎ

* যদিচ ‘বৃষতুল্যবয়োবর্ণো বৃষঃ স্তাদ্দক্ষিণা দ্বিজ। বৃষোৎসর্গে তথা পুংসাং স্ত্রীণাং স্ত্রী-
 গোবিঁশিয়াতে’ এই বচনানুসারে চন্দনধেনুদানে ধেনুই দক্ষিণা অবগত হওয়া যায়, তথাপি
 “আচার্য্যায় চ দক্ষিণাম্। বৃষতঃ ততো দদ্যাত্ আচার্য্যায়-গুণান্বিতম্” এই বচনে চন্দনধেনুদান-
 প্রকরণে বৃষদক্ষিণা কথিত হওয়ার স্ত্রীলোকের বৃষোৎসর্গে ধেনু দক্ষিণা বৃত্তিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি প্রেতশ্রাদ্ধ করিলে তাহা অসিদ্ধ হয় না, তাহার অন্য পুনরায় উক্ত শ্রাদ্ধ মুখ্যাদিকারীর কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রেতশ্রাদ্ধ আশ্বিনযুক্ত বহুব্যঞ্জনসমন্বিত পঞ্চাশ দ্বারা সম্পাদন করিবেন। আশ্বিনশ্রাদ্ধদিনে মৃতব্যক্তির প্রিয় বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যাাদি প্রেতশ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

শ্রাদ্ধাধিকারী প্রাতঃস্নানাди নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে খোলা, কুশাদি ও অন্নাদি প্রস্তুত করিবেন। পূর্বদিকে প্রেতোদ্দেশে দানার্থ ১টি ভোজ্য, গঙ্গা, বাস্তপুরুষ, ষাণ্ডশ্রব ও ভৃগুমৌব অন্য ৪টি ভোজ্য স্থাপন করিবে, গঙ্গা-বাস্তপুরুষাদির অন্য ৪ পাত্রে নিরামিষ অন্নও প্রস্তুত রাখিবে। অনন্তর পূর্বাংশে বসিয়া কুণ্ঠহস্ত দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—
ওঁ পঞ্চাক্রবং বিষ্ণুং বিভূজঃ পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকঃ
স্মরেদ্ধরিম্। ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য
সর্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ। ওঁ তৎসৎ।

পরে ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ’ ইত্যাদিক্রমে গণেশাদি দেবতার অর্চনা করিয়া প্রকৃতোত্তরীয়ভাবে পূর্বমুখে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। এই সময় হইতে শ্রাদ্ধশেষ পর্যন্ত প্রদীপ অনির্ব্বাণ রাখা কর্তব্য। ভোজ্যোৎসর্গপ্রণালী যথা—‘বং ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতসোপকরণা-
মারভোজ্যেভ্যো নমঃ’—এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতেভ্যাদি’ মন্ত্রে অর্চনা পূর্বক ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্য ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ’—এই মন্ত্রে বিষ্ণু ও দানোদ্দেশ্য ব্রাহ্মণাদির পূজান্তে বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া বাক্য পড়িবে, যথা—‘ওঁ তৎসৎ অন্ন অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত (স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ হইলে অমুকগোত্রায়া প্রেতায়। অমুকাদেব্যাঃ) অমুকদেবশর্ম্মণোহশৌচাস্তা-
দ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ম্মণ আঠৈকোদিষ্টৈশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ম্মণোহক্ষরস্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণা-
মারভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।’
এই মন্ত্রে ভোজ্য জলের ছিটা দিবে, পরে “ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদেবতম্”
এই মন্ত্রে প্রত্যাশ্রিত করত দক্ষিণাদান করিবে। বাক্য যথা—“অন্তেভ্যাদি
অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ম্মণ আঠৈকোদিষ্টৈশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত

প্রেতশ্রামুকদেবশর্ষণোহক্ষয়শর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সম্বতোপকরণামানভোজ্য-
দানকর্ষণঃ সাক্ততর্ঘঃ দক্ষিণামিদং বা দক্ষিণাস্তং শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোজ্ঞ-
নায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” পরে ‘কৃতৈতৎভোজ্যদানকর্ষাচ্ছিদ্রমস্ত’ এই মন্ত্রে
অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্বক গঙ্গাক্ষেত্রে প্রথমে গঙ্গাপূজা করিয়া বাস্তপুকষকে
গঙ্গপুষ্প, ধূপ-দীপ, ভোজ্য ও অন্ন দ্বারা পূজা করত যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে গঙ্গপুষ্প
দ্বারা পূজান্তে বজ্র, ধূপ-দীপ দান ও অগ্রভাগ নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা—
“এতৎশ্রাক্ষীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামানভোজ্যং ও যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ”
এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। অতঃপর বিকৃতোত্তরীয় হইয়া ভূম্যমী পিতৃগণকে
নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্রভাগ দাতব্য, যথা—সতিল মোটক লইয়া ‘এতৎশ্রাক্ষীয়াগ্র-
ভাগসম্বত-সোপকরণামানভোজ্যং ও এতদ্ভূম্যমিপিতৃভ্যঃ স্বধা ।’ স্বীয় গৃহ বা
ভূমিতে, গঙ্গাদি নদীতে, শ্রীপুকষোত্তমাদি ক্ষেত্রে ভূম্যমীকে ভোজ্যদান করিতে
হয় না। পবে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া, “ও সহস্রশীর্ষা পুকষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র-
পাৎ । স ভূমিঃ সর্বতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদগাঙ্গুলম্” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে স্নান
করাইয়া “ও গঙ্গদ্বারাং ছুরাধর্ষাং নিতাপুষ্পাং করৌমিগৌম্ । ঐশ্বরীঃ সর্বভূতানাং
তামিহোপহস্যে শ্রিয়ম্ ।” এই মন্ত্রে চন্দনানুলেপন পূর্বক ‘ও দর্ভময়ব্রাহ্মণায়
নমঃ” মন্ত্রে গঙ্গপুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করত পুনর্বার শ্রাদ্ধশেষ যাবৎ
বিকৃতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া, দক্ষিণাগ্র-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাগ্র এক
কুশরূপ আসনে বসাইয়া জল দিতে হয়। পবে করপুটে ‘ও কৃকক্ষেত্রং গঙ্গা-
গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্পবাণি চ । তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ । ও
তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুরাততম্ ।” এই মন্ত্রে
যথাক্রমে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইবে। যথা—
“অত্মামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্রামুক-
দেবশর্ষণ আঠৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে ।” (ও কুরুষ,
প্রতিবাক্য ।)

অনন্তর (প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া গায়ত্রী পাঠ করত পুনশ্চ বিকৃতোত্তরীয়-
ভাবে ‘ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য এব চ । নমঃ স্বধাটৈ স্বাহাটৈ
নিত্যমেব ভবন্তি ॥” এই মন্ত্র বারতর পড়িবে, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ করত
গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জল যাবতীয় দ্রব্য ছিটাইয়া—“ও রক্ষোহ-
মুদক ভূমসি” (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শিরঃস্থানস্থ
পাট্রে জল রাখিবে ও ব্রাহ্মণকে জল দিবে। পরে আসনদান যথা—

প্রেতের উদ্দেশে কাষ্ঠাসন দান করিয়া কুশাসন দান করিবে, যন্ত্র যথা—
“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতন্তে দার্কাসনঃ স্বধা।” পরে
কৃতাজলিপুটে পড়িবে—“ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যমুজ্জাতো বিশ্রম্যতাঃ
দ্বিজবর্ষ্যামুগ্রহায় প্রসাদয়ে আসনং গৃহ পুতং জ্ঞানাগ্নিপুতেন করেণ বিপ্র।”
ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে স্থাপিত মোটক বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত
অমুকদেবশর্মন্তেতন্তে দার্কাসনঃ স্বধা।” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ওঁ অপ-
হতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণপাত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

পবে ছত্রদান করিবে, যন্ত্র যথা—“ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্তেতন্তে
ছত্রং স্বধা” অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাছকা উৎসর্গ কর্তব্য, “ওঁ অমুকগোত্র প্রেতা-
মুকদেবশর্মন্তেতন্তে পাছকাযুগলং স্বধা।” কেহ কেহ এ স্থলে প্রেতো-
দ্দেশে উপানহদানের ফলশ্রুতি পাঠ করিয়া থাকেন, যথা—“সন্তপ্তবানুকাঃ
ভূমিমসিকটকিতাঃ তথা। সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতাং দদুপানহো।”

অর্ঘ্যদান।—ব্রাহ্মণের পুরোবর্তী ডোঙ্গাটি ধৌত করিয়া দক্ষিণাগ্র একটি
কুশার উপর স্থাপন পূর্বক—“ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে একটি প্রাদেশ-পরি-
মিত সাগ্র কুশ নথ ভিন্ন অস্ত্রে কাটিয়া “ওঁ বিষ্ণোশ্বনসা পুতমসি” মন্ত্রে জল
দ্বারা ধৌত ঐ কুশাটি দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ ডোঙাতে স্থাপন করিবে। অন-
ন্তর “ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরতিশ্রবন্তু নঃ” মন্ত্রে
তদুপরি কিঞ্চিৎ জল দিবে এবং “ওঁ তিলোহসি সোমদেবভ্যো গোসবো দেব-
নির্শিতঃ প্রভুমন্তিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া প্রেতান্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা” মন্ত্রে
তিল দিয়া বিনা মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, গর্তহীন দূর্বা, তুলসী ও অক্ষত দ্বারা অর্ঘ্য
নির্মাণ করিয়া দিবে। একগাছা কুশ দ্বারা “ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্তু”
(“ওঁ অস্তু” প্রতিবচন) বলিয়া অর্ঘ্য ঢাকিয়া উদ্ঘাটন পূর্বক ঐ কুশা স্বীয়
বামভাগে নিষ্কপ করিবে।

“ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং স্বধা” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র হইতে দক্ষিণাগ্র পবিত্র ব্রাহ্ম-
ণকে দিয়া, অস্ত্র স্থল হইতে “জলাস্তবং স্বধা” বলিয়া জল ও “পুষ্পাস্তবং স্বধা”
বলিয়া পুষ্প দিবে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে
ব্রাহ্মণে একটি গন্ধপুষ্প দিবে এবং বামকরে অর্ঘ্যপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণকর দ্বারা
আচ্ছাদন করত “ওঁ বা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবহুবুধা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীয়া
হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শং শ্রোনাঃ সুহবা ভবন্তু” এই মন্ত্রপাঠ
সহকারে ভূমি-সংলগ্ন করত অস্থারক বামকর দিয়া ধরিয়া,—“ওঁ অমুকগোত্র

প্রোতামুকদেবশর্শ্বয়েতন্তে অর্ঘ্যং স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দিবে ও “ওঁ ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোহসি পরমাং গতিম্।” ইহা পাঠ করিবে।

পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রোতামুকদেবশর্শ্বয়েতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করত বিশেষ মন্ত্রে এক একটি দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ সর্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোহন্নমন্তুলিপ্যতাম্। এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ প্রত্যুত্তর)

ওঁ প্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং দেবরাজণিরোধিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্। এতন্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্ ইতি প্রত্যুত্তর)

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আশ্বেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহন্নং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ ইতি প্রত্যুত্তর)

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতন্তিমিরাপহঃ।

সবাহাভ্যস্তরজ্যোতির্দীপোহন্নং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

এষ তে তৈজসাধারদীপঃ (ওঁ সুদীপ ইতি প্রত্যুত্তর)

এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্ ইতি প্রত্যুত্তর)

উক্ত দ্রব্যগুলিদানান্তে ওঁ কৃতৈতৎগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিন্নমস্ত (ওঁ অস্ত প্রত্যুত্তর) ইহা পাঠ্য। অনস্তর ঘৃত, তিল ও তুলসী-সমন্বিত জলপাত্র ব্রাহ্মণের দক্ষিণভাগে রাখিবে।

অন্নদান।—ব্রাহ্মণের সমীপে কুশাদি সবাইয়া জলপ্রক্ষেপ দিয়া জল দ্বারা নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে একটি চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করত তদুপরি অন্নপাত্র রাখিয়া আমিষযুক্ত অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত ও পান্যসাদি বামকর-সংযুক্ত-দক্ষিণকর দিয়া পরিবেশন করিয়া, অন্নের উপর নিয়োক্ত মন্ত্রে জলপ্রোক্ষণ পূর্বক উর্দ্ধমুখ দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠমধ্যভাগ রাখিবে, মন্ত্র যথা—

“ওঁ বিষ্ণো কব্যং ব্রহ্মস্ব” “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেমে ত্রেখা নিদধে পদং সমুচ্চ-মশ্রু পাংস্তলে।” অতঃপর “ওঁ অপহতান্নরারক্ষাংসি বেদিষদঃ।” এই মন্ত্রে অন্নে তিল দিতে হয়।

অনস্তর অন্নে ঘৃত-মধু দিয়া গায়ত্রী পাঠ এবং “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ররন্তি সিদ্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সঙ্ঘোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমৃতোষসো মধুন্নং পার্শ্বিৎ

রজঃ। মধু শ্চোরস্ত নঃ পিতা। ওঁ মধুমাম্নো বনস্পতির্মধুর্ম। অস্ত সূর্য্যো
মাধ্বীর্গাবো ভবস্ত নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু” মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করত
ব্রাহ্মণকে জল দিয়া, তিল-তুলসী-মোটকযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া—“ওঁ অমুক-
গোত্র প্রেতামুকদেবশর্মাশ্বেতন্তে তৈজসাধার-সামিষারঃ স্মৃতাদ্যপকরণসমেতঃ
সতৈজসাধার-তিলোদকং স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর করপুটে “ইদং তৈজসাধারসামিষাঃ ইমাঃ তৈজসাধারাঃ সতিলা
আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্যতঃ স্বদ” বলিবে।
তৎপরে “ইদং গণ্ডুষজলং তে স্বধা” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে এক গণ্ডুষ জল দিয়া
পুনরায় গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ্য। অনন্তর কবচোড়ে —“ওঁ অন্নহীনঃ
ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঃ যদুভবেৎ। তৎসর্বমিদমচ্ছিদ্রমস্ত” (ওঁ অস্ত্র প্রত্যস্তর)
মন্ত্র পাঠ করিবে। “ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মাশ্বেতা তে শয্যা
স্বধা” এই মন্ত্রে শয্যা দান করিবে।

তদনন্তর গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পড়িয়া “ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-
কব্যতোক্তাব্যায়্য হরিবীষবোহত্র। তৎসন্নিধানাদপষাৎ সতো রক্ষাংশ-
শেষাণ্যমুবাচ সর্ষে। ওঁ যোগীশ্বরঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পূজ্য যুনয়োহক্রবন্।
বর্ণাশ্রমেতবাণারো ক্রহি ধর্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যো-
শনোহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পবামর-ব্যাস-শম্ব-
লিখিতা দক্ষগোতমো। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাदि। ওঁ দুর্ঘোধানো মনু্যম্নো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ
শকুনিস্তম্ব শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমুদ্রে মূলং বাজা ধৃতরাষ্ট্রো-
হমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিবো ধর্মম্নো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত
শাখা। মাদ্রীমুতো পুষ্পফলে সমুদ্রে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ
সপ্তব্যাধা দণার্ণেষু যুগাঃ কালজবে গিবো। চক্রাংকাঃ শরদাপে হংসাঃ সরসি
মানসে। তেহভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানঃ
যুগং তেভ্যোহবসীদথ। ওঁ কচিঃ ওঁ কচিঃ ওঁ কচিঃ ওঁ কচয়ে নমঃ ওঁ নমস্ত্য-
মিত্যাदि। ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ।” এই শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিয়া

অবশিষ্ট সমুদ্র অন্নগুলি লইয়া দধি, মধু ও ঘৃতাদি মাখিয়া স্থাপন করিবে।

ব্রাহ্মণের বামভাগে কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশা ছড়াইয়া উহাতে পিতৃরীতি-
ক্রমে একটু জলের প্রক্ষেপ দিয়া তিল-তুলসী-মোটক-বিশিষ্ট একটি পিণ্ড ও
বামকরে জলপাত্র হইয়া “ওঁ অগ্নিদেবাস্চ বেজীবা বেংপ্যদধ্বাঃ কুলে মম। তুমো

দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ ॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
নৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমন্তি । তত্পুংসেহং ভূবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্ত লোকাং
স্থায় তদং ॥” মন্ত্র পাঠ করত সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থ দ্বারা ঐ কুশার উপর
দিবে। তৎপরে ‘গয়া গঙ্গা হরিঃ’ বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে ও হস্ত
প্রক্ষালন করিবে।

অনন্তর প্রকৃতোত্তরীয়ভাবে আচমনান্তে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনশ্চ
বিকৃতোত্তরীয়ভাবে থাকিয়া ব্রাহ্মণকে ‘ইদমাচমনীয়োদকং তে স্বধা’ এই মন্ত্রে
ব্রাহ্মণকে আচমনজল দিতে হয়। তৎপরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য।

“ওঁ শেষমন্নপ্যস্তি ক দেয়ং” (প্রশ্ন করিবে), “ওঁ প্রেতার দীয়তাম্”
(প্রতিবচন), “ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে”, (‘ওঁ কুরুষ’ প্রতিবচন)।

তৎপরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করত “ওঁ নিহ্মি
সর্বং যদমধ্যবদ্ববেদ্ধতাশ্চ সর্বৈহস্বরদানবা ময়া । বক্ষাংসি বক্ষাঃ সপিশাচ-
সজ্বা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বৈ ॥” এই মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে বামা-
বর্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক “ওঁ অপহৃতাস্থবা বক্ষাংসি বেদিষৎঃ ।” পুন-
র্বার “ওঁ নিহ্মি সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া সাগ্র কুশাদ্বয় দিয়া মণ্ডলের মধ্যে
রেখাচ্ছেদ করিবে। অনন্তর কুশাদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ
মণ্ডলের উপর কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশা বিস্তার করত জলের ছিটা দিবে
এবং “দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বারত্ৰয় পড়িবে।

“ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ষিণেভিদেহস্বভ্যঃ দ্রবিণেহ
ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছ ।” মন্ত্রে কুশার উপর তিল দ্বারা প্রেতের
আবাহন পূর্বক ঐ কুশা বামকরে ধারণ করত “ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেব-
শর্শ্বন্নবনেনিষ্ক স্বধা” মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে।

অনন্তর “মধু বাতা ঋতায়তে” ইত্যাদি এবং “ওঁ অক্ষন্নমৌমদন্ত হবপ্রিয়া
অধুষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা বিন্ধ তে হরী ।” এই
ছটি মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত ও মধু-সমন্বিত পিণ্ডে তিল, আমিষ, তুলসী ও মোটক
দিয়া, পিণ্ড দক্ষিণ-করে লইয়া অন্নারক বামকর দ্বারা জলপাত্র লইয়া—“ওঁ
অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্শ্বনেষ তে সামিষপিণ্ডঃ সতিলোদকঃ স্বধা” মন্ত্রে সেই
কুশার উপর পিতৃতীর্থযোগে পিণ্ডদান পূর্বক জল দিবে। অবশিষ্ট অন্নগুলি
পিণ্ডের চতুর্দিকে ছড়াইয়া আত্মতকুশমূল দ্বারা অমন্ত্রক করপৃষ্ঠলেপ পিণ্ডের
উপর দিতে হয়।

তৎপরে হরিশ্চরণ ও জলস্পর্শ করিয়া পিণ্ডপাত্রের প্রকালনজন লইয়া “ও অমুকগোত্র প্রেতাঃমুকদেব শর্শ্বেন্নেতন্তে শ্বধা” মন্ত্রে অন্নপাত্রধৌত ঐ জল পিণ্ডের উপর দিবে।

অনন্তর শ্বাসরোধ করত তেজোময়মূর্তি ভাবনা করিয়া করপুটে মন্তকোপরি বামাবর্তে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে উত্তরাংশে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবয়স্ব । ও অমীমদত প্রেতো যথাভাগমাবয়স্বিষ্টে ।” তৎপরে “ও নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে ও গৃহাঃ প্রেত দেহি ও সদন্তে প্রেত দেশ্ম ।” ইহা পাঠ করিবে।

তদনন্তর একটু নূতন দশাসূত্র লইয়া, “ও এতদ্বঃ প্রেতা বাসঃ” মন্ত্রে পিণ্ডের উপর দিয়া অন্নারক বামকর দ্বাৰা ধরিয়া “ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শ্বেন্নেতন্তে বাসঃ শ্বধা ;” মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

তৎপরে গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ ও তাম্বুল দ্বারা অমন্ত্রক পিণ্ডপূজা করিয়া, ও “বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ । বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংক্রান্ততবে চ নমঃ সদা ॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ । মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্র পাঠ্য। তৎপরে ‘ও সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত্ৰ’ বলিয়া পিণ্ডাগ্রে জলসেচন করিবে। (“ও অস্ত্ৰ” প্রতিবাক্য সর্বত্র)। “ও শিবা আপঃ সন্ত্ৰ” ব্রাহ্মণকে জল দিবে ; (‘ও সন্ত্ৰ’ প্রতিবচন) “ও সৌমনশ্চমন্ত্ৰ” পুষ্প দিবে। (“ও অস্ত্ৰ” প্রতিবচন) “ও অক্ষতঞ্চারিষ্টেঞ্চাস্ত্ৰ” (‘ও অস্ত্ৰ’ প্রতিবচন) দুর্কাতগুল দিবে। তদনন্তর তিল, মধু ও ঘৃতযুক্ত জল লইয়া,—“অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্শ্বণঃ কুতেহস্মিন্ আঠৈকোদিষ্টেপ্রাক্কে সর্বঃ দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্ ।” মন্ত্রে দিয়া (“ও উপতিষ্ঠতাঃ” প্রতিবচন) “ও অঘোরঃ প্রেতোহস্ত্ৰ” (‘ও অস্ত্ৰ’ প্রতিবচন) “ও গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্” (ও বর্দ্ধতাঃ প্রতিবচন) এই প্রার্থনা করিবে। পরে পিণ্ডের উপর পবিত্র সহ দুইটি কুশা দিয়া—“ও উর্জ্জং বহস্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কৌলালং পরিষ্কৃতং শ্বধাস্থ তর্পয়ত মে প্রেতম্” মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা পিণ্ডোপরি তর্পণ করিতে হয়। পরে ‘পিণ্ডঃ সম্পন্নঃ’ প্রশ্ন করিয়া (সূসম্পন্নঃ প্রতিবাক্য) ‘পিণ্ড গম্যাং গচ্ছ’ এই মন্ত্রে বিসর্জন করিবে।

দক্ষিণাস্ত।—দক্ষিণাভ্য প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুরে”। তৎসদৃশ অমুকে শ্বাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্শ্বণঃ কুতেতদাঠৈকোদিষ্টেপ্রাক্ককর্ষণঃ সাদ্তার্থঃ দক্ষিণামিদং রজতমর্চিতং (অথবা

রজতমূল্যঃ হরীতকীফলমর্চিতঃ) ত্রিবিষ্ণুদৈবতঃ বধাসম্ভবগোত্রনায়ে
ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।”

অনন্তর “ওঁ দেবতাভ্যঃ” মন্ত্র বারত্বর পড়িয়া, ‘ওঁ অভিরমত্যাং ক্ষমস্ব’, বলিয়া
ও ‘ওঁ অভিরতোহস্মি’ প্রতিবচন বলাইয়া ব্রাহ্মণকে জল দান করত বিসর্জন
করিবে।—“ওঁ আ মা বাজশ্চ প্রসবো জগম্যাদেমে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আ
মা গস্তাং পিতরা মাতরা (যুবমা মা) চামা সোমোহমৃতস্যায় গম্যাৎ” (গম্যাঃ)
এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে বেঠেন পূর্বক জল দিয়া, জলপূজাপূর্বক “যশ্চ শ্রাদ্ধং কৃতং
তশ্চ অক্ষয়্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়মন্নং জলে (গঙ্গায় গঙ্গাজলে) সমর্পয়ামি,
পিণ্ডমপি জলে সমর্পয়ামি” বলিয়া দুই স্থানের অন্ন লইয়া নিকটস্থ জলে
ফেলিয়া দিবে। “ওঁ মহাবাহুদেব্যায়ুধি” —ইত্যাদি শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া,
‘কৃতৈতদাষ্টৈকোদ্ভিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ব’ এষ্ট মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও ব্রাহ্মণ
খুলিয়া, কর ধোত কবত দীপাচ্ছাদন, সূর্য্যপ্রণাম ও ‘অন্তোত্যাগি অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতোহস্মিন্ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদৈবগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায়
শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে, ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদাপশুস্তি স্মরয়ঃ দিবীব
চক্ষুরাততম্।’ এই মন্ত্রে বৈগুণ্যপ্রশমন পূর্বক “শ্রীমতাং পুণ্ডরীকাকঃ” মন্ত্রে
ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। “এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্ব” বলিয়া শ্রীভগবানে
কর্ম্মফল অর্পণ করিবে। শ্রাদ্ধমিদং সাজং জাতং এই প্রস্ন করিবে (ওঁ বেদ-
বিধিনা সাজং জাতম্) শ্রেতশ্রাদ্ধে শেষ ভোজন নিষিদ্ধ ।

সামবেদীয়া-মাসিক শ্রাদ্ধ

মুখ্যশ্রাদ্ধং মাসি মাসি অপৰ্য্যাপ্তৌ ঋতুং প্রতি । দ্বাদশাহেন বা কুৰ্য্যাদেকাহে
দ্বাদশাথবা । মাসিক শ্রাদ্ধ প্রতিমাসে মৃততিথিতে এক একটি করিয়া ১২টি ও
প্রথম বর্ষমাসিকের পূর্বতিথিতে শ্রাদ্ধযোগ্যকালে প্রথম বাগ্মাসিক, পূর্ণ-
সম্বৎসরের পূর্ব তিথিতে শ্রাদ্ধযোগ্যকালে দ্বিতীয় বাগ্মাসিক কর্তব্য । মৃতবৎসর-
মধ্যে মলমাস পড়িলে ১টি মাসিক বৃদ্ধি হইবে । প্রথম বর্ষমাসের মধ্যে মলমাস
পড়িলেও প্রথমবাগ্মাসিক বর্ষমাসিকের পূর্বতিথিতেই হইবে । কিন্তু
দ্বিতীয় বর্ষমাসের মধ্যে মলমাস পড়িলে ত্রয়োদশমাসিকের পূর্বতিথিতে
দ্বিতীয় বাগ্মাসিক কর্তব্য । প্রতিমাসেই উক্ত মাসিক করিতে অসমর্থ
হইলে প্রতি দুই মাস ব্যবধানে কর্তব্য । তাহাতেও অক্ষম হইলে দ্বাদশ
দিনে বা একদিনেও উক্ত মাসিকগুলি সম্পাদন করিতে পারা যায় ।

ইহার প্রয়োগপ্রণালী সাধারণতঃ আত্মশ্রাদ্ধের জ্ঞান, কেবল বাহা বাহা প্রভেদ আছে, তাহাই লিখিত হইতেছে। এই শ্রাদ্ধে ষড়ঙ্গ (পীঠ, ছত্র, পাত্ৰকা, শয্যা, তৈজসসাধার প্রদীপাদি) দাতব্য নহে, আসনদানে অত্রাসনে দেবরাজ ইত্যাদি, গন্ধদানে সৰ্ব্বঃ সুগন্ধ ইত্যাদি, পুষ্পদানে ত্রিষা দেব্যা ইত্যাদি, ধূপদানে বনস্পতি ইত্যাদি, দীপদানে সুপ্রকাশো মহাদীপ ইত্যাদি, ‘ইহলোকঃ পরিত্যজ্য গতোহসি পরমাং গতিম্’ এই মন্ত্র সকল পাঠ্য নহে। ভোজ্যদানে—, টী মাসিকস্থলে ‘অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত্রা-মুকদেবশ্রমণঃ প্রথমমাসিকৈকোদ্ধিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে (দ্বিতীয়মাসিকাদিস্থলে দ্বিতীয়মাসিকৈকোদ্ধিষ্ট ইত্যাদি যথাযথ উল্লেখ্য, একদিনে বহু মাসিক কর্তব্য হইলে প্রথমমাসিকৈকোদ্ধিষ্টে দ্বিতীয়...তৃতীয়...চতুর্থ...পঞ্চম...প্রথম-বাগ্মাসিক...ষষ্ঠ ...সপ্তম...অষ্টম...নবম...দশম ...একাদশ ...দ্বিতীয়বাগ্মাসিক...দ্বাদশমাসিকৈকোদ্ধিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে) অমুকগোত্রস্ত্র প্রেতস্ত্রামুকদেব-শ্রমণোহক্ষরস্বর্গকাম” ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করিবে। সৰ্ব্বত্র বাক্যে ‘আট্টিকোদ্ধিষ্টস্থলে’ ‘অমুকমাসিকৈকোদ্ধিষ্টে’ ইহা উচ্চার্য।

— — —

সপিণ্ডীকরণ-ব্যবস্থা

শ্রাদ্ধদ্বয়মুপক্রম্য কুর্বাতি সহপিণ্ডিতাম্। তয়োঃ পার্শ্বণবৎ পূৰ্ব্বমেকোদ্ধিষ্টম্ যথাগরম্ ॥ পিতৃপিতৃণোর সহিত প্রেতপিতৃণোর সংমিশ্রণ ব্যাপারকে সপিণ্ডীকরণ কহে। ইহাতে পিতৃপুরুষত্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি পার্শ্বণ ও প্রেতের উদ্দেশ্যে একটি একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মৃত সপ্তৎসর পূর্ণ হইলে মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন সপ্তৎসরমধ্যেও নিরবকাশ বৃদ্ধি-কার্যের অনুরোধে সপিণ্ডীনাগকৰ্ষ হইতে পারে। অপকর্ষের কর্তব্যতা-কর্তব্যতা ব্যবস্থাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। পিতার সপিণ্ডন—পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন পুরুষের সহিত হইবে, এইরূপ পিতৃবর্ভমানে মাতার সপিণ্ডন—পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহীর সহিত, পিতৃ-মরণানন্তর মাতার সপিণ্ডন—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত কর্তব্য, কিন্তু পিণ্ডদানে পিতামহ ও প্রপিতামহ অর্থাৎ মাতার স্বশ্রব ও আৰ্য্য স্বশ্র-রের পিণ্ডদ্বয় কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয় এবং কেবল স্বামীর পিতৃণোর সহিত স্ত্রীর পিণ্ডসম্বয় হইবে। মাতৃমরণের সপ্তৎসরমধ্যে পিতৃমরণ হইলে মাতার সপিণ্ডন তিনটি শ্রাদ্ধ দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়, যথা—

পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে পার্জন, প্রেতীভূত পিতার একোদ্বিষ্ট ও প্রেতীভূত মাতার একোদ্বিষ্ট কর্তব্য। প্রেতীভূত পিতার একোদ্বিষ্টে প্রদত্ত পিতৃপিণ্ডের সহিতই মাতৃপিণ্ডের সমন্বয় হইবে। সম্বৎসরান্তে মৃততিথি (সপিণ্ডীকরণ তিথি) মলমাসে পতিত হইলে মলমাসেই সপিণ্ডীকরণ কর্তব্য। কিন্তু মলমাসনিবন্ধন মাসিকবৃদ্ধি হইবে না। পিতৃমরণ-বৎসরমধ্যে পিতামহ ও প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে প্রেতীভূত পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত সপিণ্ডন কর্তব্য। পরন্তু পিতামহ ও প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ একোদ্বিষ্ট বিধানে সম্পাদন করিতে হইবে। বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রেততদশায় তাঁহার সহিত পিতৃসপিণ্ডন কর্তব্য নহে। স্বামী নিজজীব সপিণ্ডন করিতে পারেন, কিন্তু পতিপুত্রগণা শ্রীর সপিণ্ডন কার্য্য নিষিদ্ধ। অসংস্কৃত অবস্থায় মৃতব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ নিষিদ্ধ, কিন্তু স্নেহবশতঃ আত্মশ্রাদ্ধ-মাসিকাদি হইতে পারে। মৃত ভ্রাতা প্রভৃতির সপিণ্ডন মৃতপিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের সহিত কর্তব্য। প্রেতের অসম্বন্ধি ব্যক্তির সহিত সপিণ্ডন হইবে না। দৌহিত্রাদি কর্তৃক মাতামহাদির সপিণ্ডীকরণে বাক্যে মাতামহপিত্রাদি সম্বন্ধোল্লেখ করণীয়, অসম্বন্ধস্থলে প্রেতের সম্বন্ধ, গোত্র ও নাম উল্লেখ্য। ইহাতে ব্রাহ্মণ ছয়টি, পবিত্র পাঁচটি, হস্তকুশ আটটি, মোটক পাঁচ গণ্ডা, ত্রিপত্র পাঁচটি, লম্বা কুশা দুইগাছা ও আস্তবর্ণার্থ প্রাদেশপরিমিত কুশা প্রয়োজন। ডোঙ্গা প্রায় পাঁচ গণ্ডা, ব্রাহ্মণের আসন ছয়খানা, খালি প্রায় আটখানা ও পুষ্পপাত্র দুইখানা প্রস্তুত করত নিত্যকর্ম্মসমাধানান্তে মাসিক এবং সপিণ্ডীকরণার্থ নিরামিষ অন্ন (প্রেতের জন্ত দধি মীন) পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পাক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিবে।

অন্ন বাস্তপুরুষাদির জন্ত পিতৃপক্ষে ও প্রেতপক্ষে চারি চারি অংশ দুই স্থানে রাখিবে। প্রেতপক্ষের অন্ন হইতেই প্রেতপক্ষীয় পিণ্ডাদি দিবে।

সপিণ্ডীকরণ

মাসিক করিবার অগ্রে মাসিকের ভোজ্যাদি উৎসর্গ করত সপিণ্ডীকরণের ভোজ্য তিন অংশ করিয়া পিতামহাদির উদ্দেশে দিবে। অনন্তর তৈজস-সাধারণ সৎস্র ভোজ্যাদি প্রেতের স্বর্গ-উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা—
“অন্তেষ্যাংসি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ-

বাসরে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকস্ত অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণ-
তৈজসসাধারণমাম্নঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
দদানি।” পরে উহার দক্ষিণাস্ত করিতে হয়। এই সময়ে সপিণ্ডীকরণার্থ
বাস্তুপুরুষাদির জন্ত আটটি ভোজ্য সাজাইতে হয়।

পিতৃপক্ষীয় ভোজ্যোৎসর্গ।—কর্তা পূর্বাস্ত হইয়া, ভোজ্য তিনটি লইয়া
“অমুকো মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেব-
শর্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্মণঃ (ইত্যাদি-
ক্রমে তিন পুরুষের নাম করিবে) পার্শ্বগবিরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত
পিতামহস্ত অমুকদেবশর্মণঃ (ইত্যাদিক্রমে পুনশ্চ তিন পুরুষের নাম করিবে)
অক্ষয়স্বর্গকাম ইমানি সঘৃতসোপকরণাম্নভোজ্যাত্তর্চিতানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি
যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” পরে ইহার দক্ষিণাস্ত কর্তব্য।

প্রেতেব ভোজ্য ধারণ পূর্বক ‘অন্তেতাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-
দেবশর্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-
দেবশর্মণোহক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃত-সোপকরণ’ ইত্যাদি। অনন্তর ভোজ্যোৎ-
সর্গের দক্ষিণাস্ত করিবে।

অনন্তর শেষ মাসিক করিয়া পার্শ্বগোক্ত স্থানে নারায়ণসমীপে বসিয়া
দক্ষিণাস্ত কর্তার দক্ষিণকবের নিকট পশ্চিমাগ্র করিয়া দৈবব্রাহ্মণ দুইটির
আসনযুগল ও শ্রাদ্ধকর্তার সম্মুখে দক্ষিণাগ্র করিয়া পিতামহাদির ব্রাহ্মণত্রয়ের
তিনখানি আসন এবং পিতৃপক্ষের সমীপে অগ্নিকোণ-নিকটে প্রেতপক্ষীয়
ব্রাহ্মণের আসন একখানি দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। প্রেত-শ্রাদ্ধেব
স্থান হইতে পিতৃশ্রাদ্ধের স্থান পৃথক্ হওয়া উচিত। সে কারণ প্রেতশ্রাদ্ধ-
স্থান কুশ বা জলধারা দ্বারা পৃথক্ করিয়া দিবে। দৈবপক্ষীয় দুই আসনে
ত্রিপত্রদ্বয় এবং পিতৃপক্ষীয় আসনত্রয়ে মোটকত্রয় ও প্রেতপক্ষীয় আসনে
মোটক এক এবং সর্বত্র এক একগাছি প্রাদেশপরিমিত কুশা দিবে। ছয়
আসনেই তাশূল দাতব্য। আসনের উপর জল-পূরিত তিনটি পাত্র স্থাপন
পূর্বক তদুপরি যথাক্রমে উপকরণপাত্র তিন ভাগে তিন পক্ষে রাখিবে এবং
তিন পক্ষেই আসন-নিকটে জলপাত্র রাখিবে। প্রেতপক্ষীয় জলপাত্রে
স্বতন্ত্র হস্তকুশ স্থাপ্য। নিজ বামে প্রেতপক্ষে ত্রিপত্রসমন্বিত একটি
জলপাত্র রাখিবে। তৎপরে আচমনান্তে গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া পিতৃ-
পক্ষে বাস্তুপুরুষাদির অর্চনা করিয়া, প্রেতপক্ষে বাস্তুপুরুষাদির পূজা ও

ভোজ্য দিবে। দৈবপক্ষ-সমীপে ব্রাহ্মণ-পক্ষের উক্ত সহস্রশীর্ষেত্যাদি মন্ত্রে স্নান ও “গন্ধদ্বারাং হ্রাদধর্মাম্” ইত্যাদিমন্ত্রে চন্দনানুলেপন ও ‘ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, স্ব স্ব আসনে রাখিয়া, প্রেতপক্ষীয় ব্রাহ্মণের স্নান ও অর্চনা করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রে স্নান, অনুলেপন ও ‘ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রথম দৈবপক্ষের, পরে পিতৃপক্ষের, শেষে প্রেতপক্ষের কার্য্য করিতে হয়।

অনন্তর দৈব ব্রাহ্মণে জল দিয়া কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়া “অমুকো মাসি অমুকো পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেব-শর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য্য) পার্শ্বণবিধিক-শ্রাদ্ধে কৰ্ত্তব্যে পুরুষবোমাজ্জবসোর্ষি-শ্বেষাং দেবানাং পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে।” (কুরুষ প্রতিবচন) পরে গায়ত্রী ও দেবতাভ্য ইত্যাদি ত্রিধা পাঠান্তে অমন্ত্রক রক্ষা-জল স্থাপন কর্ত্তব্য। মতান্তরে রক্ষাজলস্থাপন আবশ্যক নহে।

পিতৃপক্ষে কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য্য) পার্শ্বণবিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)

তৎপরে গায়ত্রী ও “দেবতাভ্যঃ” ত্রিধামন্ত্র-পাঠান্তে বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রে গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিবে ও “রক্ষোঃস্বমুদকত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধরক্ষাং কুরু” মন্ত্রে রক্ষার্থ জল স্থাপন করিবে।

প্রেতপক্ষে অমুজ্জা।—“কুরুক্ষেত্র” ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠান্তে অন্তে-ত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।” (“ওঁ কুরুষ” প্রতিবচন।)

অনন্তর গায়ত্রী একবার ও “দেবতাভ্যঃ”—মন্ত্র তিনবার পাঠ্য এবং গঙ্গা-মৃত্তিকা জলে গুলিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক ঐ জল উপকরণাদিতে ছিটাইয়া উক্তমন্ত্রে রক্ষার্থজল স্থাপন করিতে হয়।

প্রেতপক্ষ হইতে দৈবপক্ষে আগমনকালে প্রতিবারে প্রেতপক্ষীয় জলপাত্র হস্তকূশ খুলিবে, রেখার উপর রক্ষিত জল ত্রিপত্র দ্বারা শিরো-দেশে দিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পিতৃপক্ষের কার্য্য পার্শ্বণবিধানে ও প্রেতের মাসিক একোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধের বিধানে কর্ত্তব্য।

তৎপরে দৈবপক্ষে ত্রিপত্র আসনদ্বয় ধরিয়া,—“ওঁ পুরুষবোমাজ্জবসৌ
বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ ।” মন্ত্রে দর্ভাসনদান ও অমন্ত্রক ব্যবধান
কর্তব্য ।

পিতৃপক্ষে মোটকাসন ধারণ পূর্বক “ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেব-
শর্ষঙ্গমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ষঙ্গমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক-
দেবশর্ষঙ্গেন্নেতন্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র তামহু বাংচ ত্বমহু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে
প্রদান করিয়া “ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ” এই মন্ত্রে তিল নিকিরণ
করিবে ।

প্রেতপক্ষে দর্ভাসন ধারণ করত—“অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ষঙ্গেন্নে-
তন্তে দর্ভাসনং স্বধা” এই মন্ত্র পাঠ সহকারে জলের ছিটা দিবে । ‘অপহতা’মন্ত্রে
তিলবিকিরণ কর্তব্য ।

অনন্তর দেবপক্ষে—“ওঁ বিশ্বান্ দেवान্ আবাহ্নিষ্যে” মন্ত্রে আবাহন
কর্তব্য । (ওঁ আবাহন প্রতিবচন) “ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং ত্বম্
এদং বর্হিনিষৌদত । ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরিক্ষে ষ উপত্যবিষ্ঠ
যেহগ্নিজিহ্বা উতবা যজ্ঞত্রা আসত্ত্যশ্বিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ । ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত
সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্বঃ রাজন্ পারয়ামসি ।” পিতৃপক্ষে
যুগপৎ ব্রাহ্মণত্রয়েই নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিন হস্তে আবাহন করিবে—“ওঁ পিতৃন
আবাহ্নিষ্যে (ওঁ আবাহন প্রতিবচন) ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ
পথিভিঃ পূর্বিণেভির্দর্ভাসনভ্যাং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্কবীবং নিযচ্ছত,
ওঁ উশন্তুহ । নিবীমহ্যশন্তুঃ সমিধোমহি উপরুশত আবহ পিতৃন হবিষে অত্তবে ।
ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতবঃ সোম্যাসো অগ্নিষাত্রাঃ পতিভিদেবানৈঃ । অশ্বিন্
যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিক্রবন্ত তে অবহুশ্বান্ ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ ।”
প্রেতপক্ষে আবাহন নাই । তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র দৈবে দুইটি, পিতৃপক্ষে
তিনটি এবং প্রেতপক্ষে একটি, জলরেখার উপর এক একগাছি কুশার উপরে
উপর্যধঃক্রমে স্থাপন করিতে হয় ।

অনন্তর দৈবাদিক্রমে, “ওঁ পবিত্রে স্তো বৈষ্ণব্যো” মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন পূর্বক
“ওঁ বিষ্ণোম নসা পূতে স্থঃ” মন্ত্রে জল দ্বারা মার্জ্জন করিয়া পাঁচটি পাত্রে স্থাপন
করিবে ।

প্রতিপাত্রের উপর “ওঁ শন্নো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে জল দিতে হয় । দৈবে
—“ওঁ যবোহসি যবরাস্মদেশো যবরারাতীদিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যে

ঋা শুক্লভাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি” মন্ত্রে ষব দিয়া, পিতামহাদি পাত্রে “ওঁ তিলোহসি সোমদেবভ্যো” ইত্যাদি মন্ত্রে তিল দিবে।

অনন্তর দৈব হইতে আরম্ভ করত অর্ঘ্যপাত্রে বিনা মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বাৰা অর্ঘ্য সম্ভিত করিবে। দৈবে কুশা দ্বারা,—“ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাং” (ওঁ স্তাং প্রতিবাক্য) মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রদ্বয় আচ্ছাদন করিবে। পিতৃপক্ষে,—“ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্ অর্ঘ্যপাত্রানি সন্তু,” (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র দুইটি কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং পরে প্রেতপক্ষে,—“ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন, “বিষ্ণোর্মনসা পুতমসি” মন্ত্রে পবিত্রমার্জন, ‘শন্নো দেবী’ ইত্যাদি মন্ত্রে পবিত্রস্নান, অমন্ত্রক অর্ঘ্য স্থাপন ও কুশা দ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ ২.চ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্তু” মন্ত্রে (ওঁ অমন্তু প্রতিবচন) অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদন করিবে।

তৎপরে দৈবপক্ষে—আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া দুইটি ব্রাহ্মণকরে “ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং নমঃ” প্রাগগ্র দুইটি পবিত্র দিয়া, “জলাস্তরং নমঃ, পুষ্পাস্তরং নমঃ” এই মন্ত্রে যথাক্রমে পবিত্রদান, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর-দানাংস্তে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসৰ্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণে গন্ধপুষ্প দিয়া, অর্ঘ্যপাত্র দুইটি উপর্য্যধোভাবে বাম-হস্ততলে তুলিয়া, উত্তান দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত “ওঁ যা দিব্যা” মন্ত্রে মাটিতে রাখিয়া, ধরিয়া,—“বিষ্ণুরেঁ। পুৰুরবোমাদ্রবসৌ বিষ্ণেদেবা এতে বোহর্ঘ্যে নমঃ” মন্ত্রে দুই অর্ঘ্যই দৈবব্রাহ্মণকে দিবে।

তৎপরে প্রেতপক্ষে অর্ঘ্যপাত্রাচ্ছাদন কুশাটি তুলিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণকরে “পবিত্রং স্বধা, জলাস্তবং স্বধা, পুষ্পাস্তরং স্বধা” মন্ত্রে পবিত্র এবং জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দিয়া, অর্ঘ্যপাত্র লইয়া—‘যা দিব্যা’ মন্ত্রে মাটিতে রাখিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ষন্নৈরন্তে অর্ঘ্যং স্বধা” এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিবে। কেবল পুষ্পাদি প্রেতব্রাহ্মণকে দিতে হয়।

অনন্তর দুইগাছি কুশা গ্রহণ পূর্বক—“ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাষ্ট্র, তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্।” “ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীমন্নি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ॥”—এই মন্ত্রদ্বয় প্রতিবারে পড়িয়া করস্থিত কুশা দ্বারা প্রেতের অর্ঘ্য-পাত্রীয় জল তিনটি দাগ দিয়া চারি অংশ করিয়া এক অংশ প্রেতব্রাহ্মণকে দিবে ও বাকী তিন অংশ পিতৃপক্ষে আনিবে।

তৎপরে পিতৃগণের অর্ঘ্যপাত্রে আবরণ কুশা ভুলিয়া, পিতামহাদির ব্রাহ্ম-
ণের হস্তে “পবিত্রং স্বধা” এবং “জলাস্তরং স্বধা” ও “পুষ্পাস্তরং স্বধা”মন্ত্রে যথাযথ
পবিত্রাদি দিয়া পিতামহের অর্ঘ্যপাত্র লইয়া “ওঁ যা দিব্যা” মন্ত্রপাঠ সহকারে
অভিমন্ত্রিত করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মনৈতস্তেহর্ঘ্যং
ওঁ যে চাত্র তামহু যাংচ ত্বমহু তৈশ্ব তে স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করত “ওঁ যে
সমানাঃ সমনসঃ” প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক সেই প্রেতাৰ্ঘ্যপাত্রীয় জলের
এক অংশ ঐ অর্ঘ্যজলে মিশাইয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণের করে দিবে। প্রপিতামহ
এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও অর্ঘ্যপাত্র এই নিয়মে হস্ততলে লইয়া “যা দিব্যা”
ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গাদি করিবে।

পরে করপ্রক্ষালন ও আচমন করত অর্ঘ্যপাত্র হাজ করিয়া নিজ বামে
কুশার উপর “ওঁ পিতৃভ্যাঃ স্থানমসি” মন্ত্রে স্থাপন করিবে। তৎপরে উত্তরাস্ত্র
হইয়া দেবপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত গন্ধাদি দিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ পুঙ্করবোমাজ্রবসৌ
বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ।” উক্তক্রমে পিতৃপক্ষে
এবং পবে প্রেতপক্ষেও গন্ধাদি দিতে হয়। দৈবে সযব এবং পিতৃপক্ষে ও
প্রেতপক্ষে তিলতুলসীসমন্বিত জল ব্রাহ্মণের পার্শ্বে স্থাপন করিবে। অনন্তর
দৈবাদিক্রমে তিন পক্ষে তিনটি মণ্ডল করিয়া, অন্নপাত্রত্রয় স্থাপন পূর্বক
অগ্নৌকরণ, হোম হইতে বাসোদান পর্য্যন্ত নিখিল কৰ্ম্ম পার্শ্বণের নিয়মে
(পার্শ্বণশ্রাদ্ধ দেখ) করিবে, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে একোদ্ভিষ্টবিধানে (মাসিক
শ্রাদ্ধ দেখ) প্রেতপক্ষের কার্য্য শেষ করিতে হয়। * প্রেতের অন্নদানাদি
বাসোদানান্তে প্রেতপিণ্ডের উপরিস্থিত বাসস্থত্রাদি অপসারণ করত “ওঁ যে
সমানাঃ সমনসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে স্রবর্ণ, রজত বা কুশ দ্বারা প্রেতের পিণ্ডটি
ছইবার তিন খণ্ডে কাটিয়া, “যে সমানাঃ” মন্ত্রে প্রথম খণ্ড পিতামহপিণ্ডমধ্যে
মিশাইয়া পিতামহের পিণ্ডস্থানেই রাখিতে হয়। এই প্রকারে প্রত্যেকবার
মন্ত্র পড়িয়া মধ্যখণ্ড প্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে এবং শেষ খণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহের
পিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে।

পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তিনটি পিণ্ড অমন্ত্রক পূজা করিয়া “বসন্তায়

* প্রথমে দৈবে ও পিতৃপক্ষে অন্নদান শেষ (অগ্নিদক্ষাপিণ্ডদান পর্য্যন্ত) করিয়া
প্রেতপক্ষে অন্নদান শেষ করিবে। পরে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানের অনুজ্ঞাগ্রহণ হইতে পিণ্ডপূজা
পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া প্রেতপক্ষে পিণ্ডদানাদি।

নমস্ত্য্যং” মন্ত্রে ঋতুর প্রণাম করিবে। ‘স্বশ্রুপ্রোক্ষিতমস্ত’ ইত্যাদি মন্ত্রে জলদানাদি তিন পক্ষেই কর্তব্য।

অক্ষব্যোদকদানান্তে কেবল পিতৃপক্ষেই পিতৃের উপর সপবিত্র কুশ দিয়া স্বধাবাচন এবং “উর্জ্জং বহন্তী” মন্ত্রে পিতৃসেচন ও হ্যাজোত্তোলন কর্তব্য। পরে দক্ষিণা দিবে।

দক্ষিণাস্ত।—পিতামহাদিপক্ষে “অদ্যেত্যাदि—অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য) কৃতৈতৎপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামেতৎ রজতমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণা-
গ্নাহং দদানি।”

দৈবে দক্ষিণা।—“অদ্যেত্যাदि—অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য) পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধে কৃতৈ পুরুষোমাদ্রবসোর্কিষেযাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু-
দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণাগ্নাহং দদানি।”

প্রেতপক্ষে দক্ষিণা।—“অদ্যেত্যাदि—অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেব-
শর্ষণঃ কৃতৈতৎসপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামেতৎ রজতমূল্যং” প্রভৃতি।

অনন্তর “ওঁ বিশ্বদেবাঃ প্রীয়স্তাং” মন্ত্রে দৈবে জল দান করত পুষ্প আভ্রাণ করিয়া পিতৃপক্ষে ‘দাতারো’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ এবং “দেবতাভ্যঃ” মন্ত্রে পিতৃ-
বিসর্জন করিয়া “ওঁ বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃ ও দৈবক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জন পূর্বক ‘আ মা বাজস্ত’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণপ্রদক্ষিণ ও ‘পিতা স্বর্গঃ’ মন্ত্রে নমস্কার এবং জলে পিতৃার্পণ করত ‘মহাবামদেব্যধ্যাষি’ মন্ত্র পাঠ পূর্বক শান্তিদান, অচ্ছিদ্রা-
বধারণাদি পার্কণবিধির অবশিষ্ট কর্ম সমাধা করিবে এবং প্রেতপক্ষে একো-
দ্বিষ্ট-বিধিতেই কার্য সমাধা করিবে।

সামটবন্দীত-পার্কণ-শ্রাদ্ধসূত্র

শ্রাদ্ধপূর্বদিনে মাংস-স্নীত্যাগষ্টিকভোজনম্। শ্রাদ্ধাহে দন্তকাষ্ঠস্ত ত্যাগঃ
জ্ঞানং তথোষসি ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্যাৎ যদা তিলকপূর্বকম্। দর্ভপাণিঃ

কুরুক্ষেত্রং পঠিত্বা দানমুৎসৃজেৎ ॥ পূর্বাশ্চ উপবিষ্টাথ আচামেবিধিপূর্বকম্ ।
 দক্ষিণাচ্ছিত্ত্বাক্যঞ্চ কৃত্বা দানং সমাপ্য চ । দক্ষিণামুখ আচম্য কুরুক্ষেত্রং পুনঃ
 পঠেৎ ॥ শালগ্রামেহথবা তোয়ে বাস্বর্চা বিষ্ণুকীৰ্ত্তনম্ । তন্মৈ পূজা মূল্যদানং
 পরভূষামিনেহথবা ॥ তৎপিতৃভ্যশ্চাগ্রাদানং রক্ষাদীপকুশদ্বিজাঃ । শ্রাদ্ধাহুজ্ঞা চ
 গায়ত্রী দেবতাভ্য ইতি ত্রিধা ॥ যজ্ঞলপ্রোক্ষণং রক্ষাজলস্থাপনমেকতঃ ।
 পূর্বং বিপ্রকরে তোয়ং কুশাসনমনস্তরম্ ॥ দক্ষিণে দেববিপ্রশ্চ পিতৃবিপ্রশ্চ
 বামতঃ । আবাহনার্য্যঃ স্যাজ্জঞ্চ ততো গক্ষাদি-পঞ্চকম্ ॥ মণ্ডলং দৈবে পৈত্রেয়
 চ পাত্ৰস্তাসোহগ্নিহোমকঃ ॥ ঐশানীক্রমতো রেখা প্রাগগ্রা দেবমণ্ডলে ।
 নৈঋতীক্রমতো রেখা দক্ষাগ্রা পিতৃমণ্ডলে ॥ পাত্ৰাণাং তেষু বিস্তাসো হোম-
 প্রস্নাগ্নিহোমকঃ । হৃতশেষপ্রদানঞ্চ পাত্ৰপাতোহন্নবেশনম্ ॥ ইদমিত্যঙ্গুলিক্লেপ-
 স্তৃক্ষীং দৈবে যবশ্চ চ । পিত্রেয় মস্ত্রেণ নিক্লেপস্তিলস্তাপহতা ইতি ॥ মধুনো-
 হ্নয়ে চ নিক্লেপো গায়ত্র্যাগ্নির্জপস্ততঃ । মধু বাতেত্যচা চৈব মধুশক্লত্রয়েণ চ ।
 অন্নভিমজ্জণং তশ্চ দানং জলনিবেদনম্ ॥ গায়ত্র্যাদি-ত্রিকজপশ্চান্নহীনজপস্তথা ।
 দ্বিজাভাবেহপি তৃপ্তাখং গায়ত্র্যাদিত্রিকশ্চ চ ॥ পুণ্যাখ্যানশ্চ চ জপঃ সতিল-
 প্রোক্ষিতে কুশে । অগ্নিদধেতি যজ্ঞাভ্যাং সতিলান্ননিবেদনম্ ॥ হস্তপ্রক্ষালনা-
 চামৌ হরিশ্বতির্জলশ্চ চ । পিতৃাদিক্রমতো দানং গায়ত্র্যাদিজপঃ পুনঃ ॥
 শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রমৌ নিহন্যীতি চ মণ্ডলে । অপহতানিহন্যীভ্যাং রেখাযুগ্মং
 পিতৃক্রমাৎ । আন্তরো দেবতেত্যশ্চ জপ আবাহনং তিলৈঃ ॥ অবনেজন-
 দানঞ্চ মধুবাতাদিকং তথা । অক্ষরমী পিণ্ডদানং দর্ভলেপাপঘর্ষণম্ । আচমনং
 শ্বতীর্কিঞ্চোঃ পাত্ৰক্ষালাবনেজনম্ । অত্রেত্যাদিজপো বামাবর্তেনোদমুখ-
 স্ততঃ ॥ আবৃত্যামীজপশ্চৈব শ্বাসত্যাগোহঞ্জলিস্ততঃ । নম ইত্যাদিকজপো
 বাসোদানঞ্চ পূজনম্ ॥ বসস্তায়-জপশ্চৈব দ্বিজাগ্রভূমিসেচনম্ । দৈবাদি-
 ত্রাক্ষণে দানং জলাদিত্রিতয়শ্চ চ । শিবা ইত্যাদিনাক্ষয়ামঘোরা গোত্রমিত্যপি ।
 সপবিজ-কুশঃ পিণ্ডে স্বধাবাচনমূর্জকম্ ॥ স্যাজ্জোখানং পিতুঃ পক্ষে দক্ষিণা-
 দানমগ্রতঃ । বিশ্বেদেবাশ্চ দাতারে। দেবতেতি জপস্ত্রিধা । বিসর্জনং বাজ ইতি
 আমাবেতি প্রদক্ষিণম্ । অন্নাদেঃ প্রতিপত্তিচ্চ বামদেব্যজপস্ত্রিধা ॥ দীপপ্রচ্ছা-
 দনং হস্তক্ষালনাচমনে তথা । অচ্ছিত্ত্বাচনং বিক্ষোঃ স্মরণং শেষতোজনম্ ॥
 আদিত্যশ্চ নমস্কারঃ কুশত্যাগস্ততঃ পরম্ । তদ্দিনে মৈথুনত্যাগঃ শ্রাদ্ধকৃচ্ছা-
 ভোজিনোঃ ॥

শ্রাদ্ধদিনে পন্নিভ্যজ্য

যাত্রাং যুদ্ধং নদীপারং পুনঃস্নানং দ্বিভোজনম্ । দ্যুতক্রীড়াং রতিং নার্যা
শ্রাদ্ধং কৃৎস্না চ বর্জয়েৎ ॥ শ্রাদ্ধং কৃৎস্না পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে চ বিহ্বলাঃ । পতন্তি
নরকে ঘোরে নৃপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ বর্জ্যানি কুর্ষতা শ্রাদ্ধং কোপোহধ্ব-
গমনং ত্রয়ং । ভোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ন শস্ততে ॥ পুনর্ভোজনমধ্বানং
দ্যুতাদ্যয়নমৈথুনম্ । দানং প্রতিগ্রহং সন্ধ্যাং শ্রাদ্ধং কৃৎস্নাষ্টে বর্জয়েৎ ॥

বিদেশযাত্রা, সংগ্রাম, নদীর পরপাবগমন, পুনরায় স্নান ও ভোজন, পাশ-
ক্রীড়াদি, স্রীসহবাস, পরশ্রাদ্ধে ভোজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, সন্ধ্যা,
শ্রাদ্ধদিনে এইগুলি পরিত্যজ্য । ইহা করিলে শ্রাদ্ধকারী ও পিতৃলোকের
নরকগতি হয়, শ্রাদ্ধও বিফল হইয়া থাকে ।

সামবেদীয়-পার্বণশ্রাদ্ধ

পূর্বদিনে একবার নিরামিষাশী হইয়া সংযতভাবে থাকিবে । পরদিনে
পার্বণ করা স্থির না থাকিলে উক্তপ্রকারে সংযত না থাকিয়া দুইবার স্নানান্তে
পার্বণ করিতে পারে । পরদিনে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে দুইখানি বস্ত্র (পরি-
ধেয় ও উত্তরীয়) ধারণ করত দক্ষিণদিকে ক্রমনিম্ন স্থানে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া
পাদকালন পূর্বক হস্তকুশ-ধারণান্তে পূর্বাস্থ হইয়া বসিবে । পরে আচমন-
বিধি অনুসারে বারদ্বয় আচমন পূর্বক পাষণ, অস্থি, কাঁকর, ইষ্টক, কর্দম,
কীট, দুর্গন্ধ, অনিষ্ট-বিশিষ্ট ও উচ্চ-নীচহেতুক দুর্গম ভূমি ত্যাগ করিয়া গোময়-
লিপ্ত স্থলে কুশাসনে বসিয়া, তিলক ধারণ করত ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা
প্রদীপ জালিয়া নারায়ণার্চনা করিয়া ভোজ্য দান করিবে ।

ভোজ্যোৎসর্গ ।—‘ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ’ ইत्याদি মন্ত্র
পাঠ করিয়া বামপার্শ্বস্থ আমায় উত্তান বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তে জল দ্বারা ‘ওঁ
এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামায়ভোজ্যায় নমঃ’ এই মন্ত্রে বারত্ৰয় প্রোক্ষণ পূর্বক গন্ধ-
পুষ্প লইয়া ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সঘৃতসোপকরণামায়ভোজ্যায় নমঃ’ এই
বলিয়া পূজা, ‘এতদধিপত্যে ওঁ ত্রীবিম্ববে নমঃ’ এই বলিয়া একবার, ‘এতৎ-
সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ’ মন্ত্রে একবার গন্ধপুষ্প দিবে । (পরে ‘ওঁ ত্রীবিম্বুঃ
পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু’ বলিয়া নথ ব্যতীত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আমায় স্পর্শ করিবে ।)
পরে তাত্রাদিপাত্রে কুশত্রিপত্রসহ জল লইয়া ‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমূকে

মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ, অমুক-
গোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুক-
গোত্রস্ত মাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রমাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুক-
গোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকস্ত পার্শ্বশ্রাদ্ধবাসরে * অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ
অমুকদেবশর্মাণঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতা-
মহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত মাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রমাতা-
মহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকস্ত অক্ষয়স্বর্গকামঃ এতৎ
সম্বতঃসোপকরণামান্নমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
দদানি' বাক্যে কুশত্রিপত্রের দ্বারা আমানের উপর জলের অভ্যক্ষণ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণা দান করিবে। বাক্য যথা,—‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত’ এইরূপ
‘পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত পার্শ্ব-
শ্রাদ্ধবাসবে অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ’ ইত্যাদি ‘বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তা-
ক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতদামান্নদানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং
(ফলং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি’ এই বাক্যে
কাঞ্চন বা তনুল্য বা দক্ষিণার জল দেয় ফলের উপর জল অভ্যক্ষণ করিবে।

তৎপরে হাতে জল লইয়া ‘কৃতৈতৎসোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মচ্ছিদ্ৰ-
মস্ত’ বাক্যে জল ত্যাগ পূর্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্তব্য।

বাস্তুপূজা।—‘এতৎ পাণ্ডং ওঁ বাস্তুপুষ্করায় নমঃ’ ইত্যাদি নিয়মে দশোপ-
চারে, পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ
প্রদান করিবে। পরে ‘ওঁ সর্কে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্কং বাস্তুময়ং জগৎ।
পৃথ্বীধরস্ত বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোহস্ত তে ॥’ মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

বিষ্ণুপূজা।—‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি নৃরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরা-
ততম্’ মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করত ‘ওঁ তৎসৎ’ উচ্চারণ করিয়া ‘ওঁ যজ্ঞেশ্বরায়
শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ’ মন্ত্রে পাণ্ডাদি দশোপচারে অর্চনা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ

* চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা ও সংক্রান্তিবিহিত পার্শ্বশ্রাদ্ধে কেবল ‘পার্শ্বশ্রাদ্ধবাসবে’
বা অনুজাদিতে ‘পার্শ্বশ্রাদ্ধঃ’ উল্লেখ হইবে, এতদ্ভিন্ন সকল পার্শ্বশ্রাদ্ধেই ‘পার্শ্বশ্রাদ্ধবাসবে’
ইত্যাদি উল্লেখ্য। কোনও নিমিত্তবিশেষে পার্শ্বশ্রাদ্ধ করণীয় হইলে ‘অমুকনিমিত্তকপার্শ্ব-
শ্রাদ্ধবাসবে’ ইত্যাদি প্রয়োগ কর্তব্য।

দান করিবে, যথা— পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া ‘এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসম্বতো-
পকরণান্নভোজ্যং ও যজ্ঞেশ্বরায় ত্রিবিধবে নমঃ’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিতে হয়।

তৎপরে যে স্থানে পার্শ্বণ করিবে, সে স্থানের সমীপস্থ দেবতা গঙ্গা প্রভৃতির
অর্চনা, ভোজ্যদান এবং নমস্কার করিয়া, অপরের ভূমিতে পার্শ্বণ করিলে
ভূমিমূল্য দিবে বা ভূস্বামীর উদ্দেশে ‘ইদমামান্নং ও এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা’
বলিয়া পিতৃরীতিক্রমে আমান্ন উৎসর্গ করিবে। স্বকীয় ভূমিতে অথবা
অস্বামিক ভূমিতে * পার্শ্বণ করিলে ভূমির মূল্য দিবার আবশ্যকতা নাই।

পিতার বসুরূপ, পিতামহের কদরূপ ও প্রপিতামহের আদিত্যরূপ
ধ্যান করা কর্তব্য। সকল দৈবকৃত্য উত্তরাভিমুখ, পাতিতদক্ষিণজাহ্নু ও উপবীতী
হইয়া এবং যাবতীয় পিতৃকৃত্য দক্ষিণাশ্র, পাতিতবামজাহ্নু ও প্রাচীনাবীতী
হইয়া করিবে।

ব্রাহ্মণস্থাপন।—অগ্রে দেবপক্ষে একটি পাতে কিছু ষবমিশ্রিত বারি ও
পিতৃপক্ষে একটি পাতে তিলসংযুক্ত জল স্থাপন করিবে। দৈবপক্ষে একখানি
আসনে পূর্বাস্ত্র দুইগাছি কুশ ষবোদক দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্বক পশ্চিমদিকে
রাখিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দুইখানি আসনে দক্ষিণাগ্র এক একটি
কুশ তিলোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করত দক্ষিণভাগে রাখিবে। তৎপরে পাঁচগাছা
সাগ্র কুশ দিয়া ওঁকার উচ্চারণ করত আড়াইপেঁচ দিয়া অগ্রগুলি উর্দ্ধদিকে
রাখিয়া তিনটি কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করত ‘ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ
সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ষতো বৃদ্ধা অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্’ মন্ত্রে স্নান করাইবে। ‘ওঁ
গন্ধদ্বারাং হ্রাদধ্বাং নিত্যপুষ্পাং করৌষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহো-
পহ্বরে শ্রিয়ম্।’ এই মন্ত্রে চন্দনামূলিপ্ত করিয়া ‘ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে
পাছাদি-দশোপচারে অর্চনা করিয়া দেবপক্ষের আসনে পশ্চিমাগ্ররূপে পূর্বাস্ত্র
করিয়া উপবীতীভাবে একটি এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষের আসনে দক্ষিণাগ্র-
রূপে উত্তরাস্ত্র করিয়া প্রাচীনাবীতীভাবে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করত শ্রাদ্ধা-
হুজ্জা গ্রহণ করিবে। যথা—অগ্রে দৈবপক্ষে দক্ষিণহাঁটু পাতিয়া উত্তরাভিমুখ
ও উপবীতী হইয়া দৈবব্রাহ্মণে জল দিয়া “ওঁ কুরুক্ষেত্রং” ইত্যাদি “ওঁ তদ্বিক্ষেপঃ

* অস্বামিক ভূমি যথা,—বন, গিরি, নদীপ্রবাহের দুই পাশে চারিহাতপ্রমাণ ভূমি, পুণ্যময়
পুরুষোত্তমাদির গৃহ, গম্বাদিতীর্থ, দণ্ডকাদি অরণ্য, গঙ্গাদি মহানদীর গর্ভ এবং তাহার উত্তর
পাশে দেড়শত হাত পর্যন্ত তীর, তীরের দুই পাশে দুই কোশ বাবৎ ক্ষেত্র, এই সমস্ত স্থান
ব্রাহ্মণদির বশবর্তী থাকিলেও অস্বামিক বলিয়া গণ্য।

পরমম্' ইত্যাদি পাঠান্তে “বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত মাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রমাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকস্ত পার্শ্বগশ্রাদ্ধে কর্তব্যে পুৰুবোমাদ্রবসোবিশ্বেষাং দেবানাং পার্শ্বগশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” বাক্যে করযোড়ে প্রশ্ন করিলে পুরোহিত “ও কুরুষ” বলিবেন।

কেহ কেহ দৈবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন। সে স্থলে অনুজ্ঞাবাক্যে “ব্রাহ্মণয়োৱহং” উচ্চার্য।

দক্ষিণাশ্র ও প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু পাতিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে জল-দান করত “কুরুক্ষেত্র, তদ্বিক্ষো” ইত্যাদি পাঠ পূৰ্ব্বক কবপুটে “বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত, পার্শ্বগ-শ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” বলিবে, “ও কুরুষ” পুরোহিত বলিবেন। পরে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জন দিয়া পূৰ্ব্ববৎ কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র পাঠান্তে করযোড়ে “বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত মাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রমাতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকস্ত পার্শ্বগ-শ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত “ও কুরুষ” বলিবেন।

তৎপরে প্রণবব্যাহতি সহিত প্রণবাস্ত গায়ত্রী জপান্তে “ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাষোগিত্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তি” এই মন্ত্র বারত্ৰয় পাঠ্য। পরে “ও তদ্বিক্ষোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বা ‘ও পুণ্ডরী-কাক্ষায় নমঃ’ এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করত তুলসীপত্র ও মৃত্তিকাজল একটি পাত্রে রাখিয়া ঐ জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যক্ষণ করিতে হয়। পরে একটি পাত্রে ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রক্ষার্থ কিছু কিছু জল দৈবে অমন্ত্রকভাবে ও পিতৃপক্ষে ‘ও রক্ষোৱমৃদকত্বমসি’ এই মন্ত্রে রাখিতে হয়। (‘অগ্নিন্ শ্রাদ্ধরক্ষাং কুরু’ প্রতিবচন)

অনন্তর উত্তরাশ্র ও উপবীতী হইয়া জানু পাতিয়া দৈবব্রাহ্মণের করে জল দিয়া “ও পুরুবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতচ্ছো দৰ্ভাসনং নমঃ” মন্ত্রে দৈবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে সরল একটি ত্রিগড় দিবে। তৎপরে

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া বামহাঁটু ভূমিতে পাতিয়া পিতৃব্রাহ্মণের করে জল দিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক, এতত্তে দৰ্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংচ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে কুশের মোটক পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে। ‘ওঁ অপহতান্মুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ’ এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণসনে তিলদান কর্তব্য। এই প্রকারে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের করে জল দিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে গোত্র ও নাম উল্লেখ করত “এতত্তে” ইত্যাদি পাঠ করিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের বামদিকে কুশের মোটক ও পূর্বোক্ত তিলদানমন্ত্রে তিল দিবে।

আবাহন।—উত্তরাশ্র, উপবীতী ও পাতিত-দক্ষিণজানু হইয়া যব লইয়া “ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহ্নিষ্যে” বলিলে পূর্বোক্ত “ওঁ আবাহয়” বলিবেন। অনস্তর “ওঁ বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বহিনিষীদত” মন্ত্রে আবাহন করিয়া অমন্ত্রক যবগুলি দৈবব্রাহ্মণে নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে করপুটে “ওঁ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরিক্ষে য উপত্যবিষ্ঠ যে অগ্নি-জিহ্বা উত বা যজত্বা আসাদ্যাস্মিন্ বহিষি মাদয়ধ্বম্, ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি” এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণাশ্র, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তিল লইয়া “ওঁ পিতৃন্ আবাহ্নিষ্যে” বলিলে ব্রাহ্মণও “ওঁ আবাহয়” বলিবেন। তদনস্তর “ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গন্তীরেতিঃ পথিভিঃ পূর্কিণেভির্দিত্তান্মভ্যঃ দ্রবিণেহ তজ্রং রয়িঞ্চ নঃ সৰ্ববীরং নিযচ্ছত, ওঁ উশন্তুস্তা নিধীমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশন্তুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অভবে” মন্ত্রে আবাহন করত করযোড়ে “ওঁ অগ্নাস্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দেবানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদ-স্তোহধিক্রবন্ত তে অবন্তুস্মান্” মন্ত্র জপ করত “ওঁ অপহতান্মুরারক্ষাংসি বেদি-ষদঃ” বলিয়া পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে তিল প্রক্ষেপ করিবে।

অর্ঘ্যদান।—জলস্পর্শ করিয়া প্রথমে দৈবব্রাহ্মণের পুরোভাগে পূর্বাগ্র কুশের উপর একটি পাত্র, তৎপরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের পুরোভাগে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিনটি, মাতামহপক্ষব্রাহ্মণের পুরোভাগে দক্ষিণাগ্র-কুশের উপর তিনটি, এই সাতটি পাত্র স্থাপন পূর্বক দুই দুইটি কুশ লইয়া এক একটি পবিত্র করত “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণ রাখিয়া নথ ব্যতীত কোন দ্রব্য দ্বারা ছেদন পূর্বক “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্বঃ”

মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে সাতটি পাত্রে সাতটি পবিত্র রাখিয়া “ও শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ঐ সাতটি পবিত্রে জল দিবে। “ও যবোহসি যবয়ান্নদেযো যবয়রাতীঃ। দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যে ত্বা শুক্লস্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি” মন্ত্রে দৈবপক্ষের অর্ঘ্য-পাত্রে যব বিকিরণ করিতে হয়। “ও তিলোহসি সোমদেবত্যো গোমবো দেব-নির্মিতঃ প্রভুমদ্ভিঃ পৃক্ভঃ স্বধয়া পিতৃন লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহপক্ষের প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রে তিল দিবে। তৎপরে দৈবাদিক্রমে সাতটি অর্ঘ্যপাত্রে বিনা মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দুর্বারুত দিয়া অন্য একটি কুশ দ্বারা আবরণ করত উত্তরাশ্র, পাতিতদক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া “ও অচ্ছিদ্র-মিদমর্ঘ্যপাত্রমন্তু” বলিবে। পুরোহিত “ও অমু” বলিবেন। অনন্তর উদ্ঘাটন করিবে। দৈব ব্রাহ্মণের করে “পবিত্রং নমঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রের প্রাগগ্র পবিত্র দিয়া, অর্ঘ্যজল ও পুষ্প “ও জলাস্তবং নমঃ, ও পুষ্পাস্তবং নমঃ” এই মন্ত্রে দিয়া আব একটি পুষ্প দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ও শিরঃপ্রভৃতি-সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত ঐ অর্ঘ্যপাত্র বামকরে লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা উবুড়ভাবে আচ্ছাদন করত “ও যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূব্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্ষা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিরাস্তা ন আপঃ শিবাঃ নঃ শ্রোনাঃ সহবা ভবন্তু” মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমুখিত করিয়া পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামকর দ্বারা দক্ষিণ-বাহুমূল স্পর্শ করত “ও পুরুষোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতদ্বোহর্ঘ্যং নমঃ” মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা দৈব-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে। তৎপরে দক্ষিণাশ্র, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পূর্ববৎ অর্ঘ্যপাত্র কুশ দ্বারা আবরণ পূর্বক “ও অচ্ছিদ্রান্নেতান্নর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু” * বলিবেন। পুরোহিত “ও সন্তু” বলিবেন। পবে উদ্ঘাটন, “ও পবিত্রং স্বধা” মন্ত্রে ব্রাহ্মণে তিনটি তিনটি পবিত্রদান, “ও জলাস্তবং স্বধা, ও পুষ্পাস্তবং স্বধা” মন্ত্রে জল ও পুষ্পদান ও “এতে গন্ধপুষ্পে ও শিরঃপ্রভৃতি-সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা চিৎভাবে আবরণ করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ-বাহুমূল স্পর্শ করিবে। পরে “ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্নেতত্তেহর্ঘ্যং ও যে চাত্র ত্বামনু যাংচ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিতৃব্রাহ্মণে

* অর্ঘ্যপাত্র স্বধা—তাম্র, গণ্ডারনাসিকাহিনির্মিত, ফটিকাদিপাত্র অভাবে কদলী-বৃক্কৃৎ প্রভৃতি একজাতীয় সমস্ত অর্ঘ্যপাত্র কঠব্য। যতান্তরে কদলীপত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অৰ্ঘ্য দিয়া পাতে শেষ বে জল থাকিবে, সেই জলসহিত পূৰ্বস্থানে পাটটি রাখিবে। এই প্রকারে পিতৃব্রাহ্মণে পিতামহ ও প্রপিতামহের, মাতামহ-পক্ষের ব্রাহ্মণে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অৰ্ঘ্যদান পূৰ্বক পূৰ্বস্থানে সজল পাত্ৰ কয়েকটি রাখিবে। মন্ত্ৰ পিতৃ-অৰ্ঘ্যদানবৎ, কেবল-মাত্ৰ নাম গোত্র ভিন্ন ভিন্ন উচ্চাৰ্য্য। এক একটি অৰ্ঘ্য দিয়া একবার জলস্পৰ্শ করিবে। তৎপরে পিতৃপাত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ-প্রমাতামহপাত্ৰের জল ক্ৰমান্বয়ে লইয়া, প্রপিতামহপাত্ৰ দ্বারা আবরণ করত স্বীয় বামদিকে সমূল কুশের উপর “ও পিতৃভ্যঃ স্থানমসি” এই বলিয়া মৃত্যু করিবে অর্থাৎ যাহাতে নিম্নটি উপরে, উপরিস্থিটি নীচে যায়, একরূপভাবে রাখিবে।

গন্ধাদি দান।—উত্তবাস্ত, পাতিতদক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া “ও পুরুষোমাজ্জবসৌ বিশ্বদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ” মন্ত্ৰে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন বস্ত্রদ্বয় অভাবে বস্ত্রখণ্ড ১ খানি উৎসর্গ করত “এষ বো গন্ধঃ” বলিয়া গন্ধ, “এতদ্বঃ পুষ্পং” বলিয়া পুষ্প, “এষ বো ধূপঃ” বলিয়া ধূপ, “এষ বো দীপঃ” বলিয়া দীপ, “এতদ্ব আচ্ছাদনং” বলিয়া বস্ত্র দৈবব্রাহ্মণে দিবে। পুরোহিত যথাযথ “সুগন্ধঃ” “সুপুষ্পং” “সুধূপঃ” “সুদীপঃ” “স্বাচ্ছাদনম্” বলিবেন। ‘কৃতৈতদগন্ধাদিদানকৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমন্ত্ৰ’ মন্ত্ৰে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে (ও অস্ত্র প্রতিবচন)। অনন্তর দক্ষিণাশ্র, পাতিত-বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া “অমুকগোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক, এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্ৰ আমনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্ৰে উৎসর্গ করিয়া, “এষ তে গন্ধঃ” বলিয়া পিতৃব্রাহ্মণে গন্ধ, “এতদ্বৈ পুষ্পং” বলিয়া পুষ্প, * “এষ তে ধূপঃ” বলিয়া ধূপ, “এষ তে দীপঃ” বলিয়া দীপ পিতৃব্রাহ্মণ-নিকটে এবং “এতদ্ব আচ্ছাদনং” বলিয়া বস্ত্র পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। এই প্রকার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নামোল্লেখ করত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, আচ্ছাদন উৎসর্গ করিয়া, মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে গন্ধ, পুষ্প.

* পুষ্প হুগন্ধি ও যেত হওয়া উচিত, পদ্ম, উৎপল কিম্বা গন্ধ ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন যে কোনও পুষ্প প্রক্ষেপণীয়। জবাদি রক্তপুষ্প, আকন্দ, গীতমিটী, অমেধ্যস্তানজাত, উগ্রগন্ধি, কেতকী, করবীর, বকুল, চম্পক ও রক্তজাতি অত্যন্ত নিষিদ্ধ। যেহেতু, মল্লিকা, কুল্ল, যুধী পুষ্প পিতৃ-পুরুষকে প্রদান করিবে।

ধূপ, দীপ, বস্ত্র দিবে। কোন দ্রব্যের অভাব হইলে সদৃশবস্তু দান বা
স্বদান ও বস্ত্রাভাবে খণ্ডবস্ত্রদান কর্তব্য।

পিতৃব্রাহ্মণ ও মাতামহ-ব্রাহ্মণের হস্তে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞোপবীত-
দান কর্তব্য। বামহস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতৃঃ
অমুকদেবশর্শনু” এবং “পিতামহ প্রপিতামহ এতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থসূত্রং স্বধা।
এতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্রম্” এই মন্ত্রে দান করত মাতামহব্রাহ্মণে “ওঁ অমুক-
গোত্র মাতামহ অমুক” ইত্যাদি বাক্যে দান করিবে। পরে কৃতাজলি
হইয়া “কৃতৈতদগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিত্রমস্ত্র” এই মন্ত্রে অচ্ছিত্রাবধারণ কর্তব্য।
(ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন)।

অন্নদান।—অগ্রে দেবব্রাহ্মণের, পরে পিতৃব্রাহ্মণের, অনন্তর মাতামহ-
পক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখের কুশাদি ফেলিয়া পরিষ্কার করত জলধারা দ্বারা
দৈবপক্ষে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তভাবে পূর্বাগ্ররেখাযুক্ত
একটি এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া
বামাবর্তভাবে দক্ষিণাগ্ররেখাসম্পন্ন করত এক একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল ব্রাহ্মণের
পুরোভাগে অঙ্কিত করত তদুপরি তিনখানি ভোজনপাত্র রাখিবে। তৎপরে
একটি পাত্রে সম্বৃত অন্ন লইয়া ‘ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি’ বলিলে পুরোহিত ‘ওঁ
কুকৃষ’ বলিবেন। ‘ওঁ স্বাহা’ এই বলিয়া একটি পাত্রস্থিত জলে কিঞ্চিৎ
দিবে। তৎপরে ‘সোমায় পিতৃমতে’ বলিবে, ‘ওঁ স্বাহা’ বলিয়া আর কিঞ্চিৎ
দিয়া পরে ‘অগ্নয়ে কব্যাবাহনায়’ বলিবে এবং বিনা মন্ত্রে দুইবার ঐ জলে দিয়া
দৈবপাত্রে বারদ্বয়, পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে তিন তিনবার দিয়া দৈবপক্ষে
অন্নুত্তানকর দ্বারা (অধোমুখভাবে বামকর নীচে, দক্ষিণকর উপরে উবুড়ভাবে
রাখিয়া) উক্ত পাত্র ধরিয়া ‘ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ত্বোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্ত
মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা’ মন্ত্র পাঠ করিবে। পিতৃপক্ষের পাত্র ও
মাতামহপক্ষের পাত্র উত্তান (চিৎভাবে বামহস্ত নীচে, দক্ষিণ হস্ত উপরে
রাখিয়া) করে ধরিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ্য। তৎপরে আর একটি পাত্র হইতে দুই
হস্ত দ্বারা পত্নী বা স্বয়ং প্রথমে দৈবপাত্রে, পরে পিতৃপাত্রে, তদনন্তর
মাতামহপাত্রে অন্ন পরিবেশন করিবে। দৈবপাত্রে দুই ভাগ, পিতৃ ও মাতামহ-
পাত্রে তিন তিন ভাগ করিয়া দিবে, উপকরণ আর একটি পাত্রে দিতে হয়।
অন্নপাত্রের অভাবে অন্নপাত্রের উপর দিবে, পাত্রান্তরসত্ত্বে অন্ন পাত্রে করিয়া
রাখিবে, ভোজনপাত্রের উপর দিবে না। তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। উহা ভগ্ন

হইলেও দোষ নাই। সীসা, লোহ, প্রস্তর, অষ্ট অঙ্গুলীর ন্যূন পাত্র, ভগ্ন, মৃন্ময় এই সমস্ত পাত্রে অন্ন দিবে না। রৌপ্যপাত্র অষ্টাঙ্গুলীন্যূন হইলেও গ্রাহ্য।

এইরূপে পরিবেশন করত “ওঁ বিষ্ণো হব্যং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নিদধে পদং সমুচ্চমশ্রু পাংস্তুলে” মন্ত্রে অগ্নে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ নখস্পর্শরহিতভাবে স্থাপন করিবে। পরে দৈবে সপ্রণব-ব্যাহৃতিক গায়ত্রী পাঠান্তে “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ঋরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সঙ্ঘোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং বজঃ। মধু দ্যোরন্ত নঃ পিতা। ওঁ মধুমাত্রো বনস্পতির্মধুম্। অস্ত সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু” জপ করিবে। বামহস্তে সঘৃত অন্নপাত্র ত্রিপত্রা-স্থিতভাবে ধারণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ পুঙ্করবোমাদ্রবসো বিশ্বেদেবা এতত্তেহন্নঃ* ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সর্ববোধকং নমঃ” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যাদেশ করিবে, যথা—“ইদমন্নং (আমারস্থলে ইদমামন্নং) ইমাঃ সযবা আপঃ (গজোদকে গজায়া আপঃ) ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্ যতাঃ স্বদত।” পরে “ইদং গণ্ডুষজলং ওঁ বো নমঃ” এই মন্ত্রে গণ্ডুষজল দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা ইত্যাদি ও মধু মধু মধু মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষ অন্নদান-প্রণালী যথা—দক্ষিণাশ্রু, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীথী হইয়া উত্তান করদ্বয়ে অন্নপাত্র ধরিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্র জপান্তে পাত্রে অন্ন পরিবেশন, ‘ওঁ বিষ্ণো কব্যামিদং ব্রহ্ম’ মন্ত্রে অনর্থ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন, ‘ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে’ ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, ‘ওঁ অপহতাস্ত্রারক্ষাংসি বেদিষদঃ’ এই মন্ত্রে তিলপ্রক্ষেপ, গায়ত্রীপাঠ, মধু বাতা ও মধু মন্ত্র জপ পূর্বক অগ্নে প্রদত্ত মধুর অভিমন্ত্রণান্তে সঘৃত মোটকাঙ্কিত ত্রিভাগকৃত অন্নপাত্র বামহস্তে ধরিয়া ‘বিষ্ণুরোম অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মান্’ এবং ‘পিতামহ প্রপিতামহ এতত্তেহন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সমেতং সতিলোদকং (গজোদকং) ওঁ যেচ্চাত্র’দানম্ যাংচ্চ ইদম্ তস্মৈ তে স্বধা’ এই মন্ত্রে দান করিবে।

তৎপরে “ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং

* শ্রীক্ষেত্র অন্নপাক উত্তরীর ধারণ পূর্বক স্বরং, পত্নী অথবা যে কোনও সাপণ্ডের দ্বারা কর্তব্য। “আপদ্বনগ্নৌ তীর্থেষু গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যরোঃ। আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু সদৈব হি।” এই বচনানুসারে পীকের অনুবিধা থাকিলে আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায়। কিন্তু “নিরগ্নেগ্রামশ্রাদ্ধে তু অন্নং ন কালবেৎ কচিৎ। বৃদ্ধৌ তু কালয়েদন্নং সংক্রমে গ্রহণেষু চ।” এই বচনে আমান্ন প্রক্ষালন নিষিদ্ধ আছে।

বাগ্‌যতঃ স্বদ” মন্ত্র পাঠ্য। ঐ প্রকার মাতামহপক্ষের অন্ন পিতৃপক্ষবৎ
পাত্রধারণ প্রভৃতি অস্তে মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ
করত উৎসর্গাস্তে “ইদমন্নঃ” ইত্যাদি পাঠ্য। অনন্তর ব্রাহ্মণে জল দিয়া
প্রণব-ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী পাঠ করিয়া “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি
সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুম্‌ পার্থিবঃ রজঃ
মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা। ওঁ মধুম্নো বনস্পতির্মধুম্‌। অস্ত সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো
ভবন্ত নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু” জপ করিয়া করপুটে “ওঁ অন্নহীনঃ
ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঞ্চ যদ্রবেৎ। তৎসর্কমিদমচ্ছিদ্রমস্ত” (ওঁ অস্ত প্রতিবচন)
পাঠ্য। পরে প্রণবব্যাহৃতি সহ গায়ত্রীপাঠান্তে “ওঁ মধু বাতা”—ও “মধু
মধু মধু,” “ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-ভোক্তাঃ হব্যায়্যা হরিরীশ্বরো
হত্। তৎসন্নিধানাদপযাস্ত সন্তো রক্ষাংশেষাত্তস্মরাশ্চ সর্কে। ওঁ যোগীশ্বরঃ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পূজ্য মুনয়োহব্রবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রহ্মি ধর্ম্মানশেষতঃ॥
ওঁ মন্বন্ত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়ন-
বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমো। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ
ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ। দিবীব
চক্ষুরাততম্। ওঁ ত্র্যেয়োধনো মন্যময়ো মহাশ্রমঃ স্বক্কঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্ত
শাখা। ত্র্যশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী॥ ওঁ যুধি-
ষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাশ্রমঃ স্বক্কোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা। মাদ্রীশ্রুতো
পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কুষ্মো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ ওঁ সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ
কালজরে গিরো। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেহভি-
জাতাঃ কুকক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুগ্মং তেভ্যো-
হবসীদত॥” এই শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিবে। সমর্থ হইলে কুচিস্তব পাঠ্য। *
অসামর্থ্যে “ওঁ কচিঃ ওঁ কচিঃ ওঁ কচিঃ ওঁ কচয়ে নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ
নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।
নমস্তিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে
নমঃ।” ইহাও পাঠ করিবে।

অগ্নিদগ্ধার উদ্দেশে বিকিরদান। দেব ও পিতৃপক্ষ এই উভয়ের মধ্যে দক্ষিণাগ্র
কূশ আন্তর্য্য পূর্ব্বক সতিল জল দ্বারা অভ্যর্কণ করত সকল প্রকার অন্ন উঠা-
ইয়া অর্থাৎ পিণ্ডদানার্থ যে তণ্ডুলাদি রাখা হয়, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া

* ইহার শেষে কুচিস্তব প্রদত্ত হইল।

তাঁহাতে জল, তিল, তুলসী, মোটক দিয়া একটি পিণ্ড নির্মাণ করত “ওঁ অগ্নি-দক্ষাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদক্ষাঃ কুলে নম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ । ওঁ যেযাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈর্বান্নসিদ্ধিন্ তথান্নমন্তি । তত্তৃ-প্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকার সুখায় তদ্বৎ” এই মন্ত্রপাঠ সহকারে কুশের উপর পিণ্ড প্রদান করিবে । পরে করদ্বয় ধোত, কুশত্যাগ ও আচমন করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ” ইত্যাদি পাঠ পূর্বক পিণ্ডদান করিবে ।

পিণ্ডদান ।—প্রত্যেক ব্রাহ্মণে ‘ইদমাচমনীয়োদকং তে স্বধা,’ দেবপক্ষে ‘ইদমাচমনীয়োদকং ওঁ বো নমঃ’ এই মন্ত্রে জল দিয়া সপ্রণবব্যাহতি গায়ত্রী পাঠ করত “ওঁ মধু বাত!” ইত্যাদি ও ‘মধু’ মন্ত্র জপান্তে “ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং” বলিবেন এবং “ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” বলিলে পুরোহিত “ওঁ কুর্কষ” বলিবেন । “ওঁ নিহ্নি সর্বং যদমেধ্যবদ্তুবেকতাশ্চ সর্বৈহস্মদানবা ময়া । বক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বৈ” এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া পিতৃব্রাহ্মণের পুরোভাগে তিনটি, মাতামহব্রাহ্মণের পুরোভাগে তিনটি নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্তভাবে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল কুশমূল দ্বারা অঙ্কন পূর্বক প্রাদেশপরিমিত দুইগাছি সাগ্র কুশ বাম-কর হইতে দক্ষিণকরে লইয়া “ওঁ অপহতাসুরাবক্ষাংসি বেদিষদঃ, ওঁ নিহ্নি সর্বং যদমেধ্যবদ্তুবেকতাশ্চ সর্বৈহস্মদানবা ময়া । বক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বৈ” এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পূর্বকথিত উভয়পক্ষীয় তিনটি তিনটি মণ্ডলের মধ্য রেখাচ্ছেদ পূর্বক দুইটি কুশপত্র উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে । তৎপরে ঐ রেখাব উপরে সম্মল সাগ্র কুশ আস্তরণ পূর্বক “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য এব চ । নমঃ স্বধাঠৈ স্বাহাঠৈ নিত্যমেব ভবত্বিত্তি” এই মন্ত্র বারত্ৰয় পাঠ করিবে, “ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভিদভ্রাস্ত্রভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং বরিক্ষ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছত” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক আন্তীর্ণ কুশে তিল বিকিরণ করত আবাহন করিবে । পরে সতিল পুষ্প-জল লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক অবনেনিকৃ, ওঁ যে চাত্র স্বামনু যাংস্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” বলিয়া পিতৃরেখায়, এইরূপ অপর পাঁচটি রেখায় “অমুকগোত্র পিতামহ অমুক” ইত্যাদি মন্ত্রে সতিল পুষ্প-জল দিবে । পরে আহুতির শেষ এবং অন্নাদির অবশিষ্ট

সকল একত্র করত বিধপ্রমাণ ৬টি পিণ্ড নির্মাণ পূর্বক স্বত, মধু প্রভৃতি এবং এক একটি তুলসীপত্র, তিল ও এক একটি মোটক এক একটি পিণ্ডে দিয়া বাম-করগৃহীত পাত্র হইতে দক্ষিণকরে একটি পিণ্ড লইয়া “মধু বাতা” “ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু.” “ওঁ অক্ষরমীমদন্তু হবপ্রিয়া অধ্বত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতীষোজা বিন্দ্র তে হরী । ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এষ তে পিণ্ডঃ সতিলোদকঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” বলিয়া পিতৃরেখার আন্তীর্ণ কুশের মূলে দিতে হয় । ঐ প্রকার “ওঁ মধু বাতা ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু” “ওঁ অক্ষরমী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক পিতামহ-নাম উল্লেখ করত কুশের মধ্যে, পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়পাঠান্তে প্রপিতামহ-নাম উল্লেখ করত কুশের অগ্রে, মাতামহ-নাম উল্লেখ করত মাতামহপক্ষের আন্তীর্ণ কুশের মূলে, প্রমাতামহ-নাম উল্লেখ করত মধ্যে, বৃদ্ধপ্রমাতামহ-নাম উল্লেখ করত অগ্রে পাঁচটি পিণ্ড দিবে । পিণ্ডদানান্তে এক একবার জল স্পর্শ করিয়া লইবে । পাত্রে পিণ্ডের অবশিষ্টাংশ যাহা থাকিবে, উহা পিণ্ডের সমীপে কিছু কিছু দিবে । হস্তে পিণ্ডের যাহা কিছু সংলগ্ন থাকিবে, পিতৃপক্ষে আন্তীর্ণ একগাছি কুশের মূল দ্বারা “ওঁ লেপভূজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং” মন্ত্রে তাহা ঘষিয়া পিণ্ডে দিবে । তৎপরে উভয়কর প্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণ করত পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন পূর্বক ঐ পাত্র বামকর হইতে দক্ষিণকরে লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক অবনেনিন্দ্র ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে ঐ প্রক্ষালনজল দিবে । ঐ প্রকার ক্রমান্বয়ে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পিণ্ডে দিবে । পরে মন্তকোপরি বামাবর্ত্তভাবে অঞ্জলি ঘুরাইয়া “ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগ মাবৃষায়ধ্বং” জপ করিতে হয় । পরে আচমনান্তে বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরাংশ হইয়া খাসরোধ করত সকল পিতৃপুরুষকে ভাস্কর-মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া ঐ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করত “ওঁ অমীমদন্তুঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত” মন্ত্রজপান্তে খাস পরিত্যাগ্য ।

তদনন্তর কবপুটে “ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ” এই মন্ত্রে পিতৃনমস্কার, “ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত” এই মন্ত্রপাঠসহকারে গৃহিণীকে দেখিবে । “ওঁ সদো বঃ পিতরো দেশ্ম” মন্ত্রে পিণ্ড দেখিবে । নূতন বস্ত্রের দশা হইতে সূত্র তুলিয়া কামকর হইতে দক্ষিণ-করে লইয়া “এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ” এই মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডের উপর সূত্র দিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে

বাসঃ ওঁ যে চাত্ব স্বামহু বাংশ্চ স্বমহু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে বামকরে দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করত পিতৃপিণ্ডে, পরে ঐ মন্ত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ নাম উল্লেখ করত প্রত্যেকবার জল স্পর্শ করিয়া প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে। তৎপরে শ্রীত পিতৃপুত্র উদ্দেশ্য করত বিনা মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বুল দ্বারা পিণ্ড অর্চনা করিবে। অনন্তর করপুটে “ওঁ বসন্তায় নমঃ স্তব্যঃ গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাত্যশ্চ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ সদা ॥ হেমন্তায় নমঃ স্তব্যঃ নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥” মন্ত্রে ষড়্ঋতুরূপ পিতৃপুত্রকে প্রণাম করিবে। “ওঁ স্মৃৎপ্রোক্ষিত-মস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন করিতে হয়। পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবেন। পিতৃব্রাহ্মণে “ওঁ শিবা আপঃ সস্ত” বলিয়া জল দিলে পুরোহিত “ওঁ সস্ত”, “ওঁ সৌমনস্তমস্ত” বলিয়া পুষ্প দিলে পুরোহিত “ওঁ অস্ত”, “ওঁ অক্ষত্কারিষ্টকাস্ত” বলিয়া দূর্বা ক্ষত দিলে পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবেন। ঐ প্রকার মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে ও দৈবব্রাহ্মণে জল, পুষ্প, দূর্বা ও অক্ষত দিতে হয়।

অক্ষতাদান।—তিল, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল লইয়া “ওঁ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত কুতেহস্মিন্ পার্শ্বণশ্রাদ্ধে সর্বং দত্ত্বামিদমন্নপানাদিকমক্ষতমস্ত” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিলে পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবেন। ঐ প্রকার পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ নাম উল্লেখ করত অল্প পাঁচটি পিণ্ডের উপর দিতে হয়।

“ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সস্ত” বলিলে পুরোহিত “ওঁ সস্ত”; ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ বর্দ্ধতাং” বলিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণে প্রদত্ত পবিত্রগুলির সহিত কুশ পিণ্ডের উপর আস্তরণ করত “ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে” বলিলে পুরোহিত “ওঁ বাচ্যতাং,” “ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ অস্ত স্বধা,” এইরূপ “ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিলে পুরোহিত সর্বত্র “বাচ্যতাং” ও অন্তে “ওঁ অস্ত স্বধা” বলিবেন। “ওঁ উর্জঃ বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধা স্ব তর্পরত মে পিতৃন্” মন্ত্রে সপবিত্র কুশ-সহিত পিণ্ডের উপর জলধারাসেক করিবে। (পুত্র-কামা স্ত্রী ঋতুস্রাতা হইলে “ওঁ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুত্রস্রজং বথৈহ পুত্রঃ স স্তাৎ” এই মন্ত্রে

পিতামহ-পিণ্ডটি স্ত্রীকে দিবে, স্ত্রী ভোজনসময়ে কথা না বলিয়া ভোজন করিবে।

দক্ষিণা।—স্বীয় বামভাগস্থ ত্র্যজপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণাস্ত করিতে হইবে। অগ্রে পিতৃপক্ষে দক্ষিণাস্ত করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদত্ত অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকস্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত কৃতৈতৎপার্কণশ্রাদ্ধকৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (তন্মূল্যং বা) বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি” বাক্যে দক্ষিণাস্ত করিবে। রৌপ্য দিলে “রজতং”, পয়সা দিলে “রজতমূল্যং” উচ্চার্য। এই প্রকারে মাতামহপক্ষেও দক্ষিণাস্ত করিবে। তৎপবে দৈবপক্ষে দক্ষিণাদান যথা—“ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদত্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশৰ্ম্মণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত পার্কণশ্রাদ্ধে কৃতে শ্রুতবোমাদ্রবসোবিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্কণশ্রাদ্ধকৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (কাঞ্চনমূল্যং বা) বিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে। দক্ষিণার্থ স্বর্ণ দিলে “কাঞ্চনং” এবং টাকা বা পয়সা দিলে “কাঞ্চনমূল্যং” উচ্চার্য। পরে কৃতাজলি হইয়া “অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু” বলিলে পুরোহিত “অস্তু” “ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়স্তাং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ প্রীয়স্তাং” বলিবেন। তৎপরে “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধাতৈঃ স্বাহাতৈঃ নিত্যমেব ভবত্বিতি” এইটি বারত্ৰয় পাঠ্য। দক্ষিণাভিমুখ, কৃতাজলি এবং স্থিবতদগতমনাঃ হইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করত পিতৃব্রাহ্মণদত্ত একটি পুষ্প লইয়া পিতৃপুৰুষেব নিকট বর প্রার্থনা করিবে, যথা—“ওঁ আশিষো মে প্রদীয়স্তাং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যস্তাং” বলিবেন এবং যজমান “ওঁ দাতারো নোহভিবৰ্দ্ধস্তাং বেদাঃ সন্ততিরের চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমবহ দেয়ঞ্চ নোহভিত্তি। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ব কঞ্চন ॥ অন্নং প্রবৰ্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কলিতা দ্বিজাশ্চেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু। পিতৃবরপ্রসাদোহস্তু” এই প্রার্থনা করিলে পুরোহিত “ওঁ সন্তু” “ওঁ অস্তু” বলিবেন। “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধাতৈঃ স্বাহাতৈঃ নিত্যমেব ভবত্বিতি” এই মন্ত্র

বারত্নর পাঠ্য। “ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত্যু
 ঋতজাঃ। অশ্ব মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভিদেবঘানৈঃ” এই
 মন্ত্র পাঠান্তে তিনগাছি কুশ দ্বারা ব্রাহ্মণস্থ পিতৃপুরুষ বিসর্জন
 করত উপবীতীভাবে ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণস্থ দেবগণকে বিসর্জন করিবে।
 “ওঁ আ মা বাজন্ত প্রসবো জগম্যাদেমে জ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আমা-
 গন্তং পিতরা মাতরা যুবমা মা (চামা) সোমোহমৃতদ্বার গম্যাৎ (গম্যাঃ)”
 এই মন্ত্রে বারিধারা দ্বারা ব্রাহ্মণ বেষ্টন করিয়া পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম
 করিবে। যথা—ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতা হি পরমরূপঃ। পিতরি
 প্রীতিমাপন্নো প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ। ওঁ পিতৃনু নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধা-
 ভূজঃ কাম্যফলাভিসকৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহন-
 তিসংহিতেষু” এই মন্ত্রে নমস্কার করত “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অন্তসে নমঃ”
 (গন্ধাজলে গন্ধান্তসে নমঃ বলিবে) মন্ত্রে জলে একটি গন্ধপুষ্প দিয়া “ওঁ
 যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তেষামক্ষয়াঠৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নাদিকং
 গন্ধান্তসি সমর্পিতম্” মন্ত্রে পিতা ও মাতামহপাত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
 অন্ন জলে দিবে। পরে পিণ্ড লইয়া “পিণ্ডোহপি গন্ধান্তসি সমর্পিতঃ” বলিয়া
 জলে দিবে। “ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তেষোরক্ষয়াঠৈ তৃপ্তয়ে ইদং
 পাত্রীয়ান্নাদিকং অন্তসি সমর্পিতম্” মন্ত্রে দৈবপাত্রের কিঞ্চিৎ অন্নাদি
 জলে দিতে হয়। অতঃপর পিণ্ড সকল তুলিয়া সূত্র ফেলিয়া পরিষ্কার করত
 গো, অজ বা ব্রাহ্মণকে দিবে কিংবা অগ্নি বা জলে ফেলিয়া দিবে।

অতঃপর শান্তি ও আশীর্বাদ করিবে।—উপবীতী হইয়া সপুষ্প জল লইয়া
 ব্রাহ্মণগুলির গ্রহি খুলিয়া “ওঁ মহাবামদেব্যঋষির্নিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো
 দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দৃতী
 সদাবুধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃত্তা। ওঁ কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদক্সসঃ
 দৃঢ়াচিদাকজে বসু। ওঁ অভীষুগঃ সখীনামবিতা জরিতুণাং শতন্তবা
 শ্যতয়ে” এই মন্ত্র বারত্নর পাঠান্তে “ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ
 পুষা বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষো অরিষ্টেনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
 ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি” এই মন্ত্র বারত্নর পড়িয়া পুরোহিত যজমানমস্তকে
 জলের ছিটা দিয়া আশীর্বাদ করিবেন।

অচ্ছিন্নাবধারণ।—তৎপরে অচ্ছিন্নাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ-
 হস্ত দ্বারা প্রদীপ আচ্ছাদন করত হস্তযুগল ধোত করিয়া আচমন পূর্বক

জল হাতে লইয়া “কৃতৈতৎপার্কশ্রাদ্ধকৰ্ম্মাচ্ছিন্নমন্ত্ৰ” বলিয়া জলে ফেলিয়া দিবে। পুরোহিত “ওঁ অমৃত” বলিবেন।

বৈশ্বণ্য-সমাধান।—অনন্তর “বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা কৃতৈতন্মিন্ পার্কণশ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি যদ্বৈশ্বণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে,” এই বলিয়া “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ। দিবীর চক্ষুরাততম্।” এই মন্ত্র পাঠ করত দশধা “ওঁ বিষ্ণু” জপ করিবে। ইহারই নাম বৈশ্বণ্য-সমাধান। অনন্তর শ্রীমতামিত্যাदि মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিষ্ণুশ্রবণ করিবে। “এতৎ কৰ্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমন্ত্ৰ” এই মন্ত্রে অর্পণ করিবে।

সাধারণতঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মেনা-নির্ণয়

দিবামানকে পঞ্চদশ অংশ করিলে এক এক অংশকে মুহূর্ত্ত বলে। সাধারণতঃ মুহূর্ত্তের পরিমাণ দুই দণ্ড। রাত্রি-মুহূর্ত্তেরও এই ব্যবস্থা। দিন-মানকে তিন অংশ করিলে যথাক্রমে পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ন এই তিন অংশ হয়। এই প্রকার অংশ করিয়া প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন এই পাঁচ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

বিবাহ, পুত্র-জন্ম হেতু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গ্রহণ ও সংক্রান্ত্যানিজন শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে প্রথম দেড় মুহূর্ত্তমধ্যে ও সায়াহ্নে শেষ দুই মুহূর্ত্তে এবং রাত্রিযোগে কর্তব্য নহে। শুক্লপক্ষের তত্তত্তিথিবিহিত পার্কণশ্রাদ্ধ পূর্বাহ্নে কর্তব্য। দুই দিবস সন্ধ্যাকালে তিথি পাইলে বা না পাইলে পরদিনে কর্তব্য। কিন্তু পূর্বদিন রোহিণাস্ত গোণ পূর্বাহ্ন পাইয়া পরদিন সন্ধ্যা না পাইলে পূর্বদিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেব মুখ্যকাল প্রাতঃ। তবে দেড় মুহূর্ত্তমধ্যে কর্তব্য নহে।

সপিণ্ডীকরণ ও কৃষ্ণপক্ষজন্তু বাবতীর পার্কণশ্রাদ্ধ এবং মৃতাহজন্তু ত্রৈপুৰ্বিক পার্কণের কাল অপরাহ্ন নির্দিষ্ট। অপরাহ্নশ্রাদ্ধে রাত্র্যাदि ব্যতীত কাল, কুতপাদি পঞ্চমুহূর্ত্ত, রোহিণাদি চারি মুহূর্ত্ত, দশমাদি তিন মুহূর্ত্ত, এই কালচতুষ্টয় বিহিত ও প্রশস্ত। উত্তর দিন প্রশস্ততর মুখ্যকালে আপরাহ্নিক শ্রাদ্ধীয় তিথি পাইলে, পূর্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। উত্তরদিন মুখ্যকালে তিথি প্রাপ্ত না হইলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে।

অমাবস্তাশ্রাদ্ধ-সম্বন্ধ-নির্ণয়

অমাবস্তাশ্রাদ্ধের প্রধান কাল একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত। মুহূর্তের নূন কালব্যাপিনী তিথি অমাবস্তাবিহিত সপিণ্ডীকরণাদিতে গ্রাহ্য না হইলেও “পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে। বাসরশ্চ তৃতীয়াংশে নাতি-সন্ধ্যাসমীপতঃ” এই বচনবলে রাক্ষসী বেলার প্রথম দুই মুহূর্তে তিথির অবস্থিতি হইলে সেই দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়। কিন্তু পরদিনে মুখ্য অপরাহ্নে অমাবস্তার যোগ না ঘটিলে সৰ্ববেদীয় ব্রাহ্মণই পূৰ্বদিন শ্রাদ্ধ করিবেন। চতুর্দশী ষত বেলা যাবৎ থাকিবে, পরদিন অমাবস্তার তাহা হইতে যদি অল্পকালস্থায়ী হয়, তবে তাহার নাম ক্ষীণা অমাবস্তা। চতুর্দশীর তুল্য-কালব্যাপিনী অমাবস্তা যদি পরদিনে থাকে, তবে সেই অমাবস্তার নাম স্তম্ভিতা। পূৰ্বদ্বিষসীষ চতুর্দশী-বেলা অপেক্ষা পবদিনে অমাবস্তা যদি অধিককালস্থায়িনী হয়, তবে ঐ অমাবস্তার নাম বর্দ্ধমানা। পূৰ্বদিনে কিছু কম দ্বাদশ মুহূর্ত পাইয়া পরদিন সম্পূর্ণ একাদশ মুহূর্তকাল পাইলেও অমাবস্তার শ্রাদ্ধ পূৰ্বদিনেই কর্তব্য। অগ্রহায়ণ ও জ্যৈষ্ঠীর অমাবস্তাশ্রাদ্ধে পবদিন গ্রাহ্য হইবে, কিন্তু এই বৎসবে মলমাস হইলে ঐ দুই মাসীয় অমাবস্তার শ্রাদ্ধে পূৰ্ববৎ সাধাবণ ক্ষীণার ব্যবস্থাই গ্রাহ্য। পূৰ্বদিন দ্বাদশ মুহূর্ত পাইয়া পরদিন একাদশমুহূর্তকালব্যাপিনী অমাবস্তা হইলে ঋগ্বেদীদিগের পূৰ্বদিন ও যজুর্বেদীদিগের পবদিন এবং সামবেদীদিগের ইচ্ছানুসারিক পূৰ্বদিন বা পরদিন এক দিবসে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। যদি উভয়দিন মুখ্যকাল শ্রাদ্ধযোগ্য হয়, তবে বর্দ্ধমানা অমাবস্তাশ্রাদ্ধ পরদিনই কর্তব্য।

মহানশ্রাদ্ধ-শ্রাদ্ধ

অমাবস্তান্ত কত্তার্কৈ তীর্থপ্রাপ্তৌ তথ। নৃপ।

কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন দত্তাৎ ষোড়শ পিণ্ডকম্॥

কত্তাকুন্তবৃষস্বেত্বর্কে কৃষ্ণপক্ষে চ সৰ্বদা।

পরাদীনঃ প্রবাসী চ নিধনো বাপি মানবঃ।

মনসা ভাবত্বেন শ্রাদ্ধে দত্তাৎ তিলোদকম্॥

ইত্যাদি বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি প্রতিমাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রবাস বা দারিদ্র্যাদি প্রযুক্ত শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাহার সৌর

আগ্নি, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্তাতে শ্রদ্ধাযুক্ত অস্তঃকরণে শ্রাদ্ধে অস্ততঃ তিলোদক দেওয়া কর্তব্য। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্রের অমাবস্তাতে প্রেতপুরী শূন্য থাকে, তদ্বিনে পিতৃপুরুষগণ পুত্রাদির নিকট শ্রাদ্ধার পাইবার আশায় আগমন করেন, যখন পুত্রগণ শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান না করেন, তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া দারুণ অভিশাপ প্রদান পূর্বক প্রস্থান করেন। ভাদ্র অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে দীপাশ্রিতা (মুখ্যচান্দ্র আগ্নি) অমাবস্তায় অবশ্য শ্রাদ্ধ করিবে। মহালয়া প্রভৃতি পার্শ্বশ্রাদ্ধে অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই অধিকার। জ্যেষ্ঠের অসামর্থ্যে অপর ব্যক্তি প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া করিবেন। বিভক্ত ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকই উক্ত শ্রাদ্ধ আচরণ করিবেন। অমাবস্তানিমিত্তক পার্শ্বশ্রাদ্ধ—অপরাহ্নে বিহিত। অমাবস্তাপার্কণে শুভিতা, ক্ষীণা ও বর্দ্ধমানা অমাবস্তাতেই ক্রিয়াযোগ্য কাল বিভিন্ন।—মহালয়াশ্রাদ্ধে অনুজ্জীবাক্য যথা—দেবপক্ষে “বিষ্ণুরোম্ তৎ সদজ্যাম্বিনে (বা কাঙ্কিকে মাসি তুলারানিশ্বে) মাসি কন্টারানিশ্বে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্তায়ান্তিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ” এইরূপ “পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত পার্শ্বশ্রাদ্ধে কর্তব্যে পুত্রববো-মাদ্রবসোর্বিণ্ণেবাং দেবানাং পার্শ্বশ্রাদ্ধঃ দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং কবিষ্যে।” ইত্যাদিরূপ বাক্য উল্লেখ্য।

ষোড়শপিণ্ডদান

মহালয়াপার্কণশ্রাদ্ধান্তে ষোড়শ পিণ্ডদান কর্তব্য—উনবিংশতি পিণ্ডে ষোড়শপিণ্ডসংজ্ঞা (পঞ্চাত্রবৎ) লাক্ষণিক। দক্ষিণাগ্র পাঁচটি রেখার উপরি-ভাগে পশ্চিমাগ্র ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিলে বিংশতিসংখ্য ঘর হইবে, তাহার উপর কুশা বিস্তার করিয়া দিবে। তদনন্তর সতিল জলধারা দ্বারা আশ্রুত কুশার উপর পিতৃদিগকে আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অশ্বৎকুলে যুতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।

আবাহয়িষ্যে তান্ সর্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥

ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।

আবাহয়িষ্যে তান্ সর্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥

ওঁ বহুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।

আবাহয়িষ্যে তান্ সর্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥

তৎপরে তিলযুক্ত জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুশার উপর দিবে, যথা—

ওঁ আব্রহ্মস্বপৰ্য্যন্তং দেবৰ্ষিপিতৃমানবাঃ ।

তুপ্যন্ত পিতরঃ সৰ্ব্বৈ মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্ ।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকানিদমন্ত তিলোদকম্ ॥

অনন্তর কুশার মূল হইতে উর্দ্ধক্ৰমে ক্রমশঃ এক এক মন্ত্র পড়িয়া পিতৃ-রীতিক্রমে পাঁচটি করিয়া তিন পঙ্ক্তিস্থ পঞ্চদশটি ঘরে পঞ্চদশ ও নৈঋত-কোণস্থ ঘরটি বাদ দিয়া পশ্চিমপার্শ্বস্থ শেষ পঙ্ক্তির চারি ঘরে চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অশ্বৎকুলে যুতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।

তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১ ॥

ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।

তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ২ ॥

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।

তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ ।

তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪ ॥

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিরাগ্নিদগ্ধাস্থথাপরে ।

বিদ্যুচ্চোরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৫ ॥

ওঁ দাবদাহে যুতা যে চ সিংহব্যগ্রহতাশ্চ যে ।

দংষ্টিভিঃ শৃঙ্গিভির্কাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥

ওঁ উদ্বন্ধনযুতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে ।

আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ওঁ অরণ্যে বহ্নি বনে ক্ষুধরা তৃষ্ণরা হতাঃ ।

ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৮ ॥

ওঁ রোরবে চাক্রতামিষে কালসূত্রে চ যে স্থিতাঃ ।

তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ ।

তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১০ ॥

ও অনেকযাতনাসংস্থা যে নীতা সমকিকরৈঃ ।
 তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১১ ॥
 ও নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ ।
 তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১২ ॥
 ও পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ ।
 অথবা বৃক্ষযোনিস্থান্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৩ ॥
 ও জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কৰ্ম্মণা ।
 মানুষ্যাং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৪ ॥
 ও দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠা পিতরো বান্ধবদয়ঃ ।
 মৃত্যু অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
 ও যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম ।
 তে সৰ্ব্বৈ তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডদানেন সৰ্ব্বদা ॥ ১৬ ॥
 ও যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহনৃজন্মানি বান্ধবাঃ ।
 তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয়্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৭ ॥
 ও পিতৃবংশে মৃত্যু যে চ মাতৃবংশে চ যে স্থিতাঃ ।
 শুকশৃঙ্গুরবন্ধুনাং যে চাত্তো বান্ধবা মৃত্যুঃ ।
 যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ ।
 ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ।
 বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জাতাজাতাঃ কুলে মম ।
 তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয়্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৮ ॥
 ও আত্রক্ষণে যে পিতৃবংশজাতা, মাতৃস্তথা বংশভবা মদীয়ঃ ।
 কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা, ভৃত্যাস্তথৈবাপ্রিতসেবকাশ্চ ॥
 মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা, দৃষ্টা হৃদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ ।
 জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাশ্চৈভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥ ১৯ ॥

উদ্ধাদান-প্রস্তোত্র

শ্রীদ্ধানন্তর সায়ংকালে উপবাসী অবস্থায় নারিকেলপত্র অথবা পাকাটি
 প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত তিনটি দীপশলাকা প্রজালিত করিয়া দক্ষিণমুখে ও
 প্রাচীনাবীতীভাবে লইতে হয় ।

উকাগ্রহণের মন্ত্র যথা—

ও শশ্বাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ ।

উজ্জলজ্যোতিষা দেহঃ দহেয়ঃ ব্যোমবহিনা

উকাদানমন্ত্র যথা—

ও অগ্নিদন্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদন্ধাঃ কুলে মম ।

উজ্জলজ্যোতিষা দন্ধাস্তে যাস্তু পবমাং গতিম্ ॥

ঐ উকা ভেলায় করিয়া জ্ঞানায়ে ভাসাইবার প্রথা আছে । মন্ত্র যথা—

ও যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মমালয়ে ।

উজ্জলজ্যোতিষা বয়ং প্রপণ্ণস্তো ব্রহ্মন্ত তে ॥

গ্রহণ-শ্রাদ্ধ

“অন্ত্যেত্যাदि—রাহগ্রস্তে নিশাকরে (দিবাকবে বা) অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ (ইত্যাদি নানোচ্চাবণান্তে) পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে ।” এই মন্ত্র পাঠান্তে গ্রহণশ্রাদ্ধ করিবে । ইহাতে কালাকালবিচার নাহ, রাত্র্যাদিতেও এই শ্রাদ্ধ কর্তব্য । সঙ্ক্ষেপ আবশ্যক হইলে অর্ঘ্যদান ও আবাহনাदि বাতিরেকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া অন্নদান ও পিণ্ডদান করিবে ।

প্রারম্ভচিত্তাঙ্ক-পার্বণ

“ও অন্ত্যেত্যাदि—অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ষণা শুদ্ধার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ (ইত্যাদি ৬টি নাম উল্লেখ) পার্শ্বণবিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে ।” এই মন্ত্রে অনুজ্ঞাদি করিবে । প্রারম্ভিত করিয়া গোত্রাসের পূর্বে শ্রাদ্ধ করিতে হয় ।

প্রেতপক্ষীয়া পার্বণ

“অবযুক-কৃকপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাদ দিনে দিনে । ত্রিভাগহীনং পক্ষং বা ত্রিভাগস্বর্কমেব বা ।” ভাদ্রী পূর্ণিমার পর প্রতিপদতিথি হইতে এক পক্ষ, বসী হইতে দশ দিবস, একাদশী হইতে পাঁচ দিন কিংবা ত্রয়োদশী হইতে তিন দিন

এই শ্রাদ্ধ করিবে। মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ ও মহালয়াশ্রাদ্ধ করিলে যতদূরতাবে তর্পণশ্রাদ্ধ করিতে হয় না। এই শ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাদিতে আশ্বিন মাসের উল্লেখ হইবে। এই শ্রাদ্ধে ফলাধিক্য আছে।

মঘা-ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ

একান্নবর্জী সহোদরেরা প্রেতপক্ষের মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতে এই শ্রাদ্ধ করিবে। নিম্নলিখিত বাক্যে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোমণ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে মঘানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশীস্থিতৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ (ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিয়া) পার্শ্বণ-বিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।” এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তি পিণ্ডদান ও তাহাব অঙ্গকার্য্য করিবেন না।

অষ্টকশ্রাদ্ধ

“অগ্নেত্যাदि—পৌষে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ (ষট্পুর্বষের নাম উল্লেখ্য) পার্শ্বণশ্রাদ্ধে কর্তব্যো পুর্নরবোমাদ্রবসোবিশ্বেষাং দেবানাং পার্শ্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।” এই মন্ত্র পাঠান্তে পৌষমাসের গৌণচান্দ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে অন্ন ও পিষ্টক দ্বারা, মাঘী কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংস দ্বারা এবং ফাল্গুনী কৃষ্ণাষ্টমীতে শাক দ্বারা অষ্টকশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

তীর্থ-শ্রাদ্ধ

গত্বেব তীর্থং কর্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তিহেতুকম্।

পূর্বাহ্নেহপ্যথবা প্রাতর্দে'শে শ্রাৎ পূর্বদক্ষিণে ॥

সঙ্কৃতিঃ পিণ্ডদানঞ্চ চকণা পায়সেন চ।

কর্তব্যমুবিভিদ্'ষ্টং পিণ্ড্যাকেন শুভেন চ।

শ্রাদ্ধং তত্র তু কর্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জিতম্ ॥

তীর্থে রাক্ষসী বেলায় উপস্থিত হইলেও পরদিনে শুচীভূত অভুক্ত অবস্থায় পার্শ্বণশ্রাদ্ধ করিবে। উক্ত শ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান, আবাহন প্রভৃতি নাই, কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণস্থাপন, অনুজ্ঞাগ্রহণ (অনুজ্ঞাবাক্যে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকপার্শ্বণ-

বিধিকশ্রাদ্ধম্ ইত্যাদি উল্লেখ্য) অন্নদান, অভাবে পিণ্ডদানমাত্র কর্তব্য। সক্তু দ্বারা পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

তীর্থযাত্রাপ্রারম্ভে ও তীর্থপ্রত্যাগমনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়। উহার প্রয়োগ নান্দীমুখশ্রাদ্ধপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

বিব্রহেভু পতিত-শ্রাদ্ধকাল-নিরূপণ

প্রমাদবশতঃ বা অন্য কোন কারণে ষোড়শশ্রাদ্ধ বা সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ স্বকালে না হইলে কৃষ্ণা একাদশীতে বা অমাবস্যাতে কর্তব্য। পতিতশ্রাদ্ধ কৃষ্ণেকাদশী বা অমাবস্যায় না হইলে পরবর্তী মাসিক শ্রাদ্ধকালে করিবে। এই শ্রাদ্ধ জনন বা মরণাশৌচ বিব্র দ্বারা পতিত হইলে অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিনে শ্রাদ্ধযোগ্য কাল অষ্টম মুহূর্ত্তে যে কোন প্রাপ্ত তিথিতে করিতে হয়। ঐ সময়ে রক্তপাত বা রোগাদিবিব্রজন্ত শ্রাদ্ধ না হইলে পরবর্তী মৃততিথিতে বা কৃষ্ণা একাদশী কিংবা অমাবস্যায় করিবে। রজস্বলাশৌচ-বিব্রে পত্নী কেবল পঞ্চমদিনে স্বামীর শ্রাদ্ধ করিতে পারে।

অশৌচান্ত-দিন মলমাসে হইলে মলমাসশেষে শুদ্ধমাসীয় কৃষ্ণেকাদশী অথবা অমাবস্যায় ঐ পতিত শ্রাদ্ধ কর্তব্য। এই প্রকার মাসিকাদির পতিত শ্রাদ্ধ পরবর্তী শুদ্ধমাসীয় একাদশী অথবা অমাবস্যাতেই করা ব্যবস্থা। কিন্তু শেষমাস যদি মলমাস হয়, তবে তন্মাসীয় সপিণ্ডীকরণ মলমাসে করা যায়। মলমাসীয় মাসিক, সপিণ্ডীকরণ ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পতিত হইলেও ঐ মলমাসীয় কৃষ্ণেকাদশী অথবা অমাবস্যায় করিতে পারে। তৎমাসিক ভিন্ন মাসীয় শ্রাদ্ধ মলমাসে হইতে পারে না। ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে ভ্রমক্রমে কোনটি পতিত হইলে সর্বশেষে সেইটি মাত্র কর্তব্য, এ জন্ত পুনরায় সমস্ত শ্রাদ্ধের পুনরনুষ্ঠান করিতে হয় না। শ্রাদ্ধের কোনও (অৰ্ঘ্যদানাদি) ভ্রমক্রমে অনুষ্ঠিত না হইলে পরে তাহা কর্তব্য নহে! মলমাসমৃত ব্যক্তির বার্ষিক শ্রাদ্ধ মলমাসেই কর্তব্য।

অজ্ঞাতমৃতদাহ-শ্রাদ্ধকাল-নিরূপণ

মৃতব্যক্তির তিথি অজ্ঞাত হইলে ও কেবল মাস জ্ঞাত থাকিলে, সেই মৃতমাসীয় কৃষ্ণেকাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। মাস অজ্ঞাত থাকিলে এবং তিথি জানা থাকিলে আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহারণ ও মাঘ এই

মাসচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমানে যে কোন মাসের সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। উভয়ই অজ্ঞাত হইলে প্রব্রজিত ব্যক্তির প্রশ্নানমাসীয় অমাবস্তাদিরও গ্রহণ হইবে এবং তিথিমাাত্রজ্ঞানে নিকটস্থ আষাঢ়াদির সেই তিথি গ্রহণ করিবে। যদি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি মৃত কি না, স্থির-নিশ্চয় না হয়, তবে প্রশ্নানদিন হইতে দ্বাদশ বর্ষাভ্যন্তরে কোন প্রকার সংবাদ না পাইলে, মৃত স্থিৰ করত প্রশ্নানমাসীয় মাস ও তিথি গ্রাহ্য করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। উহাও স্মরণ না থাকিলে যে মাসীয় যে তিথিতে মরণ-সংবাদ শুনা যায়, সেই মাসীয় সেই তিথি মৃত-তিথি বলিয়া গ্রাহ্য এবং পূর্ববৎ শ্রবণমাসীয় একাদশী বা অমাবস্তার গ্রহণ হইবে এবং তিথিমাাত্রজ্ঞানে আষাঢ়াদির ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা

“অত উর্দ্ধং সন্মৎসরে সন্মৎসরে প্রেতায়াঃ সত্যং স্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যৎ।”

পূর্ণসম্বৎসরে কৃতসপিণ্ডীকরণের পরবত্তিবর্ষ হইতে প্রতিবর্ষে মৃত পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, স্বামী বা পিতৃব্যাদি আত্মীয়ের মৃততিথিতে অক্ষয় তৃপ্তির জন্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

মৃতাহনি পিতৃষস্ব ন কুর্য্যাচ্ছাদ্ধমাদরাং।

মাতৃশৈব বরাবোহে বৎসরাস্তে মৃতাহনি।

নাহন্তু মহাদেবি পূজাং গৃহামি নো হবিঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতিবর্ষে পিতামাতার মৃত তিথিতে শ্রদ্ধাপূর্বক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ না করে, মহাদেব ও বিষ্ণু তাহার পূজা গ্রহণ কবেন না। তাহার সকল কার্যই অসিদ্ধ হয়। কিন্তু অমাবস্তা বা প্রেতপক্ষে (মুখ্যচান্দ্র ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষ) পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে ঔরসপুত্র কেবল পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্শ্বণোক্তবিধিতে (পঞ্চপাত্ৰ) করিবেন, ঔরসপুত্র ব্যতিরেকে কাহাবও পঞ্চপাত্ৰশ্রাদ্ধে অধিকার নাই। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—

অমাবস্তাং কুর্যো যশ্চ প্রেতপক্ষেহথবা পুনঃ।

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্মোক্তঃ পার্শ্বণো নিদিঃ ॥

তথা —

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিত্রোরৈব হি পার্শ্বণম্।

পিতৃব্য-ভ্রাতৃ-মাতৃ নামেকোদ্দিষ্টং সত্বেব তু ॥

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ অশৌচপতিত হইলে অশৌচান্তদিনে একোদ্ভিষ্ট-শ্রাদ্ধযোগ্যকালে প্রবৃত্ত তিথিতেই সম্পন্ন করিবে। পুত্রসম্বন্ধে স্ত্রীর একোদ্ভিষ্টে অধিকার নাই। অপুত্রা স্ত্রী স্বামীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকালে অণুচি হইলে আর্ভবশৌচপঞ্চমদিনে উহা সম্পন্ন করিবেন। কন্যা মাত্র মৃততিথিতেই পিতার একোদ্ভিষ্ট করিতে পারেন। শ্রাদ্ধে সধবা স্ত্রীলোকের কুশ ও তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পিতৃমরণজনিত দেহাশৌচে মাতার সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধে পুত্রের অধিকার আছে, ঐরূপ মাতৃমরণজনিত দেহাশৌচেও পিতার একোদ্ভিষ্ট বাধিত নহে। সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে পিতা মাতা প্রতৃতির মৃততিথি জ্ঞাত না থাকিলে সেই মাসের অমাবস্যায় উক্ত শ্রাদ্ধ কর্তব্য। ক্ষতশৌচে শ্রাদ্ধে অধিকার থাকে না, পরন্তু কৃষ্ণেকাদশী বা অমাবস্যায় তাহা কর্তব্য। সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে বিভক্ত বা অবিভক্ত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ সকল পুত্রেরই তুল্য অধিকার, স্মৃতরাং প্রত্যেকেরই উক্ত শ্রাদ্ধ কর্তব্য। শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন সগোত্র ভিন্ন প্রতিনিধি দ্বারা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বিধেয় নহে, তদ্দিনে পুত্রাদি শ্রাদ্ধাধিকারিগণ উপবাসী থাকিয়া কৃষ্ণেকাদশীতে উক্ত কার্য স্বয়ং সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি পক্ষান্ন দ্বারা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন। স্ত্রীজাতির শূদ্রতুল্যতা হেতু তাহাদিগের পক্ষান্ন দ্বারা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। তাহারা শ্রাদ্ধে আমান্ন ব্যবহার করিবেন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধাধিকারী প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে খোলাকুশাদি এবং অন্নাদি প্রস্তুত করিবেন। বাস্তুপুরুষাদির জন্ত অন্ন এক পাত্রে চারিভাগ ও অন্ত্র পাত্রে দুইটি পিণ্ডের জন্ত এবং অপর পাত্রে ব্রাহ্মণের জন্ত শেষ উপকরণবিশিষ্ট অন্ন রাখিয়া হস্তের নিকটে স্থাপন করিবেন। পূর্বদিকে পিতৃ ও বাস্তুপুরুষাদির জন্ত পাঁচটি ভোজ্য এবং তৎপার্শ্বে অন্ত্র পাত্রে করিয়া উপকরণ রাখিতে হয়।

অনন্তর দক্ষিণাশ্র কর্তার নিকটে একটি জলপাত্র, তৎসমীপে জলহীন পাত্রে ব্রাহ্মণটি দক্ষিণাশ্র করিয়া স্থাপন করিবে। তৎসমীপে দক্ষিণাশ্র একটি মোটক, তাম্বল ও একগাছা কুশযুক্ত ব্রাহ্মণের আসন রাখিয়া, উহার উপরে

রক্ষার্থ একটি জলপাত্র রাখিতে হয়। তৎপরে উপকরণাদি উহার শিরোদেশে কিঞ্চিৎ ব্যবধানপূর্বক অন্ত্যান্ত পাত্রে স্থাপন করিবে।

তদনন্তর পূর্বাস্ত্র হইয়া উত্তরীয় লইয়া তিলকযুক্ত ও কুশহস্ত হইয়া দুই-বার আচমনান্তে “ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং” ইত্যাদি ও “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং” ইত্যাদি প্রকারে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করত ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা—‘বং ওঁ এতস্মৈ সঘুতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ’ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিয়া বাক্য পড়িবে, যথা—

“ওঁ তৎসৎ অত্মামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মণ একোদ্ভিষ্টেবিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মণোহক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘুতোপকরণামান্নভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোতননাস্তে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” কৃতাজ্জলি হইয়া ‘ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্’ ইহা পড়িবে।

তদনন্তর “অণ্ডেত্যাদি অমুকতিথৌ কৃতৈতৎসঘুত-সোপকরণ-ভোজ্যাদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং” ইত্যাদিরূপে দক্ষিণাস্ত্র ও “কৃতৈতৎসঘুতসোপকরণামান্ন-ভোজ্যাদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্থ” মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্তব্য।

অনন্তর বাস্তুপুঙ্খ এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে শালগ্রামে পঞ্চোপচারে অর্চনা করিয়া, অন্ন ও এক একটি ভোজ্য “এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসঘুতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং বা সিদ্ধান্নং” ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। তৎপরে গজাক্ষেত্রে গজাপূজা ও ভোজ্যান্নদানান্তে বিপরীতোত্তরীয় হইয়া পিতরীতিক্রমে সতিল মোটক ও তুলসী লইয়া—“এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘুতসোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ এতদ্ভূত্বামিপিভূত্যাঃ স্বধা” মন্ত্রে ভূত্বামীর উদ্দেশে ভোজ্যের উপর দিবে। এই নিষমে এক ভাগ অন্নও দাতব্য। পরে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া, “ওঁ সহস্রশীর্ষা” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্কাং কবীষিণীং। ঈশ্বরোং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্” এই মন্ত্রে চন্দনান্নুলেপন করত “ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা পূর্বক পুনর্বার শ্রাদ্ধশেষ পর্য্যন্ত পিতরীতিক্রমে দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া জল দিতে হয়। পরে করপুটে “ওঁ কুরুক্ষেত্রগয়াগঙ্গাপ্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থাণ্ডেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি পাঠান্তে অন্নজা লইবে, যথা—

“অত্মামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুক-

দেবশর্ষণ একোদ্ভিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে ।”
(ওঁ কুরুষ, প্রতিবাক্য ।)

অনন্তর গায়ত্রী পাঠ করত “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য
এব চ । নমঃ স্বধারৈঃ স্বাহারৈঃ নিত্যমেব ভবত্বিতি ।” এই মন্ত্র বারত্সয় পড়িবে
এবং বিষ্ণুস্মরণ করত গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জল যাবতীয় দ্রব্যে
ছিটাইয়া—“ওঁ বক্ষোঃস্বমুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শিরঃ-
স্থানীয় পাত্রে জল রাখিবে ও ব্রাহ্মণকে জল দিবে । পরে আসন-
দান যথা—

আসন-দান ।—ব্রাহ্মণের আসনস্থ মোটক অম্বারক উত্তান বামকর দ্বারা
ধরিয়া উৎসর্গ করিবে । মন্ত্র যথা—

“ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ষনৈতন্তে দর্ভাসনং স্বধা ।”

পরে “ওঁ অপহতাস্বাবক্ষাংসি বেনিষদঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণের আসনে তিল
বিকিরণ করিবে ।

অর্ঘ্য । -ব্রাহ্মণের পূর্বোবর্তী ডোঙাটি ধোত করিয়া দক্ষিণাগ্র একটি
কুশার উপর স্থাপন পূর্বক—“ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে একটি প্রাদেশ-পরি-
মিত সাগ্র কুশ নখ ভিন্ন অস্ত্রে কাটিয়া “ওঁ বিক্ষোর্ষনসা পুতমসি” মন্ত্রে জল
দ্বারা ধোত করত ঐ কুশাটি দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ ডোঙাতে স্থাপন করিবে ।
অনন্তর “ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শঃ যোরভিশ্রবন্তু নঃ” মন্ত্রে
তদুপরি কিঞ্চিৎ জল দিবে এবং “ওঁ তিলোহসি সোমদেবতোয়া গোসবো
দেবনির্শিতঃ প্রত্নমন্ডিঃ পৃক্ভঃ স্বদয়া পিতৃন লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা” মন্ত্রে
তিল দিয়া বিনা মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, গর্ভ-হীন-দূর্কা, তুলসী ও অক্ষত দ্বারা
অর্ঘ্য দিবে । একগাছা কুশ দ্বারা “ওঁ অচ্ছিন্নমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্তু” (“ওঁ অম্ব”
প্রতিবচন) বলিয়া অর্ঘ্য ঢাকিয়া কুশোদ্ঘাটন করিবে ।

“ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং স্বধা” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র হইতে দক্ষিণাগ্র পবিত্র ব্রাহ্মণ-
বামপার্শ্বে দিয়া, অন্য স্থল হইতে “ওঁ জলাস্তবং স্বধা” বলিয়া জল ও “ওঁ পুষ্পা-
স্তবং স্বধা” বলিয়া পুষ্প দিবে । “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্বগাত্রেভ্যো
নমঃ” মন্ত্রে একটি গন্ধপুষ্প দিবে এবং বামকরে অর্ঘ্যপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণ-
কর দ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পরসা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা
উত পার্থিবীর্ষা হিরণ্যবর্ষা বজ্রিরাস্তা ন আপঃ শিবাঃ শঃ শোনাঃ সুহবা
স্তবন্তু” মন্ত্র পাঠ সচকারে ভূমি-সংলগ্ন করত অম্বারক বামকর দ্বারা ধরিয়া,

ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্নেতন্তেহর্য্যঃ স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দিবে।

অর্ঘ্যপাত্রে বস্ত্রের উপর তুলসী দ্বারা চন্দন ও পুষ্প, পাত্রাস্তরে ধূপ দীপ স্থাপন পূর্বক ঐ বস্ত্র লইয়া—“ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। তৎপরে “এষ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পঃ, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতন্ত আচ্ছাদনঃ (ও স্মগন্ধঃ ও স্মপুষ্পম্ ও স্মধূপঃ ও স্বাচ্ছাদনম্ প্রতিবাক্য) বলিয়া এক একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে। ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্নেতন্তে যজ্ঞো-পবীতার্থসূত্রঃ স্বধা” বলিয়া যজ্ঞোপবীত দাতব্য। অনন্তর তিল ও তুলসী-সমন্বিত জলপাত্র ব্রাহ্মণের দক্ষিণভাগে রাখিবে।

অন্নদান।—ব্রাহ্মণের সমীপে কুশাদি সরাইয়া জল প্রক্ষেপ দিয়া জল দ্বারা নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে একটি দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করত তদুপরি অন্নপাত্র রাখিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত ও পায়সাদি বামকব-সংযুক্ত দক্ষিণ-কর দিয়া পরিবেশন করিয়া, অন্নের উপর উর্দ্ধমুখ দক্ষিণকরের নখশীন অঙ্গুষ্ঠমধ্যভাগ রাখিবে। মন্ত্র যথা—

“ও বিষ্ণো কব্যমিদং ব্রহ্ম” বা “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেধা . নিদধে পদং সমুচমশ্চ পাংশুলে।” পরে “ও অপহতাস্থবাবক্ষাংসি বেদিষদঃ।” এই মন্ত্রে অন্নে তিল দিতে হয়।

অনন্তর মধু দিয়া, গায়ত্রীপাঠ এবং “ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু করন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ। ও মধু নক্তমতোষসো মধুমৎ পার্থিবং ব্রজঃ। মধু জ্যোরন্ত নঃ পিতা। ও মধুমারো বনস্পতিমধু ম। অস্ত সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ। ও মধু মধু মধু” মন্ত্রে অন্নে জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণকে জল দিয়া, ঘৃত-তিলতুলসী-মোটকযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া—“ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্নে-তন্তেহন্নং ঘৃতাদ্যপকরণসমেতং সবিলোদকং স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর করপুটে “ইদমন্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণকে জলগণ্ড দিয়া পুনরায় গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য।—“ও অন্নহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঃ যদ্ভবেৎ তৎসর্বমচ্ছিন্নমন্ত্ৰ” (ও অস্ত্র প্রতিবচন) মন্ত্র পাঠ করিবে।

তদনন্তর গায়ত্রী ও মধু বাতা “ও মন্ত্র পড়িয়া মধু” ও যজ্ঞেশ্বরো হব্য” ইত্যাদি—“যুগং তেতোহবসীদত” যাবৎ মন্ত্র পড়িয়া—সামর্থ্যাহুসারে কৃচিস্তা,

কুচিপ্রণাম ও ‘ওঁ নমস্তুভ্যং বিকপাক্ষ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অবশিষ্ট সমুত্ত অন্নগুলি লইয়া দধি, মধু ও ঘৃতাদি মাখিয়া স্থাপন করিবে।

ব্রাহ্মণের বামভাগে কতকগুলি কুশা ছড়াইয়া উহাতে পিতৃরীতিক্রমে একটু জলের প্রক্ষেপ দিয়া তিল-তুলসী-মোটক-বিশিষ্ট একটি পিণ্ড ও বাম-করে জলপাত্র লইয়া “ওঁ অগ্নিদদ্ধাশ্চ যেষ জোবা যেষপাদদ্বাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ ॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-নৈবান্নসিদ্ধিন্ তথান্নমন্তি। তত্পুংসেহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রযান্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ ॥” মন্ত্র পাঠ করত সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থদ্বারা ঐ কুশার উপর দিবে। তৎপরে ‘গয়া গঙ্গা হবি’ বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে ও হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

অনন্তর হস্তকুশত্যাগান্তে বিষ্ণুস্মরণ ও আচমনান্তে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণকে জল দিতে হয়। তৎপরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য।

“ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং” (প্রদত্ত করিবে), “(ওঁ ইষ্টায় দীয়তাম্” প্রতিবচন), “ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে”, “(ওঁ কুরুষ” প্রতিবচন)।

তৎপরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করত “ওঁ নিহ্মি সর্বং যদমেধ্যবস্তবেকতাশ্চ সর্বৈহস্বরদানবা ময়া। বক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বৈ ॥” এই মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক “ওঁ অপহন্তাসুবারক্ষাংসি বেদিষদঃ।” পুনর্বার “ওঁ নিহ্মি সর্বং” মন্ত্র পড়িয়া সাগ্র কুশদ্বয় দিয়া মণ্ডলের মধ্যে রেখাদ্বয় করিবে। অনন্তর কুশদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ মণ্ডলের উপর কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশ বিস্তার করত জলের ছিটা দিবে এবং “দেবতাভ্যঃ” মন্ত্র বারত্ৰয় পড়িবে।

“ওঁ এহি পিতঃ সোম্য গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভির্দেহস্বভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং ররিঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিবচ্ছ।” মন্ত্রে কুশার উপর তিল দিয়া, আবাহন ও ঐ কুশা বামকরে ধারণ করত “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মনবনেনিন্ধ স্বধা” মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে।

অনন্তর (গায়ত্রী) “মধু বাতা” ওঁ মধু মধু মধু এবং “অক্ষয়মীমদন্ত হবপ্রিয়া অধুষত অক্ণোষত স্বভানবো। বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা দ্বিত্ব তে হরৌ।” এই দুইটি মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত ও মধু-সমমিত পিণ্ডে তিল, তুলসী ও মোটক দিয়া, পিণ্ড দক্ষিণ-করে লইয়া অম্বারক বামকরে দিয়া জলপাত্র লইয়া—“ওঁ

অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মাশ্বেষ তে সতিলোদকপিণ্ডঃ স্বধা” মন্ত্রে সেই কুশার উপর পিতৃতীর্থযোগে পিণ্ডদান পূর্বক জল দিবে। অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের চতুর্দিকে ছড়াইয়া আশুতকুশমূল দিয়া অন্নক হস্তলেপ ঘষণ পূর্বক পিণ্ডের উপর দিতে হয়।

তৎপরে হরিস্মরণ ও জলস্পর্শ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জল দিয়া “ওঁ অমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশর্মানবনেনিন্ধ স্বধা” মন্ত্রে অন্নপাত্রধৌত ঐ জল পিণ্ডের উপর দিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া বলিবে, “ওঁ অত্র পিতরাদন্নম্ব যথাভাগমাবুযায়স্ব।”

অনন্তর শ্বাস রোধ করত তেজোময়মূর্তি ভাবনা করিয়া করপুট মস্তকো-পরি বামাবর্তে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে উত্তরাশ্বে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ অমীমদং পিতা যথাভাগমাবুযায়িষ্টে।” তৎপবে পিতৃপ্রণাম—“ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতনমস্তে” “ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দেহি” গৃহিণীদর্শন, “ওঁ সদন্তে পিতর্দেহ্ম” বলিয়া পিণ্ডদর্শন কর্তব্য।

তদনন্তর একটু সূত্র লইয়া, “ওঁ এতদ্বঃ পিতবো বাসঃ” মন্ত্রে পিণ্ডের উপর দিয়া অন্নাক বামকব দ্বারা ধরিয়া “ওঁ অমুকদেবশর্মাশ্বেতন্তে বাসঃ স্বধা।” মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

তৎপরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংক্র-ান্তবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশির্ষায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥” মন্ত্র পাঠ্য। তৎপরে “ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমস্ত” বলিয়া পিণ্ডাগ্রে জলসেক করিবে। (“ওঁ অস্ত” প্রতিবাক্য)। “ওঁ শিবা আপঃ সন্তু” ব্রাহ্মণে জল দিবে। (“ওঁ সন্তু” প্রতিবচন) “ওঁ সোমনশ্চমস্ত” পুষ্প দিবে। (“ওঁ অস্ত” প্রতিবচন) “ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু” (“ওঁ অস্ত” প্রতিবচন) যব বা তণ্ডুল দিবে। তদনন্তর তিল, মধু ও ঘৃতাক্ত জল লইয়া,—“অমুকগোত্রশ্চ পিতুবমুকদেব-শর্মাণঃ কুতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্বং দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্।” (“ওঁ উপ-তিষ্ঠতাং” প্রতিবচন) “ওঁ অঘোরঃ পিতাস্তু” (“ওঁ অস্ত” প্রতিবচন), “ওঁ গোত্রং নো বর্ধিতাম্” (“ওঁ বর্ধিতাং” প্রতিবচন) পিণ্ডের উপর পবিত্র সহিত দুইটি কুশ দিয়া,—“ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ং কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতরম্” মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা পিণ্ডোপরি তর্পণ করিতে হয়। *

* মাতা বা স্বামী শ্রাদ্ধেও পিতৃশর্যুক্ত পূর্বোক্ত মন্ত্র সমুদায় অবিকৃতভাবে পাঠ্য (অত্র

দক্ষিণাস্ত ।—দক্ষিণাদ্রব্য অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুরে”। তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ (বা মাতুরমুকী-দেব্যাঃ) কৃতৈতদেদেকোদ্বিষ্টবিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধকর্ষণঃ সাজ্জতার্থঃ দক্ষিণা-মিদং রজতমর্চিতং (অথবা রজতমূল্যং হরীতকীফলমর্চিতং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।”

তৎপরে পিতৃনির্মাল্যপুষ্প লইয়া করপুটে দক্ষিণদিক্ দেখিয়া বর প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ আশিষো মে প্রদায়স্তাম্ (আশিষঃ প্রতিগৃহস্তাং প্রতি-বচন) দাতারো নোহভিবর্দ্ধস্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ । শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্ত । অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি । যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিস্য কঞ্চন । অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু । যস্যৈ সঙ্কলিতো দ্বিজন্তস্যাক্ষরা (যস্যৈ°সঙ্কলিতো দ্বিজন্তস্তা অক্ষরা ইতি স্ত্রী উদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধে) তৃপ্তিরস্ত (ওঁ অস্ত প্রতিবচন) ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্ত (ওঁ সন্ত প্রতিবচন) ওঁ পিতৃববপ্রসাদোহস্ত (ওঁ অস্ত প্রতিবচন) এই মন্ত্রে পুষ্পটি আঘ্রাণ করিয়া শিরোপরি দিবে ।

অনন্তর ‘ওঁ দেবতাত্যঃ’ মন্ত্র বারত্ৰয় পড়িয়া, ‘ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব’, (‘ওঁ অভিরতোহস্মি’ প্রতিবচন) বলিয়া ব্রাহ্মণকে জল দান করত বিসর্জন করিবে ।—“ওঁ আ মা বাজন্ত প্রসবো জগম্যাদেমে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে । আ মা গস্তাং পিতরা মাতরা যুবমামা (চামা) সোমোহমৃতম্নায় (অমৃতত্বেন) গম্যাত্ (গম্যাঃ)” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে বেষ্টন পূর্বক জল দিয়া, “ওঁ পিতা স্বর্গঃ”— ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃস্তুতি “ওঁ পিতৃ ব্রহ্মস্তু দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাতুজঃ কাম্যফলাভি-লক্কৌ । প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু” এই মন্ত্রে প্রশংসা করিবে । পরে “ওঁ অস্তসে নমঃ” মন্ত্রে জলপূজা করিয়া “যন্ত শ্রাদ্ধং কৃতং তন্ত অক্ষরাগৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীন্নম্নং জলে (গজায় গজাজলে) সমর্পয়ামি, পিওমপি জলে সমর্পয়ামি” বলিয়া দুই স্থানের অন্ন লইয়া নিকটস্থ জলে ফেলিয়া দিবে । “মহাব্রাহ্মদেব্যশ্বসি”— ইত্যাদি শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া বৈগুণ্যশাস্তি, ব্রাহ্মণ খুলিয়া, কর ধোত করত দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশ-ত্যাগ, হস্তপ্রক্ষালন, সূর্য্যপ্রণাম, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান

পিতৃমর্দন্য এতদ্ব্য: পিতরেণ্যবাস: ইত্যাদি পাঠই সঙ্গত, কিন্তু অত্র মাতৃমর্দন্য ইত্যাদি পরি-বর্জিত পাঠ (যত্ন) কেন না, মন্ত্রে প্রযুক্ত পিতৃশব্দ প্রাপ্তপিতৃলোক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে ।

পূর্বক “প্রীতাতাং পুণ্ডরীকাকঃ”—মন্ত্রে ক্রমা প্রার্থনা করিবে। “এতৎকর্মফলং
শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু” বলিয়া জল দিবে, অনন্তর অবশিষ্টে দ্রব্য অর্দ্ধগ্রাসমাত্র
ভোজন কর্তব্য।

— — —

সামবেদীয় পঞ্চশ্রাদ্ধশ্রাদ্ধ

কেবলমাত্র অপরপক্ষে মৃত পিতামাতার অথবা অমাবস্তাতে মৃত পিতা-
মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ পার্শ্ববিধিতে কর্তব্য। (বিমাতা প্রভৃতির নহে);
কিন্তু মলমাসীয় ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষমৃত ব্যক্তির বর্ষান্তরে অপরপক্ষে মৃত তিথি
হইলেও প্রেতপক্ষে মরণেব হেতু ত্রৈপুঞ্চ পার্শ্ব হইবে না। দত্তক পুত্র
একোদ্ভিষ্টবিধানে শ্রাদ্ধ করিবে।

ত্রৈপুঞ্চিক শ্রাদ্ধে দেব ও পিতৃপক্ষেব কার্য্য কবিত্তে হইবে, মাতা-
মহপক্ষ নাই। মাতার পার্শ্বগে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই তিনের
শ্রাদ্ধ কর্তব্য। ত্রৈপুঞ্চিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পাঁচটি, অর্থাৎ দৈবে দুই ও পিতৃপক্ষে
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পার্শ্ববিধানে স্থাপন করিতে হইবে। পার্শ্বশ্রাদ্ধ-
বিধি অনুসারে সমস্তই হইবে, কেবল যাহা বিশেষ, তাহাই লিখিত হইল।

প্রথমতঃ পার্শ্বশ্রাদ্ধকাল বিধি অনুসারে বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া
ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যাক্য যথা—“অগ্নেত্যাগি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ
(অমাবস্তায় মৃত হইলে) অমাবস্তাক্ষয়নিমিত্তক (প্রেতপক্ষে মৃত হইলে
প্রেতপক্ষক্ষয়নিমিত্তক) পার্শ্ববিধিক-সাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধার্থং (পিতৃশ্রাদ্ধস্থলে)
অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুক-
দেবশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশ্রাদ্ধার্থং পার্শ্ববিধিকশ্রাদ্ধ-
বাসবে অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত অক্ষয়-
শ্রাদ্ধার্থং (মাতৃশ্রাদ্ধস্থলে অমুকগোত্রস্ত মাতুরমুকীদেব্যাঃ অমাবস্তাক্ষয়-
নিমিত্তক-পার্শ্ববিধিক সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্ত মাতুরমুকী-
দেব্যাঃ এবং পিতামহস্ত অমুকীদেব্যাঃ, প্রপিতামহস্ত অমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি
যথাযথভাৱে পরিবর্তনীয়) ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবত-
মচ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।” পবে প্রত্যুদ্দেশ্য
করিয়া দক্ষিণাণাক্য পাঠ করিবে, যথা—“অগ্নেত্যাগি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ
অমাবস্তাক্ষয়-নিমিত্তক-পার্শ্ববিধিক সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ
এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত পার্শ্ববিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে

অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ কৃতৈতৎ-সম্বৃত্যপকরণামানভোজ্যদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতর্কমিত্যাदि।” অনন্তর ভোজ্যদানের অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পার্শ্বগশ্রাদ্রবিধিতে অনুজ্ঞা পর্যন্ত কার্য্য করিবে। অনুজ্ঞা যথা—দৈবে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া ‘কুরুক্ষেত্র’ ‘তদ্বিধোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে—“অন্তোত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমাবশ্রাদ্র- (কিংবা প্রেতপক্ষক্ষয়) নিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকসাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ (তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করত) পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধে কর্তব্যো পুরুষবোমাদ্রবসোবিশ্বেদেবাঃ দেবানাং পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে ।” (‘ওঁ কুরুষ’ প্রতিবচন) পরে পিতৃব্রাহ্মণত্রয়ে অনুজ্ঞা কর্তব্য। যথা—“অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুবমুকদেবশর্মাণঃ অমাবশ্রাদ্রনিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকসাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে ।”

অনুজ্ঞার পর গায়ত্রী, দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ, পুণ্ডরীকাক্ষয়ণ, মৃজ্জলে শ্রাদ্ধব্যা প্রোক্ষণ, একদেশে বক্ষ্যর্থ জলস্থাপন করিয়া আসনদান করিবে, যথা—দৈবে “বিষ্ণুরোম্ পুরুষবোমাদ্রবসো বিশ্বদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ,” জলদান ও অমন্ত্রক যবদান করিয়া পিতৃপক্ষে তিন ব্রাহ্মণে তিনটি মোটক রাখিয়া দান করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মান্ অমুকগোত্র পিতামহামুকদেবশর্মান্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্মান্ এতত্ত্বৈ দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণস্থ মোটকে জল দিবে। পরে ‘অপহতা’ মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে তিল দান কর্তব্য। পরে পার্শ্বগবৎ দৈবে ও পিতৃপক্ষে আবাহন পূর্বক দৈবে দুইটি পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনবিধিতে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ পুরুষবোমাদ্রবসো বিশ্বদেবা এতে বো অর্ঘো নমঃ ।” পার্শ্বগবৎ পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণত্রয়ে অর্ঘ্যত্রয় নিবেদন করিয়া দৈবে গন্ধাদিদান করত পিতৃপক্ষে গন্ধাদি-দান করিবে। যথা—পিতৃপক্ষে তিনটি পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র সাজাইয়া নিবেদন করত প্রত্যেক ব্রাহ্মণে গন্ধাদি প্রদান করিবে। অতঃপর দৈবে অন্নদান, প্রণালীতে অন্নদান করিয়া পিতৃপক্ষে পাত্রত্রয়ে অন্নদান ‘অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মান্ (পিতৃপাত্রস্পর্শ) অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মান্ (পিতামহপাত্রস্পর্শ) অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্মান্

(প্রপিতামহপাত্রস্পর্শ) এতত্তেঃঃ স্মৃতাভ্যুপকরণসমেতঃ সতিলোদকঃ ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি। পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে অন্নাদির প্রত্যাশ্রয় করিয়া গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি পাঠ হইতে যথোক্তনিয়মে পিণ্ডে বাসঃস্বত্র দান পর্য্যন্ত করিবে। “পবে ওঁ সূক্ষ্মপ্রাক্ষিতমস্তু” মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে জলদান, “ওঁ শিবা আপঃ সন্তু” মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জলদান, “ওঁ সৌম্যনশ্রমস্তু” মন্ত্রে পুষ্পদান, “ওঁ অক্ষতঞ্চারিত্ত্বকাস্তু” মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে যবদান পূর্ব্বক অক্ষ-যোদকদানাদি অবশিষ্টে সমুদায় কার্য্য করিবে। পরে পার্শ্বগবৎ দক্ষিণাদান, আশীগ্রহণ প্রভৃতি কবিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন, জলে অন্ন ও পিণ্ডক্ষেপ, পিতৃপ্রণাম, বৈগুণ্যশাস্তি, অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি কৰ্ত্তব্য।

সামবেদ্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ *

কোনও কর্মের অভ্যুদয়েব নিমিত্ত ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধকে আভ্যুদয়িক বলে। এই শ্রাদ্ধে তিল স্থানে যব ব্যবহার করিবে। বামজাতপাত ও উত্তরীয়-পরিবর্তন নাই, সমস্ত পিতৃদেয় দ্রব্য দেবতোর্থে দান করিতে হয়। মোটক-স্থানে তকণ কুশনির্ম্মিত ত্রিপত্র প্রযোজ্য। ‘স্বধা’ শব্দ স্থানে ‘পুষ্টি’ শব্দ প্রয়োগ করিবে। কন্যা-পুত্র-বিবাহ, পুংসবন, সৌমন্তোন্নয়ন, পুত্রজাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন সংস্কার, নবগৃহ-প্রবেশ, গ্রহযজ্ঞ, দেবপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা ও ব্রত-প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও তীর্থপ্রত্যাগমে ও কাশ্য বৃষোৎসর্গে সগণেশ ষোড়শমাতৃকা পূজাপূর্ব্বক বহ্নাবাসম্পাতন, আয়ুস্মাক্তরূপ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ কৰ্ত্তব্য। সংস্কার ভিন্ন কার্য্যে অধিবাসাদির উল্লেখ কৰ্ত্তব্য নহে। এক কর্ত্তা এক দিনে বহুকর্ম্ম করিলে একটিমাত্র শ্রাদ্ধ ও একবারমাত্র মাতৃপূজাদি করিবে। প্রক্ষালিত তণ্ডুল ও উপকরণ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে পূর্ব্বদিকে গণেশের একটি ষোড়শ, মাতৃকাব ষোড়শটি, পিতৃাদির ছয়টি ও বাস্তবপুত্রদিগের চারিটি, এই সাতাইশটি ভোজ্যপাত্র সাজাইয়া প্রত্যেক ভোজ্যে রস্তু, পান ও সুপারি প্রদান করিবে। তদনন্তর যথাকালে হস্তকুশাদি লইয়া

* ইহাকেই নান্দীমুখ বা বুদ্ধিশ্রাদ্ধ কহে। সঙ্কল্পে ইহাকে আভ্যুদয়িক বলা যায় অর্থাৎ সংস্কারের শুভপ্রদ ও কর্মের বিঘ্নহারক স্বস্ত্যয়নরূপ পিতৃপূজা।

“সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যঃ”—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে “ওঁ কর্তব্যেগ্নিন্ অমুকগোত্রস্ত্রী অমুকদেবশর্মাণঃ শুভামুকামুককর্মাঙ্গীভূত-গণপত্যাদিনানাদেবতা-ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্বক-শুভ-গন্ধাচ্চাধিবাসনকর্মাণি ওঁ পুণ্যাহঃ ভবন্তো ব্রহ্ম” এইরূপে তিনবার পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্বস্তিসূক্তপাঠান্তে “সূর্য্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি দ্বারা সামিধ্য কল্পনা ও সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যমিত্যাदि মন্ত্রে বিষ্ণুনমস্কাৎ পূর্বক সঙ্কল্প করিবে। যব, তুঙ্গসী, ত্রিপত্র, গন্ধপুষ্প ও হবীতকী সজল তাত্রপাত্রে লইয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথে। অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত্রী মৎপুত্রস্ত্রী অমুকদেবশর্মাণঃ (অমুকগোত্রায়া মৎকন্যায়ৈ অমুকাদেব্যৈ বা) অমুককর্মাঙ্গী-ভূতগণপত্যাদিনানাদেবতা-ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্বকশুভগন্ধাচ্চাধিবাসনকর্মাহং করিষ্যামি (স্বার্থে করিষ্যে) ।” পবে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া পুনশ্চ পুণ্যাহাদিবাচন করিবে, যথা—

উত্তরমুখ হইয়া আতপতংগুল গ্রহণ পূর্বক—“কর্তব্যেষু অমুকগোত্রস্ত্রী-মুকস্ত্রী অমুককর্মাভ্যাদয়ার্থঃ সগণাধিপগৌর্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোধারী-সম্পাতনামুসাস্মুক্তজপাভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহঃ ভবন্তো ব্রহ্ম” ইত্যাদি-রূপে তিনবার পুণ্যাহাদিবাচনান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“ওঁ তৎসদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথে অমুকগোত্রস্ত্রী শ্রী অমুকদেবশর্মাণোহমুককর্মাভ্যাদয়ার্থঃ (সংস্কার ভিন্ন কর্ম্মে রাশ্যল্লেক্ষ বিহিত নহে, সৌরমাসবিহিত কার্য্যে সৌরমাস ও রাশি উল্লেখ হইবে ।) সগণাধিপ-গৌর্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজাবসোধারীসম্পাতনামুসাস্মুক্তজপাভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধকর্মাণ্যাহং করিষ্যামি ।” (স্বার্থে করিষ্যে) । অনন্তর সূক্তপাঠ, সামান্ত্রার্থ্য, আসনশুদ্ধি, মাতৃকাকাসাদি সমাপনান্তে যথাযথভাবে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচাবে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের অর্চনা করিবে। তৈল, হরিদ্রা, গুবাক, তাম্বুল এবং লাড়ু থাকিলে তাহাও ষষ্ঠীকে দিতে হয়।

অনন্তর যাহার অধিবাস, তাহাকে নিজবাসে বিচিত্র পিড়ির উপর বসাইয়া চন্দন লইয়া নিম্নোক্ত যথাযথ মন্ত্র পাঠ করত “অনেন গন্ধেন অস্ত্র (স্ত্রী-লোকের হইলে অস্ত্রাঃ) শুভাধিবাসনমস্ত” বলিয়া ঐ চন্দন নারায়ণে ও তৎপরে ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া বালকের ললাটে স্পর্শ পূর্বক বরণপাত্রে রাখিবে।

এই প্রকারে, “অনয়া মহা অশ্ব শুভাধিবাসনমস্ত”, পুনর্বার “অনেন গন্ধেন” এবং “অনয়া শিলয়া” ইত্যাদি প্রত্যেক দ্রব্য এই ক্রমে প্রদান করত বরণপাঙ্গে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবে।

দ্রব্য যথা—মহী গন্ধ, শিলা, ধাতু, দূর্কা পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কণ, বোচনা, (গোবোচনা অভাবে হরিদ্রা), সিদ্ধার্থ (শ্বেত-সর্ষপ), কাঞ্চন, রোপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ (বা তাম্র, চামর, দর্পণ) ।

সাজবৈদ্যি-অধিবাসমন্ত্র

“ওঁ গন্ধদ্বারাং ছুবাধর্ষাং নিত্যগুণ্ডাং কবীষীণ্। ঈধবীং সর্ষভূতানাং
ছামিহোপহ্বয়ে শিরন্ ॥ অনেন গন্ধেন অশ্ব (স্রোলোক হইলে অশ্বাঃ)
শুভাধিবাসনমস্ত ।” (এই মন্ত্রে গন্ধ দ্বারা অধিবাস করিবে ।)

ওঁ মহিষাণামববস্ত দ্যক্ষং মিত্রশ্রায়ান্নঃ । ছুবাধর্ষং বকণশ্চ । অনয়া মহা
ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে মহা দ্বারা অধিবাস কর্তব্য ।)

ওঁ ভদ্রা ইন্দ্রশ্চ দাতব্যঃ ষোহুশ্চ কামং বিদধতো ন রোষতি মনোদানায়
চোদয়ন্ । অনেন গন্ধেন ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে গন্ধ দ্বারা ।)

ওঁ বিহদাপো ন পর্ষতশ্চ পৃষ্ঠাদুকথেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবীঃ । তস্মা গিরঃ
সুষ্টেত্যো বাজয়ন্ত্যা জিহ্মগির্দ্দবাহো জিহ্মবশ্বাঃ । অনয়া শিলয়া ইত্যাদি ।
(এই মন্ত্রে শিলা দ্বারা ।)

ওঁ ধানাবন্তঃ করাদ্ভনমপ্পনস্তমুক্শিনম্ ইন্দ্র প্রাতর্জুষ্ম নঃ । অনেন
ধাতুেন ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে ধাতু দ্বারা ।)

ওঁ যজ্ঞায়থা অগ্নীর্ক্য মবান্ বৃহহত্যায় তৎপৃথিবীমপ্রথয় শুদন্তভ্রা উতো
দিবম্ । অনয়া দূর্কয়া ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে দূর্কা দ্বারা ।)

ওঁ পবমান ব্যশ্বহি রশ্মিভির্কাজসাতমঃ দধৎ স্তোত্রে সুর্যায়াম্ । অনেন
পুষ্পেন ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা ।)

ওঁ ইন্দ্ররো নেমধিতা হবন্তে যৎপায়া যুনজতে ধিমন্তাঃ । শূরো নৃষাতা
প্রবসশ্চকান আগোমাত ব্রজে ভজাহন্নঃ । অনেন ফলেন ইত্যাদি । (এই
মন্ত্রে ফল দ্বারা ।)

ওঁ দধি ক্রাবৌহকারিষং জিহ্মোরশ্বশ্চ বাজিনঃ । সুরভিনো মুখাকরং
প্রণ আয়ুংষি তান্নিষৎ । অনেন দধি ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে দধি দ্বারা ।)

ওঁ স্তুতবতী ভুবনানামতি শ্রিয়োকী পৃথ্বী মধুহবে অপেশমা । জ্বাপৃথিবী
বরুণশ্চ ধর্মণা বিকৃতিতে অজরে ভূরি রেতমা । অনেন স্তুতেন ইত্যাদি ।
(এই মন্ত্রে স্তুত দ্বারা ।)

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃক্শ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাক্ষ্যে
অরিষ্টেনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি । (এই
মন্ত্রে স্বস্তিক দ্বারা ।)

ওঁ সিন্ধোকচ্ছাসে পতয়ন্তুমুক্ষণম্ । স্তুতশ্চ পাবাঃ পশুমপ্সু গৃভতে ।
অনেন সিন্দুরেণ ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে সিন্দুর দ্বারা ।)

ওঁ সমুদ্রেষ্যো বহুনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাং সোমো যঃ সূক্ষিতীনাম্ ।
অনেন শঙ্খনে ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে শঙ্খ দ্বারা ।)

ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যজতে । অনেন কজ্জলেন
ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে কজ্জল দ্বারা ।)

ওঁ অধজ্যো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনা দধি অয়াবর্কশ্চ তম্বা গিরা মমা
জাতা সূক্রতোপূণ । অনেন রোচনয়া ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে বোচনা
দ্বারা)

ওঁ এষো উষা অপূর্যা ব্যাচ্ছতি শ্রিরা দিবঃ । স্ত্রীষে বামশ্বিনা বৃহৎ ।
অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে সিদ্ধার্থ দ্বারা ।)

ওঁ তং গৃদ্ময়া . সূর্ণরং দেবাসো দেবমরতিঃ দধন্বিরেবে দেবত্রা হমুহিষে ।
অনেন কাঞ্চনে ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে কাঞ্চন দ্বারা ।)

ওঁ যদ্বর্চে হিরণ্যশ্চ যদ্বা বর্চে গবামুত । সত্যশ্চ ব্রহ্মণো বর্চন্তেন
মা সংস্রজামসি । অনেন বোপ্যেণ ইত্যাদি । (এই মন্ত্রে রোপ্য দ্বারা ।)

ওঁ বণ্‌মহী অসি সূর্য্যবডাদিত্যমহী অসি মহন্তে সতোমহিনাপনিষ্টম,
মহাদেব মহী অসি । অনেন তাত্রেণ (এই মন্ত্রে তাম্র দ্বারা ।)

ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শঙ্কুময়োভুনো হুদে । প্রণ আয়ুঃষি তারিষৎ ।
(এই মন্ত্রে চামর দ্বারা ।)

ওঁ আদিৎ প্রত্নশ্চ রেতসো জ্যোতিষ্পশুস্তি বাসরম্ । পরো যদিধ্যতে
দিবি । অনেন দর্পণেন (এই মন্ত্রে দর্পণ দ্বারা ।) (মতাস্তরে দীপ দ্বারা ।)

ওঁ আয়ুর্জ্যোতী রবিজ্যোতিঃ । উহো বা একার্কজ্যোতিঃ । (এই মন্ত্রে
দীপ দ্বারা ।) অথবা অগ্ন আয়াহীত্যাদি । অনেন দীপেন ইত্যাদি । (এই
মন্ত্রে দীপ দ্বারা ।)

ও উত্তরোক্তকামবোচয় ইমাল্লোঁকান্নরোচয়ঃ । প্রজাভূতমরোচয়ো বিশ্ব-
ভূতমরোচয়ঃ । অনেন প্রশস্তপাত্রেণ (এই মন্ত্রে প্রশস্তপাত্র দ্বারা ।)

ত্ৰী (আগ) ও কুলা ইত্যাদি মাজ্জ্যপদার্থ দ্বারা ও গায়ত্রী পাঠ পূর্বক
“অনেন মাজ্জ্যাদ্রবোণ অশ্ব শুভাধিবাসনমস্ত” এইরূপে অধিবাস করাইয়া পরে
সর্বদ্রব্য সহিত ববণ পূর্বক পূর্বের জায় নারায়ণ-স্পর্শাদি বারত্নয় করাইবে ।
তৎপরে পুষ্কষের দক্ষিণকরে ও স্ত্রীজাতিব বামকরে রক্ত বা হরিদ্রাভ সূতা
৩৫ বা ৭ খেই, ৩৫ বা ৭টা দুর্লব সহিত ‘ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং জামনেহসং
শুশ্র্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিং দৈবীং নাদং স্বরিত্রামনাগসমস্রবস্তৌ মাকহেমা
স্বস্তয়ে’ অনেন মাজ্জ্যাসূত্রেণ ইত্যাদি এই মন্ত্রে বাঁধিয়া দিবে । অনন্তর
সপ্তদশ যবপুঞ্জে বা শালগ্রামাধারে পঞ্চোপচাবে গণেশের অর্চনা এবং ‘এষ
গন্ধঃ ওঁ গোৰ্য্যো মাত্রে নমঃ, ওঁ পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ,’ এই ক্রমে গোৰ্য্যাদি
ষোড়শ মাতৃকার অর্চনা * করিবে, প্রত্যেকের পূজাশেষে ‘ইদং সন্মুখোপ-
করণ-আমারভোজ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ’ এই ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ভোজ্য প্রদান
করিবে । অনেকে ভোজ্যের পরিবর্তে নৈবেদ্য দিয়া থাকেন ।

গোৰ্য্যাদিষোড়শমাতৃকা যথা—গৌরী, ১ । পদ্মা, ২ । শচী, ৩ । মেধা,
৪ । সাবিত্রী, ৫ বিজয়া, ৬ জয়া । ৭ । দেবসেনা, ৮ । স্বধা, ৯ । স্বাহা,
১০ । শান্তি, ১১ । পুষ্টি, ১২ । ধৃতি, ১৩ । তুষ্টি, ১৪ । আত্মদেবতা
১৫ । কুলদেবতা ১৬ ।

বসুধারা ।—পূর্ব বা উত্তরের দিকেব গোময়লিপ্ত ভিত্তিতে দ্বারের দক্ষিণ
পার্শ্বে কষ্ঠার নাভিপ্রমাণ উচ্চস্থলে পাঁচ বা সাতটা (সিন্দূরের ও তন্নিয়ে
চন্দনের) চিহ্ন দিয়া কুশি দ্বাৰা ঘৃতগ্রহণ পূর্বক প্রত্যেকে এই মন্ত্রে নিম্নস্থ
ভূমি সংলগ্ন করিয়া ৫ বা সাতটি ধারা দিতে হয় ।

মন্ত্র—ওঁ যদ্বর্চে। হিরণ্যশ্চ যদ্বা বর্চে। গবামুত ।

সত্যশ্চ ব্রহ্মণো বর্চ্চন্তেন মা সংস্রজামসি ॥

পরে ‘ওঁ চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ’—আবাহন করিয়া,—‘ওঁ চেদিরাজব-
সবে নমঃ’ মন্ত্রে যথাসাধ্য উহাতে অর্চনা করিবে ।

প্রণাম—ওঁ চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে ।

স্বুৎপিপাসামুদে দাস্ত চেদিরাজ নমোহস্ত তে ॥

* যে যে স্থানে আত্মদৈমিক প্রাণ সেই সেই স্থলেই মাতৃকাপূজা করা উচিত ।

অবশেষে করষোড় করিয়া আয়ুষ্যাস্ত্র জপ করিবে, যথা—

ওঁ আয়ুর্বিষ্বায়ুর্কিঞ্চং বিশ্বমায়ুরশীমহি, প্রজাভূষ্টে রধিনি ধেহুন্মৈ শতং জীবৈম
শরদো বরন্তে ।

ওঁ আয়ুষে মে পবস্ব বর্চসে মে পবস্ব বিহুঃ পৃথিব্যা দিবো । জনিত্রা-
চ্ছ থম্বাপোহধঃ ক্রয়ন্তীঃ সোমে হোদগায় মমায়ুষে মম ব্রহ্মবর্চসায় যজমানশ্চ
ঋদ্বো শ্রীঅমুকদেবশর্মণো (সংস্কার্যের নাম করিয়া) রাজ্যায় । *

নান্দীমুখ-প্রাক্ক

তৎপরে আদ্যীয় পাত্রাদি প্রায় পার্শ্বগবৎ সাজাইবে । প্রভেদ এই যে,
অগ্নিকোণ-সমীপে পিতৃপক্ষ এবং নৈঋতকোণসন্নিধানে মাতামহপক্ষ হইবে ।
ইহাতে তিন পক্ষেই দুই দুই ব্রাহ্মণের (ত্রিপত্র ও তাম্বুলবিশিষ্ট) আসন দুই-
খানি করিয়া ছয়খানি এবং আসনের শিরোদেশে তিনপক্ষে তিনটি রক্ষার্প
জলপূরিত পাত্র ও তাহার উপর উপকরণপাত্র যথাক্রমে রাখিয়া দৈবপক্ষ-
সন্নিধানে ও পূর্বদিকে নিজসমীপে যথাক্রমে দুইটি জলপাত্র স্থাপন করিবে ।
ব্রাহ্মণগুলি পশ্চিমাগ্র করিয়া দৈবপক্ষে রাখিতে হয় ।

ইহাতে দৈবপক্ষীয় কার্য্য উত্তরমুখ এবং পিতৃপক্ষীয় ক্রিয়া-সকল পূর্বমুখ
হইয়া করিবে । ইহাতে দৈবরীতি ভিন্ন পিতৃরীতিতে (বিপরীত-উত্তরীয়কাদি)
কোন ক্রিয়া নাই এবং তিলস্থলে যব ব্যবহার্য্য ও দৈবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষে
দক্ষিণাবর্তে আসিতে হইবে । আমার প্রক্ষালন পূর্বক তদ্বাবা কার্য্য করিবে ।
উৎসর্গ,—ত্রিপত্রবিশিষ্ট দ্রব্য অধোমুখ বামকর দ্বারা ধারণ করিবে এবং স্বগা
স্থানে সর্বত্র নমঃ বলিবে, কিন্তু মন্ত্রস্থিত স্বগাস্থলে পুষ্টিপদের প্রয়োগ হইবে
আর পিতৃপক্ষের অব্যবহিত অগ্রে নান্দীমুখ শব্দ ব্যবহৃত হইবে । কেবল
দেবতাভ্যঃ—মধু বাতা (দিব্যপিতৃক বলিয়া) পিতা স্বগঃ পিতা ধর্ম্ম এতৎ
আমাবাজশ্চ এই কয়েকটি মন্ত্রগত পিতৃপদের অগ্রে নান্দীমুখ পদ ব্যবহার্য্য
নহে ।

ভোজ্যোৎসর্গ ।—ভোজ্য ছয়টি বামহস্তে ধারণ পূর্বক অর্চনা করিয়া
“অমুকো মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রশ্চ শ্রীঅমুক-
দেবশর্মণঃ † শুভ-অমুককর্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রশ্চ নান্দীমুখশ্চ পিতুঃ

* নিজকর্মে “যজমানশ্চক্কা অমুককর্ম্মণো রাজ্যায়” কাহবে ।

† স্বকীয় আভ্যুদয়িক ‘অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককর্মাভ্যুদয়ার্থং’ এই প্রকার
উচ্চারণ ।

অমুকদেবশর্ষণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধ-
প্রমাতামহস্য আভ্যাদয়িক-শ্রাদ্ধবাসরে (পুনশ্চ ষট্পুরুষের নাম করিয়া)
অক্ষয়-স্বর্গকাম ইদং সঘত-সোপকরণম্ আমায়ভোজ্যমর্চিতং—ইত্যাদি ।
তদনন্তর ‘কৃতৈতৎ-ভোজ্যদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং’ (এই নিয়মে) দক্ষিণাস্ত
করিতে হইবে ।

অনন্তর বাস্তবপুরুষ এবং ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পবমং পদং—মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক
ষজ্জেশ্বরবিষ্ণু ও গজাক পঞ্চোপচারে অর্চনা করিয়া দৈবপ্রণালীতে
ভূস্বামীকে অগ্রাংশ দিয়া, ব্রাহ্মণের স্নানপূজা করিয়া ছয় আসনে (দৈবপক্ষ
হইতে) ক্রমান্বয়ে বাধিবে ।

দৈবে অমুক্তা ।—দৈবব্রাহ্মণে * জল প্রদান পূর্বক উত্তরমুখ হইয়া
কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিক্ষো ইত্যাদি স্মরণান্তে ‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত্যামুকে মাসি
অমুকরাশিস্তে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেব-
শর্ষণঃ শুভ অমুককর্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেব-
শর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ (দুইপক্ষীয়
ষট্পুরুষের নাম করত) আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধে কর্তব্যো ওঁ বসুসত্যায়োবিঐশ্বেযাঃ
দেবানাম্ আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োঃরহং করিষ্যে” (ওঁ কুরুষ,
প্রতিবচন ।) গায়ত্রী ও দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ্য ।

পিতৃপক্ষে দক্ষিণাবর্তে আগমন পূর্বক পূর্বমুখ হইয়া ব্রাহ্মণকে জলগণ্ড
দান করত—কুরুক্ষেত্রেত্যাদি বিষ্ণুরোমিত্যাди অমুকদেবশর্ষণঃ শুভ-অমুক-
কর্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য
নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য
অমুকদেবশর্ষণ আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োঃরহং করিষ্যে । (ওঁ কুরুষ
প্রতিবচন)

অনন্তর গায়ত্রীপাঠ করিয়া—‘ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যাম্ মহাযোগিত্য এব
চ নমঃ পুষ্ট্যে স্বাহাটৌ নিত্যমেব ভবত্বিতি ।’ এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে
পুণ্ডরীকাস্মরণ করিবে ।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণে জলদান করত অণ্ডেত্যাদি বলিয়া মাতামহাদিত্যেরও

* সর্বত্র জলাদিদান একপক্ষীয় দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেককে না করিয়া এক
ব্রাহ্মণকে করিবে ।

গোত্র-সম্বন্ধ নামোচ্চারণ করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, যথা—“অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত মাতামহস্ত এবং প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তাভ্যদগ্নিকশ্রীকঃ দৰ্ভময়ত্রাক্ষণয়োরহং করিষ্যে।” ও কুরুষ প্রতিবচন। গায়ত্রী ও দেবতাভ্য এই মন্ত্র বারত্ৰয় পাঠ করত মৃত্তিকা-বিশিষ্ট জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ছিটা দিয়া,— ‘ও রক্ষোঃস্বমুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ’ এই মন্ত্রে ত্রাক্ষণের শিরোদেশে পাতে রক্ষাহেতু জল রাখিবে।

আসন-দান।—দৈবত্রাক্ষণদ্বয়ে জল প্রদান পূর্বক উহার দক্ষিণভাগে আসনার্থ এক একটি ত্রিপত্র স্থাপন করিয়া,—‘ও বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতে বো দৰ্ভাসনে নমঃ,’ এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

পিতৃপক্ষে ত্রাক্ষণদ্বয়ে জলপ্রদানান্তে বামভাগে এক একটি ত্রিপত্র স্থাপন পূর্বক ‘ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মম্নেতে তে দৰ্ভাসনে ও বে চাত্র ত্বামনু যাঃশ্চ ত্বমনু তন্মৈ তে নমঃ,’ এই মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিতে হইবে।

মাতামহপক্ষেও এই প্রকারে ত্রিপত্রাসন-উৎসর্গ-নিয়মে ধরিয়া গোত্রসম্বন্ধ-নামোচ্চারণ পূর্বক উৎসর্গ করিবে।

তদনন্তর দৈবে যবহস্তে —‘ও বিশ্বানু দেবানাবাহয়িষ্যে?’ জিজ্ঞাসা করত —‘ও আবাহয়’ (প্রতিবাক্য) “ও বিশ্বদেবাস আগত’ ইত্যাদি আবাহন-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ও যব ছড়াইয়া দিবে। শেষে করপুট হইয়া,—“বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবঃ,—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পুনর্বার যবগ্রহণ পূর্বক জলস্পর্শ করিয়া পিতৃপক্ষে,—‘ও নান্দীমুখানু পিতৃনাবাহয়িষ্যে?’ জিজ্ঞাসা করত ‘ও আদাহয়,’ (অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) ‘ও এত নান্দীমুখাঃ পিতবঃ সৌম্যাসো গন্তীরেভিঃ’ ইত্যাদি ‘আবহ নান্দীমুখানু পিতৃনু হবিষেহন্তবে’ ইত্যন্ত মন্ত্রদ্বয় পড়িবে এবং আবাহন করত করপুট হইয়া, ‘ও আয়ান্ত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসোহগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দেবঘানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোহধিক্রবন্ত তেহবস্ম্যানু। ও অপহতানুরা ব্রহ্মাংসি বেদিষদঃ’ এই মন্ত্রে যব বিকিরণ করিবে।

অুর্ঘ্য।—দৈবাদি ক্রমায়ত্তে দেবত্রাক্ষণ-সন্নিধানেন পশ্চিমাগ্র কুশার উপরিভাগে দুইটি পাত্র পিতৃপক্ষে তিন আয় তদক্ষিপে মাতামহপক্ষে তিন, এই আটটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন পূর্বক—‘ও পবিত্রে হো বৈষবো’ মন্ত্রে নথ তির

অস্ত্রে পবিত্রাচ্ছেদন করত “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে হুঃ” মন্ত্রে পবিত্রে একটু জল প্রক্ষেপ করিবে। এই ক্রমে অষ্টপাত্রে পবিত্র রাখিতে হয়।

‘ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে’—এই মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক পবিত্রের উপরিভাগে জল প্রদান করিবে। দৈবে,—‘ওঁ যবোহসি যবরাস্মদ্বেষো যবরা’ ইত্যাদি—মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবে। পুনর্বার যবগ্রহণ পূর্বক—

‘ওঁ যবোহসি সোমদেবতো। গোষবো দেবানির্মিতঃ, প্রত্নমত্তিঃ পৃক্তঃ পুষ্টা নান্দীমুখান্ পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা,’ এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় প্রতি পাত্রে যব প্রদান করিবে। পবে দৈবাদিক্রমে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প ও দুর্বাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া, দৈবে—‘ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাঃ,’ (ওঁ স্তাঃ প্রতিবচন) পিতৃপক্ষে—‘ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যোতান্ অর্ঘ্যপাত্রাণি সন্ত,’ মাতামহপক্ষেও এই প্রকার বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপরিভাগে তিন দিকে তিনটি কুশা আচ্ছাদন পূর্বক উঠাইয়া বামভাগে প্রক্ষেপ করিবে। ‘ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ’ বলিয়া দেব-ব্রাহ্মণকরে প্রাগ্র পবিত্রত্ব প্রদান করত ‘ওঁ জলাস্তরং নমঃ’ মন্ত্রে জলাস্তর দিবে, ‘পুষ্পাস্তরং নমঃ’ মন্ত্রে পুষ্পাস্তর দিবে এবং ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ উচ্চারণ পূর্বক অর্চনা করিতে হইবে।

তদনন্তর বামহস্ততলে দৈব অর্ঘ্যপাত্রদ্বয় উপর্য্যপরি করিয়া উঠাইয়া লইয়া, ‘ওঁ ষা দিব্যা’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মাটিতে বাগিয়া ধরিয়া,—‘ওঁ বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতে বো অর্ঘ্যে নমঃ,’ বলিয়া উৎসর্গ করত অর্ঘ্যদ্বয় দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়ে প্রদান করিতে হইবে।

তৎপবে পিতৃব্রাহ্মণ-করে পূর্বোক্ত মন্ত্রে উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয় ও জলাস্তর এবং পুষ্পাস্তর প্রদান পূর্বক ‘ষা দিব্যা’—মন্ত্র পাঠ করত অর্ঘ্য ধারণ করিয়া,—‘অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতবমুকদেবশর্ম্মনৈত ত্তেহর্ঘ্যঃ, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু বাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ,’ এই মন্ত্রে পিতৃ-ব্রাহ্মণকে একটি অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পিতামহ-প্রপিতামহকেও ‘ষা দিব্যা’—মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য উৎসর্গ করত পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিতে হয়। মাতামহপক্ষে পবিত্রদান, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দিয়া, ‘ষা দিব্যা’—মন্ত্র পাঠ সহকারে অর্ঘ্য পৃথক্ পৃথক্ উৎসর্গ করিয়া তুলিয়া দিবে।

অনন্তর স্বীয় বামভাগে একটি কুশা স্থাপন পূর্বক পিতামহাদির পঞ্চ পাত্রের অষ্টাবশিষ্ট জল পিতৃপাত্রে একত্র করত প্রপিতামহপাত্র দ্বারা উহা আবরণ করিয়া অধোমুখ করিবে। মন্ত্র,—‘ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।’

গন্ধাদিদান ।—দৈবে ছই ঘোড়া বজ্রের উপরিভাগে দ্বিধাকৃত চন্দন ও পুষ্প রাখিয়া ধূপ-দীপ জালিয়া বস্ত্র ধরিয়া,—‘ওঁ বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে, ‘ওঁ এষ বো গন্ধঃ, এতদ্বঃ পুষ্পঃ, ওঁ এষ বো ধূপঃ, ওঁ এষ বো দীপঃ, ওঁ এতদ্ব আচ্ছাদনঃ’ এইরূপে ঐ পক্ষীয় প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দিবে ।

পিতৃপক্ষে ঐ প্রকারে তিন ঘোড়া বজ্রাদি ধারণ করত, ‘ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ষঙ্গমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ষঙ্গমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ষঙ্গেন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি, ওঁ যে চাত্ত্ব ত্বামনু যাংক ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ’ এই মন্ত্রে উৎসর্গ করত ‘এষ তে গন্ধঃ’—এই নিয়মে দিবে । মাতামহপক্ষেও এই প্রকার তিন ঘোড়া বজ্রাদি ধারণ পূর্বক সম্বন্ধনামোহ্নেধ কবিয়া যথাক্রমে উৎসর্গ করিতে হইবে । পরে যজ্ঞোপবীত দান করিয়া ‘কুতৈতদগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিদ্রমন্তু’ এই মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্তব্য ।

অন্নদান ।—দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ-মন্নিহিত পরিষ্কৃত স্থলে (তিন পক্ষেই) ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে জল দ্বারা মণ্ডল রচনা করত ভোজনপাত্র তিনটি ক্রমান্বয়ে স্থাপন করিবে ।

স্বতসমন্বিত অন্ন লইয়া, দৈব ও পৈত্র ব্রাহ্মণেব মধ্যস্থ জলে হোম করিবে—‘ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি’ (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) ‘ওঁ স্বাহা’ আহুতি দিয়া—‘সোমায় পিতৃমতে’ বলিবে । পুনর্বার ‘ওঁ স্বাহা’ আহুতি দিয়া ‘অগ্নয়ে কব্যাবাহনায়’ বলিবে । অমন্তক আর বারদ্বয় হোম করিয়া, দৈবপাত্রে বারদ্বয়, পিতৃ ও মাতামহপক্ষীয় পাত্রে তিন তিনবার অমন্তক তণ্ডুল প্রদান করিবে । পিণ্ডার্থ হৃতশেষ কিঞ্চিৎ স্থাপন করিতে হইবে ।

দৈবাদিক্রমে তিনটি অন্নপাত্রে প্রত্যেকের উপরিভাগে অধোমুখ করদ্বয় আচ্ছাদন দিয়া—‘ওঁ পৃথিবী তে পাত্নঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । পরে সোপকরণ প্রক্ষালিত আমায় দৈবাদি পাত্রক্রমে (তিনবার) পরিবেশন করিয়া, জল প্রক্ষেপ দিয়া প্রোক্ষণ করত—‘ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষ’ বলিবে, পিতৃপক্ষে—‘ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ’ বা ‘ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রৈণী নিদধে পদং সমূচমন্তু পংক্তুলে’ বলিয়া অগ্নে অধোমুখ করের (নথব্যতীত) অঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশ স্থাপন করিবে । মাতামহপক্ষেও এই প্রকার হইবে ।

তদনন্তর দৈবে অমন্ত্রক এবং পিতৃপক্ষে—“ওঁ অপহতাস্ত্রারক্ষাংসি
‘সেবিসিমনঃ’ এই মন্ত্রে অন্নোপরি যব দিবে। দৈব অন্ন মধুপ্রদান পূর্বক গায়ত্রী-
পাঠ সহকারে (মধু বাতা মন্ত্র না পড়িয়া) ওঁ মধু মধু মধু এইমাত্র পাঠ
করত, অন্নের উপর ত্রিপত্র, যব ও তুলসী দিয়া, উত্তরমুখ হইয়া এবং অন্নাকর
দ্বারক দ্বারা অন্নপাত্র ধরিয়া—“ওঁ বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতৎ আমান্নং
সোপকরণং সযবোদকং নমঃ” মন্ত্রে অন্ন উৎসর্গ করিয়া “ওঁ ইদমন্নং ইমা
সম্ববা আপ ইদং হবিবেতান্ন্যপকরণানি যথাস্থখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত” এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিবে। দেবব্রাহ্মণে ‘গণ্ডুষজলং বো নমঃ’ এই মন্ত্রে গণ্ডুষজল দিয়া
গায়ত্রী, মধুবাতা ও মধু মধু মধু মন্ত্র পড়িবে।

তৎপরে পিতৃপক্ষে গায়ত্রী পাঠ করত ওঁ মধু মধু মধু বলিয়া যব, ত্রিপত্র
ও তুলসীবিশিষ্টে অন্নপাত্র ধারণ করিয়া, “অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক-
দেবশর্মান্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্মান্নমুকগোত্র নান্দীমুখ
প্রপিতামহ অমুকদেবশর্মন্নেতত্ত্ব আমান্নং সোপকরণং সযবোদকং ওঁ যে চাত্র
হ্যামনু যাংশ্চ হমনু তস্মৈ তে নমঃ।” ওঁ ‘ইদমন্নং ইমা আপ’ ইত্যাদি পাঠ
করিবে। মাতামহপক্ষেও এই নিয়ম।

তদনন্তর পিতৃ ও মাতামহপক্ষে প্রত্যেককে জলপ্রদান পূর্বক গায়ত্রী, মধু
বাতা ও মধু মধু মধু মন্ত্রপাঠ সহকারে, “ওঁ অন্নহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ” ইত্যাদি মন্ত্র
উচ্চারণ করিবে। পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র এবং যজ্ঞেশ্বরো হব্য—
প্রভৃতি শ্রাব্য মন্ত্র পড়িতে পড়িতে উপকরণ, মধু, ঘৃত, দধি, যব ও বদরসংযুক্ত
পিণ্ড মাথিবে। (শ্রাব্যান্তর্গত সপ্তব্যাধা দণার্ণেষু—এই মন্ত্রটি ও কুচিস্তব
আভ্যুদয়িকে পাঠ্য নহে, তৎপরিবর্তে, সোম সামাদি পাঠ্য।)

অনন্তর পিতৃব্রাহ্মণের দক্ষিণভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণে গুটিকতক প্রাগগ্র
কুশা পাতিয়া—ওঁ অগ্নিঃক্কাশ্চ যে জীবা—প্রভৃতি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া, সম্ব
তুলসী, ত্রিপত্র ও জলের সতিত একটি পিণ্ড দিতে হইবে। [‘ওঁ সম্পন্নঃ’
এইটি জিজ্ঞাসা করিবে. (ওঁ সুসম্পন্নঃ প্রতিবাক্য উচ্চার্য)।]

অবশেষে হস্ত প্রক্ষালন, আচমন এবং দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণকে
জল দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

‘ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং’ (জিজ্ঞাসা করিবে) ‘ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং’ (প্রতি-
বচন।) ‘ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে’ প্রস্ত করিবে, ‘ওঁ কুরুষ’ (প্রতিবচন।)
তদনন্তর পূর্বমুখ কর্তার নিকটে ‘নিহ্মি সর্বং’—মন্ত্রে ঈশানকোণ-সমীপস্থ
দ্বিতীয়—১৭

স্থানে জল দ্বারা দক্ষিণাবর্তে ঐশানীক্রমে প্রাগগ্র মণ্ডলত্রয় এবং তদক্ষিপে অগ্নিকোণসমীপস্থ স্থানে ঐ প্রকার অপর তিনটি মণ্ডল করিয়া—‘ও অপহতা-সুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ, ও নিহ্নি সর্কঃ’—প্রভৃতি মন্ত্রে ঐ মণ্ডলমধ্যে পবিত্র দ্বারা পূর্বাগ্ররেখা অঙ্কিত করত ঐ কুশ উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

তদনন্তর ঐ মণ্ডলত্রয়ের উপর পূর্বাগ্র গুটিকতক কুশা বিস্তৃত করিয়া ‘ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ’—মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

‘ও এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসো’—ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক আস্তৃত কুশার উপরিভাগে যব ছড়াইয়া দিবে।

আস্তৃত কুশার মূলদেশে দৈবরীতক্রমে ধারণ পূর্বক,—‘ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্শ্ববনেনিন্ধ, ও যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তন্মৈ তে নমঃ’ এই মন্ত্রে উচ্চাতে জল প্রদান করিবে।

এই প্রকারে পিতামহাদি পঞ্চকের প্রত্যেকের গোত্র, সম্বন্ধ ও নামোচ্চারণ পূর্বক আস্তৃত কুশার মূল, মধ্য ও অগ্রদেশ ধারণ করত ঐ ঐ স্থলে পৃথক পৃথক যবসংযুক্ত জল দিবে।

অতঃপর ত্রিপত্র, তুলসী এবং ঘৃতযবমিশ্রিত হতশেষসংবলিত পিণ্ড গ্রহণ পূর্বক ‘মধু বাতা’ ‘মধু, মধু, মধু’—এবং ‘অক্ষয়মৌ মদন্ত’ প্রভৃতি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া পূর্বমুখ হইয়া দৈবতীর্থ দ্বারা,—‘অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্শ্বমৈষ তে সম্বোদকপিণ্ডঃ, ও যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তন্মৈ তে নমঃ,’ এই প্রকারে ‘মধু বাতা’ ‘মধু, মধু, মধু’ ও ‘অক্ষয়মৌ’ মন্ত্র পাঠ করত আস্তৃত কুশাব মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে এক এক করিয়া দুই পক্ষে, (পরস্পর কিঞ্চিৎ লগ্ন করত) ষট্‌পিণ্ড দান করিবে।

পিতৃপক্ষীয় আস্তৃত কুশার মূলদেশে, ‘ও লেপভূজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়স্তাম্’ এই মন্ত্রে লেপভাগী উদ্ধতন পুরুষগণের উদ্দেশে হস্তলেপ করঘর্ষণ পূর্বক দিবে।

অনন্তর আচমন করিয়া পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালন-জল গ্রহণ পূর্বক ‘ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্শ্ববনেনিন্ধ, ও যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তন্মৈ তে নমঃ’ এই মন্ত্রে ক্রমান্বয়ে ষট্‌পিণ্ডোপরি পিতামহাদি গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উচ্চারণ করিয়া পৃথক পৃথক জল দিতে হইবে।

‘ও অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো যাদয়ধ্বং যথাভাগ মা বুযায়ধ্বম্ । ও অমৌ মদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবুযায়িষত ।’

এই মন্ত্রে বামাবর্থে শিরোপরি যুক্তহস্ত ঘুরাইয়া উত্তরমুখে শ্বাস ত্যাগ করিবে ।

তৎপরে করপুটে প্রণাম করিবে,—‘ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ, ওঁ গৃহায়ো নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত (গৃহিণী-দর্শন) ওঁ সদো বো নান্দীমুখাঃ পিতবো দেয়ঃ ।’ (পিণ্ডদর্শন) ।

অনন্তর ‘ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ’ এই মন্ত্রে প্রতি পিণ্ডোপরি স্তূত্র প্রদান পূর্বক অন্নভানবামহস্তে ধরিয়া—‘ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতর-মুকদেবশর্মায়েতত্তে বাসঃ ওঁ যে চাচ্চ আমনু ষাংচ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ’ এই নিয়মে পিতামহাদি-পঞ্চককেও ভিন্ন ভিন্ন বাসঃস্তূত্র দিতে হয় ।

পিণ্ডোপরি গন্ধ, পুষ্প ও তাড়ুল প্রদানান্তে তেজোময় পিতৃমূর্তি চিত্রা করিয়া করপুটে ‘ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং’ পাত্তি মন্ত্র পাঠ করিবে ।

তৎপরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে ‘ওঁ স্নুস্বপ্রোক্ষিতমস্ত’ (‘ওঁ অস্ত’ প্রতিবচন) এই মন্ত্রে পিণ্ডাগ্রে জল দিয়া, ‘ওঁ শিবা আপঃ সস্ত’—(ওঁ সস্ত, প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণে একবার জল দিবে, “ওঁ সৌমনস্তমস্ত” মন্ত্রে একটি পুষ্প আর ঐরূপ ‘অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত’ (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দর্শাসমর্ষিত যব দিতে হইবে ।

নিকটস্থ পাত্র হইতে ঘৃত, মধু ও যবসমর্ষিত জল লইয়া—“ওঁ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ কুতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্বং দত্তমিদমন্নপানাদিক-মক্ষ্যামস্ত” (ওঁ অস্ত) এই বাক্যে ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক্ পৃথক্ সলিল প্রদান করিতে হয় ।

‘ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সস্ত’ (ওঁ সস্ত প্রতিবচন ।) ‘ওঁ ক্ষেত্রঃ নো বর্ধতাম্’ (বর্ধতাঃ প্রতিবাক্য ।) দৈবে,—‘ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়স্তাঃ,’ (ওঁ প্রীয়স্তাঃ প্রতিবাক্য ।) অবশেষে পিত্রাদিক্রমে সপবিত্র কুশা প্রতি পিণ্ডের উপর প্রদান করত ‘ওঁ পুষ্টিঃ বাচয়িষ্যে (বাচ্যতাঃ প্রতিবচন) ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ এবং পিতামহেভ্যঃ অপিতামহেভ্যঃ প্রীয়স্তাঃ’ কহিবে । এই প্রকৃ্যব মাতামহপক্ষেও বলিয়া, ‘ওঁ প্রীয়স্তাঃ’ (প্রতিবাক্য) শেষে বলিবে ।

তৎপরে সেই উত্তরপক্ষীয় সপবিত্র কুশাবৃত পিণ্ডোপরি ‘উর্জঃ বহন্তী’—এই মন্ত্রে অঞ্জলি করিয়া জলপ্রদান পূর্বক তর্পণ করিবে এবং বামভাগস্থিত দ্ব্যঙ্গপাত্র খুলিয়া দিবে ।

দক্ষিণাঙ্ক ।—পিতৃপক্ষে—‘ওঁ অগ্নেত্যাগি মৎপুত্রস্ত বা কন্যায়ঃ অমুক-
কন্যাভ্যাদয়ার্থঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত পিতৃবমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্ত
নান্দীমুখস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত প্রপিতামহস্ত
অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎ আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধকর্ষণঃ সাজ্জতার্থঃ দক্ষিণামিদং
দ্রাক্ষামলক-যব-মূলকমূল্যঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
দদানি ।’ মাতামহপক্ষেও এই প্রকার হইবে ।

দৈবে—‘অগ্নেত্যাগি (ষট্পুরুষের নাম উচ্চারণ করত) আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধে
কৃতো বসুসত্যায়োর্কিমেবাঃ দেবানাং কৃতৈতদাভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থঃ
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
দদানি ।’

দৈব ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ জল দিয়া, ‘ওঁ বিশ্বদেবাঃ প্রীয়স্তাঃ’ কহিবে ।
(প্রীয়স্তাঃ প্রতিবাক্য ।)

করযোডে পূর্বমুখ হইয়া “ওঁ আশিষো মে প্রদীয়স্তাঃ” (‘ওঁ আশিষঃ
প্রতিগৃহস্তাম্ প্রতিবাক্য) ‘ওঁ দাতারে নোহভিবর্কস্তাঃ’—প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ
পূর্বক—আঘাতপুষ্প শিরোপরি রাখিয়া,—‘ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যঃ—’ মন্ত্র
বারত্বেয় পড়িবে । ‘বাজে বাজেহবত বাজিনো নো’—এই মন্ত্রে প্রথমে পিতৃ-
পক্ষের, পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে ত্রিপত্র দ্বারা স্পর্শ করত বিসর্জন
পূর্বক অবশেষে দেবপক্ষে বিসর্জন কবিবে ।

‘ওঁ আমাবাজস্ত’—প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে করপুটে জলধাবা দ্বারা
কুশময় ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাবর্তে বেষ্টন করিবে ।

অনন্তর ‘ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ’ মন্ত্রে প্রণাম পূর্বক ‘যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং
তেষামক্ষয়্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ামান্নং অম্বসি (গজায়—গজাজলে) সমর্পিতম্
পিণ্ডা অপি সমর্পিতাঃ ।’

তৎপরে ‘মহাবামদেব্যাক্ষবি’—মন্ত্রে শাস্তিদান করত অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং
বৈগুণ্যমাদান করিতে হইবে ।

অনন্তর যথাসময়ে শেষভোজন করিবে, কিন্তু উপবাসদিনে শেষ আভ্রাণ
করিতে হইবে । আভ্যুজ্জয়িকশ্রাদ্ধান্তে সন্ধ্যা এবং দানাদি অন্ত কার্য্যকরণে
দোষ নাই ।

সামবেদীয় পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক *

কুলোচারণবশতঃ অথবা দেশকালাদির অনুরোধে অথবা সমগ্রাঙ্গতা নিবন্ধন অক্ষমতা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ আভ্যুদয়িক করিতে অসমর্থ হইলে এইরূপে শ্রাদ্ধ-দেহোক পিণ্ডহীন শ্রাদ্ধও করিতে পারে।

ঋষিবাঙ্গাদির অবসানে (আভ্যুদয়িকোক্ত) বাস্তবপুষ্কাদির অর্চনা হইতে আসনদানান্ত কৰ্ম করিয়া, গন্ধাদি দান করত (অগ্নৌকবণ ভিন্ন) অন্নপবিবেশন হইতে, ‘অন্নহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ’—এই মন্ত্র পর্য্যন্ত কৰ্ম করিবে। অনন্তর পিতৃপক্ষীর দক্ষিণান্ত হইতে পরিণিষ্ট ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে।

সামবেদীয় নবান্নশ্রাদ্ধ

আগ্নি শুক্লপক্ষে [শবৎপক্ষ নবান্ন ধাত্তে অভাবে হৈমন্তিক ধাত্ত দ্বাৰা আব নূতন অভাবে (মুখ্যকালে) পুৰাতন দ্বাৰাও] শ্রাদ্ধ করিবে। অক্ষম হইলে সৌর অগ্রহাষণে, তাচ্ছাতে অসমর্থ হইলে দৌৰ মাষে, ফাল্গুনে ও বৈশাখে কিংবা হরিশয়নের অগ্রে শুক্লপক্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তদিনে নবান্ন-শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

নবান্নশ্রাদ্ধাধিকারীর নবান্ন না হইলে, তদ্বর্ষীয় ধাত্ত দ্বাৰা দৈব ও পৈত্র কার্য্য করা নিষিদ্ধ, সুতরাং দেহাশোচে অন্তঃসর্গ ধাত্তে অভাবে দুগ্ধফল-মূলাদি দ্বাৰা প্রেতশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পুৰাতনধাত্তের অভাবে তণ্ডুল দ্বাৰা বলিবেশাদি ও ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি দিয়া, ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূৰ্ণক দেহাশোচী ব্যক্তি নূতন ধাত্ত আহাবাদি করিতে পারেন।

নবান্নের উপযুক্ত দিনে ব্যক্তিগত এই দোষসমূহ দেগিতে হইবে। যথা—জন্মচন্দ্রে, জন্মতিথিতে ও অষ্টমচন্দ্রে আর জন্মতারি ও প্রত্যার-তারাত্রয়ে নবান্ন করা নিষিদ্ধ। অভাবপক্ষে এই দোষসমূহের প্রতিবিধানার্থ শঙ্খ, লবণ, শ্বেততণ্ডুলাদি যথাবিধানে উৎসর্গ পূৰ্ণক নবান্নারম্ভ করিতে হইবে। যে দোষে যাহা উৎসর্গ করিবে, তাহার প্রমাণ—“চন্দ্রে চ শঙ্খং লবণঞ্চ তারে তিথাব-ভদ্রে সিততণ্ডুলাংশ্চ। ধাত্তঞ্চ দত্তাৎ করণক্ষণে যোগে তিলান্ হেমমণিঞ্চ লগ্নে।” এ স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, নিবন্ধকালস্থলে চন্দ্রতারাদিগুদ্ধি দেখিবার

* অক্ষম হলে পিণ্ডহীন পার্জনাদিও করা যায়, কিন্তু তথায় ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকায় কেবল পিণ্ডকাণ্ড হীন করিয়া অবশিষ্ট কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

প্রয়োজন নাই। যে হেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে—“কৰ্ম কুৰ্য্যাৎ কলাবাঠৈশ্চ
চন্দ্রাদিশোভনে বৃধঃ। সূর্যঃ কালে হ্রিদঃ সৰ্বঃ নার্তঃ কালমপেক্ষতে ॥”

নবান্নশ্রাদ্ধ পার্শ্বগোষ্ঠ বিধিতে করিতে হয়। সমস্ত কার্য্যই পার্শ্বগোষ্ঠ-
দৃষ্টান্তে করিবে। বিশেষ স্থল লিখিত হইল। দৈবে অনুজ্ঞা।—ওঁ তৎসদন্ত
অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত
পিতুঃ অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ (ষট্ পুরুষের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করত) নবান্নাগমন-
নিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধে কর্তব্যে পুরুষবোমাদ্রবসোর্কিষেবাং দেবানাং
নবান্নাগমননিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।

পিতৃপক্ষে অনুজ্ঞা—‘অতামুকে মাসি অমুকবাশিস্থে ভাস্করে অমুকে
পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতৃবমুকদেবশৰ্ম্মণঃ (প্রভৃতি তিন পুরুষের
নাম লইয়া) নবান্নাগমননিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং
করিষ্যে।’ মাতামহপক্ষেও এই প্রকার হইবে।

শ্রাদ্ধের অনধিকারী বা অশক্ত ব্যক্তি বা তদ্বিনে ভোজ্য উৎসর্গ করিবে,
যথা—‘সম্বৃত-সোপকরণনবান্নভোজ্যায় নমঃ,’ মন্ত্রে পূজা করিয়া ‘অচেত্যা
অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশৰ্ম্মণঃ (ইত্যাদি ষট্ পুরুষের নাম কবিয়া) নবান্না-
গমননিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধান্তকল্পভোজ্যোৎসর্গবাসরে (পুনরায় ষট্ পুরু-
ষের ঐ প্রকার নাম লইয়া) অক্ষয়শ্বৰ্গকাম ইদং সম্বৃত-সোপকরণ-নবান্ন-
ভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।’

তদনন্তর শেষ উপকরণ ও তণ্ডুলাদি দধিব সহিত একত্র কবত ব্রাহ্মণ দ্বাৰা
গান্ধলী পাঠ পূৰ্ব্বক মাখাইয়া, ইষ্টদেব ও নারায়ণকে প্রদান পূৰ্ব্বক (বায়স
পক্ষীকে কিঞ্চিৎ দিয়া) ব্রাহ্মণেব অনুজ্ঞা লইয়া স্বয়ং যথাকালে সেবন করিবে
এবং জাতিবর্গকে খাওয়াইবে।

অশ্লেষা, কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা এবং মূলানক্ষত্রে নবান্ন করিলে শ্রাদ্ধকর্তা ব্যতীত
অপর কেহ নবান্ন ভোজন করিবে না।

রুচি-স্তোত্র

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সুরস্বতীকৈব ততো জরমুদৌরৱেৎ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূৰ্ব্বং নির্ঘমো নিরহঙ্কৃতঃ। যজ্ঞা-
স্তমিতশারী চ চচার পৃথিবীমিমাম্ ॥ অনগ্নিমনিকৈতৈকৈবকাহারমনাপ্রমম্।

বিশ্বক্ৰমঃ দৃষ্টো প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিম্ ॥ পিতর উচুঃ । বৎস কস্মাৎত্বয়া
 পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ । স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাৎকৃতেনানিশং বিনা ॥ গৃহী
 সমস্তদেবানাং পিতৃণাঞ্চ তথার্চনম্ । ঋণীণামতিথীনাঞ্চ কুর্স্বন লোকাঙ্ক-
 পান্নুতে । স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৃন । বিভজ্যত্ন-
 দানেন ভূতাদীনতিথীনপি । স ত্বং দৈবাদৃণাৎস বক্রমশ্বদৃণাদপি । অবাপ্নোষি
 মনুষ্যর্ষিভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে ॥ অহুৎপাণ্ডু সূতান্ দেবান্ সন্তপ্য চ
 স্বকান্ পিতৃন । ভূতাদীংশ্চ স্বকান্ মোচ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ক্লেশ-
 মেবৈকৈকং পুত্র মন্তামোহত্র ভবেত্তব । মৃতশ্চ নরকং তদ্বৎ ক্লেশ-
 মেবাত্মজানি ॥ কচিকবাচ । পরিগ্রহোহতিদুঃখায় পাপায়াধোগতেস্তথা ।
 ভবত্যতো ময়া পূর্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ ॥ আত্মনঃ সংযমোপায়ঃ ক্রিয়তে-
 হক্ষনিষত্ত্বা । স মুক্তিহেতুন ভবত্যপি দাবপরিগ্রহাৎ ॥ প্রক্ষাল্যতেহহু-
 দিবসঃ যদায়া নিম্পরিগ্রহেহঃ । মমত্বপক্ষদিক্কাহপি চিত্তান্তোভিবর্ষং
 হি তৎ । অনেকভবসমুত্ত-কর্মপক্ষাক্ষিতে । বৃধেঃ । আত্মসদ্বাসনা-
 তোন্নৈঃ প্রক্ষাল্যানিয়তেন্দ্রিয়ারঃ ॥ পিতর উচুঃ । যুকং প্রক্ষালনং কর্ত-
 মাত্মনো নিয়তেন্দ্রিয়ারঃ । কিন্তু নোপায়মার্গোহয়ং যত্র ত্বং পুত্র বর্তসে ॥
 পুত্রান্নদাতেনরমৃতং লভ্যতেহনভিসন্ধিতেঃ । ফলৈস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্ব-
 কর্মশুভাশুভৈঃ ॥ এবং ন বন্ধো ভবতি কুসতঃ কারণাত্মকম্ । ন চ
 বন্ধায় তৎ কর্ম ভবত্যনভিসন্ধিতম্ । পূর্বং কর্ম কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীণতে-
 হনির্শং তদা । সুখদুঃখাত্মকৈবৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাম্ । এবং
 প্রক্ষাল্যতে প্রাট্জরাত্মা বন্ধোচ্চ মোক্ষ্যতে । ন হেবমবিবেকেন পাপপঙ্কেন
 দিহতে ॥ কচিকবাচ । অবিজ্ঞা পঠ্যতে দেবৈঃ কর্মমার্গে পিতামহাঃ ।
 তৎ কথং কর্মণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাম্ ॥ পিতর উচুঃ । অবিজ্ঞা
 সত্যমেবৈতৎ কামং নৈতনুমুখা বচঃ । কিন্তু বিজ্ঞাপরিপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম
 ন সংশয়ঃ ॥ বিহিতঃ কর্মণা বন্ধো হুসন্তিঃ ক্রিয়তে তু যৎ । সংযমো মুক্তয়ে
 নাশঃ প্রত্যাভ্যাধোগতিপ্রদঃ । প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ বৎসাত্মানন্ত মন্ততে ।
 বিহিতাকরণোভূতৈঃ পাটপত্ৰৈঃ বিদহসে ॥ অবিজ্ঞাপ্রাপকায় বিববজ্জা-
 যতে নৃণাম্ । অমুষ্টিতা হুপারেন বন্ধায়াত্ম্যতে হি সা ॥ তস্মাদ্বৎস কুরু
 ত্বং বিধিবদারসংগ্রহম্ । মা জন্ম বিফলং তেহস্ত অসংপ্রাপ্যন্তলো-
 কিকম্ ॥ কচিকবাচ । বৃদ্ধোহহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদান্তি ।
 ভার্য্যাং তথা দরিদ্রশ্চ ছকবো দারসংগ্রহঃ ॥ পিতর উচুঃ । অশ্বাকং পতনং

বৎস ভবতচ্চাপ্যধোগতিঃ । নুনং ভাবি ভবিষী চ নাভিনন্দসি নো বচঃ ॥
 মার্কণ্ডেয় উবাচ । ইত্যুক্তা পিতরন্তশ্চ পশ্যতো মুনিসত্তম । বভূবুঃ সহসাদৃশা
 দীপা যাতাহতা ইব ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । স তেন পিতৃবাক্যেন ভূশমুদ্বিগ্ন-
 মানসঃ । কন্তাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবত্রাম মেদিনীম্ ॥ কন্তামলভমানোহসৌ
 পিতৃবাক্যাগ্নিদোষিতঃ । চিন্তামবাগ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ কিং করোমি
 ক গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ । ক্ষিপ্ৰং ভবেৎ মৎপিতৃণাং মমাত্মদর-
 কাবকঃ ॥ ইতি চিন্তয়তন্তশ্চ মতিজীতা মহাত্মনঃ । তপসারাদয়াম্যেনং
 ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ । ততো বর্ষশতং দিবাং তপস্তপে স বেধসঃ ॥ তত্র
 স্থিতং চিরং কালং বনেষু নিয়মাস্থিতঃ ॥ আরাধয়ামাস তদা পরং নিয়ম-
 মাস্থিতঃ । ততঃ সন্দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । উবাচ চ প্রসম্মো-
 হস্মীত্যুচ্যতামভিবাঙ্কিতম্ ॥ ততোহসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতো গতিম্ ।
 পিতৃণাং বচনাত্তেন যৎ কৰ্ত্তৃমভিবাঙ্কিতম্ । ব্রহ্মা প্রাহ কচিং বিপ্র শ্রদ্ধা
 তন্ত্যভিবাঙ্কিতম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ । প্রজাপতিত্বং ভবিতা শ্রেষ্ঠা ভবতা প্রজাঃ ।
 সৃষ্টা প্রজাঃ সূতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়ান্তথা । কৃত্বা হতাধিকাবস্থং ততঃ
 সিদ্ধিমবাপ্শুসি ॥ স ত্বং তথোক্তং পিতৃভিঃ কৃৎ দাবপরিগ্রহম্ । কাম্যাক্ষেম-
 মভিধ্যায়ন্ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্ । ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাশ্চান্তি তবেপ্সি-
 তম্ ॥ পত্নীং সূতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যাৎ পিতামহাঃ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 ইত্যার্ববচনং শ্রদ্ধা ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ । নত্যা বিবিভক্তে পুলিনে চকার
 পিতৃতর্পণম্ ॥ তুষ্টাব চ পিতৃন্ বিপ্র স্তবৈরেভিরথাদৃতঃ । একাগ্রপ্রযতো
 ভূত্বা ভক্তিনম্রাঙ্গকন্দরঃ ॥ কচিকবাচ । নমস্তোহহং পিতৃন্ ভক্ত্যা যে
 বসন্ত্যবিনেবতাঃ । দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে শ্রাদ্ধেষু স্বধোক্তরৈঃ ॥ নমস্তো-
 হহং পিতৃন্ স্বর্গে সন্তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ । শ্রাদ্ধৈর্মনোরমৈর্ভক্ত্যা ভুক্তি-
 মুক্তিমভৌপস্মৃতিঃ । নমস্তোহহং পিতৃন্ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্ ।
 শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈকপহারৈরনুভূতৈঃ ॥ নমস্তোহহং পিতৃন্ ভক্ত্যা যেহর্চ্যন্তে
 গুহ্যকৈর্দেবি । তন্মমত্বেন বাহুদ্বিধাক্রিমাত্যস্তিকীঃ পবাম্ । নমস্তোহহং
 পিতৃন্ মর্ত্যৈরর্চ্যন্তে ভূবি যে সদা । শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধাভীষ্ট-লোকপুষ্টি-প্রদায়িনঃ ॥
 নমস্তোহহং পিতৃন্ বিপ্রৈর্বর্চ্যন্তে ভূবি যে সদা । বাঙ্কিতাভীষ্টলাভায় প্রাজা-
 পত্যপ্রদায়িনঃ ॥ নমস্তোহহং পিতৃন্ বিপ্রৈস্তর্প্যন্তেহরণ্যবাসিভিঃ । অশ্রু-
 শ্রাদ্ধৈর্ষতাহারৈস্তপোনিধূতকন্মভৈঃ ॥ নমস্তোহহং পিতৃন্ বিপ্রৈনৈষ্টিকব্রহ্ম-
 চারিভিঃ । যে সংযতাস্তিনিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ ॥ নমস্তোহহং পিতৃন্

শ্রীকৈ রাজভ্যাপ্তপুস্তি যান্ । কঠৈরশেষৈর্বিধিবল্লোকত্রয়ফলপ্রদান্ ॥ নমস্তে-
 হং পিতৃন্ বৈশ্ণবর্চ্যন্তে ভুবি যে সদা । স্বকর্মাভিরতৈনিত্যাং পুষ্পধূপান্ন-
 বারিভিঃ ॥ নমস্তেহং পিতৃন্ শ্রীকৈ শূদ্রৈরপি চ ভক্তিতঃ । সস্তপ্যন্তে জগত্যত্র
 নান্না খাতাঃ স্নকালিনঃ । নমস্তেহং পিতৃন্ শ্রীকৈ পাতালে যে মহানুরৈঃ ।
 সস্তপ্যন্তে স্বধাহারৈস্ত্যক্তদন্তমদৈঃ সদা ॥ নমস্তেহং পিতৃন্ শ্রীকৈরর্চ্যন্তে
 যে রসাতলে । ভোগৈরশেষৈর্বিধিবরাগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ ॥ নমস্তেহং
 পিতৃন্ শ্রীকৈ সর্পৈঃ সস্তপিতান্ সদা । তত্রৈব বিবিদ্যন্তৈর্ভোগসম্পৎসনস্থিতৈঃ ॥
 পিতৃন্নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাৎ যে দেবলোকে চ তথাস্তরীক্ষে । মহীতলে যে চ
 স্ত্রয়ারিপূজ্যন্তে মে প্রতীচ্ছন্ত ময়োপনীতম্ ॥ পিতৃন্নমস্তে পরমাণুভূতা
 যে দৈববিমানৈ নিবসন্ত্যমর্ত্যাঃ । যজন্তি যানন্তমলা মনোভির্যোগীশ্বর্যঃ ক্লেশ-
 বিমুক্তিহেতুন্ ॥ পিতৃন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্তাঃ স্বধাভূজঃ কাম্যফলাভিসকৌ ।
 প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনতিসংহিতেম্ ॥ তপ্যন্ত তে-
 হস্মিন্ পিতবঃ সমস্তা ইচ্ছাবতাং মে প্রদিশন্তি কামান্ । ভূপত্মিন্দ্রমতো-
 হধিকং বা সূতান্ পশূন্ স্থানি বলং গৃহাণি ॥ সোমস্ত যে রশ্মিষু যেহর্কবিদ্রে শুক্রে
 বিমানৈ চ সদা বসন্তি । তপ্যন্ত তেহস্মিন্ পিতবোহমতোঐয়র্গন্ধাদিনা তুষ্টিমিতো
 ব্রজন্ত ॥ যেষাং হতেহস্মৌ হবিষা চ ভূপুয়ে ভূজন্তি বিপ্রস্ত শরীরসংস্থাঃ ।
 তে পিণ্ডদানেন মুদং প্রযান্তি তপ্যন্ত তেহস্মিন্ পিতবোহমতোঐয়ৈঃ ॥
 যে খড়্গমাংসেন সুরৈবভীষ্টৈঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈর্দিব্যামনোহরৈশ্চ । কালেন
 শাকেন মহর্ষির্বার্যৈঃ সংগ্ৰীণিতান্তে মুদমত্র যান্ত ॥ কণ্ডান্তশেষানি চ
 যাত্তভীষ্টান্ততীৰ্ণ তেষামমরার্চিতানান্ । তেষান্ত সান্নিধ্যমিতান্ত পুষ্প-
 গন্ধাস্ততোজ্যেয়ং ময়াক্রতেষু ॥ দিনে দিনে যে প্রতিগৃহতেহর্চ্যং মাসান্ত-
 পূজ্যা ভুবি যেহষ্টকান্ । যে বৎসবাস্তেহভ্যদয়ে চ পূজ্যা প্রযান্ত তে মে
 পিতবোহত্র তৃপ্তি ॥ পূজ্যা দ্বিজানাং কুম্ভেদেদুভাসো যে কল্লিয়াণাঞ্চ নবাক-
 বর্ণাঃ । তথা বিশাং যে নরকাবদাতা নীলানিভাঃ শূদ্রজনস্ত যে চ । তে-
 হস্মিন্ সমস্তা মম গন্ধ-পুষ্প-দীপান্ন-তোয়াদিনিবেদনেন । তথাগ্নহোমেন চ যান্ত
 তৃপ্তি ॥ সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ যে দেবপূর্বাণ্যভিতৃপ্তিহেতো-
 রন্নন্তি কব্যানি শুভাহতানি । তপ্যন্ত যে ভূতান্নজো ভবন্তি তপ্যন্ত তেহস্মিন্
 প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ রক্ষাংসি ভূতান্নসুরাংস্তথোগ্রান্ নির্নাশয়ন্ত যশিবং
 প্রজানম্ । আশ্বাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যাস্তপ্যন্ত তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥
 অগ্নিষাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা । ব্রজন্ত তৃপ্তিঃ শ্রীকৈহস্মিন্

পিতরন্তুর্পিতা ময়া । অগ্নিধাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষত মে দিশম্ ।
 তথা বর্হিষদঃ পাক্ত্ব ষাম্যাং মে পিতরঃ স্মৃতাঃ । প্রতীচীমাজ্যপাক্ত্ববহ্নীচী-
 মপি সোমপাঃ । রক্ষোভূতপিণাচেত্যন্তথৈবানুরদোষতঃ । সর্ষতশ্চাধিপন্তেষাং
 বমো রক্ষাং কেরোতু মে ॥ বিশ্বো বিশ্বভূগারাদ্যো ধর্মো ধনশ্চ শাস্বতঃ ।
 ভূতিদো ভূতিক্রমভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব । কল্যাণং কল্যাতা কর্তা কল্যাঃ
 কল্যাতবাশ্রয়ঃ । কল্যাতাহেতুরনঘঃ ষড্ভিমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ বরো বরেন্যো
 বরদঃ পুষ্টিদস্তৃষ্টিনস্তথা । বিশ্বপাতা তথা ধাতা সঠৈপ্তবৈতে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ মহান্
 মহাত্মা মহিতো মহিমবান্ মহাবলঃ । গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপ-
 নাশনাঃ ॥ সুখদো ধনদশ্চাত্তো ধর্মো ধনশ্চ ভূতিদঃ । পিতৃণাং কথ্যতে
 চৈতৎ তথা গণচতুষ্টয়ম্ ॥ একত্রিংশৎ পিতৃগণা ষৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ।
 তে নোহত্র তৃপ্তাস্ত্বধ্যাক্ত দিশাক্ত চ সদা হিতম্ । ইতি মার্কণ্ডেয়পুর্বাণে রৌচ
 মন্বন্তরে পিতৃস্তবঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবম্ স্তবতস্তস্মৈ তেজসো রাশিকচ্ছিখঃ । প্রাচ্বর্বভুব
 সহসা গগনব্যাপ্তিকাবকঃ ॥ তদ্বৃষ্টা স্মমহভ্রেজঃ সমাসান্ত স্থিতং জগৎ ।
 জান্তভ্যামবনিং গজা কচিঃ স্তোত্রমিদং জগৌ ॥ কচিকবাচ । অর্চিতা-
 নামমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্ । নমস্তামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্য-
 চক্ষুষাম্ । ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতাবো দক্ষমাবীচয়োস্তুথা । সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং
 তান্নমস্তামি কামদান্ ॥ মন্বাদীনাং মুনীন্দ্রাণাং সূর্য্যচন্দ্রমসোস্তুথা । তান্নমস্তা-
 ম্যহং সর্ষান্ পিতৃনপ্সদবাবপি । নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়ুগ্ন্যান্ভসস্তুথা ।
 জীবাপৃথিব্যোশ্চ সদা নমস্তামি কৃতাজ্জলিঃ ॥ দেবর্ষীণাং জনিতুংশ্চ সর্ষ-
 লোকনমস্কৃতান্ । অক্ষয়ান্ত সদা দাতৃন্ নমস্তামি কৃতাজ্জলিঃ ॥ প্রজাপতেঃ
 কশ্যপায় সোমায় বকণায় চ । যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্তামি কৃতাজ্জলিঃ ॥
 নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যাস্তুথা লোকেষু সপ্তসু । স্বয়ম্ভুবে নমস্তামি ব্রহ্মণে
 যোগচক্ষুষে ॥ সোমাদারান্ পিতৃগণান্ যোগমুক্তিধরাংস্তুথা । নমস্তামি সদা
 সোমং পিতরং জগতামহম্ ॥ অগ্নিরূপাংস্তথৈবাগ্নান্ নমস্তামি পিতৃনহম্ ।
 অগ্নীষোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥ যে চ তেজসি যে চৈতে সোম-
 সূর্য্যগ্নিমৃণয়ঃ । জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বকপিণঃ ॥ তেভ্যোহধি-
 লেভ্যো যোগিত্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ । নমো নমো নমস্তে মে প্রসীদন্ত
 স্বধাতুজঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবং স্তবাস্ততস্তেন তেজসা মুনিসত্তম । নিশ্চক্রমুস্তে

পিতরো ভাসন্নস্তো দিশো দশ । নিবেদিতঞ্চ যত্তেন পুষ্পগন্ধামুলেপনম্ ।
তদ্বিষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্ ॥ এণিপত্য পুনর্ভুক্ত্যা
পুনরেব কৃতাজ্জলিঃ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যামিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ ॥ ততঃ প্রসন্নঃ
পিতরস্তমুচুমুস্তিসত্তমম্ । বরং বৃণীসেতি স তান্ উবাচ নতকন্ধরঃ ॥ কচি-
ক্ববাচ । সাম্প্রতঃ সর্গকর্তৃহুমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম । সোহহং পত্নীমভীপ্সামি
ধন্যং দিব্যাং প্রজাবতীম্ ॥ পিতর উচুঃ । অত্রৈব সন্তঃ পত্নী তে ভবন্তি-
মনোরমা । তস্মাঞ্চ পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুকৃতমঃ । নমস্তুবাধিপো ধীমাং-
স্তন্নান্নৈবোপলক্ষিতঃ । কচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রমামুতি জগত্রয়ে ।
তস্মাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ । ভবিষ্যন্তি মহাশ্রানঃ পৃথিবী-
পরিপালকাঃ । স্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্বিধাঃ । ক্রীণাধিকারো
ধর্ম্যজ্ঞস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্সসি । স্তোত্রৈগানেন চ নরো যোহশ্রান্ স্তোষ্যতি
ভক্তিতঃ । তস্ম তুষ্টো বয়ং ভোগানতাজং জ্ঞানমুত্তমম্ । শরীরোপায়ৈশ্বর্য্যং
পুত্রপৌত্রাদিকং তথা । বাহুভিঃ সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রৈগানেন বৈ যতঃ ।
শ্রাদ্ধেযু য ইমং ভক্ত্যা অশ্রুৎপ্রীতিকরং স্তবম্ । পঠিষ্যতি বিজ্ঞাত্যাণাং
বিপ্রাণাং ভূগতাং পূবঃ । স্তোত্রশ্রবণসম্প্রাত্যা সন্নিধানে কৃতে পরে ।
অস্মাকমক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদুভবিষ্যত্যসংশয়ম্ । যজ্ঞপাশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যজ্ঞপুণ্য-
হতং ভবেৎ । অত্রারোপাত্তবিভেন যদি বা কৃতমত্রথা । অশ্রাদ্ধাট্টৈকপহতৈ-
কপহাট্টৈস্তথা কৃতম্ । অকালেহপাথবাহদেশে বিধিহীনমথাপি বা । অশ্রদ্ধয়া
বা পুরুষৈর্দত্তমাশ্রিতা যৎকৃতম্ । অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদ্দীর্ণাৎ ।
যত্রৈতৎ পঠাতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমশ্রুৎস্থথাবহম্ । অস্মাকং জায়তে তৃপ্তি-
স্তত্র দ্বাদশবার্ষিকী । হেমন্তে দ্বাদশান্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি । শিশিরে
দ্বিগুণাঙ্গাংশ্চ তৃপ্ত্য স্তোত্রমিদং স্মৃতম্ । বসন্তে ষোড়শসমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ।
গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারকম্ । বিকলেহপি কৃতে শ্রাদ্ধে
স্তোত্রৈগানেন সাধিতে । বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায়তে কচে । শরৎকালে-
হপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি । অস্মাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিঃ পঞ্চশতাব্দি-
কীম্ । যস্মিন্ গৃহেহপি লিখিতমেতত্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ । সন্নিধামং কৃতে
শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি । তস্মাদেতৎ ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভূগতাং
পূবঃ । আবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং তৃপ্তিহেতুকম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে রৌচ্যমহন্তরে পিতৃবরপ্রদানং নাম কচিস্তোত্রং
সমাপ্তম্ । ৐ ৩৭৯ ॥

যজুর্বেদি-শ্রাদ্ধপ্রকরণ

৬-মুত-কৃত্য

আসন্নমৃত্যুকালে ইহজন্মকৃত যাবৎ পাপক্ষয়ের জন্ত অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ধেনু, সূর্য, রজত, ভূমি, তিল, তণ্ডুলাদি দান কর্তব্য। গৃহবহির্ভাগে গোময়োপলিপ্ত-ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ আশ্রয়ণ পূর্বক তদুপরি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে শয়ান করাইয়া ধেনু প্রভৃতি উৎসর্গ কারবে। ‘ও এতশ্চে সর্বজ্ঞধেনবে নমঃ’—এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও এতশ্চে সর্বজ্ঞধেনবে নমঃ’ এই মন্ত্রে ধেনুর অর্চনা করিয়া ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ও কদ্রায় নমঃ’ ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।’ এই মন্ত্রে সথায়থ অর্চনান্তে উৎসর্গবাক্য পড়িবে, যথা—“বিষ্ণুবোন্ তৎসদগু অমুকে মাসি (মুখাচান্দ্র) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রশ্চ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (প্রতিনবিশ্বলে) আভ্যমুকুপাপক্ষয়কাম ইমাং সর্বজ্ঞ-ধেনুঃ শ্রীকদ্রদেবতাকামার্চ্চতাং যাসমুত্তাপোহনায়ে ব্রাহ্মণায়ানু” “দানি।” বৈতরণী ধেনুদান সামবেদীয়-বৈতরণীবেদনান্যং জ্ঞাতব্য। ইহার দক্ষিণান্ত সথায়থ করিবে। এইরূপ সূর্যাদিদানে বাক্য উৎপূর্বক প্রযোজ্য।

অন্তেষ্টিক্রিয়া

সামবেদীয়বৎ প্রেতস্নানাদি কর্তব্য। বিশেষ এই যে, প্রেতকে উত্তবশিরা শয়ান করাইবে। পিণ্ডদানপ্রয়োগ বিভিন্ন।

পিণ্ডদান

উপবীতা হইয়া দুইবার অচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক কুশ-হস্তে দক্ষিণ-মুখে বামজানু ভূমিতে পাতিয়া প্রাচীনাবীতা হইয়া দক্ষিণাপ্রবাহান পরিষ্কার করত রেখা করিবে, যথা—প্রথমতঃ ‘ও কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাগি চ। তীর্থাশ্চেতানি পুণ্যানি পিণ্ডদানকালে ভবন্নিহ।’ ও তদ্বিক্ষো-রিত্যাগি। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও নিহন্নি সর্বং যদমেধ্যবদুভবেদ্রত।শ্চ সর্বৈ-হস্মরদানবা মধা। রক্ষংসি যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জা হতা ময়া ষাতুধানাশ্চ সর্বৈ।”

এই মন্ত্রে নৈঋত হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল করিয়া “ওঁ অপহতা
অমুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ ওঁ নিহন্তোত্যাদি” মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে কুশদ্বয় দ্বারা
রেখা করত তাহার উপর কতিপয় দক্ষিণাগ্র সমূল কুশ পাতিবে। “ওঁ অপহতা
অমুরা বক্ষাংসি বেদিষদঃ” এই মন্ত্রে তাহাতে তিল বিকিরণ করিবে। পরে
বামহস্তে রেখা ধরিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্ম্নেতত্তে-
হবনেনিন্দু উপতিষ্ঠতাম্’ মন্ত্রে উহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া তিল-মোটকসমন্বিত
পিণ্ড লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্নেতত্তে পিণ্ডঃ সতিলোদক-
পতিষ্ঠতাম্। এই মন্ত্রে কুশোপরি পিতৃতীর্থে নিক্ষেপ করিবে। পরে পিণ্ডশেষ
পিণ্ডসমীপে প্রদান করত পাত্রপ্রক্ষালনজল পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে,
মন্ত্র যথা—“অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্ম্নেতত্তে প্রত্যবনেনিন্দু উপতি-
ষ্ঠতাম্।” পিণ্ডকে যথাশক্তি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া উহা প্রেতমুখে
প্রদান করিবে। সাগ্নিকপ্রেতমুখে দ্ব্যতক দান করিতে হয়, নাসিকায়
দ্ব্যতক একটি, পাদদ্বয়ে দুইটি দ্ব্যতক, পার্শ্বে চমস, উক্কেদ্বয়ে মধ্য উদুখল ও
মুখল স্থাপন করিতে হয়। নিবগ্নিপ্রেতের উত্তমাস্থিত সপ্তদ্বারে স্তব্ধ-
ধণ্ড অভাবে কাংশুধণ্ড স্থাপন করিবে। অজ্ঞাত্ত বিবি সামবেদীয়বৎ। সাগ্নিক
প্রেতেব অগ্নিদান নিম্নোক্ত মন্ত্রে মন্ত্রকে কর্তব্য। “ওঁ অস্মাদ্ভিমভিজাতোহসি
ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা।”

পর্ণনর-দাহ

শবশরীর না পাইলে পর্ণময় নব নির্মাণ করিয়া দাহ করিবে। নির্মাণ-
প্রণালী সমস্তই সামবেদীয়বৎ। বিশেষ কৃষ্ণসারচর্ম্ম ও তুড়পরি মেঘলোমশূদ্ধ্য
দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। কোন ব্যক্তির মরণভ্রমে পুত্রলিকা নির্মাণ করিয়া
দাহ সম্পন্ন হইলে যদি সেই ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় পুনঃ আগমন করে, তবে
সাগ্নিকের পক্ষে আয়ুষ্মতী ইষ্টী করিয়া শাস্তিকার্য্য করিবেন। নিবগ্নির পক্ষে
শাস্তির জন্ত শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, চণ্ডীপাঠাদি কর্তব্য।

পূর্বক-পিণ্ডদান

প্রথমে পূর্বমুখে কুশহস্তে দুইবার আচমন করিয়া ‘ওঁ কুরুক্ষেত্র’ ইত্যাদি
দ্বারা তীর্থাঙ্কন ও “তদ্বিক্ষো” ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক দক্ষিণমুখে

বামজানু ভূমিতে পাতিয়া প্রাচীনাবৃত্তী হইয়া বসিবে। দক্ষিণাগ্নবহান
 পরিষ্কার করত নৈঋতকোণাবধি বামাবর্তে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে,
 মন্ত্র যথা—“ওঁ নিহ্মি সর্কং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্কেহস্বরদানবা ময়া।
 রক্ষাংসি বক্ষাঃ সপিশাচসজ্য' হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্কে।” পরে ‘ওঁ অপহতা
 অমুয়া রক্ষাংসি বেদিষদঃ ওঁ নিহ্মি সর্কং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে দক্ষিণাগ্র কুশদ্বয়
 দ্বারা মণ্ডলমধ্যে রেখাদ্বয় করিবে, অনন্তর তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আন্তর্য
 করিয়া “ওঁ অপহতা” ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে, এবং তাহাতে
 অবনেজন দান করিবে, যথা—বাম হস্তে রেখা ধাবণ পূর্বক “অমুকগোত্র
 প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে অবনেনিষ্কু উপতিষ্ঠতাম্।” তিল-মধু-ঘৃত-দুগ্ধযুক্ত
 পিণ্ড লইয়া “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সত্ভাবধীঃ। ওঁ
 মধু নক্তমুতোষসো নধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু তোরস্ব নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো
 বনস্পতিমধুম্। অস্ত সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ। ওঁ মধু মধু মধু। বিষ্ণু-
 রোম্ অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মন্ এতৎ প্রথমং পিণ্ডং পূরক-
 মুপতিষ্ঠতাম্।” এইরূপ দ্বিতীয়াদি পিণ্ডদানস্থলে দ্বিতীয়পিণ্ডং তৃতীয়পিণ্ডম্
 ইত্যাদি উল্লেখ্য। কেহ কেহ প্রথমং পিণ্ডং শিরঃপূরকম্, দ্বিতীয়পিণ্ডং
 কর্ণাক্ষিনামিকাপূরকম্, তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসভূজবক্ষঃপূরকম্, চতুর্থপিণ্ডং
 নাভিলিঙ্গগুদপূরকম্, পঞ্চমপিণ্ডং জান্ত্রজজ্ঞাপাদপূরকম্, ষষ্ঠপিণ্ডং সর্ক-
 মর্ষপূরকম্, সপ্তমপিণ্ডং সর্কনাড়ীপূরকম্, অষ্টমপিণ্ডং দন্তরোমপূরকম্।
 নবমপিণ্ডং বীৰ্য্যপূরকম্, দশমপিণ্ডং পূর্ণতা-তৃপ্ততা-ক্ষুদ্বিপর্ধ্যায়পূরকম্”
 এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যসম্মত
 নহে। পরে পিণ্ডসমীপে পিণ্ডশেব বিকিরণ করিয়া “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং
 গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায়
 নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ। ওঁ
 ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণমুখে স্বাস ত্যাগ করিবে,
 যথা—“অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবুষায়স্ব অমৌ মদৎ প্রেতো যথাভাগমা-
 বুষায়িষ্টে।” স্বাস ত্যাগ করিয়া পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজন্য প্রত্যবনেজনার্থ দিবে।
 মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্ এতত্তে প্রত্যবনেনিষ্কু
 উপতিষ্ঠতাম্।” পরে পিণ্ডসংখ্যানুসারে আমপাত্রস্থ সতিল জল উৎসর্গ করিবে,
 যথা—প্রথম পিণ্ডে একটি মৃৎপাত্র বাম হস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
 প্রেতামুকদেবশর্মন্ এতত্তে আমপাত্রস্থসতিলোদকম্ উপতিষ্ঠতাম্।” পরে

পিণ্ডোপরি উর্ণাতঙ্কময় বাসঃস্থল দিবে, যথা—“ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসঃ” পবে বাম হস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্নেত্রে উর্ণাতঙ্কময়ঃ বাস উপতিষ্ঠতাম্ ।” অমন্ত্রক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া উক্ত প্রণালীতে দ্বিতীয়াদি পিণ্ডদান সমাপ্ত করিবে । অনন্তর একটি আমপাত্রে সতিল জল ও অপরটিতে সতিল দুই অর্চনা করিয়া দান করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্নেত্রে আমপাত্রস্থসতিলং নীরমুপতিষ্ঠতাম্ ।” এইরূপ “অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্নেত্রে সতিলং ক্ষীরম্ উপতিষ্ঠতাম্” পরে উক্ত নীরক্ষীর শূণ্ডে (ত্রিপদিকাব উপর) স্থাপিত করিয়া কৃতাজলিপুটে পাঠ করিবে, “ওঁ শ্মশানানলদহোহসি পরিত্যক্তোহসি বান্ধবৈঃ । ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব । আকাশস্থো নিরালস্থো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ । অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা (তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চৈব) স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব ।” অতঃপর পিণ্ডশেষে কাকবলি দেয় ।

কাকবলি

প্রথমতঃ গন্ধপুষ্পযোগে “ওঁ নানাदिगन्देशीयवायसेभ्यো नमঃ” এই মন্ত্রে পূজাস্তে বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া “অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুক-দেবশর্মন্নপ্ত্যর্থঃ যমদ্বারাবস্থিত-নানাदिगन्देशीय-वायसेभ्य এষ বলিনমঃ । পরে কৃতাজলিপুটে—

ওঁ কাক ত্বং যমদূতোহসি গৃহাৎ বলিমুত্তমম্ ।

যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যগ্নিতুমর্হসি ।

কাকায় কাকপুঙ্খায় বায়সায় মহাশ্বনে ।

অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্মরাজনি ॥

প্রথমদিন যে দ্রব্য পিণ্ডদান হইবে, দশাহ যাবৎ সেই দ্রব্যই পিণ্ডদান কর্তব্য । অসংস্কৃত ব্যক্তির দশপিণ্ডদান কুশাস্তরণ ব্যতিবেকে ভূমিতেই কর্তব্য ।

স্ত্রী স্বামীর পিণ্ডদানোপক্রমে রজস্বলা হইলে বস্ত্রত্যাগ পূর্বক পুনঃস্নানান্তে শুদ্ধা হইয়া পিণ্ডদান করিবেন ।—এ স্থলে অণুচি অবস্থায় পিণ্ডদানে কোনও বাধা নাই কিংবা তজ্জন্তু প্রতিনিধি আবশ্যক নাই ।

শ্বেততর্পণ

যজুর্বেদিগণ সম্বোধনাস্ত বাক্যে তর্পণ করিবেন। শ্বেততর্পণ দাহকারী ব্যক্তিমাত্রেই কৃতব্য। আচমনাস্তে বিকৃতোত্তরীয়, একবস্ত্র ও দক্ষিণামুখ হইয়া বামহস্ত হইতে তিল গ্রহণ পূর্বক জলাঞ্জলি দ্বারা নিম্নোক্তবাক্যে শ্বেতোদ্দেশে পিতৃতীর্থযোগে তর্পণ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র শ্বেত অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব।” একাঞ্জলিদান বিহিত থাকিলেও তিন অঞ্জলি জলদানে শ্বেতের অতিশয় তৃপ্তি হেতু উহা কৃতব্য।

অশৌচাস্ত দ্বিতীয়দিন-কৃত্য

অশৌচাধিকারিগণ সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া অশৌচাস্ত দ্বিতীয় দিনে সূবর্ণ, অগ্নি, ঘৃত, জল প্রভৃতি পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবেন।

যজুর্বেদীয় চতুর্দশাশান্তি

অশৌচাস্তদ্বিতীয়দিনে শ্রাদ্ধাধিকারী সূর্য্যোদয়ের পর অবগাহন স্নান ও মঙ্গলজনক ঘৃত, গো, হিরণ্য, দূর্ধ্বাদি স্পর্শ পূর্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলন করত স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—“ওঁ কন্তব্যেহস্মিন্ চতুর্দশাশান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত” তিনবার এই মন্ত্র বলিলে ব্রাহ্মণ দ্বারা ‘ওঁ পুণ্যাহং’ প্রতিবচন বলাইবে, এবং ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচনাস্তে স্বস্তিসূক্ত ও ‘সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কাল’ ইত্যাদি পড়িয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পরে পূর্ব্বাশ্র ও উপবীতী হইয়া চারিটি পাত্রে জল রাখিয়া শাস্তি করিবে, (জলপাত্রে তাম্বুল, গুবাক, তিল, পুষ্প, চন্দন ও ত্রিশত দেওয়ার ব্যবহার আছে) যথা—প্রথম পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠাস্তে ‘ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টেয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্ত নঃ। “ওঁ শ্রোনা পৃথিবি নো ভবান্ধরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ আপো হি ঠা যন্নো ভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসন্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তন্মা অবদমাম বো যস্ত কয়ান জিহ্বা আপো জনয়থা চ নঃ।” এই মন্ত্র ও পূর্নগায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে দ্বিতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠাস্তে ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টেয় আপো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্ত নঃ। ওঁ ইষেযোর্জ্জো

বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে । ও অগ্নিমীলে পুরো-
 হিতং যজ্ঞস্ত দেবমুহ্বিজম্ । হোতারং রত্নধাতমম্ । ও অগ্ন আয়াহি বীতরে গৃণানো
 হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বহিষি । ও দ্যৌঃ শান্তিরস্তরিকৃৎ শান্তিঃ পৃথিবী
 শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ । বনস্পত্যয়ঃ শান্তিঃ বিশ্বদেবাঃ শান্তিব্রহ্ম শান্তিঃ
 সৰ্ব্বৎ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি । ও অন্নয়ো ন সহোবাচ বিজ্ঞা-
 যতে হান্তি হিরণ্যশ্চোপাভং গোহৃষাদীনাং দাসীনাং প্রবরাণাং পরিধানানাং
 মানো ভবান্নহোরণং তস্ত পর্য্যস্তস্ত ছদান্নোহুবহভৃদিত্তি স বৈ গোতমতীর্থে-
 নেক্সাসা ইতু্যাপোষ্য হস্তবস্তমিত্তি বাচাহমশ্চৈব পূৰ্ব্বমুপযন্তি সহোবোপায়ন-
 কৰ্ত্তা উবাচ স হোবাচ দেবেষু বৈ গোতম তদুত্তরেষু মাং নৃষাণং ক্রুহি অপি হি
 নার্চিষঃ । ও য়ে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মত্যাণাম্ । তাভ্যা-
 মিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদস্তরা পিতরং মাতরঞ্চ । মাহং মঘোনোবরুণপ্রিয়স্ত
 ভূরিদাব্ আবিদং শূনমাপেঃ । মারায়ো রাজনুৎস্রয়মাদবস্থাং বৃহদ্বদেষ বিদথে
 সুবীরাঃ ॥ একং চমসং চতুরং কৃণোতন তদ্বো দেবা অক্রবং তদ্ব আগ-
 মম্ । সৌধম্বনা যদেবাকরিষ্যথ সাকং দেবৈর্যজ্ঞিয়ারসো ভবিষ্যথ ॥ কতরা
 পূৰ্ব্বা কতবা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কোবিবেদ । বিশ্বং অনা বিভূতো
 যজ্ঞ নাম বিবর্ত্তেতে অহনৌচ ক্রিয়েব ॥ প্রাতিকাম্যদাজহার ইতি । পুনর্গায়ত্রা
 পাঠ করিবে । ইতি দ্বিতীয়া শান্তিঃ । পরে বামহস্তে গাজ্জি (খাব্রা),
 কুলখ ও নিম্বপত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক দস্ত দ্বারা চৰ্চণ করিয়া নিষ্টিবনত্যাগ ও
 আচমন পূৰ্ব্বক তৃতীয়শান্তি করিবে । যথা—তৃতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী
 পাঠান্তে ‘ও শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ । শন্ন ইন্দ্রা বরুণা রাতহব্য ।
 শন্ন ইন্দ্রাপৃষণা বাজমাতৌ শমিদ্রাসোমা সুবিতায় শংষোঃ । ও শন্নো
 দেবীরতিষ্টয় আপো লবন্ধ পীতয়ে শং যোরভিষবস্ত নঃ । ও শ্চোনা পৃথি-
 বিনো ইত্যাদি । ও আপো হি ঠেত্যাদি । ও যো বঃ শিবতম ইত্যাদি । ও
 চন্মা অরক্ষ ইত্যাদি । ও দ্যৌঃ শান্তিঃ ইত্যাদি । ও দৃতেঃদৃৎহ মা মিত্রস্ত
 রা চক্ষুষা সৰ্ব্বাণি ভূতানি সমীকৃত্বাম্ । মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সৰ্ব্বাণি ভূতানি
 সমীক্ৰে । মিত্রস্ত চক্ষুষা সমীক্ৰামহে । ও দৃতে দৃৎহ মা মিত্রস্ত ইত্যাদি
 পাঠান্তে জ্যোক্তে সদৃংশি জীব্যাসং । ও নমন্তে হরসে শোচিষে নমন্তে
 যজ্ঞর্চিষে । অশ্রান্তে অশ্রতপস্ত হেতয়ঃ পাবকো অশ্রভ্যৎ শিবো ভব । ও
 মন্তে অস্ত বিদ্যতে নমন্তে স্তনসিদ্ধবে । নমন্তে ভগবন্নস্ত যতঃ স্বঃ সমীহসে ।
 যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু । শন্নঃ কুরু প্রজাত্যোহভয়ং

নঃ পশুভ্যঃ । ওঁ অমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু হুমিত্রিয়া স্তম্ভৈ সন্তু
 যোহস্মান্ দ্বৈষ্টি বঞ্চ বয়ং দ্বিমঃ । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্চক্রমুচ্চরৎ ।
 পশ্চম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শবদঃ শতং প্রব্রবাম
 শরদঃ শতমণীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতং ভৃশচ শরদঃ শতাৎ । ওঁ তদন্তু মিত্রা-
 বরুণমৌষাসঞ্চ ত্বস্র দৈবো মানস্৷ গৃহাতু বিশ্বদেবাস্৷ গৃহাতু বিশ্বদেবাস্ত্বস্মি
 জগাম । ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাস্মক্৷ তৎ প্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদ-
 ধ্যতিদ্বৈঃ পবস্তুং লভতে গৃহা মে বৈ নানা জিগাংসতি গৃহা হি পশূনাং প্রতিষ্ঠা
 ও পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে । ইতি তৃতীয়া শাস্তিঃ । অনস্তর চতুর্থ পাত্রে হস্ত
 দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে “ওঁ শং মা বাতেতি স্বস্তি তৎ ত্বাতিষিকামি । ওঁ
 ভূভূবঃ স্বস্ত্যৎ ত্বাতিষিকামি ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্কভূতেভ্যস্ত্বস্মি জগাম ।
 ওঁ ইন্দ্রঃ পুনীতিঃ সহমা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবকণঃ সমীচ্যা যমো রাজা
 প্রয়ণাভিঃপুনাতু মা জাতবেদা মূর্জয়ন্ত্যা পুনাতু । ওঁ যন্মে গর্ভে বসতঃ
 পাপমুগ্ধং যজ্জায়মানস্৷ চ কিঞ্চিদন্তৎ । জাতস্৷ যচ্চাপি চ বর্জতো মে তৎ
 পাবমানীভিরহঃ পুনামি । ওঁ গোঘ্নাৎ তস্করত্বাৎ স্ত্রীবধাদ্ যচ্চ কিঞ্চিষম্ ।
 পাপকঞ্চ চবণেভ্যস্তৎ পাবমানীভিরহঃ পুনামি । ওঁ ত্বোঃ শাস্তিঃ ইত্যাদি ও
 পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে । অনস্তর উক্ত শাস্তিজলে সকল অশৌচী ব্যক্তিকে
 ও সমস্ত গৃহদ্রব্যে প্রোক্ষণ করিবে ।

মতান্তরে চতুর্দশাশ্তি অন্তবিধ, যথা—প্রথমপাত্রে ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ
 তৎসবিতুর্নবেণ্যং ভর্গোদেবস্৷ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ ঋচং বাচং
 প্রপতে মনো যজঃ প্রপতে সামপ্রাণং প্রপতে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপতে বাগোজঃ
 সহজোমসি প্রাণাপাণৌ । ওঁ ষন্ম চিহ্নং চক্ষুষো হৃদয়স্৷ মনসো বাতি-
 ত্বগ্নঃ বৃহস্পতির্শ্বে তদ্রাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্৷ যম্পতিঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ-
 সবিতুরিত্যাदि । ইতি একা শাস্তিঃ । দ্বিতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে
 কয়া নশিচত্র ইত্যাদি কয়া সত্য ইত্যাদি । অভীষুণ ইত্যাদি । ওঁ কয়া ত্বং ন
 উত্যাভিঃ প্রসুন্দসে বৃষণ কয়াস্তে দিত্য আভর । ইন্দ্রো বিশ্বস্৷ রাজতি শং নো
 অস্ব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে । শন্নোমিত্রঃ শংবকণঃ শন্নো ভবত্বর্যমা । শন্ন ইন্দ্রো
 বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুককক্রমঃ । শন্নো বাতঃ পবতাৎ শন্নস্তপহু সূর্য্যঃ । শন্নঃ কনি-
 ক্রদদেবঃ পভন্তো অভিবর্ষতু । অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাং শন্ন
 ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরণা রাতংব্যা । শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ
 শমিত্রা সোমা স্তবিতার শংষোঃ । দ্বিতীয়া শাস্তিঃ । তৃতীয় পাত্রে হস্তদান

পূর্বক গায়ত্রী পাঠান্তে শন্নো দেবৌ ইত্যাদি, ইষেছোর্জেছা ইত্যাদি, অগ্নি-
মীনে ইত্যাদি, অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি, স্রোনাপৃথিবী ইত্যাদি। তৃতীয়া শাস্তিঃ।
চতুর্থপাত্রে হস্তদান পূর্বক গায়ত্রী পাঠান্তে আপো হি ঠেতি ঋকুজয়, স্তোঃ
শাস্তিঃ ইত্যাদি, পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত পাত্রের জল মস্তকে ছিটা দিবে।
তিলকাঙ্কনাদি অন্ত্য প্রয়োগ সামবেদীয়বৎ।

দান-সাগরবিধি

অর্চনা পূর্বক সামবেদীয় দানবাক্যানুসাবে দান ও দক্ষিণাদান-
বাক্যাди পাঠ করিবে। বিশেষ মন্ত্র যথা—

ভূমিদানে—ওঁ রত্নস্বঃ হি ভূতানাং ধারণী পোষণী স্থিরা।

মাতাসি সর্বলোকানাং ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে ॥

আসনদানে—ওঁ আসনং সর্বলোকানাং পরমং সুখসাধনম্।

তাম্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতবং শুভম্ ॥

জলদানে—ওঁ অপাং মধ্যো স্থিতা দেবাঃ সর্বমঙ্গলং প্রতিষ্ঠিতম্।

ব্রাহ্মণস্য করে কৃতাঃ শিবা আপো লবন্ত নঃ ॥

নন্দদানে—ওঁ দেবতানামৃষাণাঞ্চ পিতৃণাং যৎ পিতানভাক্।

পাবনং পবনং লোকে শোধনং বসনং মহৎ ॥

দীপদানে—ওঁ মুখ ত্বং সর্বদেবানাং পিতৃণাং হব্যকবায়োঃ।

হিরণ্যরেতো হতভুক ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে ॥

অন্নদানে—ওঁ অন্নং হি সর্বজন্তুনাং প্রাণা জীবিতমেব চ।

দেবতানামৃষাণাঞ্চ তৎসমং নাস্তি কিঞ্চন ॥

তাম্বূলদানে—ওঁ ষড়্ৰসং সর্বদোষঘ্নং মঙ্গলং সুখসাধনম্।

তাম্বূলং দেবতানাঞ্চ পরমং প্রীতিকারকম্ ॥

ছত্রদানে—ওঁ জমদগ্নেঃ প্রদানার্থং সূর্য্যোণৈব বিনির্মিতম্।

ঘর্ম্ম-বর্ষাতপ-ক্লেশ-নাশনং ছত্রমুত্তমম্ ॥

গন্ধদানে—ওঁ গন্ধো দুর্গন্ধিতবসো মদনশ্চ মহাঅনান্।

দেবতানাং প্রিয়ো যস্মাৎ সাদৃশ্যাদ্গন্ধঃ প্রসীদতু ॥

মাল্যদানে—ওঁ দেবৈব যস্মাচ্ছিন্নাধার্য্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।

লক্ষ্মীবঁসতি পুষ্পেষু লক্ষ্মীবঁসতি পুঙ্করে ॥

ফলদানে—ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পঞ্চভূতানি নির্ধমে ।

এতানি ফলরূপেণ প্রাণি-প্রাণধরাণি হি ॥

শযাদানে—ওঁ যথা ন কৃষ্ণশয়নঃ শূন্যঃ সাগরজাতয়া ।

শয্যামবাপ্যা শূন্যাস্ত তথা জন্মনি জন্মনি ॥

পাদুকাদানে—ওঁ উপানতৌ চ পরমে কামগে মন্ত্রসাধিতে ।

কার্ত্তিকেয়-সুখার্থায় নির্মিতে সুখকর্মণা ॥

ধেনুদানে—ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং যা চ দেবেষবহ্নিতা ।

ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ।

দেহসংস্থা চ কুদ্রাণী শকবস্ত্র সদাপ্রিয়া ।

ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥

বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ ।

চন্দ্রস্যাম্বুপতেয়া চ সা ধেনুর্বারদাহস্ত মে ॥

চতুর্মুখস্ত যা লক্ষ্মীয়া চ লক্ষ্মীহরস্ত চ ।

যা লক্ষ্মীলোকপালানাং সা ধেনুর্বারদাহস্ত মে ।

স্বধা ত্বং পিতৃমুখ্যানাং স্বাহা চৈব হবির্ভুজাম্ ।

যস্মাৎ পাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

পরে ধেনুর শরীরমধ্যে নিম্নোক্ত দেবতাব পূজা কর্তব্য, যথা—শৃঙ্গাগ্রে—
বিষ্ণবে নমঃ, শৃঙ্গমধ্যে ব্রহ্মণে নমঃ, শৃঙ্গমূলে ইন্দ্রায় নমঃ, ললাটে বৃষধ্বজায় নমঃ,
কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারাত্যাং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে শশিতাক্ষরাত্যাং নমঃ, দন্তে মকড়ো
নমঃ, জিহ্বায় সরস্বতৈ্য নমঃ, নাসাপুটদ্বয়ে ষণ্মুখায় নমঃ, উদরে পৃথিব্যৈ নমঃ,
নেত্রকোণে সাগরেভ্যো নমঃ, বোমকূপে ঋষিভ্যো নমঃ, পৃষ্ঠে রুদ্রেভ্যো
নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে কুমারায় নমঃ, বামপার্শ্বে বকণায় নমঃ, রোমরাজিতে
রশ্মিভ্যো নমঃ, নিতম্বতটে পিতৃভ্যো নমঃ, জজ্ঞাবদ্বয়ে তৌর্ধেভ্যো নমঃ, খুবমধ্যে
গন্ধর্বেভ্যো নমঃ, খুরাগ্রতুণ্ডে অপ্সবেভ্যো নমঃ, ক্রোড়ে পৃথ্বীগণেভ্যো
নমঃ, গোময়ে লৈশ্ব্যে নমঃ, হৃদ্রাবে বেদেভ্যো নমঃ, দুহ্মে গন্ধারৈ নমঃ । পরে
প্রতিগ্রহীতা পুচ্ছধারণ পুষ্ক পাঠ করিবে—

ওঁ সর্বদেবময়ীং দোক্ষীং সর্বলোকময়ীস্তথা ।

সর্বলোকনিমিত্তায় সর্বপাপক্ষয়ায় চ ॥

সর্বধনপ্রদাং নিত্যং সর্বভূতনমস্কৃতাম্ ।

উৎসৃজামি মহাভাগাম্ অক্ষয়স্বর্গগামিনীম্ ।

কাঞ্চনদানে—ওঁ সূবর্ণং পরমং দানং সূবর্ণং দক্ষিণা পরম্

এতৎ পবিত্রং পরমং এতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

ব্যঞ্জনদানে—ওঁ ব্যঞ্জনং তাপহরণং সর্বলোকপ্রিয়করম্ ।

তস্ত প্রদানাৎ সকলান্তাপা নশ্বন্ত মে সদা ॥

রজতদানে বিশেষ মন্ত্র নাই ।

যজুর্বেদি-বৃষোৎসর্গ

স্মার্তমতে যজুর্বেদি-বৃষোৎসর্গে প্রথমে পুণ্যাহাদিবাচন পূর্বক সঙ্কল্প কর্তব্য । মতান্তরে অগ্রে সঙ্কল্প, পবে স্বস্তিবাচনের ব্যবস্থা আছে । চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত পবিত্র বেদাতে বা গোশালায় অথবা তীর্থে ঈশান-নিম্নস্থান গোময়জলে লেপন পূর্বক কর্ত্তা কুশহস্তে আচমনাদি করত উত্তরমুখে “ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপ-করণবৃষোৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ভবন্তু” তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ ‘ওঁ পুণ্যাহং’ তিনবার বলিবেন । এইরূপ ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন পূর্বক “ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃক্শ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষো অরিষ্ট-নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দেবাতু ।” এই স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করিবে । মতান্তরে স্বস্তিবাচন অন্তবিধ যথা—

“তদন্ত মিত্রাবকণা তদগ্রে শংষোরশ্রভ্যমিদমন্ত স্বভ্যম্ অসীময়ি গবামুত প্রতিষ্ঠা নমো দিবে বৃহতে সাদনায় । গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠামৃকুঃ তৎপ্রতিষ্ঠিতং যয়া বাচা সংস্তব্যম্ । তস্মাদধ্যতিদূরৈঃ পরন্তুং লভতে গৃহা মে বৈ নানাজিগাংসতি । গৃহা হি পশুনাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা । ওঁ মনোজ্জতিজুর্ষতামাজ্যস্ত বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু । অরিষ্টেং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ । স্বস্তি পুণ্যাহং কল্যাণং ঋদ্ধিঃ পুষ্টিরন্তু (পঞ্চমীং বাচমিভ্রা ত্রিধা সম্যক্ ঋত্বিগ্ভিঃ পঠনক্রমাৎ ।) ব্রাহ্মণোহস্ত যজমানস্ত গৃহে স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্তু । স্বস্ত্যস্ত স্বস্ত্যস্ত স্বস্ত্যস্ত ইতি প্রত্যুত্তর । ব্রাহ্মণোহস্ত যজমানস্ত গৃহে পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্তু । (পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহম্ প্রতি-বাক্য) ব্রাহ্মণোহস্ত যজমানস্ত শরীরে সপুত্রস্ত কল্যাণং ভবন্তোহধিক্রবন্তু । (কল্যাণং কল্যাণং কল্যাণম্ প্রতিবাক্য ।) ব্রাহ্মণোহস্ত যজমানস্ত গৃহে ঋদ্ধিঃ ভবন্তোহধিক্রবন্তু । (ঋধ্যতাং ঋধ্যতাং ঋধ্যতাম্ প্রতিবচন ।) ব্রাহ্মণোহস্ত

বজমানস্ত শরীরে সপুত্রস্ত পুষ্টিং ভবন্তোহধিক্রবন্ত (প্রতিবচন পুষ্টিরস্ত পুষ্টিরস্ত পুষ্টিরস্ত) । পুনর্নামেতিল্লিঙ্গং পুনরায়ঃ পুনর্ভগঃ পুনর্জবিণঃ যস্মি তু মা পুন-
র্জ্ঞানং যস্মি তু মা পুনর্শ্বনঃ পুনরাযুর্শ্ব আগণঃ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রস্ত আগমঃ
বৈশ্বানরো দক্ষস্তনুপাদগ্নিনঃ পাতু ছরিতাদবধ্যাৎ স্বস্ত্যস্ত স্বস্ত্যস্ত স্বস্ত্যস্ত ।”

পরে সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক দেবতাদিগের সান্নিধ্য কল্পনা
করিয়া ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ ও কুশ-পুশ-তিল-জলপূর্ণ পাত্রে গ্রহণ করিয়া
সঙ্কল্প করিবে,—“বিষ্ণুরোম্ অত্র অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করিবে)
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণোহশৌ-
চাস্তাদ্বিধিত্বৈহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ষণঃ প্রেতলোকপরি-
ত্যাগপূর্ব্বক-স্বর্গলোক-গমনকামঃ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপ-
করণ-বৃষোৎসর্গমহঃ করিষ্যামি ।” পরে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে । “ওঁ
যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদ্র সুপুস্ত তথৈবৈতি । দৃবঙ্গমং জ্যোতিষাং
জ্যোতিরেকঃ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ।” মতান্তরে স্বস্তিসূক্তে বিশেষ
মন্ত্র পাঠ্য, যথা—যজ্ঞাগ্রত ইত্যাদি ।

ওঁ যেন কর্মাণ্যপমো মনৌষিণো যজ্ঞে কথন্তি বিদধেমু ধীরাঃ । যদপূর্ব্বং
যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥ ২ ॥ ওঁ যৎ প্রজানমুত চেতো
ধৃতিশ্চ যজ্ঞোতিরস্তরমৃতং প্রজানু । যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চ ন কৰ্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে
ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ওঁ যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্ । যেন
যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ ওঁ যস্মিন্ চঃ সাম যজুঽষি যস্মিন্ প্রাতি-
ষ্ঠিতা রথানাভাবিবারাঃ । যস্মিন্ চিত্রং সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্ম ইত্যাদি ॥ ৫ ॥
ওঁ সুধারথিবথানিব যন্নত্ব্য্যানেনৌগতেহভোমুভির্ঝাজ্জিন ইব । হুৎপ্রতিষ্ঠং
যদজিরং জবিষ্ঠং তন্ম ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ওঁ যেন কৰ্ম্ম প্রতিজানন্তি বীরা বিপ্রা
বাচা শল্যমশনিভির্জিহানঃ । যস্তা দিশঃ সমুন্নয়ন্তি প্রাণিনঃ তন্ম ইত্যাদি ॥ ৭ ॥
ওঁ যস্মিন্ বিনা সাহিত্বা সর্ব্বমিদং নাস্মি পুনস্তথৈব ধৈর্য্যমস্তি নাস্তি পরাৎপরো
যৎপরঃ তন্মে মন ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ ওঁ অস্তি নাস্তি বিবরিণরাহো অস্তি নাস্তি
শুবা ইদং শ্রবম্ অস্তি নাস্তি পরাৎপবা যৎপরং তন্ম মন ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ ওঁ
কৈলাসশিখরে বম্যে শঙ্করস্ত হিমালয়ে । দেবতাস্তত্র মোদন্তি তন্মে মন
ইত্যাদি ॥ ১০ ॥ ওঁ যদত্র যষ্টং ত্রিংশং শবীবং যজ্ঞস্ত গুহ্যং নরনাথমীড্যম্ । দশমং
পদং ত্রিংশৎ পরমং পদং তন্মে মন ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ ওঁ তৎপর্য্যৎ পরমং ব্রহ্ম তৎপর্য্যৎ
পরমং শিবঃ । তৎপর্য্যৎ পরমং লোকে তন্মে ইত্যাদি ॥ ১২ ॥ ওঁ য ইদং

শিবসঙ্কল্পঃ সদা ধ্যায়ন্তি ব্রাহ্মণাঃ। তে পুরা মোক্ষমায়াস্তি তন্মে মনঃ
শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥ ১৩ ॥

অতঃপর হোমীয় হবির অক্ষয়ত্বকামনায় মহাভারতনামোচ্চারণ
কর্তব্য। সঙ্কল্প যথা—“অণ্ডেত্যাदि অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মাণো-
হশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি মৎসঙ্কল্লিতসোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়--সহিত--সোপ-
করণবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়-হবিরক্ষয়ত্বকামো মহাভারতনামোচ্চারণমহং করি-
ষ্যামি।” সঙ্কল্পান্তে ‘মহাভারত’ এই নাম দশবাব পাঠ করিবে।
পরে “ওঁ অণ্ডামুকে মাস্ত্রমুকপক্ষেহমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চা-
মুকদেবশর্মাণোহশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি মৎসঙ্কল্লিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-
সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়-হবিরক্ষয়ত্বকামঃ শ্রীকৃষ্ণদৈপায়নাভিধান-
মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্যমহাভারতাস্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ কথং
বিরাটনগবে মম পূর্বপিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎশ্ররাজস্ত শুভে ভরতর্ষভ
ওঁ ইত্যস্ত বিরাটপর্ক-সকুৎপাঠনকর্মাং করিষ্যামি।”

পরে ব্রহ্মাদি বরণ করিয়া কার্য্যভাব দিবে। যথা—বরণীয় ব্রাহ্মণকে
উত্তরাভিমুখে আসনে বসাইয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিবে, “ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্”,
“ওঁ সাধবহমাসে” প্রতিবচন। গন্ধপুষ্প দিয়া বলিবে—“ওঁ অর্চয়িষ্যামো
ভবন্তুম্”, “ওঁ অর্চয়” প্রতিবাক্য। পরে গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্রযুগ্ম, তাম্বুল, যজ্ঞোপবীত,
অঙ্গুরীয় দানপূর্বক দক্ষিণজাত্ন ধরিয়া বাক্য পড়িবে, যথা—“অণ্ডেত্যাदि মৎ-
সঙ্কল্লিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমকর্মাণি ব্রহ্মকর্মা করণায়, (হোতৃবরণে—মৎসঙ্কল্লিত-
বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্মাণি হোতৃকর্মা করণায়”অন্তান্তকার্য্য হোতাব দ্বারা করাইতে
হইলে “হোতাদিকর্মা করণায়” বলিবে। আচার্য্যবরণে “মৎসঙ্কল্লিত-বৃষোৎসর্গ-
কর্মাণি আচার্য্যকর্মা করণায়,” আচার্য্য কর্তৃক ব্রহ্মা ও আচার্য্যের কর্মা করাইতে
হইলে বাক্যে ‘ব্রহ্মাচার্য্যকর্মা করণায়’ বলিবে। সদশ্রবরণে—‘সদশ্রকর্মা কর-
ণায়।’ বিরাটপাঠক-বরণে—মৎসঙ্কল্লিত-শ্রীকৃষ্ণদৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদ-
ব্যাস-প্রোক্তজয়াখ্য-মহাভারতাস্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে
মম পূর্বপিতামহাঃ ইত্যাদি নগরং মৎশ্ররাজস্ত শুভে ভরতর্ষভ ওঁ ইত্যস্ত-
বিরাটপর্কপাঠনাকর্মাণি তৎপাঠকর্মা করণায়) অমুকগোত্রম্ অমুকদেব-
শর্মাণং গন্ধাচ্চর্চিতং ভবন্তুমহং বৃণে।” ত্রতী ‘ওঁ বৃত্তোহস্মি’ বলিবেন।
যজমান ‘ওঁ যথাবিহিতং অমুককর্মা (ব্রহ্মকর্মা, হোতৃকর্মা ইত্যাদি) কুরু’
বলিলে ত্রতী ‘ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি’ বলিবেন। অনস্তর হোতা পঞ্চগব্য

শৌধন করিয়া তদ্বারা বেদীর অভ্যক্ষণ করিবেন। পঞ্চগব্যশৌধনমন্ত্র যথা—গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। “ও গন্ধদ্বারাং দুর্গাধর্ষাং নিত্যপুষ্পাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ষভূতানাং তামিহোপহ্বরে শ্রিয়ম্।” এই মন্ত্রে গোমূত্র। “ও আপ্যায়ন সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যং ভবাবাজশ্চ সঙ্গথে।” মন্ত্রে দুগ্ধ। “ও দধিক্রাবোহকারিষং জিষ্ণোরশ্চ বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরং প্রণ আয়ুঃষি তারিষং।” মন্ত্রে দধি। “ও তেজোহসি শুক্রমশ্রুতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্টং দেবযজ্ঞনমসি।” মন্ত্রে ঘৃত। ও দেবশ্চ ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোবাহিত্যাং পুষ্পো হস্তাভ্যামাদদে।” মন্ত্রে কুশোদক শৌধন করিয়া সমুদায় একত্র করত “ও বেতাবেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিবিক্রিয়ং যুপেন যুপ আপ্যতে। প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা। মতাসুরে “ও গায়ত্রেণ ত্বা চন্দসা মথ্যামি জাগতেন ত্বা চন্দসা মথ্যামি ত্রৈষ্টেভেন ত্বা চন্দসা মথ্যামি ও ভূভুবঃ স্বস্বগীয়তে। ও যোগে যোগে তবস্তবং বাজে বাজে হবামহে সথায় ইন্দ্র উতরে।” এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য মিশ্রণ উক্ত হইয়াছে। অতঃপর বেদীর উপরিভাগে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা—“ও বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষসং স বিখাচী বভিচষ্টে দ্বতাচীরস্তরা পূর্ষমপবঞ্চ কেতুম্।” বেদীর পূর্বভাগে পঞ্চঘট নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্থাপন করিবে। যথা—

ও ভূরসি ভূমিরশ্রুদিতিরসি বিশ্বধার্য বিশ্বশ্চ ভুবনশ্চ ধর্তী পৃথিবীং যচ্চ পৃথিবীং দৃঢ়ং পৃথিবীং মা হিংশীঃ ॥ ভূমি। ও ধাতুমসি ধিহুহি দেবান্ ধিহুহি যজ্ঞং ধিহুহি যজ্ঞপতিং ধিহুহি মাং যজ্ঞশ্চম্। ধাতু। ও আজিহ্নকলসং মহায়া বিশহ্নিন্দবঃ পুনরুজ্জা নিবর্তন্থ সা নঃ সহস্রং দ্বাক্ষোক্রধারা পরশ্বতী পুনর্শ্যাবিশদ্রয়িঃ। কলস। ও ইমনো গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমশ্চ সচতা পকষ্যা অসিক্রা মরুদ্বিধে বিতস্তয়া জিকীরে শৃণু হাশিবো ময়া। জল। ও ধন্বনা গা ধন্বনাজিহ্নয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ষাঃ প্রদিশো জয়েম। পল্লব। ও বাঃ ফলিনীর্ষা অফলা অপুন্না যাচ পুন্নিগৌঃ। বৃহস্পতি-প্রশ্নতান্তা নো মুঞ্চত্বহসঃ। ফল। ও সিক্কোরিব প্রাধ্বনেশূষনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্মাঃ। দ্বতশ্চ ধারা অরুষো নবাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নৃশ্চিভিঃ পিষমানঃ। সিন্দূর। ও বক্রণস্যোত্তমমসি বক্রণশ্চ স্বস্ত সর্জনীহো বক্রণশ্চ ঋতসদন্তসি বক্রণশ্চ ঋত সদনমসি বক্রণশ্চ ঋতসদনমাসীদ। বক্রণাবাহন।

• ওঁ স্থিরো ভব বৌদ্ধ আশুভব বাজার্কন পৃথুভব সুসদস্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ । এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া ঐ ঘটে গণেশ, নবগ্রহ, দিকপাল ও বিষ্ণুকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্বক পূজা করিবে । যথা—প্রথমঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে দিকপালগণ, তৃতীয় ঘটে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, অশ্বিকা, চতুর্থ ঘটে গঙ্গা, লক্ষ্মী, সবস্বতী, পঞ্চমঘটে বাস্তুপুরুষ, নবগ্রহ । মতান্তরে প্রথম ঘটে গণেশ, সূর্য্য, দ্বিতীয় ঘটে কৃষ্ণ, দুর্গা, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সবস্বতী, চতুর্থ ঘটে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, পঞ্চম ঘটে নবগ্রহ ও দিকপালসেব স্বস্বমন্ত্রে আবাহন পূর্বক পূজা করিতে হয় ।

ওঁ গণানাং গণপতিং হবামহে প্রিয়ারাং প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনাং নিধিপতিং হবামহে বসো মম । ইতি গণেশমন্ত্র । ওঁ আকুক্ষেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতঃ মন্ত্যঞ্চ শিরগ্যয়েন সনিতা রথেনা দেবো বাতি ভুবনানি পশুন্ । ইতি সূর্য্যমন্ত্র । ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সূগন্ধিঃ পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । উর্ধ্বাককমিব বন্ধনাং হৃত্যামুক্ষীয়মামতাং । ইতি শিব-মন্ত্র । ওঁ অশ্বে অশ্বিকে অশ্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন সশস্ত্রাঃ সূভদ্রিকাঃ কাঙ্গিগ্যবাসিনীম্ । ইতি দুর্গামন্ত্র । ওঁ তদ্বিক্ষোঃ । ইতি বিষ্ণুমন্ত্র । ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহো-
রাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি কপমস্থিনো ব্যাভ্রম্ । ইক্ষুশিখানামুগ্ম ইষাণ সর্বলোকম্ব ইষাণ । ইতি লক্ষ্মীমন্ত্র । ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সশ্রোতসঃ । সরস্বতী তু পঞ্চধাসো দেশেহভবৎ সরিৎ ॥ ইতি সরস্বতীমন্ত্র । ওঁ বাস্তোম্পতে প্রতি-
জানীহস্মান্ স্ববেশো অনমীবো ভবানঃ । যত্ত্ব মহে প্রত্নিতনো জুবস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শক্ভুস্পদে । ইতি বাস্তুপুরুষমন্ত্র । ওঁ অগ্নিঃ দূতং পুরোদধে হব্যবাহ-
মুপক্রবে দেবা আসাদযাদিত । ইতি অগ্নিমন্ত্র । ওঁ আকুক্ষেনেতি সূর্য্যমন্ত্র । ওঁ ইমং দেবা অসপত্নং সুবধং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জৈষ্ঠ্যায় মহতে জানবাজ্যা-
য়েন্দ্রশ্চেন্দ্রিয়ায় ইমমমৃষ্য পুত্রমমৃষ্যে পুত্রমশ্বে বিশে । ইতি সোমমন্ত্র । ওঁ অগ্নিশ্চুর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিহ্বতি । ইতি মঙ্গল-
মন্ত্র । ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্বে সংসৃজেথাময়ঞ্চ । অগ্নিন্ সধস্বে-
হধ্যান্তরেহগ্নিন্ বিস্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত । ইতি বৃধমন্ত্র । ওঁ বৃহস্পতে অতি
অদর্যোহর্হাদ্যুমদ্বিতাতি ক্রতুমজ্জনেষু যদীদয়চ্ছবসঞ্চত প্রজাত তদস্মান্ দ্রবিণং
ধেহি চিত্রম্ । ইতি বৃহস্পতিমন্ত্র । ওঁ অন্নাৎ পরিষ্কতো রসং ব্রহ্মণাব্যপিবৎ
কৃত্বং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ ঋতেন সত্যমিচ্ছিন্নং বিপানং শুক্রমক্সসঃ ।
ইন্দ্রশ্চেন্দ্রিয়মিদং পরোহমৃতং মধু । ইতি শুক্রমন্ত্র । ওঁ শন্নো দেবীঃ ইতি

শনিমন্ত্র । ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষম্পরি এবানো দূর্কৈ
 প্রতনু সহস্রৈশ শতেন চ । ইতি রাহমন্ত্র । ওঁ কেতুঃ কৃষ্ণকেতবে পেশো-
 মর্য্যাপেশসে সমুদ্বিভজায়থাঃ । ইতি কেতুমন্ত্র । ওঁ ত্রাতারমিত্রমবিতার-
 মিত্রং হবে হবে স্তবঃ শ্রমিত্রম্ । স্বয়ামি শত্রুঃ পুরুহুতমিত্রং ইদং হবির্মযবা
 ধাত্বিত্রঃ । ইতি ইন্দ্রমন্ত্র । ওঁ অগ্নিঃ দূতং ইতি অগ্নিমন্ত্র । ওঁ অসিয়মো অস্ত্রা-
 দিত্যোহর্ষসিদ্ধিতো গুহেন বৃত্রেন অসি সোমেন সময়াবিপ্লুত আহস্তে
 ত্রীণি দিবি বহুনানি । ইতি যমমন্ত্র । ওঁ যন্তে দেবী নিখতিরাববন্ধ ক্রুপাশঃ
 গ্রীবাসু বিবৃত্যঃ তন্তে বিশাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈনং পিতুমন্ধি প্রসূত নমো
 ভূত্যা যেনেদঞ্চকার । ইতি নিখতিমন্ত্র । ওঁ বরুণশ্রোতন্তনমসীতি বরুণমন্ত্র ।
 ওঁ বাতো বাবো মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ । তেহগ্রে সমযুজংস্তেহগ্নিন্
 যবমাদধুঃ । ইতি বায়ুমন্ত্র । ওঁ কুবিদঙ্গ যবমস্তোষবন্ধিদ্‌যথা দাস্ত্যনুপূর্কং বিগ্নয়
 ইহেহৈষাং কণুহি ভোজনানি যে বহিষোনম উক্তিং ন জগ্মুঃ (যজন্তি) । ইতি
 কুবেরমন্ত্র । ওঁ তমীশানং জগতস্তনুযম্পত্তিং বিরিক্ষিন্নমসে হুমহে বরম্ । পুষাণো
 যথা বেদ সাম সঙ্ঘেরক্ষিতা পায়ুরদক্শমস্তয়ে ইতি ঈশানমন্ত্র । ওঁ আব্রহ্মন্
 ব্রহ্মণো ব্রহ্মর্চসা জায়তামারাষ্ট্রে রাজনশ্রু ইষব্যোতিব্যাদিমহারথো
 জায়তাম্ । ইতি ব্রহ্মমন্ত্র । ওঁ নমোহস্ত সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু
 যেহস্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ । ইতি অনন্তমন্ত্র ।

এই সকল মন্ত্রে যথাযথ দেবতাকে পূজা পূর্বক সামান্যার্ঘ্য, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি
 করিয়া প্রসাদবীজে (হৌ) প্রাণায়াম করত ঋষাদিষ্ঠাস করিবে, যথা—
 শিরসি বামদেবঋষয়ে নমঃ । মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি রুদ্রায়
 দেবতায়ৈ নমঃ ॥ পবে হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গষ্ঠাস-
 করণাস করিয়া ধ্যান করিবে ।—ওঁ মূক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবণৈর্মুদৈঃ
 পঞ্চভিষ্ম্যৈরক্ষিতনীশমিন্দুযুক্তং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্ । শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-
 দহনান্নাগেন্দ্রঘটাঙ্কশান্ পাশঃ ভীতিহরং দধানমমিতাকল্লোজ্জলাঙ্গং
 ভজে । অথবা—আপাতালনভস্তলাস্তভুবনব্রহ্মাণ্ডমাবিস্ফুরজ্জ্যোতিঃ ফাটিক-
 লিজমৌলিবিলাসং পূর্ণেন্দু-বাস্তামৃতেতঃ । যঃ স্তোকাপ্নোতমেকমীশমনিশং
 রুদ্রানুবাকান্ জপন্ ধ্যায়ৈদীপ্যসিতসিদ্ধয়ে ধৃতপদং বিপ্রোহতি-
 ষিষেচ্ছিবম্ ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ও পুন-
 র্ধ্যানান্তে মূলমন্ত্রে হৌ ত্রিরুদ্রায় নমঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যথাসম্ভব উপচারে

পূজা করিবে। পরে অম্বিকা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যথাযথ ধ্যানান্তে মূলমন্ত্রে যথা-
শক্তি পূজা করিবে। মতান্তরে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা বিহিত।
(সুজ্ঞাধ্যায়ের শেষে দেখ।)

হোমপ্রণালী।—মণ্ডপের ঈশানকোণে পূর্বোত্তরপ্রবাহানে চতুর্ভুজ-
পরিমিত স্থণ্ডিল নির্মাণ পূর্বক কৃশত্রয় দ্বারা পবিসমূহন করিয়া ঐ কৃশ
ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে। গোময় ও জল দ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যক্ষণ করিয়া
সপ্ত-সপ্তাঙ্গুলান্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখ বেখাত্রয় উল্লেখন পূর্বক
রেখায় উৎকীর্ণ মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উত্তোলন করত
ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে। রেখাভ্যক্ষণান্তে স্বদক্ষিণে স্থাপিত কাংস্য-
পাত্রস্থিত বা নবশরাবস্থিত জলংকার্ঠ লইয়া ‘ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি
দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ’ এই মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগপূর্বক ওঁ
“ইহৈবায়ামিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্” এই মন্ত্রে
অভিমন্ত্রিত করিয়া স্থণ্ডিলে নিজ অভিমুখে অমন্ত্রক স্থাপন করিবে।
পরে ‘ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি’ এই মন্ত্রে সাহস নামক অগ্নি স্থাপন,
‘ওঁ পিতৃভ্রশ্মশ্বকেশাঙ্কঃ পীনাঙ্গজঠবোহকণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসুতোঃ গ্নিঃ সপ্তার্চিঃ
শক্তিধারকঃ।’ এই মন্ত্রে ধ্যান ও ‘ওঁ সাহসনামাগ্নয়ে নমঃ’ মন্ত্রে পূজান্তে
‘ওঁ সর্কতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্কতোহক্ষিপিবোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ
প্রণীতঃ সর্ককর্মসু।’ এই মন্ত্রে অগ্নি প্রণয়ন করিবে। ব্রহ্মাসাদন যথা—অগ্নির
বামভাগে (দক্ষিণদিকে) অরত্বিপরিমিত স্থান ব্যবধানে পূর্ববৃত্ত ব্রহ্মাকে ‘ওঁ
অহেদৈধি সবে্যাদতস্তিষ্ঠামাস্ত সদনে সৌদঘোহস্মৎপাকতরঃ’ এই মন্ত্রে অগ্নি
প্রদক্ষিণ করিয়া, (মতান্তরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও উক্ত মন্ত্রপাঠ ব্রহ্মার কাণ্য)
(ব্রহ্মার ‘সৌদামি’ এই প্রতিবাক্য পাঠ্য) আন্তীর্ণ কুশাসন দর্শন করাইবেন।
পরে ব্রহ্মা উক্ত আন্তীর্ণকুশ হইতে একগাছি কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ
দ্বারা গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ নিবস্তঃ পাপ্য। সহ তেন বয়ং দিশ্যঃ’ মন্ত্রে নৈঋতকোণে
নিক্ষেপ পূর্বক ‘ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদসি সৌদামি প্রসুতো দেবেন সবিজ্ঞা
তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে তৎ পৃথিব্যে।’ এই মন্ত্রে অগ্নিব অভিমুখে উপবেশন
করিবেন। অন্তঃপর হোতা অগ্নির উত্তরভাগে কুশাস্তরণস্থান অতিক্রম
করিয়া ত্বেই স্থানে কুশ আস্তরণ করত উহার উপরে যথোক্ত নিয়মে যজ্ঞের
কাষ্ঠনির্মিত চমস বা যুগ্ময় পাত্রস্থিত জল কুশাচ্ছাদিত করিয়া প্রণীতাপাত্র-
রূপে ব্রহ্মার মুখাবলোকন পূর্বক স্থাপন করিবে।

পরিস্তরণ।—মূলসমীপে ছিন্ন কুশ দ্বারা পূর্বদিকে—অগ্নিকোণ হইতে দৈশানকোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণদিকে—ব্রহ্মস্থান হইতে অগ্নিস্থান পর্য্যন্ত, পশ্চিম-দিকে—নৈঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, উত্তরে—অগ্নিস্থান হইতে প্রণীতাপাত্র পর্য্যন্ত আস্তরণ করিবে।

দ্রব্যাসাদন।—উত্তরদিকে নিজসমীপ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-পূর্বদিগ-ভিমুখে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে, যথা—পবিত্রচ্ছেদ নার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, চকস্থালী, সম্ভার্জন-কুশ ৬, উপষন্ন কুশ ১৩, সমিধ্ ৩, স্কন্ধ, স্কব, উদুখল, মুষল, বেণুনির্মিত শূর্ণ, মেক্ষণ, ত্রীহিধান্ত অভাবে শালিধান্ত, তদভাবে তণ্ডুল, তণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ, বৃষাক্ষন্যার্থ দণ্ডোৎপলাদ ২, কুক্ষুম অভাবে হরিদ্রাচূর্ণ, বৃষস্নানার্থ সর্কৌ-ষধি (মুবা, মাংসৌ, বজ্র, কুষ্ঠ, শৈলেন্দ্র, বজ্রনৌদ্র, শটী, চম্পক, মুস্তা), স্নানার্থ কলসদ্বয়, মালা ৫, চাঁদমালা ৪, টোপর ১, বৃষাভরণ (কাঞ্চনশৃঙ্গ ২, কাঞ্চন-বীরপট্ট ১, রজতধুব ৪, দর্পণ ১, চামর ১, লোহঘটা ১, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্তক্ৰোড় ১, লোহনুপুর ৪, আচ্ছাদন্য বস্ত্রদ্বয়, বন্ধন্য বস্ত্র ১) বৎসতরীর আভরণ ৪ দফা (ঝাঁপিটেপারি, দর্পণ, সিন্দূরকোটা, কাঠের মালা, কাঠের চিকণী, বস্ত্রশূত্র) বৎসতরী-বন্ধন্য বস্ত্র ৪, লোহবিদাহ ২ (দাগনৌ), দধি, তিল, গন্ধ, পুষ্প, তাম্বুল, গোপবস্ত্র ১, বিব বা বকুলবৃক্ষনির্মিত যুপ চারিহস্ত পরিমাণ ১, উপযুপ ১ হস্ত-প্রমাণ ৪, ব্রহ্মদক্ষিণা (পূর্ণপাত্র ২৫৬ মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুল) বৃষোৎসর্গ-দক্ষিণা বৃষ বা তন্মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, বৎসতরী ৪, বৃষ ১। অনন্তর কুশপত্রদ্বয়নির্মিত পবিত্র ‘ওঁ পবিত্রে স্তো বৈষ্ণবো’ মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে তিনটি কুশপত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ‘ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ’ মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। ঐ প্রোক্ষণীপাত্রে প্রণীতাজল স্থাপনান্তে বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের অগ্র, দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্র-মূল ধারণ পূর্বক পবিত্রমধ্যভাগ দ্বারা কিঞ্চিজল গ্রহণ করত বারত্রয় ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর প্রোক্ষণীপাত্র বামহস্ততলে রাখিয়া পবিত্র-সমন্বিত দক্ষিণহস্তে প্রোক্ষণীজল কিম্বৎপরিমাণে বারত্রয় উত্তোলন ও পূর্ববৎ প্রক্ষেপ পূর্বক ঐ জল দ্বারা সংগৃহীত যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত প্রণীতাপাত্রের দক্ষিণাংশে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। পরে নিজ বামভাগে আজ্যস্থালী স্থাপন ও তাহাতে আজ্যস্থাপন করিয়া চক-স্থাপন করিবে।

চক্রশ্রপণ ।—আত্মদক্ষিণে পূর্বাংশে শূর্ণ ও উদ্বল রাখিয়া শূর্ণে ব্রীহি, শালিধান্ত বা তণুল আনয়ন পূর্বক নিম্নোক্ত তিনটি তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে মুষ্টিগ্রহণ, নির্কোপণ ও প্রোক্ষণ করিবে । “ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি । ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্কোপামি (উদ্বলে স্থাপন) । ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি, এবং রুদ্রায় ত্বা, শর্করায় ত্বা, পশুপতয়ে ত্বা, উগ্রায় ত্বা, অশনয়ে ত্বা, ভবায় ত্বা, মহাদেবায় ত্বা, ঈশানায় ত্বা, অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে ত্বা ।” ঐরূপ অপর দুইবার অমন্ত্রক মুষ্টি গ্রহণ, উদ্বলে স্থাপন, প্রণীতাজলে প্রোক্ষণ করিয়া মুষল দ্বারা অবধাত, শূর্ণ দ্বারা বারতর্য প্রক্ষেপণ, শোধনৌ (ধুচনী) দ্বারা তিনবার ধৌত করিবে । এই প্রকারে তণুলচূর্ণ বা যবচূর্ণের “ওঁ পৃষে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি, মন্ত্রে মুষ্টিগ্রহণ, উদ্বলে স্থাপন ও প্রণীতাজলে প্রোক্ষণাদি করিবে । তণুলচূর্ণাদির অভাবে তণুল দ্বারাও পৌষহোম হইবে । অতঃপর চক্রস্থালীতে উক্ত সংস্কৃত তণুল প্রদান পূর্বক পৌষচক্রে দুগ্ধ ও অন্য চক্রে ঘনীভূত ক্ষীর ও প্রণীতোদক দিয়া দাহকাঠিরহিতভাবে পাক করিবে । অগ্নিব উত্তরে জলং অঙ্গার আকর্ষণ করিয়া তদুপরি চক্রস্থালী রাখিয়া পাক করিতে হয় । পাক সম্পন্ন হইলে চক্রে ঘৃতস্রব দিয়া দক্ষিণাবর্তে জলদগ্নি দ্বারা বেষ্টন করত আজ্যের উপবেশন ঐরূপ পর্যায়ক্রম করিবে ।

ঋবাদিসংস্কার ।—দক্ষিণহস্তে ঋব গ্রহণ, পূর্বাংশ ও অধোমুখভাবে অগ্নিতে সস্তাপন, বামহস্তে গ্রহণ, দক্ষিণ-হস্তগৃহীত পূর্বসংস্কৃত সন্মার্জিত-কুশ দ্বারা ঋবমূল হইতে অগ্র পর্যন্ত সন্মার্জিত, প্রণীতোদকে অভ্যক্ষণ, পুনঃ অগ্নিতে প্রতাপন পূর্বক উত্তরাংশে আস্তাণ কুশোপরি স্থাপন করিবে । এই প্রকারে ঋক্ ও মেক্ষণেরও সংস্কার কর্তব্য ।

আজ্যসংস্কার ।—চক্ৰ সিদ্ধ হইলে আজ্যপাত্র আত্মসম্মুখে অবতারণ ও পূর্বোক্তভাবে হস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্রৈব মূল ও অগ্র ধারণ এবং পবিত্রমধ্যযোগে ঘৃত গ্রহণ করিয়া “ওঁ সবিতুর্কঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যশ্চ রশ্মিভিঃ” এই মন্ত্রে উত্তোলন পূর্বক ওঁ সবিতুর্ভা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যশ্চ রশ্মিভিঃ স্বাহা’ মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলও পূর্বোক্তভাবে উত্তোলন করিবে ও পবিত্র তথায় রাখিবে । চক্রে ঘৃতস্রব দিয়া আজ্যপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে, পৌষ চক্ৰ রুদ্রচক্রে উত্তরে রাখিতে হয় । হোমসমাপ্তি পর্যন্ত উপযমন কুশ বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকিবে, পরে “ওঁ পিতৃভ্যশ্চক্ৰেশাশ্বঃ পীনাশ্চক্ৰৈরোহরুণঃ । ছাগশ্চঃ

সাক্ষ্যজ্যোতিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ” মন্ত্রে অগ্নিধ্যান করিয়া “ও ভূভুবঃ স্বঃ সাহসনামাগে ইহাগচ্চ ইহাগচ্চ” ইত্যাদিরূপে আবাহন ও পূজা করিয়া পূর্বা-সাদিত ঘৃতাক্ত সমিধত্রয় উত্থিত হইয়া অমন্ত্রকভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উপবিষ্ট হইয়া প্রোক্ষণীকুল নিববচ্ছিন্ন ধারায় প্রদক্ষিণভাবে অগ্নিকে “ও এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনু সর্বাঃ পূর্বোহজাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ” এই মন্ত্রে পর্য্যক্ষণ করিবে। পরে পবিত্র প্রণীতাপাত্রে রাখিয়া প্রোক্ষণীপাত্র স্বস্থানে স্থাপন করিবে। দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া ব্রহ্মার সহিত অবারন্ত পূর্বক স্রবহস্তে ঘৃত দ্বারা আঘার ও আজ্যভাগ হোম করিবে।

আঘারহোম যথা—প্রজাপতিব উদ্দেশে ‘ও প্রজাপত্যে স্বাহা’ মন্ত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে। (ইদং প্রজাপত্যে দেবতোদ্দেশ) ‘ও ইন্দ্রায় স্বাহা’ মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে (ইদমিন্দ্রায় প্রত্যাশ্রয়)।

আজ্যভাগ যথা—‘ও অগ্নয়ে স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নির উত্তরে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্বান্ত পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে (ইদমগ্নয়ে প্রত্যাশ্রয়) ‘ও সোমায় স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্বান্ত পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে। (ইদং সোমায় প্রত্যাশ্রয়) সংস্রব প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপনীয়। পরে ব্রহ্মার অবারন্ত ভাগ পূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ঋষ্যাদি শ্রাস করিবে, যথা—‘ইহ রত্যা-দীনাং চতুর্গাং দেবা ঋষয়োহগ্নিদেবতা ষজুষি চন্দাংসি সত্রোথানে বিনি-য়োগঃ। ও ইহ রতিঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), ইহ রমধ্বঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে) ও ইহ ধৃতিঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), ও ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), উপসৃজমিতি রায়ম্পোষমিতিমন্ত্রয়োদেবতা ঋষয়োহগ্নিদেবতা সত্রোথানে বিনিয়োগঃ। ও উপসৃজন্ বরুণং মাত্রে বরুণং মাতরং ধমন্ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), ও রায়ম্পোষ-মম্মাসুদীধরং স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)।”

চক্ৰহোম।—অবদানপ্রকারে চক্ৰহোম কর্তব্য। যথা—জুহুতে ও চকতে ঘৃতস্রবদান পূর্বক সেই স্থান হইতে মেক্ষণ দ্বারা চক্ৰস্থালীপূর্বার্দ্ধে দুই-বার অবদান করত চকর উপরি ঘৃতস্রব দ্বারা অভিঘারিত করিয়া ‘ও অগ্নয়ে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)’ মন্ত্রে প্রজ্বলিত অগ্নিতে জুহু দ্বারা হোম করিবে। উক্ত প্রকারে অবদানক্রমে চক্ৰ লইয়া ‘ও রুদ্রায় স্বাহা (ইদং রুদ্রায়)’, ‘ও শর্কায় স্বাহা (ইদং শর্কায়)’, ‘ও পশুপত্যে স্বাহা (ইদং পশুপত্যে)’, ‘ও উগ্রায় স্বাহা

(ইদমুগ্রায়)', 'ওঁ অশনয়ে স্বাহা (ইদমশনয়ে)', 'ওঁ ভবায় স্বাহা (ইদং ভবায়)' 'ওঁ মহাদেবায় স্বাহা (ইদং মহাদেবায়)', 'ওঁ ঈশানায় স্বাহা (ইদমীশানায়) ।' পূর্ববৎ মেক্ষণ দ্বারা পৌষচক্ৰ অবদানপ্রকারে লইয়া "পুষাগা ইতি মজ্জন্ত গৌতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পুষা দেবতা পৌষহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুষা গা অষেতু নঃ পুষা রক্ষতু সর্ষতঃ পুষাবাজুং সনোতু নঃ স্বাহা (ইদং পুষে) ।" পরে ব্রহ্মার সহিত অশ্বাবস্ত পূর্বক জুহুতে ঘৃতশ্রব, চক্ৰদ্বয়ে ঘৃতশ্রবদ্বয় দিয়া উভয় চক্ৰ প্রচুররূপে অবদান পূর্বক মেক্ষণ দ্বারা জুহুতে রাখিয়া তত্পরি ঘৃতশ্রবদ্বয় দানান্তে 'ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টেকৃতে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে ষিষ্টেকৃতে)' মন্ত্রে হোম করিবে ।

আজ্যহোম ।—ঘৃত দ্বারা অগ্নিমধ্যে নিয়োক্ত মন্ত্রে হোম করিবে । "প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে ।) প্রজাপতিঋষিক্ষিক্ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূবঃ স্বাহা (ইদং বায়বে), প্রজাপতিঋষিবজ্রপ্ ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা (ইদং সূর্যায়) প্রজাপতিঋষির্হতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিদেবতা (সমস্ত) মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ স্বাহা (ইদমগ্নি বায়ুসূর্যোভাঃ) ।"

অতঃপর মতান্তবে নবগ্রহহোম কর্তব্য, যথা— 'ওঁ আকুক্ষেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা বথেনা দেবো ষাতি ভুবনানি পশুন্ স্বাহা (ইদমাদিত্যায়) । ওঁ ইমং দেবা অসপত্নং স্রবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জৈষ্ঠ্যায় মহতে জানরাজ্যায়ৈন্দ্রশ্চোদ্রিয়ায় । ইমমমৃষ্যপুত্রমমৃষ্যে পুত্র-মশ্বে বিশে স্বাহা (ইদং সোমায়) । ওঁ অগ্নির্মৃদ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিহ্বতি স্বাহা । (ইদং মজলায়) । ওঁ উদ্বধ্যস্বাগ্রে প্রতি-জাগৃহি তুমিষ্টাপূর্বে সৎসৃজ্যেথাময়ঞ্চ অস্মিন্ সধস্বে অধ্যুভরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা (ইদং বৃধায়) । ওঁ বৃহস্পতে অতিষদর্যো অর্হাদ্যুমদ্-বিভাতি ক্রতুমজ্জনেবু । যদীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণঃ ধেহি চিত্রং স্বাহা (ইদং বৃহস্পতয়ে) । ওঁ অন্নং পরিস্রতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ । ঋতেন সত্যমিদ্ৰিয়ম্ । বিপানং শুক্রমক্স ইন্দ্রস্যোদ্ভিয়-মিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা (ইদং শুক্রায়) । ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টেয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোবভিস্রবন্ত নঃ স্বাহা (ইদং শনৈশ্চরায়) । ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি । এবানো দুর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ

স্বাহা (ইদং রাহবে)। ওঁ কেতুঃ কৃৎস্নকতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে
সমুদন্তিরজারথাঃ স্বাহা (ইদং কেতুভ্যঃ)।”

সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তহোম।— ওঁ “অগ্নেত্যাগি সঙ্কলিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ষনি
যৎকিঞ্চিদ্বেগুণাং জাতং তদোষপ্রশমনায় সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তহোমমহং
করিষ্যে” সঙ্কল্যন্তে বিধুনানক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজাপূর্বক
অগ্নোঃগ্নেই ত্যস্ত বামদেব্যাঋষিস্তৃপ্ ছন্দোঃগ্নৌবকণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত-
হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নোঅগ্নে বকণস্ত বিদ্বান্ দেবস্ত হেলো অবধাসি-
সীষ্ঠাঃ যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোভচানো বিধাদেবাঽসি প্রমুগ্ধাস্তং স্বাহা।
ইদমগ্নৌবকণাভ্যাম্। ওঁ স অগ্নো অগ্নে ইতি বামদেব্যাঋষিস্তৃপ্ ছন্দোঃগ্নৌ-
বকণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স অগ্নো অগ্নেইবমো ভবোতী
নেদিষ্ঠো অস্তা উষসো ব্যাচৌ। অবয়ঙ্কনা বকণাং ররাণো বীহিমুডোক
সুতবো ন এবি। ইদমগ্নৌবকণাভ্যাম্। ওঁ অগ্নাশ্চাগ্নে ইতি প্রজাপতিঋষিঃ
পঙক্তিচ্ছন্দোঃগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নাশ্চাগ্নে-
ইত্যনঃশাস্তিপাশ্চ সত্যমিত্তময়া অসি অয়া নো যজ্ঞং বহান্তয়া নো ধিহি
ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতমিতি শুনঃশেফঋষিস্তৃপ্ ছন্দো
বকণাদয়ো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বকণ যে
সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহানুঃ। তেভিনেী অগ্ন সবিতোত বিষ্ণুর্কিংশে
মুক্ষন্ত মকতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বকণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো
মরুত্বাঃ স্বর্কভ্যঃ। ওঁ উদ্ভুতমিতি শুনঃশেফঋষিস্তৃপ্ ছন্দো বকণো দেবতা
প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্ভুতম বকণপাশমস্মদবোধমং বিমধ্যমং অথায়।
অথাবয়মাদিতাব্রতে তবানাগসোঅদিতয়ে অাম স্বাহা। ইদং বকণায়। ওঁ
প্রজাপতয়ে স্বাহা।” ইদং প্রজাপতয়ে মানসিক প্রত্যক্ষেণ। পূর্ণাহুতি—“ওঁ
অগ্নে ত্বং মৃডনামাসি এই মন্ত্রে নানকরণ করত আবাহন ও পূজা করিয়া ফল-
পুষ্পাবিত তাম্বুগ সতত স্তুত গ্রাঃ পূর্বক উখিত হইয়া “ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অবতিং
পৃথিৱ্যা নৈশ্বানরমুত আজাতমগ্নিঃ কবিঃ সম্রাজমতিগিঃ জনামাসরা পাত্নং জনয়ন্ত
দেবাঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।” মন্ত্রে যজমানসহিত ইইয়া দিবে। পরে আন্তর্যগকুশ
স্বতাভিঘারিত করত ‘ওঁ দেবা গাতু দিদো গাতুনিভা গাতুমিতঃ। বনস্পতে ইমং
দেবযজ্ঞং স্বাহা বঃতেধাঃ স্বাহা।” মন্ত্র আন্তর্যগ বহিহাম করিবে। পরে সংস্রব
প্রাশনান্তে আচমন পূর্বক ‘ওঁ সূমিতিয়ান আপ ওষধয়ঃ সন্তু’ মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতি
মার্জন। তুর্নিত্রিয়াস্তৈশ্চ সন্তু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যক্ বয়ং দিম্ম। মন্ত্রে প্রণীতাপাত্ন

ঈশানকোণে স্নান করিবে। পরে যজমান কুশ, তিল, জল ও হরীতকী লইয়া “ওঁ অশ্বত্থাদি মৎসক্লিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্মণি কৃতৈতদ্ব্রহ্ম-কর্ম-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং প্রজাপতিদৈবতং তদনুকল্পভোজ্যঃ ত্রিবিষ্ণু-দৈবতং অমুকগোত্রামুকদেবশর্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।” স্বার্থে “সম্প্রদদে” ব্রহ্মাকে দিবে। ব্রহ্মা ওঁ মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া স্বস্তি বলিবেন। পুনশ্চ ব্রহ্ম-কাংস্ত্র হিবণ্য-কুশ-তিল-জল-হরীতকী লইয়া “ওঁ অশ্বত্থাদিমৎসক্লিতবৃষোৎসর্গাঙ্গভূতকৃতৈতদ্ব্রহ্মকর্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতানি ব্রহ্মযুগ-কাংস্ত্রহিবণ্যানি বৃহস্পতিচন্দ্রবহ্নিদৈবতানি (বিষ্ণুদৈবতানি বা) অমুক-গোত্রামামুকদেবশর্মণে হোত্রে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।” স্বার্থে ‘সম্প্রদদে’ মন্ত্রে হোতাকে দিবে। হোতা ‘ওঁ স্বস্তি’ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে যজমান বা প্রতিনিধী-ভূত হোতা বৃষের দক্ষিণকর্ণে সমস্ত কুদ্রাধ্যায় জপ করিবেন। যথা— “কুদ্রাধ্যায়স্ত পবমেষ্ঠীঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো নমস্ত ইতি গায়ত্রীচ্ছন্দো যাতে যামিষুঃ শিবেন বচসা ইতি তিস্রণামনুষ্টুপ্ ছন্দো অথাবোচদসৌ যোহসৌ হ ইতি তিস্রণাং পঙক্তিচ্ছন্দো নমোহস্বিত্যাতি নমো নমস্ত ইত্যনুসপ্তানামনুষ্টুপ্ ছন্দো নম ইতি দ্বিগীয়স্ত কোৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দ এককদ্রো দেবতা নমো হিরণ্যবাহবে ইত্যাদীনি যজুঃষি বহুকদ্রদৈবতানি দ্রাপেক্রস ইতাপরিষ্টাৎ হতীচ্ছন্দোহক-সম্পতিদৈবতা ইমা কদ্রায়েতি কোৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দো যা তে কদ্র ইতি অনু-ষ্টুপ্ ছন্দঃ পরিণো মীঢ়ষ্টম ইতি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বিকিবিদ্রবিলোহিতস্ত সহস্রাণি সহস্রশ ইত্যনুষ্টুপ্ ছন্দো অসংখ্যাত্বা ইত্যাদি দশানামনুষ্টুপ্ ছন্দো বহুকদ্রো দেবতা নমোহস্বিতি ত্রীণি যজুঃষি বহুকদ্রদৈবতানি অপে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমস্তে কদ্রমন্তব উতো ত ইমবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥১॥ যা তে কদ্র শিবা তনুবঘোবাহপাপকাশিনী। তয়া নস্তম্বা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥২॥ যামিষুঃ গিবিশস্ত হস্তে নিভর্ষাস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুৎ মা হিৎনৌঃ পুৎসং জগৎ ॥৩॥ শিবেন বচসা ত্বা গিবিশাচ্ছাবদামসি। যথা নঃ সর্কমিঙ্গদবশ্মৎ সূমনা অসৎ ॥৪॥ অধ্যবোচদদিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীৎশ্চ সর্কাজন্ত-য়ন্ সর্কশ্চ যাতুধাতোহধরাটীঃ পরাস্ববঃ ॥ ৫ ॥ অসৌ যস্তাত্রো অরুণ উত বভ্রঃ সূমজলঃ। যে চৈনৎ কদ্রা অভিতো দিকু শ্রিতাঃ সহস্রশোহৈবযাংৎ হেড়ঈমহে ॥৬॥ অসৌ যোহবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশন্নদৃশন্নদ-হার্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ ॥৭॥ নমোহস্ত নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে। অথো যে অস্ত সস্তানোহহং তেতোহকরয়মঃ ॥৮॥ প্রমুঞ্চ ধ্বনয়মুত্তরোরার্ঘ্যোজ্যাম্।

বাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ ॥৯॥ বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো
 বাণবা উত । অনেশন্নস্য বা ইষব অভূরশ্চ নিষঙ্গধিঃ ॥১০॥ বা তে হেতিমীঢ়-
 ষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ । তস্মাস্মান্ বিশ্বতত্ত্বমযশ্শমা পরিভূজ ॥১১॥ পরি তে
 ধন্বনো হেতিরশ্মান্ বৃণক্ত বিশ্বতঃ । অথো ন ইবুধিস্তবাসে অশ্মনিধেহি তম্ । ॥১২॥
 অবতত্য ধনুষ্টুং সহস্রাঙ্ক শতেবুধে । নিশীর্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ
 স্রমনা ভব ॥১৩॥ নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষবে । উভাভ্যামুত তে নমো
 বাহভ্যাং তব ধন্বনে ॥১৪॥ মা নো মহাস্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষস্তমুত মা ন
 উক্ষিতম্ । মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তম্বো রুদ্র রৌরিষঃ ॥১৫॥
 মা নস্তোকে তনয়ে মান আয়ুধ মা নো গোবু মা নো অশ্বেষু রৌরিষঃ । মা নো
 বীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্বিষ্মন্তঃ সদমি হা হবামহে ॥১৬॥ নমো হিরণ্যবাহবে
 সেনান্তে দিশাঙ্ক পতয়ে নমো নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশুনাং পতয়ে নমো
 নমঃ শপিঞ্জরায় হিষীমতে পথানাং পতয়ে নমো নমো হরিকেশায়োপবীতিনে
 পুংনাম্পতয়ে নমঃ ॥১৭॥ নমো বভলুণায় ব্যাধিনেহ্নানাম্পতয়ে নমো নমো
 ভবশ্চ হেতৈ্য জগতাম্পতয়ে নমো নমো রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাং
 পতয়ে নমো নমঃ সূতায়াহৈস্ত্য বনানাং পতয়ে নমঃ ॥১৮॥ নমো রোহি-
 তায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবস্তয়ে বারিবস্তুতায়ৌষধীনাং
 পতয়ে নমো নমো মস্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাং পতয়ে নমো নম উচৈ-
 র্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্নীনাং পতয়ে নমঃ ॥১৯॥ নমঃ কংসায়তয়া ধাবতে সত্বনাং
 পতয়ে নমো নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো নমো
 নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমো নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাং
 পতয়ে নমঃ ॥২০॥ নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ুনাং পতয়ে নমো নমো
 নিষঙ্গিণ ইনুধিমতে তক্ষবাণাং পতয়ে নমো নমঃ সৃকায়িত্যো জিঘাৎসন্ত্যো
 মুঞ্চতাং পতয়ে নমো নমোহসিমন্ত্যো নক্করন্ত্যো বিক্কন্তানাং পতয়ে
 নমঃ ॥২১॥ নম উষাষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমো নম ইষুমন্ত্যো
 ধন্বাশ্চিভ্যশ্চ বো নমো নম আতয়ানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো নমো
 আষচ্ছন্ত্যোহস্রন্ত্যশ্চ বো নমঃ ॥২২॥ নমো বিসৃজন্ত্যো বিধ্যন্ত্যশ্চ বো নমো
 নমঃ স্বপন্ত্যো জাগ্রন্ত্যশ্চ বো নমো নমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বো নমো
 নমস্তিষ্ঠন্ত্যো ধাবন্ত্যশ্চ বো নমঃ ॥২৩॥ নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো
 নমোহশ্বেভ্যোহশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যস্তীভ্যশ্চ
 বো নমো নম উগণাভ্যস্থতীভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৪॥ নমো গণেভ্যো

গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ত্রাত্তেভ্যো! ত্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো গৃৎ-
সেভ্যো! গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো বিরূপেভ্যো বিরূপেভ্যশ্চ বো
নমঃ ॥২৫॥ নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো নমো রথিভ্যো অরথৈভ্যশ্চ
বো নমো নমঃ ক্ষত্ভ্যঃ সংগ্রহীত্ভ্যশ্চ বো নমো নমো মহন্ত্যো অর্ভকেভ্যশ্চ
বো নমঃ ॥২৬॥ নমস্তক্ষভ্যো বথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ
কর্ষারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ
শ্বনিভ্যো যুগযুভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৭॥ নমঃ স্বভ্যঃ স্বপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো ভবায় চ ক্রদায় চ নমঃ শর্কায় চ পশুপতয়ে চ নমো নীলগ্রীবায় চ শিতি-
কণ্ঠায় চ ॥২৮॥ নমঃ কপর্দিনে চ ব্যাপ্তকেশায় চ নমঃ মহেশ্বায় চ শত-
ধ্বনে চ। নমো গিরিশায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীটুষ্টমায় চৈশ্বমতে
চ ॥২৯॥ নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষায়সে চ। নমো বৃদ্ধায় চ
সংবৃধে চ। নমোহগ্রায় চ প্রথমায় চ ॥৩০॥ নমঃ আশবে চাজিরায় চ। নমঃ
শীত্ৰায় চ শীত্ৰায় চ। নমঃ উর্ষায় চাবশ্বতায় চ। নমো নাদেয়ায় চদীপ্যায়
চ ॥৩১॥ নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ। নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ। নমো
মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ। নমো জঘন্তায় চ বুধ্যায় চ ॥৩২॥ নমঃ সোভ্যায় চ
প্রতিসর্ঘ্যায় চ। নমো বামায় চ ক্ষেমায় চ। নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্তায় চ।
নমঃ উর্কর্ষায় চ খল্যায় চ ॥৩৩॥ নমো বজ্রায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ
প্রতিশ্রবায় চ। নমঃ আশ্বেষণায় চান্তবথায় চ। নমঃ শুবায় চাবভেদিনে চ ॥৩৪॥
নমো বিল্বিনে চ কবচিনে চ। নমো বর্ষিণে চ বক্রথিনে চ। নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুত-
সেনায় চ। নমো হৃদুভ্যায় চাহনভ্যায় চ ॥৩৫॥ নমো ধৃষবে চ প্রমুশায় চ
নমো নিষঙ্গিণে চৈশ্বমিতে চ। নমস্তীক্লেষবে চায়ুধিনে চ। নমঃ স্বায়ুধায় চ
স্বধ্বনে চ ॥৩৬॥ নমঃ ক্রতায় চ পথ্যায় চ। নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ। নমঃ
কুল্যায় চ সরস্ৱায় চ। নমো নাদেয়ায় চ বৈশস্তায় চ ॥৩৭॥ নমঃ কূপ্যায় চাব-
ট্যায় চ। নমো বৌধ্যায় চাতপ্যায় চ। নমো মেঘায় চ বিদ্যুতায় চ। নমো
বর্ষায় চাবর্ষায় চ ॥৩৮॥ নমো বাতায় চ রেখায় চ। নমো বাস্তব্যায় চ বাস্ত-
পায় চ। নমঃ সোমায় চ ক্রদায় চ। নমস্তাম্রায় চাকণায় চ ॥৩৯॥ নমঃ
শঙ্কবে চ পশুপতয়ে চ। নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ। নমোহগ্রেবধায় চদূরে
বধায় চ। নমো হস্তে চ হনীয়সে চ নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তা-
রায় ॥৪০॥ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভরায় চ। নমঃ শঙ্কবায় চ ময়ঙ্করায় চ। নমঃ
শিবায় চ শিবতরায় চ ॥৪১॥ নমঃ পার্ধ্যায় চ চাবার্য্যায় চ। নমঃ প্রতরণায়

চোস্তরগায় চ । নমস্তীর্থায় চ কুল্যায় চ । নমঃ শম্পায় চ কেন্যায় চ ॥৪২॥
নমঃ সিকতায় চ প্রবাহায় চ । নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়গায় চ । নমঃ কপর্দিনে
চ পুলস্তয়ে চ । নমঃ ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ ॥ ৪৩ ॥ নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায়
চ । নমস্তল্ল্যায় চ গেহ্যায় চ । নমো হৃদযায় চ নিবেপ্যায় চ । নমঃ কাট্যায়
চ গহ্বরেষ্ঠায় চ ॥৪৪॥ নমঃ শুক্যায় চ হরিত্যায় চ । নমঃ পাৎসব্যায় চ রজস্তায়
চ । নমো লোপ্যায় চোলপ্যায় চ । নম উর্ক্যায় চ সূর্ক্যায় চ ॥ ৪৫ ॥ নমঃ পর্ণায়
চ পর্ণদায় চ । নমঃ উদ্গুরমাণায় চাভিষতে চ । নম আধিদতে চ প্রথিদতে চ
নমঃ । ইষুকৃত্যো ধনুকৃত্যশ্চ বো নমো নমো বঃ কিরিকেকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো
নমো বিচিস্রৎকেভ্যো নমো বিক্রিণৎকেভ্যো নম আনির্হতেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥
জাপে অক্ষসম্পতে দরিদ্র নীললোহিত । আসাং প্রজানামেষাং পশুনাং
মা তেষ্ঠারোহোচ নঃ কিঞ্চনামমং ॥ ৪৭ ॥ ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়-
ধীরায় প্রভরামহে মতীঃ । যথা শমসদ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অশ্বিন্ন-
নাতুরম্ ॥ ৪৮ ॥ যা তে কদ্র শিবা তনুঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী । শিবা রুতস্ত
ভেষজী তয়া নো মৃড জীবসে ॥ ৪৯ ॥ পরি নো রুদ্রস্ত হেতিবৃণক্তু পরিভেষস্ত
দুর্ন্যতিরঘ্যায়োঃ । অব স্থিরা মধবদ্যস্তনুঘ মীঢ়স্তোকায় তনয়ায় মৃড় ॥ ৫০ ॥ মীঢ়-
ষ্টম শিবতম শিবো নঃ স্তমনা ভব । পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কুন্তিঃ বসান
আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি ॥ ৫১ ॥ বিকিরিদ্ৰ বিলোহিত নমস্তে অস্ত্র ভগবঃ ।
যাস্তে সহস্রং হেতয়োহস্তমশ্বিন্নিবপক্ত তাঃ ॥ ৫২ ॥ সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্নোস্তব
হেতয়ঃ । তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি ॥ ৫৩ ॥ অসংখ্যাতা সহ-
স্রাণি যে রুদ্রা অধিতুম্যাম্ । তেষাং সহস্রযোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৫৪ ॥
অশ্বিন্নহত্যর্ণবেহস্তরিক্কে ভবা অবি । তেষাং সহস্রযোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৫৫ ॥
নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং কদ্রা উপশ্রিতাঃ । তেষাং সহস্রযোজনে-
হব ধনানি তন্মসি ॥ ৫৬ ॥ নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্ক্বা অধঃক্ষমাচরাঃ । তেষাং
সহস্রযোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৫৭ ॥ যে বৃক্ষেষু শম্পিজরা নীলগ্রীবা বিলো-
হিতাঃ । তেষাং সহস্রযোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৫৮ ॥ যে ভূতানামধিপতয়ো
বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ । তেষাং সহস্রযোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৫৯ ॥ যে পথাং
পথিঃ স্কন্দ্র ঐলবৃদ্ধা আয়ুধঃ । তেষাং সহস্রযোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৬০ ॥
যে ভূতীর্থানি প্রচরন্তি হৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ । তেষাং সহস্রযোজনেহব ধনানি
তন্মসি ॥ ৬১ ॥ বেহ্নেষু বিবিধ্যন্তি পাভ্রেষু শিবতো জনান্ । তেষাং সহস্র-
যোজনেহব ধনানি তন্মসি ॥ ৬২ ॥ য এতাবস্তশ্চ তুরাংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে ।

তেষাং সহস্রবোজনেহব ধ্যানি ত্যাসি ॥ ৬৩ ॥ নমোহস্ত ক্রেতো বে দিবি
যেষাং বর্ষমিববস্তেতো! দশপ্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্বা-
স্তেতো নমো অস্ত তে নোহবস্ত তে নো যুড়য়স্ত তে বং দিম্বো যচ্চ নো দ্বেষ্টি
তমেবাং জস্তে দধ্যঃ ॥ ৬৪ ॥ নমোহস্ত ক্রেতো বেহস্তরিক্বে যেষাং বাত ইষ-
বস্তেতো! দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্বাস্তেতো নমো
অস্ত তে নোহবস্ত তে নো যুড়য়স্ত তে বং দিম্বো যচ্চ নো দ্বেষ্টি তমেবাং
জস্তে দধ্যঃ ॥ ৬৫ ॥ নমোহস্ত ক্রেতো বে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিববস্তেতো
দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্বাস্তেতো নমো অস্ত তে নো-
হবস্ত তে নো যুড়য়স্ত তে বং দিম্বো যচ্চ নো দ্বেষ্টি তমেবাং জস্তে দধ্যঃ ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর কুঙ্কুম বা হরিত্রাচূর্ণ দ্বারা দণ্ডোৎপলদণ্ডে অগ্নিসমীপস্থ প্রাচ্যুথ
বৃষের দক্ষিণপাদেয় মূলদেশে ত্রিশূল অঙ্কন করিবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ মানস্তোকে
তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোবু মা নো অশ্বেষু রৌরিষঃ। মা নো বীরান্ ক্রজ
ভামিনোবধীর্বিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে।”

পরে বামপার্শ্বে চক্র অঙ্কন করিবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ বৃষা হসি ভানুনা
হ্যমস্তং ত্বা হবামহে। পবমানস্বর্দশম্।”

পরে অঙ্কনকারীকে বলিবেন, “ওঁ বৃষমঙ্কয়।” অঙ্কনকারী তপ্তলৌহ
দ্বারা (দাগনী) ঐ অঙ্কন ম্পষ্ট করিবে। এই অবকাশে অগ্নির উত্তরে
যুপ ও উপযুপচতুষ্টয় প্রোথিত করিবে। পরে বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত
বৃষকে নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা সুগন্ধিসর্কৌষধিজলে স্নান করাইবে। মন্ত্র
যথা,—“ওঁ হিরণ্যবর্ণা ইত্যাদি ঋক্চতুষ্টয়স্যাগ্নিক্‌বিস্তৃষ্টে প্ ছন্দ আপো
দেবতাঃ স্বপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা যানু জাতঃ
কাশাপো যান্বিদ্রঃ। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শংস্তোনাঃ
ভবন্ত। ওঁ যাসাং রাজা বকণো যাতি মধ্যৈ সত্যানূতে অবপশ্চজনা-
নাম্। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শংস্তোনা ভবন্ত। ওঁ যাসাং
দেবা দিবি কথন্তি ভক্ষ্যং যা অস্তরিক্‌কং বহুধা ভবন্তি। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে
সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শংস্তোনা ভবন্ত। ওঁ শিবেন যা চক্ষুষা পশুতা আপঃ শিবায়
তগ্নোপস্পৃশত ত্বেচম্বে যুতশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ শংস্তোনা
ভবন্ত। শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রস্ত দধ্যাঙ্‌গাধর্কণঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ
স্বপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে শংস্তো-
ভিস্রবন্ত নঃ।”

পরে ধৌত বস্ত্র দ্বারা জল মুছাইয়া গন্ধপুষ্পাঞ্জলি-সিন্দূর-গোরোচনা-দি-
 দ্রব্য দ্বারা স্তবর্ণশূক-স্তবর্ণবীরপট্ট-রৌপ্যখুর ৪ ঘণ্টা ১ তাম্রপট্ট ১ কাংশুকোড়
 ১ দর্পণ ১ চামর ১ লৌহনুপুর ৪টি দ্বারা বুকে অলঙ্কৃত করিয়া বৎসতরী-
 গণকে পূর্বোক্ত দ্রব্যে ভূষিত করিবে, অসামর্থ্যে কাংশুকোড় দ্বারা ভূষিত
 করিতে হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। যথা—“গায়ত্র্যা বিশ্বা-
 মিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুঃ
 ইত্যাদি ঋতকেত্যাণ্ডমর্ষণশূকশ্রাবমর্ষণঋষিরতুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা
 অশ্বমেধাবৃত্তে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাতীক্ৰান্তপসোহধ্যজায়ত ততো
 রাজ্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদবি সংবৎসরো অজায়ত। অহো-
 রাজানি বিদধদ্বিশ্বশ্চ মিস্রতা বর্শী। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
 দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরিক্ষমথো স্বঃ। পুনশ্চ কদ্ভাধ্যায় পাঠ করিবে। পরে পুরুষ-
 শূক জপ কর্তব্য। যথা—“সহস্রশীর্ষেতি বোডশর্চ্চশ্চ নারায়ণঋষিঃ পঞ্চদশর্চ্চশ্রা-
 তুষ্টুপ্ ছন্দঃ অস্ত্যশ্র তুষ্টুপ্ ছন্দো জগদ্বীজমজঃ পুরুষো দেবতা জপে বিনিয়োগঃ।
 ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ষতঃ স্পৃহা অত্যতিষ্ঠদ-
 শাজুনম্ ॥ ১ ॥ পুরুষ এবৈদং সর্ষৎ যদুতং যচ্চ ভাব্যম্। উভামুতত্বশ্চোশানো
 যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ এতাবানশ্রমহিমাংতো জ্যামাংশ্চ পুরুষঃ পাদোহশ্র
 বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদশ্রামুতং দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিপাদৃদ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহশ্রোহা-
 ভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বঙব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ ততো বিরাদ-
 জায়ত বিরাজোহদিপুরুষঃ। স জাতো অতাবিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
 তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ষহতঃ সমুতং পৃষদাজ্যম্। পশুংস্তাংশ্চক্রে নারব্যা নারণ্যা
 গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ষহতঃ ঋচঃ সানানি জজিহ্নে। ছন্দাংসি
 জজিহ্নে তস্মাদ্যজ্ঞুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭ ॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্তযে কে চোভয়াদতঃ।
 গাবো হ জজিহ্নে তস্মান্তস্মাজ্জাতা অজাবরঃ ॥ ৮ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্
 পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥ যৎ পুরুষং
 ব্যদধুঃ কস্তিধা ব্যকল্পন্ মুখং কিমশ্রাসৌ কিং বাহু কিমূরু পাদাবুচ্যেতে ॥ ১০ ॥
 ব্রাহ্মণোহশ্র মুখমাসীদ্বাহু রাজন্তকঃ কৃতঃ। উরু তদশ্র বদৈশ্রঃ পদ্যাং শূদ্রো
 অজায়ত ॥ ১১ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চকোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়শ্চ
 প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিবজায়ত ॥ ১২ ॥ নাভ্যা আসীদস্তরিক্ষং নীকো জ্যোঃ সমবর্তত।
 পদ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাতথা লোকো অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা
 বজ্রমতষত। বসন্তোহশ্রাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইথাঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাশ্রাসন্

পরিধরশ্চিঃ সপ্ত সন্নিধঃ কৃত্যঃ । দেবা বদ্বজ্জং তদ্বান্ অবাধন্ পুরুষং পশুন্ ॥১৫॥
 যজ্ঞেন যজ্ঞমবজ্জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মানি প্রথমান্তাসন্ । তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
 যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্নি দেবাঃ ॥১৬॥ অথ কুশাণ্ডীয় মন্ত্র জপ বধা—“ওঁ যদেবা
 দেবহেলনমিতি ঋক্জয়ন্ত প্রজাপতিঋষিরমুষ্টে, প্ ছন্দোঃঋগিবাযুর্মহ্যা। দেবতা
 জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ যদেবা দেবহেলনং দেবাসচ্চক্ৰমা বয়ম্ । অগ্নিমী
 তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুক্ত্বহসঃ ॥ ১ ॥ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চক্ৰমা বয়ম্ ।
 বাযুর্মহা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুক্ত্বহসঃ ॥ ২ ॥ যদি জাগ্রদ্যদি স্বপ্ন এনাংসি
 চক্ৰমা বয়ম্ । সূর্য্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুক্ত্বহসঃ ॥” ৩ ॥ *

পরে বৃষেব দক্ষিণকর্ষে জপ করিবে,—“পিতা বৎসানামিতি প্রজাপতি-
 ঋষিঃ পঙক্তিশ্ছন্দো বৃষো দেবতা জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ পিতা বৎসানাং
 পতিরব্রাহ্মণানাং পিতা মহতাং প্রতি গর্গরাণাং গর্ভো জরাযুঃ । প্রতিধৃক্
 পীগৃষমামিক্ষা ঘৃতং তদ্বন্ত রেতঃ । ওঁ বৃষোঃসি ভগবান্ ধর্ম্মচতুষ্পাদঃ
 প্রকৌন্তিতঃ । বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং বন্ধতু সর্ষতঃ ॥”

পরে যুগে বৃষ ও উপযুগে পূর্বাদিক্রমে বৎসতবীচতুষ্টয়কে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন
 করিয়া “ওঁ সোপকরণবৎসতবীচতুষ্টয়-সহিতবৃষায় নমঃ” মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা
 পূজা পূর্ব্বক কশতিলজল লইয়া “ওঁ তৎসৎ” উচ্চারণান্তে—‘হে বৎসতর্য্যো বো
 যুস্মাকং এনং পতিং স্বামিনং যুবানং তকণং দদানি ত্যজামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি
 তেন বৃষেণ সচ ক্রীডন্তীঃ খেলন্ত্যশ্চবথ ভ্রমথ. হে বৎসতর্য্যো যুয়মপি মানঃ
 নাস্মৎস্বহবিষয়া ভবিষ্যথ কিঙ্ক ময়া ত্যক্তব্য। বয়ং বৃষন্ত ভবতীনাঞ্চ ত্যাগেন
 রায়ম্পোষণে ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তজন্তুযা সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অন্নেন সন্মদেম হৃষ্টা
 ভবেম সুভগা লোকন্ত প্রিয়াঃ ।’ এইরূপ অর্থ বোধ করিয়া “এনং যুবানমিতান্ত
 যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্তৃষ্টে, প্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ । ওঁ এনং

* পদ্ধতিবিশেষে পুরুষস্বঃজব পর নিম্ন লিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ্যাকপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ওঁ
 অস্ত্যঃ সংভূতং পৃথিব্যা রসাতল বিধকর্ম্মণঃ । সমবদতাগ্রে তন্ত ত্বষ্টে বিদধক্ৰপমেতি তদ্বর্ষন্ত দেব-
 ত্বমাজানমগ্রে । ১ । ওঁ বেদাঃহমেত. পুরুষং মহাপ্রমাদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব
 বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পশ্বা বিদ্বতে অযনায । ২ । ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গভে যন্ত রজায়-
 মানো বত্থা বিজায়তে । তন্ত যোনিং পরিপশ্বন্তি ধীরান্তগ্নিন্ হ তত্ত্বভূবনানি বিশ্বা । ৩ । ওঁ
 যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ । পূর্বে যো দেবেভ্যো আতো নমো
 রজায় ব্রাহ্মায় । ৪ । ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনরন্তো দেবা অগ্রে তদব্রবন্ । যজ্ঞেবং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্তন্ত
 দেবা অসন্ বশে । ৫ । ওঁ জীচ্ তে লক্ষীচ্ পত্ন্যাবহোরাতে পাধে নক্ষত্রানি কপমগ্নিনো
 বাতন্ত ইকগ্নিবাণা মুম্মন্ত ইবাণ সর্বলোকন্ত ইবাণ । ৬ । পরে কুশাণ্ডীয় মন্ত্র জপ কর্তব্য ।

সুবানং পতিং বো দদানি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তজম্বা স্তুতগা
 রায়ম্পোষেণ সমিষা মদেম ।” এই মন্ত্রোচ্চারণান্তে “ওঁ অত্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত
 প্রেতস্তামুকদেবশর্মাণোহশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেব-
 শর্মাণঃ প্রেতহবিমুক্তিপূরক-স্বর্গলোকগমনকাম ইমং ক্রদ্রদৈদতং সোপকরণ-
 বৎসতরীচতুষ্টয়-সহিতবৃষমহমুৎসৃজামি ।” স্বার্থে উৎসৃজে । ঐ উৎসর্গজল
 পাঁচটি গরুর পুচ্ছে দিতে হয় । পরে ‘ওঁ বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষায় নমঃ’ এই
 মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে । পরে বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষকে আমন্ত্রণ
 করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ মরো ভুরিত্যাদি যজুষাং দেবা ঋষয়ো বায়ুর্দেবতা ক্রচম
 ইত্যস্ত দেবা ঋষয়োহমৃষ্টপ্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা তত্রায়ামীত্যস্ত শুনঃশেফঋষিষ্টপ
 ছন্দো বকণো দেবতা স্বর্গশর্ম ইত্যাদীনাং পঞ্চানাং যজুষাং দেবা ঋষয়োহগ্নি-
 র্দেবতা বৎসতরীমধ্যস্থ-বৃষামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ মরো ভুরভি মা বাহি স্বাহা ।
 মারুতোহসি মরুতাজগঃ । শমুর্মরোভুরভি মা বাহি স্বাহা । ওঁ অবস্মারসি-
 হুরস্মান্ শমুর্মরো ভুরভি মা বাহি স্বাহা । (ওঁ যদ্যুদেন দাক্ষায়ণাহিরণ্য
 শতানীকায় স্মনস্যামানাঃ । তন্ম আবধামি শত শাবদায়ায়ুয়ান্ জরদষ্ট্রিযথা সঃ ।
 ইতি পদ্ধতিবিশেষে অবিক পাঠ্য) ওঁ যান্তে অগ্রে সূর্যাক্রচো দিবমাতমন্তি
 রশ্মিভিঃ । তাভিনে’ অস্ত সর্বাভীকচে জনায় নস্তুধি । ওঁ যা বো দেবাঃ সূর্যো
 ক্রচো গোষশ্বেষু যা ক্রচঃ । ইজ্রাগ্নী তাভিঃ সর্বাভীকচং নো ধত্ত বৃহস্পতেঃ ।
 ওঁ ক্রচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু ক্রচং রাজসু নস্তুধি । কচং বৈশ্বেষু শূদ্রেষু ময়ি
 ধেহি কচাকচম্ । ওঁ তজ্জামি ব্রাহ্মণা বন্দমানস্তদাশান্তে যজমানো হবির্ভিঃ ।
 অহেড়মানো বকণেহবোধ্যক শংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ । ওঁ স্বর্গশর্মঃ স্বাহা
 স্বর্গার্কঃ স্বাহা স্বর্গশুক্রঃ স্বাহা স্বর্গজ্যোতিঃ স্বাহা স্বর্গসূর্য্যঃ স্বাহা ।”

পরে প্রণাম পূরক বন্ধন হইতে মোচন করিয়া ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ চালনা
 করিবে । অনস্তর প্রাচীনাবীতী, দক্ষিণামুখ ও একবস্ত্র হইয়া বৃষপুচ্ছ-গলিত
 জল দ্বারা তর্পণ করিতে হয়, যথা—বিগুণভূগুপ-তিলসহিত-বৃষপুচ্ছগলিত-জল
 লইয়া দক্ষিণাগ্রকুণ্ডলের উপর “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্তেতৎ-
 সতিলবৃষপুচ্ছগলিতোদকেন তৃপ্যস্ব” এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে । উত্তরীয়
 গ্রহণ করত পুনশ্চ ঐ জলে “ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে ।
 মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিদুবে চান্তে পিতৃপক্ষজাঃ । গুরুশ্চগুরুবন্ধুনাং যে কুলেয়ু সমু-
 ত্বাঃ ॥ যে প্রেতভাবমাপন্নো যে চান্তে শ্রীকবর্জিতাঃ । বৃষোৎসর্গেণ তে
 দর্শে লভস্তাং প্রীতিমুত্তমাম্ ॥” এই মন্ত্রে তিন অঙ্গুলি জল দান করিবে । অতঃপর

বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া “ও ধর্মোহসি ত্বং চতুশ্চাদশচত-
 স্তেষু প্রিষাষ্মিমাঃ । চতুর্গাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাশ্বয়া সহ । দেবানাঞ্চ
 পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ ষোষিতঃ । ভূতানাং তৃপ্তিজননাশ্বয়া সার্কঃ ব্রজস্বিমাঃ ॥
 ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতষিপোষক । ত্বয়ি যুক্তৈহক্ষয়া লোকা মম
 সন্ত নিরাময়াঃ ॥ ও মা মে ঋণোহস্ত দৈবোহথ পৈত্রো ভৌতোহথ মানুষ্যঃ ।
 ধর্মস্বঃ ত্বংপ্রপন্নস্ত বা গতিঃ সান্ত্ব মে ক্রবা । ও যৎকিঞ্চিদ্রুতং কশ্চ লোভ-
 মোহাৎ কৃতং ভবেৎ । তস্মাদ্রুত্যা দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে । ও যাবস্তু
 সন্তি রোমাণি তব তাসাঞ্চ গোপতে । (‘ও যাবাস্তু তব লোমানি শরীরে
 সন্তবস্তু চ’ ইতি পাঠান্তর) তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোহস্ত মে
 পিতুঃ । ও পুণাক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্বধর্মবিৎ । দশজন্মানি বিপ্রত্বং
 প্রাপ্য শ্রোতক্রিয়ারতঃ । ততঃ প্রক্ষীণকর্মাসৌ মোক্ষমাপ্নোত্যশংসয়ম্ । ও
 মোচিতোহসি (‘অচ্চিতোহসি’ ইতি পাঠান্তর) ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা গতিরস্ত
 তে । মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধার্থং তরিস্বঃ ভবসাগরে ॥ ও যথেষ্টং যুথং পর্য্যট । ও
 ন খাদেঃ পরশস্ত্রানি নাক্রামের্গাভীক গাম্ ।” এই মন্ত্র পড়িয়া বৃষকে
 মোচন করিবে । পরে বৃষ ও বৎসতরীর অলঙ্কার এবং বস্ত্রদ্বয় আচার্য্যকে
 দান করিবে । শূদ্র কর্তৃক বৃষোৎসর্গে সর্ববিধ বৈদিক মন্ত্রপাঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা
 কর্তব্য, শূদ্র কেবল “নমঃ” শব্দ পাঠ করিবে । তৎপরে ব্রতীদিগের
 দক্ষিণাদানান্তে প্রধান কশ্মের দক্ষিণা দাতব্য—“ও অচ্চেত্যাদি কুতৈতদ্-
 বৃষোৎসর্গবর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং বৃষং রুদ্রদৈবতং (তন্মূল্যং-
 বা বিষ্ণুদৈবতং) অমুকগোত্রাম্যমুকদেবশ্রম্ণে ব্রাহ্মণায়াচার্য্যায়
 তুভ্যমহং সম্প্রদদানি ।” উৎসর্গ করিয়া আচার্য্যকে দিবে । স্বার্থে দদে
 এই বিশেষ । আচার্য্য গ্রহণ না করিলে অন্য ব্রাহ্মণকে দিবে । পরে বৃষাকন-
 কারীকে বেতন দিবে । ব্রাহ্মণগণকে বলিবে—‘ও যৎ কিঞ্চিদ্ভিজনেহরণ্যে
 ময়োৎসৃষ্টে নির্জনে । তং কশ্চিদ্রুতো ন নয়েদ্বিভাজ্যঞ্চ যথাক্রমম্ । ন বাহুং
 ন চ তৎকীবং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ ।’ অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া
 “ও তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততম্ ।” এই মন্ত্রে
 বিষ্ণু স্মরণ করিবে । কৃতাজলিপুটে—“ও গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্কৈ গৃহীত্বার্চাং
 স্বমালয়ম্ । সন্তুষ্টা বরমশ্যাকং দত্তেদানীং সুপূজিতাঃ ॥” এই বিষ্ণুধর্মোত্তরীয়
 মন্ত্রটি পাঠ করিয়া বিসর্জন করিবে । পরে “ঈশ্বতাং পুণ্ডরীকাকঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো
 हरिः । তস্মিন্শ্বষ্টে জগন্তুষ্টঃ প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ।” পাঠ্য । অবশেষে “ঋচং

বাচন্" ইত্যাদি মন্ত্রে শাস্তি করিয়া তদজ্ঞানে গায়ত্রী দ্বারা শাস্তি করিয়া দশান্বান ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

ইতি যজুর্বেদি-বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ।

যজুর্বেদীয় চন্দনধেনুদান

স্বস্তিবাচনাদি হোমপ্রকরণান্ত সমস্তই যজুর্বেদি-বৃষোৎসর্গবৎ। ধেনুপুচ্ছ-গলিত সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে, এইমাত্র প্রভেদ। তর্পণমন্ত্র যথা—

“অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকিদেবি এতৎ সতিলধেনুপুচ্ছগলিতোদকেন তৃপ্যস্ব।”

অন্যান্ত সমস্ত সামবেদীয় তুল্য

যজুর্বেদি-আঠৈকোদিশ্চৈত্রাক

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে কুণহস্তে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুকক্ষেত্র ইত্যাদি পাঠ করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে,—“ওঁ এতস্মৈ সঘুতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে যথাযথ প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণকে পূজা পূর্বক বাক্য পড়িবে, যথা—“বিষ্ণুবোম্ তৎসদগু অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্রামুকদেবশর্ষণঃ অশৌ-চাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্রামুকদেবশর্ষণ আঠৈকোদিশ্চৈত্রাক-বাসরে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্রামুকদেবশর্ষণোহক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘুতোপ-করণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসমুদগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” এই বাক্য পড়িয়া ভোজ্য জলেব ছিটা দিয়া ‘ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্’ মন্ত্রে প্রত্যাদেশ করিবে। পবে দক্ষিণাস্ত কৰ্তব্য। যথা—“অন্তে-ত্যাং ইতি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্রামুকদেবশর্ষণ আঠৈকোদিশ্চৈত্রাকবাসরে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্রামুকদেবশর্ষণোহক্ষয়স্বর্গকামনয়া কুটৈতৎ সঘুতোপকরণা-মান্নভোজ্যদানকর্মণঃ সান্নস্বার্থঃ দক্ষিণাস্তং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতমিত্যাং ইতি।” অতঃপর অচ্ছিত্রাবধারণ করিয়া দক্ষিণাগ্র কুশব্রাহ্মণকে জ্ঞান করাইবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিঃ সর্বতঃ

স্পৃহা২ত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্। ও গন্ধদ্বারাং তুরাধর্বাং নিত্যপুষ্টাং করীষীণীম্।
 ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।” মন্ত্রে চন্দনান্ধুলেপনে অম্বলিগু
 করিয়া “ও দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাহুলযোগে
 পূজা করিয়া বিকৃতোত্তরীয়ভাবে স্থাপন করিবে। পুনশ্চ প্রকৃতোত্তরীয়
 হইয়া বাস্তবপূরুষপূজাস্ত্রে ‘তদ্বিক্ষোঃ’ মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক “ও যজ্ঞেশ্বরায়
 ত্রীবিধবে নমঃ” মন্ত্রে পূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ দান করিয়া গঙ্গাপূজা ও বিকৃতো-
 ত্তরীয় হইয়া ‘এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যম্ ও’ এতদ্ভূ-
 ত্তামিপিভূতভ্যঃ স্বধা’ মন্ত্রে পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামী পিতৃগণকে অগ্রভাগ দিবে।
 পরে ‘কুকক্ষেত্র’ ও ‘তদ্বিক্ষোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ
 পূর্বক কৃতাজলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে—“ও স্বাগতং ভবতা’ (ও স্বাগতম্
 প্রতিবচন) ‘ও সিদ্ধমিদমাসনমভ্রাস্রাতাম্’ (ও ভ্রাস্রাতাং প্রতিবচন) ‘ও পুণ্ডরী-
 কাক্ষায় নমঃ’ মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক জলে মৃত্তিকা গুলিয়া সেই জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয়
 দ্রব্য প্রোক্ষণ কবত গায়ত্রী পাঠ “ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য এব চ।
 নমঃ স্বধাঠৈ স্বাহাঠৈ নিত্যমেব নমো নমঃ” (মতান্তরে নিত্যমেব ভবতিতি)
 মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া অম্বুজা গ্রহণ করিবে।
 যথা—“অন্যেত্যাতি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্মন্যং আট্টিকোদিত্তৈশ্রাদ্ধং
 দর্ভময়ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে।” ও কৃকষ প্রতিবচন। পরে “ও রক্ষোব্রহ্মদকমাস
 বজ্ররক্ষাং কুকষ” মন্ত্রে রক্ষার্থ জল ব্রাহ্মণশিরোদেশে স্থাপিত পাত্রে রাখিবে।

আসনদান।—উত্তান বামহস্তে মোটক ধারণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
 প্রেত অমুকদেবশর্মন্যেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করত কাষ্ঠা-
 সন নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্যে-
 তত্তে দর্ভাসনং স্বধা।” কৃতাজলিপুটে “ও অভ্রাসনে দেবরাজাত্যম্বুজাতো
 বিশ্রম্যতাং দ্বিজবর্ষ্যানুগ্রহায় প্রসাদয়ে ভ্রাসনং গৃহ পূতং জ্ঞানাগ্নিপুতেন করেণ
 বিপ্র” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলগণ্ডুষ প্রদানান্তে “ও যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্ত-
 কব্যাভোক্তা২ব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোহত্র। তৎসন্নিধানাদপযাস্তু সত্যো রক্ষাংস্ত-
 শেবাণ্যশ্রুশ্চ সর্কে। ও’ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।” মন্ত্রে তিল-
 বিকিরণ করিবে।

উপানহদান।—বামহস্তে পাছকাছর ধারণ করিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
 প্রেত অমুকদেবশর্মন্যেতত্তে কাষ্ঠ-পাছকা (বা চর্মপাছকা) যুগলং স্বধা।’
 মন্ত্রে নিবেদন করত মতান্তরে নিম্নোক্ত ফলশ্রুতি পাঠ করিবে। যথা—

“ও সন্তপ্তবানুকাং ভূমিমসিকটকিতাং তথা ।

সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদতুপানহৌ ॥”

ছত্রদান ।—বামহস্তে ছত্র ধারণ পূর্বক ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ময়েতত্তে ছত্রং স্বধা’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে ।

অর্ঘদান ।—ব্রাহ্মণসম্মুখে দক্ষিণাগ্র রেখোপরি দক্ষিণাগ্র ১ গাছি কুশ পাতিয়া তদুপরি একখানি ডোঙ্গা রাখিবে । একটি সাগ্র কুশ লইয়া ‘ও পবিত্রাসি বৈষ্ণবৌ’ মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে পবিত্রচ্ছেদন, ‘ও বিষ্ণোর্মনসা পুতমসি’ মন্ত্রে জল দ্বারা মার্জন করত ডোঙ্গায় দক্ষিণাগ্রভাবে রাখিয়া ‘ও শন্নো দেবৌরতিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে । শং যোবতিষ্যবন্ত নঃ’ মন্ত্রে পবিত্র-স্থপন ও অর্ঘপাত্রে ‘অমন্ত্রক অর্ঘদান, কুশাস্তুর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক ‘ও অচ্ছিত্র-মিদমর্ঘপাত্রমন্ত্ৰ’ (ও অস্ত্র প্রতিবচন) উদ্ঘাটন, ব্রাহ্মণ হস্তে ‘ও পবিত্রং স্বধা’ এই মন্ত্রে পবিত্র দান, ‘জলাস্তুরং স্বধা’ মন্ত্রে জলাস্তব দান, ‘ও পুষ্পাস্তুরং স্বধা’ মন্ত্রে পুষ্পাস্তুর দান করত ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে পুষ্পাস্তব দ্বারা পূজা করিবে । পরে বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র স্থাপন ও উত্তান দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক ‘ও যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূব্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্ষাঃ । হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিযাস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্ত্রোনাঃ সুহবা ভবন্তু’ মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিত করত নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হয়, যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ময়েষ তেহর্ঘ্যঃ স্বধা ।”—কৃতাজ্জলিপুটে বলিবে, ‘ও ইহ-লোকং পরিত্যজ্য গতোহসি পরমাং গতিম্ ।’

গন্ধাদিদান ।—বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, তৈজসাধার দীপ ও বস্ত্র ধারণ পূর্বক ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ময়েতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ তৈজসাধার-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক ব্রাহ্মণহস্তে এক একটি দ্রব্য দিবে । যথা—

গন্ধ—ও সর্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ ।

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোহয়মমুলিপ্যতাম্ ॥

ও এষ তে গন্ধঃ (ও সুগন্ধঃ প্রতিবচন)

পুষ্প—ও শ্রিয়া দেব্যা সমায়ুক্তং দেবৈশ্চ শিরসা ধৃতম্ ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ এতত্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্ প্রতিবচন)

ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যা গন্ধাঢ্যঃ স্তম্বনোহরঃ ।

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ প্রতিবচন)

দীপ—ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতন্তিমিরাপহঃ ।

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ এষ তে তৈজসাধারদীপঃ (ওঁ সুদীপঃ প্রতিবচন)

বস্তু—ওঁ এতত্ত্ব আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)

পরে কৃতাজলিপুটে বলিবে, ‘ওঁ কৃতৈতদগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিন্নমস্ত ।’—(ওঁ অস্ত প্রতিবচন)—‘ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাত্রমিষ্যে’(ওঁ পাত্র প্রতিবচন) । অন্নজা লইয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র একটি চতুর্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি (তৈজস) ভোজনপাত্র পাতিবে, উহাতে আমিষ, (বিধবার শ্রাদ্ধে দধি কদলী) ব্যঞ্জন, ঘৃত, তুলসী, মোটক দিবে । ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে তৈজসাধার জলপাত্র তিলযুক্ত কবিয়া রাখিবে । অন্নপাত্রে জলের ছিটা দিয়া ‘ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব’ মন্ত্রে বা ‘ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেখা নিদধে পদং সমুচ্চমস্ত পাংস্থলে’ মন্ত্রে নখহীন অঙ্গুষ্ঠ অগ্রে স্থাপন করিবে । ‘ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে অগ্রে তিল বিকিরণ করিয়া ‘ওঁ অপোহশান’ মন্ত্রে জলগণ্ড দিয়া অন্নোপরি গায়ত্রী জপ করিবে । পরে ‘ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীনঃ সঙ্কোষধীঃ । ওঁ মধু নক্ত-মূতোষসো মধুমৎ পার্থিবঃ রজঃ, মধু জোরস্ত নঃ পিতা । ওঁ মধুমাত্রো বন-স্পতির্মধুর্ম । অস্ত সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ । ওঁ মধু মধু মধু’ জপান্তে মধু বা ইক্ষুগুড় দিয়া অভিষিক্ত করিবে, পরে জলগণ্ড দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করত উৎসর্গ করিবে । যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্ময়েতস্তে (তৈজসাধার) সামিষান্নং ঘৃতাভ্যাপকরণসমেতং (তৈজসাধার) সতিলোদকং স্বধা ।” * “ইদং (তৈজসাধার) সামিষান্নং ইমাঃ সতিলা (তৈজসাধারাঃ) আপঃ ইদং হবিঃ এতান্ন্যাপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ

* মতান্তরে—গায়ত্রী পাঠান্তে ওঁ মধু মধু মধু ময় পাঠ করিয়া প্রথমতঃ প্রত্যাদেশ কঠব্য । যথা—ইদং সামিষান্নমিত্যাदि । পরে জলগণ্ড দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্র প্রেত ইত্যাদি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা ময় পাঠ । বিকিরদানাতে আচম্যাদি করিয়া গায়ত্রী মধু বাতা ময় জপ কবত ওঁ অন্নহীনঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নাদিদানের অঙ্গিহোমধারণ বিহিত আছে ।

স্বদ ।” অনন্তর ব্রাহ্মণে ‘গণ্ডূষজলং তে স্বধা’ মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র জপান্তে “ওঁ অগ্নহীনঃ ক্রিরাহীনঃ বিধিহীনঃ স্বদভবেৎ । তৎ সৰ্বমিদমচ্ছিদ্রমস্ত” (ওঁ অস্ত প্রতিবচন) অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া প্রেতো-দ্রেশে শয্যাদান করিবে. যথা—শয্যা বামহস্তে ধরিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মাশ্রমেয়া তে শয্যা স্বধা’ মন্ত্রে শয্যা নিবেদনাতে আব্যমন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি—ওঁ মধু মধু মধু—‘ওঁ যোগীশ্বরঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পূজ্য মুনরোহক্ৰবন্ । বর্ণীশ্রমেতরাণাম্রো ক্রাহি ধর্মানশেষতঃ । ওঁ মন্বজি-বিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহজিরাঃ । যমাপস্তম্ব-সম্বর্তাঃ কাত্যাশ্রন-বৃহস্পতৌ । পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ । শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকাঃ । ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুররঃ দিবী ব চক্ষুৰাততম্ । ওঁ দুর্ঘোদনো মহ্যমরো মহাক্রমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তম্ শাখা । দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী । ওঁ বৃধিষ্ঠিরো ধর্মমরো মহাক্রমঃ স্কন্ধোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা । মাজান্বতো পুষ্প-ফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ । ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু যুগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ । চক্রবাকাঃ সরসীপে হংসাঃ সরসি মানসে । তেহভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দ্বমধ্বানং যুগ্মং তেভ্যো-হবসীদত ।” সামর্থ্যপক্ষে কৃচিস্তব পাঠ্য । অন্তথা ওঁ কৃচিঃ কচিঃ কৃচিঃ “ওঁ কৃচয়ে নমঃ ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ” মন্ত্র পাঠ্য । “ওঁ নমস্তত্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে । নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ । নমস্মি-শূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে । নমস্মৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।” ওঁ সহস্রশীর্ষেত্যাদি পুঙ্খমুক্ত মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দক্ষি-ণাগ্র কুণ্ড আন্তরণ করত তিল-মোটক সহ পিণ্ড লইয়া । “ওঁ অগ্নিদহ্যশ্চ যে জীবা যেহপ্যদহ্যঃ কুলে মম । ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ । যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধিন্ তথান্নমন্তি । তত্তৃপ্তয়েহমং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ ।” ১ মন্ত্রে অধোমুখভাবে পিণ্ড কুশোপরি দিয়া ভাজিয়া দিবে । পরে হস্ত প্রক্ষালন, হস্তকুশত্যাগ, আচ-মন, বিষ্ণুস্মরণ ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ পূর্বক ব্রাহ্মণকে জলগণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে অমৃত্যু লইবে—“ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ং” (ওঁ প্রেতার দীর্ঘতাং প্রতু্যন্তর) ‘ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে’ (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) অমৃত্যু লইয়া পিণ্ডদান করিবে ।

পিণ্ডদান ।—আত্মসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া ‘ওঁ নিহস্মি সর্বং বনমেধ্য-
বদ্রবেদ্ধতাশ্চ সর্বৈহস্মরদানবা যয়া । রক্ষাংসি বক্ষাঃ সপিশাচসজ্যা হতা
ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বৈ’ এই মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র
চতুর্কোণ একটি মণ্ডল করিয়া ‘ওঁ অপহতা অস্মরা বক্ষাংসি বেদিবদঃ, ‘ওঁ নিহস্মি
সর্বং’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে কুশদ্বয়ে মণ্ডলমধ্যে দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া ‘ওঁ
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য । তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিবে ও
‘ওঁ অপহতা অস্মরা বক্ষাংসি বেদিবদঃ’ এই মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে ।
পরে নীবীবন্ধন কর্তব্য, যথা—একটি মোটক বামভাগস্থ বজ্রগ্রস্থি মোচন
পূর্বক বাঁধিয়া রাখিতে হয় । রেখা বামহস্তে ধারণ করিয়া সজল মোটক
দ্বারা ‘ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্নেতন্তে অবনেনিষ্কৃ স্বধা’ মন্ত্রে
অবনেজন দান করিয়া সতিল-জল-মোটকসমন্বিত বিষ্ণুপ্রমাণ সামিষ পিণ্ড
দক্ষিণ হস্তে লইয়া তদুপরি তিল, মধু, ঘৃত, মোটক ও তুলসী দিবে এবং
বামহস্তে জলপাত্র লইয়া মধু বাতা মন্ত্র পড়িবে । অতঃপর—‘বিষ্ণুরোম্
অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্নেতন্তে সামিষপিণ্ডঃ সতিলোদকঃ স্বধা’
মন্ত্রে কুশোপবি অধোমুখ পিণ্ড দিয়া পিণ্ড-চতুর্পার্শ্বে পিণ্ডেশব ছড়াইয়া দিয়া
‘ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যঃ গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ । বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ
সদা । হেমন্তায় নমস্তভ্যঃ নমস্তে শিশিরায় চ । মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো
নমো নমঃ । ওঁ ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ’ * এই মন্ত্রে ঋতুনমস্কার করিয়া হস্ত-
প্রক্ষালন পূর্বক অঞ্জলি ভ্রামণ করাষ্টবে, যথা—‘ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথা-
ভাগমাবৃষায়স্ব ।’ বামাবর্তে উত্তরমুখে ‘ওঁ অমোদৎ প্রেতো যথাভাগ মাবৃষায়িষ্ট’
মন্ত্রে ঋস ত্যাগ করিবে, অতঃপর পিণ্ডপাত্রধৌত জল ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্নেতন্তে প্রত্যবনেনিষ্কৃ স্বধা’ মন্ত্রে প্রত্যবনেজন দিয়া
নীবীমোক্ষণ (গ্রহিষ্ঠিত মোটক মোচন পূর্বক) জপ করিবে, “ওঁ নমস্তে
প্রেত রসায়, ওঁ নমস্তে প্রেত শুস্মায়, ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায়. ওঁ নমস্তে
প্রেত তপসে, ওঁ নমস্তে প্রেত মন্তবে. ওঁ নমস্তে প্রেত স্বধাট্যে, ওঁ নমস্তে
প্রেত প্রেত নমস্তে ।’ + (মতান্তরে ‘ওঁ গৃহায়ঃ প্রেত দেহি’ মন্ত্রে গৃহিণীদর্শন,

*মতান্তরে বসন্তায় ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু-নমস্কার নাই ।

+ কাণ্ডশাখীয় ব্রাহ্মণেব পক্ষে ওঁ নমস্তে প্রেত রসায় ওঁ নমস্তে প্রেত শোষায় ওঁ নমস্তে প্রেত
জীবায ওঁ নমস্তে প্রেত স্বধাট্যে ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় ওঁ নমস্তে প্রেত মন্তবে এইকপ পাঠ
হইবে ।

‘ওঁ সদন্তে প্রেত দেহ, মন্ত্রে পিণ্ডদর্শন কর্তব্য) “ওঁ এতৎ প্রেতাবাসঃ” মন্ত্রে নূতন বস্ত্রদশাগলিত স্নান পিণ্ডে দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্বক উৎসর্গ করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ষণেতন্তে বাসঃ স্বধা।” পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া ‘ওঁ সুষ্প্রোক্ষিতমন্ত্ৰ’ মন্ত্রে ত্রাঙ্কণাগ্রভূমি সিক্ত করিবে। ‘ওঁ শিবা আপঃ সন্ত’ (ওঁ সন্ত প্রতিবচন) মন্ত্রে ত্রাঙ্কণকে জলদান, ‘ওঁ সৌমনস্তমন্ত্ৰ’ মন্ত্রে ত্রাঙ্কণে পুষ্পদান, ‘ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত’ মন্ত্রে ঘণ বা তুলদান কর্তব্য।

অক্ষয়াদান।—ভিল-ঘৃত-মধুযুক্ত জল মোটকযোগে লইয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈহস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্বং দত্তমিদমন্ন-পানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্’ (ওঁ উপাতীষ্ঠতাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পিণ্ডোপরি ও ত্রাঙ্কণে দিবে। কৃতাজলিপুটে ‘ওঁ অঘোবঃ প্রেতোহস্ত’ (ওঁ অস্ত প্রতিবচন) ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্।’ (ওঁ বর্দ্ধতাম্) পাঠ্য। প্রেতশ্রাদ্ধে আশীর্গহণ বাক্য নাই। পবিত্র সহিত কুশ পিণ্ডোপরি দিয়া তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা,—“ওঁ উর্জঃ বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে প্রেতম্।” ‘ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্?’ জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত ‘ওঁ সুসম্পন্নম্’ বলিবেন। যজমান “ওঁ পিণ্ড গয়াং গচ্ছ” মন্ত্রে গয়াভিমুখে পিণ্ডকে কিঞ্চিৎ চালন করিবে।

দক্ষিণাস্ত।—রক্ততথু বা হরীতকী অর্চনা করিয়া ‘অন্ত্যেত্যাदि অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎ-আতৈকোদিষ্টশ্রাদ্ধকর্ষণঃ সাজতার্থঃ দক্ষিণা-মিদং রক্ততথুঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্রাঙ্কণায়াহং দদানি” মন্ত্রে ত্রাঙ্কণহস্তে দিবে। পরে ‘ওঁ দেবতাভ্যঃ’—ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পড়িয়া ‘ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব’ মন্ত্রে ত্রাঙ্কণ বিসর্জন করিবে, ত্রাঙ্কণ ‘ওঁ অভিরতোহস্মি’ বলিবেন। পরে যজমান ‘ওঁ আমাবাজস্ত প্রসবো জগম্যাদেমে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গস্তাং পিতরা মাতরা চামা (যুবমামা) সোমো অমৃতদ্বার (অমৃতত্বেন) গম্যাং গম্যাঃ)।’—প্রেতশ্রাদ্ধে নমস্কার নাই, ‘ওঁ অস্ত্রসে নমঃ’ মন্ত্রে জলপূজা করিয়া পাত্ৰীয়ান্ উহাতে নিয়োক্ত মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে, যথা—“বস্ত্র শ্রাদ্ধমিদং কৃতং তস্ত্রাক্ষর্য্যৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্ৰীয়-সামিধানং অস্ত্রসি সমর্পয়ামি। পিণ্ডমপি অস্ত্রসি সমর্পয়ামি” বলিয়া পিণ্ডও জলে সমর্পণ করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক ‘মুহাবামদেব্যশ্বিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বৈগুণ্যশাস্তি করিয়া ‘কৃতৈতৎ আতৈকোদিষ্টশ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমন্ত্ৰ’ মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করত দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, ‘জবাকুশুম’ ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যপ্রণাম

করিয়া ‘অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কুতেহ্মিন্ আট্টে-
কোদ্বিষ্টশ্রীককর্মণি যদ্বৈবগুণ্যঃ জাতঃ তদোবপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণ-
মহং করিষ্যে।’ ‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ’ ইত্যাদি পড়িয়া বৈবগুণ্যসমাধায়ে ‘ওঁ
শ্রীমতাং পুণ্ডরীকাক্ষ’ ইত্যাদি পাঠ করত কর্মফল সমর্পণ পূর্বক ‘ওঁ নমো
ব্রহ্মণ্যদেবায়’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুপ্রণাম কতব্য। প্রেতশ্রীক শেবদ্রব্যভোজন
নাই।

যজুর্বেদি-মাসিক-শ্রীক

ইহাতে আট্টেকোদ্বিষ্টবৎ সমগ্র প্রয়োগ হইবে, কেবল আসনদানে ‘অত্রা-
সনে’ ইত্যাদি, গন্ধাদিদানে ‘সর্বঃ সুগন্ধ’ ইত্যাদি, ‘শ্রীয়া দেব্যা’ ইত্যাদি, ‘বন-
স্পতিরসো দিব্য’ ইত্যাদি, ‘সুপ্রবাঃশা মহাদীপ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য নহে। যজ্ঞ
উৎসর্গ কবিত্তে হয় না। অমুক্তা প্রভৃতিতে বাক্য ‘আট্টেকোদ্বিষ্ট’ স্থলে
‘প্রথমমাসিকৈকোদ্বিষ্ট, দ্বিতীয়মাসিকৈকোদ্বিষ্ট’ ইত্যাদি প্রযোজ্য। অন্ত্য
ব্যবস্থা সামবেদীয় মাসিকে দ্রষ্টব্য।

যজুর্বেদি-সপিণ্ডীকরণ

সপিণ্ডীকরণব্যবস্থা—সামবেদীয়সপিণ্ডীকরণে দ্রষ্টব্য। শেষ মাসিক
সমাপ্ত করিয়া অপরাহ্নে (দশম, একাদশ, দ্বাদশ যুহুর্ভ) কর্ত্তা পূর্বমুখে কুশহস্তে
দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্বক
ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—“ওঁ এতন্মৈ সঘৃতোপকরণামায়ভোজ্যায় নমঃ”
মন্ত্রে বারত্ৰয় প্রোক্ষণ, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতন্মৈ সঘৃতোপকরণামায়ভোজ্যায়
নমঃ’মন্ত্রে অর্চনাস্তে ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ’ মন্ত্রে
বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিয়া ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ’ মন্ত্রে
দানোদ্দেশ্য ব্রাহ্মণকে গন্ধপুষ্প দিবে। পরে বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া বাক্য
পাঠ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুক-
তিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মনঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-
গোত্রস্ত পিতামহস্তামুকদেবশর্মনঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্মনঃ
অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্মনঃ পার্শ্বণবিধিকশ্রীকবাসরে

অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ এবং প্রপিতামহস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অক্ষয়শৰ্মগকাম ইদং সঘতোপকরণামান্নভোজ্যঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” ‘ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্’ মন্ত্রে প্রত্যাদেশ করিয়া দক্ষিণাদান করিবে। যথা—“অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ এবং প্রপিতামহস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত এবং প্রপিতামহস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্তাক্ষয়শৰ্মগকামনয়া কৃতৈতৎ-সঘতোপকরণামান্নভোজ্যদানকৰ্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং” ইত্যাদি। ‘কৃতৈতৎ-সঘতোপকরণামান্নভোজ্যদানকৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমন্ত্ৰ’ মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্তব্য। শ্রাদ্ধের পর দান নিষিদ্ধ, এ কারণ এই সময়ই প্রেতোদ্দেশে একোদ্দিষ্টের ভোজ্য ও অন্ন-জল-বস্ত্র উৎসর্গ কর্তব্য। প্রেতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে ভোজ্যদানবিধি যথা—যথাযথ অর্চনা পূর্বক “অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্যামুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্যামুকদেবশৰ্মণোহক্ষয়শৰ্মগকাম ইদং সঘতোপকরণামান্নভোজ্যঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি” মন্ত্রে ভোজ্যদান করিয়া প্রত্যাদেশ পূর্বক দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অনন্তর ছয়টি ব্রাহ্মণকে ‘ওঁ সহস্রশীর্ষা’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান, ‘গন্ধদ্বারাং হ্রাদধর্ষাং’ ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দনামুলেপন পূর্বক ‘এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে যথাযথ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দোপ, তাম্বুল দ্বারা পূজা করিয়া দৈবপক্ষে দর্ভযুক্ত আসনদ্বয়ে পশ্চিমাগ্র দুইটি, পিতৃপক্ষে দর্ভযুক্ত আসনদ্বয়ে দক্ষিণাগ্র তিনটি, প্রেতপক্ষে দর্ভযুক্ত একটি আসনে দক্ষিণাগ্র একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। দেবপক্ষ ও পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয়ের পার্শ্বণোক্ত বিধিতে এবং প্রেতের একোদ্দিষ্টবিধিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। সর্বত্র—প্রথমে দেবপক্ষের কার্য, তদনন্তর পিতামহাদির কার্য, শেষে প্রেতকার্য করিবে। প্রেতকার্যানন্তর পিতৃপক্ষের বা দেবপক্ষের কার্য কুশানুরী় পরিবর্তন করিয়া ও মস্তকে জলের ছিটা দিয়া করিতে হয়। দেবকার্য উত্তরমুখে প্রকৃতোত্তরী় ও পিতৃকার্য এবং প্রেতকার্য দক্ষিণমুখে বিকৃতোত্তরী় হইয়া করিবে। এইরূপ সর্বত্র। অনন্তর পার্শ্বণপক্ষে বাস্তপুরুষপূজা ও ভোজ্যের দান করিয়া ‘তদ্বিক্ষোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক যজ্ঞেশ্বরের ও গজার পূজা ও শ্রাদ্ধীরাগ্রভোজ্য ও অন্ন দান করিবে।

পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ভূস্বামী পিতৃগণকে প্রাচীনাধীতী হইয়া শ্রাদ্ধ-
স্বাগত ভাগ দান করিবে, যন্ত্র যথা—“এতৎ শ্রাদ্ধীস্বাগতভাগসম্বতোপকরণামান-
ভোজ্যং এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা ।” পরে দৈবে উপবীতী হইয়া ‘কুরুক্ষেত্র’
ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও ‘তদ্বিষ্ণোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক ‘ও
স্বাগতং ভবদ্ভ্যাম্’ প্রশ্ন করিলে ‘ও সুস্বাগতম্’ প্রতিবচন । ‘ও সিদ্ধে ইমে
আসনে অত্রাস্ততাং’ বলিলে পুৰোহিত ‘ও আস্ততাং’ বলিবেন । পরে শ্রাদ্ধ-
কর্তা পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ পূর্বক মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া গায়ত্রী
পাঠান্তে ‘দেবতাভ্য’ মন্ত্র ত্রিধা পাঠ করিবেন ।

অনুজ্ঞাগ্রহণ ।—দৈবে জলস্পর্শ পূর্বক “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত-
মুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত এবং প্রপিতামহস্ত
বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্তব্যে ও পুরুষবো-
মাদ্রবসোবিশ্বেষাং দেবানাং সপিণ্ডীকরণ-নিমিত্তক-পার্শ্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধঃ দর্ভ-
ময়ব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে ।” (ও কুরুষ প্রতিবচন) দৈবপক্ষে রক্ষোব্রজলস্থাপন
স্মার্তসম্মত নহে । পিতামহাদিপক্ষে অনুজ্ঞাগ্রহণ ।—“ও স্বাগতং ভবদ্ভিঃ” মন্ত্রে
স্বাগত প্রশ্ন, (‘ও সুস্বাগতং’) ‘ও সিদ্ধানি ইমানি আসনানি অত্রাস্ততাং’ (ও
আস্ততাং) মন্ত্রে আসননির্দেশ করিয়া মৃজ্জল প্রোক্ষণ, গায়ত্রী, ত্রিধা ‘দেবতাভ্য’
মন্ত্র পাঠান্তে “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকর-
ণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত
অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ পার্শ্বণবিধিক-
শ্রাদ্ধঃ দর্ভময়ব্রাহ্মণেঘহং করিষ্যে” (ও কুরুষ প্রতিবচন) এইরূপ অনুজ্ঞাবাক্য
পড়িয়া “ও রক্ষোব্রহ্মদক ত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাঃ কুরুষ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণশিরো-
দেশে রক্ষার্থ জল স্থাপন করিবে । পরে হস্তকুশ রাখিয়া প্রেতপক্ষে অন্ত হস্তকুশ
পরিধান করিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণান্তে পূর্ববৎ বাস্তুপুঙ্খ, যজ্ঞেশ্বর ও গন্ধাকে
গন্ধপুষ্পাদি ও ভোজ্য দ্বারা পূজা করিয়া বিকৃতোত্তরীয় অবস্থায় পাতিতবাম-
জানু হইয়া ভূস্বামী পিতৃগণকে শ্রাদ্ধীস্বাগতভাগ দিবে । পরে ‘কুরুক্ষেত্র’ ও
‘তদ্বিষ্ণোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে প্রেতপক্ষে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, যথা—‘ও
স্বাগতং ভবতা’ মন্ত্রে স্বাগত প্রশ্ন (ও সুস্বাগতং) ‘ও সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্ততাং’
(ও আস্ততাং) মন্ত্রে আসনার্পণ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল-প্রোক্ষণ, গায়ত্রী জপ
ও ত্রিধা ‘দেবতাভ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত
অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ

সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টপ্রাকং দর্ভমরত্রাক্ষণেহং করিষ্যে।” (ও কুরুষ প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে অমুক্তা লইয়া “ও রক্ষোঃসুদক ত্বমসি অগ্নিন্ প্রাক্কে রক্ষাঃ কুরুষ” মন্ত্রে ত্রাক্ষণশিরোদেশে রক্ষার্থ জল স্থাপন করিবে।

আসনদান।—দৈবে—প্রকৃতোত্তরীয় ও পাতিতদক্ষিণজানুভাবে সযব ত্রিপত্রধর ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ পুরুরবোমাজবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ।” মন্ত্রে আসন নিবেদন করত ত্রাক্ষণে জলগণ্ড দিয়া অমন্ত্রক যব বিকিরণ করিবে। পিতামহাদিপক্ষে বিকৃতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া বামহস্তে মোটকত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্শ্বন্ এবং প্রপি-তামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্শ্বন্ এতৎ তে দর্ভাসনং স্বধা” মন্ত্রে নিবেদ-নাতে জলগণ্ড দিয়া “ও যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাহব্যাত্মা হরিরীশ্ব-রোহত্ৰ। তৎসন্নিধানাদপযাস্ত সতো রক্ষাংশ্চশেষাণ্যমুরাশ্চ সর্কে। ও অপহতা অনুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে। প্রেতপক্ষে—বাম হস্তে আসন ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শ্বন্ এতত্তে দর্ভাসনং স্বধা” মন্ত্রে আসন দান করিয়া তদুপরি ‘যজ্ঞেশ্বর’ ইত্যাদি ‘ও অপহতা’ ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

আবাহন।—দৈবে যব-হস্তে “ও বিশ্বান্ দেবানাবাহরিষ্যে,” (ও আবাহয় প্রত্যুত্তর) “ও বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ এদং বর্হিনিষীদত। ও বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপত্যবিষ্ঠ যেহগ্নিজিহ্বা উত বা যজ্ঞা আসত্যগ্নিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং, ও ওষধয়ঃ সোম মদস্ত সোমেন সহ রাজা যশ্বে কৃণোতি ত্রাক্ষণস্তং রাজন্ পারয়ামসি” মন্ত্রে আবাহন করিয়া দৈবপাত্রদ্বয়ে যব বিকিরণ করিবে। পিতামহাদিপক্ষে তিল-হস্তে “ও পিত ন্ আবাহরিষ্যে” (ও আবাহয় প্রত্যুত্তর) “ও উশস্ত্বা নিধীমহ্যশস্ত্বঃ সমিধী-মহি উশন্তুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে, ও আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিছাত্তাঃ পথিভিদেবঘানৈঃ। অগ্নিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদস্তোহধি-ক্রবন্ত তে অবস্বশ্বান্।” “ও অপহতা অনুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে আবাহন পূর্বক তিল বিকিরণ করিবে। প্রেতপক্ষে আবাহন নাই।

অর্ঘস্থাপন।—দৈবে জলস্পর্শ পূর্বক ত্রাক্ষণসম্মুখে উত্তরাগ্র রেখা করিয়া তদু-পরি উত্তরাগ্র কুশ পাতিয়া পাত্রস্থাপন করিবে, কুশপত্রদ্বয়নির্মিত দুইটি পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো” মন্ত্রে ছেদন করিয়া “ও বিষ্ণো-মর্নসা পুতে হঃ” মন্ত্রে মার্জন পূর্বক দুইটি অর্ঘপাত্র স্থাপন করিবে। পরে

‘ও শরো দেবীরভিষ্টে আপো ভবন্ত পীতরে শং যোরভিসবন্ত নঃ’ মন্ত্রে জল দ্বারা পবিত্রস্রপন ‘ও যবোহসি যবরান্মদ্বেষো যবরারাতীঃ’ মন্ত্রে যব বিকিরণ, অর্ঘ্যস্থাপন ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক পিতৃপক্ষে অর্ঘ্যস্থাপন কর্তব্য, যথা— পিতামহাদি ব্রাহ্মণসম্মুখে দক্ষিণাগ্র তিনটি কুশপত্র পাতিয়া তদুপরি তিনটি অর্ঘ্যপাত্র রাখিবে, পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে ও ‘পবিত্রে হো বৈষ্ণবো’ মন্ত্রে ছেদন ‘ও বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ’ মন্ত্রে শোধন, অর্ঘ্যপাত্রত্রে স্থাপন, ‘শরো দেবীঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্রপন, ‘ও তিলোহসি সোমদেবতো গোসবো দেবনির্ষিতঃ প্রতুমন্তিঃ পুত্রঃ স্বধরা পিতৃন্ লোকান্ গ্রীণাহি নঃ স্বাহা’ মন্ত্রে তিল বিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘ্যস্থাপন, কুশাস্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ঐরূপ প্রেতপক্ষে দক্ষিণাগ্রেরেখোপরি কুশাস্তরণ পূর্বক তদুপরি পাত্রস্থাপন, ও ‘পবিত্রাসি বৈষ্ণবী’ মন্ত্রে একগাছি সাগ্র কুশ প্রাদেশপরিমাণে ছেদন, ‘ও বিষ্ণোর্মনসা পুতমসি’ মন্ত্রে শোধন, ‘শরো দেবী’ মন্ত্রে স্রপন, ‘তিলোহসি’ মন্ত্রে তিল বিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘ্যস্থাপন, কুশাস্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। দৈবে কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে—‘ও অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাং’, (ও স্তাং প্রতিবচন) উদঘাটন পূর্বক ব্রাহ্মণ-হস্তে ‘ও পবিত্রং নমঃ, ও জলাস্তরং নমঃ, ও পুষ্পাস্তরং নমঃ’ মন্ত্রে পবিত্র, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দুইটি ব্রাহ্মণে দিয়া ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে অর্চনাস্তে বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া অমুস্তান দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক ‘ও ষা দিব্যা আপঃ পরসা সম্বভূবুধা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্ষাঃ । হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়ান্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্ত’ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিষিক্ত করত অর্ঘ্যপাত্র বামাস্থারক দক্ষিণ হস্তে লইয়া ‘বিষ্ণুরোম্ পুরুববোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতো বোহর্ঘ্যো নমঃ’ মন্ত্রে উভয় পাতে দুইটি অর্ঘ্য দিবে। প্রেতপক্ষে কৃতাজ্জলিপুটে ‘ও অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্র-মন্ত’ মন্ত্রে অমুস্তা লইয়া (ও অস্ত্র প্রতিবচন) ব্রাহ্মণহস্তে ‘ও পবিত্রং স্বধা’, ও জলাস্তরং স্বধা, ও পুষ্পাস্তরং স্বধা, এতে গন্ধপুষ্পে ও শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে যথাযথ পবিত্রাদি দিয়া অর্ঘ্যপাত্র বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক ‘ও ষা দিব্যা আপঃ পরসা সম্বভূবুধা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্ষাঃ, হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়ান্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্ত’ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিষিক্ত করত বামাস্থারক দক্ষিণহস্তে ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মনেষ তেহর্ঘ্যঃ স্বধা’ মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদনাস্তে প্রেতপাত্রীয় অর্ঘ্য-জল ‘ও যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো

দেবেষু কল্পতাম্ ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ । তেষাং শ্রীমন্নি
কল্পতামস্বিন্ লোকে শতং সমাঃ ।’ এই মন্ত্রদ্বয় প্রতিবার আবৃত্তি করিয়া কুশ
দ্বারা রেখাত্রেয়ে চারিভাগ করত এক ভাগ জল প্রেতব্রাহ্মণহস্তে অর্পণ করিবে ।
অপর তিন ভাগ জল উক্তমন্ত্রদ্বয়ে পিতামহাদি অর্ঘপাত্রেব অর্ঘদানান্তে প্রত্যেক
পাত্রে মিশ্রণ করিবে । পরে পিতামহাদিপক্ষে কৃতাজলিপুটে “ওঁ অচ্ছিদ্রা-
ণ্যোতান্ অর্ঘপাত্রাণি সন্তু” (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে
‘ওঁ পবিত্রং স্বধা’ মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একটি পবিত্র দিয়া ‘ওঁ জলাস্তরং স্বধা’
মন্ত্রে অন্ত জলদান, ‘ওঁ পুষ্পাস্তরং স্বধা’ মন্ত্রে অন্ত পুষ্পদান, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ
শিরঃপ্রভৃতি-সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গের অর্চনা করত বাম
হস্ততলে পিতামহ অর্ঘপাত্র রাখিয়া উত্তান দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক ‘ওঁ
বা দিব্যা আপঃ পরস্যা’ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিতকরণান্তে বামায়াবক
দক্ষিণ হস্তে “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্নেব তেহর্ঘ্যঃ স্বধা”
মন্ত্রে পিতামহব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে ও প্রেতপাত্রীয় অর্ঘজল “ওঁ যে সমানাঃ সমনস”
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে প্রতি অর্ঘপাত্রে মিশাইয়া ব্রাহ্মণে দিবে । ঐ প্রকারে প্রপিতা-
মহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ ব্রাহ্মণেও অর্ঘ্য এবং অর্ঘজল দিতে হয় । সর্বপাত্রস্ত জল
পিতামহপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক নিজবামভাগে
ভূমিতে কুশা পাতিয়া তদুপরি ‘ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানংসি’ মন্ত্রে স্মার্তীকরণ করিবে ।

গন্ধাদিদান ।—দেবব্রাহ্মণসম্মুখে উত্তরাগ্র কশোপরি স্থাপিত পাত্রে বস্ত্রদ্বয়,
বিধা গৃহীত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ বামহস্তে ধরিয়া ‘ওঁ পুরুববোমাদ্রবসৌ
বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ’ মন্ত্রে জলের
ছিটা দিবে । ‘এষ বো গন্ধঃ’, (ওঁ সুগন্ধঃ প্রত্যুত্তর) এতদ্বঃ পুষ্পং (সুপুষ্পং)
এষ বো ধূপঃ, (সুধূপঃ) এষ বো দীপঃ’ (সুদীপঃ) ‘এতদ্ব আচ্ছাদনম্’
(স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে গন্ধাদি দুইটি ব্রাহ্মণপাত্রে পৃথক্ পৃথক্ দিয়া কৃতাজলিপুটে
বলিবে,—“ওঁ কৃতৈতদগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু” (ওঁ অস্তু প্রতিবচন ।)

পিতামহাদিপক্ষে—ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি
স্থাপিত পাত্রে তিন ভাগে গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপ ও বস্ত্র নিবেদন করিবে, যথা—
“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্” এবং “প্রপিতামহ বৃদ্ধ-
প্রপিতামহ অমুক এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা ।” “এষ তে গন্ধঃ,
(ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ
তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্” (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্) কৃতাজলিপুটে

বলিবে, “ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত” (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন) প্রেতপক্ষে —গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র লইয়া “বিষ্ণুবোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব-শৰ্ম্ম্মন্যেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা । ওঁ এষ তে গন্ধঃ, ওঁ এতস্তে পুষ্পঃ, ওঁ এষ তে ধূপঃ, ওঁ এষ তে দীপঃ, ওঁ এতত্ত্ব আচ্ছাদনম্” মন্ত্রে নিবেদন করিবে । প্রতিবাক্য পূৰ্ব্ব৭৭ । ‘ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকৰ্ম্মাচ্ছিদ্র-মস্ত’ মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধাবণ করিবে ।

অন্নদান ।—প্রথমতঃ দৈবাদিক্রমে অনুজ্ঞা লইবে, যথা—“ওঁ ভোজনপাত্র-মহং পাতয়িষ্যে” (ওঁ পাত্রয় প্রতিবচন) পরে দৈবে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে পূৰ্ব্বাণ চতুষ্কোণ দুইটি বেথা, পিতামহাদিপক্ষে নৈঋত হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাণে তিনটি বেথা কবিয়া পাঁচখানি পাত্র পাতিবে । অতঃপব সমুত্ত অন্ন লইয়া জলপূর্ণ পাত্রে ত্রিপত্র দ্বাবা কিয়ৎপরিমাণে ‘অন্ন নিক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে” (ওঁ কুব্ধ প্রতিবচন) “ওঁ অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ।” অমন্ত্রকও দুইবার অন্ন নিক্ষেপ কবিয়া ছতশেষ দৈবপাত্রে বারদ্বয়, পিতামহাদিপাত্রে বারত্রয় দিয়া পিতৃার্থ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে । দৈবপাত্রদ্বয় অনুত্তান দুই হস্তে ধরিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ত্রোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্ত মুখে অমৃতে অমৃতং জুতামি স্বাহা” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত দুই পাত্রে অন্ন-ব্যাঞ্জন-দ্রুতাদি, ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে সম্বৎ পানার্থোদক স্থাপন করিবে, অন্ন জলের ছিটা দিয়া ‘ওঁ বিষ্ণে হব্যঃ রক্ষস্ব’ মন্ত্রে বা ‘ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেণা নিদধে পদং সমুটমশ্র পাঽশ্বলে’ মন্ত্রে অনর্থ অশুষ্ঠ অগ্নে স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক বব-দানাঙ্কে পিতামহাদিপক্ষে উত্তান হস্তদ্বয়ে পাত্র ধারণ পূৰ্ব্বক “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং” ইত্যাদি পাঠ কবিয়া অন্নাদি পরিবেশন করত ‘ওঁ বিষ্ণে কব্যাষিৎ রক্ষ’ বা ‘ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেণা নিদধে পদং সমুটমশ্র পাঽশ্বলে’ মন্ত্রে অনর্থ অশুষ্ঠ অগ্নোপবি স্থাপন করিয়া ‘ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে । পরে দৈবে—গায়ত্রী পাঠান্তে অগ্নে মধু দিয়া “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ । মাদ্বীনঃ সন্তোষধীঃ । ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ । মধু তোরন্ত নঃ পিতা । ওঁ মধুমাত্রো বনম্পতির্মধুম্ । অস্ত্র সূর্য্যঃ । মাদ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ । ওঁ মধু মধু মধু” এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণে জল-গণ্ডুষ দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া বলিবে—“বিষ্ণুরোম্ পুরুষবোমাত্রবসৌ বিধেদেবা এতদ্বোহন্নং দ্রুতাদ্যপকরণসমৈতং সব্বোদকং নমঃ” মন্ত্রে নিবেদন

করিয়া প্রত্যুদ্দেশ করিবে, যথা—“ওঁ ইদমন্নং ইমাঃ সযবা আপ ইদং হবিরেতান্ম্য-
পকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতাঃ স্বদত ।” পরে “ওঁ ইদং গণ্ডুষজলং বো নমঃ”
মন্ত্রে গণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী ওঁ মধু বাতা মধু মজ্ঞ পাঠ করিয়া, পিতামহাদিপক্ষে—
গায়ত্রী ওঁ মধু বাতা মধুমজ্ঞ পাঠপূর্বক বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্
অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্ এবং প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ
অমুক এতন্তেহন্নং স্তুতান্ম্যপকরণসমেতং সতিলোদকং স্বধা ।” মন্ত্রে নিবেদন ও
“ওঁ ইদমন্নমিমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতান্ম্যপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ
স্বদ” মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া গণ্ডুষজল দান করিবে এবং গায়ত্রী, মধু বাতা ও
মধু মজ্ঞ পাঠান্তে “অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ বদভবেৎ । তৎসর্বমচ্ছিন্নমন্ত্ৰ”
(ওঁ অস্ত্র প্রতিবাক্য) মন্ত্রে অন্নদানের অচ্ছিন্নাবধারণ করিয়া শ্রাব্যমজ্ঞ পড়িবে,
যথা—গায়ত্রী, মধুবাতা ইত্যাদি ‘ওঁ যোগীশ্বরং’ ইত্যাদি, ওঁ ‘মম্বত্রি’ ইত্যাদি, ‘ওঁ
তদ্বিক্ষোঃ’ ইত্যাদি ‘ওঁ দুর্ঘোদন’ ইত্যাদি, ‘ওঁ যুধিষ্ঠির’ ইত্যাদি, ‘ওঁ সপ্তব্যাদা’
ইত্যাদি, (কুচিস্তব, নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ ইত্যাদি) পাঠান্তে পিণ্ড নির্মাণ করিয়া
পিতামহব্রাহ্মণ-বামভাগে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তবণ করিয়া তদুপরি সতিল
খোটক-তুলসী জল-সমন্বিত পিণ্ড “ওঁ অগ্নিদদ্ধাশ্চ যেষা জীবা যেষ্যদদ্ধাঃ কুলে
মম । ভূমৌ দত্তেন তপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ । ওঁ যেষাং ন মাতা
ন পিতা ন বন্ধুনৈর্বান্নসিদ্ধিন্ তথান্নমস্তি তত্পুয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত
লোকায় সুখায় তৎসৎ” এই মন্ত্রে পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ চাপিয়া
দিবে, পরে কর প্রক্ষালন, অন্ন হস্তাগ্নুরীয় পবিধান, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, দক্ষিণ
কর্ণ স্পর্শ পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে আচমনীয় জল দিবে, যথা—দেবপক্ষে “ইদ-
মাচনীর্যোদকং বো নমঃ”, পিতৃপক্ষে “ইদমাচমনীর্যোদকং তে স্বধা ।” পরে বিরূ-
তোত্তরীয় হইয়া গায়ত্রী ওঁ মধু বাতা মজ্ঞ পাঠান্তে প্রেতপক্ষে অন্নদান করিবে,
যথা—চতুষ্কোণ মণ্ডলোপরি অন্নপাত্র রাখিয়া তাহাতে মৎস্যব্যঞ্জন-স্তুতাদি
দিবে, তিলসহিত পানার্থ জল ব্রাহ্মণ-বামপার্শ্ব রাখিবে, অন্নোপরি ‘ওঁ বিক্ষো
কব্যমিদং রক্ষ’ বা ‘ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে’ ইত্যাদি মন্ত্রে অনর্থ অশুষ্ঠ নিবেশ
করিয়া ‘অপহতা’ ইত্যাদি মন্ত্রে তদুপরি তিল বিকিরণ করিবে । পরে গায়ত্রী
ওঁ মধু বাতা মজ্ঞ পাঠান্তে বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতন্তে সামিষান্নং স্তুতান্ম্যপকরণসমেতং সতিলোদকং
স্বধা” মন্ত্রে নিবেদন করিয়া নির্যোক্ত মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে, যথা—“ওঁ ইদং
সামিষান্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতান্ম্যপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ

স্বদ' ব্রাহ্মণকে গণ্ডুষজল দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পড়িয়া, 'অন্নহীনম্' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে। পরে শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ কর্তব্য। যথা—গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি, যোগীশ্বরঃ ইত্যাদি, কুচিপ্রণামমন্ত্র অবধি পাঠান্তে 'অগ্নিদদ্ধাশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে অগ্নিদদ্ধার পিণ্ড-বিকিরণ করিবে। অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন, অঙ্গুরীয়-পরিত্যাগ, আচমন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ পূর্বক প্রেতব্রাহ্মণকে 'ইদমাচমনীমোদকং তে স্বধা' মন্ত্রে গণ্ডুষজল দিবে। গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে পিতা-মহাদিগকে অনুজ্ঞা লইবে—“ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্” (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীন্নতাম্ প্রত্যুত্তব) “ওঁ পিণ্ডদানমহং কবিষো।” (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তব)। পরে “ওঁ নিহন্মি সর্বম্” ইত্যাদি মন্ত্রে নৈঋতকোণাবধি বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র তিনটিমণ্ডল করিয়া “ওঁ অপহতা, ওঁ নিহন্মি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে রেখা করিবে। রেখোপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া ‘ওঁ দেবতাভ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক ‘অপহতা’ ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করত “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে অবনেনিষ্কৃ স্বধা।” মন্ত্রে পিতামহপিণ্ডদানস্থানে অবনে-জন (জল) দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহদ্বয়েব পিণ্ডদানস্থানে অবনেজন দাতব্য। হৃতশেষসম্বলিত পিণ্ড লইয়া মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মনেতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকং স্বধা’ মন্ত্রে পিতামহবেখোপরি পিণ্ডদান করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্বক পিণ্ডদান কর্তব্য। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া হস্ত-লেপ আন্তীর্ণ কুশ দ্বারা মার্জনা করিয়া ‘ওঁ লেপভূকঃ পিতরঃ প্রীয়স্তাং’ (ওঁ প্রীয়স্তাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। ‘ওঁ বসস্তায় নমস্তভ্যম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতুনমস্কাবান্তে * কৃতাজ্জলিপুটে ‘ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবুধায়ধ্বম্’ ‘ওঁ অমৌমদস্ত পিতরো যথাভাগমাবুধায়িষত।’ এই মন্ত্র জপ পূর্বক উত্তরমুখ হইয়া নিশ্বাসত্যাগ করিবে। পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালনজন তিলসম্বলিত লইয়া ‘বিষ্ণুবোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেব-শর্মন্ এতত্তে প্রত্যবনেনিষ্কৃ স্বধা’ মন্ত্রে পিতামহপিণ্ডে প্রত্যবনেজন দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডেও দাতব্য। নীচী-মোক্ষণ পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে ‘ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায় ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শোষায় ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে ওঁ নমো বঃ পিতরো মত্তবে ওঁ নমো

* ‘বসস্তায় নমস্তভ্যম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতুনমস্কার সর্বসম্বলিত নহে।

বঃ পিতরঃ স্বধারৈ ঔ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ' এই ষড়ঞ্জলি নমস্কারমন্ত্র পাঠ করিয়া নববজ্রদশাজাত সূত্র 'ঔ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ' এই মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে ও বামহস্তে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেব-শর্মন্নেতন্তে বাসঃ স্বধা,' এইরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডেও সূত্র নিবেদন করত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ তাম্বুলযোগে অমন্ত্রক পিণ্ডপূজা করিবে। অতঃপর প্রেতপক্ষে পিণ্ডদানে প্রথমতঃ অমুক্তা গ্রহণ করিবে, যথা—'ঔ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্' (ঔ প্রেতায় দীয়তাম্ প্রত্যুত্তর) 'ঔ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' (ঔ কুক্ক প্রতিবচন) 'ঔ নিহন্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে 'ঔ অপহতা' ও 'নিহন্মি' মন্ত্রদ্বয়ে কুশা দ্বারা রেখা কবিবে, তদুপরি কুশাস্তরণ পূর্বক 'ঔ দেবতাভ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে 'ঔ অপহতা' মন্ত্রে তিল বিকিরণ ও বামহস্তে রেখা ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্নেতন্তে-হবনেনিষ্ক, স্বধা' মন্ত্রে অবনেজন দান করত সামিষপিণ্ড লইয়া 'মধু বাতা' মন্ত্র পাঠান্তে 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্নেতন্তে সামিষপিণ্ডঃ সতিলোদকঃ স্বধা' মন্ত্রে রেখোপরি দান করিবে। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ড-শেষ দান, অমন্ত্রক কর-ঘর্ষণ পূর্বক হস্তলেপার্পণ, বসন্তায় ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু-নমস্কার, 'অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবুযায়স্ব' কৃতাজ্জলিপুটে এই মন্ত্র জপ, 'ঔ অমীমদৎ প্রেতো যথাভাগমাবুযায়িষ্টে' মন্ত্র জপান্তে উত্তরদিকে শ্বাসত্যাগ করিবে, পরে পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল লইয়া 'বিষ্ণুবোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্মন্নেতন্তে প্রত্যবনেনিষ্ক, স্বধা' মন্ত্রে প্রত্যবনেজন দান করত নীবী-মোক্ষণ, কৃতাজ্জলিপুটে 'ঔ নমস্তে প্রেত বসায়, ঔ নমস্তে প্রেত শোষায়, ঔ নমস্তে প্রেত ঘোরায়, ঔ নমস্তে প্রেত তপসে, ঔ নমস্তে প্রেত মত্তবে, ঔ নমস্তে প্রেত স্বধারৈ, নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে' এই ছয়টি মন্ত্র জপান্তে 'ঔ এতদ্বঃ প্রেতা-বাসঃ' মন্ত্রে পিণ্ডোপরি নববজ্রসূত্র দান করিয়া উৎসর্গ করিবে, মন্ত্র যথা—“বিষ্ণু-রোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্নেতন্তে বাসঃ স্বধা।” পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বুল দ্বারা অমন্ত্রকভাবে পিণ্ডপূজা করিয়া আমিষ, সূত্র আদি অপসারণ পূর্বক পিণ্ডটি পিতামহাদিপক্ষে লইয়া আসিবে। পরে ঐ প্রেতপিণ্ডটি স্রবণ, রজত বা কুশ দ্বারা সমানভাগে ত্রিখণ্ড করিবে, মন্ত্র যথা—“ঔ যে সমানাঃ সম-নসঃ পিতরো যমরাজ্যে” ইত্যাদি “ঔ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকা” ইত্যাদি। এক এক খণ্ড পিণ্ড পিতামহাদিপিণ্ডের পুষ্পাদি অপসারণ করিয়া অভ্যন্তরে 'যে সমানা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক প্রবেশ করাইবে। এইরূপ

প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিওদ্বয়েও প্রেত-পিওথওদ্বয় মিশ্রণ কর্তব্য। (মাতৃ-সপিওনে মৃত পিতার পিও সম্পূর্ণ প্রেতপিও মিশাইতে হয় ও পিতামহ-প্রপিতামহের পিওদ্বয় কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে প্রেতপিও ত্রিখণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ড যথাক্রমে পিতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী পিওদ্বয়ে মিশ্রণ করিবে)। এইরূপে পিওসমন্বয় করিয়া পুনশ্চ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিওপূজা করিবে ও ধ্যান করিবে যে, পিতার প্রেতশরীর নষ্ট হইয়া উজ্জল পিতৃপুরুষাকৃতি হইল ও তিনি পিতামহাদির সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পিতৃপুরুষকে ভাস্বরমূর্তিশালী চিন্তা করিয়া পিওত্র ভূমিতে ‘ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমস্ত’ মন্ত্রে জল দিবে। (ওঁ অস্ত্ব প্রতিবচন) দৈবাদিক্রমে ‘ওঁ শিবা আপঃ সস্ত’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণে জলদান (ওঁ সস্ত) ‘ওঁ সৌমেনশ্রমস্ত’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণে পুষ্পদান (ওঁ অস্ত্ব প্রতিবচন) ‘ওঁ অক্ষতঞ্চাবিষ্টঞ্চাস্ত’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণে যবদান (ওঁ অস্ত্ব প্রতিবচন)। এইরূপ ব্রাহ্মণত্রয়ে ‘শিবা আপঃ সস্ত’ ইত্যাদি দ্বারা জল, পুষ্প, যবদান কর্তব্য। প্রেতপক্ষেও ‘শিবা আপঃ’ সস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে জলাদি দান করিবে। অক্ষযাদান যথা—তিল-ঘৃত-মধুযুক্ত জল লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ কৃতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্বং দত্তমিদমন্নপানা-দিকমক্ষযামস্ত” (ওঁ অস্ত্ব প্রতিবচন) এই মন্ত্রে পিতামহপিও ও ব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহপিও ও ব্রাহ্মণে দাতব্য। প্রেতপক্ষে “অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ কৃতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্বং দত্তমিদমন্ন-পানাদিকমুপতিষ্ঠতাং” (উপতিষ্ঠতাং প্রতিবচন) মন্ত্রে অক্ষযা জল দাতব্য। পিতামহাদিপক্ষে ‘ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সস্ত’ (ওঁ সস্ত প্রতিবচন) বলিয়া প্রেতপক্ষে ‘ওঁ অঘোরঃ প্রেতোহস্ত’ বলিবে। পিতামহাদিপক্ষে ‘গোত্রং নো বর্দ্ধতাং’ বলিয়া প্রেতপক্ষেও উক্ত মন্ত্র বলিবে (সর্বত্র ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবচন)। পিতামহাদিপক্ষে ‘ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্’ (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্ প্রতিবাক্য) ‘ওঁ দাতারো নোহভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিবেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহ দেয়ঞ্চ নো অস্ত্ব। অন্নঞ্চ নো বহ ভবেদতিথীংশ্চ লভে-মহি। যাচিতারশ্চ নঃ সস্ত মা চ যাচিস্য কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যস্মৈ সঙ্কলিতো বিজন্তশ্রাক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত’ (ওঁ অস্ত্ব প্রতিবচন) ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সস্ত (ওঁ সস্ত) ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত’ (ওঁ অস্ত্ব প্রতি-বাক্য) এই মন্ত্রে আশীর্বাদ করিবে। প্রেতপক্ষে আশীর্বাদ নাই। অনন্তর পিতামহাদি ব্রাহ্মণে দত্ত পবিত্র দ্বারা কুশবোগে পিওত্ররোপরি স্বধাবাচন কর্তব্য,

যথা—‘ওঁ স্বধাং বাচসিষ্ঠে’ (ওঁ বাচ্যতাং) ‘ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্’ (ওঁ অস্ত
 স্বধা প্রতিবচন) এইরূপ প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহপবিত্র দ্বারা স্বধাবাচন
 করিবে। অনস্তর পিণ্ডস্থানে সতিল জলাঞ্জলি দ্বারা “ওঁ উর্জঃ বহন্তী” ইত্যাদি
 মন্ত্রে তর্পণ করিয়া ‘ওঁ পিণ্ডানি সম্পন্নানি’ বলিয়া অন্নুমতি গ্রহণ করিবে (ওঁ
 সম্পন্নানি প্রতিবচন)। ‘ওঁ পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছত’ বলিয়া গয়াভিমুখে কিঞ্চিৎ
 চালনা করিয়া দক্ষিণা দান করিবে, যথা—ম্যাজপাত্র উত্তোলন করিয়া তজ্জল
 কিঞ্চিৎ মস্তকে ছিটা দিয়া রজতথণ্ড বা হরীতকী গ্রহণ করিয়া বলিবে,
 “অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্শ্বণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুক-
 গোত্রস্ত পিতামহস্তামুকদেবশর্শ্বণঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্তামুকদেব-
 শর্শ্বণঃ অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্শ্বণঃ কৃতৈতৎ পার্শ্বণ-
 বিধিকশ্রাদ্ধকর্শ্বণঃ সাজ্জতার্থঃ দক্ষিণামিদং রজতং রজতমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং
 যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” দৈবপক্ষে “অন্তোত্যাদি অমুক-
 গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্শ্বণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত
 অমুকদেবশর্শ্বণঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্শ্বণঃ অমুকগোত্রস্ত
 বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্শ্বণঃ পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধকৃতৈ পুরুষবোমাদ্রবসো-
 বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ-পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্শ্বণঃ সাজ্জতার্থঃ দক্ষিণামিদং
 কাঞ্চনং তনুল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।”
 এই বাক্যে দক্ষিণাদান করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিবে, “ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়স্তাম্”
 (ওঁ প্রীয়স্তাং প্রতিবাক্য)। পরে প্রেতপক্ষে দক্ষিণা দান কর্তব্য, যথা—“অন্তো-
 ত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্শ্বণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুকগোত্রস্ত
 প্রেতস্তামুকদেবশর্শ্বণঃ কৃতৈতৎ-সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধকর্শ্বণঃ সাজ্জতার্থঃ
 দক্ষিণামিদং রজতং তনুল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
 দদানি।” ‘ওঁ দেবতাভ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পড়িবে ও কুশমূল দ্বারা অগ্রে
 পিতামহাদিব্রাহ্মণ (একযোগে), পশ্চাৎ দেবব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে, মন্ত্র যথা—
 “ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতান্নাতজ্জা অস্য মধ্বঃ
 পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভিদেবষানৈঃ।” প্রেতপক্ষে ‘দেবতাভ্যঃ’ পাঠান্তে
 ‘ওঁ অতিরম্যতাং ক্ষমস্ব’ মন্ত্রে প্রেতব্রাহ্মণ বিসর্জন করিয়া জলধারা লইয়া ব্রাহ্মণ-
 গণের অন্নগমন কর্তব্য, মন্ত্র যথা—‘ওঁ আমাবাজস্ত’ ইত্যাদি। পরে “পিতা
 স্বর্গঃ” ও “ওঁ পিতৃনু নমস্তে” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতামহাদি পিতৃপুরুষকে প্রণাম
 ও স্তুতি করিবে। ‘এতে গুরুপুংসে ওঁ অস্তসে নমঃ’ মন্ত্রে জলপূজা করিয়া ‘ওঁ

যন্ত শ্রাদ্ধং কৃতং তস্তাক্ষর্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্নীয়ান্নং অস্তসি সমর্পয়ামি, পিতৃণামপি অস্তসি সমর্পয়ামি ।’ প্রেতপক্ষে ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও অস্তসে নমঃ’ মন্ত্রে জলপূজা করিয়া ‘ও যন্ত শ্রাদ্ধং কৃতং তস্তাক্ষর্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্নীয়-সামিষান্নং অস্তসি সমর্পয়ামি ।’ দেবপক্ষে—‘যস্মোঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যোরক্ষয়ান্নং তৃপ্তয়ে ইদং পাত্নীয়ান্নং অস্তসি সমর্পয়ামি’ মন্ত্রে বথাবথ পাত্নীয়ান্ন ও পিও জলে নিক্ষেপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, যথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত এবং প্রপিতা-মহস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত কৃতৈতৎ-পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত ।” প্রেতপক্ষে “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং কৃতৈতৎ-সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বৈতশ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত” (ও অস্ত প্রতিবচন) । দেবপক্ষে— “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধে কৃতে পুরুষবো-মাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধ-কর্মাচ্ছিদ্রমস্ত” (ও অস্ত প্রতিবচন) এইরূপ অচ্ছিদ্রাবধারণান্তে দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, সূর্য্যপ্রণাম, ‘মহাবামদেব্যশ্বাঘিঃ’ ইত্যাদি দ্বারা শাস্তিকরণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থমোচন, বৈগুণ্য প্রশ-মনার্থ সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ, কর্মফলসমর্পণাদি করিবে । শেষভোজন নাই ।

যজুর্বেদে’দি-পার্কণশ্রাদ্ধ

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শিখাবন্ধন, তিলকধারণ, কুশাজুরীয় (বাম অনামি-কায় তিনটি কুশনির্ম্মিত, দক্ষিণানামিকায় দুইটি কুশনির্ম্মিত) পরিধান, পূর্ব্বমুখে বসিয়া দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ (শম্বচক্রধরঃ বিষ্ণু ইত্যাদি, তদ্বিক্ষোঃ ইত্যাদি), কুরুক্ষেত্রং গয়া ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও গন্ধপুষ্পযোগে গণেশাদি-দেবতার অর্চনা বথাক্রমে করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—বাম হস্তে ভোজ্য ধরিয়া প্রোক্ষণ (তিনবার) ও অর্চনা করিবে, মন্ত্র যথা—‘ও এতৈশ্চ সস্তুতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৈশ্চ’ ইত্যাদি, ‘এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ও ত্রীবিধবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ ।’ দানবাক্য যথা—‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পার্কণ-

শ্রাদ্ধবাসরে (কোনও কার্য্য নিমিত্ত পার্ৰ্ৰণ হইলে ‘অমুকনিমিত্তক-পার্কণ-বিধিক’ এইরূপ উল্লেখ হইবে। যথা—‘নবান্নাগমননিমিত্তক-পার্কণ-বিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে’ পৰ্ৰ্ৰ তিন্ন তিথিতে পার্কণ হইলে ‘পার্কণ-বিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে’) অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ (এইরূপ পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহের গোত্র নাম উল্লেখ করিয়া) অক্ষয়শ্বৰ্গকাম ইদং সঘতো-পকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” ‘ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং’ মন্ত্রে প্রত্যুদেশ করিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে. যথা—“অন্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ-(ষট্পুরুষের নামোল্লেখ পূৰ্কক) পার্কণশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুক-দেবশৰ্ম্মণঃ ইত্যাদি অক্ষয়শ্বৰ্গকামনয়া কৃতৈতৎ সঘতোপকরণামান্নভোজ্য-দানকৰ্ম্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণাস্তৎ কাঞ্চনমূল্যং ইত্যাদি। কৃতৈতৎ সঘতোপকরণ-ভোজ্যদানকৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমস্থ” (ওঁ অস্থ প্রতিবচন) ‘ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ’ ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণব্রহ্ম স্নান করাইয়া ‘ওঁ দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বুল দ্বারা পূজা করিয়া পশ্চিমাগ্র একটি, বিকৃতোত্তরীয় হইয়া পিতৃ-পাত্রে দৰ্ভাসনোপরি দক্ষিণাগ্র একটি, পিতৃপাত্রের পূৰ্কভাগে দৰ্ভযুক্ত আসনে মাতামহপাত্রে দক্ষিণাগ্র অপর একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া বাস্তপুরুষ, যজ্ঞেশ্বরবিষ্ণু ও গন্ধাকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ ভোজ্যদান করত পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ হইলে ‘ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা’ বলিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভোজ্যদান বিকৃতোত্তরীয়ভাবে করিবে। পরে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া দেবপক্ষে ‘ওঁ কুরুক্ষেত্র’ ইত্যাদি, ‘ওঁ তদ্বিক্ষো’ ইত্যাদি পাঠ করিয়া ‘ওঁ স্বাগতং ভবতা’ প্রশ্ন করিবে (ওঁ সুস্বাগতং প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ ‘ওঁ সিদ্ধমিদমাসনমজ্ঞাস্ততাম্’ বলিলে ‘ওঁ আস্যতাং’ পুরোহিত বলিবেন। পরে শ্রাদ্ধকর্তা ‘ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ’ বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, যজ্ঞল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যপ্রোক্ষণ, গায়ত্রী পাঠ ও দেবতাভ্য মন্ত্র বারত্নর জপান্তে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে. যথা—‘অন্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত পার্কণ-শ্রাদ্ধে বা অমুকনিমিত্তকপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধে কৰ্ত্তব্যে ওঁ পুরুষোমাজবসো-বিশ্বেষাং দেবানাং পার্কণজ্ঞাদ্ধং বা পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।” (ওঁ কুরুষ) দেবপক্ষে ব্রহ্মোন্ন জল দিবার ব্যবস্থা নাই। পিতৃপক্ষে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া ‘কুরুক্ষেত্র’ ‘তদ্বিক্ষো’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে কৃতাজলিপুটে

প্রদ্ব কবিবে, ‘ওঁ স্বাগতং ভবতা’ (ওঁ সুস্বাগতং প্রত্যাভব) পুনশ্চ ‘ওঁ সিদ্ধমিদ-
মাসনমজ্ঞানশ্রুতাং’ (ওঁ আশ্রুতাং প্রত্যাভব) পরে পূর্ববৎ পুণ্ডরীকাক্ষয়ণ,
মৃজ্জল প্রোক্ষণ, গায়ত্রীপাঠ, দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধাজপান্তে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিবে,
যথা—“অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ এবং পিতামহস্ত
প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত পার্ক্ষণশ্রাদ্ধং (বা অমুকনিমিত্তকপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধং বা
পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধং) দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)।”
দেবপক্ষে দুইটি ও পিতৃ-মাতামহপক্ষে তিনটি তিনটি ব্রাহ্মণস্থাপনেব ব্যবস্থাও
আছে। সে স্থলে যথাযথ বচনভেদে বাক্যপ্রয়োগ কর্তব্য। ‘ওঁ রক্ষোব্র-
হ্মদক ত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে বক্ষাং কুরু’ মন্ত্রে মৃজ্জল স্থাপন কর্তব্য। মাতামহ-
পক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ অনুজ্ঞাদি কর্তব্য।

কুশাসন-দান।—দৈবে প্রকৃতোত্তরীয় ও পাতিতদক্ষিণজানু হইয়া অনুত্তান
বামহস্তে ত্রিপত্র ধরিয়া উৎসর্গ করিবে,—“বিষ্ণুরোম্ পুরুরবোমাজ্জবসৌ
বিশ্বেদেবা এতদ্বো দ ভাসনং নমঃ।” জলগণ্ডূষ দিয়া “ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-
ভোক্তাংব্যাস্মা হরিষীষরোহত। তৎসন্নিধানাদপযাস্ত সত্ত্বো বক্ষাংস্ত-
শেষাণ্যমুরাশ্চ সর্কে। ওঁ অপহতা অমুরা বক্ষাংসি বেদিষদ” মন্ত্রে যব
ছড়াইয়া দিবে। মতান্তরে অমন্ত্রক যবদান বিহিত। পিতৃপক্ষে উত্তান বাম
হস্তে মোটক ধরিয়া উৎসর্গ করিবে,—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক-
দেবশর্মন্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ
অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।” ঐরূপ মাতামহপক্ষেও গোত্র-নাম
উল্লেখ করত কুশাসন দান কর্তব্য। পরে উভয় পক্ষেই ‘যজ্ঞেশ্বর’ ইত্যাদি ও
‘অপহতা’ ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

আবাহন।—দেবপক্ষে যব হস্তে ‘ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহ্নিষ্যে’ (ওঁ
আবাহ্ন প্রতিবচন) ‘ওঁ বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং
বর্হিনিষীদত’ মন্ত্রে আবাহন করিয়া অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া দিবে। পরে
কুতাজলিপুটে পাঠ করিবে,—“ওঁ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অস্তরিক্ষে
য উপত্যবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজ্ঞত্রা আসত্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং। ওঁ
ওষধয়ঃ সোম মদন্ত সোমেন সহ রাজা যশ্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়াম-
সি।” পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একযোগে তিলহস্তে আবাহন করিবে,—
“ওঁ পিতৃন্ আবাহ্নিষ্যে” (ওঁ আবাহ্ন প্রত্যাভব) “ওঁ উশন্তয়া নিধীমহ্যশস্তঃ
সমিধীমহি উশন্ত শত আবহ পিতৃন্ হবিষে অন্তবে” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া

কৃতাজলিপুটে পাঠ করিবে.--“ওঁ আগ্নাস্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসে। অগ্নিহোতাঃ পথিভিদেবযানৈরশ্বিনু যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিক্রবন্ত তে অবশ্বশ্বান্ । ওঁ অপহতা অশ্বরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে উত্তর পক্ষেই তিল বিকিরণ করিবে।

অর্ঘদান।—দেবপক্ষে উত্তরাগ্র রেখোপরি কুশ পাতিয়া তত্পরি অর্ঘপাত্র রাখিবে। ‘ওঁ পবিত্রে স্তো বৈষ্ণবো’ মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণ কুশদ্বয়নির্মিত পবিত্র নখ ব্যতিরেকে ছেদন করিয়া ‘ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্বঃ’ মন্ত্রে জল দ্বারা মার্জন পূর্বক উত্তরাগ্রভাবে অর্ঘপাত্রে রাখিবে ও “ওঁ শন্নো দেবীরতিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরতিশ্রবন্ত নঃ” মন্ত্রে পবিত্রজ্ঞান করাইয়া ঐ পাত্রে “ওঁ যবোহসি যবরাস্মদেুষো যবরাতীঃ” মন্ত্রে যবদান পূর্বক অমন্ত্রক অর্ঘ—(গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন দুর্বা, তুলসী, তণ্ডুল) দিবে। কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে ব্রাহ্মণসম্মুখে তিনটি তিনটি অর্ঘপাত্র দক্ষিণাগ্র কুশোপরি পাতিবে। তত্পরি পূর্ববৎ মন্ত্রে পবিত্রছেদন, মার্জন ও স্পর্শন পূর্বক “ওঁ তিলোহসি সোমদেবতো গোমবো দেবনির্মিতঃ । প্রত্নমভিঃ পুস্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা” মন্ত্রে অর্ঘপাত্রে তিলবিকিরণ করত অমন্ত্রক ৬টি অর্ঘ ষট্‌পাত্রে রাখিয়া কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পরে দেবপক্ষে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া প্রশ্ন করিবে—“ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্ত্ব” (ওঁ অস্ত্ব প্রতিবচন) উদঘাটন, ব্রাহ্মণ হস্তে “ওঁ পবিত্রং নমঃ” পবিত্রদান “ওঁ জলাস্তরং নমঃ” জলদান, “ওঁ পুষ্পাস্তরং নমঃ” পুষ্পদান, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ শিবঃ প্রভৃতি পূজা, বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র স্থাপন, উত্তান দক্ষিণ হস্ততল দ্বারা আচ্ছাদন, “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুধা অস্তরিক্যা উত পার্থিবীর্ণা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিযাস্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্তোনাঃ সুহবা ভবন্ত” মন্ত্রে অর্ঘজলাভিমন্ত্রণ পূর্বক বামাস্থারক দক্ষিণহস্তে “বিষ্ণুরোম্ পুরুরবোমাদ্রবসো বিশ্বদেবা এষ বোহর্ঘো নমঃ।” দেবব্রাহ্মণে অর্ঘ প্রদান করিবে। পরে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া পিতৃপক্ষে প্রশ্ন করিবে, “ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যে-তাশ্চর্ঘপাত্রানি সন্ত্ব” (ওঁ সন্ত্ব প্রতিবচন)। পরে কুশোদঘাটন, ব্রাহ্মণ-হস্তে “ওঁ পবিত্রং স্বধা” পবিত্রত্রয় দান, ওঁ ‘জলাস্তরং স্বধা’ জলাস্তরদান, “ওঁ পুষ্পাস্তরং স্বধা” পুষ্পাস্তর দান, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ শিবঃ প্রভৃতি পূজা, বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র স্থাপন, উত্তান দক্ষিণকর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক “ওঁ যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘজলাভিমন্ত্রণ, “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ঘশ্লেষ তেহর্ঘঃ স্বধা” মন্ত্রে পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘদান

করিবে। এইরূপ পিতামহ ও ঐপিতামহেরও নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্বক উক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্যজলাতিমন্ত্রণাদি অর্ঘ্যদানান্ত কার্য্য করিবে।* মাতামহপক্ষে অচ্ছিন্ন-প্রশ্ন হইতে অর্ঘ্যদানান্ত কার্য্য পিতৃপক্ষবৎ কর্তব্য।* বৃদ্ধ-ঐমাতামহ-পাত্র হইতে ক্রমশঃ পিতৃপাত্রে সংস্রবজন লইয়া ঐপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক নিজবামে কুশোপরি ‘ওঁ পিতৃভ্যঃ হানমসি’ মন্ত্রে স্তোত্র করিয়া রাখিবে। তদুপরি পুনশ্চ কুশাচ্ছাদন কর্তব্য।

গন্ধাদিদান।—নৈবেদ্য প্রকৃতোত্তরীর হইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র পাত্রে রাখিয়া বামহস্তে ধারণ করিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ পুরুষবোমাজবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ, ওঁ এষ বো গন্ধঃ, এতদ্বঃ পুষ্পঃ, এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপঃ, এতদ্ব আচ্ছাদনম্, (সর্বত্র স্রগন্ধঃ, স্রপুষ্পঃ, স্রধূপঃ, স্রদীপঃ, আচ্ছাদনম্ প্রতিবাক্য) গন্ধাদিদান করিয়া কৃতাজলি হইয়া অচ্ছিন্ন প্রশ্ন করিবে—“ওঁ কুঠৈতদগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিন্নমন্ত্ৰ।” (ওঁ অন্ত্র প্রতিবচন)। পিতৃপক্ষে বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মান্ এবং পিতামহ ঐপিতামহ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা, ওঁ এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পঃ, এষ তে ধূপঃ এষ তে দীপঃ এতত্ত আচ্ছাদনম্” মন্ত্রে দান পূর্বক “অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এবং পিতামহ ঐপিতামহ এতত্তে বজ্রোপবীতার্থস্বত্রঃ স্বধা” মন্ত্রে বজ্রোপবীতদানান্তে অচ্ছিন্ন-বাচন করিবে, স্বধা—“ওঁ কুঠৈতদগন্ধাদিদানকর্মাচ্ছিন্নমন্ত্ৰ” (ওঁ অন্ত্র প্রতিবচন) মাতামহপক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ গোত্র ও নাম উল্লেখ করত গন্ধাদি দান করিয়া বজ্রোপবীতদানান্তে অচ্ছিন্নবাচন করিবে। পরে পাত্রস্থাপনার্থ অমুজা লইবে, “ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” (ওঁ পাতয় প্রতিবচন)।

অন্নদান।—প্রথমতঃ সমুত্ত অন্ন লইয়া অমুজা লইবে “ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে” (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) “ওঁ অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা” মন্ত্রে জলে স্তুতান্ত তণ্ডুল দুইবার নিক্ষেপ করিয়া অমন্ত্রক অপর দুইবার ফেলিবে। দেবপক্ষে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে প্রাগগ্র রেখোপরি স্থাপিত পাত্রে দুইবার ঐ তণ্ডুল দিয়া পিতৃ ও মাতামহপক্ষে নৈঋতকোণাবধি বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র রেখাদ্বয়ের উপর স্থাপিতপাত্রদ্বয়ে তণ্ডুল তিনবার দিবে। পরে দৈবপক্ষে প্রকৃতোত্তরীর হইয়া অমুজান হস্তদ্বয় দ্বারা পাত্র ধারণ করিবে, বস্ত্র স্বধা—“ওঁ পৃথিবী তে পাত্রঃ ভোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্ত যুধে অবৃত্তে অবৃত্তং জুহোমি স্বাহা। ওঁ বিকো হব্যমিদং রক্ষ বা ওঁ ইদং বিকুর্বিচক্বে

জ্যেধা নিদধে পদং সমুদ্ভবন্ত পাণ্ডুলে” মন্ত্রে অগ্নে অনথ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া পিতৃপক্ষে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া উত্তান হস্তদ্বয়ে পিতৃপাত্র ধরিয়া “ও পৃথিবী তে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে অগ্নাদি পরিবেশন করিয়া “ও বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ বা ইদং বিষ্ণু” ইত্যাদি মন্ত্রে অনথ অঙ্গুষ্ঠ অন্নোপরি রাখিবে। দেব-পক্ষে—অমন্ত্রক বব বিকিরণ পূর্বক অগ্নে দ্ব্যুত-মধু দিয়া গায়ত্রী ও “ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাক্ষীনঃ সঙ্ঘোষযীঃ। ও মধু নক্তমুতোষসো মধুমং পার্থিবঃ রজঃ। মধু ঋতোরন্ত নঃ পিতা। ও মধুমারো বনস্পতির্মধুর্ম। অস্ত্র সূর্য্যঃ। মাক্ষীগাঁবো ভবন্ত নঃ ও মধু মধু মধু” মন্ত্রে মধু অভিমন্ত্রিত করত অন্নদান করিবে,—“বিষ্ণুরোম্ পুরুরবোমাজ্রবসো বিশ্বদেবা এতদ্বোহন্নং (আমার স্থলে ‘এতদ্ব আমান্নং’) দ্ব্যুতাদ্যপকরণসম্মতং সববোদকং নমঃ, ইদমন্নং ইমাঃ সববা আপঃ ইদং হবিঃ এতাদ্যাপকরণানি যথাস্থখং বাগ্‌বতাঃ স্বদত।” মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া ‘গণ্ডুবজলং বো নমঃ’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণে গণ্ডুবজল দিবে। * পরে পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে পিতৃপক্ষে অন্নদান করিবে। যথা—“ও অপহতা অশুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে অগ্নে তিল বিকিরণ করিয়া দ্ব্যুত-মধু দানান্তে গায়ত্রী ও মধু বাতা মধু মন্ত্র পাঠ করিবে। বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেশর্শন্থং এবং পিতামহ প্রপিতামহ এতদ্বোহন্নং দ্ব্যুতাদ্যপকরণসম্মতং সতিলোদকং স্বধা।” পরে “ও ইদমন্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতাদ্যাপকরণানি যথাস্থখং বাগ্‌বতঃ স্বদ” মন্ত্রে দ্রব্যের উদ্দেশ করিয়া ‘গণ্ডুবজলং তে স্বধা’ (বা অপোহশান) মন্ত্রে গণ্ডুবজল দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র জপ করিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ অন্নপাত্র ধারণ হইতে সমস্ত কার্য্য করিবে। দৈবে ‘অন্নহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঞ্চ বদন্তবেৎ। তৎসর্কমিদমচ্ছিদ্রমন্ত্ৰ” (ও অস্ত্র প্রতিবচন) অন্নদানের অচ্ছিদ্রবাচন করিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষেও ঐরূপ কর্তব্য। অতঃপর শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃনির্মাণ পূর্বক পিতৃ বিকিরণ করিবে। শ্রাব্যমন্ত্র যথা—যজ্ঞেধরো হব্য ইত্যাদি “ও যোগীশ্বরং বাজবল্যং সম্পূজ্য মুনরোহক্রবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণারো ক্রহি ধর্মানশেষতঃ।

* মতান্তরে—মধুদানের পর গায়ত্রী পাঠ ও ‘ও মধু মধু মধু’ মন্ত্রপাঠ পূর্বক ইদমন্নং ইমাঃ সববা আপ ইদং হবিঃ এতাদ্যাপকরণানি’ মন্ত্রে দ্রব্য দর্শন করাইয়া ‘ইদং গণ্ডুবজলং বো নমঃ’ মন্ত্রে গণ্ডুবজল দিবে। বামহস্তে দ্বারা অন্নপাত্র ধরিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ পুরুরবোমাজ্রবসো বিশ্বদেবা এতদ্বোহন্নং দ্ব্যুতাদ্যপকরণসম্মতং সববোদকং নমঃ।’ পরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ বিহিত হইয়াছে।

ওঁ বহুজিবিবুহাৱীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহুজিৱাঃ । বহাগতবসবর্ভাঃ কাত্যায়ন-
বৃহস্পতী । পরাশর-ব্যাস-শঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ । শাতাতপো-
বলিষ্ঠা ধর্মশাস্ত্রপ্রমোজকাঃ । ওঁ তদিকোঃ" ইত্যাদি । "ওঁ হুর্ব্যোধনো
মহ্যামরো মহাক্রমঃ স্বক্ৰঃ কর্ণঃ শকুনিভ্যস্ত শাখা । হুঃশাসনঃ পুষ্প-
কলে সমুদ্রে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী । ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্মবরো
মহাক্রমঃ স্বক্কাহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা । মাদ্রীহুতো পুষ্পকলে সমুদ্রে
মূলং কুষো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ । ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেযু যুগাঃ কালকরে গিরৌ ।
চক্রবাকাঃ সরসীপে হংসাঃ সরসি মানসে । তেহভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা
বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুধং তেভ্যোহবসীদত । ওঁ কৃচিঃ কৃচি
কৃচিঃ" (সামর্থ্যপক্ষে কৃচিস্তব কর্তব্য । ওঁ কচরে নমঃ ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ
ওঁ বেরব্যাসায় নমঃ ওঁ নমস্তত্যমিত্যাदि । সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি ।

বিকিরদান ।—দৈবপিতৃপাত্মমধ্যস্থানে ভূমিতে কতিপয় দক্ষিণাগ্র কুণ্ড
আস্তরণ করিয়া সতিলমোটক অন্ন লইয়া "ওঁ অগ্নিদধ্যাক্ষ বে জীবা বেহপ্যদধ্যাক্ষ
কুলে মম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যাক্ষ পরাং গতিম্ । ওঁ যেষাং ন যাজ্ঞ
ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধিন্ তথায়মন্তি । তত্শৃণুয়েহন্নং ভূমি দন্তমেতৎ প্রযাক্ষ
লোকায় সুখায় তদ্বৎ ।" মন্ত্রবরে কুশোপরি ছড়াইয়া দিবে । পরে হস্ত-
প্রক্ষালন, আচমন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ পূর্বক "আচমনীয়জলং বো নমঃ" মন্ত্রে
দৈবে আচমন-জল দিয়া 'আচমনীরোদকং তে স্বধা' মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহ-
পক্ষেও জলদান কর্তব্য । পরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্ন
লইবে 'ওঁ শেবমন্নমপ্যস্তি ক দেবম্' (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীন্নতাম্ প্রতিবাক্য) 'ওঁ
পিণ্ডানমহং করিষ্যে' (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) পিণ্ডস্থান পরিষ্কার করিয়া ছয়টি
মণ্ডল করিবে, 'ওঁ নিহ্মি সর্কং বদমেধ্যবদুতবেদ্ধতাক্ষ সর্কেহন্নদানবা যয়া ।
ব্রহ্মাংসি ব্রহ্মাঃ সপিণ্ডাচসজ্বা হতা যয়া বাতুধানাক্ষ সর্কে ।' 'ওঁ অগহতা' ও
'নিহ্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে দক্ষিণাগ্র রেখাঘর করিয়া কুণ্ডাস্তরণ ও
'ওঁ দেবতাভ্য' বারজয় পাঠান্তে নীলীবন্ধন করত প্রত্যেক মণ্ডলে অবনেজন
দিবে, যথা—“বিকুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতন্তে অবনেনিক স্বধা ।"
ঐরূপ পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম-গোত্র
উল্লেখ করিয়া পিণ্ডস্থানে জল দ্বারা অবনেজন দিবে । পরে হস্তশেষনির্ধিত
ষট্‌পিণ্ড নির্মাণ করত যুত-মধু-তিল-জল-সমমিত প্রত্যেক পিণ্ডে 'মধু বাজা'
মন্ত্রপাঠান্তে 'বিকুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্করেতন্তে পিতঃ

ঋতিলোদকং স্বধা' মন্ত্রে পিণ্ডস্থানে পিতৃতীর্থযোগে প্রদান করিবে। ঐরূপ পিতামহাদি পঞ্চ পুরুষের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ড স্বধাযথ মণ্ডলে দিতে হয়। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া "ওঁ বসন্তার নমস্ত্য্যঃ গ্রীষ্মার চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যন্ত শরৎসংক্রান্তে চ নমঃ সদা। হেমন্তার নমস্ত্য্যঃ কৰ্ত্ত্বন্তে শিশিরার চ। মাস-সংবৎসরেভ্যন্ত দিবসেভ্যো নমো নমঃ। ওঁ কৃত্য ঋতুভ্যো নমঃ" মন্ত্রে ঋতুনমস্কার করিয়া অঞ্জলিপুটে বলিবে, কথা—“ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবুবার্ধবম্”, বামাবর্ন্তে উত্তরমুখে বাস ধরিয়া ত্যাগ করিবে, “ওঁ অমৌষদন্ত পিতরো যথাভাগমাবুবার্দ্ধিত।” পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজন্য নিরোক্ত মন্ত্রে স্বধাযথ পিণ্ডে দিবে, স্বধা—“বিকুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এতন্তে প্রত্যবনেনিনিক স্বধা।” ঐরূপ নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্বক ষট্‌পিণ্ডে দাতব্য। নীবীমোক্ষণ পূর্বক কৃত্যঞ্জলিপুটে ষট্‌ নমস্কারমন্ত্র পড়িবে, যথা—“ওঁ নমো বঃ পিতরো রসার, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শোষার, ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরার, ওঁ নমো বঃ পিতরন্তপসে, ওঁ নমো বঃ পিতরো মন্তবে, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ স্বধাটৈ, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ” (ইহা মাধ্যমিনশাখীর পাঠ। কাথ-শাখীরদিগের বড়ঞ্জলিমন্ত্র স্বতন্ত্র স্বধা—“ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুশ্রার, ওঁ নমো বঃ পিতরন্তপসে, ওঁ নমো বঃ পিতরো বজ্জীবং তন্মৈ, ওঁ নমো বঃ পিতরো ককার, ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরার মন্তবে, ওঁ স্বধাটৈ বঃ পিতরো নমো বঃ।” (মতান্তরে উক্তমন্ত্র ঋতুনমস্কারস্থানীয় হেতু “বসন্তার নমস্ত্য্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে ঋতুনমস্কার কর্তব্য নহে। স্মার্তমতে “ওঁ কুরারঃ পিতরো দত্ত” ইতি বরপ্রার্থনা, “ওঁ সদো বঃ পিতরো দেয়” ইতি পিণ্ডদর্শন বিশেষভাবে কর্তব্য।) অতঃপর শুক্ল-বস্ত্রদশাভব সূত্র প্রতি পিণ্ডোপরি “ওঁ এতৎ পিতরো বাসঃ” মন্ত্রে দিয়া বাম হস্তে ধারণ পূর্বক “বিকুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এতন্তে বাসঃ স্বধা” মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ঐরূপ পিতামহাদি পঞ্চ পিণ্ডোপরি প্রদত্ত সূত্র নিবেদন কর্তব্য। পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া পিতৃগণকে ভাস্বরমূর্তিমান্ ক্রিয়া করত পিণ্ডাগ্রে জলসেচন করিবে,—“ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত” (ওঁ অস্ত) ঐকাদিক্রমে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে—“ওঁ শিবা আগঃ সন্ত” (ওঁ সন্ত) মন্ত্রে জল দিবে, “ওঁ সৌমনস্তমন্ত” (ওঁ ঋন্ত) পুষ্প দাতব্য, “ওঁ অক্ষতকারিষ্টকান্ত” (ওঁ অস্ত) বব দান কর্তব্য।

অক্ষব্যদান ।—দেবপক্ষে অক্ষব্যোদকদান নাই । তিল-মুত-মধু-মুক্ত জন লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্ষণঃ কৃত্তেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্বং দত্ত-মিদমন্নপানাদিকমক্ষব্যমস্ত” (ওঁ অস্ত) মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধে দিবে । এইরূপ পিতামহাদি পাঁচ পুরুষের নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্বক উক্ত রীতিতে দিতে হয় । কৃতাজলিপুটে বলিবে, “ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত (ওঁ সন্ত প্রতিবচন), ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্ (ওঁ বর্দ্ধতাম্ প্রতিবাক্য), ওঁ আশিবো মে প্রদীয়ন্তাম্ (ওঁ আশিক প্রতিগৃহ্যন্তাম্ প্রতিবচন), ওঁ দাতারো নোহভিবর্দ্ধন্তাং বেদঃ সন্ততির্যেব চ । অন্নং চ নো মা ব্যগমদ্বহ দেয়ঞ্চ নো অস্ত । অন্নঞ্চ নো বহ তবেদতিথীংস্ত নভেবহি । যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিস্ব কঞ্চন । অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু । যেভ্যঃ সঙ্কলিতা দ্বিজান্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য), ওঁ এতাঃ সত্যা আশিবঃ সন্ত (ওঁ সন্ত প্রতিবাক্য), ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য) ।” পিতৃপুরুষের আসন হইতে পুষ্প লইয়া আত্মাণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে ।

স্বধাবাচন ।—প্রথমতঃ অনুজ্ঞা গ্রহণ কর্তব্য, স্বধা—“ওঁ স্বধাং বাচরিকো” (ওঁ বাচর প্রতিবাক্য) পিতৃদত্ত পবিত্র সহ কুশ পিতৃপিণ্ডোপরি দিয়া বলিবে, “ওঁ পিতৃত্যঃ স্বধোচ্যতাম্” (ওঁ অস্ত স্বধা প্রতিবচন) ঐরূপ পিতামহাদি পঞ্চ পুরুষে প্রদত্ত পবিত্র পঞ্চপিণ্ডোপরি কুশসহ দাতব্য । পিণ্ডহানে নিরলিখিত মন্ত্রে তর্পণ করিবে, স্বধা—“ওঁ উর্জঃ বহন্তীরমৃতং মৃতং পঞ্চ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধা হ তর্পরত মে পিতৃন্ ।” ‘ওঁ পিণ্ডানি সম্পন্নানি’ এই করিলে পুরোহিত ‘ওঁ সম্পন্নানি’ বলিবেন । শ্রাদ্ধকর্তা ‘ওঁ পিণ্ডানি গরাস গচ্ছত’ বলিয়া পিণ্ডকে গরাস্তিমুখে ঈষৎ চালনা করিবে । অনন্তর দ্ব্যজোধান পূর্বক পিতৃপক্ষক্রমে দক্ষিণাস্ত কর্তব্য, স্বধা—রজত বা তাম্রল্য গ্রহণ করিয়া অর্চনা পূর্বক “ওঁ অশ্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্ষণঃ এক পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত কৃত্তেতৎপার্কণশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাজতার্থং দক্ষিণামিহং রজতং বা তাম্রল্যং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং স্বধাসন্তবগোত্রনারে শ্রাদ্ধপারাহং দদানি ।” ঐরূপ মাতামহাদি ত্রিপুরুষের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া দক্ষিণাদান কর্তব্য । দেবপক্ষীয় দক্ষিণাদান স্বধা—“অশ্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকস্ত এক পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত পার্কণ-শ্রাদ্ধে কৃত্তে ওঁ পুরুষবোমাজবসোবির্ষেবাং দেবানাং কৃত্তেতৎপার্কণশ্রাদ্ধ-কর্মণঃ সাজতার্থং দক্ষিণামিহং কাঞ্চনং তাম্রল্যং বা ত্রিবিষ্ণুদৈবতং স্বধাসন্তব-

শ্রোত্বান্নায়ে ব্রাহ্মণায়াহং নদানি ।” দক্ষিণাদানানন্তর “ওঁ বিধেদেবাঃ শ্রীরক্তাঃ”
করিয়া বিকৃতোত্তরীয় হইয়া ‘দেবতাত্য’ মন্ত্র বারতর পাঠ করিবে । অতঃপর
পিতৃ-মাতামহ-দেব ক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জন কর্তব্য, যথা—কুশমূল দ্বারা “ওঁ বাজে
বাজেবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত্যু ঋতজ্ঞা অশ্রু মধ্বঃ পিবত মাদমধ্বঃ
কৃতা বাত পথিতিদেবযাতৈঃ” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণচালনা করিবে । অনন্তর জলধারা
বহু ব্রাহ্মণগণের অঙ্গগমন করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ আমাবাজশ্রু প্রসবো জগম্যা-
য়েমে ভাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে । আমা-গম্ভাঃ পিতরা মাতরা যুবমামা (চামা)
মোমো অমৃতত্বেন (অমৃতদ্বার) গম্যাৎ (গম্যাঃ) ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ
পিতা হি পরমহুতপঃ । পিতরি শ্রীতিমাপয়ে শ্রীরক্তে সর্বদেবতাঃ । ওঁ পিতৃ-
হুতশ্চে দিবি বে চ মূর্তাঃ স্বধাহুতঃ কাম্যফলাভিসকৌ । প্রদানশক্তাঃ সকলে-
শ্রিতানাং বিমুক্তিদা বেহনভিসংহিতেষু” মন্ত্রে পিতৃকৃতি ও পিতৃপ্রণাম করিয়া
“ওঁ অস্তসে নমঃ” মন্ত্রে জলপূজা পূর্বক “ওঁ বেবাং প্রাক্কং কৃতং তেষামক্ষয়্যারৈ
তুথরে ইদং পাত্নীয়ায়ম্ অস্তসি সমর্পিতম্” মন্ত্রে পাত্নীয়ায় তাহাতে নিক্ষেপ
করিয়া পিও ছয়টি নিয়োক্ত মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে, “ওঁ পিণ্ডান্যপি জলে
সমর্পিতানি ।” দেবপক্ষে জলপূজা করিয়া “ওঁ যরোঃ প্রাক্কং কৃতং তরো-
রক্ষয়্যারৈ তুথরে ইদং পাত্নীয়ায়ং জলে সমর্পিতম্ ।” মন্ত্রে দেবপাত্নীয়ায় ফেলিবে ।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ।—পিতৃপক্ষে—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুক-
দেবশর্ষণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত কুতৈতৎপার্ষণপ্রাক্ককর্ম্মাচ্ছিদ্রমন্ত” (ওঁ
অন্ত প্রতিবচন) মাতামহপক্ষে—এই প্রকারে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া, দেবপক্ষে
—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত
প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত পার্ষণপ্রাক্কে কৃতে পুরুষবোমাদ্রবসোবিধেবাং
দেবানাং কুতৈতৎপার্ষণপ্রাক্ককর্ম্মাচ্ছিদ্রমন্ত” (ওঁ অন্ত প্রতিবচন) । পরে
দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, হস্তপ্রক্ষালন, সূর্য্যনমস্কার পূর্বক বৈগুণ্যশাস্তি
কর্তব্য, যথা—“মহাব্রহ্মদেব্যধিবিরিড়্গায়ত্রীচ্ছন ইন্দ্রো দেবতা শাস্তিকর্ম্মণি
অপে বিনিয়োগঃ । ওঁ করানশ্চিৎ” ইত্যাদি । অনন্তর কর্ম্মবৈগুণ্য-প্রশমনার্থ
নিকুশ্মরণ কর্তব্য, যথা—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কুতেহস্মিন্
পার্ষণপ্রাক্ককর্ম্মণি বদ্বৈগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় শ্রীবিকোঃ শ্রবণমহং
করিষ্যে ওঁ তদ্বিকোঃ” ইত্যাদি । “ওঁ অজানাদ্ভদি বা মোহাদ্” ইত্যাদি ।
“ওঁ বদসাজঃ কৃতং কর্ম্ম” ইত্যাদি “ওঁ শ্রীরক্তাঃ পুণ্ডরীকাক্” ইত্যাদি ।
“অন্তৎকর্ম্মকলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমন্ত ।” এই মন্ত্রে কর্ম্মকল সমর্পণ

করিয়া শ্রাদ্ধশেষে ভোজন করিবে। উপবাস থাকিলে শ্রাদ্ধশেষে আত্মাণ কর্তব্য।

যজুর্বেদি-শার্দূল শ্রাদ্ধসূত্র

জান-সক্যাদিকং কৃত্বা পক্ত্বান্নঞ্চ যথাবিধি ।
 আসনানি চ সংস্থাপ্য দৈবাদিক্রমতঃ সূধীঃ ॥
 কুরুক্ষেত্রং ততো দানং দানচ্ছিত্রং ততঃ পরম্ ।
 পুনঃ কুরু দ্বিজজ্ঞানং পাক্ত্বং যজ্ঞেশ্বরার্চনম্ ॥
 যজ্ঞেশ্বরে। হব্য ইতি বাস্তভূম্যামি-পূজনম্ ।
 নিমন্ত্রণং আগতঞ্চ পাক্ত্বং সিদ্ধং ত্রিদেবতাঃ ॥
 গায়ত্র্যাহু কুশোৎসর্গো যজ্ঞলাবাহনে ততঃ ।
 অর্ঘ্য-গন্ধাদিদানঞ্চ পাত্রাংগৌ পৃথিবী ইদম্ ॥
 অপহতা জলগণ্ডুষং গায়ত্র্যায়ং ততো মধু ।
 কচিস্তবাক্ত্যগ্নিদত্তা তত আচমনং জলম্ ॥
 ইষ্টেভ্যো মণ্ডলং রেখা নীব্যবনে কুশান্তরঃ ।
 পিণ্ডং লেপভূজোহত্রেতি উদীচ্যাং শ্বাসধারণম্ ॥
 বসন্ত-শ্বাসমোক্ষঞ্চ অমৌ প্রত্যবনেজনম্ ।
 নীবীষড়ঙ্গলির্বাস উর্জ্জং পিণ্ডার্চনং ততঃ ॥
 পিণ্ডোত্তোলনমাত্রাণ-পিণ্ডস্থাপনমেব চ ।
 সূপ্রোক্ষিতং শিবা আপো অকৃতাক্ষ্যদানকে ।
 অঘোরেতি চ গোত্রয়ো দাতারোহথ স্বধাবচঃ ।
 পুনরুর্জ্জং ন্যাজোথানং দক্ষিণা বিশ্ববাচনম্ ।
 দেবতা বাজ আমেতি ততঃ পাত্রসমর্পণম্ ॥
 অচ্ছিত্রং বিষ্ণুশ্রবণং দীপপ্রচ্ছাদনং ততঃ ।
 শাস্ত্যানীশৈচব বজ্রবাং ক্রম এব উদাহতঃ ॥

অম্মাত্মজৈবান্দশী-শ্রাদ্ধ

এই শ্রাদ্ধ মৃতপিতৃক ব্যক্তিমাভেরই কর্তব্য, ইহার অন্তান্ত ব্যবস্থা সামবেদীয় প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে, পরন্তু যে সকল বিষয় স্পষ্টভাবে

লিখিত হয় নাই, তাহাই লিখিত হইতেছে। মঘাজরোদনী-শ্রাদ্ধ বিভক্ত বা অবিভক্ত ভাতৃগণ, প্রত্যেকেই করিবেন। অপুত্রক (মৃতপুত্রক বা অজাত-পুত্রক) শ্রাদ্ধকারী পার্শ্বগণশ্রাদ্ধোক্ত নিয়মে পায়স, মধু ও অন্ন দ্বারা পিণ্ড-দান পূর্বক শ্রাদ্ধ করিবেন। পায়সদান কলাধিক্যের জন্য, সুতরাং পায়স অভাবে অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ হইবে না। পুত্রবান্ ব্যক্তি পিণ্ডদান ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিবেন। পিণ্ডনির্কারণহীন শ্রাদ্ধে স্বধাবাচন নাই, মণ্ডলকরণ হইতে ‘সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত’ পর্যন্ত কার্য ও মন্ত্রপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। পরন্তু পিণ্ডদান নিষিদ্ধ হইলেও ‘অগ্নিদহা’র উদ্দেশে বিকিরদান নিষিদ্ধ নহে। অক্ষয়াদান শ্রাদ্ধগণসম্প্রদানক বলিয়া কর্তব্য। ঐরূপ জগও সৌম্যনশ্রাদান করিবে। কিন্তু ‘উর্জঃ বহন্তী’ ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণ নিষিদ্ধ। যেহেতু, উক্ত তর্পণ পিণ্ডের উপরেই হইয়া থাকে। সুতরাং পিণ্ডহীন শ্রাদ্ধে তাহা বাধিত হইবে। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—‘মঘায়াং পিণ্ডদানেন জ্যেষ্ঠপুত্রো বিনশ্রুতি। পিণ্ডনির্কারণরহিতঃ বভূ শ্রাদ্ধঃ বিধীয়তে। স্বধাবাচনলোপোহত্র বিকিরস্ত ন নুপ্যতে। অক্ষয়ঃ দক্ষিণা স্বস্তি সৌম্যনশ্রঃ তথাস্থিতি ॥’

মঘাজরোদনীশ্রাদ্ধ মঘানক্ষত্রযুক্ত গোণ আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা জরোদনীতে বিহিত। সৌর আশ্বিনের একাদশ দিন তাহাতে ১৩ দিন ২০ দণ্ড পর্যন্ত মঘানক্ষত্রের সহিত জরোদনী তিথিযোগ ঘটিলে কুঞ্জরচ্ছায়া-যোগ হয়, ইহাতে শ্রাদ্ধ কলাতিশয়কারক।—মঘাজরোদনী শ্রাদ্ধ করিলে আর তদ্বিনে পক্ষশ্রাদ্ধ পৃথক্ করিতে হয় না। কিন্তু গোণ অপরাহ্নে প্রাপ্ত মঘানক্ষত্রে মঘাশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে পুনশ্চ তিথিশ্রাদ্ধ কর্তব্য, এ স্থলে কালভেদ হওয়ার তত্ত্বতা স্বীকার্য্য নহে।

মাতৃষোড়শ-পিণ্ডদান

মহালয়াশ্রাদ্ধান্তে পিতৃষোড়শী বা পিতৃষোড়শ পিণ্ডদান যেক্রপ কর্তব্য, সেইক্রপ অনেকের মতে মাতৃষোড়শপিণ্ডদান বা মাতৃষোড়শী কর্তব্য। মাতৃষোড়শীর অনুষ্ঠানবিধি যথা—প্রথমে হস্তপ্রমাণ চতুর্দিকে সমান মণ্ডল করিয়া “ও কুরুক্ষেত্র” ইত্যাদি পড়িয়া “ঋ নিহ্মি সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাশ্র তিনটি রেখা করিয়া তাহাতে কুশপত্র আস্তরণ পূর্বক তদুপরি পিণ্ডদান কর্তব্য। মন্ত্র যথা—

"ও অশ্বৎকুলে মৃত্যু বাচ্য গতির্ধামাং ন বিদ্যতে ।
 তাসামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও গর্তধারণজং দুঃখং বিষয়ে ভূমিবত্ননি ।
 তস্ত নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও যাবৎ পুত্রো ন ভবতি ভবেন্নাতুচ্চ শোচনম্ ।
 তস্ত নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ।
 ও মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ ।
 তস্ত নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও সম্পূর্ণে দশমে মাসি মাতা নিম্পন্দধারিণী ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও মাসি মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপহুঃখিতা ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও পুত্রে ব্যাধিসমায়ুক্তে অত্যন্তমাতৃপীড়নম্ ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও দিবা রাত্ৰৌ চ বা মাতা দদাতি নির্ভরং স্তনো ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও পিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি ব্যথানি বিবিধানি চ ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও ক্রুধাবিপ্লবনে পুত্রে অন্নং মাতা প্রযচ্ছতি ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও পত্ন্যাং যে নরস্তি পুত্রা জনস্তাঃ পরিবেদনম্ ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও দুর্লভানি ভক্ষ্যদ্রব্যানি যাবৎ পুত্রোহস্তি বালকঃ ।
 তস্তা নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও রাত্ৰৌ মূত্রপূরীষাত্ম্যং সিচ্যতে মাতৃকর্পটঃ ।
 তস্ত নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥
 ও গাত্রভঙ্গে ভবেন্নাতুর্হৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ।
 তস্ত নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ।
 ও বনঘাते মহাঘোরে পথি মাতৃচ্চ শোচনম্ ।
 তস্ত নিষ্কমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥

ও অগ্নিনা শোষয়েদ্গোত্রং ত্রিরাত্রং পোষণেষু চ ।

তস্ত নিফ্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥

ও শৈথিল্যং এসবে প্রাপ্তে মাতা বিনতি দুষ্করম্ ।

তস্ত নিফ্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥

ও যস্তাঃ পুত্রো গয়াং গহ্বা কুরুতে অন্ধরাবিতঃ ।

তস্ত নিফ্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥

ও যস্তাঃ পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ নপ্ত্রী চৈব প্রবোজয়েৎ ।

তস্ত নিফ্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥”

অনন্তর পিণ্ডোপরি সতিল জলাঞ্জলি সেক করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ বে চ বো
বে চান্মান্ বাশ্চ বো বাশ্চান্মানাসন্ তে চাবাহরন্তাঃ তাশ্চাবাহরন্তাঃ তৃপ্যন্ত
ভবত্যতৃপ্যন্ত গোত্রান্ পুত্রানভিতর্পয়ন্তীরাণো মধুমতীরিমাঃ স্বধা পিতৃভ্যো
মাতৃভ্যো অমৃতং হুহানা আপো দেবীকভরাস্তর্পয়ন্ত তৃপ্যন্ততৃপ্যন্ত ।” পরে
প্রদক্ষিণ করিয়া “ওঁ পিতৃাদয়ঃ ক্ষমধ্বং” মন্ত্রে বিসর্জন করিবে। অতঃপর
দক্ষিণাদান কর্তব্য, যথা—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা
পিতৃণামক্ষয়তৃপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎপিতৃষোড়শ-মাতৃষোড়শ-পিণ্ডদান-কর্মণোঃ
সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং রজতধ্বজং” ইত্যাদি। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও
বৈগুণ্যশাস্তি কর্তব্য।

যজুর্বেদি-পঞ্চপাত্র-প্রাক

এই প্রাকের কর্তব্যতা মন্ত্রে ব্যবস্থা সামবেদীয় প্রাকপ্রকরণে
দ্রষ্টব্য। ইহাতে মাতামহপক্ষ নাই। ইহার অনুষ্ঠানক্রম সপিণ্ডীকরণবৎ,
কেবল প্রেতপক্ষের কার্য্য নাই ও অনুজাদি বাক্য বিভিন্ন, যথা—দেবপক্ষে
অনুজাবাক্য।—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকদেবশর্মাণঃ প্রেতপক্ষ-
ক্ষয়নিমিত্তক বা অমাবস্তাক্ষয়নিমিত্তক-পার্কণবিধিকসাধৎসরিকপ্রাকার্থঃ
অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকস্ত পার্কণবিধিক-
প্রাকৈ কর্তব্যে ও পুরুষবোমাজবসোবিষেবাঃ দেবানাং পার্কণবিধিকপ্রাকঃ
বর্তময়ব্রাহ্মণরোরহং করিষ্যে ।” ইত্যাদি।

যজুর্বেদি-সাম্বৎসরিক-একোদ্ভিষ্ট-শ্রাদ্ধ

অধিকারিনির্ণয় সামবেদীর একোদ্ভিষ্টে দ্রষ্টব্য। শ্রাদ্ধের কাল-নির্ণয়।
—একোদ্ভিষ্টে শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে অর্থাৎ পঞ্চদশমূহূর্ত-ষটিত দিনের
সপ্তম, অষ্টম ও নবম মূহূর্তে কর্তব্য। তন্মধ্যে কৃত্তিককাল (দিবামানের
পঞ্চদশ ভাগের অষ্টম ভাগ) শ্রাদ্ধারম্ভের প্রশস্ততম কাল। পূর্বদিন
অষ্টম ও নবম মূহূর্তব্যাপিনী, পরদিন অষ্টম মূহূর্ত মাত্র ব্যাপিনী যত-
তিথি হইলে শুক্লপক্ষেও পূর্বদিনে আরম্ভ ও সমাপ্তিকাল উভয় ব্যাপ্তির
অনুরোধে শ্রাদ্ধ বিহিত। পূর্বদিনে অষ্টমমূহূর্তব্যাপিনী তিথি প্রাপ্ত না
হইলে পরদিনে প্রাপ্তি ঘটিলে কৃষ্ণপক্ষেও পরদিনে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। কারণ,
সমাপ্তিকাল হইতে আরম্ভকাল বলবৎ। উভয়দিনে সমাপ্তিকাল (নবম মূহূর্ত)
ও আরম্ভকালব্যাপিনী তিথিযোগ হইলে পক্ষভেদে ব্যবস্থা অর্থাৎ শুক্লপক্ষে
পরদিন ও কৃষ্ণপক্ষে পূর্বদিন শ্রাদ্ধের যোগ্য কাল। উভয় দিনে অষ্টম-
মূহূর্তব্যাপ্তি না ঘটিলে যদি পূর্বদিনে সমাপ্তিকালমাত্রব্যাপিনী হয়, তবে
শুক্লপক্ষেও পূর্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। পরন্তু নবম মূহূর্তেরও ভঙ্গ হইলে
(মূহূর্তকাল তিথিব্যাপ্তি না ঘটিলে) পক্ষভেদে ব্যবস্থা গ্রাহ্য। ঐরূপ উভয়দিনে
অষ্টম ও নবম মূহূর্তব্যাপিনী, পরদিনে সপ্তমমূহূর্তব্যাপিনী হইলে কৃষ্ণপক্ষেও
পরদিনে মধ্যাহ্নপ্রাপ্তির অনুরোধে শ্রাদ্ধ বিহিত।

সাম্বৎসরিক প্রয়োগ।—শ্রাদ্ধাধিকারী পূর্বদিনে ক্ষৌরাদি সম্পাদন করিয়া
একবারমাত্র হবিষ্যন্ন বা নিরামিষ ভোজনাশ্ত্রে সংযতভাবে থাকিবেন।
পরদিন প্রাতঃস্নান, পিতৃতর্পণ, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা প্রভৃতি, দেবার্চনাদি যাবতীয়
নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক তিলতৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করত বহু ব্যঞ্জন-
সম্বিহিত অন্নপাকাবসানে কুশহস্ত ও তিলকধারী হইয়া দুইবার আচমন,
বিষ্ণুস্মরণ (‘শম্বচক্রধরঃ’ ইত্যাদি ‘তদ্বিক্রোঃ’ ইত্যাদি) পূর্বক
লক্ষ্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা—
পূর্বান্ত হইয়া ‘ওঁ এতস্মৈ সন্যতোপকরণ- (সবস্ত্র) ভোজ্যায় নমঃ’
মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণান্তে ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সন্যতে-
পকরণেত্যাদি, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবার ওঁ বিষ্ণবে নমঃ,
এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।’ মন্ত্রে যথাযথ অধিদেবতা,
বিষ্ণু ও সম্প্রদান-ব্রাহ্মণের অর্চনা করত বাক্য পড়িবে, যথা—“অন্তেত্যাদি
অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকদেবশর্ষণঃ একোদ্ভিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে

অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ (বাহার উদ্দেশে শ্রীক, তাহার নাম ও সম্বন্ধ প্রযোজ্য) অমুকদেবশর্মাণোহক্ষরশর্গকাম ইদং সম্বতোপকরণামারতোজ্যঃ ত্রিবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” এই মন্ত্রে ভোজ্যোপরি জলের ছিটা দিয়া ‘ভোজ্যমিদং ত্রিবিষ্ণুদৈবতম্’ মন্ত্রে প্রত্যাদেশ করত দক্ষিণাস্ত করিবে, যথা—“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ একোদ্বিষ্টবিধিকসাহস্রসরিকশ্রীকবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণোহক্ষরশর্গকামনয়া কৃতৈতৎ (সবস্ত্র) সম্বতোপকরণামারভোজ্যদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতর্থাৎ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” পরে “কৃতৈতদ্ভোজ্যদানকর্ম্মচ্ছিন্নমন্ত্ৰ” (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন) মন্ত্রে অচ্ছিন্নাবল্লারণ করিয়া কুশ-ব্রাহ্মণকে (পূর্বাতিমুখে) ‘ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃহা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্’ মন্ত্রে স্নান করাইয়া “ওঁ গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্বাং নিত্যপুষ্পাং করৌষিণীং । ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বরে প্রিয়ম্” মন্ত্রে চন্দনামুলেপন করিয়া “ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বুল দ্বারা পূজা করত বিকৃতোত্তরীয় হইয়া দক্ষিণাগ্র কুশযুক্ত আসনোপরি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে । পুনশ্চ প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া বাস্তবপূজাস্তে ‘তদ্বিক্ষোঃ’ ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক বিষ্ণুর পূজা ও শ্রীকীর্ত্তাগ্রভাগ ভোজ্যদান করিবে । গদ্যাক্ষেত্রে শ্রীক-কারীর গদ্যপূজার ব্যবস্থা আছে । পরকীয় ভূমিতে শ্রীক করিলে ভূস্বামীকে শ্রীকীর্ত্তাগ্রভাগ‘এতৎ শ্রীকীর্ত্তাগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামারভোজ্যম্ এতদ্ভূষামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা’ মন্ত্রে দিয়া ‘কুরুক্ষেত্র’ ইত্যাদি ‘তদ্বিক্ষোঃ’ ইত্যাদি পাঠ পূর্বক কৃতাজলিপুটে প্রস্র করিবে, ‘ওঁ স্বাগতং ভবতা, (ওঁ সু-স্বাগতং) ‘ওঁ সিদ্ধমিদ-মাসনমব্রাহ্মণভ্যঃ’ মন্ত্র পাঠ পূর্বক আসন নির্দেশ করিলে পুরোহিত ‘ওঁ আব্রাহ্মণভ্যঃ’ প্রতিবাক্য বলিবেন । শ্রীককর্ত্তা পুণ্ডরীকাস্মরণ, যজ্ঞল প্রোক্ষণ, গায়ত্রী ও ‘দেবতাত্য’ মন্ত্র ত্রিধা পাঠাস্তে অমুজা গ্রহণ করিবে, যথা—“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ একোদ্বিষ্টবিধিকসাহস্রসরিক-শ্রীকঃ দর্ভময়ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে” (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) “ওঁ বক্ষোঃশ্রুদক স্বমসি অগ্নিন্ শ্রীক্রে বক্ষাং কুরুষ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণনিরোধে যজ্ঞল স্থাপন কর্ত্তব্য ।

আসনদান ।—বাম হস্তে ব্রাহ্মণবামপার্শ্বস্থিত মোটক ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণ্ এতস্তে দর্ভাসনং স্বধা” মন্ত্রে আসনে জলের ছিটা দিয়া তদুপরি “ওঁ বজ্রেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্যতোক্তাহব্যায়্যা হরিব্রীহরো-

২৫। তৎসম্মিধানাদপবাস্ত সন্তো রক্ষাংস্তশেবাণ্যস্বরাস্ত সর্কে। ২৬ অপহতা
অসুরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

অর্ঘ্যদান।—দক্ষিণাগ্রকূশোপরি একখানি ডোঙ্গা পাতিবে, একটি
মাগ্রকূশ ‘ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী’ মন্ত্রে ছেদন করিয়া ‘ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতমসি’
মন্ত্রে জল দ্বারা পবিত্র শোধন, ‘ওঁ শরো দেবীরতিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতরে
শং বোরতিস্ববন্ত নঃ’ মন্ত্রে পবিত্র স্নান করাইয়া অর্ঘ্যপাত্রে ‘ওঁ তিলোহসি
সোমদেবত্যো গোষবো দেবনির্মিতঃ। প্রত্নমন্তিঃ পৃক্তঃ স্বধা পিতৃন্ লোকান্
ঐণাহি নঃ স্বাহা’ মন্ত্রে তিল বিকিরণান্তে অমন্ত্রক অর্ঘ্য স্থাপন, কুশাস্তর দ্বারা
আচ্ছাদন পূর্বক অমুজা লইবে—‘ওঁ অচ্ছিন্নমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্ত’ (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন)
উদ্ঘাটন করত ব্রাহ্মণহস্তে ‘ওঁ পবিত্রং স্বধা’ মন্ত্রে পবিত্রদান, ‘ওঁ জলাস্তরং
স্বধা’ ব্রাহ্মণে জলদান, ‘ওঁ পুষ্পাস্তরং স্বধা’ পুষ্পাস্তরদান, ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃ-
প্রভৃতিসর্কগাত্রেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে শিরঃপাণ্যাদির অর্চনা করিয়া বামহস্ততলে
অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া উত্তান দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক ‘ওঁ যা দিব্যা আপঃ পরমা
সংবতুবুধা অন্তরিক্যা উত পার্শ্ববীৰ্ঘাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিরাস্তা ন আপঃ শিবাঃ
সংস্তোনাঃ সুহবা ভবন্ত’ মন্ত্রে অভিষিক্ত করণান্তে বামাবারক দক্ষিণহস্তে
অর্ঘ্য ধারণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মণেব তেহর্ঘ্যঃ
স্বধা” মন্ত্রে ব্রাহ্মণে নিবেদন করিবে।

গন্ধাদিদান।—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র বাম হস্তে ধরিয়া ‘বিষ্ণুরোম্
অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মণেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি
স্বধা’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ‘ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতন্তে পুষ্পঃ
(ওঁ সুপুষ্পঃ) ওঁ এষ তে ধূপঃ, (সুধূপঃ) এষ তে দীপঃ, (সুদীপঃ) এতন্ত
আচ্ছাদনম্’ (স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-পাত্রে দিবে। পরে যজ্ঞোপবীত-
দানাতে কৃতাজলিপুটে অচ্ছিন্নাবধারণ কর্তব্য, যথা—‘কুটৈতত্তদগন্ধাদিদান-
কর্ম্মাচ্ছিন্নমন্ত’ (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন)।

অন্নদান।—‘ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতরিষ্যে’ মন্ত্রে অমুজা লইয়া (ওঁ পাত্রম
প্রতিবচন) দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ চতুষ্কোণমণ্ডলোপরি অন্ন-ব্যঞ্জনসমম্বিত পাত্র
রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং ব্রহ্ম” বা “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে জেধা নিদধে পদং
সমুচ্চমস্ত পাংসুলে। মন্ত্রে অনর্থ অমুষ্ঠ নিবেশ করিয়া “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি
বেদিবদঃ” মন্ত্রে তিল বিকিরণ করত অগ্নে ঘৃত-মধু দিয়া গায়ত্রী ও “ওঁ মধু বাতা
কতারতে মধু করতি সিন্ধবঃ। মাধ্বীন্ সন্থোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো

মধুসং পার্ধিবং রজঃ । মধু স্তোরস্ত নঃ পিতা । ওঁ মধুবারো বনস্পতিমধুবা অস্ত
 সূর্য্যঃ । মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ।’ “ওঁ মধু মধু মধু ।’ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া
 বাম হস্তে অন্নপাত্র ধারণ পূর্ব্বক “বিষ্ণুরো” অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন
 এতস্তেহমং স্মৃতাভ্যপকরণসম্ভেতঃ সতিলোদকং বধা” মন্ত্রে জলের ছিটা
 দিবে, ড্রাক্ষণে জল দিয়া অন্নাদিদর্শন করাইবে—“ওঁ ইদমন্নম্ ইমাঃ সতিলা
 আপ ইদং হবিঃ এতাভ্যপকরণানি বথাস্থং বাগ্ভতঃ বদ ।” গণ্ডুবজল লইয়া
 “ইদং গণ্ডুবজলং তে বধা” মন্ত্রে ড্রাক্ষণে গণ্ডুবর্ধ দিয়া পুনশ্চ গারজী ও
 পূর্ব্বোক্ত মধু বাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে “ওঁ অন্নহীনঃ
 ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঞ্চ বদন্তবেৎ । তৎসর্কষিদমচ্ছিদ্রমন্তু” (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য)
 পাঠ করিয়া অন্নদানের পচ্ছিদ্রাবধারণ কর্তব্য । * অনন্তর প্রাচ্য মন্ত্র পাঠা-
 বসানে শেষদ্রব্যে পিণ্ড নির্মাণ করিবে, প্রাচ্যমন্ত্র বথা—গারজী, মধুবাতেত্যাदि,
 (ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি) “ওঁ বোগীশ্বরং বাজবল্যং সম্পূজ্য সুনরোহব্রবন্ ।
 বর্ণাশ্রমেতরাণারো ক্রুহি ধর্ম্মানশেষতঃ । ওঁ মমজি-বিষ্ণু-হারীত-বাজবল্যোশ-
 নোহদিরাঃ । যমাপস্তবসম্বর্তাঃ কাত্যারনবৃহস্পতী । পরাশর-ব্যাসশঙ্খ-
 লিখিতা দক্ষগোতমো । শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবোজকাঃ । ওঁ
 তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুররঃ । দিবীষ চক্ষুরাততম্ । ওঁ তুর্ঘ্যোধনো
 মহ্যমরো মহাক্রমঃ স্বকঃ কণঃ শকুনিষ্ঠশ্চ শাখা । তুঃশাসনঃ পুষ্পকলে সমৃদ্ধে মূলং
 রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী । ওঁ বৃধিষ্ঠিরো ধর্ম্মমরো মহাক্রমঃ স্বকোহর্জুনো ভীষ-
 সেনোহস্ত শাখা । মাদ্রীশুভো পুষ্পকলে সমৃদ্ধে মূলং ককো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ।
 ওঁ সপ্তব্যাদা দণার্ণেবু বৃগাঃ কালঞ্জরে গিরো । চক্রবাকাঃ সরসীপে হংসাঃ সরসি
 মানসে । তেহভিজাতাঃ কুকক্রেজে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দূর-
 মধ্বানং যুয়ং তেভ্যোহবসীদত”(ওঁ কচিঃ কচিঃ কচিঃ ওঁ কচরে নমঃ (ইহা কচি-
 স্তবের পরিবর্তে পাঠ্য, ওঁ নমস্তভ্যমিত্যাदि, ওঁ সহস্রশীর্ষেত্যাदि, পুরুষস্তুত শস্ত্যহু-
 সারে পাঠ্য) । অতঃপর পিতৃপাত্রের পার্শ্বে দক্ষিণাগ্র কতকগুলি কুশা পাতিয়া
 তাহাতে তিল ও জল দিয়া তিল-তুলসী-মোটকসহ কিয়ৎপরিমাণে অন্ন লইয়া
 “ওঁ অগ্নিদদ্ধাশ্চ বে জীবা য়েহপ্যদদ্ধাঃ কূলে মম । তুমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা
 বাস্ত পরাং গতিম্ । ওঁ বেষাং ন মাতা ন পিতা ন বহুর্নৈবান্নসিদ্ধিন তথান-
 মস্তি । তত্তৃপ্তয়েহমং তুবি দত্তমেতৎ প্রদান্ত লোকার সুখায় তবৎ ।” মন্ত্রদ্বয়
 পাঠান্তে পিতৃতীর্থযোগে কুশোপরি ছড়াইয়া দিবে । পরে হস্তপ্রক্ষালন,

* এ স্থলে ক্রমভেদ পার্জন্যপ্রায়ে জটব্য ।

কুশাঙ্গুরী পরিবর্তন, আচমন, বিষ্ণুস্মরণান্তে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ পূর্বক
 পিতৃ-ব্রাহ্মণে 'ইদমাচমনীরজলং তে স্বধা' মন্ত্রে আচমনজল দিয়া, পুনশ্চ
 গায়ত্রী ও পূর্বোক্ত মধু বাতা মন্ত্র পাঠ করত অমুখা লইবে—“ও
 শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেবম্” (ও ইষ্টায় দীপ্যতাম্ প্রতিবাক্য) “ও পিণ্ডদানমহং
 করিষ্যে” (ও কুরুষ প্রতিবচন) অন্নপাত্রের সম্মুখে পিণ্ডস্থান
 পরিষ্কার করিয়া তত্পরি যুগ্মিকা লেপন পূর্বক নৈঋতকোণ হইতে
 আরম্ভ করিয়া বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র একটি মণ্ডল করিবে। মন্ত্র স্বধা—
 “ও নিহ্মি সর্কং বদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্কেহস্মদানবা মরা। ব্রহ্মাংসি
 ব্রহ্মাঃ সগিষাচসজ্বা হতা মরা বাতুধানাশ্চ সর্কে।” “ও অপহতা অমুরা’
 ইত্যাদি, ‘ও নিহ্মি’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে মণ্ডলমধ্যে কুশমূল দ্বারা দক্ষিণাগ্র
 একটি রেখা অঙ্কন করিবে। ‘ও দেবতাতাঃ পিতৃত্যশ্চ মহাবোগিত্য এব চ।
 নমঃ স্বধাঠৈ স্বাহাঠৈ নিত্যমেব নমো নমঃ’ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া নীচী-
 বন্ধন পূর্বক (বাম অঙ্গের বস্ত্রবন্ধন কসিতে একটি মোটক ‘ও’জিয়া) বাম-
 হস্তে মণ্ডল ধরিয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মনু অবনেনিন্ধ
 স্বধা’ বলিয়া জল দিবে। তত্পরি কুশ আস্তরণ পূর্বক ‘ও অপহতা’ ইত্যাদি
 মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ পূর্বক বিশ্বপ্রমাণ পিণ্ড
 তিল-তুলসী-মোটকসহ লইয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মনু-
 তন্তে পিণ্ডঃ সতিলোদকং স্বধা’ মন্ত্রে রেখোপরি অধোমুখভাবে দিবে।
 পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিয়া অমন্ত্রকভাবে হস্তলেপ পিণ্ডোপরি দিয়া
 “ও বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাত্যশ্চ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ
 সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেত্যশ্চ দিবসেভ্যো
 নমো নমঃ।” মন্ত্রে ঋতুনমস্কার পূর্বক মণ্ডলোপরি বামাবর্তে অঞ্জলিপুট
 ঘুরাইবে, স্বধা—“ও অত্র পিতর্মাদয়স্ব স্বধাভাগমাবুযায়স্ব।” উত্তরমুখে পিতার
 ভাস্বরমূর্তি চিত্রা করিয়া শাসত্যাগ করিবে ও বলিবে—“ও অমৌ বদৎ পিতা
 স্বধাভাগমাবুযায়িষ্ট।” পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালন জল লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
 পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মনু প্রত্যবনেনিন্ধ স্বধা” মন্ত্রে পিণ্ডোপরি প্রদান করিয়া
 কৃতাজলিপুটে ষট্ মন্ত্র পাঠ করিবে—“ও নমস্তে পিতা রসায়, ও নমস্তে
 পিতঃ শোষায়, ও নমস্তে পিতর্ঘোরায়, ও নমস্তে পিতৃস্তপসে, ও নমস্তে
 পিতর্মন্ত্ৰবে, ও নমস্তে পিতঃ স্বধাঠৈ, ও নমস্তে পিতঃ পিতনর্মন্ত্ৰে।” *

* মতান্তরে পিণ্ডদানে ত্রিধা দেবতাত্য মন্ত্র পাঠ ব্যবহার নাই, কুশাস্তরণ ও তিলবিকিরণের

নববস্ত্রদশাজাত খেত সূত্র (সূত্র) “ওঁ এতৎ পিতরো বাসঃ” মন্ত্রে পিতৃগোপরি দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতৃঃ অমুকদেবশর্মাণ্ এতত্তে বাসঃ স্বধা” মন্ত্রে নিবেদন করিবে। অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুলযোগে পিণ্ডপূজা করিয়া পিতৃপুরুষকে তাম্বুলমুষ্টি চিত্তা করত ‘ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত্র’ মন্ত্রে (পিণ্ডস্থানে) ব্রাহ্মণের অগ্র-ভূমিতে জল দিবে (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন) ‘ওঁ শিবা আপঃ সন্ত’ (ওঁ সন্ত প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণে জল, ‘ওঁ সৌমনস্তমন্ত্র’ (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন) মন্ত্রে পুষ্প, ‘ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত’ (ওঁ অস্ত্র প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে যব দাতব্য : তিল-মধু-ঘৃতযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকদেবশর্মাণঃ কুতেহস্মিন্ প্রাক্ দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্” (ওঁ উপতিষ্ঠতাম্ প্রতিবাক্য) “ওঁ অঘোরঃ পিতাহস্ত” (ওঁ অস্ত্র প্রত্যুত্তর) “ওঁ গোত্রং নো বর্ধতাম্” (ওঁ বর্ধতাম্ প্রতিবচন) “ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্” (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্) “ওঁ দাতারো নোহভিবর্ধন্তাঃ বেদাঃ সন্ততিরেব চ। প্রজা চ নো বা ব্যগমদ্বহ দেয়ঞ্চ নো অস্ত্র। অন্নঞ্চ নো বহ ভবেদতিথীংচ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত বা চ যাচিন্য কঞ্চন। অন্নং প্রবর্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যত্নে (ত্রীলোকের উদ্দেশ্য-প্রাক্ বসন্ত) সকল্লিতো বিজন্তস্যাক্ষরা (বা তন্ত্রা অক্ষরা) তৃপ্তিরস্ত” (ওঁ অস্ত্র) “ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্ত” (ওঁ সন্ত) “ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত” (ওঁ অস্ত্র প্রতিবাক্য) পিতৃব্রাহ্মণে প্রদত্ত পবিত্রসহ কুণ অমন্ত্রকভাবে পিতৃগোপরি দিয়া “ওঁ উর্জঃ বহত্তীরযতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতম্। স্বধা হ তর্পরত মে পিতরম্” বলিয়া পিতৃগের উপর জলাঞ্জলি দিবে। ‘ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্’ প্রণ করিয়া (ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত্র প্রতিবাক্য) ‘পিণ্ড গয়াং গচ্ছ’ মন্ত্রে পশ্চিমদিকে কিঞ্চিৎ চালনা করিবে।

দক্ষিণাদান।—দক্ষিণোদ্রব্য অর্চনা করিয়া “ওঁ এতন্মৈ ব্রজতায় বা ব্রজতমূল্যায় নমঃ” বামহস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকদেবশর্মাণঃ

পূর্বে অবনেজনদান বিহিত। পিণ্ডদানান্তে অত্র পিতৃমাদয়স্ব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যবনেজনদানান্তে ওঁ নমস্তে পিতা রমায়, ওঁ নমস্তে পিতঃ শোবার, ওঁ নমস্তে পিতর্জ্য-বার। ওঁ নমস্তে পিতঃ স্বধারৈ, ওঁ নমস্তে পিতৃধোয়ার, ওঁ নমস্তে পিতর্মন্সাবে। অঙ্গলিমন্ত্রপাঠ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে ওঁ গৃহারঃ পিতর্দেহি গৃহিণীর্দর্শন, ওঁ সদন্তে পিতর্দেহ মন্ত্রে পিণ্ডদর্শন করিবে। এইরূপ অধিকতর বিহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কুঠৈতদেবকোদ্বিধিক-সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্তার্থঃ দক্ষিণামিদং
রজতং বা রজতমুগাং ত্রিবিষ্ণুদৈবতমিত্যাदि' বাক্য পড়িয়া দক্ষিণা দিবে।
পরে 'দেবতাত্য' মন্ত্র তিনবার পড়িয়া 'ও' অতিরম্যতাং ক্রমশ্চ' (ও' অতি-
রতোহস্মি প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিয়া নিরোক্ত মন্ত্রে জলধারা
সহ অঙ্গুগমন করিবে, যথা—“ও আমাবাজস্ত প্রসবো জগম্যাদেমে ভাবাগৃধিবী
বিশ্বরূপে আমা গস্তাং পিতরা মাতরা যুবমামা (চামা) সোমো (অমৃতধ্বেন)
অমৃতদ্বায় গম্যাৎ ।”

প্রণামমন্ত্র ।—“ও পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমস্তুপঃ । পিতরি
প্রীতিমাপয়ে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ।” পাত্র হইতে অন্ন লইয়া জলপূজা পূর্বক
ভাহাতে “ও যস্ত শ্রাদ্ধঃ কৃতঃ তস্তাকুরাটৈর তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রৌরায়ঃ অস্তসি
সমর্পয়ামি” মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। ‘পিওমপি জলে সমর্পয়ামি’ মন্ত্রে পিওও
নিক্ষেপণীয়। পরে “অন্ত্যেত্যাদি কুঠৈতদেবকোদ্বিধিকসাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধ-
কর্ম্মচ্ছিন্নমন্ত্ৰ” (ও' অস্ত) মন্ত্রে অচ্ছিন্নাবধারণ, হস্তপ্রক্ষালন, ব্রাহ্মণগ্রহি-
মোচন, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, সূর্য্যানম্কার পূর্বক
“মহাবামদেব্যাবিবিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শাস্তিকর্ম্মণি জপে
বিনিয়োগঃ । ও' কয়ানশ্চিত্র আত্মা দৃতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃত্তা । ও'
কদ্বাসত্যো মদানাং মৎসিহিষ্ঠো মৎসদক্সসঃ । দৃঢ়াচিদাক্সজবন্ত্ৰ । ও' অতীষুণঃ
সখীনামবিতা জরিতৃণাং শতং ভবাঃ স্মৃতিভিঃ ও' স্তি ন ইন্দ্র” ইত্যাদি
স্মৃতিমুক্ত পাঠ করত শাস্তিজল লইয়া বৈশ্বণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিবে,
যথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ ত্রিঅমুকদেবশর্ম্মা (শ্রাদ্ধকর্ত্তার নামগোত্র
উল্লেখ্য) কুঠেহস্মিন্ একোদ্বিধিশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈশ্বণ্যং জাতং তদ্বোষপ্রশমনায়
ত্রিবিষ্ণুস্মরণমহং করিষো ও' তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি পাঠান্তে এতৎ
কর্ম্মকলং ত্রিকুশায় অর্পণমন্ত্ৰ, ও' অজানাৎ ইত্যাদি ও' বদসাজং কৃতং কর্ম্ম
ইত্যাদি, ও' প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্স ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অবশেষে শ্রাদ্ধ-
মিদং সাক্তং জাতম্ প্রত্ন করিবে। পুরোহিতও ‘বেদবিধিনা সাক্তং জাতং’
বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধশেষ দ্রব্য ভোজন করিবে।

মজ্জিম-আভ্যুদয়িক প্রাক্ক

পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া প্রদীপ জালিয়া কুশাঙ্গুরী ধারণ পূর্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া নারায়ণাদিকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চনা করত অধিবাসের পুণ্যাহাদি বাচন করিবে, সংস্কার তিন কার্যে অধিবাস নাই। যথা—“ও কৰ্তব্যেহ্মিন্ শুভ-অমুককৰ্ম্মাদৌভূতগণপত্যা-নানা-দেবতাবষ্টী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্বক-শুভ-গন্ধাঙ্ঘ্রিধিবাসনকৰ্ম্মনি ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত” (পুত্র বা কন্তার সংস্কারকৰ্ম্মে অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ বা অমুকগোত্রায়া মৎকন্তায়া অমুকীদেব্যাঃ শুভামুককৰ্ম্মাদৌভূত ইত্যাদি পাঠ্য) তিনবার বসিয়া ঐরূপে স্বস্তি ও স্বস্তিবাচন. স্বস্তিস্তুতপাঠ, সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক সান্নিধ্যকল্পনাস্তে সঙ্কল্প করিবে. বাক্য যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (সৌরবিহিত সংস্কারাদি কার্যে সৌরমাস ও রাশ্যল্লেক্ষ কৰ্তব্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা (পরার্থে অমুক-গোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণঃ পাঠ্য) শুভামুককৰ্ম্মাদৌভূতগণপত্যা-নানাদেবতা-বষ্টী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্বক-শুভ-গন্ধাঙ্ঘ্রিধিবাসনকৰ্ম্মাহং করিষ্যে” (পরার্থে করিষ্যামি)। পরে সঙ্কল্পস্তুত পাঠ করিয়া পূর্বমুখে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, মৎস্তাদি দশাবতার ও বিষ্ণুর পূজা করিয়া বটশাখার মূলে ঘটস্থাপনা পূর্বক তাহাতে বা শালগ্রাম-শিলার বষ্টী ও মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিবে, যথা—সামান্ধার্য্য হইতে মাতৃকা-স্তাস, প্রাণাস্তাস, করাজস্তাস পর্য্যন্ত করিয়া ধ্যানাস্তে “ও বষ্টীদেবৈব্য নমঃ” মন্ত্রে উপচার দিবে। পরে উক্ত প্রণালীতে মার্কণ্ডেয়পূজা করিয়া অধিবাস কৰ্তব্য, যথা—বামভাগে পুত্র বা কন্তাকে পূর্বমুখে বসাইয়া এক একটি মন্ত্র পাঠাস্তে প্রথমে নারায়ণ বা ঘট স্পর্শ, পরে ভূমি স্পর্শ, অবশেষে সংস্কার্য্যাকে স্পর্শ করাইয়া প্রশস্তপাঙ্গে অবশিষ্ট রাখিবে। মন্ত্র যথা—তৈল-হরিদ্রা—“ও কোহনি কতমোহসি কটেশ্ব হা কার হা স্তম্বোক স্তম্বল সত্য রাজন্ অনরা তৈল-হরিদ্রয়া অস্ত বা অস্তাঃ শুভাধিবাসনমস্ত।”

গন্ধ—ও গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্পাং করৌষীম্। ঈশ্বরীং সর্ব-ভূতানাং তামিহোপহ্বরে শ্রিয়ম্। অনেন গন্ধেন ইত্যাদি।

পুষ্প—ও পুষ্পং রত্যাং। অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি।

মহা—ও ভূরসি^১ ভূমিরস্তদিতিরসি বিশ্বায়া বিশ্বস্ত ভুবনস্ত ধর্ষী। পৃথিবীং যচ্চ পৃথিবীং দৃশুংহ পৃথিবীং মাহিশুংসীঃ। অনরা মহা।

গন্ধ—ওঁ গন্ধদ্বারামিতাদি । অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ।

শিলা—ওঁ প্রপর্কতন্ত বৃষতন্ত পৃষ্ঠারাবন্তরন্তি বসিচ ইয়ানাঃ । তা আব-
বৃজ্রধরা গুদন্তা অহিং বধ্যামনুরৌরমাণাঃ । বিকোষিক্রমণমসি বিকোষিক্রান্তমসি
বিকোঃ ক্রান্তমসি । অনয়া শিলয়া ।

ধাত্ত—ওঁ ধাত্তমসি ধিহুহি দেবান্ ধিহুহি বজ্রং ধিহুহি বজ্রপতিং ধিহুহি
মাং বজ্রন্তম্ । অনেন ধাত্তেন ।

দূর্জা—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পক্রবঃ পক্রবম্পরি । এবানো দূর্জে
প্রতমু সহস্রেন শতেন চ । অনয়া দূর্জয়া ।

পুষ্প—ওঁ শ্রীচ তে লক্ষ্মীচ পত্ন্যা অহোরাভে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমধিনো
ব্যাভুঃ । ইক্ষরিশাণামুশ্ব ইষাণ সর্কলোকশ্ব ইষাণ । অনেন পুষ্পেণ ।

ফল—ওঁ বাঃ ফলিনীর্থা অকলা অপুষ্পা যান্ত পুষ্পিনীঃ । বৃহস্পতি-
প্রমৃতান্তা নো মুকুত্ব গুংহসঃ । অনেন ফলেন ।

দধি—ওঁ দধিক্রাবো অকারিষং জিকোরবন্ত বাজিনঃ । সুরভিনো
মুধাকরৎ প্রণ আযুগুংষি তারিষৎ । অনেন দধা ।

ঘৃত—ওঁ তেজোহসি শুক্রমন্ত্রমৃতমসি ধামনামাসি । প্রিয়ং দেবানামনামৃষ্টং
দেবযজনমসি । অনেন ঘৃতেন ।

শস্তিক—ওঁ শস্তি ন ইক্সো বৃহত্শ্বা ইত্যাদি । অনেন শস্তিকেন ।

সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোবিষ প্রাধ্বনে শূষনাসো বাতপ্রমিঃ পতয়ন্তি বহ্নাঃ ।
ঘৃতন্ত ধারা অরুধো ন বাজী কাষ্ঠাভিনন্দনশ্চিভিঃ পিষমানঃ । অনেন
সিন্দূরেণ ।

শম্ব—ওঁ প্রতিশ্রুৎ কারা অর্জুনং ঘোষায় ভষমনস্তায় বহ্বাদিনমনস্তায়
মুকুতঃ শম্বারাদম্বরাধাতং মহসে বীণাবাদং কোশায় তুণ বধ্যমবরম্পরায়
শম্বধ্বং বনায় বনপদনাভোহবণায় দ্বাবপম্ । অনেন শম্বেন ।

বজ্রল—ওঁ সমিদ্ধো অরন্ কৃষরং বতীনাং, ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিষমানঃ ।
বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বন্ধি প্রিয় মাসধম্ । অনেন
অজ্ঞেন ।

রোচনা—ওঁ যুগন্তি ব্রহ্মবক্রবঃ চরন্তঃ পরিতকুবঃ । রোচন্তে রোচনা
দিবি । অনয়া রোচনয়া ।

সিদ্ধার্থ—ওঁ রক্ষোহণো বো বল্গহনঃ প্রোক্ষামি বৈকবান্ রক্ষোহণো
বো বল্গহনোহবনরামি বৈকবান্ । রক্ষোহণো বো বল্গহনোহবল্গপামি

বৈকবান্। বক্ষোহণৌ বাং বঙ্গহনা উপদধামি বৈকবৌ। বক্ষোহণৌ বাং বঙ্গহনৌ পর্য্যাহামি বৈকবৌ বৈকবমসি বৈকবাঃ স্ব। অনেন সিদ্ধার্থেন।

কাঞ্চন—ও স্বর্ণবর্ণঃ স্বাহা ও স্বর্ণকঃ স্বাহা ও স্বর্ণকঃ স্বাহা ও স্বর্ণ-
জ্যোতিঃ স্বাহা ও স্বর্ণসূৰ্য্যঃ স্বাহা। অনেন কাঞ্চনেন।

রৌপ্য—ও দৃশানোরুহ উৰ্য্যা ব্যতৌদুর্মর্ষমায়ুঃ। শ্রিয়ে কচানঃ।
অগ্নিরমৃতোহভবদ্বরোতিষ্ঠো রজনয়ং সুরেতাঃ। অনেন রজতেন।

তাম্র—ও অসৌ বস্ত্রো অরুণ উত বক্রঃ স্তম্ভলঃ। যে চৈনশুং কজা
অভিতো দিসু শ্রিতাঃ। সহস্রশো বৈবাণ্ডং হেড়ঈমহে। অনেন তাম্রেণ।

চামর—ও বাতো বামনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রেহম-
বুধশুংস্তে অশ্বিনু জবমাদধুঃ। অনেন চামরেণ।

দর্পণ—ও আকৃষ্ণেন রজসা বর্ভমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক। হিরণ্য-
য়েন সবিতা রথেনা দেবো বাতি ভুবনানি পশুন্। অনেন দর্পণেন।

দীপ—ও মনোজুতিজুঁষতামাজ্যস্ত বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোয়রিষ্টং যজ্ঞশুং
সমিমং দধাতু। বিশ্বদেবাস ইহমাদয়স্তা মে। প্রতিষ্ঠ। অনেন দীপেন।

প্রশস্তপাত্র—ও প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অমৃপদস্তমৃপদে ত্বা (সম্পদসি
সম্পদে ত্বা) তেজোহসি তেজসে ত্বা। অনেন প্রশস্তপাত্রেণ।

সূত্রবন্ধনমন্ত্র—ও সূত্রামাণং পৃথিবীং জ্ঞামনেহসং সূত্রমাণমদ্বিতিং
সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্ববিজ্ঞা মনাগসমস্তবন্তী মাক্রহে মা স্তুয়ে।

অনন্তর সগণেশগৌর্যাদিষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধের
পুণ্যাহাদি বাচন ও সঙ্কল্প করিবে। পুণ্যাহাদিবাচন যথা—“ও কর্তব্যেষু
অমুককর্ম্মাত্মাদয়ার্থং (পরার্থে অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্তামুকদেবশর্ম্মণঃ বা অমুক-
গোত্রায়া মৎকন্যায়া অমুকোদেব্যাঃ শুভ-অমুকামুককর্ম্মাত্মাদয়ার্থং) সগণাধিপ-
গৌর্যাদিষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোধারীসম্পাতনামুদ্যানুত্তমপাত্মাদয়িকশ্রাদ্ধ-
কর্ম্মসু ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্তু” এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া এবং স্বাহা ও
স্তুতিবাচন করিয়া স্তুতিমুক্ত ও ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি দ্বারা দেবতাসামিধ্য
কল্পনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—“অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাত্মাদয়ার্থং
সগণাধিপ-গৌর্যাদি-ষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোধারীসম্পাতনামুদ্যানুত্তমপাত্মা-
দয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং ক্রিয়ামি।” পরার্থে ‘করিষ্যামি।’ সঙ্কল্পমুক্ত-পাঠান্তে
গণেশ ও ‘গৌর্য্যে যাত্রে নমঃ’ ‘পদ্মার্টে যাত্রে নমঃ’ ইত্যাদিরূপে ষোড়শ
মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দান করিবে। ষোড়শমাতৃকা যথা—গৌরী,

[L]

পদ্মা ২, শচী ৩, মেধা ৪, সাবিত্রী ৫, বিজয়া ৬, জয়া ৭, দেবসেনা ৮, স্বধা ৯, বাহা ১০, শান্তি ১১, পুষ্টি ১২, ধৃতি ১৩, তুষ্টি ১৪, আত্মদেবতা ১৫, কুলদেবতা ১৬। কুলদেবতার নমস্কারমন্ত্র যথা—“ওঁ মৎকুলে দেবতা স্বং হি কুলালঙ্কারভূষিতে। কুলশ্রেষ্ঠো ভবিত্যামি স্বংপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরী ॥”

বসুধারাপাতবিধি যথা—ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব বা উত্তর দিকে গোময়লিপ্তভিত্তিতে নাভিপ্রমাণ উর্দ্ধে ৭টি সিন্দুরের তিলক, তদুর্দ্ধে হরিজ্ঞা দ্বারা একটি অর্ধচন্দ্র, তদুর্দ্ধে সিন্দুরপুস্তলিকা আঁকিয়া স্তম্ভধারা মূল পর্য্যন্ত পাতিত করিবে। প্রত্যেক ধারাপাতে মন্ত্র পাঠ্য। মন্ত্র যথা—“ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্ দেবতা সবিভা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ। কামধুকঃ।” অনন্তর উপবেশন পূর্বক “ওঁ চেদিরাজ বসো ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি করত “ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রণামমন্ত্র যথা—“ওঁ চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। কুংপিপাসানুদে দাস্ত চেদিরাজ নমোহস্ত তে ॥

আয়ুষ্যমুক্ত যথা—ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্তৎ রাগম্পোষমৌদ্ভিদম্।

ইদং হিরণ্যং বর্চস্ব জৈত্বায়াবিশুমাং ॥

ওঁ ন তদ্রক্ষাৎসি ন পিণাচাস্তরস্তি দেবানামোজঃ প্রথমজৎ ছেতৎ। যো বিতর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স দেবেষু কণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। স মনুষ্যেষু কণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। ওঁ যদাবধনু দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় স্তমনস্তমানাঃ। তন্ম আবধ্নামি শত শারদায়ামুমান্ জরদষ্ট্রিযথাসম্। ওঁ চেদিরাজ বসো কামস্ব বলিয়া বিসর্জন করিবে।

বুদ্ধিশ্রদ্ধা।—শ্রদ্ধকর্তা পূর্বমুখে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুশাঙ্গুরীয়া পরিধান করিয়া কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পাঠান্ত্রে ভোজ্যেৎসর্গের জন্ত ১টি, বাস্তপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর, গঙ্গা ও ভূস্বামীর জন্ত এক একটি ভোজ্য সাজাইয়া একেবারে অর্চনা করিয়া লইবে, যথা—“ওঁ এতেভ্যঃ সস্তুতোপকরণামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে তিনবার জলপ্রোক্ষণ, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সস্তুতোপকরণামান্নভোজ্যেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ ত্রিবিম্বে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে যথাবধ অর্চনা করিয়া উপুড় হাতে ভোজ্য ধরিয়া উৎসর্গ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদভ্যাসুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্বরে (সৌরকৃত্যমাভে) সৌরমাস রাত্যন্তেধ বিহিত,

অজ্ঞ নহে) অমুকে পক্ষে অমুকতির্থো (বার্ধে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা)
 (পরার্থে অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মানঃ) অমুককর্মাভ্যাদমার্থঃ অমুক-
 গোত্রায়া নান্দীমুখ্যা। মাতৃঃ অমুকীদেব্যাঃ (প্রতিনিধিস্থলে অমুক-
 গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণো মাতৃরমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি প্রকারে উল্লেখ
 হইবে) অমুকগোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া
 নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত পিতৃঃ
 অমুকদেবশর্মানঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্মানঃ
 অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্মানঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দী-
 মুখস্ত মাতামহস্ত অমুকদেবশর্মানঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত প্রমাতামহস্ত
 অমুকদেবশর্মানঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকদেবশর্মান
 আভ্যাদমিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতৃরমুকীদেব্যাঃ এবং
 পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ পিতৃঃ পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতা-
 মহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তাক্ষয়শর্গকাম ইদং সব্বতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু-
 দৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” পরে “ভোজ্যমিদং
 শ্রীবিষ্ণুদৈবতং” মন্ত্রে প্রত্যাশ্রয় করিয়া দক্ষিণাধিক্য পড়িবে, যথা— ‘অন্তেষ্যাদি
 শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসম্বতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যত্বাৎ
 দক্ষিণাস্তং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং
 দদানি।’ অচ্ছিদ্রাবধারণ—“ওঁ কৃতৈতৎ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্ম-
 ছিদ্রমস্ত।” (ওঁ অস্ত প্রতিধাক্য)। ব্রাহ্মণাসন—উত্তরমুখে বসিয়া বামভাগে
 প্রথমে দেবপক্ষীয় ২ পাত্র, তদন্তরে মাতৃপক্ষীয় ২ পাত্র, তদন্তরে পিতৃপক্ষীয়
 ২ পাত্র, তদন্তরে মাতামহপক্ষীয় ২ পাত্র সজ্জিত করিয়া প্রত্যেক পাত্রে এক
 একটি ত্রিপত্র ও দুইগাছি কুশ দিবে। ৮টি ব্রাহ্মণকে পূর্বাভিমুখে “ওঁ সহস্র-
 শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং। স ভূমিঃ সর্বতঃ স্পৃহা অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্”
 মন্ত্রে স্নান করাইয়া “ওঁ গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্ণাঃ করীষিণীম্।
 কেশরীঃ সর্বভূতানাং তামিহোপহস্মরে ত্রিষম্।” মন্ত্রে চন্দনামূল্যেপন পূর্বক
 ‘এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ ইত্যাদিরূপে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,
 তাবুল দ্বারা পূজাস্তে দৈবে দুইটি, মাতৃপক্ষে ২টি, পিতৃপক্ষে ২টি, ও
 মাতামহপক্ষে ২টি ব্রাহ্মণ পশ্চিমাগ্র করিয়া দর্ভমূল্যাসনে স্থাপন করিবে।
 বাস্তপূজা—“এষ গন্ধঃ ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ, এতৎ পুষ্পঃ, এষ ধূপঃ, এষ
 দীপঃ, এতৎ সব্বতোপকরণামান্নভোজ্যং, ইদমাচমনীয়ং, এতৎ তাবুলম্,

প্রণামমন্ত্র।—“ও সর্বে বাস্তবরা দেবাঃ সর্বে বাস্তবরাঃ জগৎ। পৃথীধরস্ত
বিজ্ঞেরো বাস্তবদেব নমোহস্ত তে।” বিষ্ণুস্মরণ—“ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং”
ইত্যাদি মন্ত্রে করিয়া ‘এতৎপাণ্ডং ও যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ’ এইরূপে
‘এষোহর্ষঃ, এতদাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, এতৎ বজ্রং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং,
এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতচ্ছ্রাদ্ধীরাগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামারভোজ্যঃ যজ্ঞেশ্বরায়
শ্রীবিষ্ণবে নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া ‘ও নমো ব্রহ্মণাদেবায়’ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম
পূর্বক “ও গঙ্গাটৈ নমঃ” মন্ত্রে গঙ্গাপূজা করত “এতৎ শ্রাদ্ধীরাগ্রভাগ-সম্বতোপ-
করণামারভোজ্যঃ ও” এতদ্ভূত্বামিপি তৃত্বো নমঃ।” মন্ত্রে ভোজ্য দিবে। পরে
দৈবে কৃতাজ্জলি-পুটে ‘ও কুরুক্ষেত্রেত্যাদি’ ও তদ্বিষ্ণোঃ’ ইত্যাদি পাঠান্তে “ও
স্বাগতং ভবত্ব্যাম্” মন্ত্রে স্বাগতগ্রন্থ (ও স্বাগতম্ প্রতিবাক্য) ও “ও সিদ্ধে
ইমে আসনে অত্রাস্ততাম্” মন্ত্রে আসন নির্দেশ (ও আস্যতাম্ প্রতিবাক্য)
করিয়া ‘ও পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ’ মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীরা
দ্রব্য প্রোক্ষণ করত গায়ত্রী ও ‘ও’ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাবোধিত্য
এব চ। নমঃ পুট্টে স্বাহাটৈ নিত্যমেব নমো নমঃ’ মন্ত্র তিনবার জপ
করিয়া অমুজা লইবে, যথা—“বিষ্ণুরাম্ তৎসমস্তামুকে মাসি অমুকরাশিহে
ভাঙ্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্ষণঃ
সুভামুককর্মাভ্যাদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ এবং
পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ পিতৃঃ পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত
প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধে কর্তব্যো ও বহুসত্যয়ো-
বিশেষাং দেবানামাভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণরোরহং করিষ্যে।” (ও কুরুষ
প্রতিবচন) দেবপক্ষে ব্রহ্মোহম্ জলস্থাপন সর্বসম্মত নহে। পরে মাতৃপক্ষে
দৈববৎ—উপবীতী ও পাতিতদক্ষিণজামু হইয়া কুরুক্ষেত্রেত্যাদি, তদ্বিষ্ণোঃ
ইত্যাদি পাঠ, স্বাগতগ্রন্থ, আসন নির্দেশ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল প্রোক্ষণ,
গায়ত্রী, দেবতাভ্য ত্রিধা পাঠান্তে অমুজা লইবে, যথা—“অন্তেত্যাদি অমুক-
গোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্ষণঃ অমুককর্মাভ্যাদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া
নান্দীমুখ্যা মাতুঃ এবং পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-
ব্রাহ্মণরোরহং করিষ্যে।” (ও কুরুষ প্রতিবচন) ব্রহ্মোহম্ জল ব্রাহ্মণ-শিরোদেশে
স্থাপিত পাত্রে “ও ব্রহ্মোহম্ যদক যদসি অস্মি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মাং কুরু” মন্ত্রে স্থাপন
করিবে। ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাক্রমে যথাযথভাবে নাম-
গোত্র উল্লেখ করত অমুজা লইয়া ব্রহ্মোহম্ জল স্থাপন করিবে।

আসনদান।—দৈবে অমুস্তান বামহস্তে ত্রিপত্র আসন দুইটি ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ বহুসত্যো বিশ্বদেবা এতে বো দৰ্ভাসনে নমঃ।” আসনদানান্তে অঙ্গপুৰ দিয়া অমন্ত্রক ব্যবিকিরণ করিবে। মাতৃপক্ষে পূর্ববৎ আসন ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এবং পিতামহি প্রপিতামহি এতে তে দৰ্ভাসনে নমঃ।” নিবেদন পূর্বক গণ্ডুষজল দানান্তে “ওঁ যজ্ঞধরো হব্য-সমস্তকব্যতোক্তাহব্যয়াত্মা হরিবীশরোহত। তৎসন্নিধানাদপযাঙ সন্তো রক্ষাংস্তশেবাণ্যামুরাশ্চ সৰ্কে। ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে ব্যবিকিরণ করিবে। ঐক্লপ পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে বিত্তিন্ন নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্বক নিবেদন করিবে এবং অঙ্গদান, ব্যবিকিরণ পূর্ববৎ মন্ত্রে কর্তব্য।

আবাহন।—যব হস্তে “ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে” মন্ত্রে অমুস্তা লইয়া (ওঁ আবাহন প্রত্যাহার) “ওঁ বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ এদং বর্হি-নিধীদত। ওঁ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অস্তুরিক্ষে য উপজ্যবিস্ত য়ে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজ্ঞজা আসজ্যাম্বিন্ বর্হিষ মাদয়ধ্বম্। ওঁ ওষধয়ঃ সমবস্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যন্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তুং রাজন্ পাররামসি” মন্ত্রে আবাহন পূর্বক অমন্ত্রক যব বিকিরণ করিবে। পিতৃপুরুষের নিয়োক্ত মন্ত্রে একযোগে আবাহন কর্তব্য, যথা—যব হস্তে “ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃনাবাহয়িষ্যে।” (ওঁ আবাহন প্রতিবচন) অমুস্তা লইয়া কৃতাজ্জলিপুটে “ওঁ উশরুত্বা নিধীমহ্যশস্তঃ সমিধীমহি উশরুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ হবিষে অস্তবে। ওঁ আয়ান্ত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিহাত্তাঃ পথিভিদেবযানৈঃ। অম্বিন্ যজ্ঞে পুত্যা মদস্তোহধিক্রবস্ত তে অবস্থম্বান্, “ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।” বলিয়া ৬টি পাত্রে যব ছড়াইয়া দিবে।

অর্ঘ্যস্থাপন।—ব্রাহ্মণাসনসমীপে উত্তরাগ্র কুশোপরি দৈবপক্ষে ২টি পাত্র, মাতৃপক্ষে ৩টি, পিতৃপক্ষে ৩টি ও মাতামহপক্ষে ৩টি পাত্র পাতিয়া তাহাতে “ওঁ পবিত্রে স্তো দৈকব্যো” মন্ত্রে নথ ব্যতিরেকে প্রাদেশ- (বিস্তৃত অমুষ্ঠাগ্র হইতে তর্জনির অগ্র পর্য্যন্ত) প্রমাণভাবে ছেদন করিয়া বাম হস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তে গৃহীত কুশবারি দ্বারা “ওঁ বিক্ষোম'নসা পূতে হঃ” মন্ত্রে শোধন করত পূর্বস্থাপিত এক একটি পাত্রে রাখিয়া “ওঁ শরো দেবীর-তিষ্ঠৈ আপো ভবন্ত পীতরে শং বোরতিস্ববস্ত নঃ” মন্ত্রে স্নান করাইবে। এই-রূপ ১১টি পবিত্রেই কর্তব্য। পরে দেবপক্ষীর অর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ে ওঁ ‘ববোহসি

ববরাশ্বেষো ববরাশীঃ' মন্ত্রে বব দিয়া "ওঁ ববোহসি সোমদেবভ্যো গোষবো দেবনির্মিতঃ । প্রমত্তিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্য নানীমুখান্ পিতৃন্ লোকান্ ক্রীণাহি নঃ স্বাহা" মন্ত্রে অপরাপর নয়টি পাত্রে বব দিবে । অনন্তর প্রত্যেক পাত্রে অমন্ত্রক অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া কুশাস্তর দ্বারা আচ্ছাদন করত অমৃত্যু লইবে, যথা—দৈবে—“ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাং” (ওঁ স্তাং প্রতিবচন) উদঘাটন পূর্বক 'ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রঃ নমঃ' মন্ত্রে দুইটি ব্রাহ্মণে পবিত্রঘর্য্যর্পণ, 'ওঁ জলাস্তরং নমঃ' মন্ত্রে পাত্ৰাস্তরীয় জল দান, 'ওঁ পুষ্পাস্তরং নমঃ' মন্ত্রে অমৃত পুষ্প দান, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্রদ্বয় আচ্ছাদন করত "ওঁ বা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূব্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্ষাঃ । হিরণ্যবর্ণা বজ্রয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সংশ্রোনাঃ সুহবা ভবন্ত" মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমন্ত্রিত করিবে । পরে ভূমিতে স্থাপন পূর্বক বামদ্বারক দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্য লইয়া "বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যো বিশ্বেদেবা এতো বো-হর্ঘ্যো নমঃ" মন্ত্রে দুই ব্রাহ্মণ এক একটি অর্ঘ্য দিবে । এইরূপ সকল পক্ষেই কর্তব্য । মাতৃপক্ষে অমৃত্যু যথা—“ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্তর্দপাত্ৰাণি সন্ত” (ওঁ সন্ত প্রতিবচন) উদঘাটন, ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রদান, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দান, শিরঃ প্রভৃতি পূজা পূর্বক পূর্বোক্তমন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমন্ত্রিত করিয়া উৎসর্গ করিবে । মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নানীমুখি মাতরমুকীদেবি এষ বোহর্ঘ্যো নমঃ । অন্তান্ত অর্ঘ্যদান ও অন্তপক্ষীয় অর্ঘ্যদান একই প্রকার । কেবল নাম, গোত্র, সম্বন্ধোল্লেক পৃথকভাবে করিতে হয় । সকল অর্ঘ্যদানান্তে অর্ঘ্যপাত্রের সংসদজল প্রথমপাত্রে (মাতৃপাত্রে) রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত বামপার্শ্বে কুশোপরি “ওঁ নানীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি” মন্ত্রে অধোমুখভাবে হ্রাস্তীকরণ করিবে ।—তদুপরি কুশ দ্বারা আচ্ছাদন কর্তব্য ।

গন্ধাদিদান ।—দৈবে—দুই ভাগে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র বামহস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যো বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ, ওঁ এষ বো গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ), ওঁ এতদ্বঃ পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং), ওঁ এষ বো ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ), ওঁ এষ বো দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ), ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)” মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে গন্ধাদি দিবে । পরে কৃতাজলিপুটে “ওঁ কঠৈতত্তগন্ধাদিদানকর্ম্মচ্ছিদ্রমন্ত” (ওঁ অস্ত, প্রতিবচন) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া মাতৃপক্ষে দুই ভাগে গন্ধাদি লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নানীমুখি মাতঃ অমুকি এবং পিতামহি প্রপিতামহি

এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ, ওঁ এব তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ)
ইত্যাদিরূপে দান করিয়া পূর্ব্ববৎ অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পিতৃপক্ষে
ও মাতামহপক্ষে গন্ধাদিদান—নাম, গোত্র, সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত
রীতিতে কর্তব্য। অবশেষে প্রত্যেকের অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। সামর্থ্যানু-
সারে, দৈবপক্ষে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যজ্ঞোপবীতদান বিধেয়।

অন্নদান।—কৃতাজ্জলিপুটে দৈবাদিক্রমে প্রত্যেকের অন্নজ্ঞা লইবে। “ওঁ
ভোজনপাত্রমহং পাত্যিষ্যে ?” (ওঁ পাত্র প্রতিবচন) “ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে ?” (ওঁ
কুরুষ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে সম্বৃত প্রক্ষালিত আমান্ন লইয়া অগ্নৌকরণ করিবে।
যথা—“ওঁ অগ্নে কব্যবাহনায় স্বাহা (একবার জলে তণুল ক্ষেপ) ওঁ সোমায়
পিতৃমতে স্বাহা” (দ্বিতীয়বার জলে তণুল ক্ষেপ) অমন্ত্রক দুইবার জলে তণুল
ক্ষেপিয়া দেবপাত্রে বারদ্বয়, মাতৃ প্রভৃতি পাত্রে বারত্রয় দিয়া পিণ্ডার্থ অবশিষ্ট
রাখিবে। দৈবাদিক্রমে উপর্য্যধঃস্থিত অধোমুখ দক্ষিণবামহস্তদ্বয়ে ধরিয়া
“ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং জ্যোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্ত মুখ অমৃতে অমৃতং জুহোমি
স্বাহা” এই মন্ত্রপাঠান্তে আমান্নাদি পরিবেশন পূর্ব্বক দৈবে—“ওঁ বিষ্ণো
হব্যং বক্ষস্ব বা ইদং বিষ্ণুর্বিজ্ঞমে ত্রৈণা নিদধে পদং সমুচ্চমস্ত পাংসুলে’
মন্ত্রে অগ্নৌপরি দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ নখম্পর্শরহিতভাবে স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক
যব দিবে। মাতৃপক্ষাদিতে ‘বিষ্ণো কব্যং বক্ষস্ব বা ইদং বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি
মন্ত্রে অনর্থ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন পূর্ব্বক ‘ওঁ অপহতা অসুরা বক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে যব-
দান কর্তব্য। দৈবে—অগ্নে দ্বত, মধু (অতাবে ইক্ষু শুড়) দিয়া গায়ত্রী ও ‘ওঁ মধু
মধু মধু’ মন্ত্র অপান্তে অগ্নৌৎসর্গ করিবে, যথা—বামহস্তে (অধোমুখ) দেব-
পাত্রদ্বয় ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যো বিধেদেবা এতদ আমান্নং দ্বতাহাপ-
করণসমৈতং সযবোদকং নমঃ।” বলিয়া জলের ছিটা দিবে, ব্রাহ্মণে
‘গণ্ডুবজলং বো নমঃ’ মন্ত্রে জল দিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিবে—“ওঁ ইদম্ আমান্নম্
ইমাঃ সযবা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌বতাঃ স্বদত।”
শেষে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ কর্তব্য। মাতৃপক্ষে—অগ্নে দ্বত,
মধু দিয়া গায়ত্রী ও ওঁ মধু মধু মধু মধু মন্ত্র পড়িয়া পাত্রদ্বয় ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্
অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকীদেবি পিতামহি প্রপিতামহি এতত্ত আমান্নং
দ্বতাহাপকরণসমৈতং সযবোদকং নমঃ।” ‘গণ্ডুবজলং তে নমঃ’ মন্ত্রে গণ্ডুবজল
দিয়া প্রত্যাঙ্গেশ করিবে, যথা—‘ইদমামান্নং ইমাঃ সযবা’ ইত্যাদি। শেষে
গায়ত্রী এবং মধু বাতা ও মধু মন্ত্র পাঠ্য। ঐরূপ প্রণালীতে পিতৃপক্ষে ও

মাতামহগণকে অন্নোৎসর্গ কর্তব্য। “ও অন্নহীনঃ ক্রিগাহীনঃ বিধিহীনঃ বদ্ভবেৎ। তৎসর্বমিদমচ্ছিন্নমন্ত” (ও অস্ত) মন্ত্রে অচ্ছিন্নাবধারণ করিয়া প্রাব্য পাঠ করিবে। যথা—গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি, “ও যজ্ঞমরো হব্য” ইত্যাদি “ও বোগীশ্বরম্ বাজবল্যং সম্পূজ্য মুনরোহকবন্। বর্ণাশ্রমেত্তরাণাম্রো ক্রহি ধর্মানশেষতঃ। ও মম্বত্রি-বিষ্ণুহারীত-বাজবল্যোশনোহদিরাঃ। যমাপত্য-সম্বর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস শম্ব-লিখিতা দক্ষগোতমো। শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকাঃ। ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্। ও দুর্ঘোষনো মন্যামরো মহাক্রমঃ স্বকঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চ শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী। ও যুধিষ্ঠিরো ধর্মমরো মহাক্রমঃ স্বকোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা মাজীশ্বর্তৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।” ও নমস্তাত্যঃ বিক্রপাশ্চ ইত্যাদি, ও সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি।

অগ্নিদগ্ধা-বিকিরদান।—দেবপিতৃপক্ষ মধ্যস্থানে পূর্বাগ্র কতিপয় কুশ পাতিয়া তদুপরি যবোদক দিয়া সর্ববিধ অন্ন কিম্বৎপরিমাণে লইয়া “ও অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা বাস্ত পরাং গতিম্। ও যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমন্তি। তত্পুত্রেষহং ভুবি দত্তমেষতং প্রসান্ত লোকান্ন সুখান্ন তদ্বৎ।” এই মন্ত্রদ্বয় ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর হস্তপ্রক্ষালন, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, দক্ষিণকর্ণস্পর্শ করিয়া কুশহস্তে মাতৃ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে “ইদমাচমনীরজলং ও তে নমঃ” মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণে, ইদমাচমনীরোদকং “ও বো নমঃ” মন্ত্রে আচমনীর-জল দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মধু মন্ত্র পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিবে, “ও শেবমন্নম-প্যস্তি ক দেবম্” (ও ইষ্টেভ্যো দৌরতাম্ প্রত্যাশ্রয়)

পিণ্ডদান।—“ও পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” (ও কুরুষ প্রতিবচন)। পরে ব্রাহ্মণসম্মুখে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বাগ্র চতুর্কোণ ৯টি মণ্ডল করিবে, মন্ত্র যথা—“ও নিহ্মসি সর্বং বদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্বৈহসুরদানবা মরা। ব্রহ্মাংসি যক্ষাঃ সগিণাচসজ্বা হতা মরা বাতুধানাশ্চ সর্বৈ।” “ও অপহতা অসুরা ব্রহ্মাংসি বেদিবদঃ” ও “ও নিহ্মসি সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে মণ্ডলমধ্যে দুইগাছি কুশাগ্র দ্বারা একটি উত্তরাগ্র রেখা করিবে। তদুপরি উত্তরাগ্র কুশ আশ্রয়ণ করিয়া কৃতাজলিগুটে “ও দেবতাভ্যঃ পিতৃতাশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে। ও অপহতা ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক রেখার বব

ବିକିରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବାମହସ୍ତେ ରେଖା ଧରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରେ ତତ୍ତ୍ୱପରି ସର୍ବବ ଜଳ ଦିବେ, ଯଥା—“ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍ ଅମୃକଗୋତ୍ରେ ନାନ୍ଦୀମୁଖି ଯାତଃ ଅମୃକୀଦେବି ଅବନେନିଷ୍ଠ ନମଃ ।” ଐକ୍ଷ୍ମ ପିତାମହୀ, ଅପିତାମହୀ, ପିତା, ପିତାମହ, ଅପିତା-
ମହ, ଯାତାମହ, ଅଯାତାମହ ଓ ବୃକ୍ଷପ୍ରଯାତାମହେର ନାମଗୋତ୍ର ଓ ସହକୋଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ
ଅତ୍ୟୋକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରେ ରେଖାର ଉପର ଅବନେଜନ ଦିବେ । ହତଶେଷ ପିଣ୍ଡେ ଯିନାହିଁ
‘ଓଁ ମଧୁବାତା’ ଓ ଯତାନ୍ତରେ ‘ଓଁ ଅକ୍ଷୟୀ’ ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ର ପାଠାନ୍ତେ “ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍ ଅମୃକ-
ଗୋତ୍ରେ ନାନ୍ଦୀମୁଖି ଯାତଃ ଅମୃକୀଦେବି ଏତନ୍ତେ ପିଣ୍ଡଃ ସର୍ବବୋଦକଃ ନମଃ” ଯନ୍ତ୍ରେ
ଦୈବତୀର୍ଥେ (ଅନୁଲୀର ଅଗ୍ରଭାଗ) ଅବନେଜନସ୍ଥାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଐକ୍ଷ୍ମ
ପିତାମହୀ ପ୍ରଭୃତିର ୮ଟି ପିଣ୍ଡ ଯଥାସ୍ଥ ନାମ-ଗୋତ୍ରାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରେ
ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପିଣ୍ଡସମୀପେ ପିଣ୍ଡଶେଷ ଛଡ଼ାହିଁ ପିତୃପକ୍ଷେ ଆତ୍ମୀୟ ପିଣ୍ଡା-
ଧାର କୁଶ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଲେପ ଲାଗିବା “ଓଁ ଲେପଭୂଜୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରଃ ପ୍ରିୟନ୍ତାମ୍”
(ଓଁ ପ୍ରିୟନ୍ତାମ୍ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ) ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ ଏକବାର ପିଣ୍ଡୋପରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପରେ
ହସ୍ତପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଆଚମନ ଓ ବିଷ୍ଣୁସ୍ମରଣ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରକୋପରି ବାମାବର୍ତ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳି ଘୁରା-
ହିବେ, ଯନ୍ତ୍ର ଯଥା—“ଓଁ ଅତ୍ର ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ ଯାଦୟନ୍ଧଃ ଯଥା ଭାଗମାବୁଷାୟନ୍ଧଃ ।”
ସ୍ନାନ ଧରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରେ ଉତ୍ତରମୁଖେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯଥା—“ଓଁ ଅମୀ ଯଦନ୍ତ
ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ ଯଥା ଭାଗମାବୁଷାୟନ୍ଧଃ ।” ପିଣ୍ଡପାତ୍ର-ପ୍ରକ୍ଷାଳନଜଳ ଅତ୍ୟୋକ୍ତ
ପିଣ୍ଡେ ଦିବେ,—“ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍ ଅମୃକଗୋତ୍ରେ ନାନ୍ଦୀମୁଖି ଯାତଃ ଅମୃକୀଦେବି ଏତନ୍ତେ
ଅତ୍ୟବନେନିଷ୍ଠ ନମଃ” ଏହିକ୍ଷ୍ମ ପିତାମହୀ ପ୍ରଭୃତି ୮ଟି ପିଣ୍ଡେ ଐ ଜଳ ଯଥାସ୍ଥ
ନାମ-ଗୋତ୍ରାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଦିବେ । ପରେ ନିବିରୋଧକ୍ଷଣ କରିବା କୃତାଞ୍ଜଳି
ହାରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ଯଥା—“ଓଁ ନମୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ
ରସାୟ, ଓଁ ନମୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରଃ ଶୋଷାୟ, ଓଁ ନମୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ
ପିତରୋ ଜୀବାୟ, ଓଁ ନମୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରଃ ପୂଷ୍ଟାୟ, ଓଁ ନମୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀ-
ମୁଖାଃ ପିତରୋ ମନ୍ୟାବେ, ଓଁ ନମୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ
ନମୋ ବଃ, ଓଁ ଗୃହାନ୍ତୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ ଦନ୍ତ, ଓଁ ଯଦୋ ବୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ
ପିତରୋ ଦେୟ ।” ଶୁକ୍ରବସନ୍ତଦଶାଜାତ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିବା “ଓଁ ଏତନ୍ତୋ ନାନ୍ଦୀମୁଖାଃ ପିତରୋ
ବାସଃ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ ଅତ୍ୟୋକ୍ତ ପିଣ୍ଡେ ଦିଆ ବାମ ହସ୍ତେ ଧରିବା “ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍ ଅମୃକ-
ଗୋତ୍ରେ ନାନ୍ଦୀମୁଖି ଯାତଃ ଅମୃକୀଦେବି ଏତନ୍ତେ ବାସୋ ନମଃ” ଇତ୍ୟାଦି ଏକାରେ
ବିଭିନ୍ନ ନାମ-ଗୋତ୍ର ଓ ସହକ୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ । ପରେ ଅମନ୍ତକ ପିଣ୍ଡ-
ପୂଜା କରିବା ପିତୃପୁରୁଷକେ ବନ୍ଧୁ, କୁତ୍ସ ଓ ଆଦିତ୍ୟରୂପ ଚିନ୍ତା କରତ ଡାହାଣିଗେର
ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟବେ ତେଜସ୍ବୀ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା କରିବେ । ପିଣ୍ଡାନ୍ତେ “ଓଁ ଶୁକ୍ରପ୍ରୋକ୍ତିତଯନ୍ତ୍ର” ଯନ୍ତ୍ରେ

(ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন) জলসেক, 'ওঁ শিবা আপঃ সন্ত' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে জলদান, 'ওঁ সৌম্যনস্তমন্ত' মন্ত্রে পুষ্পদান, 'ওঁ অক্ষতকারিষ্টেকান্ত' মন্ত্রে ববদান করিয়া অক্ষব্যোদকদান করিবে, যথা—বব, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল লইয়া "বিকুরোন্ম অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যা মাতরঃ অমুকীদেব্যোহস্মিন্ আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধে দত্তেনানেন অন্নপানাদিনা প্রীয়স্তাম্" (ওঁ প্রীয়স্তাং প্রতিবচন)। এইরূপ অপর ৮ পুরুষের নাম, গোত্র ও সম্বন্ধ প্রথমাঙ্কভাবে নির্দেশ করিয়া অক্ষব্যাদান করিবে। পরে "ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্ত।" (ওঁ সন্ত) "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাম্) বলিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে, যথা— "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়স্তাম্" (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যস্তাম্) "ওঁ নাতারো নোহতিবর্দ্ধস্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্বহ দেয়ঞ্চ নো অস্ত। অন্নঞ্চ নো বহ ভবেদতিথৌশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত যা চ যাচিস্ব কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। বেভ্যঃ সঙ্কলিতা ধিজ্যন্তেষামক্ষরা তৃপ্তিরস্ত (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন) ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্ত (ওঁ সন্ত প্রতিবচন) ওঁ পিতৃবর-প্রসাদোহস্ত" (ওঁ অস্ত্র প্রতিবচন)

পুষ্টিবাচন।—সাগ্র কুশপত্রঘরযুক্ত কতিপয় কুশ প্রত্যেক পিণ্ডোপরি দিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ নান্দীমুখীমাতৃর্বাচরিষ্যে" মন্ত্রে অনুজ্ঞাগ্রহণ (ওঁ বাচ্যতাম্ প্রতিবচন) পূর্বক "ওঁ নান্দীমুখ্যা মাতরঃ প্রীয়স্তাম্" মতান্তরে "নান্দীমুখীভ্যা মাতৃভ্যাঃ প্রীয়স্তাম্" ইত্যাদি (ওঁ প্রীয়স্তাম্ প্রতিবচন) "ওঁ উর্জঃ বহস্তীরমৃতং ঘৃতং পরঃ কৌলানং পরিষ্কৃতং পুষ্টয়ঃ স্ব তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৃন্" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জলসেক দ্বারা তর্পণ করিতে হয়। পরে "ওঁ পিতৃানি সম্পন্নানি" প্রব্রু করিয়া (ওঁ সুসম্পন্নানি প্রতিবাক্য) "ওঁ পিতৃানি গয়াং গচ্ছত" মন্ত্রে গয়ার দিকে কিঞ্চিৎ চালনা করিবে।

দক্ষিণাদান। মৃত্যুজ্ঞান পূর্বক জ্বালা, আমলক, আর্দ্রক ও বব দক্ষিণা লইয়া "অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত অমুক-দেবশর্ষণঃ শুভামুককর্মাভ্যাদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকী-দেব্যোঃ এবং পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ কৃতৈতদাভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধশর্ষণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামেতান্ জ্বাকামলক-মূল-ববান্ ত্রিবিধদেবতাকানার্চিতান্ অথবা দক্ষিণামিদং জ্বাকামলক-মূল-বব-মূল্যং ত্রিবিধদেবতং যথাসম্ভবগোত্র-মাত্রে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" এইরূপে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণাদান করিয়া দেবপক্ষে দক্ষিণাদান করিবে, যথা— "অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত অমুকস্ত

অমুককৰ্ম্মাত্মাদয়ঃ অমুকগোজারা নানীমুখ্য। মাতুঃ অমুকদেব্যাঃ এবং
 পিতামহাঃ এপিতামহাঃ পিতুঃ পিতামহন্ত এপিতামহন্ত মাতামহন্ত এমাতা-
 মহন্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহন্ত আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে বসুসত্যরোবিশেষাং দেবানাং
 কৃতেতদাত্মাদয়িকশ্রাদ্ধকৰ্ম্মণঃ শ্রাদ্ধতর্ঘ্যং দক্ষিণাস্তং দ্রাক্ষামলকমূলববমূল্যং
 কাঞ্চনমূল্যং বা ত্রিবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোজনায়ে ত্রাঙ্কণায়াহং দদামি।”
 ‘ও বিশ্বেদেবাঃ প্রীযস্তাঃ’ বলিয়া প্রার্থনা কারলে পুরোহিত ‘ও প্রীযস্তাঃ’
 বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ‘দেবতাত্য’ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ত্রিপত্র দ্বারা
 প্রত্যেক ত্রাঙ্কণকে “ও বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত-
 ঋতজ্জাঃ। অশ্ব মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিতিদেবষাটনৈঃ।” মন্ত্রে
 বিসর্জন পূর্বক ‘ও আমানাজশ্ব প্রসব’ ইত্যাদি মন্ত্রে জলধারা সহ ত্রাঙ্কণগণের
 অঙ্গুগমন করত “ও পিতা স্বর্গ” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃস্তুতি ও প্রণাম করিবে।

অন্নপ্রতিপত্তি—‘এতে গন্ধপুষ্পে ও অস্ত্রসে নমঃ’ মন্ত্রে জলপূজা করিয়া
 প্রত্যেক পাত্র হইতে কিছু কিছু আমোল লইয়া ‘যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়্যায়ৈ
 তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়মামোলম্ অস্ত্রসি সমর্পিতম্’ মন্ত্রে জলে নিক্ষেপ করিবে।
 ঐ পিণ্ডগুলিও ‘পিণ্ডান্তপি জলে সমর্পিতানি সন্তু।’ মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে।
 অতঃপর (বিশেষ-বিধি না থাকিলেও সামান্ত্রিক্যঃ সামবেদীয় শ্রাদ্ধে উক্ত)
 বৈশ্বণ্যশাস্তি করিয়া দীপাচ্ছাদন, হস্তকূশ ত্যাগ, সূর্য্যপ্রণাম, বৈশ্বণ্য-
 সমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ, কৰ্ম্মফলসমর্পণাদি উদীচ্যকৰ্ম্ম সমাপ্ত করিবে।

অপহৃতদীপ-শ্রাদ্ধপ্রকরণ

অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া।--প্রেতস্রপনাদি সমস্তই সামবেদীয়বৎ, কেবল প্রেতকে
 চিতায় পূর্বশিরা শয়ন করাইবে। পিণ্ডদানে বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে।

পিণ্ডদান

“ও অপহতানুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে নৈঋতকোণাবধি দক্ষিণাগ্র
 বামাবর্ত্তে চতুর্কোণ মণ্ডল করিয়া জল দ্বারা অত্যাঞ্জন পূর্বক তৎপরি দক্ষিণাগ্র
 কূশ পাতিয়া “ও শুক্লস্তাং প্রেতাঃ” এই মন্ত্রে কূশোপরি তিল জল দিয়া স্তুত, মধু,
 তিল,মোটকসংযুক্ত পিণ্ড লইয়া ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত (দ্রীলোক হইলে
 অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকীদেবি) অমুকদেবশর্ম্মনৈব তে পিণ্ডঃ সতিলোদক

উপতিষ্ঠিতাম্' মন্ত্রে রেখোপরিদান করিবে। পরে অমন্ত্রক পিণ্ডান্তরণকূশ দ্বারা করষর্ষণান্তে পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালন জন লইয়া "ও শুক্লভ্যাং প্রেতাঃ" এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। তদুপরি অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া পিণ্ডার্দ্ধ শবমুখে দান করিবে। পরে 'ও দেব ঞ্চাগ্নিমুখাঃ সর্কে হতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্ত' মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া 'ও কৃষা তু দ্রুতং কশ্ব' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেতমুখে অর্পণ কর্তব্য। অন্ত্যান্ত বিধি সামবেদীয়বৎ।

প্রেততর্পণ

"ও অপনঃ শোণচদধঃ" এই মন্ত্রে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দাহকারিগণ বামহস্তের অনামিকা দ্বারা জল আলোড়ন পূর্বক একবারমাত্র ডুব দিয়া আচমন পূর্বক বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণমুখে তিনবার বা একবার সতিল জলাঞ্জলি প্রেতের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ময়েতন্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব” অঞ্জলিত্রয় দানে অধিক ফল হইয়া থাকে বলিয়া তিন অঞ্জলি জলদানের ব্যবহার আছে। পরে পুনঃ স্নানাদি অন্ত্যান্ত কার্য্য সামবেদীয়বৎ করিবে।

অপ্তবেদিত্তি-পূরক-পিণ্ড দান

দুই প্রস্থতি (কোশ বা খাঁচলা) তুল আমপক করিয়া আচমন, দক্ষিণমুখ, বিকৃতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া জলসমীপে পিণ্ডস্থান পরি-
কার পূর্বক 'ও অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে নৈঋতকোণাবধি বামা-
বর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তাহা জল দ্বারা অত্যাঞ্জন
করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কূশ পাতিয়া "ও শুক্লভ্যাং প্রেতাঃ" মন্ত্রে তদুপরি সতিল
জল দিবে। পরে স্মৃত-মধু-তিলযুক্ত পিণ্ড লইয়া 'অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুক-
দেবশর্ম্মণ এষ প্রথমঃ পিণ্ডঃ পূরকঃ (মতান্তরে প্রথমঃ পিণ্ডঃ শিরঃপূরকঃ &
ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, শ্রী ভট্টাচার্য্যমতে
কেবল 'পূরকঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।) পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেব ছড়াইয়া পিণ্ড-
পাত্রপ্রক্ষালনজন লইয়া "ও শুক্লভ্যাং প্রেতাঃ" এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে।
উর্ধ্বাভ্যন্ত (মেষলোম-মূত্র) লইয়া "ও এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মানোতোহন্তং প্রেতা
যুঙ্ধবঃ" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিয়া বামহস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত

‘অমুকদেবশৰ্ম্মনৈতদ্ উৰ্ণাতত্তময়ং বাসভ্যামুপতিষ্ঠতাম্’ মন্ত্রে নিবেদন করিয়া
 স্নানপাত্রস্থ সঁতিল জল বাম হস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র
 প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মনৈতন্-স্নানপাত্রস্থ-সঁতিলোদকং ভ্যামুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে
 নিবেদন পূৰ্ণক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ড পূজা করিবে। পিণ্ডসংখ্যানুসারে
 জলপাত্র উৎসর্গ করিতে হয়। অতঃপর সাধংকালে আমপাত্রে “ও নীরায়
 নমঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চনান্তে “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মন
 এতৎ স্নানার্থং নীরং ভ্যামুপতিষ্ঠতাম্ অত্র স্নাহি” এই বলিয়া জলদানান্তে
 পানার্থে দুগ্ধ নিবেদন করিবে, যথা—“ও এতন্মৈ ক্ষীরায় নমঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও
 অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মন এতৎ
 পানার্থং ক্ষীরং ভ্যাম্ উপতিষ্ঠতাম্ ইদং পিব।” পরে কৃতাজলি হইয়া পাঠ
 করিবে, “ও শশানানলদহোহসি পতিত্যক্তোহসি বাক্‌টৈঃ। ইদং নীরমিদং
 ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব। ও আকাশস্থো নিরালস্থো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।
 অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব।” পরে পিণ্ড বাষ্পহীন হইলে
 জলে নিক্ষেপ করিবে।

কাকবলি

“ও যমদ্বারাবস্থিতনানাদিগ্‌দেশীয়বায়সেভ্যো নমঃ,” মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা
 বায়সপূজা করিয়া অন্নপিণ্ড দ্বারা বায়সবলি দিবে, যথ—“ও এতন্মৈ বলয়ে
 নমঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিয়া “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্রামুক-
 দেবশৰ্ম্মণস্তপ্তার্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানাদিগ্‌দেশীয়বায়সেভ্য এষ বলিনর্মঃ”
 মন্ত্রে নিবেদন করত কৃতাজলি হইয়া পড়িবে, যথা—“ও কাক স্বং যমদূতো-
 হসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্। যমলোকগতং প্রেতং ত্বং প্যামিতুমর্হসি।” “ও
 কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে। অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং
 ধর্ম্মরাজনি।”

অগ্‌ত্বেদি চতুর্দ্ধাক্ষাশাস্তি

‘অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে সূর্য্যোদয়ানন্তর প্রাঙ্গাধিকারী অবগাহন দ্বান,
 করিয়া মঙ্গলজনক—ঘৃত, গো, হিরণ্য, জল স্পর্শ করত অগ্নি প্রজালন পূৰ্ণক

ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইবে। যথা—“ওঁ কর্তব্যোহ্‌শ্মিন্ চতুর্দশান্তিকর্মণি
ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু।” এইরূপ “ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রবন্তু” “ওঁ স্বস্তি
ভবন্তো ব্রবন্তু” তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ যথাক্রমে ‘ওঁ পুণ্যাহং’ ‘ওঁ স্বস্তি’
‘ওঁ স্বস্ত্যাহং’ তিনবার বলিবেন। পরে ওঁ স্বস্তি নো মিমৌত। ইত্যাদি স্বস্তি-
সূক্ত পাঠ করিয়া চারিটি পাত্রে জল, তিল, তুলসী, ত্রিপত্র, পান ও সুপারি
দিয়া প্রথমপাত্রে হস্তক্ষেপ পূর্বক গায়ত্রীপাঠান্তে “ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়-
আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিশ্রবন্ত নঃ। ওঁ শোনা পৃথিবী নো ভবানুরুরা
নিবেশনী যক্ষানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ শোঃ শান্তিরন্তবিক্‌ শান্তিঃ পৃথিবী
শান্তিরাপঃ শান্তিরোষায়ঃ শান্তির্বনম্পতয়ঃ শান্তিঃ (বিশ্বদেবাঃ শান্তির্কৃচ্ছ
শান্তিঃ সর্কঃ শান্তিঃ) শান্তিরেব শান্তিঃ (সা মা শান্তিরেধি)।” পুনশ্চ
গায়ত্রীপাঠ। ১। পরে দ্বিতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রীপাঠান্তে “ওঁ শন্নো
দেবীঃ” ইত্যাদি “ওঁ আপো হি ঠা মন্নো ভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন। মহে রণায়
চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসন্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ। উপতীরিব মাতরঃ।
ওঁ তন্মা অবনমাম বো যন্ত কন্নায় ক্রিষথ আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ অন্নম্নো ন
সহোবাচ বিজ্ঞায়তেহাস্তি হিণ্যাসোপাত্তং গোহ্মানাং দাসীনাং প্রবরাণাং
পরিধানানাং মা নো ভবান্নহোরণঃ তস্তা উপর্য্যন্তাবদাত্তোহভুদিত্তি
স বৈ গোতমতীর্থেনেক্‌সা। ইত্যুপোষ্যাস্তরমিত্তি বাচাহমন্তেব পূর্বমুপয়ন্তি
সহো বাপায়নকর্ত্তা উবাচ সহোবাচ দেবেষু বৈ গোতম তহত্তবেষু মহুযাণাং
ক্রহি অহিনার্কসঃ। ওঁ দে স্ততী অশৃণবং পিত গামহং দেবানামৃত মর্ত্ত্যানাম্।
ভাত্যামিদং বিশ্বমেজ্জং সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতবঞ্চ।” পুনর্গায়ত্রীপাঠ। ২।
অতঃপর তৃতীয় শান্তিব পূর্বে বাম হস্ততলে শর্করা (খাব্‌রা) ও কুলখকলাই
লইয়া চর্কণ পূর্বক নিষ্ঠীবনক্ষেপ (থুথু ফেলিয়া) ও আচমন করিয়া তৃতীয়
পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে “ওঁ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা
রাতহব্য। শন্ন ইন্দ্রাপুষণা বাজসাতৌ শমিত্রাসোমা সুবিতায় শংষোঃ। ওঁ
শন্নো দেবীরগ্নয়ঃ পাবকাঃ শন্নো দিব্যা আপঃ পৃথিবীর্থা তন্মাদিব্যো বিশ্বদেবা
ভবন্তু নঃ শন্নঃ সন্ত যজ্ঞাঃ।” ওঁ শোনা পৃথিবীত্যাदि। ওঁ আপো হি ঠেতি।
ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি। ওঁ তন্মা অবনমাম ইতি। ওঁ শোঃ শান্তিরিত্যাदि।
ওঁ দৃতে দৃং হ মা মিত্রস্ত মা চক্ষুবা সর্কানি ভূতানি সমীকন্তাম্। মিত্রস্তাহং
চক্ষুবা সর্কানি ভূতানি সমীক্‌। মিত্রস্ত চক্ষুবা সমীক্‌মহে। “ওঁ দৃতে দৃংহ
মামিত্রস্ত” ইত্যাদি “সমীক্‌মহে” ইত্যন্ত পাঠান্তে জ্যোক্তে সন্‌শি জীব্যাসং

জ্যোৎস্নাং তে সন্নিধৌ জীব্যাসম্ । ওঁ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অর্চিষে ।
 অগ্নীংস্তে অশ্বত্থপত্ন্যং হেতরঃ পাবকো অশ্বত্থ্যঃ শিবো ভব । ওঁ নমস্তে অশ্বত্থ
 বিদ্যতে নমস্তে স্তনয়িত্ববে । নমস্তে ভগবন্নমস্তে যতঃ স্বঃ সমীহসে । ওঁ যতো
 যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু । শং নঃ কুরু প্রজাত্যোহভয়ং নঃ
 পশুভাঃ । ওঁ সুমিত্র্যান আপ ওষধয়ঃ সন্ত দুর্শিত্র্যাস্তশ্চৈব সন্ত যোহস্মান্
 দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিম্ব্যঃ । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছক্রমুচ্চবৎ । পশ্চেম শবদঃ
 শতং জীবো শরদঃ শতং শৃগুরাম শবদঃ শতম্ । ওঁ তদন্ত মিত্রাবকণায়া যুঞ্চস্বস্ত
 দেব্যো মানস্বা গৃহাতু বিধেদেবাস্বা গৃহাতুবিধেদেবাস্বরি জগাম । ওঁ গৃহা বৈ
 প্রতিষ্ঠাস্মকুং তৎ প্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদন্ত বিদুরৈঃ পবং পশুনা
 লভতে গৃহাণে বৈ জিগমিষ পশুনাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠতি । পুনর্গায়ত্রী পাঠ । ৩ ।
 চতুর্থপাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী ওঁ শম্মা বাতেন্দ্রজীব যস্মাৎ কোষাৎ পৃথিবী
 শান্তিরেব তে । যতোহস্মাৎজীবঃ পবমাস্মা স ইন্দ্রো বাহশোচমন্তঃশোচং
 দধাতু । ওঁ স্বস্তি নো তদ্বাতিষিকামি । ওঁ ভূভুবঃস্বস্ত্বাতিষিকামি ।
 ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ষেভ্যো ভূতেভ্যস্বরি জগাম । ওঁ ইন্দ্রঃ পুনীতী সহ
 মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরুণঃ সমীচ্যা । যমো রাজা প্রমৃণাতিঃ পুনাতু মা
 জাতবেদামৃজ্জয়ন্ত্যা পুনাতু । ওঁ যস্মাৎ কোষাৎ শতপাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্য চ
 কিঞ্চিদন্ত জাতস্ত যচ্চাপি চ বর্ধতো মে তৎ পাবমানৌভিরহং পুনামি ।
 ওঁ গোব্রাত্তস্করহাৎ শ্রাবধাদ্ যচ্চ কিঞ্চিষম্ । পাপকঞ্চ চবণেভ্যস্তৎপাবমানৌ-
 ভিরহং পুনামি । ওঁ অশ্বভ্রাতা দেবভ্রাতা গচ্ছ প্রদাতারং শতপাপমুগ্রমাবিশতি ।
 ওঁ দ্যৌঃ শান্তিবস্তুরিক্শং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
 শান্তির্কনম্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ । পুনর্গায়ত্রী । ৪ । সর্বপাত্রে
 জল একপাত্রে আনিয়া তাহা দ্বারা গৃহস্থিত সকল দ্রব্য প্রোক্ষিত
 করিবে ।

অগ্নেহি-ষোড়শদানপ্রস্তোত্র ।

অগ্নে ভূমিদান । যথা—আচমন করত করপুটে “ওঁ কুরুক্ষেত্রং
 গয়া গঙ্গা প্রভাস-পুষ্কবাণি চ । তীর্থাশ্চেতানি পুণ্যানি দানকালে ভব-
 দ্বিহ” ইহা পাঠ পূর্বক “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনার্যে প্রিয়দত্তার্যে
 এতদ্ভূম্যৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার ভূমি অর্চনা করত (ভূমি-মূল্যস্থলে “ওঁ এতশ্চৈ

সবস্ত্র-সমস্ত-সাধারণ প্রিয়দত্তভূমিমূল্যায় নমঃ ।”)—“এতে গন্ধপুষ্পে ও এতদধিপতয়ে দেবার ও ত্রীবিধবে নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ও ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে এবং বামহস্তে ভূমি ধারণ পূর্বক দক্ষিণ হস্ত মঙ্গল কোণার মধ্যে বাধিয়া ত্রিপত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্ষণোহশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্ষণঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোক-মোদমানস্কাম ইমাং সাচ্ছাদনাং প্রিয়দত্তাং ভূমং ত্রীবিষুদেবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি” বলিয়া দানীয় দ্রব্য জলের প্রক্ষেপ দিয়া উৎসর্গ করিবে । ‘অগ্নেত্যাদি’ হইতে ‘দ্বিতীয়েহহি’ পর্য্যন্ত সকল দানবাক্যেই উচ্চারণ ।

তৎপরে প্রত্যাদেশ করিয়া দক্ষিণা, যথা,—প্রথমতঃ গন্ধপুষ্প দ্বাবা দক্ষিণা-দ্রব্য অর্চনা করত ‘অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্ষণঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক মোদমানস্কাম ইমাং সাচ্ছাদনৈতদভূমি-দানকর্ষণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং ত্রীবিষুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি’ বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্য উৎসর্গ করিবে ।

আসন ।—প্রোক্ষণান্তে “এতে গন্ধপুষ্পে ও এতস্মৈ সাচ্ছাদনদার্কাসনায় নমঃ” (বিচিত্রাসনসমন্বিত হইলে বাক্যে “দার্কাসনসহিত-বিচিত্রাসনায় নমঃ” ইহা উল্লেখ্য, সর্বপ্রথমে প্রোক্ষণ কর্তব্য) আসন বাবস্ত্র অর্চনা, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবার ও উত্তানান্নিবসে নমঃ” অথবা ত্রীবিধবে নমঃ ইহা সর্বত্রই বলা যায় ও “এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত নিম্নোক্তরূপ বাক্যে আসন উৎসর্গ করিবে, যথা,—

“অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্ষণোহক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনদার্কাসনম্ উত্তানান্নিরোদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।”

দক্ষিণা—“অগ্নেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-দার্কাসন-দানকর্ষণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং ত্রীবিষুদেবতং—” প্রভৃতি ।

জল ।—“এতে গন্ধপুষ্পে ও এতস্মৈ সাচ্ছাদনভৈজসাধারণজলায় নমঃ” বাক্যে বারস্ত্র জলের অর্চনা করত বরুণাধিপতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূর্বরূপ অর্চনা করত নিম্নকথিতরূপ বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ষণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-
তৈজসসাধারণজলং বরুণদৈবতং—”প্রভৃতি ।

দক্ষিণা—“অন্তেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-তৈজসসাধারণ-জলদানকর্মণঃ সাক্ষ-
তার্থং” প্রভৃতি ।

বস্তু ।—প্রোক্ষণাস্তে “এতে গরুপুশ্পে ও এতশ্চৈ সাচ্ছাদনবস্ত্রায় নমঃ”
বাক্যে বস্তু অর্চনা পূর্বক অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদান-ব্রাহ্মণের পূজা করত
নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তা” প্রভৃতি “স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনং
বস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং—” ইত্যাদি প্রকার ।

দক্ষিণা ।—“অন্তেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-বস্ত্রদান-কর্মণঃ সাক্ষতার্থং—”
প্রভৃতি ।

দীপ ।—“এতে গরুপুশ্পে ও এতশ্চৈ সাচ্ছাদন-তৈজসসাধাব-দীপায় নমঃ”
বাক্যে দীপের অর্চনা পূর্বক অধিপতি বিষ্ণু ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের অর্চনা করত
নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিতে হয়, যথা—

“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ” ইত্যাদি বলিয়া “স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-তৈজ-
সাধারণদীপং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং—” ইত্যাদি প্রকার ।

দক্ষিণা ।—“অন্তেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-তৈজসসাধারণ-দীপদানকর্মণঃ সাক্ষ-
তার্থং—”প্রভৃতি ।

অন্ন ।—“এতে গরুপুশ্পে ও এতশ্চৈ সাচ্ছাদনসম্বতোপকরণতৈজ-
সাধারণামান্নায় নমঃ” বাক্যে অন্নের অর্চনা পূর্বক অধিপতি প্রজাপতি
ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করত নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিতে হয়, যথা—

“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ষণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-
সম্বতোপকরণ-তৈজসসাধারণামান্নং প্রজাপতিদৈবতং—”প্রভৃতি ।

দক্ষিণা ।—“অন্তেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-তৈজসসাধারণসম্বতোপকরণদান-
কর্মণঃ সাক্ষতার্থং—”প্রভৃতি ।

তাম্বূল ।—“এতে গরুপুশ্পে সাচ্ছাদন-তৈজসসাধারণতাম্বূলায় নমঃ” বাক্যে
তাম্বূলের অর্চনা পূর্বক অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করত
নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ষণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-
তৈজসসাধারণ-তাম্বূলং বৃহস্পতিদৈবতং—”প্রভৃতি ।

দক্ষিণা—“অদ্যোত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন তৈজসাধার-তাহ্নদানকর্মণঃ সাক্ষতার্থঃ—” প্রভৃতি ।

এই প্রকার ছত্র (অধিপতি উত্তানাদিরস দেবতা), গন্ধ (অধিপতি গন্ধর্বদেবতা), মালা (অধিপতি বনস্পতিদেবতা), ফল (অধিপতি প্রজাপতিদেবতা), শয্যা ও পাছকা (অধিপতি উত্তানাদিরসদেবতা), পূর্বকথিত নিয়মে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা দিবে ।

গো ।—ধেহু পূর্বমুখী রাখিয়া উক্ত প্রোক্ষণান্তে “এতে গন্ধপুষ্পে ও এতসৈ স্যাচ্ছাদন-ধেনবে নমঃ” বাক্যে বারতর অর্চনা করত পূর্ববৎ অধিপতি রুদ্র ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করিবে এবং নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

ওঁ বা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং বা চ দেবেষবস্থিতা । ধেহুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ দেবস্থা বা চ কদ্রাগী শঙ্করস্ত চ বা প্রিয়া । ধেহুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ বিষ্ণুর্ভার্কসি বা লক্ষ্মীর্থা লক্ষ্মীর্ধনদস্ত চ । বা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং সা ধেহুর্ভরদাহস্ত মে ॥ ওঁ চতুর্মুখস্ত বা লক্ষ্মীঃ স্বাহা বা চ (চৈব) বিভাবসোঃ । চন্দ্রার্কশত্রু-লক্ষ্মীর্থা ধেহুরূপাহস্ত সা প্রিয়ে ॥ ওঁ স্বধা স্বং পিতৃসজ্যানাং স্বাহা হব্যভূজো যতঃ । সর্বপাপহরা ধেহুস্তস্যাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে । ওঁ সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বদেবীময়ীস্তুথা । সর্বলোকনিমিত্তায় সর্বলোকমপি স্থিরম্ । প্রযচ্ছামি মহাতাগামকরায় শুভায় তাম্ ॥

“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইমাং স্যাচ্ছাদন-সবৎস-ধেহুং রুদ্রদেবতাকাং” প্রভৃতি ।

দক্ষিণা ।—অদ্যোত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-ধেহুদানকর্মণঃ সাক্ষতার্থঃ” প্রভৃতি (গোমূল্য হইলে ‘ধেহু’ স্থলে গোমূল্যের উল্লেখ কর্তব্য ।) অধিপতি বিহু । তৎপরে পূর্ববৎ অর্চনা ও বাক্য পাঠ পূর্বক কাঞ্চন (অধিপতি অগ্নি) ও রত্নত (অধিপতি চন্দ্র) দান পূর্বক দক্ষিণা দান করিবে । কাঞ্চনদানে রত্নত দক্ষিণা । অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধানাদি করিবে ।

গোমূলেবন্দি-স্বচেষাৎসর্গ

গোষ্ঠে বা পবিত্র ভূমিতে পূর্বোক্তরনিম্নস্থানে গোময় লেপন করিয়া বজ্রমান তিলক ধারণ ও নিধাবন্ধন, উত্তরীয় ও কুশাবুরীয় পরিধান

পূর্বক পূর্বমুখে আচমন করত স্মার্তমতে প্রথমতঃ পুণ্যাহাদি বাচনান্তে সঙ্কল্প কর্তব্য। সম্প্রদায়মতে প্রথমতঃ সঙ্কল্প করিয়া পুণ্যাহ-স্বস্তি-ঋদ্ধিবাচন বিহিত। পুণ্যাহাদিবাচন যথা—“ওঁ কর্তব্যোহশ্বিন্ সোপকরণ-বৎসতবী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু” তিনবার বলিলে ত্রাক্ষণগণ ‘ওঁ পুণ্যাহং’ তিনবার বলিবেন। ঐরূপ ‘ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রবন্তু’ ‘ওঁ ঋদ্ধিঃ ভবন্তো ব্রবন্তু’ মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিয়া নিম্নোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে। স্মার্তমতে সর্ববেদিসাধারণ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি পাঠ্য। মতান্তরে “ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা মশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতিরনর্কণঃ। স্বস্তি পৃষা অমুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি জ্যাবাপৃথিবী সূচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমঃ স্বস্তি ভুবনস্য ষম্পতিঃ। বৃহম্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ। বিশ্বেদেবা নো অজা স্বস্তয়ে বৈশ্বানবো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবসু-ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাতংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবকণা স্বস্তি পথ্যেরেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশাগ্নিচ্চ স্বস্তি নো অদিতে কুধি। স্বস্তি পশ্যামনুচবেম সূর্য্যচন্দ্র-মসাবিব। পুনর্দদতা যতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্তায়নং তাক্ষ্যমবিষ্টেনেমিঃ মহদভূতঃ বায়সং দেবতানাম্। অমুরগ্নিমিদ্রসখং সমৎসু বৃহদ্বশো-নাবমিবা-রুহেম। অংহোমুচমানিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যা ত্রেয়ং মনসা চ তাক্ষ্যং। প্রযত-পাণিঃ শবণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেষতয়ং নো অস্ত।” এইরূপ স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি দ্বাবা সান্নিধ্য কর্তব্য। কবত সঙ্কল্পবাক্য পড়িবে, যথা—উত্তরমুখে “ওঁ তৎসৎ অজ অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মাণোহর্শোচান্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ প্রেতলোকবিমুক্তি-পূর্বক-স্বর্গলোক-গমন-কামঃ সোপকরণবৎসতবী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি।” স্বার্থে করিষ্যে। প্রেতবৃষোৎসর্গ ব্যতিরিক্তস্থলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—“ওঁ যা গৃহ্মীনা সিনীবাণী যা রাক্ষা যা সবস্বতী। ইন্দ্রাণী মহা উতরে বরুণাণীং স্বস্তয়ে।” অতঃপর হবিঃ-অকরত্ব-কামনায় মহাভারত নামোচ্চারণের ও আচার্য্যের বিরটিপর্ব পাঠনার সঙ্কল্প কর্তব্য।

বরণ—যজমান স্বয়ং পূর্বমুখে থাকিয়া ত্রতীকে উত্তরমুখে বসাইয়া কৃতাজলি হইয়া বলিবেন, ওঁ “সাধু ভবানান্তাম্ (ওঁ সাধবহমাসে প্রভূতত্তর) ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ (ওঁ অর্চয় প্রতিবচন)।” বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প

দিয়া, গন্ধ, পুষ্প, তাবুল, বজ্রমূত্র, বস্ত্র ও অঙ্গুরীর দানে তুষ্ট করিয়া দক্ষিণ-
জানু ধারণ পূর্বক বরণ করিবেন, যথা—“ওঁ তৎসৎ অমৃত্যুকে মাসি অমৃত্যুকে
পক্ষে অমৃত্যুতিথৌ অমৃত্যুগোত্রস্ত প্রেতস্তামৃত্যুদেবশর্মাণোহশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি
অমৃত্যুগোত্রঃ শ্রীঅমৃত্যুদেবশর্মা মৎসঙ্কল্লিত-বৃষোৎসর্গ-কর্মাঙ্গহোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম-
করণায় অমৃত্যুগোত্রঃ শ্রীমৃত্যুদেবশর্মাণমেতিগন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তুমহং বৃণে ।”
(ওঁ বৃতোহস্মি প্রতিবাক্য ।) “ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম কুরু ।” (ওঁ যথাজ্ঞানং
কববাণি প্রতিবাক্য) স্বয়ং হোমাসামর্থ্যে হোতাকেও বরণ কবিবে । বাক্য
পূর্ববৎ । বিশেষ যথা—হোতৃবরণে—হোতৃকর্মকরণায়, আচার্য্যবরণে—
আচার্য্যকর্মকরণায়, সদস্যবরণে—সদস্যকর্মকরণায়, একের দ্বারা উভয় কার্য্য
কবাইতে হইলে অমৃত্যুদেবশর্মাণকর্মকরণায়, বিরাটপাঠে—“অগ্নেত্যাদি
মৎসঙ্কল্লিত-শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত-জরাধ্য-শ্রীমন্মহাভাবতা-
ভূগত ‘ওঁ জনমেজয় উবাচ’ কথং বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহা ইত্যাদি, নগরঃ
মৎসরাজস্য শুভ্রে ভরতর্ষভ’ ইত্যন্তবিরাটপর্বপাঠনাকর্মণি তৎপাঠ-
কর্মকরণায়, কতিপয়াধ্যায়পাঠস্থলে—অগ্নেত্যাদি মৎসঙ্কল্লিত-বিরাটপর্বীষা-
ধ্যায়-কতিপয়-পাঠনাকর্মণি তৎপাঠ-কর্মকরণায় এইরূপ উল্লেখ করিবে ।
পরে হোতা সর্বতোভদ্রমণ্ডল নির্মাণ করিয়া মন্ত্রপুত স্বেতসর্ষপ দ্বারা রক্ষা-
সম্পাদন করিবেন । মন্ত্র যথা—ওঁ রক্ষোহণো বো বল্গহনঃ প্রোক্ষামি
বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বল্গহনোহবনয়ামি বৈষ্ণবান্ বক্ষোহণো বো
বল্গহনোহবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বাং বল্গহনা উপদধামি
বৈষ্ণবী রক্ষোহণো বাং বল্গহনো পয়ুহামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি
বৈষ্ণবাঃ স্ব । অতঃপর পাবমানী সূক্ত ও পুরুষসূক্ত পাঠ করিবে,
যথা—

“যঃ পাবমানীবধ্যোত্যাষিভিঃ সংভূতং রসং । সর্বং সম্পূতমশ্রাতি স্বদিতং
মাতবিশ্বনা । “ওঁ পাবমানীর্ষো অধ্যোত্যাষিভিঃ সংভূতং রসম্ । তস্মৈ সরস্বতীতুহে
ক্ষীরং সর্পি মধুদকম্ । পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুহৃদা হি দ্ব্যতশ্চুতঃ । ঋষিভিঃ
সংভূতো রসো ব্রাহ্মণেষমৃতং হিতম্ । পাবমানীর্দিশস্ত ন ইমং লোকমথো
অমুম্ । কামান্ সমর্দ্ধয়ন্তনো দেবীর্দেবৈঃ সমাহিতাঃ ॥ যেন দেবাঃ পবি-
ত্রোণাশ্রানং পূনতে সদা । তেন সহস্রধারেণ পাবমান্যঃ পুনস্ত মাম্ । প্রাজা-
পত্যঃ পবিত্রং শতোজ্যামং হিরণ্ময়ম্ । তেন ব্রহ্মবিদোবয়ং পুতং ব্রহ্ম পুনীমহে ।
ইন্দ্রঃ পুনীতী সহ মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরণঃ সমীচ্যা । যমো রাজা প্রমৃণাতিঃ

পুনাতু মা জাতবেদা যুজ্জয়ন্ত্যা পুনাতু । ঋষয়স্ত তপন্তেপুঃ সৰ্বৈঃ স্বৰ্গজিগী-
 যবঃ । তপসন্তপসোহগ্র্যস্ত পাবমানীৰ্ণচোহব্রবীৎ । ও যন্মে গৰ্ভে বসতঃ পাপ-
 মুগ্রং যজ্ঞায়মানস্ত চ কিঞ্চিদন্তৎ । জাতস্ত চ যচ্চাপি চ বৰ্দ্ধতোমে তৎ-
 পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ মাতাপিত্রোৰ্যন্ন কৃতং বচোমে যৎ স্বাবরং
 জন্মমাবভূব । বিশ্বস্ত তৎ প্রহৃষিতং বচোমে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥
 ক্রমবিক্রমাদ্ধোনিদোষাদ্ ভক্ষ্যাদ্ ভোজ্যাৎ প্রতিগ্রহাৎ । অসংভোজনাচ্চাপি
 নৃশংসং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ বালম্বাৎ মাতৃপিতৃবধাদ্ ভূমি-
 তঙ্করাৎ সৰ্ব্ববর্ণ-গমন-মৈথুন-সঙ্গমাৎ । পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ সন্তঃ প্রহরতি
 সৰ্ব্বদুকৃতং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি । ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ স্বৰ্ণস্বেয়াদ্
 বৃষলিগমন-মৈথুন-সঙ্গমাৎ । গুরোর্দারাদিগমনাচ্চ তৎ পাবমানীভিরহং
 পুনামি । গোম্বাৎ তঙ্করত্বাৎ স্ত্রীবধাদ্যচ্চ কিঞ্চিৎ । পাপকঞ্চ চবণেভ্যস্তৎ
 পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ও দুৰ্য্যষ্টং দুৰ্ব্বাতং পাপং যচ্চাজ্ঞানতো কৃতম্ ।
 অযাজিতাশ্চাসংযাজ্যাস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ অমন্ত্রমন্নং যৎকিঞ্চিদ্রূষতে
 চ হতাশনে । সংবৎসরকৃতং পাপং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি । ঋতস্ত
 ধোনিরোহমৃতস্তধাম বিশ্বা দেবেভ্যঃ পুণ্যগন্ধাঃ । তা ন আপঃ প্রবহন্ত পাপং
 শুদ্ধা গচ্ছামি স্কৃততামূলোকং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ পাবমানীঃ
 স্বস্ত্যন্নীৰ্ণাভির্গচ্ছতি নান্দনম্ । পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥
 পাবমানঃ পরং ব্রহ্ম শুক্রং জ্যোতিঃ সনাতনম্ । ঋষীংস্ত্রোপতিষ্ঠে তৎ ক্ষীরং
 সর্পির্মধুদকম্ ॥ পাবমানীং পিতৃনু দেবানু ধ্যায়ৈদ্বশ্চ সরস্বতীম্ ।
 পিতৃংস্ত্রোপবিষ্ঠে তৎ ক্ষীরং সর্পির্মধুদকম্ ॥

পুরুষস্তুক্ত ।—ও সহস্রলীলা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স ভূমিং বিস্বতো
 বৃদ্ধাং ত্যতিষ্ঠদশাকুলম্ ॥ পুরুষ এন্দং সৰ্বং যদুতং যচ্চ ভব্যম্ ।
 উতামৃতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি । এতাবানস্ত মহিমাতো জ্যায়াম্শ্চ
 পুরুষঃ । পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি । ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈৎ
 পুরুষঃ পাদোহস্তোহাতবৎ পুনঃ । ততো বিষড়্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥
 তস্মাদ্ভিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ । স জাতো অত্যরিচ্যত পশাদ্-
 ভূমিমথো পুরঃ । যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতষত । বসন্তো অশ্রাসীদাজ্যং
 গ্রীষ্ম ইন্দ্ৰঃ শরদ্ধবিঃ ॥ তৎ যজ্ঞং বহিষি প্রোক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ । তেন
 দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ বে । তস্মাদ্ভজ্যং সৰ্ব্বহতঃ সংভূতং পৃথ্বীজ্যং ।
 পশুনু ত্যাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যানু গ্রাম্যাশ্চ বে । তস্মাদ্ভজ্যং সৰ্ব্বহত ঋচঃ

গামানি জজিরে । ছন্দাংসি জজিরে তন্মাদ্যজুস্তন্মাদজায়ত । তন্মাদ্যখা
অজাঃস্ত বে কে চোভয়াদতঃ । গাবো হ জজিরে তন্মাৎ তন্মাজাতা
অজা বয়ঃ । যৎ পুরুষঃ ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ । মুখং কিমন্ত কো বাহু
কা উরু পাদা উচ্যেতে ॥ ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীবাহু বাজন্তঃ কৃতঃ । উরু
তদন্ত যদ্বৈশ্বাঃ পদ্যাং শূদ্রো অজায়ত । চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ৰোঃ সূর্য্যো
অজায়ত । মুখাদিব্রহ্মচারিষ্ঠ প্রাণাভায়ুবজায়ত । নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষো
শ্চোঃ সমবর্তত । পদ্যাং ভূমির্দিশঃ প্রাজাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্ ॥ সপ্তাশ্বাসন্
পরিধয়ন্তিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতঃ । দেবা যদ্বজ্রং তদ্বান্ অবধ্বন্ পুরুষঃ পশুন্ ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমাগ্ভাসন্ । তে হ নাকং মহিমানঃ
সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ।

অতঃপর হোতা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক তদ্বারা বেদীর
অভ্যর্কণ করিবেন । যথা—গোমূত্র—গায়ত্রী, গোময়—ওঁ গাবচ্চিদ্বা সমস্তবঃ
সাজাত্যেন মকতঃ সবন্ধবঃ, রিহতে ককুভো মিথঃ । দুগ্ধ—ওঁ আপো অগ্নাহ-
চারিষং রসেন সমগম্মহি । পরশ্বানগ্ন আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চসা । দধি—ওঁ
উদুধ্যধ্বং সমনসঃ সথায়ঃ সমগ্নিমিক্রং বহবঃ সনীডাঃ । দধিক্রামগ্নিমূষসঞ্চ দেবী-
মিত্রাবতো অবসে নিহ্নয়ে বঃ ॥ ঘৃত—ওঁ অগ্নিরগ্নি জগ্ননা জাতবেদা ঘৃতম্নে
চক্ষুরমৃতম্ আসন্ । অর্কস্তিধাতু রজসো বিমানো জস্ত্রো ঘর্ম্মো হবিরগ্নি নাম ।
কুশোদক—ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে । সথায়মিত্রমৃতম্নে ॥
ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা চন্দসা মথু্যামি ত্রৈলুভেন ত্বা চন্দসা মথু্যামি আগতেন ত্বা
চন্দসা মথু্যামি ভূভূবঃস্বঃ এই মন্ত্রে মিশ্রণ করিয়া তাহা দ্বারা বাগভূমি—
ওঁ বেতা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষাবর্হিরিদ্ভিঃ যুপেন যুপ আপ্যতে
প্রণীতো অগ্নিবগ্নিনা ।—মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত
আপপ্রিণান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্ । সবিষাচীরভিঃষ্টে ঘৃতাচীরস্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ
কেতুম্ । মন্ত্রে বেদীর উপবিভাগে বিতানবন্ধন করিয়া পূর্ব্বভাগে পঞ্চ ঘট
স্থাপন করিবে । যন্ত্র যথা—ভূমি-উর্কী সদানী বৃহতী ঋতেন হবে দেবানামবসা
জনিত্রী । দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে ত্বাবা রক্ততং পৃথিবী নো অতু্যৎ ॥
ধাত্ত—ওঁ ধানাবস্তং করস্তিগমপ্পবস্তমুক্ধিনম্ । ইন্দ্র প্রাতর্জুবস্ব নঃ । ঘট—ওঁ
এতানি ভজা কলশ ক্রিয়াম্ কুরু শ্রবণ দদতো মঘানি । দান ইছো মঘবানঃ সো
অম্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিতর্ষি । জল—ওঁ বরুণস্যোত্তমমসি বরুণস্ত কন্ত
সর্জনীহঃ । বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদনমাসীদ ।

ফল—বাঃ ফলিনীঃ ইত্যাদি স্থিরীকরণ—ওঁ স্থিরো ভব বিড়্ণ আশুৰ্ভব
 বাজ্যৰ্কন পৃথুৰ্ভব সুবদম্ভমগ্নেঃ পুৰীষবাহন । শান্তিকলসংস্থাপন ।—ওঁ সমুদ্রাঃ
 সরিতঃ সৰ্ব্বাঃ সরাংসি চ নদা হুদাঃ । আরাহু বজমানশ্চ ত্ববিতক্ষয়কারকাঃ ॥
 স্মার্তমতে—ওঁ আজিহ কলসং মহাত্মা বিশম্বিন্দবঃ । পুনরুজ্জা নিবৰ্ত্তস্ব সানঃ
 সহস্রং দ্যাক্ষোৰুধাবা পরম্বতী পুনৰ্মা বিশতাঙ্গয়িঃ ॥ মন্ত্রে ঘটস্থাপন কর্তব্য ।
 পরে ‘বরুণশ্চোত্তমম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে জল দান, ‘শ্রীচতে লক্ষ্মীশ্চ’ ইত্যাদি
 মন্ত্রে পুষ্পদান, ‘ওঁ বাঃ ফলিনীঃ’ ইত্যাদি ফলদান বিহিত । স্থাপিত ঘটে গণেশ,
 দিকপাল প্রভৃতি ক স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূৰ্বক পূজা কবিবে । গণেশমন্ত্র ।—ওঁ
 গণানাংহা গণপতিঃ হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবন্তমং । জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং
 ব্রহ্মণস্পত আনঃ শৃগ্নমূতিভিঃ সীদ সাদনম্ । শিবমন্ত্র ।—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে
 সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্ । উৰ্বাককমিব বন্ধনান্মৃত্যোমুক্ষৌয় মামৃতাং । সূর্য্যমন্ত্র ।—
 ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বৰ্ত্তমানে নিবেশয়ন্নমৃতং মৰ্ত্ত্যক । হিবণ্যয়েন সবিতা
 রধেনা দেবে য়াতি ভুবনানি পশুন্ । অগ্নিমন্ত্র ।—দ্বিতীয় ঘটে ওঁ অগ্নিঃ
 দূতং বৃণীমহে হোতারঃ বিশ্ববেদসম্ । অশ্ব যজ্ঞশ্চ সূকৃতুম্ । বিষ্ণুমন্ত্র ।—
 ওঁ বিষ্ণোন্নু কং বীৰ্য্যানি প্রবোচঃ যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি । যো
 অঙ্কভায়হুতরং সধস্থং বিচক্রমাগন্তেধোকগায়ঃ । দুৰ্গামন্ত্র ।—তৃতীয় ঘটে ওঁ
 দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি । সা নো মন্ত্রেষমুৰ্জং
 হুহানা ধেনুর্বাগশ্চানুপশুষ্ঠৈততু । লক্ষ্মীমন্ত্র ।—ওঁ শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আনি-
 রিয়ার শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃত্যো দধাতি । শ্রিয়ং বসানা অমৃতত্বমায়ন্
 ভবন্তি সত্যা সমিথা মিতদ্রো । সরস্বতীমন্ত্র ।—ওঁ সরস্বত্যভিনোনেষিবশ্চো
 মাপস্করীঃ পরমা মান আধক । জুষস্ব নঃ সখ্যা বেণা চ মা ত্বৎকেন্দ্রান্তরণা
 নিগম্য । বাস্তপুকষমন্ত্র ।—চতুর্থ ঘটে ওঁ বাস্তোপ্পতে প্রতরণো ন এধি
 গয়ক্ষা নো গোভিরশ্বেভিরিনো । অজবাসন্ত সখ্যে শ্রাম পিতেব
 পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব । সূর্য্যমন্ত্র ।—পঞ্চম ঘটে—ওঁ আকৃষ্ণেন ইত্যাদি ।
 সোমমন্ত্র ।—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যং ভবাবাজশ্চ সজথে ।
 মঙ্গলমন্ত্র ।—ওঁ অগ্নিমূৰ্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অন্নমপাং রেতাংসি
 জিহতি । বুধমন্ত্র ।—ওঁ উদ্‌বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিদ্ধং বহবঃ সনীড়াঃ ।
 দধিক্রামগ্নিমুঘসঞ্চ দেবী,মিত্রা বতো অবসে নিহস্রে বঃ । বৃহস্পতিমন্ত্র ।—
 ওঁ বৃহস্পতে অতিবদৰ্য্যো অর্হাদ্‌হ্যমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্ঞনেষু । বদীদয়চ্ছবস
 ঋত প্রজাত তদশ্বানু ত্রবিণং ধেহি চিত্রম্ । শুক্রমন্ত্র ।—ওঁ শুক্রঃ শুশ্রুঃ

উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ । পরিপ্রজাতঃ ক্রদ্ধা বভূধ
ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ । শনিমন্ত্র ।—ওঁ শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছঃ
নস্তপতু সূর্য্যঃ । শং বাতো বাহুরপা অপশ্রিধঃ ॥ বাহুমন্ত্র ।—ওঁ কর। নশ্চিত্র
আভুবদুতী সদাবৃধঃ সখা । কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ কেতুমন্ত্র ।—ওঁ কেতুঃ
রুদ্রম্কেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষন্তিবজায়থাঃ ॥ দিকপালমন্ত্র যথা—
ইন্দ্রমন্ত্র ।—ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কুধি । যযবহুংস্থি তব
তন্ন উতিভিবিবিষো বিমৃধো জহি ॥ অগ্নিমন্ত্র । ওঁ অগ্নিঃ দূতঃ বৃণীমহে
হোতারং বিশ্ববেদসং । অশ্ব যজ্ঞশ্চ স্ক্রুতুম্ । যমমন্ত্র ।—ওঁ যমায় সোমঃ
স্ক্রুত যমায় জহতা হবিঃ । যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অবং কৃতঃ ॥
নৈঋতমন্ত্র ।—ওঁ মোষণঃ পবাপবা নিঋতির্হুর্ঈণাহবদীৎ । পদৌষ্ট তক্ষয়া সহ ॥
বকণমন্ত্র ।—ওঁ ত্রয়ো অগ্নে বকণশ্চ বিদ্বান্ দেবশ্চ হেলোহবষাসিসীষ্ঠাঃ ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দেবাংসি প্রমুমুক্ষ্যস্বৎ ॥ বায়ুমন্ত্র ।—ওঁ
তব বায় বৃতস্পতে হৃষ্টে জামাতবদ্ভুত । অবাংস্তা বৃণীমহে ॥ সোমমন্ত্র ।—ওঁ
সোমো ধেনুঃ সোমো অবন্ত মাশুঃ সোমো বীবঃ কশ্মণ্যঃ দদাতি । সাদকঃ
বিদধ্যাং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদশৈ ॥ ঈশানমন্ত্র ।—ওঁ তমীশানং
জগতস্তম্বুশ্পতিং ধিয়ং জিহ্মবসে হুমহে বযম্ । পুষাণো যথা বেদ সাম
সহৃদে রক্ষিতা পায়ুবদকঃ স্বস্তয়ে ॥ ব্রহ্মামন্ত্র ।—ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুস্তাদ্-
বিসীমতঃ স্ক্রুচোবেন আবঃ । স বৃথ্যা উপমা অশ্ব বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ
বিবঃ ॥ অনন্তমন্ত্র ।—ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ । যমুনাত্বে
সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকদূতশ্চ যদি বা কালিকাভয়ম্ ।
জন্মভূমিবিবিক্রান্তো নির্বিষো যাতু কালিকঃ ॥

অনন্তর স্বর্ণশলাকা দ্বারা নির্মিত সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বজ্রতপ্রতিমা
পূর্বোক্ত ‘উর্বা সন্ননী’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি স্তূর্ণচক্র
স্থাপন পূর্বক মণ্ডল-পদ্মের আগ্নেয় প্রভৃতি কোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, এইরূপ
জানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় । পূর্বাদি দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ,
এইরূপ অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, মধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে
নমঃ এবং ব্রহ্মণে, অনন্তায়, কল্পবৃক্ষায়, ক্ষীরসমুদ্রায়, অং অর্কমণ্ডলায়
ষাদশকলায়নে নমঃ । উঃ সোমমণ্ডলায় বোড়শকলায়নে নমঃ, মং
বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে নমঃ, সং সত্যায়, রং রজসে, তং তমসে, আং
আয়নে, অং অন্তরায়নে, পং পরমায়নে, হ্রীং জানায়নে, বায়ট্টে,

জ্যোষ্ঠাটৈ, রৌদ্র্যে, কাট্যে, বলবিকর্যে, বলপ্রমথন্যে। কোণচতুষ্টয়ে
ও নিবৃত্ত্যে নমঃ এবং প্রতিষ্ঠাটৈ বিজ্যাটৈ, শাট্যে। কেশরে হাং হৃদয়ায়
নমঃ, হীং শিরসে স্বাহা, হুং শিখাটৈ বষট্, হৈং কবচারে হুং, হৌং নেত্রজয়ায়
বৌষট্, হঃ অস্ত্রায় কট্, এই মন্ত্রে রুদ্র-বড়র পূজা করিয়া ভূতভূদি ও
প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিত্যাস করিবে, যথা—শিরসি ও বামদেবায় ঋষয়ে,
নমঃ, মুখে পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ও রুদ্রায় দেবতাটৈ নমঃ।

পরে হাং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে কর্তব্যাস ও ‘হাং হৃদয়ায় নমঃ’
ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—

ও মুক্তাপীত-পদ্মোদ-মৌক্তিক-জবাবর্ণৈর্মুটৈঃ পঞ্চভিঃশ্রীকরকিত-
মৌশমিন্দুমুটৈঃ পূর্ণৈকোট্যৈপ্রভম্। শূলং টক-কুপাণ-বজ্র-দহনায়গেজ-
ঘণ্টাঙ্কশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্লোজ্জগাং ভজে ॥ ‘হৌ
রুদ্রায় নমঃ, এই মন্ত্রে যথাক্রমে উপচারে পূজা করিয়া অধিকাপূজাস্তে বিষ্ণু-
পূজা করিবে, ধ্যান যথা—ও বিষ্ণুঃ শাবদচন্দ্রকোটিসদৃশঃ শব্দং রথাজং গদা-
মস্তোজং দধতং সিতাজনিলয়ং কাশ্য্য জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডল-
মহামৌলিঃ সুরকঙ্কণং শ্রীবৎসাকমুদার-কৌন্তভধরং বন্দে মুনীন্দ্রেঃ স্তবম্ ॥
ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজাস্তে বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন পূর্বক ও তদ্বিধোঃ পরমং
পদম্ সদা পশুস্তি সুরয়ঃ। দিবীৰ চক্ষুরাততম্ মন্ত্রে বা পুরুষস্তুতমন্ত্রে
পূজা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবে। অনন্তর বৃষের দক্ষিণ পাদমূলে ‘ও মান-
স্তোকে তনয়ে মান আরৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রৌরিষঃ। বীরান্ মানো
রুদ্রভামিতো বধীর্হবিষ্মত্তঃ সদমিত্তা হবামহে।’ মন্ত্রে কুঙ্কর বা হরিদ্রা-
চূর্ণ দ্বারা ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়া—‘ও ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিবা-
সহিম্। হস্তারং শক্রগাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্।’ মন্ত্রে, স্মার্তমতে ‘ও
বৃষাহসি ভাহুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে’ পবমান স্বদৃশম্।’ এই মন্ত্রে বামপাদমূলে
চক্র অঙ্কন পূর্বক ‘ও অঙ্কর’ বলিয়া গোপালক আদেশ দিয়া তৎ কর্তৃক
উক্ত অঙ্কর স্তবস্ত লৌহ দ্বারা স্পষ্ট করাইবে। তৎপরে বৎসতরী-
চতুষ্টয় সহিত বৃষকে বেদীর ঈশানকোণে নিখাত যুগে বৃষ ও যুগমূলে
নিখাত উপযুগচতুষ্টয়ে লোহিত, নীল, পাণ্ডুর ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসতরীচতুষ্টয়কে
বাধিয়া পঞ্চশস্ত্রচূর্ণ ও সর্কৌষধি-মিশ্রিত জলে স্নান করাইবে। স্নানমন্ত্র
যথা—‘ও আপো হি ত্বেতি তিস্রাং সিদ্ধবীপধিব্রাপো দেবতা
গারজীচ্ছন্দো বৎসতরীচতুষ্টয়-সহিত-বৃষাতিবেকে বিনিরোগঃ। ও আপো

হি ঠেতি, ওঁ বো বঃ শিবতম ইতি, ওঁ তস্মা অরক্ষমাম ইতি। ৐ ইদমাপঃ
 এবহত যৎকিঞ্চিদ্ চরিতং মরি। বহাঃহমতিদ্রোহ বহা শেপ
 উতামৃতম্। ওঁ আপো অত্যাচারিষঃ রসেন সমগম্যহি। পরমাময়
 আগহি তং মা সংস্রজ বর্চসা। ওঁ ক্রপদাদিব মুমূচানঃ স্মিয়ঃ স্নাতো মলাদিব।
 পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুক্লম্ মৈনসঃ। ওঁ যাসাং রাজা বক্রণো বাতি
 মধ্যে সত্যানুতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশূতঃ শুস্রো যাঃ পাবকান্তা
 আপো দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ বাসাং দেবা দিবি কৃথন্তি ভক্ষ্যঃ বা অন্তরিক্ষে
 বহধা ভবন্তি। বা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণীস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত। *
 স্নানমতে আপো হি ঠা ইত্যাঙ্গি ঋকজয়, বামদেবা সূক্ত (ওঁ কয়া-শ্চিৎ
 ইত্যাঙ্গি), স্বস্তিসূক্ত এবং ওঁ প্রাজাপত্যং বৈ বামদেব্যং প্রজাপতাবেব প্রতিষ্ঠা-
 য়োতিষ্ঠন্ত। ওঁ পশবোবৈ বামদেব্যং পশুধেব প্রতিষ্ঠায়োতিষ্ঠন্ত। ওঁ শাস্তিরৈ
 বামদেব্যং শাস্তাবেব প্রতিষ্ঠায়োতিষ্ঠন্ত। এই সকল মন্ত্র বৎসতরী সহিত
 বৃষস্নান বিধিত আছে। বৎসতরী সহিত বৃষকে স্নান করাইয়া সমগ্র
 ক্রদ্রাধ্যায় বৃষক শ্রবণ কবাইবে। (বৃষোৎসর্গবিধি দেখ)।

হোমপ্রকরণ।—হোতা প্রাশ্নুথ উপবেশন করিয়া বাহুপরিমাণ স্থণ্ডিল
 গোময়-জল দ্বারা উপলেপন পূর্বক কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলমধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত
 ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিবে। যথা—স্থণ্ডিল-দক্ষিণপ্রান্তে অষ্টাঙ্গুলি, পশ্চিমে
 চারি অঙ্গুলি ও উত্তরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করত প্রথমে
 অগ্নিস্থাপনস্থানের পশ্চিমে উত্তরাগ্র প্রাদেশ-পরিমাণ একটি রেখা, তাহার
 উপরিভাগে দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে প্রাদেশ-পরিমিত পূর্বাগ্র ২টি রেখা, মধ্যে
 ৩টি প্রাগগ্র প্রাদেশপরিমাণ অসংশ্লিষ্ট রেখা কর্তব্য। উল্লেখন কুশমূল স্থণ্ডিল-
 মধ্যে রাখিয়া, রেখাগুলি জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করত, কুশমূল অগ্নিকোণে
 নিক্ষেপান্তে জলস্পর্শ করিয়া মৌনৌ অবস্থায় কাংশ্রপাত্রে বা নূতন শরাবে প্রজ-
 লিত অগ্নি আনয়ন পূর্বক সমিধের উপর স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—“অয়ন্তে
 যোনিরিত্যশ্র বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতাঃসুষ্টুপ্ ছন্দোঃগ্যারোপণে বিনিরোগঃ।
 ওঁ অরন্তে যোনিঃস্বিয়ো বতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানয়গ্ন আসীদা-
 থানো বর্ধয় গিরঃ।” পরে নিয়োক্ত মন্ত্রে একটি জলং কাষ্ঠ লইয়া ক্রব্যাদাংশ
 দক্ষিণপশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে, যথা—‘ক্রব্যাদমগ্নিমিত্যর্ধর্চস্ত বিশ্বামিত্র-

* “বা অগ্নি গর্ভং দধিরে সুবর্ণাঃ” ইতি পাঠান্তর।

ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্বার্ধেন ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগে বিনিরোগঃ । ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি দূরং যমবাজ্ঞো গচ্ছতু রিগ্রবাহঃ ।” অনন্তর “ইটৈবান্ন-
মিত্যর্কচ্চস্য বিশ্বামিত্রঋষিবগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উত্তরার্ধেনাগ্নিগ্রহণে
বিনিরোগঃ । ওঁ ইটৈবান্নমিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ।”
মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ কবিয়া ‘জুষ্টোদমূনা ইত্যশ্ব বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্
ছন্দোহগ্নিগ্রাপনে বিনিরোগঃ । ওঁ জুষ্টোদমূনা অতিথির্হরোণ ইমং নো যজ্ঞ-
মুপযাহি বিদ্বান্ । বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শক্রয়তা মাভরা ভে জনানি ।”
‘ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ’ এই মন্ত্র ষট্ রেখাব উপরিভাগে আত্মাত্মমুখে অগ্নি রাখিয়া
নির্যোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিবে, যথা—“এহগ্ন ইত্যশ্ব রাহুগণো গোতমঋষি-
রগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহগ্ন্যাবাহনে বিনিরোগঃ । ওঁ এহগ্ন ইহ হোতা
নিষীদাদকঃ সুপূব এতা ভবানঃ । অবতাং ত্বা রোদসৌ বিশ্বমিত্রে যজামহে
সৌমনসায় দেবান্ ।” অতঃপব ‘ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্বাঃ পূর্বো
হ জাতঃ স উ গর্তে অন্তঃ । স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনস্তিষ্ঠতি
বিশ্বতোমুখঃ ॥” এই মন্ত্রে জলধাবা দ্বাবা অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া সন্মুখীকরণান্তে
প্রচুরতর কাষ্ঠযোজনা কবত সেইরূপভাবে প্রজ্জলিত রাখিবে, যাহাতে কৰ্ম-
সমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নি অনির্বাণ থাকে । ‘ওঁ অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-
দেবশর্মা (হোতার নাম) অমুকগোত্রশ্চ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ (যজমাননাম)
সঙ্কলিত-বৃষোৎসর্গাজহোমমহং করিষ্যামি” এইরূপ সঙ্কলান্তে নির্যোক্ত মন্ত্রে
অগ্নিধ্যান করিবে । যথা—‘চত্বারি শৃঙ্গ ইত্যস্য বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নিধ্যানে বিনিরোগঃ । ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অশ্ব পাদা দ্বৈ
শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অশ্বা । ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্য্য ।
আবিবেশ ॥ * ধ্যানান্তে ‘ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি’ মন্ত্রে অগ্নির নামকবণ
ও আবাহন পূর্বক ‘ওঁ সাহসনামাগ্নয়ে নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া অগ্নাধান
কর্তব্য । যথা—ঘুতাক্ত দুইটি সমিধ্ লইয়া ‘অগ্নেত্যাদি করিষ্যমাণ-বৃষোৎ-
সর্গাজ-হোমকৰ্ম্মণি দেবতাপরিগ্রহার্থমগ্নাধানমহং করিষ্যে, অগ্নিন্নত্বাহিতে-

* মতান্তরে নির্যোক্ত ধ্যান প্রযোজিত হয় । যথা—সপ্তহস্ত ইত্যশ্ব বামদেবঋষিরগ্নি-
র্দেবতাহ্রষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নিধ্যানে বিনিরোগঃ । ওঁ সপ্তহস্তশতঃ শৃঙ্গঃ সপ্তজিহ্বো দ্বিশীর্ষকঃ ।
ত্রিপাৎ প্রসন্নবদনঃ সুনাসীঃ তুচ্ছাত্তঃ । বাহান্ত দক্ষিণে পার্শ্বে দেবীং বামে স্বধাং তথা ।
বিজদক্ষিণহস্তৈস্ত শক্তিময়ং ক্রবং ক্রচ্ছ । তোমরং বাজনং বামৈর্হৃৎপাতক ধারয়ন্ । আত্মাভি-
মুখমাসীম এবংরূপো ততামঃ ॥

হ্রস্বো জাতবেদসমগ্নিমিথেন প্রজাপতিমাধারাজ্যেন অগ্নীবোমৌ চন্দ্রবী আভ্যেন
কদ্রং চকদ্রব্যোণ সোমং পারসেন ইন্দ্রং বাবকেন হতশেবেণ স্থিষ্টকৃতমিথ-
সন্নহনেন কদ্রমন্নাসমগ্নিঃ দেবান্ বিষ্ণুমগ্নিঃ বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঈশ্বতাঃ
প্রায়শ্চিত্তদেবতা আভ্যেন জাতাজাতদোষনির্বণার্থং ত্রিবাবমগ্নিঃ মরুত-
শ্চাজ্যেন বিধান্ দেবান্ সংশ্রবেণ অঙ্গদেবতাঃ প্রধানদেবতাঃ সর্বাঃ সগ্নিহিতাঃ
সন্ত সাক্ষোপাঙ্গেন কর্ণণা সন্তো বক্ষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রজাপতিকে
মনে মনে চিন্তা করত অথবা ‘ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে প্রাদেশপরিমিত
দ্ব্যতীকৃত দুইটি সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া ‘প্রজাপতয়ে ইদং নমম’ মন্ত্রে
প্রত্যাদেশ করিবে।

ইথ-বর্হি-সন্নহন।—অবহ্নি-পরিমিত পঞ্চদশসংখ্যক পলাশসমিধ্ অথবা
ঔদুম্বরসমিধ্ ইথ নামে অভিহিত। কুশমুষ্টিকে বর্হি কহে। বজ্জুনির্মাণেব
জন্ত প্রাদেশ পরিমিত ৩৬টি কুশ গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে ৩টি ৩টি কুশ দ্বারা গ্রহি
দিয়া সন্ধিভয়বিশিষ্ট বজ্জুকে প্রদক্ষিণভাবে উক্তরূপে নির্মিত অপর বজ্জুর
সহিত মিলিত করিয়া অপর বজ্জুকেও উহার সহিত মিলিত করত অন্তর্ভাগে
প্রদক্ষিণগ্রহিকরণান্তে সেই ত্রিবৃত্তা (তেখেই) বজ্জুকে উত্তরাগ্রভাবে
ভূমিতে বিস্তার করিয়া তদুপরি প্রাদেশপরিমিত ১ মুষ্টি দর্ভ রাখিয়া বজ্জু দ্বারা
দর্ভ দুইবার বেটন পূর্বক বজ্জুর অগ্রভাগ দ্বারা বজ্জুর মূল দুইবার বেটন
করিয়া বন্ধনবহির্ভূক্ত অবশিষ্ট কুশাব অর্ধভাগকে পূর্ববেষ্টিত বজ্জুব অধোভাগে
ওঁ জিয়া অগ্নি স্থান হইতে পশ্চিমভাগে বর্হি স্থাপন করিবে। অতঃপর পুনশ্চ
উক্তপ্রকার আর একটি বজ্জু নির্মাণ করিয়া উত্তরাগ্রভাবে ভূমিতে বিস্তার
পূর্বক তদুপরি পঞ্চদশ সমিধ্ প্রাগগ্রভাবে রাখিয়া সেই বজ্জু দ্বারা দুইবার
বেটন পূর্বক অগ্নির পশ্চিমে ইথ স্থাপন করিবে।

পরিসমূহন।—অগ্নি হইতে অষ্টাঙ্গুল-ব্যবহিত স্থানে ঈশানকোণ হইতে
আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত জলযুক্ত হস্তে তিনবার মার্জন
করিতে হয়। মন্ত্র যথা—“ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ, সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে
ভূয়াঃ, সদসি সন্নে ভূয়াঃ, সর্বমসি সর্বং মে ভূয়াঃ, অক্ষিতিরসি মামেক্ষেষ্ঠাঃ।”

পরিস্তরণ।—প্রাদেশপরিমিত দর্ভ লইয়া পূর্বদিকে উত্তরাগ্র, দক্ষিণদিকে
পূর্বাগ্র, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র ও উত্তরদিকে পূর্বাগ্রভাবে তিনবার কুশ-
মুষ্টি দ্বারা আস্তরণ করিবে। দক্ষিণ উত্তর সন্ধিস্থলে চারিটি কুশমূল ও অগ্র
দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

পর্য্যক্ষণ।—পূর্বদিক্ হইতে অগ্নিস্ত করিয়া দক্ষিণাদিক্রমে তিনবার বাহাতে হোমীয় দ্রব্য পর্য্যক্ষিত হয়, এরূপ তাবে জলসেক কর্তব্য। মন্ত্র যথা—পূর্বদিকে “ও দেবা ঋত্বিজো মার্জয়ন্তাং”, দক্ষিণদিকে “ও মাসাঃ পিতরো মার্জয়ন্তাম্”, পশ্চিমে “ও গৃহাঃ পশবো মার্জয়ন্তাম্”, উত্তরদিকে “ও আপ ওষধয়ো বনস্পত্যয়ো মার্জয়ন্তাম্”, উর্দ্ধদিকে—“ও বজ্রঃ সংবৎসবাঃ প্রজাপতি-মার্জয়ন্তাম্।” স্মার্তমতে অমন্ত্রক পরিসমূহন ও পর্য্যক্ষণ বিহিত।

ব্রহ্মস্থাপন।—ব্রহ্মা অগ্নির পূর্বাংশপথে দক্ষিণাংশে গমন করিয়া অগ্নির দক্ষিণে পূর্বাগ্র আস্তীর্ণ কুশকে আসন কর্তব্য করত পশ্চিমাভিমুখে থাকিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—“ও অহৈদেধি সর্বোদতস্তিষ্ঠান্তস্ত সদনে সীদ যো অশ্বং পাকতবঃ।” পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশ হইতে একপাছি কুশ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুল দ্বারা উত্তোলন পূর্বক নৈঋত-কোণে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—“নিরস্ত ইত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতি-দেবতা অমুষ্ট্রপ্ ছন্দস্তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিবস্তঃ পবাবস্তুঃ।” অতঃ-পর জলস্পর্শ পূর্বক “ইদমহমিত্যস্ত প্রজাপতিঋষিবমুষ্ট্রপ্ ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও ইদমহমর্ষাবসোঃ সদনে সীদামি” মন্ত্রে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া “প্রজাপতিঋষিবগ্নিদেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দো ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ও বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদনমাশিষ্যাতে বৃহস্পতে বজ্রং গোপার” এই মন্ত্র জপ করিবেন। হোতা গুরুপুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া দ্রব্যাসাদন করিবেন। *

পাত্রাসাদন।—অগ্নিব উত্তরে আস্তীর্ণ প্রাগগ্র কুশোপরি ঈশান হইতে উত্তর পর্য্যন্ত দ্রব্যাসাদন কর্তব্য। যথা—প্রোক্ষণীপাত্র, প্রণীতাপাত্র, পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্র ৩, পবিত্রার্থ কুশপত্র (সাগ্র) ২, আজ্যস্থালী, চক্রস্থালীত্রয়, দক্ষী, মেক্ষণ, কমণ্ডলু, কক্, কব, আজ্য, ব্রীহি, যব, অভাবে তণ্ডুল, যবচূর্ণ, দুগ্ধ, সন্মার্জন

* স্মার্তমতে—হোতা অগ্নির পূর্বাংশ দিগ দক্ষিণদেশে গমন করত পূর্বাগ্র কুশ দ্বারা ব্রহ্মাসন স্থাপন করিয়া অহৈদেধি ইত্যাদি মন্ত্রে আসনবর্জন, নিরস্ত ইত্যস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে তৃণ-নিরসনান্তে জলস্পর্শপূর্বক “ইদমহমিত্যস্ত প্রজাপতিঋষিবমুষ্ট্রপ্ ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মোপবে-শনে বিনিয়োগঃ। ও ইদমহমর্ষাবসোঃ সদনে সীদ” এই মন্ত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মা ও সীদামি বলিয়া উত্তরমুখে উপবেশন করিবেন। হোতা গুরুপুষ্পাদিযোগে ব্রহ্মাকে পূজা করিলে ব্রহ্মা “প্রজাপতিঋষিবগ্নিদেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দো ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ও বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদনমাশিষ্যাতে বৃহস্পতে বজ্রং গোপার, স বজ্রং পাহি স বজ্রপতিঃ পাহি স মাং পাহি।” এই মন্ত্র জপ করিবেন।

কুশ ৩, বর্হিঃ, ইক্ষ ১৫, শূর্ণ, কৃষ্ণাজিন, উদ্বল-মুঘল, পূর্ণপাত্র রাখিবে। পরে চক্রস্থালী-প্রোক্ষণী, দর্শী-ঋব, প্রণীতা-আজ্যপাত্র, ইক্ষ-বর্হি, উদ্বল-মুঘল, শূর্ণ-কৃষ্ণাজিন এই সকল যুগপাত্র দুই হাতে পরস্পর অসংলগ্নভাবে ধরিয়া উবুড কবত ভূমিতে স্থাপন করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্র উত্তান করিয়া তাহাতে পবিত্র রাখিয়া জল দ্বারা পাত্র পূর্ণ করত প্রাদেশপরিমিত পবিত্রের মূল—বামহস্তেব অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, পবিত্রের অগ্র—দক্ষিণ-হস্তেব অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উত্তানহস্তে ধরিয়া পবিত্রমধ্যে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল তিনবার উত্তোলন ও ভূমিতে নিক্ষেপ নামক উৎপবন করিয়া ইক্ষকে রজ্জুবন্ধনমুক্ত কবত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা সকল দ্রব্য বারতর প্রোক্ষিত করিবে। পবে প্রোক্ষণীপাত্র হইতে কমণ্ডলুতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া কমণ্ডলু-জলপূর্ণ করিয়া রাখিবে, প্রণীতাপাত্রকে অগ্নির পশ্চিমে স্থাপন করত তাহাতে পূর্বাগ্র পবিত্র রাখিবে, পরে পূর্বোক্তপ্রকারে উৎপূত কমণ্ডলুজলে প্রণীতাপাত্র পূর্ণ করিয়া প্রণীতার গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত রাখিয়া প্রণীতা-জলও পূর্বোক্তভাবে বারতর উৎপবন সংস্কারে শোধিত কবণানন্তর বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করত ব্রহ্মাকে বলিবেন, “প্রজাপতি-ঋষিব্রহ্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহপঃ-প্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ। ॐ ব্রহ্মরপঃ প্রণেয়ামি।” ব্রহ্মা ‘ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ বৃহস্পতিপ্রসূতঃ’ জপ করিয়া ‘ও প্রণয়’ বলিয়া অনুমতি দিবেন ও ব্রহ্মকার্যো মনোযোগ করিবেন। অতঃপব হোতা অগ্নিব উত্তরে প্রণীতাপাত্র কৃণাচ্ছাদিত করত কুশোপবি স্থাপন করিবেন। ইহাকেই পূর্ণপাত্র কহে। জলপূর্ণ প্রোক্ষণীপাত্র প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যস্থলে স্থাপনীয়। স্মার্তমতে ইদানীং চক্রশ্রপণ বিহিত।

চক্রশ্রপণ।—কুশোপরি স্থাপিত পূর্বাগ্র শূর্ণে পূর্বাগ্র পবিত্র রাখিয়া তথায় চতুর্মুষ্টি তণ্ডুলকে নির্ধাপণ ও প্রোক্ষণ করিবে। যথা—‘ও কদ্রায় স্বা জুষ্টং নির্ধাপামি’ মন্ত্রে একমুষ্টি ব্রীহি শূর্ণে স্থাপন, ‘ও কদ্রায় স্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি’ মন্ত্রে জল দ্বারা প্রোক্ষণ কর্তব্য। এইরূপ অপর তিনবার মুষ্টি স্থাপন ও প্রোক্ষণ করিবে। স্থিষ্টকৃৎহোমার্থ অমন্ত্রক একবার অধিকপরিমাণে তণ্ডুল গ্রহণ করত উদ্বলে স্থাপন, মুঘল দ্বারা অবঘাত, শূর্ণ দ্বারা বারতর প্রক্ষোটনরূপ সংস্কারান্তে চক্রস্থালীতে দিয়া পাক করিবে। ঐরূপ ‘ও সোমায় স্বা জুষ্টং নির্ধাপামি, সোমায় স্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি’ মন্ত্রে ব্রীহি বা তণ্ডুল সংস্কার করিয়া মুঘল দ্বারা অবঘাত পূর্বক বারতর শূর্ণ দ্বারা প্রক্ষোটন করত পায়সস্থালীমধ্যে দিয়া

দাহকাঠিগ্নরহিতভাবে দুগ্ধ দ্বারা পাক করিবে। অতঃপর ‘ও ইন্দ্রায় স্বা জুষ্টং নিব’পামি’ ইত্যাদি মন্ত্রে যবশস্ত চারিমুষ্টি গইয়া চারিবার নির্ঝাপণাদি প্রক্ষালনান্তসংস্কার করিয়া পেষণ পূর্বক বাবকস্থানীতে দিয়া জল দ্বারা পাক করিবে।

আজ্যসংস্কার।—স্বতপাত্রে (তাম্রকুণ্ডে) স্বতোপরি অপর একটি পবিত্র রাধিয়া দর্শনান্তে অগ্নির উত্তরে জলং অঙ্গার আকর্ষণ করিয়া তদুপরি দ্রবীকরণার্থ স্বতপাত্র স্থাপন করিবে, পরে প্রজলিত কুশ দ্রবীভূত স্বতোপরি তিনবার ঘুবাইয়া পর্যায়ীকরণ কর্তব্য। স্বত দ্রবীভূত হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া ভূমিতে কুশোপরি স্থাপন করিবে। আকুষ্ট অঙ্গার অগ্নিতেই নিক্ষেপণীয়। সাগ্র পবিত্র দুইটি প্রাদেশপবিমাণে ‘প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ও পবিত্রে স্তো বৈষ্যবো’ মন্ত্রে ছেদন করিয়া ‘প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ, ও বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্বঃ’ মন্ত্রে অভ্যক্ষণ কবত পবিত্রমূলদেশে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, অগ্রভাগে দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা (উভয়হস্তে) উত্তানভাবে ধরিয়া ‘সবিতুষ্টা ইত্যস্ত হিবণ্যস্তুপঋষিঃ সবিতা দেবতা পুৰ-উষ্ণিকুছন্দ আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ও সবিতুষ্টা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ স্বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ।’ মন্ত্রে পবিত্রমধ্যভাগ দ্বারা একবার স্বত উত্তোলন ও ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অমন্ত্রক দুইবার উত্তোলন ও নিক্ষেপ করিবে। পরে পবিত্র প্রক্ষালন পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ কর্তব্য।

ঋবাদিসংস্কার।—অগ্নির পশ্চিমে পবিস্তরণস্থান-বহির্ভাগে আজ্যসমুৎকৃষ্ট ভূমি প্রোক্ষণ কাঁবয়া তাহাতে বর্হি-বন্ধনীরজু উত্তরাগ্রভাবে বিস্তৃত করত তদুপরি পূর্বাগ্রভাবে বর্হিঃ আস্তবণ করিয়া তদুপরি আজ্যপাত্র রাধিয়া ঋক্-ঋবসংস্কার করিবে। ঋক্ ও ঋব লইয়া প্রক্ষালন, অগ্নিতে প্রতপন ও সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা মার্জ্জন পূর্বক প্রণীতোদকে পবিত্র দ্বাবা পুনঃ তিনবার প্রক্ষালন ও অগ্নিতে প্রতাপনান্তে উত্তরাগ্র কুশোপরি স্থাপন কারতে হয়। সম্মার্জ্জন কুশগুলি জল-প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপব চক মেক্ষণ দ্বাবা মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ হইলে প্রজলিত কাষ্ঠধণ্ড দ্বারা স্থালীমধ্য দর্শন কবত চক্রেতে স্বতঋব দিয়া অগ্নিব উত্তরে আস্তোর্ণ কুশোপরি স্থাপন করিবে। এইরূপে পায়সচক্ৰ ও যবচক্ৰ স্বতের দক্ষিণ দিকে কুশোপরি স্থাপনীয়।^১ নিম্নোক্ত মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, তাম্বল দ্বারা অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবে। যথা—“ও বিশ্বানি ন ইতি তিস্র্যাং বসুশ্রতঋষিরগ্নিদেবতা

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোংগ্যলকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিধানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ
সিদ্ধুং ন নাবা দুর্জিতাতি পৰি । অগ্নে অগ্নিবন্ নমসা গৃণানো অম্বাকং
বোধ্যবিতা তনুনাং । ওঁ বজ্রা হৃদা কীরিণা মত্তমানো অমতঃ মতেয়া
জোহবীমি । জাতবেদো যনোহস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নেরমৃতত্বমশ্বাম্ । ওঁ
যশৈ বঃ সুরুতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবস্তোনঃ । অগ্নিনঃ সুপুত্রিণঃ
বীরবন্তঃ গোমন্তঃ বস্মিঃ ন শতে স্বস্তি ।” * প্রণাম-মন্ত্র যথা—“ওঁ নমো নমস্তে
ত্রিপুরারিচক্ষুষে মথেশ্বরাণাঃ মুখতামুপেষুবে । চরাচরাণাঃ জঠরেষু তিষ্ঠতে
ত্রিধা বিভক্তায় নমোহস্ত বহুরে ॥”

ইথাধান ।—“প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা ইক্লনাদিপ্রতপনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ প্রত্যাষ্টং বন্ধ প্রত্যাষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং বন্ধ নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ”
মন্ত্রে ইথ প্রতপ্ত কবিত্বা (স্মার্তমতে ইথাধান বিহিত নহে) ইথবন্ধনরজ্জ্ব
বামকরে বেষ্টন ও ইথের মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ দ্ব্যভাবিত করত
দক্ষিণহস্তে গ্রহণ পূর্বক ‘অরন্ত ইথ ইত্যস্ত বামদেবঋষিজাতবেদা অগ্নিদেবতা
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইথাধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ অরন্ত ইথ আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব
বর্দ্ধস্ব চেক্র বর্দ্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্বর্দ্ধসেনান্নাতেন সমেধস্ব স্বাহা । ওঁ
অগ্নয়ে জাতবেদস ইদং নমম” মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আঘার ও
আজ্যভাগ হোম কবিবে । † আঘার যথা—অগ্নিব বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ
করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত “ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ।” (ওঁ প্রজাপতয় ইদং
নমম) এবং নৈঋতকোণ হইতে ঈশানাবধি “ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা” (ইদমিন্দ্রায়
নমম) মন্ত্রে অবিচ্ছিন্ন দ্ব্যতধারা দিবে ।

আজ্যভাগ যথা ।—অগ্নিব উত্তর পার্শ্বে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত
পর্য্যন্ত ‘ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (অগ্নয় ইদং নমম)’ মন্ত্রে স্রব দ্বারা আহুতি দিয়া
পুনশ্চ দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্বান্ত পর্য্যন্ত ‘ওঁ সোমায় স্বাহা’ মন্ত্রে
দ্ব্যতাহুতি দিবে (ওঁ ইদং সোমায় নমম প্রত্যুদ্দেশ) ।

ইতি সৰ্ব্বসাধারণী কুশটিকা ।

* পুস্তকান্তরে নিম্নলিখিত । বশেষ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়—ও অগ্নিরশ্মিজননা জাত-
বেদায়তঃ মে চক্ষুরমৃতং য আসন । অর্কাত্রিধাতুরজসো বিমানোজশ্রোত্ৰীহবির্মি নাম’ এই
মন্ত্রেও অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবে ।

† মতান্তরে আঘার হোম অবশ্যক ।

প্রকৃত কৰ্ম ।

অগ্নিধ্যানান্তে সাহস নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া স্রব দ্বারা জুহুতে স্রুত
রাধিরা চক্রেতে দিবে, পরে জুহুতে মেক্ষণ দ্বারা অন্তর্গতপৰ্বপরিমিত চক
রাধিরা পুনশ্চ স্রব দ্বারা চক্ৰগ্রহণস্থানে স্রুতস্রব দিয়া “কজ্জদ্রায়েত্যস্ত
প্রকল্পস্বধী কজ্জো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ও কজ্জদ্রা
প্রচেতসে মীচুষ্টমায় তব্যসে । বোচেম শস্তমঃ হৃদে স্বাহা ।” (কজ্জদ্রা ইদং
নমম) পরিশিষ্টমতে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি দ্বারাও কজ্জহোম বিহিত আছে ।
যথা—“ইমা কজ্জদ্রা ইত্যস্ত কুৎসস্বধী কজ্জো দেবতা জগতীচ্ছন্দশ্চক্ৰহোমে
বিনিয়োগঃ । ও ইমা কজ্জদ্রা তবসে কপর্দিনে কল্পদীরায় প্রভরাম হেমতীঃ ।
যথা শমসদ্বিপদে চতুস্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অগ্নিন্ননাতুরম্ স্বাহা (কজ্জদ্রা ইদং
নমম) । আতে পিতবিত্যস্ত গুৎসমদস্বধী কজ্জো দেবতা জগতীচ্ছন্দশ্চক্ৰহোমে
বিনিয়োগঃ । ও আতে পিতমর্কতাং স্যাম যেতু মানঃ সূর্য্যস্ত সন্দেশো যুযোধাঃ
অভি নো বীরো অবতি কমেত প্রজায়েমহি কজ্জ প্রজাভিঃ । (কজ্জদ্রা ইদং নমম)
ইমা কজ্জদ্রায়েত্যস্ত বসিষ্ঠস্বধী কজ্জো দেবতা জগতীচ্ছন্দশ্চক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ ।
ও ইমা কজ্জদ্রা স্থিরধম্মনে, গিরঃ ক্রিপ্রেষবে দেবার স্বধাবে । অষাঢ়ায়
সহমানায় বেধসে তিগ্নাযুধায় ভবতা শৃণোতু নঃ ।” (কজ্জদ্রায়েদং নমম) ।
মন্ত্রে চক্ৰ-হোম কবিয়া হৃতশেষ প্রণীতাজলে রাধিবে । পুনশ্চ পূর্বোক্ত
প্রকারে অবদানব্যাপারে পায়স লইয়া “সোমা কজ্জা ইত্যস্ত ভরদ্বাজস্বধিঃ
সোমাকজ্জো দেবতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পায়সহোমে বিনিয়োগঃ । ও সোমা
কজ্জা ধারয়েথাম সূর্য্যং প্রবামিষ্টরোরমশ্চুবন্ত । দমে দমে সপ্তরত্না দধানা
শমো ভূতং দ্বিপদে শং চতুস্পদে ।” মন্ত্রে পায়স দ্বারা সোমের হোম করিয়া
“ও সোমায় ইদং নমম” মন্ত্রে প্রত্যাদেশ করিবে । পুনশ্চ পূর্বোক্ত
প্রকারে স্রবচক্ৰ অবদান প্রকারে লইয়া ‘ইজ্জায়েনোরিত্যস্ত (যারীচঃ)
কশ্চপস্বধিরিত্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ও ইজ্জায়েনো
মরুততে পবস্ব মধুমত্তমঃ । ঋতস্ত যোনিমাসদম্ । ইজ্জায়েদং নমম ।” *

* মার্গমতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ইজ্জাহোম বিহিত । যথা—“ইজ্জং বো বিবতঃ ইজ্জাং
মধুচ্ছন্দা স্বধিরিত্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যাবকহোমে বিনিয়োগঃ । ও ইজ্জং বো বিবতঃ স্রবি
হবারহে জনেভ্যঃ । অগ্নাকমন্ত কেবলঃ । ইজ্জায় ইদং নমম ।”

এইরূপে প্রধানহোম সমাপন করিয়া অক্ৰমধ্যে অৰ দ্বারা দুই বা চারিবার ঘৃতঅৰ দিয়া স্থানীত্রে ঈশানকোণ হইতে অবদানধর্মে দুই বা চারিবার অনুষ্টপৰ্পরিত চক্ৰ লইয়া অৰকে স্থাপন করিয়া দুই বা চারিবার চক্ৰ উপরিভাগে ঘৃতঅৰ দিয়া হোম করিবে। স্থানীস্থিত চক্ৰতে পুনশ্চ ঘৃতঅৰ দিতে হয় না। হোমমন্ত্র যথা—“ওঁ ষদশ্চ ইত্যশ্চ হিরণ্যগৰ্ভঋষিঃ স্থিষ্টকৃদগ্নিদেবতাঃ তিধৃতিচ্ছন্দঃ স্থিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ষদশ্চ কৰ্মণোহত্যরীরিচং যদা ন্যনমিহাকরং। অগ্নিষ্টৎ স্থিষ্টকৃদ্ বিদ্বান্ সৰ্বং স্থিষ্টং স্মৃতং করোতু মে। ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে স্মৃতত্বতে সৰ্ব-প্রাশ্চিত্তাহতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সৰ্বাঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা।” এই মন্ত্রে ঈশানকোণে হোম করিবে। (ইদমগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে নমম ইতি প্রত্যু-দেশ)। অনন্তর ঘৃত দ্বারা কদ্র, নবগ্রহ, দিকপাল, সোম, দুর্গা, বাস্তুপুরুষ-দেবতার পূর্বোক্ত স্ব স্ব মন্ত্রে (২য় পৃষ্ঠা ৩৬২ পৃঃ) হোম করিবে। পবে ইখবন্ধনরজ্জু হস্ত হইতে উন্মুক্ত করিয়া ‘ওঁ কদ্রায় স্বাহা’ (কদ্রায় ইদং নমম) মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

প্রাশ্চিত্ত-হোম।—“ওঁ অচেত্যাদি কৃতৈতদ্বৃষোৎসর্গান্ন-হোম-কৰ্মণি ষদ্বৈগুণ্যং জাতং তদোষোপশমনায় প্রাশ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিধু নামক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজাস্তে অৰ দ্বারা ঘৃত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। যথা—“অগ্নাশ্চাগ্ন ইত্যশ্চ বিমদঋষিরগ্না অগ্নিদেবতা পঙক্তিচ্ছন্দঃ প্রাশ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নাশ্চাগ্নেহস্চ-নভিশস্তীশ্চ সত্যমি অময়া অসি। অগ্নাসা বয়সা কৃতোহয়াসন্ হব্যমুহিষে অগ্না নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে অগ্নসে নমম। অতো দেবা ইত্যশ্চ মেধাতিথিঋষিদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাশ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবস্ত নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্ৰনে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা। ইদং দেবেভ্যো নমম। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্ৰ মেধাতিথিঋষির্বিষ্ণুদেবতা গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ প্রাশ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্ৰমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুচ্যমশ্চ পাংসুলে। বিষ্ণব ইদং নমম। ভূরাদিব্যাহতীনাং বিশ্বামিত্র-অমদগ্নি-ভরদ্বাজা ঋষয়োহগ্নি-বায়ু-সূর্য্যা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভচ্ছন্দাংসি প্রাশ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যে চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। ভূরগ্নয় ইদং নমম। (ঋতাদি ঋতজ্ঞ নহে)। ওঁ ভুবো বারবে চান্তরিক্ষায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। বারব ইদং নমম। ওঁ ঋঃ

সূর্য্যায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা স্বঃ সূর্য্যায় ইদং নমম । সমস্তানাং
 ব্যাহতীনাং প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রারচিত্তাজ্যাহোমে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ প্রজাপতয়ে চ চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেত্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ
 দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা । ইদং প্রজাপতি-চন্দ্রমোনক্ষত্র-দিগ্ভ্যো
 নমম ।” নিম্নলিখিত প্রারচিত্তাহোম স্মার্তবিহিত নহে । “অনাজাতমিতি
 মন্ত্রদ্বয়স্ত হিবণ্যগর্তঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো জাতাজাতদোষনির্হণার্থং
 প্রারচিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অনাজাতং যদাজাতং যজ্ঞস্ত ক্রিয়তে
 মিথু । অগ্নে তদস্ত কল্পয় ত্বং হি বেথ যথাতথং স্বাহা । অগ্নয় ইদং নমম ।
 ষৎপাকত্রেত্যস্ত ত্রিতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রারচিত্তাজ্যাহোমে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ ষৎপাক্যামনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্ত মম্বতে মর্ত্যাসঃ ।
 অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজানন্ যজিষ্ঠো দেবো ঋতুশো যজাতি স্বাহা ।
 অগ্নয় ইদং নমম । পুরুষসম্মিত ইত্যস্ত হিবণ্যগর্তঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্
 ছন্দঃ প্রারচিত্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞঃ যজ্ঞঃ পুরুষ-
 সম্মিতঃ । অগ্নে তদস্ত কল্পয় ত্বং হি বেথ যথাতথং স্বাহা । অগ্নয় ইদং নমম ।
 যদ্বো দেবো ইত্যস্ত সৌর্য্যোহভিতপা ঋষির্মকতো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো
 দ্রব্যবিপর্য্যাস-কালবিপর্য্যাস-মন্ত্রবিপর্য্যাস- তন্ত্রবিপর্য্যাসার্থপ্রারচিত্তাজ্যাহোমে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ যদ্বো দেবাশ্চকুম জিহ্বয়া গুরু, মনসো বা প্রযুতী দেবহেল-
 নম্ । অরা বা যো নো অভিহুচ্ছুনায়তে তন্নিষ্ঠদেনোবসবোনিধেতন
 স্বাহা । মকদ্ভ্য ইদং নমম ।” পরে মৃড নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া পূজাস্তে
 পূর্ণাহুতি দিবে । যথা—“মূর্দ্ধানমিত্যস্ত বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ
 পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমুত
 আজাতমগ্নিম্ । কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসম্মা পাত্রং জনয়ন্ত দেবো
 স্বাহা । অগ্নয় ইদং নমম । সপ্তত ইত্যস্ত কোণ্ডিল্যঋষির্জগতীচ্ছন্দো-
 হগ্নির্দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ
 সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্তধামপ্রিয়াণি । সপ্ত হোতাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্তবোনীরাপৃণস্ব
 যুতেন স্বাহা । অগ্নয় ইদং নমম । ধামস্তে বিশ্বমিত্যস্ত বামদেবঋষিরাপো
 দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ধামস্তে বিশ্বং ভুবন-
 মধিপ্রিতমহুঃ সমুদ্রে হৃদয়ন্তরা যুধি । অপামনীকে সমিধে য আভূতস্তমশ্রাম
 মধুমন্তং ত উর্ধ্বিং স্বাহা অদ্য ইদং নমম ।” স্মার্তমতে ‘ধামস্তে’ ইত্যাদি
 একটি মন্ত্রে পূর্ণাহুতি বিহিত । নিম্নলিখিত ‘নাভিং যজানাম’ ইত্যাদি মন্ত্রেও

কোন কোনও পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। “নাভিঃ বজানামিত্যস্ত হিরণ্য-
গর্ভঋষিরগ্নির্দেবতা তৃষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নাভিঃ
বজানাং সদনং রঘীণাং মহামাহাবমভিসংবন্ত। বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং
যজ্ঞস্ত কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম।” এই মন্ত্রে উখিত
ও বজমানের সহিত অম্বারকু হইয়া পূর্ণাহুতিত্রয় দিবে। পরে হোতা ওঁ রুদ্রায়
স্বাহা মন্ত্রে ঋব অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। স্মার্তমতে অতঃপর ব্রহ্মদক্ষিণা
কর্তব্য। যথা—‘অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্ষণঃ সঙ্কলিত-
বৃষোৎসর্গাক-হোম-কর্ষণঃ-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তদমুকল্পভোজ্যং
বা যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রহ্মণে অহং দদানি।’ অনন্তর হোতা প্রণীতাপাত্র
(পূর্ণপাত্রীকৃত) কুশোপরি স্থাপন করিয়া তত্রত্য জল দ্বাৰা বজমানকে
(বজমান হোতা হইলে স্বয়ং) অভিষিক্ত করিবেন। মন্ত্র যথা—
“আপো অস্মানিত্যস্ত দেবশ্রবাক্ষষিবাপো দেবতাস্তৃষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে
বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো অস্মান্ মাতরঃ শুক্লরক্ত স্মৃতেন নো স্মৃতপূঃ
পুনস্ত। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীকদিদাতাঃ শুচিষাপূত এমি।
ইদমাপ ইত্যস্ত সিন্ধুদ্বীপাক্ষষিবাপো দেবতা অমৃষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে
বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্রবিতং ময়ি। যদাহমভি-
দুক্রোহ যদা শেপ উতামৃতম্। স্মিত্র্যা ন আপ ইত্যস্ত নাবায়ণাক্ষষি-
রাপো দেবতাস্তৃষ্টুপ্ ছন্দোহতিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্মিত্র্যা ন আপ
ওষধয়ঃ সন্ত। দুর্শ্চিত্র্যাস্তশ্চৈ সন্ত, যোহস্মান্ ঘেষ্টি যঞ্চ বয়ং বিশ্বঃ।”
অতঃপর হোতা সংস্কারপ করিবেন। “অগ্নে ত্বয় ইতি তিস্রাং গোপায়না
লোপায়না বা বকুঃ শুবকুঃ ক্রতবকুঃ ক্রমেণ ঋষয়োহগ্নির্দেবতা দ্বিপদা
বিরাট্ছন্দোহগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ত্বয়ো অন্তম উত ত্রাতা শিবো
ভবা বরুধ্যঃ। বসুবগ্নির্বশ্রবা আচ্ছানকিদ্ভ্যমত্তমং বয়িন্দাঃ। ওঁ সনো
বোধি শ্রধী হব মুকশ্চা নো অঘায়তঃ সমস্মাৎ। তং স্বা শোচিষ্টে দীদিবঃ
স্মারয় নুনমীমহে সখিভ্যঃ। ওঁ চম ইত্যস্ত হিরণ্যগর্ভঋষিঃ (হিরণ্যাস্তৃপ
ঋষিঃ) সারস্বতোহগ্নির্দেবতা উপবিষ্টাদ্ বৃহতীচ্ছন্দঃ সংস্কারপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ চ মে স্বরশ্চ মে যজ্ঞোপচ তে নমঃ। যন্তে ন্যনং তন্মে ত উপযন্তেহতিরিক্তং
তশ্চৈ তে নমঃ। ওঁ স্বস্তিত। ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিজ্ঞাং বুদ্ধিঃ
শ্রিয়ং বলম্। আয়ুশ্চ তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন দেহি মে হব্য-
বাহন ওঁ নমঃ।” অতঃপর স্থানীহ স্মৃত দ্বারা পরিস্তরণ কুশ ত্রক্ষিত করিয়া

“ও সপ্তত্যঃ স্বাহা” মন্ত্রে আহতি দিবে। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে অগ্নির্বিসর্জন করিবে। যথা—“ও যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহ সূক্তবাকস্তুং জুযস্ব স্বাহা। ও পৃথি, ত্বং শীতলা ভব” মন্ত্রে দধিসেক দ্বারা পৃথিবী শীতল করিয়া অনন্তর বৃষোৎসর্গ কর্তব্য।

বৃষোৎসর্গবিধি।—যথা—গন্ধ, পুষ্প, অগ্নন, গোবোচনা প্রভৃতি মঙ্গল-দ্রব্য,—স্বর্ণশূদ্র, রজতখুর, স্বর্ণশীবপট, রজতত্রিশূল, তাম্রপৃষ্ঠ, কাংস্ক্রোড়, ঘণ্টা, চামর ও দর্পণ দ্বারা বৃষকে ও বৎসতরীর অলঙ্কারে বৎসতরীকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অলঙ্কৃত করিবে, যথা—“ও চত্বাবি শূদ্রা ত্রয়ো অশ্ব পাদা, যে শীর্ষে সপ্তহস্তাসে। অশ্ব। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্য্য। আবিবেশ।” ইতি স্বর্ণশূদ্রস্থাপনমন্ত্র। “ও বাজস্তুমধ্বরাণাং গোপা-মৃতশ্চ দীদিবিম্। বর্দ্ধমানং শ্বে দমে।” ইতি রজতখুরদান মন্ত্র। “ও অসৌ বস্ত্রাত্মো অরুণ উত বক্রঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিঙ্গু শ্রিতাঃ। সহস্রশো বৈষাং হেলঈমহে।” ইতি তাম্রপৃষ্ঠমন্ত্র। “ও কাংসোন্মিতাং হিরণ্য-প্রাকারামার্দ্রাং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং। পদে স্থিতাং পদবর্ণাং তামিহোপহ্বরে শ্রিমম্।” ইতি কাংস্ক্রোড়মন্ত্র। “ও কক্রদ্রায় প্রচেতসে মীঢুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শস্তমং হৃদে।” ইতি ত্রিশূলমন্ত্র। ও বিষ্ণোবরাটমসি বিষ্ণোং শ্লপ্ত্রে হো বিষ্ণোঃ স্যুরসি বিষ্ণোঋবোহসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে স্বা।” ইতি চক্রমন্ত্র। “ও আকৃষ্ণেন রজসা বর্দ্ধমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্য্যক। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশুন্।” ইতি দর্পণমন্ত্র। “ও মানো নয়েষু তিগ্মং বিশ্বস্ত বস্বাধা দ্রবস্তাং। আয়ঃ শর্য্যভিস্ত বিনিম্নোহস্তাং ত্রিণিতাদভস্তো।” ইতি ঘণ্টামন্ত্র। পরে গায়ত্রী ও “ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী-জ্ঞাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণ-বাদধি সস্বৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্ত মিষতো বশী সূর্য্যচক্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।” এই মন্ত্রে যুগ প্রক্ষালন করিয়া যথাবিধি যুগপূজা পূর্ব্বক একহস্তপরিমিত গর্ত্তে আরোপণ করত “ও যুগ ব্রহ্মায় উতরে যুগবাহাশ্চকালং যেহ্ন-যুগায় তক্ষতি। যে চার্কিতে পচনং সম্ভবন্ত্যতো তেবামতিতুর্জিন ইষতু” মন্ত্রে বৃষকে সম্বোধন করিয়া “ও স্থিরো ভব বিড়্ধ আশুর্ভব বাজ্যর্ষন্ পুথুর্ভব সূবদম্মমগ্নেঃ পুরীষবাহন” মন্ত্রে স্থিরীকরণান্তে যুক্তিকা দ্বারা যুগগর্ভ পূরণ করিয়া যুগে বৃষকে বন্ধন করিবে। যুগের চতুর্দিকে চারিটি

উপযুগ প্রোথিত করিয়া তাহাতে চারিটি বৎসতরী বন্ধন করিবে।
 স্মার্তমতে যুগপ্রোথনাди পূর্বেই বিহিত হইয়াছে। পরে বৎসতরী-
 চতুষ্টয় সহিত বৃষকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবে ও তৎপশ্চাৎ অন্নগমন
 করিতে করিতে কৃতাজ্জলিপুটে পাঠ করিবে—‘ও ইডাসি কাম্যাসি বস্তাসি
 প্রিয়াসি হব্যাসি সরস্বতাসি মহাসি বিশ্বতিবসি।’ পরে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে
 বৃষস্কৃত জপ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পঙক্তিছন্দো বৃষো দেবতা
 বৃষস্কৃতজপে বিনিয়োগঃ। ও ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিम्।
 হস্তারং শক্রাণাং কৃধি বিবাজং গোপতিং গবাম্। ও অহমস্মি সপত্নহেল্ল
 ইবারিষ্টো অকৃতঃ। অধঃ সপত্না মে পদোবিমে সর্বৈ অভিষ্ঠিতাঃ॥
 অত্রৈব বো পিনহাম্মাতে আত্মী ইব জ্যয়া। বাচস্পতে নিষেধে মান্তথা
 মদধরং বদান্। অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেণ ধাম্মা। আবশ্চিত্তমাবো ব্রতমাবো
 হংসমিতিং দদে। যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আবো মূর্দানমক্রমীম্।
 অধস্পদান্ ম উদদত মণ্ডকা ইবোদকান্ মণ্ডকা উদকাদিব।” বৃষস্কৃত পাঠান্তে
 বৃষের দক্ষিণকর্ণে নিম্নলিখিত মন্ত্র শ্রবণ করাইবে, যথা— “ও পিতা
 বৎসানাং পতিবয়্যানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাং গর্ভো জরায়ুঃ প্রতিধ্বক
 পীষুৰ আমিকাস্বতং তত্ত্বস্ত রেতঃ। ও বৃষোহসি ভগবান্ ধর্ম্যচতুষ্পাদঃ প্রকী-
 র্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং বন্ধতু সর্বতঃ॥” অনন্তর পূর্বমুখে
 উপবেশন করিয়া ‘এতৎপাদ্যং সোপকবণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-বৃষায়
 নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া তিল-কুশ-জল লইয়া “ও অন্বেত্যাদি অমুক-
 গোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মণোহশোচান্তাদ্ দ্বিতীয়েহহি অমুক-
 গোত্রস্ত প্রেতশ্চামুকদেবশর্মণঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্বক-স্বর্গলোক-গমন-
 কামঃ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সোপকবণ-সহিত-বৃষমহমুৎসজ্যামি।” মন্ত্রে
 পূর্ব বা ঈশানকোণে প্রেরণ করিয়া “ও এনং যুবানং পতিং বো
 দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। ইমাঞ্চ স্বাং প্রজহুবা
 স্রবাচা রায়স্পোষেণ সমিষা চিনোমি। ও শান্তা পৃথিবী শিবমন্তরিকং
 ভৌর্নো দেব্যভয়ং নো অস্ত। শিবা দিশঃ প্রদিশ উদ্দিশো ন আপো
 বিদ্যতঃ পরিপাস্ত সর্বতঃ।” এই মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে উৎসর্গজল পাঁচটি গরুর
 পুচ্ছে ছিটা দিবে। স্মার্তমতে—এনং যুবানম্ ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থজ্ঞানপূর্বক
 উক্তমন্ত্রপাঠান্তে অন্বেত্যাদি বাক্য পড়িয়া বৃষোৎসর্গ বিহিত। অর্থ যথা— হে
 বৎসতর্যো বো যুয়াকং এনং পতিং স্বামিনং দদানি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি, তেন

বৃষেণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যঃ সুভগা লোকস্ত প্রিযাশ্চরথ ব্রহ্মথ, হে বৎসতর্যো
 যুয়মপি মা নঃ নাস্বৎস্বত্ববিষয়া ভবিষ্যথ, কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যা বৃষস্য ভবতীনাঞ্চ
 ত্যাগেন বায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তজন্মবা সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অগ্নেন
 সংহিনোমি সম্যক্বৃদ্ধিযুক্তো ভবামি। এনং যুবানমিত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্যঋষি-
 স্তৃষ্টপ্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষাৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং যুবানং পতিং
 বো দদানি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মা নঃ সাপ্তজন্মবা সুভগা বায়স্পোষেণ
 সমিষা হিনোমি ॥” পরে “ওঁ ঋষভং মা সমানানাং” ইত্যাদি বৃষস্তুক্ত পুনশ্চ
 পড়িয়া বৎসতবীস্তুক্ত পাঠ করিবে, যথা—“ওঁ ময়ো ভূবাপো দেবী প্রথমজাহ
 হতেন সোমো বাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রাযচ্ছদহনৌয়মানঃ। ওঁ ইরাবতী
 ধেনুমতী হি ভূতং সূর্যবসিনী মনুষ্যে দশশ্রা। ব্যস্তভ্রা বোদসী বিষ্ণবে তে
 দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূঠৈঃ। ওঁ যদ্বাগ্‌বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী
 দেবানাং নিষসাদ মদ্রা। চতস্র উর্জং তৃহুহে পয়াংসি কশ্বিদশ্রাঃ পরমং
 জগাম।” এই মন্ত্র পাঠান্তে রুদ্রস্তুক্ত পাঠ্য। যথা—কদ্রুদ্রায়েতি নবর্চস্ত
 কণ্ঠধী রুদ্রো দেবতা তৃতীয়ায়া মিত্রাবকণৌ সপ্তম্যাদিহুস্তু সোমো দেবতা
 অষ্টানাং গায়ত্রীচ্ছন্দো অন্ত্যিয়া অনুষ্টপ্ ছন্দো বৃষস্ত পূর্বিদিগুপস্থানে
 বিনিয়োগঃ। ওঁ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীচুষ্টমায় তবাসে। বোচেম
 শস্তমং হৃদে। ১। যথা নো অদিতিঃ করং পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে।
 যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্। ২। যথা নো মিত্রো বকণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি।
 যথা বিশ্বে সজোষসঃ। ৩। গাথপতিং মেথপতিং রুদ্রং জলাযতেষজম্।
 তচ্ছংযোঃ সূর্যমৌনহে। ৪। যঃ শুক্র ইব সূর্যো। হিবণামিব বোচতে।
 শ্রেষ্ঠো দেবানাং বশ্বঃ। ৫। শরঃ করতাকর্ষতে সূগং মেধায় মেঘ্যো।
 নৃভ্যো নারিভ্যো গবে। ৬। অশ্বে সোম প্রিয়মধি নিগেহি শতশ্চ নৃণাম্।
 মহিশ্রবস্ত্ব বিনুয়ম্। ৭। মানঃ সোম পরিবাধো মাবাতর্যো জুহুয়ন্ত। আন
 ইন্দ্রো বা তে ভজ। ৮। যাস্তে প্রজা অমৃতশ্চ পরস্মিন্ ধামন্নুতশ্চ। মুর্দ্ধা
 নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোম বেদঃ। ৯। সোমা কদ্রেতি চতুর্ধর্চস্ত
 স্তুক্তস্ত ভরদ্বাজঋষিঃ সোমাকর্দ্রৌ দেবতে ত্রিষ্টপ্ ছন্দো বৃষস্তোপস্থানে
 বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমাকর্দ্রা ধারয়েথামসূর্য্যঃ প্রবামিষ্টমোবমন্নুবন্ত।
 দমে দমে সপ্তরত্না দধানু। শরো ভূতং দ্বিপদে শং চতুপদে। ১। সোমাকর্দ্রা
 বিবৃহতং বিযুচীমমীবা যানোগন্নমাবিবেশ। আরে বাধেথা নিধতিং
 পরাটৈরশ্বে ভজ। সৌপ্রবসানি সন্ত। ২। সোমাকর্দ্রা যুবমেতান্তশ্বে বিধাতনু

ভেষজানি ধত্তম্। অবস্ততঃ মুঞ্চতঃ বরো অস্তি তনুষু বন্ধঃ কৃতমেনো
 অশ্বৎ। ৩। তিগ্মায়ুধো তিগ্মহেতী সূশেবো সোমাক্রদাবিহ সূমুড়তঃ নঃ।
 ঐ নো মুঞ্চতঃ বরুণস্ত পাশাদ্ গোপায়তঃ নঃ সূমনশ্চমানা। ৪। ইমা ক্রদায়েত্যে-
 কাদশর্চস্ত সূক্তস্ত কুৎসঞ্চবী কদ্রো দেবতা অগত্যন্ত্যে ত্রিষ্টুভৌ চ্ছন্দাংসি
 বৃষস্ত দক্ষিণদিগুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ও ইমা ক্রদায় তবসে কপর্দিনে।
 ক্ষয়দীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বঃ পুষ্টঃ গ্রামে
 অশ্বিন্ননাতুরম্। ১। যুড়া নো কদ্রোতনো ময়ঙ্কধি ক্ষয়দীরায় নমসা বিধেম
 তে। যচ্ছঃ চ যোশ্চমমুবাযেজ পিতা তদশ্রাম্ তব কদ্র প্রণীতিষু। ২।
 অশ্রাম তে সূমতিং দেব যজ্যমা ক্ষয়দীরস্ত তব কদ্র মীচঃ। সূমা
 যম্মিদিশো অশ্বাক-মাচবারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ। ৩। যেষাং বয়ং
 কদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কং কবিমবসে নিহ্নয়ামহে। আরে অশ্বদৈব্যাং
 হেডো অশ্র তু সূমতিমিহ্নয়মশ্রা বৃণীমহে। ৪। দিবো বরাহমকষং কপর্দিনং
 যেষাং রূপং নমসা নিহ্নয়ামহে। হস্তে বিভ্রদভেষজা বার্য্যানি শর্ম বর্ম চ্ছদ্বিরশ্বভ্যং
 যং সৎ। ৫। ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো ক্রদায় বর্দ্ধনম্।
 রাস্বা চ নো অমৃত মর্ত্যভোজনং অনে তোকায় তনয়ায় যুড়। ৬। মানো
 মহান্তমুত মানো অর্ভকং মান উকন্তমুত মান উন্মিতম্। মানো বধীঃ পিতরঃ
 মোত মাতরং মানঃ প্রিয়ান্ত্রো ক্রদ বীরিষঃ। ৭। মানস্তোকে তনয়ে মান আরো
 মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ গানো ক্রদভামিতো বধীর্বিশ্বস্তঃ
 সদমি স্বা হবামহে। ৮। উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতমর্কতাং
 সূর্যমশ্বৈ। ভদ্রা হি তে সূমতিমুড়য়ন্তমাধা বয়মব ইন্তে বৃণীমহে। ৯। আরে তে
 গোমুত পুরুষয়ঃ ক্ষয়দীর সূর্যমশ্বৈ তে অশ্ব। যুড়া চ নো অধি চ ক্রহি দেবা
 ধাচনঃ শর্ম যচ্ছদ্বিবর্হাঃ। ১০। অবোচাম নমো অশ্বা অবস্তবঃ শৃণোতু নো
 হবং কদ্রো মরুতান্। তন্নো মিত্রোবরুণো মামহস্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত
 ত্তোঃ। ১১। ইমা কদ্রায়েতি চতস্রাং বশিষ্ঠঞ্চবী কদ্রো দেবতা প্রথমায় অগতী
 অন্ত্যায়োস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দাংসি বৃষস্তোত্তরদিগুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ও ইমা ক্রদায়
 হিরধম্ননে গিরঃ ক্রিগ্নেষবে দেবায় স্বধাবে। অষাঢ়ায় সহমানায় বেধসে
 তিগ্মায়ুধায় ভবতা শৃণোতু নঃ। ১। স হি ক্ষয়েণ ক্ষত্যান্ত জন্মনঃ সাত্রাজ্যেন
 দিব্যস্য চেততি। অবন্নবস্তীকপ নো দুরশ্চরানমীবো ক্রদজা সুনো ভব। ২।
 যা তে দিহ্যদবশ্চষ্টা দিবস্পরি সূমা চরতি পরিসারুণক্তু নঃ। সহস্রং তে
 স্বপি বাত ভেষজা মানস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ। ৩। মানো বধী ক্রদমাপরাদা

মাতে ভূম প্রসিতৌ হীড়িতস্য । আনো ভজ বহিষি জীবশংসে যুগং পাত
 স্বস্তিতিঃ সদা নঃ । ৪। আ তে পিতরিতি পঞ্চদশর্চস্ত স্তুতস্ত গৃৎসমদধ্বী ক্রদ্রো
 দেবতা অগতী অন্ত্যায়ান্ধ্রিষ্টুপ্ছন্দসী পশ্চিমদিগুপস্থানে বিনিয়োগঃ । ৫
 আ তে পিতমর্কতাং সুরমেষু মানঃ সূর্যাস্ত সন্শো যুযোধাঃ । অভি নো বীরো
 অর্কতি ক্রমেত প্রজায়েমহি ক্রদ্র প্রজাভিঃ । ৬। হাদন্তেভীক্রদ্র শস্ত্রমেভিঃ শতং
 হি মা অগৌ ভেষজেভিঃ । বাস্মদ্বেষো বিতরং ব্যাহোবামীবাচাতমস্বাবি-
 যুচীঃ । ৭। শ্রেষ্ঠো জাতস্ত ক্রদ্র শ্রিয়সি তবস্তমস্তবসাঃ বজ্রবাহো । পর্ষিণঃ পারমং-
 হসঃ স্বস্তি বিশ্বা অতীতীবপসো যুযোধি । ৮। মা হা ক্রদ্র চুকুধা মানমোভির্মা
 হুষ্টুতী বৃষভ মাসহুতী । উন্নো বীবাঁ অর্পয়তেষজেভির্ভি ক্রমং হা ভিষজাঃ
 শৃণোমি । ৯। হবীমভির্ভবতে যো হবির্ভিববস্তোমেভী ক্রদ্রং দিবীয় । ঋদূদরঃ
 সুহবো মানো অষ্ট্য বক্রঃ সুশিপ্রো বীরধন্যনায়ৈ । ১০। উন্মামমন বৃষভো মরুতান্
 অকীয়সা বয়সা নাধমানম্ । ঘৃণীবচ্ছায়ামবপা অগীয়া বিবাসেয়ং ক্রদ্রস্ত সুরম্ । ১১
 কস্ততে ক্রদ্র মৃডয়াকুর্হন্তো বো অস্তি ভেষজো জলাঘঃ । অপতর্ভার-
 পসো দৈব্যস্যাতীহুমা বৃষভ চক্রমীথাঃ । ১২। প্রবব্রবে বৃষভায় স্থিতীচে মহো
 মহীঃ স্তুষ্টুতিমীরয়ামি । নমস্তা কল্মলৌকিনং নমোভিগৃণীমসি ত্বেষং ক্রদ্রস্য
 নাম । ১৩। স্থিরেভিরনৈঃ পুষ্করপ উগ্রো বক্রঃ শুক্রেতিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ ।
 ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরেন বা উ ষোষক্রদ্রাদসূর্য্যম্ । ১৪। অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি
 ধর্ষাইরিকং বজ্রতং বিশ্বরূপম্ । অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভং নবা ওজীয়ো
 ক্রদ্র হদন্তি । ১৫। স্তুহি শ্রুতং গর্ভসদং যুবানং যুগং ন ভীমমুপহত্বু মুগ্রম্ । মৃডা
 অরিত্রে ক্রদ্রস্তবানোত্তং তে অশ্বরিবপস্ত সেনাঃ । ১৬। কুমারশ্চিৎ পিতরং
 বন্দমানং প্রতি নানামক্রদ্রোপযন্তম্ । ভূরেদাঁতারং সৎপতিং গৃণীষে স্ততস্বং
 ভেষজা রাস্যস্মে । ১৭। যাবো ভেষজা মকতঃ শুচীনি যা শস্ত্রমা বৃষণো বা
 মরোভু । যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তাশকরোশ্চ ক্রদ্রস্য বশ্মি । ১৮। পরিণো-
 হেতী ক্রদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরিষেবস্য দুর্মতির্মহীগাং । অবস্থিরা মনবভ্যন্তহু
 মীড়ন্তোকায় তনয়ায় মৃড় । ১৯। এবা বক্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন
 হৃণীষে ন হংসি । হবনশ্রয়ো ক্রদ্রেহ বোধি বৃহদ্রদেম বিদথে সুবীরাঃ । ২০।

পরে পূর্বোক্ত পুরুষস্তুক্ত পাঠান্তে (২য় খণ্ড ৩৬০ পৃঃ) শাস্তিস্তুক্ত পাঠ্য ।

যথা—“ও শংবতীঃ পারায়ন্ত্যেতে তং পৃচ্ছন্তি বচোযুজা । অভ্যারন্তং বমাকৈতুং বজ্র
 বেদমিতি ক্রবৎ । ভাসাকৈতুং পরিশ্রুতং ভারতীর্ষবর্ধনীঃ । সংজানানা মহী
 মাতা বজ্র বেদমিতি ক্রবৎ । ইতস্তং কিং বিতুং প্রতুং তাত্বনেরং সরস্বতী । যেন

সূর্য্যামরোচয়দ্ যেনেমে রোদসী উভে । জুবহায়ে অজিরঃ কাথং মেধাতিথিঃ ।
 মা স্বা সোমস্যববৃহৎ সূতস্য মধুমন্তমঃ ॥ ত্বমগ্রে অজিরঃ শোচস্ব দেববীতমঃ ।
 আ শস্তম শস্তমাতিরভিষ্টিভিঃ শাস্তিঃ স্বস্তিমকূর্বত । শমঃ কনিক্রদদেবঃ পর্জুন্যো
 অভিবর্ষতু । শমো জীবাপৃথিবী শং প্রজাত্যঃ শম এধি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ।
 ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি,” এই সকল সূক্তমন্ত্র বৃষকে বারত্বর অবগ করাইয়া
 বৃষপুচ্ছগলিত জলে তর্পণ করিবে । যথা—দক্ষিণামুখ, প্রাচীনাবীতী, পাতিত-
 বামজানু ও একবস্ত্র হইয়া “বিষ্ণুবোম্ অমুকগোত্রঃ প্রেতমমুকদেবশর্মাণমেতদ্-
 বৃষপুচ্ছগলিত-সতিলোদকেন তর্পয়ামি” মন্ত্রে তিনবার সতিল-বৃষপুচ্ছগলিত-
 জলে তর্পণ করিয়া উত্তরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক “ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্য-
 চাপি তৃপ্তয়ে । মাতৃপক্ষাশ্চ য়ে কেচিদ্ য়ে চান্তে পিতৃপক্ষজাঃ । গুরুবস্তুর-
 বন্ধুনাং য়ে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ । য়ে প্রেতভাবমাপন্না য়ে চান্তে শ্রাদ্ধবর্জিতাঃ ।
 বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভস্তাং প্রীতিমুত্তমাম্ ॥” এই মন্ত্রে বৃষপুচ্ছগলিত-সতিল-
 জলে তিনবার তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে—“ওঁ যৎকিঞ্চিদ্ধিজনৈ
 ময়োৎসৃষ্টং তদন্তো ন নয়েৎ ন বাহুং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ।’
 বৃষকে সম্বোধন পূর্ব্বক পাঠ করিবে—“ওঁ ধর্ম্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদশতত্বন্তে
 প্রিয়ান্বিতাঃ । চতুর্গাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্থয়া সহ । দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ
 মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ । ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্থয়া সার্কং ব্রজস্বিতাঃ । নমো
 ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতর্ষিপোষক । অগ্নি মুক্রেতক্ষরা লোকা মম সন্ত নিরাময়াঃ ।
 ওঁ মা মে ঋণোহস্ত দৈবোহথ পৈত্রো ভৌতোহথ মাথুযঃ । ধর্ম্মস্ত
 ত্বৎপ্রপন্নস্য বা গতিঃ সাহস্ত মে ধ্রুবা ॥ ওঁ যৎকিঞ্চিদুহৃতং কর্ম্ম লোভমোহাৎ
 কৃতং ভবেৎ । তস্মাদুহৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে ॥ যাবন্তি
 তব রোমানি শরীবে সন্তবন্তি হি । তাবদ্বর্ষসহস্রানি স্বর্গে বাসোহস্ত মে
 পিতুঃ । ওঁ গাবো মে মাতরঃ সর্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম । উৎসৃষ্টে বৃষভে
 বাস্ত স্বর্গে পিতৃগণা মম । ওঁ পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ।
 দশজন্মানি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ । ততঃ প্রক্ষীণকর্ম্মাসৌ (মোক্ষ-
 মাপ্নোত্বসংশয়ম্) মুক্তিং বাসত্যাসংশয়ম্ । যোচিতোহসি ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা
 গতিরস্ত তে । যৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধার্থং তরিস্বঃ ভবসাগরে ॥ ওঁ ন খাদেঃ
 পরশস্যানি নাক্রামেগতিণীঞ্চ গাম্ ॥” মন্ত্র পাঠ করিয়া বিসর্জন করিবে ।
 অগ্নি হইতে ক্বাথেরে তত্ত্ব লইয়া “মানন্তোক ইত্যস্ত কুৎসধ্বী কদ্রো দেবতা
 জগতীচ্ছনো বিভূতিগ্রহণে বিনিরোগঃ । ওঁ মানন্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ

মানো গোষু মানো অশ্বেষু বীরিষঃ । বীরান্ মানো রুদ্র ভামিতো বধী-
 ইন্দিয়ন্তঃ সদসি স্বা হবামহে” মন্ত্রে দক্ষিণাবর্তে অভিমন্ত্রিত করত দক্ষিণহস্তের
 অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ‘ওঁ ত্র্যাম্বুং জমদগ্নেঃ’ মন্ত্রে ললাটে, ‘ওঁ কশ্যপস্ত
 ত্র্যাম্বুং’ মন্ত্রে হৃদয়ে, ‘ওঁ অগস্ত্যস্ত ত্র্যাম্বুং’ মন্ত্রে নাভিতে, ‘ওঁ যদেবানাং
 ত্র্যাম্বুং’ মন্ত্রে দক্ষিণক্কে, ‘ওঁ তন্মে অস্ত ত্র্যাম্বুং’ মন্ত্রে বামক্কে, ‘সর্বমস্ত-
 শতাম্বুং’ মন্ত্রে ব্রহ্মরক্কে তিলক করিবে। হোতৃদক্ষিণাদি দানান্তে মূল-
 দক্ষিণাদান করত কৃতাজ্জলিপুটে “ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্কে গৃহীত্বার্চাং স্বমালয়ম্ ।
 সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্তেদানীং সুপূজিতাঃ ।” মন্ত্রে দেবতাদিগকে বিসর্জন
 করিয়া শান্তিকলস উত্থাপন করত শান্তিবিধান অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্বক
 বৈশ্বণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্তব্য ।

ইতি কালেশিকৃত-ঋগ্বেদীয়-বৃষোৎসর্গবিধি ।

ঋগ্বেদীয়-আট্টিকোদ্ভিষ্ট

অশোচান্ত দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নে অষ্টম বা নবম মুহূর্ত্তে অসামর্থ্যে পর্য্যু-
 দস্তেতর কালে প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারী নিত্যক্রিয়াদানাদি সমাপনান্তে তিনতৈলে
 প্রদীপ প্রজালিত করিয়া দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্বক কুশ-
 হস্তে দুইবার আচমন করত পূর্বাভিমুখে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—“ওঁ
 এতন্মৈ সস্তুতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চনান্তে দান-
 বাক্য পড়িবে, যথা—“ওঁ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ
 (অমুকেগোত্রস্ত প্রেতশ্রাদ্ধমুকদেবশর্মাণোহশোচান্তাদ্ দ্বিতীয়েহহি) অমুক-
 গোত্রস্ত প্রেতশ্রাদ্ধমুকদেবশর্মাণ আট্টিকোদ্ভিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত
 প্রেতশ্রাদ্ধমুকদেবশর্মাণোহক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সস্তুতোপকরণামান্নভোজ্যং ত্রীবিষ্ণু-
 দৈবত’মিত্যাदि ।” পরে যথাযথ দক্ষিণ দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ‘ওঁ
 বাস্তপুরুষায় নমঃ’ মন্ত্রে বাস্তপুরুষপূজান্তে ওঁ তদ্বিক্ষোঃ ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণু-
 স্মরণ করত ‘ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় ত্রীবিধবে নমঃ’ মন্ত্রে যজ্ঞেশ্বরের পূজা ও শ্রাদ্ধীয়া-
 গ্রভাগ ভোজ্যদান পূর্বক গজাপূজা ও পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামীকে পিতৃতীর্থে
 ‘এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সস্তুতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং এতদ্ভূস্বামিপিতৃত্যঃ স্বধা নমঃ’
 মন্ত্রে ভোজ্যদান করিবে ।, পরে উপবীতী হইয়া ব্রাহ্মণকে (পঞ্চ বা সপ্ত সাগ্র
 কুশ দ্বারা সার্ক-ধিতয় বেষ্টনে ‘ওঁ’ মন্ত্রে গ্রহিযুক্ত উর্দ্ধকেশ) ও সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ

সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাং । স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্যতিষ্টদশাঙ্গুলম্' মন্ত্রে স্নান করা-
ইয়া 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা পূর্বক প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাগ্র
কুশাসনে স্থাপন করিবে । পরে কুকক্রেত্র ইত্যাদি ও তদ্বিষাঃ ইত্যাদি
মন্ত্রপাঠ দ্বারা তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক অনুজ্ঞা লইবে । যথা—“বিষ্ণুরোম্
তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-
দেবশর্ষণোহশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণ
আঠৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” (ওঁ কুকষ প্রতিবচন) । উপবীতী
হইয়া গায়ত্রী একবার পাঠ করিয়া “ওঁ দেবতা ভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য
এব চ । নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ” মন্ত্র তিনবার জপ করিবে ।
অনন্তর পুনঃ প্রাচীনাবীতী হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য
প্রোক্ষণ ও বক্ষার্থ মৃজ্জল নিয়োক্ত মন্ত্রে একদেশে স্থাপন করিবে । “ওঁ অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্যাটতে মহীম্ । অমুবাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো
ময়া । ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দিনঃ । ময়াহত্র শ্রাদ্ধে
কর্তব্যো সন্নিবীতব কেশব । ওঁ রক্ষোন্নমসি ।” (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে যজ্ঞরক্ষাং কুকষ
প্রত্যুত্তর) ।

মতান্তরে বক্ষোন্ন জল স্থাপনেব পব নিয়োক্ত মন্ত্রে তিলবিকিরণ উক্ত
হইয়াছে । যথা—“ওঁ অপহতা অমুরা বখাংসি পিশাচা যে ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমহু ।
অন্তত্রেণ । গচ্ছন্তু ষত্রেতেষাং গতং মনঃ ॥”

আসনদান ।—কাষ্ঠাসন লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুক-
দেবশর্ষগ্নিদং দার্কাসনং আমুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে
বলিবে—“ওঁ অত্রাসনে দেববাজ্রাত্যনুজ্ঞাতো বিশ্রম্যতাং দ্বিজবর্ষ্যানুগ্রহায়
প্রসাদয়ে আসনং গৃহ পুতং জ্ঞানাগ্নিপুতেন করেণ বিপ্র ।” দর্ভাসন-
দান—যথা—অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ষগ্নিদং দর্ভাসনং আমুপতিষ্ঠতাম্”
মন্ত্রে মোটক-জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দিবে ।

ছত্রদান ।—বামহস্তে ছত্র ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুক-
দেবশর্ষগ্নিদং ছত্রং আমুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া নিবেদন করিবে ।

পাছুকাদান ।—পাছুকা ধারণ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ষগ্নিদং
পাছুকাযুগলং আমুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে । মতান্তরে পাছুকাদানের
কলপ্রতি পঠিত হইয়া থাকে । যথা—“ওঁ সন্তপ্তবানুকাং ভূমিমসিকটকিতাং
তথা । সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতাং দদুপানহৌ ॥”

শয্যাদান।—বামহস্তে শয্যা ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব-
শর্মাশ্বেষা শয্যা ত্র্যমুপতিষ্ঠতাম্।” মন্ত্রে শয্যায় জলের ছিটা দিবে।

অর্ঘ্যাদান।—ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ পরিষ্কৃত প্রোক্ষিত ভূমিতে কুশোপরি
একখানি অর্ঘ্যপাত্র (ডোকা) পাতিয়া একটি সাগ্রকুশ প্রাদেশপরিমাণে
“ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে নথব্যতিরেকে ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মর্নসা
পুতমসি” মন্ত্রে প্রোক্ষণ পূর্বক অর্ঘ্যপাত্রে দক্ষিণাগ্রভাবে রাখিবে।
তুষ্টীভাবে জলসেক করিয়া “ওঁ শম্নো দেবীরভিষ্টয় আপো তবন্ত পীতয়ে
শং যোরভিষ্টবন্ত নঃ” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কবত “ওঁ তিলোহসি সোমদেবতো
গোসবো দেবনির্মিতঃ। প্রভুবতিঃ প্রভঃ স্বধয়া প্রেতান্ ইমান্লোকান্
প্রীণয়াহি নঃ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে তিল বিকিরণ পূর্বক অর্ঘ্য (গন্ধ,
পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্বা, তুলসী, তণুল) অমন্ত্রকভাবে সাজাইয়া কুশ দ্বারা
আচ্ছাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে- “ওঁ প্রেতপাত্রং সম্পন্নম্ জাতম্?” (ওঁ
সুসম্পন্নম্ প্রতিবচন) পরে উন্ম্যাটন, অমন্ত্রক পবিত্রার্পণ, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর
দানাভ্যে পুষ্পাস্তর দ্বারা শিবঃ প্রভৃতির অর্চনা করিয়া গৃহসূত্রমতে অমন্ত্রক
অন্ত জল দিয়া অর্ঘ্যাদান কর্তব্য। মতান্তরে ‘স্বধা অর্ঘ্যা’ মন্ত্রে জলদান
বিহিত। বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে জলেব ছিটা দিয়া নিবেদন
করিবে। মন্ত্র যথা— ‘ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মরিদমর্ঘ্যং ত্র্যমুপতিষ্ঠতাম্।’
পবে বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক “ওঁ
বা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সম্ভবুর্ঘা অন্তবিক্র্যা উত পার্থিবীর্ঘাঃ। হিরণ্যবর্ণা
যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ সংশোনা ভবন্ত” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া “ওঁ প্রেতায় স্থান-
মসি” মন্ত্রে সংস্রবজল সহ অর্ঘ্যপাত্র বামপার্শ্বে কুশোপরি স্থাপন করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদিদান।—বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, তৈজসাধার দীপ ও বস্ত্র ধারণ
করিয়া দক্ষিণহস্তধৃত মোটকজলে নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—
“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মরিমানি গন্ধপুষ্প-ধূপ-তৈজসাধার-
দীপাচ্ছাদনানি ত্র্যমুপতিষ্ঠতাম্। * মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ওঁ এষ তে গন্ধঃ

* কোন কোনও পুস্তকে সর্বত্র দানবাক্যে ‘স্বধা নমঃ’ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন না, গৃহপরিশিষ্টে একোচ্চিষ্টপ্রকরণে লিখিত আছে যে, ‘ন বৈবঃ নধূপদীপো ন স্বধা, পিতৃব্রহ্মশব্দেনাবাহবন’ ইত্যাদি, দৈবঃ ধূপক দীপক স্বধাশব্দক বর্জয়েৎ। পিতৃশব্দকো নমঃ শব্দঃ সূক্তাদি প্রাপণং ন চ।’ গৃহকারিকা।—স্বধা শব্দের পরিবর্তে উপতিষ্ঠতাম্ প্রয়োগ কর্তব্য।

(ও সুগন্ধঃ) ও এতত্তে গুপ্পঃ (ও সুগুপ্পঃ) ও এব তে ধূপঃ (ও সুধূপঃ) ও এব তে দীপঃ (ও সুদীপঃ) ও এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ও আচ্ছাদনম্) মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করিবে। পরে কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে, “ও প্রেতার্কনঃ সম্পূর্ণঃ জাতম্ ?” (ও সম্পূর্ণঃ জাতঃ প্রত্যুত্তর)।

অন্নদান।—স্বতাক্ত কিঞ্চিং অন্ন লইয়া অন্নোৎকরণ করিবে, যথা—“ও অমুকগোত্রায় প্রেতায় অমুকদেবশর্ম্মণে স্বাহা” মন্ত্রে অন্ন একবার জলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাশ্র গোলাকৃতি মণ্ডল জল দ্বারা আঁকিয়া তদুপরি আমিষযুক্ত ভোজনপাত্র রাখিয়া তৎপার্শ্বে পানার্থ জলপাত্র রাখিবে। উপকরণ পাত্রান্তরে স্থাপন কর্তব্য।

হতশেষ অন্নোপরি দিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিং অবশিষ্ট রাখিবে। অমন্ত্রক জলের ছিটা দিয়া উত্তান হস্তদ্বয়ে অন্নপাত্র ধরিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্রঃ তৌরপিধানঃ ব্রাহ্মণস্তা মুখেহমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিজ্ঞাবতাং প্রাণা-পানয়োজুহোম্যক্ষিতমসি মামেক্ষেষ্ঠা অমৃতামুগ্নিঃলোকে” মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুচ্চমস্ত্র পাংসুলে” মন্ত্রে অগ্নে নথ ব্যতিরেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থাপন করত “ও বিষ্ণো কব্যঃ রক্ষস্ব” মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ ও “ও অপহতাস্থবা বক্ষাংসি বেদিবদঃ” মন্ত্রে তিল বিকিরণ কর্তব্য। অতঃপর অমন্ত্রক জলগণ্ডুষ দিয়া বাম হস্তে সামিষ অন্নপাত্র ধরিয়া “ও অমুক-গোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মগ্নিদং সামিষায়ঃ সোপকরণং সতিলোদকং ত্বামুপতিষ্ঠ-তাম্” উৎসর্গান্তে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া অগ্নে স্বত-মধু দানাতে উপবীতী হইয়া গায়ত্রীপাঠ পূর্বক প্রাচীনাবীতিভাবে মধু বাতা ইত্যাদি ঋক্জয় ও মধুমন্ত্র জপ করিয়া অন্নহীনম্ ইত্যাদি পাঠ করিবে। পরে কৃতাজ্জলিপুটে প্রত্যাদেশ কর্তব্য। যথা—“ও ইদম্ সামিষায়ম্ ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ এতান্ন্যপকবণানি ভবান্ প্রাশয়তু” মন্ত্রে জল দান করিয়া “ও যথাস্থখং জুযস্ব” বলিবে। পরে ব্রাহ্মণের ভোজনকালে প্রাব্যমন্ত্র পাঠ কর্তব্য। যথা—সপ্রণব ব্যাহতি-সহ গায়ত্রী, “ও অক্ষরমীমদন্ত হবপ্রিয়া অধুষত অস্তোষত স্বতানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা যিহ তে হরী। “ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সঙ্ঘোষধীঃ। ও মধু নক্তমুতোষসো মধুমং পার্শ্বিৎ রজঃ। মধু তৌরস্ত নঃ পিতা। ও মধুমারো বনস্পতির্মধুম্। অস্ত্র সূর্য্যঃ। মাধ্বী-র্গাবো ভবন্ত নঃ। ও মধু মধু মধু। ও যজ্ঞেধরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তা-হব্যায়ান্না চরিরীষরোহত। তৎসমিধানাদপবান্ত সন্তো রক্ষাংস্তপেষাপ্যস্তরাশ্চ।

সর্বৈ । ওঁ বোগীশ্বরং বাজবল্যং সম্পূজ্য মুনরোহব্রবন্ । বর্ণাশ্রমেতরাণাম্ণো
 ক্রহি ধর্মানশেষতঃ । ওঁ মধ্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-বাজবল্যোশনোহবিরাঃ ।
 যমাপস্তম্ব-সম্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী । পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-
 গৌতমৌ । শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকাঃ ।” ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ
 ইত্যাদি । “ওঁ ত্বর্যোধানো মন্যুমরো মহাক্রমঃ স্বক্লঃ কৰ্ণঃ শকুনিস্তস্ত শাখা ।
 হ্রঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী । ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম-
 মরো মহাক্রমঃ স্বক্লোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা । মাদ্রীশ্রুতো পুষ্পফলে
 সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ । ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু যুগাঃ কালজ্বরে
 গিরৌ । চক্রবাকাঃ শবদীপে হংসাঃ সরসি মানসে । তেহভিজাতাঃ
 কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দূরমধ্বানং ধৃষং তেভ্যোহবসীদত ।
 (ওঁ রুচিঃ রুচিঃ কচিঃ ওঁ রুচয়ে নমঃ) ওঁ ঈশান-বিষ্ণু-কমলাসন-কার্ত্তিকেয়-
 বহ্নিঋষার্ক-রজনীশ-ধনেশ্বরাণাম্ । ক্রৌঞ্চামরেন্দ্র-কলসোদ্ভব-কাশ্যপানাং
 পাদারামামি সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্ ।” পবে জলগণ্ডুষ দিয়া “ওঁ তৃপ্তোহসি’
 মন্ত্রে তৃপ্তিপ্রাপ্তোস্তে (ওঁ তৃপ্তোহস্মি প্রত্যুত্তর) মধু বাতেতি ঋক্তর ওঁ মধু মধু
 মধু ওঁ অক্ষয়মীমদস্ত ইত্যাদি পাঠ করিয়া ‘ওঁ সম্পন্নম্’ বলিয়া জিজ্ঞাসা
 করিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) ।

পিণ্ডদান ।—ভুক্তাবশিষ্টে সর্ববিধ অন্ন ছতশেষের সহিত একত্র করিয়া
 অধিক পরিমাণে পিণ্ডার্থ ও অল্পপরিমাণে বিকিরদানার্থ স্থাপন করিবে । পরে
 ‘ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেবম্’ জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ প্রেতার দীপ্যতাম্ অনুমতি-
 বাক্য) ব্রাহ্মণে জল দিয়া ওঁ পিণ্ডদানমহং করিয়ে (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য)
 অনুমতি লইবে । অতঃপর উপবীতিভাবে পূর্বমুখ হইয়া একবার গায়ত্রী ও
 তিনবার দেবতাভ্য মন্ত্র পাঠান্তে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিণ্ডস্থান পরিষ্কার
 পূর্বক কুশমূল দ্বারা ব্রাহ্মণসম্মুখে ‘ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে
 দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কন করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তবণ পূর্বক তথার
 তিল, জল ও পুষ্প লইয়া ‘ওঁ শুক্লভ্যাং প্রেতাঃ’ মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে ।
 গৃহপরিশিষ্টমতে মন্ত্রপাঠ বিহিত নহে । পরে পূর্বস্থাপিত অন্ন লইয়া
 কুকুট-অণ্ডপবিমিত পিণ্ড নির্মাণ করিয়া ‘ওঁ অক্ষয়মীমদস্ত’ ইত্যাদি ও মধু বাতা
 ইত্যাদি পাঠ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মনোতৎ সামিষ-
 পিণ্ডং সতিলগ্নোদকং ক্রতামুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে দিবে । অমন্ত্রক পিণ্ডশেষদান,
 কল্পবর্ষণ পূর্বক হস্তলেপ পিণ্ডোপরি দিয়া হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া

কৃতাজ্জলিপুটে বলিবে, “ওঁ অত্র প্রেত মাদন্নং যথাভাগমাবুযায়স্ব ।” বামাবর্তে উত্তরমুখে ফিরিয়া খাসধারণ করত মতান্তবে “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যাম্” ইত্যাদি পাঠান্তে পুনঃ দক্ষিণাভিমুখে ফিরিয়া খাস ত্যাগ করিতে করিতে “ওঁ অমীমদং প্রেতো যথাভাগমাবুযায়িষ্টে” পাঠ করিবে । পরে উপবীতী হইয়া হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক প্রাচীনাবীতিভাবে “ওঁ শুক্লস্তাং প্রেতাঃ ।” (পবিশিষ্টমতে অমন্ত্রক) মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি সতিল পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালন-জল দিবে । পরে নীবীমোক্ষণান্তে পুনরাচমন করত “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মনভ্যঙ্কু” মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দ্বত বা তিলতৈল দিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মনভ্যঙ্কু” মন্ত্রে অঞ্জন দিবে । পরে শুক্লবস্ত্রদশাসমুত্ত সূত্র বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ওঁ এতৎ প্রেতা বাসো মানো তোহন্তং প্রেতা যুঙ্গ্ধ্বঃ” পিণ্ডোপরি দিয়া বাম হস্তে ধরিয়া নিবেদন করিবে—“ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মনভ্যঙ্কু বাস-স্বামুগতিষ্ঠতাম্ । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল দ্বারা অমন্ত্রক প্রেতপিণ্ড পূজা করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে পাঠ করিবে—“ওঁ নমস্তে প্রেত ইষে, নমস্তে প্রেত উর্জ্জ, নমস্তে প্রেত শুশ্রায়, নমস্তে প্রেত ঘোরায়, নমস্তে প্রেত জীবায়, নমস্তে প্রেত রসায়, নমঃ স্বধা তে প্রেত নমস্তে প্রেত নমঃ । এতাস্তব প্রেত ইমা অস্মাকং জীবান্তে জীবন্ত ইহ সন্তুশ্চাম । ওঁ মনোহা হবামহে নারায়ণসেন সোমেন প্রেতানাঞ্চ মন্যতিঃ । ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বৈ দক্ষায় জীবসে জ্যোক্ত চ সূর্য্যান্দ্রশে । ওঁ পুনর্নঃ প্রেতো মনো দদাতু দৈবোহা জনঃ । জীবং ব্রাতং সচেমহি ।” মন্ত্রে পিণ্ডোপস্থান করিয়া “ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং দ্বতং পয়ঃ কীলালং পবিক্রতং স্বধা স্ব তর্পরত মে প্রেতম্” মন্ত্রে প্রেত-পিণ্ডোপরি জলাঞ্জলি দিয়া “ওঁ পবে হি নঃ প্রেত সোম্য গম্ভীরেতিঃ পথিতিঃ পূর্বিণেতির্দেহস্বভ্যঃ দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিবচ্ছ” মন্ত্রে অগ্নিকোণে পিণ্ড চালনা করিয়া গো, অজ বা বিপ্র দ্বারা ভোজন কবাইবে, অথবা জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অন্তসে নমঃ, যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়্যৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রাঘ্নং অন্তসি সমর্পয়ামি পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি ।’ মন্ত্রে জলে নিক্ষেপ করিতে হয় ।

বিকিবদান ।—হস্তপ্রক্ষালন পূর্বক ব্রাহ্মণকে আচমনজল দিয়া অভ্যুক্ত ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কূশ পাতিয়া তদুপরি তিল-জল বিকিবণ করিয়া পূর্বস্থাপিত অন্ন জলপ্রাবিতভাবে গ্রহণ করত . “ওঁ যে অগ্নিদক্ষা

যে অনগ্নিদন্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধরা মাদয়ন্তে তেতিঃ স্বরাড়শুনীতিমেতাং
 যথাবশং তদ্বং কল্পয়ত্ব” মন্ত্রে ছড়াইয়া “ও যেহগ্নিদন্ধাঃ কুলে জাতা
 নাগ্নিদন্ধাঃ (যেহপাদন্ধাঃ) কুলে মম। ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং
 গতিম্।” মতান্তরে—“যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈবাস্তসিদ্ধিন্
 তথান্নমন্তি। তত্ত্বপ্তয়েহং ভূবি দন্তমেতৎ প্রযান্ত লোকার স্বধার তদ্বং” মন্ত্রে
 তদ্বপরি সতিল জল দিবে। মতান্তরে হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও হরিশ্চরণান্তে,
 মতান্তরে ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমিতে ‘ও সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত’ (ও অস্ত)
 জলসেক করিয়া ব্রাহ্মণে ‘ও শিবা আপঃ সন্ত’ মন্ত্রে জল, (ও সন্ত) ‘ও
 সৌম্যনশ্চমন্ত’ মন্ত্রে পুষ্প (ও অস্ত), ও অক্ষতকারিষ্টকান্ত’ (ও অস্ত প্রতি-
 বাক্য) মন্ত্রে যব বা তণ্ডুল দিবে। পরিশিষ্টমতে—“ও অশ্বদগোত্রঃ বর্দ্ধতাং”
 (ও বর্দ্ধতাং) বলিয়া “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শন্থ স্বস্তি ইতি ব্রুহি”
 (ও স্বস্তি) বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। অতঃপর তিল-মুত-মধুযুক্ত
 জল লইয়া ‘ও অশ্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্শণো দন্তং
 প্রাক্কমক্ষ্যামন্ত ইতি ব্রুহি’ বলিয়া ব্রাহ্মণে দিবে (ও অস্ত প্রতিবাক্য)
 সূর্য্যোখান পূর্ব্বক উপবীতী হইয়া দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে,
 যথা—“অশ্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্শণঃ কুতৈতদাদৈকো-
 দিষ্টপ্রাক্ককর্শণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং বজ্রতং তনুনাং বা ত্রীবিষ্ণুদৈবতং
 যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” ‘ও প্রাক্কমিদং সম্পূর্ণং জাতম্?’
 (ও সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) জিজ্ঞাসা করিয়া ‘ও অভিরম্যতাং’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ
 বিসর্জন করিবে। (ও অভিরতোহস্মি প্রত্যুত্তর) মতান্তরে—“ও আমাবাজস্ত
 প্রসবো অগম্যাদেমে দ্যাভাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গন্তাং পিতরা মাতরা চামা
 সোমো অমৃতত্বেন গম্যাং।” মন্ত্রে জলধারা দিয়া, পরিশিষ্টমতে—পিণ্ডস্থানে
 ‘ও শান্তিরস্ত’ মন্ত্রে যব ছড়াইয়া গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধা পাঠ করিয়া
 অচ্ছিদ্রাবধারণান্তে হস্তপ্রক্ষালন, কুশংত্যাগ, সর্ব্ববেদিসাধারণ শান্তিসূক্তপাঠ
 (বামদেব্যগান) ও বৈগুণ্যশান্তি কর্তব্য। প্রেতপ্রাক্কে প্রাক্কশেষতক্ষণ নিষিদ্ধ।
 ইতি ঋগ্বেদি-আঠৈকোদিষ্ট।

অগ্নি-মাসিক-প্রাক্ক

আঠৈকোদিষ্টপ্রাক্করং সকল প্রণালীই হইবে। কেবল অমুক্ত প্রভৃতি
 অভিলাপবাক্যে ‘অমুক (প্রথম দ্বিতীয়) মাসিকএকোদিষ্টপ্রাক্কম্’ ইত্যাদি

উল্লেখ্য। আসনদানাদিতে ‘অজাসনে দেবরাজ’ ইত্যাদি পাঠ্য নহে।
বড়দান বিহিত না হওয়ার তাহার উৎসর্গবাক্যও পাঠ্য নহে।

অগ্ন্যেদি-সপিণ্ডীকরণ

শ্রাদ্ধকর্তা পূর্বদিনে দ্বিতীয় বাধ্যাসিক শ্রাদ্ধ সমাপন পূর্বক নিরামিষ একবার ভোজনাশ্বে পরাহে শ্রাদ্ধ নিশ্চয় করত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পরদিন নিত্যক্রিয়াসমাপনাশ্বে দক্ষিণাশ্রব স্থানে দক্ষিণমুখে পাদপ্রক্ষালন পূর্বক কুশহস্তে দ্বাদশ (শেষ) মাসিক ‘শ্রাদ্ধ করিয়া অপরাহ্নে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। প্রথমতঃ তিলতৈলে দীপ জালিয়া পূর্বাভিমুখে আচমনাদি অশ্বে ‘কুরুক্ষেত্র’ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন করত ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—‘ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যোভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও উক্তমন্ত্রে অর্চনাশ্বে ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ ত্রিবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে যথায়থ অর্চনা করিয়া দানবাক্য পাঠ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পার্শ্বণবিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ ইত্যাদি অক্ষয়-স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ত্রিবিষ্ণুদৈবতমর্চিতমিত্যাदि। পরে উক্তবাক্যানুসারে দক্ষিণান্ত কর্তব্য। অতঃপর প্রেতপক্ষে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—উক্তরীতিতে প্রোক্ষণ ও অর্চনাশ্বে ‘অশ্বেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ষণো-হক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং ত্রিবিষ্ণুদৈবতমিত্যাदि। পরে যথায়থ দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য। দেব ও পিতামহাদিপক্ষে পার্শ্বণবিধিতে ও প্রেতপক্ষে একোদিষ্টবিধিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। সর্বত্র প্রথমতঃ দেবকার্য্য, পরে প্রেতকার্য্য, অতঃপর পিতৃকার্য্য করিবে। দেবকার্য্য উত্তরমুখে দক্ষিণজাহ্নু পাতিয়া ত্রিপদ ও যব দ্বারা কর্তব্য। প্রেত ও পিতৃকার্য্য দক্ষিণমুখে বামজাহ্নু পাতিয়া মোটক ও তিল দ্বারা করণীয়। * পার্শ্বণপক্ষে ‘ওঁ বাস্তপুরুষায়

* এতলিত যুক্তি প্রায় সকল পদ্ধতিতে ‘প্রেতকার্য্য পিতৃকার্য্যের অন্তর করণীয়’

নমঃ' মন্ত্রে বাস্তবপুরুষপূজাস্তে 'ও তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক 'ও যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ নিবেদন করিয়া গঙ্গাপূজা করিবে। অতঃপর পবকীয় ভূমিতে ভূস্বামীকে মূল্য বা মৃত-ভূস্বামীকে পিতৃবীতিতে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ 'এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণা-মায়ভোজ্যঃ এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ' মন্ত্রে দান করিবে। স্বীয় ভূমিতে বা অস্বামিকভূমিতে ভূস্বামীকে ভোজ্যদান কর্তব্য নহে। অতঃপর পাঁচটি দর্ভময় ব্রাহ্মণকে "ও সহস্রগীর্ধা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিধতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশাস্তুলম্" মন্ত্রে স্নান করাইয়া 'ও দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজাস্তে পশ্চিমাগ্র কুশসহিত আসনদ্বয়ে উত্তরমুখে উপবীতী হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিয়া প্রেতব্রাহ্মণস্থাপনান্তে দক্ষিণমুখে প্রাচীনা-বীতী হইয়া দক্ষিণাগ্র কুশসহিত আসনদ্বয়ে ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিবে। প্রেতপক্ষে বাস্তবপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, গঙ্গা ও ভূস্বামীকে যথাযথ পূজা ও ভোজ্যদানান্তে দর্ভময় ব্রাহ্মণেব স্নান, পূজা ও দক্ষিণাগ্রভাবে স্থাপন করিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণ স্থাপন কর্তব্য। পবে দৈবে কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া জলগণ্ডুষ দিয়া অমুক্তা গ্রহণ করিবে, যথা—“অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুক-দেবশর্মাণঃ অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্তব্যো ও পুরুষবোমাদ্রবসোর্বিধেয়াং দেবানাং পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণমোরহং করিষ্যে” (ও কুরুষ প্রতিবচন)। প্রেতপক্ষে 'কুরুক্ষেত্র' ও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক অমুক্তাগ্রহণ করিবে, যথা—জলগণ্ডুষ দিয়া “অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে।” (ও কুরুষ প্রতি-বাক্য) পিতামহাদিপক্ষে কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ তীর্থা-বাহন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে ব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডুষ দিয়া অমুক্তা লইবে। যথা—

বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কেন না, আখ্যায়িকগৃহে 'চত্বার্বাদক-পাত্রাণি প্রযনক্তি তত্রৈকং প্রেতস্ত ত্রিণি ইত্যেত্যঃ' ইত্যাদি পাঠক্রমদর্শনে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, প্রেতকার্যের অন্তর পিতৃকার্য কর্তব্য। বিশেষতঃ স্মার্ত ভট্টাচার্য ও পিতৃকার্যপূর্বক প্রেতকার্য কেবল সামবেদী ও বজ্রবেদগণের পক্ষেই সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।

“অন্তেষ্ট্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থঃ অমুক-
গোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ
অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ পার্শ্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়-
ব্রাহ্মণেষুহং করিষ্যে।” (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) পরে দৈবে উপবীতী হইয়া
একবার সপ্রণব গায়ত্রী ও “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য এব চ।
নমঃ স্বধারৈ স্বাহারৈ নিত্যমেব নমো নমঃ” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া
“ওঁ পুণ্ডরীকাকায় নমঃ” মন্ত্রে পুণ্ডরীকাক্ষস্ববর্ণান্তে যুজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয়
দ্রব্য প্রোক্ষণ পূর্বক “ওঁ অনুষ্ঠমাত্রঃ পুৰুষ ইমাং পর্যাটতে মহীম্। অসুবাণাং
বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দনঃ।
ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ বক্ষোঃসমসি” (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং
কুরুষ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে রক্ষার্থ জল ব্রাহ্মণশিবোদেশে স্থাপনীয়। পরে
“ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমহু। অত্রেতো
গচ্ছন্ত যত্রৈতেষাং গতং মনঃ” মন্ত্রে চারিদিকে যব ছড়াইয়া দিবে। মতান্তরে
দেবপক্ষে রক্ষার্থ জলস্থাপন ও যববিকিরণ কর্তব্য নহে। অতঃপর প্রেত-
পক্ষে পূর্ববৎ গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধা পাঠান্তে পুণ্ডরীকাক্ষস্ববর্ণ,
যুজ্জলপ্রোক্ষণ, রক্ষার্থ জলস্থাপন ও পূর্বোক্ত মন্ত্রে তিলবিকিরণ কর্তব্য।
এইরূপ পিতামহাদিপক্ষেও গায়ত্রীপাঠাদি তিলবিকিরণান্ত কার্য্য কর্তব্য।

দৈবে আসনদান।—যথা—জলগণ্ডুষ দিয়া অনুষ্ঠান বামহস্তে ত্রিপত্রদ্বয়
ধরিয়া “বিষ্ণুবোম্ পুরুষবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতে বো দর্ভাসনে স্বাহা”
মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণপার্শ্বে যবোদকসহ নিবেদন করিতে হয়।

দৈবে অর্ঘ্যদান।—অভ্যাক্রিত ভূমিতে পূর্বাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি দুইখানি
ডোকা রাখিবে। পবে কুশাগ্রদ্বয়নির্ম্মিত পবিত্রদ্বয় একেকশঃ “ওঁ পবিত্রে হো
বৈষ্ণবো” মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে ছেদন ও “ওঁ বিষ্ণোর্ম নসা পূতে স্থঃ” মন্ত্রে অভ্য-
ক্ষণ পূর্বক দুই পাত্রে রাখিয়া তদুপরি জলসেক করিবে। ওঁ শম্নো দেবীরভিষ্টয়
আপো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিষ্টবন্ত নঃ” মন্ত্রে সিক্তজল অনুমজ্জিত করিয়া
“ওঁ যবোহসি ধাত্তরাজো বা বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্বপাপানাং
পবিত্রমৃষিভিঃ স্বতম্।” মন্ত্রে তদুপরি যববিকিরণান্তে অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প,
গর্ভহীন দুর্কা ও তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক “ওঁ দেব-
পাত্রঃ সম্পন্নম্ ?” মন্ত্রে প্রণব করিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রতিবাক্য) অতঃপর দেব-
পক্ষে আবাহন কর্তব্য। যথা—যবহস্তে “ওঁ বিশ্বান দেবানাবাহরিষ্যামি”

অন্নানন্তর (ঔ আবাহর-অনুমতিবাক্য) ‘ঔ বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বহির্নিষীদত । ঔ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরিক্ষে ব উপস্থবিষ্ঠ যে অগ্নিচ্ছিত্বা উত বা বজ্রজা আসক্তান্মিন্ বহির্ষি মাদয়ন্নম্ । ঔ ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজা বস্মৈ কুণোতি ব্রাহ্মণেভ্যঃ রাজন্ পারয়া-
 য়সি ।’ এই মন্ত্রে যব ছড়াইয়া “ঔ বিশ্বায়াঃ দক্ষকন্ঠায়াঃ জাতা ধর্মান্ মহাশ্বনঃ । বিশ্বদেবা ইতি ধ্যাতা দেববর্যা মহাবলাঃ । শক্রেণ সহ বোদ্ধৃণাঃ বিজ্ঞে-
 তারশ্চ ব্রহ্মসাম্ । যন্মামশ্রয়ণাদেব প্রজবন্ত্যশ্বরাঃ ঋণাৎ । বাণ-বাণাসনধরা
 ষিভূজাঃ শ্বেতবাসসঃ । কেশুরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীট-কটকাঙ্কিতাঃ । ধৈর্য্য-
 সৌন্দর্য্য-সংযুক্তা দিব্যশ্রগলুলেপনাঃ । ইন্দ্রস্তাশ্বচরাঃ সর্কে গোপ্তারগ্নিদিবস্ত
 তে ।” এইরূপে বিশ্বদেবের ধ্যান করিয়া “ঔ আগচ্ছন্ত মহাতাঙ্গা বিশ্বদেবা
 মহাবলাঃ । যে অত্র বিহিতাঃ শ্রীক্ষে সাবধানা ভবন্ত তে ।” মন্ত্রে বিশ্বদেবের
 উপস্থিতি কল্পনা করত কুণোদঘাটন, ব্রাহ্মণ-হস্তে পবিত্রদান, জলাস্তর ও
 পুষ্পাস্তরদানান্তে পুষ্পাস্তর দ্বারা “ঔ এতে গন্ধপুষ্পে ঔ শিরঃপ্রভৃতি-সর্কগাত্রেভ্যো
 নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া ‘ঔ স্বাহা অর্ঘ্যাঃ’ মন্ত্রে একবার নিবেদন পূর্বক
 জলাস্তর দিয়া বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণ করত ‘ঔ
 পুরুষবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতে বোহর্ঘ্যে স্বাহা’ মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া
 “ঔ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সম্ভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্ষাঃ । হিরণ্যবর্ণা
 যজ্ঞিরাস্তান আপঃ শিবাঃ শংস্তানাঃ ভবন্ত ।” মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের অনুমজ্জন
 করিবে ।

দৈবে গন্ধাদিদান ।—অনুত্তান বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্রধর
 য়িয়া ‘বিষ্ণুরোম্ পুরুষবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-
 দীপাচ্ছাদনানি স্বাহা’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ‘ঔ এব বো গন্ধঃ (ঔ সুগন্ধঃ প্রতি-
 বাক্য) ঔ এতদ্বঃ পুষ্পম্ (ঔ সুপুষ্পম্) ঔ এব বো ধূপঃ (ঔ সুধূপঃ) ঔ এব
 বো দীপঃ (ঔ সুদীপঃ) ঔ এতদ্ব আচ্ছাদনম্ (ঔ স্বাচ্ছাদনম্)’ উক্তমন্ত্রে অত্র
 ব্রাহ্মণেও গন্ধাদি নিবেদন করিবে । ‘ঔ বিশ্বদেবার্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ।’
 প্রশ্ন করিয়া (ঔ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রতিবাক্য) অন্নদান কর্তব্য * । যথা—

* এচলিত কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে বিশ্বদেবের অন্নদান পিতামহাদির উদ্দেশে গন্ধাদি
 ান্নানন্তর বি'হত, কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, সেহেতু, আশ্বলায়নগৃহে কথিত আছে,
 মত্র দৈবং ভোজয়েৎ প্রাগেব দৈবে অর্ঘ্যমন্নান্তক দত্ত্বা পক্ষ্মাটোঃ পাত্রমর্চয়িত্বা হতশেষং
 গজভ্যঃ পাত্রেভু দত্ত্বাৎ । অর্ঘ্যং বহুচরণের পক্ষে পূর্বেই বিশ্বদেবের অর্ঘ্য ও অন্নদান কর্তব্য ।
 পিতৃপাত্রে দৈবপাত্র মন্ত্রণ করিবে না ।

১১

গোময়লিপ্ত ভূমিতে দর্ভ পাতিয়া তদুপরি বিহিত বা অনিবিহিত পাত্র স্থাপন পূর্বক যথাসম্ভব দুই হস্তে ধৃত পাত্রে অন্নাদি পরিবেশন করিয়া অন্নুত্তান হস্ত-
 যন্ত্রে ধরিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রঃ সৌরপিধানঃ ব্রাহ্মণস্য মুখেঃস্বতঃ জুহোমি
 ব্রাহ্মণানাং স্য বিজ্ঞাবতাঃ প্রাণাপানয়োজুহোম্যাক্তিমসি যামে-
 ক্কেষ্ঠা অমৃতামৃশ্নিন্নৌকে” মন্ত্রে অতিমন্ত্রণ পূর্বক “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে-
 ত্রেধা নিদধে পদং সমুচ্চমশ্রু পাংশুলে” মন্ত্রে অগ্নে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া
 “ওঁ বিষ্ণো হব্যঃ ব্রহ্মস্ব” মন্ত্রে অগ্নে জলাভ্যঙ্গণ করিবে। পরে
 অন্নপাত্রে অমন্ত্রক যব বিকিঞ্চ কবিয়া উত্তরমুখে অন্নুত্তান বামহস্তে অন্নপাত্র
 ধারণ পূর্বক “ওঁ পুরুরবোমাজবসৌ বিধেদেবা এতদ্বোহন্নং স্নাতাভ্যঙ্গণ
 সমেতং সযবোদকং স্বাহা” এই মন্ত্র উৎসর্গ করিয়া ত্রিপত্রসহ যবোদক দিবে।
 পরে দৈবে জলগণ্ডূষ দিয়া অগ্নে মধু-স্নাত দানান্তে একবার গ রত্নীজপ ও
 মধু বাতা মন্ত্র জপ করিয়া অন্নহীনম্ ইত্যাদি জপ কর্তব্য। এইরূপে দেবকাৰ্য্য
 সম্পন্ন করিয়া প্রেতপক্ষে ও পিতামহাদিপক্ষে আসনদানাদি কর্তব্য।

আসনদান।—প্রতপক্ষে—দক্ষিণমুখে বাম জামু পাতিয়া উত্তান বাম
 হস্তে মোটক ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্মন্ ইদং
 দর্ভাসনং আশুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে
 নিবেদন করিয়া দিবে। পিতামহাদিপক্ষে—জলস্পর্শ পূর্বক ব্রাহ্মণে জল
 দিয়া বামহস্তে মোটক ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্
 অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেব-
 শর্মন্ ইদন্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ” মন্ত্রে তিলোদক সহ ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে
 দিবে।

অর্ঘ্যদান।—প্রেতপক্ষে ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমি জলসিক্ত করিয়া তাহাতে
 দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি একটি পাত্র (ডোঙ্গা), পিতামহাদি ব্রাহ্মণ-
 ত্রয়সম্মুখস্থ সিক্তভূমিতে পাতিতদক্ষিণাগ্র কুশোপরি তিনটি পাত্র (ডোঙ্গা)
 পাতিয়া, প্রেতপক্ষে “ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবো” মন্ত্রে একটি পবিত্র নথ
 ব্যতিরিক্ত অগ্নে ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতমসি” মন্ত্রে জল-
 প্রোক্ষিত করত প্রেতপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে পিতামহাদি-পাত্রে
 “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো” মন্ত্রে দ্বিগল পবিত্র প্রোক্ষণপরিমাণে ছেদন
 করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে হঃ” মন্ত্রে জলপ্রোক্ষিত করত এক একটি
 অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন পূর্বক প্রেতাদিক্রমে অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক জলদান করিয়া

“ও শম্মো দেবীরভিষ্টম্” ইত্যাদি মন্ত্রে জল অভিষিক্ত করিবে। পরে প্রেতপক্ষে অমন্ত্রক তিলবিকিরণান্তে পিতামহাদি প্রতি অর্ঘ্যপাত্রে “ও তিলোহসি সোমদেবতোঃ গোমবে দেবনির্ধিতঃ। প্রত্নবহিঃ প্রত্নঃ স্বধা পিতৃনির্মাল্লোকান্ প্রীগয়াহি নঃ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিয়া ারিটি অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্কা, তণ্ডুল দিয়া কুশ দ্বারা মাচ্ছাদন করত “ও প্রেতপাত্রং সম্পন্নং” প্রদত্ত করিয়া (ও সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) “ও পিতৃপাত্রং সম্পন্নং” মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইবে (ও সম্পন্নং প্রতিবাক্য)। পরে নিয়োক্ত মন্ত্রে তিলহস্তে পিতৃপুরুষের আবাহন করিবে, স্বধা—“ও পিতৃনু আবাহয়িষ্যামি” পরিশিষ্টমতে—“পিতৃনু পিতামহানু প্রপিতামহানা-বাহয়িষ্যামি।” (ও আবাহয় প্রত্যুত্তর) (“ও এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভির্দত্তাস্বভ্যাং দ্রবিণেহ তদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছত” এই মন্ত্রে আবাহন পরিশিষ্টসম্মত নহে)। “ও উশন্ত্বা নিধীমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশন্ত্বত আবহ পিতৃনু হবিষে অত্তবে।” মন্ত্রে তিলবিকিরণ করিয়া কৃতাজলিপুটে পাঠ করিবে, যথা— “ও আশ্বাস্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষাত্তাঃ পথিভিদেবঘানৈঃ অশ্বিন্ বজ্রে স্বধা মদন্তোহধিক্রবন্ত তে অবহস্মান্। ও শুক্রাঘরাঃ শুক্রগন্ধাঃ শুক্রবজ্রোপবীতিনঃ। আশ্বনেহভিমুখাসীনা জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধাঃ।” এইরূপে পিতামহাদি তিন পুরুষকে স্বধাক্রমে বসু, রুদ্র ও আদিত্যরূপী ভাবিয়া প্রেতপক্ষে কুশোদঘাটন পূর্বক অমন্ত্রক পবিত্রদান, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তরদানান্তে পুষ্পাস্তর দ্বারা “ও শিরঃপ্রভৃতিসর্বাগাত্রেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া অমন্ত্রক, মতাস্তরে ‘অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মদিদমর্ঘ্যং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্’ প্রেতার্ঘ্য দান করিয়া নিয়োক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্যজল চতুর্ভাগ কবত অমন্ত্রক এক ভাগ জল প্রেতব্রাহ্মণহস্তে দিয়া অপর তিন ভাগ জল একৈকশঃ পিতামহাদি পাত্রে নিয়োক্ত মন্ত্রে মিশ্রিত করিবে, স্বধা—“ও সমানৌব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্ত্র বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥” (মতাস্তরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা গৃহকারসম্মত নহে। স্বধা—“ও বে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো বজ্রো দেবেষু কল্পতাম্। ও বে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ম্মি কল্পতাম্ অশ্বিন্ লোকে শতং সমাঃ ॥”) অতঃপর প্রেতপাত্র “ও প্রেতার হানমসি” মন্ত্রে ছুজ করিবে। পিতামহাদিগকে উদঘাটন, পবিত্রদান, জলাস্তর, পুষ্পাস্তরদান ও

পুষ্পাস্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতিব অর্চনান্তে “ওঁ স্বধা অর্ঘ্য।” মন্ত্রে সৰ্বং নিবেদন পূর্বক অন্ন জল ত্রাঙ্কণ-হস্তে দিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ষন্ ইদন্তে অর্ঘ্যং স্বধা নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ওঁ বা দিবা আপঃ পৃথিবী সম্বভূবু” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমন্ত্রিত করিবে। ঐরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিয়া জলাভিমন্ত্রণ পূর্বক সংস্রবজল পিতামহপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করণ বামপার্শ্বে পাতিত সমূল কুশোপরি ‘ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি’ মন্ত্রে হুজ্ঞ করিবে

গন্ধাদিদান।—প্রেতপক্ষে উত্তানবামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বসু ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ষন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তামুপতিষ্ঠন্তাম্। ওঁ এষ তে গন্ধঃ (স্বগন্ধঃ) ওঁ এতন্তে পুষ্পঃ, (ওঁ সুপুষ্পম্) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপুঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত্ব আচ্ছাদনম্” (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে নিবেদন করিয়া “ওঁ প্রেতার্কনং সম্পূর্ণং জাতম্?” প্রশ্ন করিবে (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) পিতামহাদিপক্ষে গন্ধাদি লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ষন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ষন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ষন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ” মন্ত্রে অর্পণ করিবে। ‘ওঁ এষ তে গন্ধ’ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক ত্রাঙ্কণে গন্ধাদি নিবেদন করিয়া ‘ওঁ পিত্রর্কনং সম্পূর্ণং জাতং’ প্রশ্ন করিলে ‘ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্’ পুরোহিত বলিবেন।

অন্নদান।—প্রেতপক্ষে স্তুতাক্ত অন্ন লইয়া “ওঁ অমুকগোত্রঃ প্রেতার অমুকদেবশর্ষণে স্বাহা” মন্ত্রে জগে কিঞ্চিৎ অন্ন আহুতি দিয়া পিতামহাদিপক্ষে “ওঁ অগ্নৌ করিষো করবৈ করবাণি বা” (ওঁ কুরুষ ক্রিয়তাং কুরু বা প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে অহুজা লইয়া বিপ্রপাণি বা জলে “ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ, ওঁ অয়্রে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ” মন্ত্রে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে। প্রেতত্রাঙ্কণ-সম্মুখে নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র গোলাকৃতি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি প্রেতপাত্র স্থাপন এবং পিতামহাদিপক্ষে পূর্ববৎ গোলাকৃতি মণ্ডলত্রয় আঁকিয়া গোময়লেপন পূর্বক তদুপরি পাতিতসতিলদর্ভে পাত্রত্রয় ও জলপাত্র রাখিয়া প্রেতপক্ষক্রমে অন্নাদি পরিবেশন করিবে। উপকরণ পাত্রান্তরে স্থাপনীয়। হতশেষ প্রত্যেক অন্নপাত্রে কিঞ্চিৎ দিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে। প্রেতপক্ষে উত্তান হস্তদ্বয়ে পাত্র ধরিয়া “ওঁ

পৃথিবী তে পাত্ৰং ত্ৰৈলোক্যপিতৃনাং ব্রাহ্মণস্তা। মুখেহমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং বা
 বিভাবতাং প্রাণাপানয়োজুহোমাক্তিমসি মামেকেষ্টা অমৃতামৃশি'ল্লোকে"
 এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে পিতামহাদিপক্ষে উক্ত মন্ত্র পাত্ৰ-
 লভ্যনাস্তে "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেতাধিক্রমে অন্নোপরি অন্নুষ্ঠ
 াপন করিয়া "ও বিষ্ণে কব্যাং রক্ষস্ব" মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করত "ও অপহতানুরা
 াক্ষাসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে অন্নোপরি প্রেতাধিক্রমে তিল বিকিরণ করিবে। পরে
 াতপাত্ৰ বামহস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শ্বন্ ইদং
 ামিষাঃ স্মৃত্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং ত্রায়ুপতিষ্ঠতাম্।" মন্ত্রে উৎসর্গ
 ারিয়া অন্ন স্মৃত-মধু সেকান্তে উপবীতী হইয়া গায়ত্রীজপান্তে প্রাচীনাবীতি-
 ভাবে মধু বাতা ঋক্তয় জপ পূর্বক অন্নহীনম্ ইত্যাদি পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণে
 জলগণ্ড দিয়া "ও ইদং সামিষাঃ ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতাশ্রুপ-
 কর্ণানি (ভবান্ প্রাশয়তু) যথাস্থঃ জুষস্ব।" অতঃপর ব্রাহ্মণভোজনকালে
 নিম্নোক্ত শ্রাব্যমন্ত্র সকল পাঠ করিধা "ও তৃপ্তোহসি" প্রন্ন করিবে, (ও
 তৃপ্তোহস্মি প্রত্যুত্তর) পরে মধু বাতা মন্ত্র ও অক্ষরমী মদন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক
 "ও সম্পন্নঃ" প্রন্ন করিবে (ও সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) পিতামহাদিপক্ষে অন্নপাত্ৰ
 ধরিয়া "অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্শ্বন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক-
 দেবশর্শ্বন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্শ্বন্ ইদং তেহন্নং সোপকরণং
 সতিলোদকং স্বধা নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে জলগণ্ড দিয়া
 উপবীতী অবস্থায় গায়ত্রীজপান্তে প্রাচীনাবীতী হইয়া মধু বাতা ঋক্তয়
 ও মধু মধু মধু মন্ত্র জপ করিয়া "ও অন্নহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঃ
 বদন্তবেৎ। তৎসর্কর্মিদমচ্ছিন্নমন্ত" (ও অস্ত্র প্রতিবচন) মন্ত্রে অচ্ছিন্না-
 বধারণ করত জলগণ্ড দিয়া "ও ইদমন্নম্ ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ
 এতাশ্রুপকরণানি (ও ভবন্তঃ প্রাশয়ন্তু) যথাস্থঃ জুষস্ব" মন্ত্রপাঠ পূর্বক
 প্রত্যুদ্দেশ করিবে। পরে ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে নিম্নোক্ত শ্রাব্যমন্ত্র
 পাঠ করা কর্তব্য। যথা—সপ্রণবব্যাহতি গায়ত্রী, "ও অক্ষরমীমদন্ত হবপ্রিয়া
 অধ্বত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী বোজা বিপ্রতে হরী।
 ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ। মাক্ষীনঃ সঙ্ঘোষধীঃ। ও মধু নক্ত-
 মূতোষসো মধুমৎ পার্ধিবঃ রজঃ। মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা। "ও মধুমাত্রো
 বনম্পতিমধুর্ম। অস্ত্র সূর্য্যঃ। মাক্ষীগীবো ভবন্ত নঃ। ও মধু মধু মধু। ও বজ্র-
 ঋত্রো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাহব্যরাত্রা হরিরীষরোহজ। তৎসম্মিধানাদপযান্ত

সন্তো রক্ষাংস্যশেষবান্ধৱান্ধ সৰ্ব্বৈঃ । ওঁ যোগীশ্বরঃ বাজবক্যঃ সম্পূজ্য
 মুনরোহববন্ । বর্ণীশ্রমেতরাণাম্রো জ্বহি ধৰ্ম্মানশেষতঃ । ওঁ মম্বত্রিবিষ্ণু-
 হারীত-বাজবক্যোশনোহগ্নিরাঃ । যমাপস্তৱ-সম্বৰ্ত্তাঃ -কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ।
 পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গোতমো । শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধৰ্ম্মশাস্ত্র-
 প্রবোধকাস্ ।” ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি । “ওঁ দুর্যোধনো মন্যামরো মহাজমঃ
 কক্ষঃ কৰ্ণঃ শকুনিস্তপ্ত শাখা । দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো-
 হমনীষী । ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মমরো মহাজমঃ কক্ষোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা ।
 মাদ্রীশ্রুতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ । ওঁ সপ্তব্যাধা দশা-
 র্ণেষু যুগাঃ কালজরে গিরৌ । চক্রবাকাস্ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে । তে-
 হভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুগং তেভ্যে
 হবসীদত । ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ । ওঁ ঈশান-বিষ্ণু-কমলাসন-কাষ্ঠিকেশ-
 ত্র্যম্বকরজনীশধনেশ্বরাণাম্ । ক্রৌঞ্চামরেন্দ্র-কলসোদ্ভব-কাশ্যপানাং
 সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্ ।” অতঃপর প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া ‘ওঁ তৃপ্তাঃঃ’
 প্রণ করিবেন । (ওঁ তৃপ্তাঃঃ স্ব প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ মধু বাতা ঋক্বেদ, মধুমত্ত্বৈর ও
 অক্ষয়ী মদন্ত ইত্যাদি পাঠান্তে ‘ওঁ সম্পন্নঃ’ প্রণ কবিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যু-
 ত্তর) । পরে হতশেষসহ সৰ্ব্ববিধ অন্ন পিণ্ডার্থ অধিক রাখিয়া বিকিরদানার্থ
 অন্নপরিমাণে পৃথক রাখিবে । ‘ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন
 করিলে তাঁহারা ‘ওঁ ইষ্টৈঃ সহ ভূজ্যতাম্’ প্রত্যুত্তর দিবেন । পরে বজমান
 ‘ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে’ মন্ত্রে অনুমতি চাহিলে ‘ওঁ কুরুধ’ বলিয়া পুরোহিত
 অনুমতি দিবেন । অতঃপর বজমান উপবীতী হইয়া একবার প্রণবব্যাহতি সহ
 গায়ত্রী ও তিনবার দেবতাত্য ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে । পরে প্রাচীনাবীতী
 ও পাতিতবামজানু হইয়া পিণ্ডস্থান পরিষ্কার পূর্বক প্রেতব্রাহ্মণসম্মুখে কুশমূল
 দ্বারা ‘ওঁ অপহতান্মুরাবক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া
 তদুপরি দক্ষিণাগ্রকুশ আন্তরণ পূর্বক ‘ওঁ শুক্লস্তাং প্রেতাঃ’ মন্ত্রে সতিলজল-পুষ্প
 তথায় নিক্ষেপ করত প্রেতপিণ্ড গ্রহণান্তে ‘ওঁ অক্ষয়মৌ মদন্ত’ ইত্যাদি ও ‘মধু
 বাতা’ ইত্যাদি পড়িয়া প্রেতোদ্দেশে আন্তীর্ণ কুশোপরি (গৃহপরিশিষ্টমতে
 অমন্ত্রক) পিণ্ডদান করিবে । মতান্তরে ‘ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মন্
 এব পিণ্ডঃ আমুপতিষ্ঠতাম্’ মন্ত্রে পিণ্ডদান বিহিত আছে । অমন্ত্রক লেপদান ও
 পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ দান করিয়া পিতামহাদিপক্ষে পিণ্ড দান করিবে ।

পিণ্ডদান ।—‘ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে’ মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া (ওঁ কুরুধ

প্রত্যন্তর) পূর্ববৎ উপবীতী হইয়া গায়ত্রী ও দেবতাত্ম্য বারত্ৰয় জপান্তে ব্রাহ্মণ-সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া কুশমূল দ্বারা 'ও অপহতানুরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ' মন্ত্রে চতুষ্কোণ রেখাত্ৰয় উল্লিখন করত তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আন্তরণ পূর্বক সতিলজল পুষ্প 'ও শুক্লস্তাং পিতামহাঃ' মন্ত্রে পিতামহ-রেখায়, 'ও শুক্লস্তাং প্রপিতামহাঃ' মন্ত্রে প্রপিতামহরেখায়, 'ও শুক্লস্তাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাঃ' মন্ত্রে বৃদ্ধপ্রপিতামহরেখায় যথাক্রমে কুশ মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে দিবে।

অতঃপর পিও লইয়া 'ও অক্ষয়মী মদন্ত' ইত্যাদি, মধু বাতা ইত্যাদি পড়িয়া 'ও অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্শনু এষ তে পিওঃ সতিলোদকঃ ও যে চাত্র আমনু তেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ' মন্ত্রে দর্ভমূলে তিলজলসিক্ত রেখায় অর্পণ করিবে।

ঐরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ উদ্দেশে পিওদ্বয় যথাযথ অক্ষয়মী মদন্ত ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্বক প্রদান করিয়া 'ও লেপ-উজঃ পিতরঃ প্রীয়স্তাং' মন্ত্রে হস্তলেপ দিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন পূর্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া প্রেতপক্ষে—কৃতাজলিপুটে 'ও অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব' পাঠ করিয়া বামাবর্তে উত্তরমুখ হইয়া খাস ধারণ পূর্বক, মতান্তরে 'ও বসন্তায় নমস্তভ্যং' ইত্যাদি পাঠান্তে পরাবৃত্ত হইয়া খাস ত্যাগ করিবে ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—'ও অমী মদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্টে।' পিতামহাদিপক্ষে—কৃতাজলিপুটে 'ও অত্র পিতরো মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব' মন্ত্র জপান্তে বামাবর্তে উত্তরমুখ হইয়া খাস ধারণ করত, মতান্তরে "ও বসন্তায় নমস্তভ্যং" ইত্যাদি পড়িয়া পুনঃ পরাবর্তন পূর্বক খাস ত্যাগ করিবে ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—"ও অমী মদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।" অতঃপর উপবীতী হইয়া পিওশেষ আত্মাণ, হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক প্রাচীনাবীতিভাবে 'ও শুক্লস্তাং প্রেতাঃ' মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি সতিল পিওপাত্রপ্রক্ষালন-জল দিবে। ঐরূপ পিতামহাদি পিণ্ডোপরি সতিল জল 'ও শুক্লস্তাং পিতামহাঃ ও শুক্লস্তাং প্রপিতামহাঃ ও শুক্লস্তাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাঃ' মন্ত্রে যথাযথ পিতামহাদি পিণ্ডত্রে অর্পণ করিবে। পরে নীবীমোচন পূর্বক আচমনান্তে ঘৃত বা তিলতৈল লইয়া "ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শনু অভ্যঙ্ক্," মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি দিয়া জলস্পর্শ পূর্বক "ও অমুকগোত্র পিতামহামুকদেব-শর্শনু অভ্যঙ্ক্," ইত্যাদি মন্ত্রে পিতামহাদি পিণ্ডেও দিবে। অঙ্গন লইয়া 'ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শনু অভ্যঙ্ক্,' মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডে দিয়া পিতামহাদি

পক্ষেও নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্বক পিণ্ডোপরি অঙ্গন দিবে। অনন্তর শুক্ল-বজ্রদশাগমুত সূত্র বাম হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাবাসো মানো তোহন্তং প্রেতা যুঙ্গ্ধবম্’ মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি দিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মান্ এতদ্বাসস্বামুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে নিবেদন করিবে। পিতামহাদি পক্ষে উক্ত সূত্র “ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসো মা নোতোহন্তং পিতরো যুঙ্গ্ধবম্” মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া প্রত্যেক পিণ্ডে প্রদান পূর্বক ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মান্ এতদ্বঃ বাসঃ স্বধা নমঃ’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডেও উক্ত মন্ত্রে সূত্র দাতব্য। পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রেতপিণ্ড পূজা করিয়া পিতামহাদি পিণ্ডেও পূজা করিবে। অতঃপর প্রেতপক্ষে কৃতান্তলিপুটে “ওঁ নমস্তে প্রেত ইষে ওঁ নমস্তে প্রেত উর্জ্জ্বে ওঁ নমস্তে প্রেত শুস্মায়, ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় ওঁ নমস্তে এ জীবায় ওঁ নমস্তে প্রেত রসায় ওঁ স্বধা তে প্রেত নমস্তে প্রেত নম এতা প্রেত ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম। ওঁ মনোহা হবামহে নারাসংসেন সোমেন প্রেতানাঞ্চ মন্যতিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ত চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ প্রেতো মনো দদাতু দৈবো জ্ঞানঃ জীবং ব্রাতং সচেমহি॥” ঋক্‌ত্রয় পড়িয়া পিতামহাদিপক্ষে—“ওঁ নমো বঃ পিতর ইষে, নমো বঃ পিতর উর্জ্জ্বে, নমো বঃ পিতরঃ শুস্মায়, নমো বঃ পিতরো ঘোরায়, নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরো রসায়, স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ পিতরো নমঃ। এতা যুস্মাকং পিতর ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম। ওঁ মনোহা হবামহে নারাসংসেন সোমেন পিতৃণাঞ্চ মন্যতিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ত চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈবো জ্ঞানঃ জীবং ব্রাতং সচেমহি।” ঋক্‌ত্রয় পাঠান্তে প্রেতপিণ্ডোপরি “ওঁ উর্জ্জ্বে বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পরঃ কৌলানং পরিষ্কৃতং। স্বধা হ তর্পয়ত মে প্রেতম্” মন্ত্রে অঞ্জলি দ্বারা জলধারা দিয়া পিতামহাদিপক্ষেও পিণ্ডোপরি ‘উর্জ্জ্বে’ ইত্যাদি “পিতৃন্” ইত্যন্ত মন্ত্রে জলধারা দিবে। অমন্ত্রক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া প্রেতপিণ্ডে স্তব্ধ, বজ্রত বা কুশ দ্বারা নিম্নোক্ত মিশ্রণমন্ত্র পাঠ পূর্বক ত্রিখণ্ড করিবে, পরে প্রথম ভাগ গ্রহণ পূর্বক পিতামহ পিণ্ডাভ্যন্তরে নিম্নোক্ত মধু বাতা ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় ও সপ্তচ্ছন্দম্ ইত্যাদি দুইটি ঋক্‌ পাঠ করত প্রবেশ করাইয়া মুদ্রিত করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহপিণ্ডে ২য় খণ্ড ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডে ৩য় খণ্ড প্রবেশ করাইতে হয়। মন্ত্র স্বধা—‘ওঁ মধু বাতা’

ইত্যাদি। “ওঁ সঙ্গচ্ছবঃ সংবদধ্বঃ সংবো মনাংসি.জানতাম্। দেবা ভাগং যথাপূর্বে
সংজানানা উপাসতে। ওঁ সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ
চিন্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।” *
মিশ্রণান্তে সুবর্তুলাকারে পূর্ববৎ পিণ্ডস্থানে স্থাপন করিয়া তদুপরি সূত্র, গন্ধ,
পুষ্পাদি দিবে। “ওঁ পরেত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ
পূর্বিণেভিদ’ভাস্মভ্যঃ দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছত।” মন্ত্রে
অগ্নিকোণাভিমুখে কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া গো, অজ বা বিপ্র দ্বারা ভোজন
করাইবে অথবা অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে। ‘এতে গন্ধপুষ্পে অন্তসে
নাম বেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষরাটরৈ তৃপ্তয়ে ইমানি পিণ্ডানি অস্তসি
মর্পয়ামি’ মন্ত্রে জলে সমর্পণ করিতে হয়।

বিকিরদান।—ব্রাহ্মণগণকে আচমনার্থ জল দিয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ প্রোক্ষিত
ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কতিপয় কুশ পাতিয়া তদুপরি তিল-জল দিবে। পরে পূর্ব-
স্থাপিত অন্ন জলপ্রাবিত করত “ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যেহ্নগ্নিদগ্ধা মধ্যো দিবঃ
স্বরা মাদয়ান্ত তেভিঃ স্বরাডসুনীতিমেতাং যথাবশং তদ্বৎ কল্পয়স্ব। ওঁ
যেহ্নগ্নিদগ্ধাঃ কূলে জাতা যেহ্নপ্যদগ্ধাঃ (নাগ্নিদগ্ধাঃ পাঠান্তর) কূলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্।” মতান্তরে “যেষাং ন মাতা ন
পিতা ন বন্ধুনৈর্বানসিদ্ধিন’ তথান্নমস্তি ততৃপ্তয়েহ্নং ভূবি দত্তমেতৎ প্রযান্ত
লোকাং সুখায় তদ্বৎ।” মন্ত্রে তিলসহ পূর্বপাতিত কুশোপরি ছড়াইয়া
দিবে। হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও হবিস্মরণান্তে, মতান্তরে—প্রেতব্রাহ্মণাগ্র-
ভূমিতে “ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত্ৰ” মন্ত্রে জলসেক করিয়া পিতামহাদি
ব্রাহ্মণগণের অগ্রবর্তী ভূমিতেও উক্ত মন্ত্রে জলসেক করিবে (ওঁ অস্ত
প্রতিবাক্য)। দেবপক্ষক্রমে ব্রাহ্মণে “ওঁ শিবা আপঃ সন্ত” (ওঁ সন্ত প্রতিবচন)
মন্ত্রে জলগণ্ডুষ, “ওঁ সৌমনস্শ্রমন্ত” (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পুষ্প, “ওঁ
অক্ষতঞ্চারিষ্টেঞ্চাস্ত” (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ধব বা তণুল দাতব্য। পরে
ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া প্রেতপক্ষে “ওঁ অঘোরঃ প্রেতোহস্ত (ওঁ অস্ত

* প্রচলিত মুদ্রিত পদ্ধতিতে “বে সমানাঃ সমনস” ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডসম্বন্ধ লিখিত আছে ;
কিন্তু তাহা শাস্ত্রানুসন্ধানিত নহে। কারণ, গৃহ্যপরিব্রাজ্যে কথিত আছে যে, ‘প্রেতপিণ্ডং
ত্রিধা বিভজ্য পিতৃপিণ্ডে ত্রিধা দধতি মধু বাতা ইতি তিস্রিভিঃ সঙ্গচ্ছবমিতি বাত্যানসুবজ্য’
ইতি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, মধু বাতা মন্ত্র ও সঙ্গচ্ছবম্ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে সম্বন্ধ
করিবে।

প্রত্যুত্তর) ও গোত্রং নো বর্হতাম্ (ও বর্হতাম্) বলিয়া পিতামহাদিপক্ষে—
 [ও অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত] (ও সন্ত প্রতিবাক্য), “ও গোত্রং নো বর্হতাম্ (ও
 বর্হতাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্র পাঠান্তে প্রেতপক্ষে, ‘অমুকগোত্র প্রেত অমুক-
 দেবশর্শন্ স্বস্তীতি ক্রহি’ (ও স্বস্তি), পিতামহাদিপক্ষে—‘অমুকগোত্র পিতামহ
 অমুকদেবশর্শন্ স্বস্তীতি ক্রহি।’ ঐরূপ প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও স্বস্তিবাচন
 করিয়া (ও স্বস্তি প্রতিবাক্য) তিল-মৃত-মধুযুক্ত জল লইয়া দৈবে—‘অন্ত্যেত্যাদি
 বহুসত্যরোবিশেষাঃ দেবানাং দত্তমিদমক্ষ্যামস্ত’ প্রেতপক্ষে—‘ও অন্ত্য
 অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্যামুকদেবশর্শণো দত্তমিদং শ্রাদ্ধমক্ষ্যামস্ত।’ (ও অন্ত্য
 প্রতিবাক্য) ব্রাহ্মণে দিয়া পিতামহাদিপক্ষে—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতা
 মহস্ত অমুকদেবশর্শণো দত্তমিদং শ্রাদ্ধমক্ষ্যামস্ত” (ও অন্ত্য প্রতিবাক্য)
 ব্রাহ্মণে অক্ষয্যোদক দিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-ব্রাহ্মণে
 অক্ষয্যোদকদান কর্তব্য। প্রেতপক্ষীয় শ্রাদ্ধ উত্থাপন পূর্বক পিতামহপক্ষ
 শ্রাদ্ধ উত্তোলন করিবে। অনন্তর উপবীতী হইয়া প্রেতাদিক্রমে দক্ষিণাঙ্গন
 করিবে। বথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্শণঃ কৃতৈতৎ
 সপিণ্ডীকরণৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং বজ্রতং বা রজতমূল্যং
 ত্রিবিম্বুদৈবতং বথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” পিতামহাদিপক্ষে—
 “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্শণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-
 গোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্শণঃ অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুক-
 দেবশর্শণঃ অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্শণঃ কৃতৈতৎপার্কণ-
 বিধিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং বজ্রতং তনুল্যং বা বথাসম্ভবগোত্র-
 নায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” দৈবপক্ষে—উত্তরমুখে “অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত
 প্রেতস্ত অমুকদেবশর্শণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুক-
 দেবশর্শণঃ এবং প্রপিতামহস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্শণঃ পার্কণবিধিক-
 শ্রাদ্ধে কৃতে ও পুরুষবোমাদ্রবসোবিশেষাঃ দেবানাং কৃতৈতৎপার্কণবিধিক-
 শ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তনুল্যং বা বথাসম্ভবগোত্রনায়ে
 ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” এইরূপে দক্ষিণা দিয়া ‘শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতং ?’ প্রশ্ন
 করিবে, (ও সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর)। তৎপরে সপবিত্র কুশ পিণ্ডস্থানে
 আন্তরণ করিয়া ‘ও স্বধাং বাচয়িষ্যে’ প্রার্থনা করিয়া (ও বাচ্যতাম্ প্রত্যুত্তর)
 ‘ও পিতামহেত্যঃ স্বধোচ্যতাম্’ বলিবে (ও,অন্ত্য স্বধা প্রত্যুত্তর)। ঐরূপে
 প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের উদ্দেশে স্বধাবাচন করিয়া দৈবে,

উপবীতী হইয়া “ও বিবেদেবাঃ শ্রীরস্তাম্” বলিয়া প্রার্থনা করিবে (ও শ্রীরস্তাম্ প্রত্যুত্তর) “ও অতিরম্যতাং” মন্ত্রে প্রেতব্রাহ্মণকে বিদ্যার দিয়া মতান্তরে পিতামহাদিপক্ষে—“ও বাজে বাজে বত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজা অন্ত মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভি-
দ্বদ'বধানৈঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জন পূর্বক উক্ত মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণকেও বিসর্জন করিয়া পরে “ও আমাবাজন্ত প্রমবো জগম্যা দেমে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গস্তাং পিতরা মাতরা চামা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।” মন্ত্রে স্বলধারা দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে বেটন করিবে। “পিতা স্বর্গঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃপুরুষকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দক্ষিণদিক্ অবলোকন করত “ও তারো নোহভিবর্কস্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। প্রজা চ নো মা ব্যগমদ্বহ-
নৈব নো জন্ত।” এই মন্ত্রে পিতৃপুরুষকে প্রার্থনা করিবে। পরে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধা জপান্তে দীপাচ্ছাদন, হস্ত-প্রক্ষালন, কুশ-
তর্পণ, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অতঃপর “অচ্চে-
ত্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতৈতৎপ্রাক্ষদৈবগুণ্য-প্রশমনকামো বিষ্ণু-
স্মরণমহং করিষ্যে” বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া ‘তদ্বিকোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ
কর্তব্য। পরে সর্ববেদিসাধারণ বামদেব্যগানান্তে প্রাক্ষশেষ ভোজন করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয়-সপিণ্ডীকরণ।

অতঃপরে সান্ন্যাস-সন্নিক-একাদিষ্টে প্রাক্ষ।

পূর্বদিন একভক্ত, নিরামিষাণী ও সংযমী হইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে।
পরদিন দস্তগাবন ও তৈলমর্দন পরিত্যাগ পূর্বক প্রাতঃস্নান-তর্পণাদি নিত্য-
ক্রিয়া সমাপনান্তে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পদ প্রক্ষালন করত সোত্তরীয়
ও তিলকী হইয়া শিখাবন্ধন পূর্বক পূর্বাংশে কুশহস্তে দুইবার আচমন, বিষ্ণু-
স্মরণ (শঙ্খচক্রধ্বং বিষ্ণু ইত্যাদিমন্ত্রে), গন্ধপুষ্পযোগে গণেশাদি দেবতার
পূজা করিয়া তিলতলে বা ঘূতে দক্ষিণ-দিগভিমুখে দীপ জালিয়া ‘কুরুক্ষেত্র’
ইত্যাদি পাঠে তীর্থাবাহন করিবে। অতঃপর পাঁচটি বা একটি ভোজ্য
প্রোক্ষণ ও অর্চনাদি পূর্বক উৎসর্গ করিবে। যথা—“ও এতৈভ্যঃ (একটি
ভোজ্যে ও এতশ্চৈব সন্ততোপকরণামান্নভোজ্যায় বলিবে) সন্ততোপকরণামান্ন-
ভোজ্যেভ্যো নমঃ, মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও পূজা, “এতে গন্ধপুষ্পে

এতদধিপত্যে দেবার ঐ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেন্ত্যো
 ঐ ব্রাহ্মণানিত্যো নমঃ ।” (একটি ভোজ্যস্থলে এতৎসম্প্রদানার ব্রাহ্মণার ঐ নমঃ
 করিবে) । বাম হস্তে ভোজ্য ধরিয়া কোণার জলে হাত দিয়া বাক্য
 পড়িবে । যথা—‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ
 অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ (অথবা ত্রাতুঃ পত্ন্যঃ পিতামহস্ত ইত্যাদি, ত্রীলোকের
 আছে অমুকগোত্রায়া মাতুঃ ইত্যাদি অমুকীদেব্যাঃ) অমুকদেবশর্ষণ একোদ্ভিষ্টে
 বিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্ষণোহক্ষয়স্বর্গ
 ইদং সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতঃ যথাসম্ভবগোত্রনাশে
 ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” পরে ‘ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং’ মন্ত্রে প্রত্যাশ্রিত্য
 করিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে । যথা—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতৃ
 দেবশর্ষণ একোদ্ভিষ্টেবিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুক
 দেবশর্ষণোহক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎসম্বতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্মণঃ
 তর্কম্’ ইত্যাদি । অচ্ছিদ্রাবধারণ যথা—কৃতান্তলিপুটে বলিবে, “ঐ কৃতৈতৎ
 সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মচ্ছিদ্রমন্ত্ৰ ।” (ঐ অস্ত্র প্রতিবাক্য) । অতঃ
 ‘ঐ বাস্তপুরুষায় নমঃ’ মন্ত্রে বাস্তপুরুষকে পূজা করিয়া ভোজ্য ও
 করিবে এতৎ তদ্বিধোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণান্তে “ঐ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে
 নমঃ” মন্ত্রে যজ্ঞেশ্বরেব পূজা, ‘এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যঃ
 ঐ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ’ মন্ত্রে অগ্রভাগ দান পূর্বক গঙ্গাপূজা ও পরকীর
 ভূমিতে (স্বীয় ভূমি বা অস্থায়িক গঙ্গাদিতীর্থে ভূস্বামীকে ভোজ্য দিতে হয়
 না) এতচ্ছাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যম্ ঐ এতদ্ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ
 স্বধা নমঃ” মন্ত্রে পিতৃতীর্থে প্রাচীনাবীতি হইয়া তিল তুলসী মোটক দিয়া
 ভোজ্য উৎসর্গ করিবে । পবে পুনশ্চ উপবীতি হইয়া পূর্বাভিমুখে ব্রাহ্মণ-
 জ্ঞান করাইবে । মন্ত্র যথা—“ঐ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স
 ভূমিং বিশ্বতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশানুলম্ ।” “ঐ এব গন্ধঃ ‘ঐ দর্ভমঃ ব্রাহ্মণায় নমঃ’
 মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতিভাবে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি
 ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবে । পরে কৃতান্তলিপুটে ঐ কুরুশ্বেত্র, ঐ তদ্বিধোঃ
 ইত্যাদি পাঠান্তে ব্রাহ্মণে জলগণ্ড দিয়া অন্নজ্ঞা গ্রহণ করিবে । যথা—
 “অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্ষণ একোদ্ভিষ্টেবিধিক-সাম্বৎ-
 সরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেনহং করিষ্যে ।” (ঐ কুরুষ প্রতিবাক্য) উপবীতি
 হইয়া গায়ত্রী সঙ্কৎ পাঠান্তে “ঐ দেবতাত্যঃ পিতৃভ্যন্ত মহাবোগিভ্য

এব চ। নমঃ স্বধাটৈঃ স্বাহাটৈঃ নিত্যমেব নমো নমঃ” মন্ত্র তিনবার পাঠ করত পুণ্ডরীকাক্ষরগণ ও বৃক্ষল দ্বারা প্রাকীর দ্রব্য প্রোক্ষণ পূর্বক একত্রে শ্রদ্ধার্থ জল নিয়োক্ত মন্ত্রে স্থাপন করিবে। স্বধা—“ওঁ অমৃতমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্যাটতে মহীম্। অমুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো যস্মা।। ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দনঃ। যস্মাত্ত্ব প্রাচৈঃ কর্তব্যো সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোয়মুদকমসি।” [অগ্নিন্ প্রাচৈঃ রক্ষাং কুরুষ প্রতিবাক্য]। মতান্তরে অতঃপর প্রাচীনাবীতিভাবে নিয়োক্ত মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে। স্বধা—“ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি পিশাচা বে ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমহু। অন্ত্রেতো গচ্ছন্ত যজ্ঞেতেবাং গতং মনঃ।” “ওঁ পিতৃর্চনমহং করিষ্যে” বলিয়া অমুজ্ঞা লইবে (ওঁ কুরুষ অমুমতি)।

আসনদান।—উত্তান বাম হস্তে মোটক ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ *

বশর্শত্রিদং দর্ভাসনং ত্রামুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণবান্ধব স্থাপন করত পুনশ্চ জল দিবে। (মতান্তরে দানবাক্যে ‘দর্ভাসনং নমঃ’ ইত্যাদি সর্বত্র স্বধা শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা গৃহ্যসূত্রমোদিত নহে)

অর্ঘ্যদান।—অভ্যাক্ত ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া পরি অর্ঘ্যপাত্র (ডোঙ্গা) স্থাপন পূর্বক একটি সাগ্রকুশ প্রাদেশপরিমাণে “ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে নথ ব্যতিরেকে ছেদন করিয়া বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তগৃহীত জল দ্বারা “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতমসি” মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত পাত্রে রাখিয়া “ওঁ শন্নো দেবীরতিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরতিষ্যবন্ত নঃ।” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে সিদ্ধ জল অভিষিক্ত করিবে। পরে তিল লইয়া “ওঁ তিলোহসি সোমদেবভ্যো গোসবে দেবনির্ধিতঃ। প্রভুবতিঃ প্রভুঃ স্বধরা পিতৃন্নির্মাল্লোকান্ গ্রীণয়াহি নঃ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে দিয়া অমন্ত্রক অর্ঘ্য (গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দুর্গা, তণুল) স্থাপন করিবে, পরে কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করত বিজ্ঞাসা করিবে, ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্, (ওঁ স্তসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) উদঘাটন, অমন্ত্রক পবিত্রদান, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তরদানান্তে “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্বগাজ্জৈভ্যো নমঃ” মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতির অর্চনা করিয়া (গৃহপরিশিষ্টমতে উপবীতী মতান্তরে প্রাচীনাবীতী হইয়া) “ওঁ স্বধা অর্ঘ্যাঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘ্য লইয়া

* সযোথনে পিতঃ মাতঃ ভর্তা বা ভাতঃ পদের পরে রকারাদি ‘রাব’ ‘মোহিষী’ ইত্যাদি নাম থাকিলে ‘পিতা’ ‘মাতা’ ‘ভর্তা’ বা ‘ভাতা’ বলিয়া উল্লেখ করিবে।

“বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ষগ্নিমর্ধ্যঃ স্বামুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে
ব্রাহ্মণে দিবে। পরে বাম হস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া দক্ষিণ হস্ততল দ্বারা
আচ্ছাদন করত “ওঁ বা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সর্বভূবর্ষা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্শ্ব-
বীর্ষাঃ। হিরণ্যবর্ণা বজ্রিরাস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্তানাঃ ভবন্ত।” মন্ত্রে
জল অভিষিক্ত করিয়া “ওঁ পিত্রে হানমসি।” মন্ত্রে পাত্রটি হ্যজ করিবে।

গন্ধাদিদান।—বাম হস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র তুলসীসহ ধারণ করিয়া
দক্ষিণ হস্তে জলের ছিটা দিয়া নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরেঁ। অমুক-
গোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ষগ্নিমানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বামুপতিষ্ঠ-
তাম্। ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতন্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্)
এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতন্ত আচ্ছাদনম্
(ওঁ আচ্ছাদনম্ প্রতিবাক্য)।” যজ্ঞোপবীত লইয়া নির্যোক্ত বাক্যে নিবেদন
করিবে, যথা—“বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ষগ্নেতদযজ্ঞোপ-
তর্ষশ্রুতঃ স্বামুপতিষ্ঠতাম্।” (ওঁ উপতিষ্ঠতাম্ প্রত্যুত্তর) কৃতান্তলিঃ
জিজ্ঞাসা করিবে। যথা—ওঁ পিত্রর্চনং সম্পূর্ণম্? (ওঁ সম্পূর্ণম্ প্রত্যুত্তর)।

অন্নদান।—ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া নৈঋতকোণ হইতে
আরম্ভ করিয়া বামাবর্তে গোলাকৃতি মণ্ডল জল দ্বারা অঙ্কিত
তদুপরি ভোজনপাত্র পাতিয়া কিঞ্চিৎ স্তুতান্ত্র অন্ন লইয়া “ওঁ অমুকগোত্রাম্
পিত্রে (ঐরূপ অমুকগোত্রার ঋত্রে পিতামহে বা ভাত্রে ভর্তে ইত্যাদি)
স্বাহা” মন্ত্রে জলে ফেলিবে। পরে পূর্বস্থাপিত পাত্রে কিঞ্চিৎ দানান্ত্রে অন্নাদি
পরিবেষণ করিয়া উপকরণ ও স্তম্ব জল পাত্রান্তরে রাখিয়া উত্তানীকৃত
উত্তর হস্ত দ্বারা পাত্র ধারণ পূর্বক “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রঃ জ্যোতপিধান” ব্রাহ্মণস্বা
মুখেঃস্তুতঃ জুহোমি ব্রাহ্মণানাং স্বা বিজ্যাবতাং প্রাণাপানযোজুহোম্যকিত-
মসি মামেকেষ্টা অমৃতামুর্ষিঃলোকে।” মন্ত্রে অভিষিক্ত করত “ওঁ ইদং
বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নিদধে পদং সমৃচমস্ত পাংসুলে” বলিয়া অগ্নে অনথ অঙ্গুষ্ঠ
স্থাপন করিবে। পবে “ওঁ বিষ্ণো কব্যঃ রক্ষস্ব” মন্ত্রে অগ্নে জলের ছিটা দিয়া
“ওঁ অপচতানুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল বিকিরণ পূর্বক (মতান্তরে
গায়ত্রী, মধু বাতা ও মধু মজ্ঞ পাঠান্ত্রে) অন্নদান করিবে। মন্ত্র যথা—বাম
হস্তে অন্নপাত্র ধারণ পূর্বক জল দিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেব-
শর্ষগ্নিমর্ধ্যঃ কৃতান্ত্যপকরণসম্মতঃ স্তম্বিলোদকং স্বামুপতিষ্ঠতাম্।” (ওঁ
পতিষ্ঠতাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে নিবেদন করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ড দিয়া মধু-স্তুত

সেক পূর্বক উপবীতী হইয়া গায়ত্রী পাঠান্তে প্রাচীনাবীতিভাষে মধু বাতা ইত্যাদি ও মধুমন্ত্র বারতর পড়িয়া “ও অন্নহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনঃ যদভবেৎ ॥ তৎসৰ্বমিদমচ্ছিদ্রমন্ত” (ও অস্ত প্রতিবাক্য) জপ করিবে। পরে কৃতান্তনি-
পুটে “ও ইদমন্নম্ ইমাঃ সতিলা আপঃ ইদং হবিরেতান্যাপকরণানি” মন্ত্রে
নিবেদন করিয়া “ও ভবান্ প্রাশয়তু” বলিয়া জলদানান্তে “ও যথামুখং
দুঃস্বপ্ন পাঠ করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণের ভোজনকালে আব্যমন্ত্র পাঠ
কর্তব্য। যথা,—সপ্রণব ব্যাহতিপূর্বক গায়ত্রী, “ও অক্ষয়মীমদন্ত হবপ্রিয়া
মধুষত অশেষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা যিদ্ধ তে হরী। ও
পৃথু বাতা ঋতায়ত্তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সঙ্ঘোষরীঃ। ও মধু নক্ত-
তোষসো মধুমৎ পার্থিবং বজঃ। মধু জ্যোতস্ব নঃ পিতা। ও মধুমায়ো
সম্পতির্মধু মা অস্ত সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ। ও মধু মধু মধু। ও
হরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাহব্যগ্রাহ্য হরিরীশ্বরোহত্র। তৎসমিধানাদ-
পকৃত্ত সন্তো বক্ষাংশুশেষাণামুরাশ্চ সর্কে ॥ ও যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পূজ্য
য়োহক্রবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণামো ক্রহি ধর্মানশেষতঃ। ও মম্বজি-বিষ্ণু-
রীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী।
রাশর-ব্যাস-শঙ্খ-নিধিতা দক্ষগোতমো। শাতাতপো বশিষ্ঠচ ধর্মশাস্ত্র-
প্রবোধকঃ।” ও তদ্বিক্ষোঃ ইত্যাদি। “ও ত্রয়োধনো মহ্যময়ো মহাজন্মঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্ত শাখা। তঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃত-
রাষ্ট্রোহমনীষী। ও যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাজন্মঃ স্কন্ধোহর্জুনো ভীম-
সেনোহস্ত শাখা। মাদ্রীসুতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।
ও সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু যুগাঃ কালপ্ররে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদীপে হংসাঃ
সরসি মানসে। তেহভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। গ্রহিতা
দূরমধ্বানং যুগং তেভ্যোহবসীদত। (ও কৃচিঃ কৃচিঃ কৃচিঃ) ও ঈশান-
বিষ্ণু-কমলাসন-কার্ত্তিকেয়-বহ্নিতর্যাক-রজনীশ-ধনেশ্বরাণাম্। ক্রৌঞ্চামরেজ-
কলসোদ্ভব-কাণ্ডপানাং পাদারমামি সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্।” পরে “ও
তপ্তোহসি ?” প্রশ্ন করিয়া (ও তপ্তোহস্মি প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ মধুবাতি
মধু, মধু মধু ও অক্ষয়মী ইত্যাদি পাঠান্তে প্রশ্ন করিবে—“ও
সম্পন্নম্ ?” (ও স্মসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর)। হতাবশিষ্টের সহিত সর্ববিধ অন্ন
কিয়ৎপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করত পিতৃার্থ প্রতুততর ও বিকিরদানার্থ
অন্ন স্থাপন করিবে। “ও শেবমন্নং ক দেবম্ ?” বিজ্ঞাসা করিয়া (ও

ইষ্টেন সহ ভূজ্যতাম্ অহুমতিবাক্য) ব্রাহ্মণে জনগণ্ডু দিয়া পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদান।—প্রথমতঃ ‘ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে’ বলিয়া অহুমতি লইয়া (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) উপবীতিভাবে গায়ত্রী সঙ্কলপাঠান্তে দেবতাত্ম্য ইত্যাদি ত্রিধা পাঠ করত প্রাচীনাবীতী হইয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থিত স্থান পরিষ্কার করিয়া কুশমূল দ্বারা ‘ওঁ অপহতামুরা বক্ষাংসি বেদিষনঃ’ মন্ত্রে, মতান্তরে অমন্ত্রক রেখাঙ্কন পূর্বক জল দ্বারা অভ্যঙ্গন করত তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিবে। পবে সতিল জল পুষ্প লইয়া ‘ওঁ শুক্লস্তাং পিতবঃ’ মন্ত্রে পরি বিকিরণ করিয়া পূর্বস্থাপিত অন্ন দ্বারা বিশ্বপ্রমাণ মতান্তরে কুকুট প্রমাণ পিণ্ড নির্মাণ করত ‘ওঁ অক্ষরমৌ’ ইত্যাদি ও ‘মধু বাতা’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে (মন্ত্রকাবমতে উক্ত মন্ত্রব্রহ্মপাঠ বিহিত নহে) তিল, জল, তুণ্ড ও মোটক সহ দক্ষিণ হস্তে লইয়া ‘বিষ্ণুরাম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকা শর্ম্মন্যেতৎ পিণ্ডঃ সতিল-গঙ্গোদকং ত্র্যমুপতিষ্ঠতাম্।’ দানান্তে অমন্ত্রক পিণ্ডে শব ছড়াইয়া হস্তলেপ দান করত কৃতাজ্জলিপুটে ‘ওঁ অত্র পিতৃমাদয়স্ব যথাভাগ-মাবুযায়স্ব’ পাঠ করিয়া, মতান্তরে—বামাবর্তে উত্তরমুখ হইয়া নিখাস রেখা করত জপ করিবে—‘ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্য শরৎসংক্রান্ততবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিবার চ। মা সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।’ দক্ষিণমুখ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে স্বাস ত্যাগ করিবে,—‘ওঁ অমৌমদৎ পিতা যথাভাগমাবু-যায়িষ্টে।’ পরে পিণ্ডেশব আত্মাণ করিয়া উপবীতিভাবে আচমনান্তে পিণ্ড-পাত্র-ধোত সতিল জল লইয়া ‘ওঁ শুক্লস্তাং পিতবঃ’ মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। নীবীমোক্ষণ ও আচমনান্তে ‘ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্যভ্যঙ্কু’ মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দ্বত, ‘ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্যভ্যঙ্কু’ মন্ত্রে পিণ্ডোপরি অঙ্গন, ‘ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মা নোহতোহন্তৎ পিতরো যুঙ্গ্ধবম্’ মন্ত্রে শুক্লবস্ত্র-দশানির্গত মূত্র দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্বক ‘ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেব-শর্ম্মন্যিৎ বাসস্বামুপতিষ্ঠতাম্’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল দিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে—‘ওঁ নমস্তে পিতরিবে, ওঁ নমস্তে পিতরর্জে, ওঁ নমস্তে পিতঃ শুশ্রাৱ, ওঁ নমস্তে পিতর্ধোৱাৱ, ওঁ নমস্তে পিতর্জীৱাৱ, ওঁ নমস্তে পিতা ব্রসৱ, ওঁ যথান্তে পিতনমস্তে পিতনম এতান্তব পিতরিমা অম্বাকং জীৱান্তে জীবন্ত ইহ সন্ততাম। ওঁ মনোহরা হবামহে

সারানংসেন সোমেন পিতৃণাঞ্চ মমতিঃ । ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রমেন দক্ষার
 জীবসে জ্যোক্ত চ সূর্য্যঃ দৃশে । ওঁ পুনর্নঃ পিতা মনো দদাতু দৈবোহ্য জনঃ ।
 জীবং ব্রাতং সচেমহি ।” মতান্তরে ‘আত এতু’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য নহে । পরে
 মতান্তরে ‘ওঁ উর্জঃ বহস্তীরমৃতং স্মৃতং পরঃ কীলালং পরিক্রতং স্বধা স্ব তর্পয়ত
 মে পিতরম্’ মন্ত্রে পিতৃগোপরি জলধারা দিয়া ‘ওঁ পরে হি পিতঃ সোম্য গম্ভী-
 রুতিঃ পথিতিঃ পূর্ষিণেতিঃ দক্ষারামৃত্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রসিক নঃ সর্ববীরঃ
 সবচ্ছ’ মন্ত্রে দক্ষিণদিকে কিকিৎ চালনা করিবে । ‘সম্য প্রাক্কং কৃতং
 স্যাক্ষর্য্যৈ ত্বপরে ইদং পাত্রীয়ায় অঙ্গু সমর্প্যতে’ মন্ত্রে জলে পাত্রীয়ায়
 নিক্ষেপ করিয়া ‘পিণ্ডমপি সমর্প্যতে’ বলিয়া পিণ্ডও জলে নিক্ষেপ করিবে ।

বিকিরদান ।—অভ্যুক্ষিত ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তত্পরি
 তিল ও জল দান করত জলপ্রাবিত সতিল অন্ন লইয়া ‘ওঁ যে অগ্নিদক্ষা যে
 গ্নিদক্ষা মধ্যে দিবঃ স্বধরা মাদয়ন্তে । তেভিঃ স্বরাড় সুনীতিমেতাং স্বধা বশঃ
 তব কল্পয়ত’ মন্ত্রে কুশোপরি ছড়াইয়া পুনশ্চ তত্পরি নিয়োক্ত মন্ত্রে তিল-জল

। যথা—“ওঁ যেহগ্নিদক্ষাঃ কুলে জাতা যেহপাদক্ষাঃ (নাগ্নিদক্ষাঃ) কুলে

ভূমৌ দত্তেন তপ্যন্ত তৃপ্তা বাস্ত পরাং গতিম্ ।” মতান্তরে ‘ওঁ যেবাং ন

তৃপ্তা ন পিতা ন বহুনৈবান্নসিদ্ধিন তথাহন্নমস্তি । তত্পরেহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
 প্রাক্কং লোকার সুখায় তবৎ ।’ অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে

ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমন্ত্ৰ’ (ওঁ অস্ত) বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেক করিয়া

ওঁ শিবা আপঃ সন্ত’ (ওঁ সন্ত) ব্রাহ্মণে জল, ‘ওঁ সৌমনস্যমন্ত্ৰ’ (ওঁ অস্ত)

ব্রাহ্মণে পুষ্প, ‘ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত’ (ওঁ অস্ত) ব্রাহ্মণে যব বা তণুল

দাতব্য । পরে পরিশিষ্টমতে ‘ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মাণ্

স্বস্তীতি ব্রহ্মি’ (ওঁ স্বস্তি প্রতিবাক্য) তিল, স্মৃত, মধুযুক্ত জল লইয়া ‘ওঁ

অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্মাণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষব্যমন্ত্ৰ

ইতি ব্রহ্মি’ (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে । মতান্তরে ‘ওঁ

অঘোরঃ পিতাহন্ত’ (ওঁ অস্ত) পাঠানন্তর ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া ‘ওঁ

গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্’ (ওঁ বর্দ্ধতাম্) প্রার্থনা করত হ্র্যজোখাপন পূর্ব্বক

দক্ষিণা দান করিবে । দক্ষিণাভব্য অর্চনা করিয়া বাক্য পাঠ করিবে,

যথা—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ কৃতৈতদদেকোদ্ধিষ্ট-

বিধিক-সাধৎসরিকপ্রাক্ককর্ম্মণঃ সাক্তার্থং দক্ষিণামিদং বজ্রতং তদ্বল্যং বা

শ্রীবিষ্ণুদেবঃ সর্চিৎ স্বধাসন্তবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণারাহং দদানি ।” ‘ওঁ প্রাক্কমিৎ

সম্পূর্ণ জাতঃ ?' বিজ্ঞাপনা করিয়া (ও সম্পূর্ণ জাতঃ প্রত্যুত্তর) 'ও অভি-
রম্যতাঃ' বলিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে, (ও অভিরতোহস্মি প্রত্যুত্তর)
যতঃস্তরে "ও আমাবাজন্ত প্রসবো জগম্যাদেমে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে । আমা
গম্ভাঃ পিতরা মাতরা চামা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাতঃ" মন্ত্রে জলধারা দিবে
পরিশিষ্টমতে পিণ্ডদানস্থানে যব দিয়া 'ও শান্তিরস্ত' মন্ত্রে জলধারা,
সেক করিবে, পরে "ও পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ ।
পিতরি শ্রীতিমাপরে শ্রীরস্তে সর্বদেবতাঃ ।" মন্ত্রে পিতৃপ্রণাম করিয়া
প্রার্থনা করিবে, যথা—“ও দাতারো নোহতিবর্কস্তাঃ বেদাঃ সন্ততিরেব চ
প্রজা চ নো মা ব্যগমদ্বহ দেয়ক নো অস্ত ।” উপবীতী হইয়া একবার
গারগ্রী পাঠ ও বারতর দেবতাভ্য মন্ত্র পাঠান্তে দীপাচ্ছাদন, হস্তপ্রক্ষালন
ও আচমন পূর্বক 'কৃতৈতৎ-একোদ্বিষ্টবিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিন্নম
(ও অস্ত্র প্রতিবাক্য) বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধাবণ করিয়া "অন্তেষ্ট্যা
কৃতৈতৎশ্রাদ্ধবৈগুণ্যপ্রশমনকামো বিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে" মন্ত্র করত তর্জি,
ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুশ্রবণ করিবে । পরে সর্ববেদিসাধারণ বামদেব্য
করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে । বামদেব্যগান যথা—“কয়ানশ্চিত্তে
ত্যাগি ঋক্তরস্য মহাবামদেবঋষির্বিরাড্গারগ্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তি
জপে বিনিয়োগঃ । ও কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা । কয়া শচিষ্ঠ
বৃত্তা । ও কয়া সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদক্সসঃ । দৃঢ়াচিদাক্ষে বসু ।
ও অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাং শতং ভবা শ্রুতিভিঃ । ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো
বৃদ্ধপ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষো অরিষ্টেনমিঃ স্বস্তি নো
বৃহস্পতির্ধাতু ।”

ইতি ঋগ্বেদি-সাম্বৎসরিক একোদ্বিষ্ট ।

শ্রাগ্বেদি-পার্শ্বণ-শ্রাদ্ধবিধি (গৃহপরিশিষ্টোক্ত)

অথ হবিরহান্ ব্রাহ্মণান্ দৈবে ধৌ ত্রীন্ পিত্র্য একৈকং বোভরত শক্তাবেক-
স্যানেকান্ বা কালে নিমজ্জিতান্ স্বাগতেনাভিপূজ্য প্রাচ্যাঃ শুচৌ গৃহাভিরে
মৌমরাস্তসা চতুরশ্রযুক্তরং বর্তুণঃ দক্ষিণে মণ্ডলধরমুন্নিখ্য প্রাগগ্রান্ দর্তীন্
মব্বান্ উত্তরেণাস্য দক্ষিণাগ্রান্ সতিলানিতরজ্যোভে অভ্যর্চ্য ব্রাহ্মণা যথো-
দেষং যথাযতঃ পিত্র্যে অ্যারাসো দৈবে কনীয়াংস উত্তরত দক্ষিণেন

বিনিযুক্তাথ এত্যাঙ্কমুখ উত্তরে মণ্ডলে দৈবনিযুক্তরোষবাস্তসা পাণ্ডং দত্তা শুদ্ধেন
 শরো দেব্যা পাদান্ প্রকাল্য দক্ষিণে চেতরেবাং প্রাচীনাবীতী তিলাস্তসা
 পাণ্ডং দত্তা তথৈব প্রকালয়েৎ । অথ তানুদগ্ দ্বিরাচাস্তান্ উদ্দিষ্টরূপান্ ধ্যায়ন্
 পরিশ্রিতে দক্ষিণপ্রবণ উপলিপ্তে গৃহে দৈবে প্রাযুক্তাবদগপবর্গং দক্ষিণতঃ
 পিত্র্য উদঙমুখান্ প্রাগপবর্গানুপবেশ্যচাস্তো যজ্ঞোপবীতী প্রাণানাম্ম্য কৰ্ম
 সঙ্কল্য দৈবে সৰ্ব্বমুপসাবমুদঙমুখো যজ্ঞোপবীতী প্রদক্ষিণং কুর্যাৎ পিত্র্য
 প্রাগদক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী প্রসবামথ তিলহস্তঃ অপহতেতি সৰ্বতস্তি-
 নরবকীর্যোদীবতামবর উৎপরাস ইতি জপিত্বা দৰ্ভাস্তসাহস্রান্তভূক্ত্য গয়্যায়ং
 বিনাৰ্দ্ধনং বস্বাদিরূপান্ পিতৃশ্চ ধ্যায়াংথ প্রথমং দৈবে ব্রাহ্মণহস্তয়োৰপো
 দত্তা যুগ্মান্ ঋজুন্ প্রাগগ্রান্ দৰ্ভান্ বিবেচ্যঃ দেবানামিদমাসনমিতি একৈক-
 ণেন দক্ষিণতঃ প্রদায়্যাপোদত্তাৎ । এবং সৰ্ব্বোপসারেষান্তহস্তয়োৰপো দত্তাৎ ।
 পাত্যাক্ষিতায়ঃ ভুবি প্রাগগ্রান্ দৰ্ভানাস্তীৰ্য্য তেষু স্তগ্ভিলং পাত্মমাসা-
 স্তানয়িত্বা তস্মিন্ প্রাগগ্রদৰ্ভযুগ্মান্তর্হিতে অপ আসিচ্য শরো দেব্যা অনু-
 যবোহসি ধান্তরাজো বেতি যবানোপ্য গন্ধাদীনি চ ক্ষিপ্ত্বা দেবপাত্রং
 পন্নমিত্যভিমুশ্চ যবহস্তো দিগ্বান্ দেবানাবাহরিষ্যামীতু্যক্ । তাঃ প্রামাবাহরে-
 ত্যে বিবেদেবাস আগতেতি পাদাদিমূর্দ্ধান্তং সব্যসংস্থিতরোষবানবকীর্য
 প্রাগচ্ছন্ত মহাভাগা বিবেদেবা মহাবলাঃ ইতি উপস্থাপ্য স্বাহার্য্য ইত্যর্থামুভয়োঃ
 সক্রমিবেচ্চাথ প্রত্যেকং প্রথমমন্ত্রা অপো দত্তার্য্যাদর্য্যমাদায়েদং বো অর্থ্যমিতি
 দত্তা বা দিব্যা আপঃ পন্নসা (পৃথিবী) ইত্যাদি অনুমন্ত্য এবং দ্বিতীয়স্যাপি শেষঃ
 দত্তা অনুমন্ত্য গন্ধ-পুষ্প-ধূপ দীপান্ উভয়োর্বিদিত্বাচ্ছাদনং দত্তাৎ । অথার্চনবিধেঃ
 সম্পূর্ণতাং বাচয়িত্বা পিতৃর্চনাম্নামনুজ্ঞাতঃ প্রাচীনাবীতী প্রাগদক্ষিণাভিমুখঃ
 পিতৃর্চনং কুর্যাৎ । পিতা পিতামহঃ প্রপিতামহ ইতি ত্রয়স্তেবাং প্রত্যেকমেকং
 যৌ বহুবচা নির্দেশং কুর্যাৎ । অপো দত্তা দৰ্ভান্ দ্বিগুণভূগ্নান্ অযুগ্মান্ দক্ষিণা-
 গ্রান্ এবং গৌত্রনামরূপাণাং পিতৃণামিদমাসনমিত্যেবমাসনেষু সবাতো দত্তাৎ
 উক্তমপোদানম্ । অথ ভুবমভূক্ত্য দক্ষিণাগ্রান্ দৰ্ভানাস্তীৰ্য্য ত্রীণি তৈজসান্ন-
 ম-ন্নম্নানি পাত্ৰাণ্যভাবে একদ্রব্যানি বা স্তগ্ভিলানি প্রাগদক্ষিণাপবর্গং
 নিধায় উত্তানানি কৃৎবা তেষু তেষুগ্নদৰ্ভান্তর্হিতেষপ আসিচ্য ত্রীণ্যপি সক্রুৎ
 শরো দেবীরিত্যনুমন্ত্য তিলোহসীতি পৃথক্ তেষু তিলানোপ্য গন্ধাদীনি ক্ষিপ্ত্বা
 পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্ ইত্যেবং তানি যথালিঙ্গমভিমুশ্চ তিলহস্তো যথালিঙ্গং পিতৃন্
 পিতামহান্ প্রপিতামহানাবাহরিষ্যামীতু্যক্ । তৈরবাহরেত্যুক্তে মূর্দ্ধাদিপাদান্তঃ

দক্ষিণাঙ্গসংস্থমেকৈকস্বিন্ উৎসৃজ। নিধীমহীতি তিলানবকীৰ্য্য 'আরাভ নঃ পিতর' ইত্যাপহ্যারোপবীতী স্বধা অৰ্ঘ্যা ইতি পূৰ্ব্বমৰ্ঘ্যঃ নিঃবজ্জাহ। অপো দক্ষা সপ্তোষমৰ্ঘ্যামাদায় দক্ষিণেন পাণিন। সৰ্বোপগৃহীতেন 'পিতরিদং তে অৰ্ঘ্যং' ইত্যাদি পিতৃতীৰ্থেন দক্ষা প্রত্যেকং 'বা দিব্যা আপ' ইত্যামুসজ্জয়েত। উভয়ত্রে-
কৈকব্রাহ্মণপক্ষে দৈবে সৰ্ব্বমৰ্ঘ্যমেকটম্ দত্তাং পিত্রো ত্রীণ্যপি পাত্ৰাণ্যেকটম্ নিবেশ্য পুনরস্তাবদানপূৰ্ব্বং ত্রীণ্যপি তস্মা এব দত্তাৎ। অথৈকসৈকস্যানেক-
পক্ষে যাবন্ত এতৈকস্যা তেভ্যস্তেভ্য এতৈকং তৎপাত্ৰং সঙ্কল্পিবেচ্চাৰ্ঘ্যমেকৈকং
তাবদ্বা বিগৃহ্য দত্তাৎ ন তু প্রত্যেকং পাত্ৰানি কুৰ্য্যাৎ। অথৈতবার্ঘ্যশেষানাস্ত-
পাত্ৰাৰ্ঘ্যশেষে চ নিনীয় তাভিবহিঃ পুত্রকামো মুখমনক্তি তৎপাত্ৰং শুচৌ দেশে
'পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' ইতি নিগায়, পিতামহাৰ্ঘ্যপাত্ৰো নিবধ্যাৎ স্নাত্বঃ বা ৭
কুৰ্য্যাৎ। অথ প্রাচীনাবীতী গন্ধাগাচ্ছাদনাস্তং দত্তাচনবিধিঃ সম্পূৰ্ণতাং বাচ্য
দেবমেতৎ পার্শ্বগন্ত কৃত্বা পুনবনস্তরং পিতৃপিতৃষজ্জং কুৰ্য্যাৎ।

অগ্নৌকরণাদিকৰ্ম্ম - -অথ স্থানীপাকাদম্মকৃত্য ঘৃতেনাক্ত। অগ্নৌ-
ব্যামীতি পৃষ্ঠ। ক্রিয়তামিত্যাক্তেতিপ্রীতেহগ্রাবিধমুপসমাধায় মেক্ষণেনাদায়াব-
দানসম্পাদা জুহুৱাৎ -সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমোহগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা
ইতি স্বাহাকাবেণ বা পূৰ্ব্বমগ্নিঃ যজ্ঞোপবীতী মেক্ষণমমুপ্রহরেৎ ইত্যোতং
পিতৃপিতৃষজ্জস্য। অথ পুনঃ পার্শ্বগন্ত্য ভোজনশয়েষু দৈবে চত্বশ্চে মণ্ডে।
পিত্রো বৃত্তানি গোময়েনোপলিপ্য সযবান্ সতিলাংশচ দৰ্ত্তান্ প্রাস্য তেষু দৈবে
সৌবর্ণং পিত্রো রাজতানি অভাবে তদবস্থেঠানি তৈজসানি বা পাত্ৰানি নিধা-
য়াজ্যেনোপস্তোৰ্ঘ্যায়ানি পরিবিধ্য পিতৃপাত্ৰাভ্যে হতশেষং দত্ত্বা দৰ্ভেঃ পাত্ৰাণু-
পর্য্যধচ্চাতিগৃহ্যথ দৈবেহন্নং সাবিদ্রাত্বাক্য তুষ্ণোঃ পরিষিত্য পৃথিবী তে পাত্ৰং
জ্যোতপিতানং ব্রাহ্মণস্য। মুখেহমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিজীবতাং প্রাণ-
পানয়োজুহোম্যকিতমসি যামেক্ষেষ্ঠ। অমৃতামুশ্মিল্লোকে ইত্যভিমত্যা ইদং
বিষ্ণুবিচক্রম ইতি ব্রাহ্মণপাণ্যকুষ্ঠং বিক্ষেপ্য হব্যং বন্ধস্বেতি নিবেশ্য যবোদকমা-
দায় বিক্ষেপেদবা দেবতা ইদমন্নং...ইত্যুক্ত্য বিক্ষেপ্যো দেবেভ্য ইদমন্নম্...স্বাহা
ইত্যুৎসৃজ্য এবং দ্বিতীয়েহপি দত্ত্বা যে দেবাসো দিব্যোকাদশস্থা ইত্যপহ্যারোপ
পিত্রো প্রাচীনাবীতী রাজতে স্বধাশকবিশেষণেন যথালিঙ্গমুদ্दिश 'বে চেহ
পিতর' ইত্যপহ্যারোপবীত্যাভ্যে মধুসর্পির্বাশিত্য সপ্রণব-ব্যাহতিং সাবিজীং
মধুমতীং চ জপ্ত্বা মধ্বিতি চ ত্রিধ্বজ। পিতৃনম্নস্বত্যাশোশনং প্রদায় ব্রাহ্মণান্
যথামুখং জুধ্বমিতি ভোজনান্নাতিশ্রজেৎ। ভূতানান্ বৈশ্বদেব-বন্ধোহ-

যথানিহঃ তিলায়ু দত্তা হুত্বং পাত্ৰং বিবৃত্য উপবীতী ব্রাহ্মণেভ্যো মুখবাস-
তাম্বলাদি দক্ষিণাঞ্চ দত্তা তাত্তাদাবত্যাগাদিভিঃ প্রিরোক্তিত্তিচ পরিতোষ কৰ্ম-
সম্পূর্ণতাং বাচয়িত্বা ও যথোচ্যতামিতি চান্ত যথেনি চোক্তা পিতৃপূৰ্ণ-
বিসৰ্জয়েৎ । ও যথেনি বাস্ত যথেনি বা ক্রবন্ত উত্তিষ্ঠেয়ুঃ, বিবেদেবাঃ
গ্রীষ্মতামিতি দেবব্রাহ্মণৌ বিম্ভয়েৎ । গ্রীষ্মতাং বিবেদেবা ইতি তাত্তা-
মুক্তে পিতৃনিপরণদেশঃ সংযজ্য অকৃতান্ প্রাপ্ত তত্র শান্তিরদ্ধিত্যদক-
ধারামানিচ্য দক্ষিণামুখঃ প্রাঙ্গনিস্থিষ্ঠন্ “দাতারো নোহভিবৰ্দ্ধতাং বেদাঃ
সন্ততিরেব চ । অহা চ নো মাব্যগমদ্ বহ দেয়ঞ্চ নো অস্ত” ইত্যনেন বরান্
বাচেত ।

ইতি পার্শ্বগপ্রাঙ্গবিধি ।

অগ্নেভি-পার্শ্বগ-প্রাঙ্গ

প্রাঙ্গকর্তা পূৰ্বদিনে নিরামিষ একভোজী ও স্নাত হইয়া প্রাঙ্গানশ্চয় কা-
ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবে । পরদিনে যথাবিধি স্নান, নিত্যক্রিয়া, তর্পণ
পূৰ্বক দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাদপ্রক্ষালন, কুশাগ্রুবীয় পরিধান, তিল-
ধারণ, শিখাবন্ধন, তিলতৈল দ্বারা দীপ প্রজালন করত দক্ষিণনিম্ন পবিত্র বিহি-
স্থানে শুদ্ধমনা হইয়া পূর্বাসো দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুকক্ষেত্রেভ্যাদি মন্ত্রে
তীর্থাবাহন করিয়া ভোজ্যদান করিবে । যথা—ভোজ্যগুলি যথাবিধি প্রোক্ষণ
ও অর্চনা করিয়া বাক্য পড়িবে—“অগ্নেভ্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক-
দেবশর্ষণঃ, এবং পিতামহস্য, প্রপিতামহস্য, মাতামহস্য, প্রমাতামহস্য, বৃদ্ধপ্রমাতা-
মহস্য অমুকদেবশর্ষণোহমুকনিমিত্তক-পার্শ্বগ-বিধিকপ্রাঙ্গবাসরে (অষ্টকাদিপ্রাঙ্গে
কেবলমাত্র পার্শ্বগ-প্রাঙ্গবাসরে উল্লেখ হইবে) অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতা-
মহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেব-
শর্ষণোহমুকশর্ষণকাম ইদং সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যমর্জিতং ত্রিবিষ্ণুদৈবতঃ
যথসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” পরে কৃতাজলি হইয়া বলিবে—“ও
ভোজ্যমিদং ত্রিবিষ্ণুদৈবতম্ ।” দক্ষিণাদান—“অগ্নেভ্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ
(যট পুরুষের নাম উল্লেখ্য) অমুকনিমিত্তক (নবান্নাগমননিমিত্তক-তীর্থপ্রাপ্তি
নিমিত্তক ইত্যাদি) পার্শ্বগবিধিক-প্রাঙ্গবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ ইত্যাদি
অমুকশর্ষণকামনয়া কৃতেভ্যঃ সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থঃ

দক্ষিণাশ্চ কাঞ্চনমূল্যমিত্যাदि ।” কৃতান্তলিপুটে বলিবে—“ও কৃতৈতৎ সস্তুতোপ-
 করণামায়তোজ্যদানকৰ্ম্মাচ্ছিত্রমন্ত্ৰ” (ও অস্ত্ৰ প্রতিবাক্য) ‘ও বাস্তপুরুষায়
 নমঃ’ মন্ত্ৰে বাস্তপুরুষপূজা ও ভোজ্য দান করিয়া ও তদ্বিক্ষোঃ ইত্যাদি
 মন্ত্ৰে বিষ্ণুস্বরগান্তে ‘ও বজ্জেশ্বরায় ত্রিবিধবে নমঃ’ বলিয়া বথানন্তি
 উপচারে পূজা ও প্রাক্কীরাগ্র দান করত গঙ্গাপূজান্তে পরকীর ভূমিতে
 জীবিত ভূস্বামীকে মূল্য, মৃতভূস্বামীকে পিতৃরীতিক্রমে (প্রাচীনাবীতী,
 দক্ষিণমুখ, পাতিতদক্ষিণজাহ্নু, তিল-তুলসী-মোটক সহ জলদান) ‘এতচ্ছাক্কীরাগ্র-
 ভাগ-সস্তুতোপকরণামায়তোজ্যঃ এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ’ বলিয়া
 ভোজ্যদান করিবে। পরে উপবীতী হইয়া তিনটি ব্রাহ্মণ পূর্বাগ্র রাখিয়া
 ‘ও সহস্রশীর্ষা’ ইত্যাদি মন্ত্ৰে স্নান করাইয়া ‘ও দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ মন্ত্ৰে
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাহুল দ্বারা পূজা করত পশ্চিমাঙ্গনে পশ্চিমাগ্র করিয়া
 একটি, (প্রাচীনাবীতিভাবে) দক্ষিণ কুশাসনদ্বয়ে দক্ষিণাগ্র দুইটি, (পশ্চিম-
 ভাগ পিতৃব্রাহ্মণ, তৎপূর্বভাগে মাতামহব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া দৈবে
 উপবীতী হইয়া উত্তরমুখে ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ জল দিয়া কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিক্ষো
 ইত্যাদি পাঠ পূর্বক অমুজ্ঞা লইবে, বথা—“অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ
 অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ (যদি পুরুষের নাম উল্লেখ্য) অমুকনিমিত্তক-পার্কণবিধিক-
 গাঙ্ক কৰ্ত্তব্যো ও পুরুষবোমাদ্রবসোৰ্বিশেষাং দেবানাং পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধং
 দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” (ও কুরুষ প্রতিবচন)। সকল দেবকৃত্য
 উপবীতী হইয়া ও দক্ষিণ জাহ্নু পাতিয়া উত্তরমুখে ত্রিপত্র ও ধব দ্বারা অমু-
 জ্ঞানহস্তে করিবে। সকল পিতৃকৃত্য প্রাচীনাবীতিভাবে বাম জাহ্নু পাতিয়া
 অগ্নিকোণাভিমুখে সতিলোদক-মোটকযোগে উত্তানহস্তে কৰ্ত্তব্য।
 পিতৃপক্ষে অমুজ্ঞা—“অণ্ডেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ এবং
 পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকনিমিত্তকপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং
 করিষ্যে” (ও কুরুষ প্রত্যুত্তর) ঐরূপ মাতামহপক্ষে জলগওষ দিয়া
 পিতৃপক্ষবৎ বথায়থ নাম, গোত্র ও সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া অমুজ্ঞা লইবে। পরে
 প্রত্যেকপক্ষে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী (একবার) জপ ও দেবতাভ্য মন্ত্র
 (তিনবার) পাঠ করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষয়ণ, মৃজ্জল দ্বারা প্রাক্কীর দ্রব্য প্রোক্ষণ
 করত নিঃস্রাক্ত মন্ত্ৰে, রক্ষোয় জল ব্রাহ্মণগিরোদেশে রাখিবে; মন্ত্ৰ বথা—
 “ও অমুদেমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্যাটতে মহীম্। অমুবাণাং বথার্থায় কুমৌ
 সংস্থাপিতো ময়া। ও অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যামনো জনাৰ্দ্ধনঃ। ময়াত্র

শ্রাদ্ধে কর্তব্যে সন্নিধীভব কেশব । 'ও রক্ষোঃসুদকমসি' (অগ্নিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু প্রতিবাক্য) । পরে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে তিলবিকিরণ করিবে, মন্ত্র যথা—“ও অপহতা অমুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে কুরন্তি পৃথিবীমহু । অমৃতোতো গচ্ছন্ত যত্রৈতেষাং গতং মনঃ ॥

আসনদান ।—দৈবে জলগণ্ড দিয়া ত্রিপত্র ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্বক “ও পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতচ্ছো দর্ভাসনং স্বাহা ।” মন্ত্রে নিবেদন করিয়া জল দিবে ।

অর্ঘ্যদান ।—অনন্তর দৈবব্রাহ্মণসম্মুখস্থ অভ্যুক্তিত ভূমিতে পূর্বাগ্র কুশা পাতিয়া তদুপরি উত্তানভাবে অর্ঘ্যপাত্র (ডোঙ্গা) স্থাপন পূর্বক দ্বিদল-কুশ-নির্মিত পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে ‘ও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো’ মন্ত্রে ছেদন ও ‘ও বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্বঃ’ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত দুই পাত্রে রাখিয়া অমন্ত্রক জল-সেকান্তে ‘ও শম্বো দেবীরতিষ্টে আপো ভবন্তু গীতরে শং বোরতিষ্যবন্ত নঃ’ মন্ত্রে অমুমন্ত্রিত করিয়া ‘ও যবোহসি ধাত্তরাজো বা বাকুণো মধুসংযুতঃ । নির্ণোদঃ সর্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্’ মন্ত্রে যবদান ও অমন্ত্রক (গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্বা দ্বারা রচিত) অর্ঘ্য স্থাপন করিবে । পরে কৃতাজলি হইয়া ‘ও দেবপাত্রং সম্পন্নম্?’ প্রশ্ন করিয়া (ও সম্পন্নম্ প্রত্যুত্তব) যবহস্তে ‘ও বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যামি’ বলিয়া আবাহন করিবে (ও আবাহ! প্রত্যুত্তর) । “ও বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হিনিবীদত । ও বিশ্বায়াং দক্ষকন্যায়াং জাতা ধর্মান্মহাঅনঃ । বিশ্বেদেবা ইতি খ্যাতা দেববর্যা মহাবলাঃ । শক্রেণ সহ যোদ্ধুণাং বিজেতাবশ্চ বক্ষসাম্ । যম্মাম-স্মরণাদেব প্রভবন্ত্যমুরাঃ কৃণাৎ । বাণ-বাণাসনধবা দ্বিভূজাঃ শ্বেতবাসসঃ । কেশুরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীট-কটকাধিতাঃ । শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্য-অগ্নহুলেপনাঃ । ইন্দ্রস্তানুচরাঃ সর্বে গোপ্তারগ্নিদিবস্ত তে ।” এইরূপে বিশ্ব-দেবের ধ্যান করিয়া যব বিকিরণ পূর্বক ‘ও আগচ্ছন্ত মহাতাঙ্গা বিশ্বে-দেবা মহাবলাঃ । যে অত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্ত তে ।’ মন্ত্রে উপস্থিতি কল্পনা করিয়া মতান্তরে অমন্ত্রক পবিত্র দান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দানান্তে শিরঃ প্রভৃতিব অর্চনা করিবে । ‘ও স্বাহার্ঘ্যাঃ’ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল নিবেদন করিয়া জল দিয়া অর্ঘ্য লইয়া ‘ও পুরু-রবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইদং বোহর্য্যং স্বাহা’ মন্ত্রে নিবেদন করত নিম্নোক্তমন্ত্রে অর্ঘ্যজল অতিমন্ত্রিত করিবে । যথা—“ও বা দিব্যা আপঃ

পৃথিবী * . সঘর্ষবুধা অন্তরিক্ষ্যা উত পৃথিবীর্বাঃ । হিরণ্যবর্ণা বজ্রিমাচ্চা ন
আগঃ শিবাঃ শংসোনা ভবন্ত ।”

গন্ধাদিদান ।—দেবপক্ষে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন-বস্ত্র লইয়া
বামহস্তে ধারণ পূর্বক “ও পুরুষবোমাদ্রবসৌ বিষেদেবা এতানি বো গন্ধ-
পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বাহা ।” উৎসর্গ করিয়া “ও এষ বো গন্ধঃ (ও সুগন্ধঃ)
ও এতদ্বঃ পুষ্পম্ (ও সুপুষ্পম্) ও এষ বো ধূপঃ (ও সুধূপঃ) ও এষ বো দীপঃ
(ও সুদীপঃ) এতদ্ব আচ্ছাদনম্ (ও স্বাচ্ছাদনম্)” মন্ত্রে নিবেদন করিয়া
ও দেবার্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ? প্রশ্ন করিবে (ও সম্পূর্ণং জাতম্ প্রতিবচন) ।

আসনদান ।—পিতৃপক্ষে “ও পিত্রর্চনমহং করিষ্যে” বাক্যে অহুমতি
লইয়া (ও কুরুষ অহুমোদন) প্রাণীনাবীতী ও অগ্নিকোণাতিমুখ হইয়া
পিতৃ-ব্রাহ্মণে জল দিয়া মোটক লইয়া “অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন
পিতামহ অমুক প্রপিতামহ অমুক ইদন্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ” মন্ত্রে তিলোদক-
সহ পিতৃ-ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দিবে । ঐরূপ মাতামহপক্ষে আসন-দান কর্তব্য ।

অর্ঘ্যদান ।—অভ্যুক্ৰিত পিতৃব্রাহ্মণসমীপস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কূশ পাতিয়া
ছপরি উত্তানভাবে পাত্রত্রয় (ডোকা) ও তাহার বামভাগে মাতামহ-
ব্রাহ্মণসমীপে কূশোপরি পাত্রত্রয় পাতিয়া দ্বিদল-কূশ-নির্ম্মিত পবিত্র এটেকশঃ
টিও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো’ মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে ছেদন, “ও বিষ্ণোর্মনসা পূতে
স্বঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত প্রত্যেক পাত্রে দক্ষিণাগ্রভাবে রাখিয়া ছয়টি পাত্রে
অমন্ত্রকভাবে জলসেক করিয়া তিনটি পাত্রে জলকে সক্রুৎ “ও শন্নো দেবী”
ইত্যাদি মন্ত্রে অহুমন্ত্রিত করত, মাতামহপক্ষেও ঐরূপ অহুমন্ত্রণান্তে “ও
তিলোহসি সোমদেবতো গোমবে দেবনির্ম্মিতঃ । প্রত্নবভিঃ প্রত্নঃ স্বধা
পিতৃনিমার্গোঁকানু গ্রীণরাহি নঃ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে প্রত্যেক পাত্রে তিল বিকিরণ
পূর্বক অমন্ত্রক ষট্ পাত্রে ছয়টি অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখিবে ও কূশান্তর দ্বারা
আচ্ছাদন করিবে । পবে কৃতাজলিপুটে “ও পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্ ?” “পিতামহ-
পাত্রং সম্পন্নম্ ?” ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক পাত্রের সম্পূর্ণতা জিজ্ঞাসা
করিয়া (ও সম্পন্নং প্রত্যুত্তর) তিলহস্তে আবাহন করিবে, যথা—
“ও পিতৃন্ আবাহরিষ্যামি”, পরিশিষ্টমতে—“ও পিতৃন্ পিতামহান্
প্রপিতামহান্ মাতামহান্ প্রমাতামহান্ বৃদ্ধপ্রমাতামহান্ আবাহরিষ্যামি”

(‘ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর’) “ওঁ উশন্ত্বা নিধীমহুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্ত্বা
আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।” মন্ত্রে ব্রাহ্মণধরে তিল বিকিরণ করিয়া
: “ওঁ আশান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিহোতাঃ পবিত্রির্দেবহাটনৈঃ।
অগ্নিন্ বজ্রে স্বধরা মদন্তোহধিক্রবন্ত তে অবহুশ্বান্” মন্ত্রে পিতৃপুরুষের আবাহন
করত “ওঁ শুক্রাধরাঃ শুক্রগন্ধাঃ শুক্রবজ্রোপবীতিনঃ। আত্মনোহতিমুখাসীনা
জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধাঃ।” মন্ত্রে পিতৃপুরুষের ধ্যান করিবে। পরে পিতৃ-ব্রাহ্মণে অম-
ন্ত্রক পবিত্রত্বদান, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দান পূর্বক পুষ্পাস্তর দ্বারা শিরঃ
প্রভৃতির অর্চনান্তে মাতামহপক্ষেও পবিত্রদানাদির অস্তে উপবীতী হইয়া
‘ওঁ স্বধা অর্ঘ্যাঃ’ মন্ত্রে অর্ঘ্য একবার নিবেদন করিবে। পরে অস্ত্র জলও ব্রাহ্মণে
দিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া বামহস্তাধারক দক্ষিণ হস্তে নিয়মিখিত মন্ত্রে উৎসর্গ
করিবে। যথা—“ওঁ অমুকগোত্র পিতরিদন্তে অর্ঘ্যং স্বধা নমঃ।” অবশিষ্ট জল
“ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্রে অমুমন্ত্রিত করিবে। ঐরূপ পিতা-
মহাদির উদ্দেশে ‘স্বধা অর্ঘ্যাঃ’ মন্ত্রে জল নিবেদন হইতে জলামুমন্ত্রণ পর্য্যন্ত
সমস্ত কার্য পিতৃপাত্রবৎ কর্তব্য। ঐরূপ মাতামহপক্ষেও করিতে হয়। অনন্তর
পিতৃপাত্রে সর্ষপাত্রেব জল আনিয়া প্রপিতামহার্ঘ্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত
(পরিশিষ্টমতে পিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন বিহিত) বাম পার্শ্বে ‘ওঁ
পিতৃভ্যঃ স্থানমসি’ বলিয়া স্তোত্র করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদিদান।—প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষে বামাধারক দক্ষিণ হস্তে
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র লইয়া ‘ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্ এবং
পিতামহ প্রপিতামহ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ’ মন্ত্রে
উৎসর্গ করিয়া ‘ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতন্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্)
ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতন্ত আচ্ছাদনম্
(ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণে নিবেদন করিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ
কর্তব্য। কৃতান্ত্রিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে,—‘ওঁ পিত্রর্চনং সম্পূর্ণং জাতম্?’
(ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর।)

অগ্নদান।—ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া ‘ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি?’ প্রশ্ন করিয়া (ওঁ
কুরুষ প্রত্যুত্তর) ‘ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বধা.নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা
নমঃ’ মন্ত্রে অগ্নিতে, বিপ্রহস্তে বা জলে কিয়ৎপরিমাণ অন্ন আহুতি দিয়া দৈবে
ঈশানাবধি পূর্বাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডলোপরি সযব দর্ভ পাতিয়া তথায় একটি পাত্র
রাখিয়া পাত্রোপরি হস্তশেখর দ্বারা সযত অন্ন পরিবেশন করিবে।

পিতৃপক্ষে নৈঋতিকোণে হইতে বামাবর্তে গোলাকৃতি মণ্ডল আকিরা
 গোময়োগলেপন পূর্বক তদুপরি সতিল কুশ পাতিয়া তথায় রক্তপাত্রদ্বয়
 অথবা অনিবিদ্ধ পাত্রদ্বয় রাখিয়া মাতামহপক্ষেও উক্ত ক্রমে পাত্রদ্বয়
 পাতিয়া অরোপরি হতশেষ দিয়া অন্ন পরিবেশন করত দর্ভ দ্বারা রক্ষা
 করিবে। পরে দৈবে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্বক অন্ন অভ্যক্ষণ ও
 তুষীভ্যবে দ্ব্যুতসেকান্তে অন্নভোজন হস্তদ্বয় দ্বারা ধরিয়া ‘ও পৃথিবী তে
 পাত্রং ত্রোরপিধানং ব্রাহ্মণস্বা মুখেঃস্বতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং স্বা বিজ্ঞা-
 বতাং প্রাণাপানয়োজুহোম্যক্ষিতমসি মা নেক্ষেষ্ঠা অমৃতামুশ্মি’ল্লোকে’ মন্ত্রে
 আভিমন্ত্রিত করত পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাক্রমে উক্ত মন্ত্রে ধারণ
 পূর্বক অভিমন্ত্রিত করিবে। দৈবে উপবীতী হইয়া ‘ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে
 ত্রেধা নিদধে পদং সমুচ্চমস্ত পাংস্মুলে’ মন্ত্রে দৈব অন্ন ব্রাহ্মণ-হস্তাগ্রুষ্ঠ নিবেশ
 করিয়া ‘ও বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব’ মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিবে। অমন্ত্রক ববদান
 করিয়া সম্বোদক ত্রিপত্র লইয়া ‘ও পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইদং বো
 অন্নং সম্বোদকং সোপকরণং স্বাহা’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। অনন্তর পিতৃ-
 পক্ষে প্রাচীনাবীতী হইয়া ‘ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে’ ইত্যাদি মন্ত্রে অন্ন
 পিতৃব্রাহ্মণাগ্রুষ্ঠ নিবেশ, ‘ও বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব’ মন্ত্রে অভ্যক্ষণ,
 ‘ও অপহতাস্মরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিয়া
 বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া ‘ও অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এবং
 পিতামহ প্রপিতামহ ইদন্তেহন্নং সতিলোদকং সোপকরণং স্বধা নমঃ’
 মন্ত্রে উৎসর্গ পূর্বক দৈবাদিক্রমে মাতামহপক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ করিয়া
 ‘ইদমন্নমিমা আপঃ ইদং হবিরেতাহ্যপকরণানি’ মন্ত্রে উদ্দেশ করত
 উপবীতী হইয়া অন্ন মধু ও দ্ব্যুত সেক করিবে ও গায়ত্রী, মধু বাতা মন্ত্র ও
 মধু মধু মধু মন্ত্র জপ করিয়া মতান্তরে ‘অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ
 করিবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জলগণ্ড দিয়া ‘ও ভবন্তঃ প্রাশন্নঃ,
 বলিয়া ‘যথাস্বখং জুযধ্বং’ পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণেব ভোজনকালে গায়ত্রী,
 অক্ষরমী ইত্যাদি, মধু বাতা ইত্যাদি, মধু মধু মধু, ও যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি,
 ও যোগীশ্বরঃ যাজ্ঞবল্ক্যমিত্যাди, ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি, ও ত্র্যয়োধনো মহ্যমন্ন
 ইত্যাদি, ও যুধিষ্ঠিরো ধর্মমন্ন ইত্যাদি, ও সপ্তব্যাধা ইত্যাদি, ও ঈশানবিকু-
 কমলাসনেত্যাদি শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করত ‘ও তৃপ্তাঃ স্ব ?’ প্রশ্ন করিবে (ও তৃপ্তাঃ
 স্বঃ প্রত্যুত্তর)। পুনঃ মধু বাতা ইত্যাদি, অক্ষরমী ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিজ্ঞাসা

করিবে—ওঁ সম্পন্নম্ ? (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) । তুচ্ছাবশিষ্টে অন্ন হৃতশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডার্থ অধিক ও বিকিরার্থ অন্ন পৃথক পৃথকভাবে স্থাপিত করিবে । ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ম্ ? (ওঁ ইষ্টৈঃ সহ তুচ্ছাতাম্ প্রত্যুত্তর) ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ? প্রশ্নের ‘ওঁ কুরুষ’ অমুমতি পাইয়া পিণ্ডদান করিবে ।

পিণ্ডদান ।—উপবীতী হইয়া গায়ত্রী ও ‘দেবতাত্যঃ’ ত্রিধা পাঠান্তে পুনশ্চ প্রাচীনাবীতিভাবে পিতৃ ও মাতামহ-ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দর্ভমূল দ্বারা, মতান্তরে ওঁ অপহতেতি মন্ত্রে, পরিশিষ্টমতে অমন্ত্রক পিতৃপক্ষে চতুষ্কোণ রেখাদ্বয়, পিতৃপক্ষের বামভাগে মাতামহপক্ষেও বেখাদ্বয় অঙ্কন করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া কুশের মূল্য, মধ্য ও অগ্রভাগে সতিল পুষ্পজল ‘ওঁ শুক্লস্তাং পিতরঃ, ওঁ শুক্লস্তাং পিতামহাঃ, ওঁ শুক্লস্তাং প্রপিতামহাঃ’, মাতামহপক্ষে ‘ওঁ শুক্লস্তাং মাতামহাঃ’ ইত্যাদিরূপে অবনেজ্ঞন দিয়া, মতান্তরে ওঁ অক্ষয়মী ইত্যাদি, মধু বাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক, পরিশিষ্টমতে অমন্ত্রক পিণ্ড নির্মাণ করত এক একটি লইয়া যথারীতি ষট্ রেখোপরি নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্র যথা—“ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে পিণ্ডং সতিলোদঃ” যে চ স্বামত্নানু তেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ” ইত্যাদি । মতান্তরে “ওঁ লেপভূঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্” মন্ত্রে করদ্বর্ষণ পূর্বক হস্তলেপ দান কর্তব্য । পরিশিষ্টমতে বিহিত নহে । আচমন ও হরিস্মরণ কবিয়া কৃতাজ্জলিপুটে “ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবুযায়ধ্বম্” মন্ত্রপাঠান্তে বামাবর্তে উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধাবণ পূর্বক, মতান্তরে বসন্তায় নমস্তভ্যমিত্যাदि পাঠ করিবে—পরিশিষ্টমতে পাঠ্য নহে । পরে “ওঁ অমীমদন্ত পিতবো যথাভাগ মাবুযায়িষত” মন্ত্রপাঠান্তে শ্বাসত্যাগ কবিবে । উপবীতী হইয়া পিণ্ডশেষ আঘ্রাণ, হস্তপ্রক্ষালন ও আচমন পূর্বক পিণ্ডোপরি যথারীতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে পিণ্ডপাত্রের ধোত সতিল-জল দিবে, যথা,—“শুক্লস্তাং পিতরঃ শুক্লস্তাং পিতামহাঃ” ইত্যাদি । নীচী-মোক্ষণ পূর্বক ঘৃত বা তিলতৈল লইয়া ‘ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্ম-ভ্যঙ্ক’ মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডোপরি দিয়া যথাযথ নাম-সম্বন্ধ-গোত্রাদি পরিবর্তন করত অবশিষ্ট পাঁচটি পিণ্ডে দাতব্য । অঙ্কন লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেব-শর্ম্মভ্যঙ্ক” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে । শুক্লবস্ত্রদশাসভূত সূত্র লইয়া বামাদ্বারক দক্ষিণহস্তে পিণ্ডোপরি মন্ত্রাবৃতি পূর্বক দিবে । মন্ত্র যথা—“ওঁ এতৎ পিতরো বাসো মা নোতোহন্তং পিতরো যুঙ্গ্ধবম্ ।” পরে সূত্র উত্তান

বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতস্তে বাসঃ স্বধা নমঃ” ইত্যাদি
মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডস্থ সূত্র উৎসর্গ করিবে। পিণ্ডোপরি গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ,
তাধূল দিয়া পিতৃপুরুষগণকে ভাঙ্করমূর্তিশালী চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। পরে
কৃতান্তনিপুটে পাঠ করিবে—“ওঁ নমো বঃ পিতর ইবে, ওঁ নমো বঃ পিতর
উর্জে, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুয়ায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায়, ওঁ নমো বঃ
পিতরো জীবায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়, ওঁ স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ
পিতরো নম এতা যুয়াকং পিতর ইমা অশ্বাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম।
ওঁ মনোহা হবামহে নারায়ণেন সোমেন পিতৃণাঞ্চ মন্যতিঃ। ওঁ আত এতু
মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ত চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ পিতরো
মনো দদাতু দৈব্যা জনঃ জীবঃ ভ্রাতং সচেমহি।” অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে
পিণ্ডকে দক্ষিণদিকে চালনা করিবে। যথা—“ওঁ পরেত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো
গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্কিণেভির্দ্বায়াম্ভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং
নিবচ্ছত।” পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রসে নমঃ” বলিয়া জলপূজা করিয়া
পাণ্ডু অন্ন লইয়া “যন্তু শ্রাদ্ধং কৃতং তস্তাক্ষয়্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্নীয়ান্নম্
ভূতসি সমর্পয়ামি।” জলে দিয়া পিণ্ডও “ওঁ পিণ্ডান্যপি জলে সমর্পয়ামি”
নিষ্ক্ষেপ করিবে।

বিকিরদান।—ব্রাহ্মণগণকে আচমনজল দিয়া উচ্ছিষ্টসমীপস্থ ভূমিতে
... পাণ্ডু-কুশাস্তরণ ও তদুপরি সতিল জলদান করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অন্ন জল-
প্রাবিত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তথায় বিকীর্ণ করিবে। যথা—“ওঁ বে অগ্নিদহা
বে অনগ্নিদহা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে। তেভিঃ স্বরাড়শুনীতিমেতাং যথাবশং
তদ্বৎ কল্পয়স্ব।” পরে “ওঁ বেহগ্নিদহাঃ কূলে জাতা যেহপ্যদহাঃ কূলে মম। ভূমৌ
দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্।” (মতান্তরে “ওঁ যেষাং ন মাতা ন
পিতা ন বন্ধুনৈর্বান্নসিদ্ধিন্তথান্নমতি। ততৃপ্তয়েহয়ং ভূবি দত্তমেতৎ প্রদাত্ত
লোকায় সুখায় তদ্বৎ।” মন্ত্রটিও পাঠ্য। পরিশিষ্টমতে নহে।) মন্ত্রে বিকীর্ণ
অন্নোপরি তিল-জল দিয়া হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক ‘ওঁ সূক্ষ্ম-
প্রোক্ষিতমস্ত্র’ (ওঁ অস্ত্র) মন্ত্রে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে জলসেক, ‘ওঁ শিবা আপঃ
সন্ত’ (ওঁ সন্ত) ব্রাহ্মণে জলদান, ‘ওঁ সৌমনস্তমস্ত্র’ (ওঁ অস্ত্র) ব্রাহ্মণে পুষ্পদান, ‘ওঁ
অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চান্ত্র’ (ওঁ অস্ত্র) ববদান করত ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া, মতান্তরে
“ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত” প্রার্থনা করিয়া (পরিশিষ্টমতে মতে) “ওঁ গোত্রং নো
বর্জতাম্” (ওঁ বর্জতাম্ প্রত্যাশ্রয়) গোত্রবৃদ্ধি প্রার্থনা করিবে। পরে পরিশিষ্টমতে

পাণ্ডচালনা করিয়া “ওঁ পুরুষবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবাঃ স্বতীতি ক্রত” বলিয়া দেবব্রাহ্মণে জল দিবে, (ওঁ স্বত্তি প্রতিবাক্য)। পিতৃপক্ষে প্রত্যেকের স্বত্তিবাচন করিবে। যথা—“ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন স্বতীতি ক্রহি,” ঐরূপ “পিতামহ স্বতীতি ক্রহি” ইত্যাদি বাচন করিবে। পরে দৈবে উপবীতী হইয়া যবোদক “ওঁ দত্তমিদং শ্রাদ্ধং পুরুষবোমাদ্রবসৌবিশ্বদেবাঃ দেবানামক্ষয়ামস্ত ইতি ক্রত” (ওঁ অস্ত) মন্ত্রে দিয়া অক্ষয় বাচন করিবে। পিতৃপক্ষে তিলোদক দ্বারা “ওঁ দত্তমিদং শ্রাদ্ধং অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মনোহক্ষয়ামস্ত ইতি ক্রহি” (ওঁ অস্ত) ঐরূপ পিতামহাদি পাঁচ পুরুষেবও অক্ষয়বাচন কর্তব্য। স্নাত্তো-
থান করিয়া উপবীতিভাবে ব্রাহ্মণগণকে তাহুলাদি দিয়া পিতৃপক্ষক্রমে দক্ষিণা-
দান করিবে। যথা—দক্ষিণাদ্রব্য যথাবিধি প্রোক্ষণ ও অর্চনাদি করত “অন্তে-
ত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মনঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত
কৃতৈতদমুকনিমিত্তক-পার্কণ-বিধিক-শ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্তার্থং দক্ষিণাস্তং রজতং বা
রজতমূল্যমিত্যাदि” মাতামহপক্ষে পিতৃপক্ষবৎ। দৈবে উত্তরমুখে দক্ষিণা দিবে,
“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মনঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতা-
মহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তামুকনিমিত্তক-পার্কণ-বিধিক-
শ্রাদ্ধে কৃতে ওঁ পুরুষবোমাদ্রবসৌবিশ্বদেবাঃ দেবানাং কৃতৈতৎ-পার্কণবিধিক-
শ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্তার্থং দক্ষিণাস্তং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাदि।” প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণ-
গণকে পরিতুষ্ট করিয়া ‘ওঁ শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতম্?’ জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ
সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) পবিত্র সহিত কুশ পিণ্ডস্থানে আন্তীর্ণ করিয়া স্বধা-
বাচন করিবে। যথা—‘ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে’ প্রার্থনা করিবে। (ওঁ বাচ্যতাং
প্রত্যুত্তর) ‘ওঁ পিতৃভাঃ স্বধোচ্যতাং’ (ওঁ অস্ত স্বধা প্রত্যুত্তর) ঐরূপ ‘পিতামহেভ্যঃ
স্বধোচ্যতাম্’ ইত্যাদি। পরে ‘ওঁ বিশ্বদেবাঃ প্রীয়স্তাম্’ (ওঁ প্রীয়স্তাঃ বিশ্বদেবাঃ
প্রতিবাক্য) দৈবে প্রার্থনা করিয়া পরিশিষ্টমতে পিণ্ডনির্কপণস্থান মার্জন করিয়া
সেই স্থানে অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া ‘ওঁ শান্তিরস্ত’ বলিয়া তদুপরি জলধারা সেক
করিবে। মতান্তরে “ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত্য
ঋতজ্জা অস্ত মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযাটনৈঃ।” পিতৃব্রাহ্মণাদি
ক্রমে বিসর্জন ও “ওঁ আমা বাজস্ত প্রসবো জগম্যাদেমে জাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে
আমা গম্যাত পিতবা মাতরা যুবমামা সোমো অমৃতশ্চেন গম্যাত” মন্ত্রে জলধারা-
সহ অমুগমন বিহিত আছে। ইহা পরিশিষ্টমতে নহে। পরে কৃতাজলি-
পুটে দক্ষিণমুখে প্রার্থনা করিবে—“ওঁ দাতারো নোহতিবর্জস্তাং বেদাঃ

সমুত্তিরেব চ। প্রজ্ঞা চ নো যা ব্যগ্ধবহ দেবক নো অস্ত। সার্বভৌমতঃ
অতঃপর গায়ত্রী ও দেবতাত্ম্য মন্ত্র জপ করিয়া পিতৃপ্রণামান্তে দীপাচ্ছাদন,
কুশত্যাগ, হস্তপ্রক্ষালন, আচমন, সূর্য্যপ্রণাম পূর্ব্বক অচ্ছিন্নাবধারণ করত
বৈগুণ্যশাস্তি কর্তব্য। যথা—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকঃ (প্রাক্কর্তার
নাম উল্লেখ্য) কৃতৈতৎপ্রাক্কবৈগুণ্যপ্রশমনকামো বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে”
সকল করিয়া “ও তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। অতঃপর সর্ব্ব-
বেদিসাধারণ বামদেব্যগান (করানশ্চিত্র ইত্যাদি শাস্তিসূক্ত ত্রিধা পাঠ)
করিয়া প্রাক্কশেষ ভোজন করিতে হয়।

ইতি ঋগ্বেদি-পার্বণ-প্রাক্ক।

প্রাতঃপ্রদিন-নান্দীমুখ-প্রাক্ক।

সুতসংস্কারকর্মে বা গৃহপ্রবেশাদি কর্মে প্রাক্কাদিকারী প্রাতঃকালে পর্য্য-
দন্তসময় পরিত্যাগ করিয়া প্রামুখে তিলতৈল দ্বারা দীপ প্রজ্জ্বালন পূর্ব্বক নিত্য-
ক্রিয়াস্তে অধিবাসার্থ স্বস্তিবাচন করিবে। সংস্কার ভিন্ন কার্যে অধিবাস
নাই। যথা—“ও কৰ্ত্তব্যোহস্মিন্ অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত (স্বীয় কর্মে ইহা
উল্লেখ্য নহে) অমুকস্ত শুভামুককর্মানীভূত-বটী-মার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বক-শুভ-
গন্ধাচ্ছাদিবাসনকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু” বারত্সর পাঠ করিবে। “ও
পুণ্যাহং” ব্রাহ্মণগণ তিনবার বলিবেন। ঐরূপ ‘স্বস্তি ভবন্তো ব্রবন্তু, ঋদ্ধিং
ভবন্তো ব্রবন্তু’ বলিয়া স্বস্তি-ঋদ্ধিবাচনান্তে “ও স্বস্তি নো মিমীতা” ইত্যাদি
স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক সান্নিধ্য কর্ত্তব্য করত
তৎসৎ উচ্চারণান্তে উত্তরমুখে সকল করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত
অমুকে মাসি অমুকরাশিস্তে ভাস্করে (সংস্কার ভিন্ন কর্মে সৌরমাস ও রাশি
উল্লেখ্য নহে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-
গোত্রস্ত মৎপুত্রস্তামুকদেবশর্ম্মণোহমুককর্মানীভূত-বটী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বক-শুভ-
গন্ধাচ্ছাদিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।” পরে সকলসূক্ত পাঠ্য। যথা—“ও যা গুরুর্ধা
সিনীবালী বা রাক্ষা বা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী মন্থ উত্তরে বরুণানৌঃ স্বত্তরে।” পরে
যথাবিধি সামান্তাৰ্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, গুরুপ্রণাম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাস্তাসাদি,
প্রাণায়াম প্রভৃতি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি
লোকপাল, মৎস্তাদি দশাবতার, গুরুগণ ও সর্ব্বদেবদেবীর পূজান্তে (বিষ্ণুর

পূজা করিয়া) বটশাখার মূলে বধারীতি ঘটস্থাপন করিয়া যাং মন্ত্রে প্রণাম ও বড়দণ্ডাস করত বটীর ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্থ্য স্থাপন, পুনর্ধ্যান ও আবাহন পূর্বক 'এতৎ রজতাসনং ও বটীদেব্যে নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।' ঐরূপ মার্কণ্ডেয়মুনির ধ্যান, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া অধিবাস কর্তব্য।

ঋতশ্রুতি-অধিবাসবিধি।

আচারানুসারে প্রথমতঃ তৈল-হরিদ্রা লইয়া 'ও কোহসি কতমোহসি কস্মৈ হা কার হা স্মলোক স্মলল সত্য রাজন্। অনয়া তৈলহরিদ্রয়া অস্ত বা অস্তাঃ শুভাধিবাসনমস্ত। ভূমি ও ঘট স্পর্শ করাইয়া সংস্কার্যের শিরস্পর্শ করাইবে।

ভূমি। ও মহিভীণামবরোহস্ত দ্যাকং মিত্রশ্রার্থ্যঃ। দুর্গাধ্বং বরুণস্ত। অনয়া মহা।

গন্ধ। ও অলর্ষি রাতিং বসুদামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্ত রাতয়ঃ। যো যন্ত কামং বিধতো ন রোষতি মনোদানায় চোদয়ন্। অনেন গন্ধেন।

শিলা। ও ইন্দ্রাপর্কতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আবহতং সুবীরাঃ। অনয়া শিলয়া।

ধান্ত। ও ধানাবস্তং করন্তিণমপুপবস্তমুক্ধিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। অনেন ধাত্তেন।

দূর্বা। ও যজ্ঞান্থা অপূর্য্য যববন্ বৃত্রহত্যায়, তৎ পৃথিবীমপ্রথমস্ত-দন্তভ্রা উতো দিবম্। অনয়া দূর্ব্বয়া।

পুষ্প। ও পবমান ব্যগ্নুহি রশ্মিভির্বাঙ্গসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীৰ্য্যম্। অনেন পুষ্পেণ।

ফল। ও ইন্দ্রং নরোনেমধিতা হবস্তে ষৎপার্য্য যুনজতে ধিরন্তাঃ। শুরো-নুযাতা প্রবসন্তকান আগোমতী ব্রজে ভজাতয়ঃ। অনেন ফলেণ।

দধি। ও দধিক্রাবৌ। অকারিষং জিহোরশ্বস্ত বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্র ৭ আয়ুংবি তারিষৎ। অনেন দদ্যা।

মৃত। ও মৃতবতী ভুবনানামতিপ্রিরোক্ষী পৃথী মধুহবে সুপেশসা।

ভাষাপৃথিবী বরুণস্ত ধর্মণা বিকতিতে অঙ্গরে ভূরিরেতসা। অনেন
স্থতেন।

স্বস্তিক। ওঁ অস্তি সোমো অরং সূতঃ। পিবন্ত্যস্ত মরুতঃ। উতস্বরাজো
অশ্বিনা। অনেন স্বস্তিকেন।

সিন্দূর। ওঁ সিন্ধোকচ্ছাসে পতরন্তমুকুণং। হিরণ্যপাভাঃ পশুঘপ্সু
গৃভ্রতে। অনেন সিন্দূরেণ।

শম্ভ। ওঁ স সূর্যে যো বসুনাং যো রারামানেতা য ইড়ানাং সোমো যঃ
সুক্ষিতীনাম্। অনেন শম্ভেন।

কঙ্কল। ওঁ অঙ্কতে ব্যঙ্কতে সমঙ্কতে ক্রতুং রিহস্তি মধ্বাভ্যঙ্কতে।
অনেন অঙ্কনেন।

গোরোচনা। ওঁ অধজ্ঞো অথ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অন্ন-
বর্জস্য তদ্বা গিরা, মমা জাতা সূক্রতো পূণ। অনন্ন্য বোচনন্ন্য।

সিদ্ধার্থ (স্বৈত সর্বপ)। ওঁ এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিরা দিবস্তবে
যামশ্বিনা বৃহৎ। অনেন সিদ্ধার্থেন।

কাঞ্চন। ওঁ তংগুর্দগ্না স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধশ্বিরে। দেবত্রা
হব্যমুহিষে। অনেন কাঞ্চনেন।

রৌপ্য। ওঁ যবর্চে। হিরণ্যস্ত যদ্ব। বর্চে। গবামুত। সত্যস্ত ব্রহ্মণো
বর্চন্তেন মা সংসৃজা মসি। অনেন রৌপ্যেণ।

তাম্র। ওঁ বণ্‌মহী অসি সূর্য্য বডাদিত্য মহী অসি। মহন্তে সতো
মহিমা পনিষ্টম। মহা দেব মহী অসি। অনেন তাম্রেণ।

চামর। ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শমু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি
তারিষৎ। অনেন চামরেণ।

দর্পণ। ওঁ আদিৎ প্রহস্ত রেতসো জ্যোতিশ্চুস্তি বাসরম্। পরো
যদিধ্যতে দিবি। অনেন দর্পণেন।

দীপ। ওঁ মনোজুতিজুঁষতামাজ্যস্ত বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোহুরিষ্টং যজ্ঞং
সমিমং দধাতু বিধে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মে। প্রতিষ্ঠ। অনেন দীপেন।

প্রশস্ত পাত্র। ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে যা অল্পপদসি অল্পপদে যা সম্পদসি
সম্পদে যা তেজোহসি তেজসে যা। অনেন প্রশস্তপাত্রেণ।

শ্রী ও মঙ্গলা হাঁড়ি (আইর্ভাড) দ্বারা গায়ত্রী পাঠান্তে ‘অন্নয়া প্রিরা,’ ‘অনেন
মাদল্যজব্যেণ’ ইত্যাদি বাক্যে অধিবাস করিবে। রক্ষাস্থজ (সাতটি দুর্বা

ও সাতটি হরিদ্রারঞ্জিত স্রজ) গায়ত্রী পাঠ পূর্বক পুরুষের দক্ষিণ করে, স্ত্রীলোকের বাম করে বন্ধন করিয়া দিবে।

অতঃপর গৌর্যাদি মাতৃকাপূজা ও শ্রাদ্ধাদির নিমিত্ত স্বস্তিবাচনাди পূর্বক সঙ্কল্প করিবে।

স্বস্তিবাচনাди যথা—“ও কৰ্ত্তব্যেষু অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত শ্রীঅমুক-দেবশৰ্মণঃ (স্বার্থ স্থলে উহা উল্লেখ্য নহে) শুভামুককৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থঃ সগণাধিপ-গৌর্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা-বসোধারাসম্পাতনায়ুষ্কৃত্ত-জপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ-কৰ্ম্মসু ও পুণ্যাং ভবন্তো ক্রবন্তু” (বারত্ৰয় পাঠ্য, ‘ও পুণ্যাং’ তিনবার প্রতিবাক্য) ঐরূপ ‘স্বস্তি তবন্তো ক্রবন্তু, ও ঋদ্ধিঃ ভবন্তো ক্রবন্তু।’ (ও স্বস্তিত ও ঋধ্যতাম্ ও প্রতিবাক্য) ‘ও স্বস্তি নোমিমীতামম্বিনা ভগ’ ইত্যাদি স্বস্তিস্কৃত্ত পাঠাদি পূর্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণঃ শুভামুককৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থঃ (বহুকৰ্ম্মনিমিত্তক নানীমুখ হইলে “অমুকামুক-কৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থঃ’ ও সেই সকল কৰ্ম্ম সমুদায়ের নাম উল্লেখ্য) সগণাধিপ-গৌর্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোধারাসম্পাতনায়ুষ্কৃত্ত-জপাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ-কৰ্ম্মাণ্যং করিষ্যে।” স্কৃত্তমন্ত্র যথা—“ও বা গুরুয়া সিনীবালী’ ইত্যাদি। সপ্তদশ যবপুঞ্জে, ঘটে বা শালগ্রামশিলায় ‘ও ভূভূবঃ স্বৰ্গণপতে ইহাগচ্ছ’ ইত্যাদিরূপে আবাহন পূর্বক (শালগ্রামশিলায় আবাহন নাই) ‘ও গণপতয়ে নমঃ’ মন্ত্রে গণপতিপূজা করিয়া ‘ও গৌরি মাতরিহাগচ্ছ’ ইত্যাদিরূপে ষোড়শ মাতৃকার আবাহন ও পূজা করিবে। ষোড়শ মাতৃকা যথা।—গৌরী। পদ্মা। শচী। মেধা। সাবিত্রী। বিজয়া। জয়া। দেবসেনা। স্বধা। স্বাহা। শান্তি। পুষ্টি। ধৃতি। তুষ্টি। আত্মদেবতা। কুলদেবতা।

পূর্ব ও উত্তর গোময়োপলিপ্ত ভিত্তিতে গুড় বা ঘৃত দ্বারা নিরোক্ত সাতটি মন্ত্রে সপ্তধারা পাতিত কবিবে। “ও অসংশয়ী ভুরিধারে পরম্বতী ঘৃতং হৃহাতে স্কৃত্তে শুচিত্তে। রাজস্বী অস্ত ভুবনস্ত রোদসী অশ্বে রেতঃ সিঞ্চন্তঃ যন্নু-হিতম্। ১। ও কণ্ঠা ইব বহতু মে তবা উ অজ্ঞাজানা অভিচাকশীমি। যত্র সোমঃ স্রবতে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্ত ধারা অতি তৎপবন্তে। ২। ও ঘৃতবতী ভুব-নানামভিপ্রিয়োকী পৃথ্বী মধুহৃষে স্পেশসা জ্বাপৃথিবী বরুণস্ত ধৰ্ম্মণা বিক-তিতে অজরে ভুরিরেতসা। ৩। ও শতধারমুৎসমক্ষীরমাণং বিপশ্চিতং গিতরং বক্ষানাম্। মেডিং মদন্তং পিজোরুপহে তং রোদসী গিপ্তং

সত্যবাচম্ । ৪ । ওঁ শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসন্তে অভিচক্ষতে হবিঃ ।
 বে পৃণন্তি এ চ বচ্ছন্তি সজমেতে দক্ষিণাং ত্বহতে সপ্ত মাতরম্ । ৫ । ওঁ বসোঃ
 পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্ । দেবত্বা সবিতা পুনাতু
 বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপা । কামধুক্ । ৬ । ওঁ মূর্দানং দিবো অরতিং
 বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিঃ কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাগমাঃ পাত্রং জনরন্ত
 দেবাঃ ।” পরে ‘ওঁ চেদিরাজবসো ! ইহাগচ্ছ’ ইত্যাদি দ্বারা আবাহন পূর্বক
 ‘ওঁ চেদিরাজ বসবে নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া আয়ুষ্মন্ত জপ করিবে ।
 যথা—“ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্তং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং । ইদং হিরণ্যং বর্চস্ব
 জৈত্রীয়া বিশতাহমাম্ । ওঁ উচ্চৈর্বাজি পূতনাষাট্ সহাসাহং ধনঞ্জয়ম্ ।
 সর্বাঃ সমগ্রা ঋকয়ো হিরণ্যেহস্মিন্ সনাহিতাঃ । ওঁ শুনমহং হিরণ্যস্ত
 পিতুনামেব জগত । তেন মাং সূর্য্যত্চমকরং পুরুষ প্রিয়ম্ । ওঁ
 সম্রাজঞ্চবিরাজঞ্চাভিষ্টিয়া চ মে কুবা । লক্ষ্মী রাষ্ট্রস্ত বা মুখে তয়া
 মামিহ সংস্রজ । অগ্নেঃ প্রজাতং পরিষদ্ধিরণ্যমমৃতং বজ্রে অধিমর্ভেযু ।
 য এনবেদ স ইদেনদর্হতি জরামৃত্যুর্ভবতি যো বিভর্তি । যদ্বৈদ রাজা বরুণো
 বহু দেবী সরস্বতী । ইন্দ্রো বদ্রুজহা বেদ তন্মে বর্চস আয়ুষে । ন তদ্রক্ষাংসি ন
 পিশাচাশ্চরন্তি দেবানামোজঃ প্রথমজং হেতদ্ যো বিভর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং
 স দেবেষু কণুতে দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেষু কণুতে দীর্ঘমায়ুঃ । যদাবগ্নন্ দাক্ষায়ণা
 হিরণ্যং শতানীকায় স্মনস্তমানাঃ । তন্ন আবগ্নামি শতশারদারায়ুমান্ জরদষ্টি-
 র্থধাসৎ । স্মৃতাছনুপ্তং মধুমৎ সুবর্ণং ধনঞ্জয়ং ধরুণং ধারয়িসু । ঋণক্ সপত্না-
 দধরাংশ্চ কৃণদ । রোহ মাং মহতে সৌভগায় । প্রিয়ং মা কুরু দেবেষু প্রিয়ং
 রাজসু মা কুরু । প্রিয়ং বিশ্বেষু গোপ্ত্রেষু ময়ি ধেহি কচাক্রচম্ । অগ্নির্ধেন
 বিরাজতি সূর্য্যো যেন বিরাজতি । বিরাজ্ যেন বিরাজতি তেনাস্মান্
 ব্রহ্মণস্পতে বিরাজ সমিধং কুরু । ইতি আয়ুষ্মন্ত জপ ।

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ ।—প্রথমতঃ ভোজ্যোৎসর্গ কর্তব্য । যথা—প্রোক্ষণ ও
 অর্চনা করিয়া “অন্তেষ্যাদি অমুকস্ত অমুককর্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া
 নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকৌদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহাঃ
 অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহাঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত
 পিতুঃ অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত পিতামহস্ত অমুকদেব
 শর্ষণোহমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণোহমুকগোত্রস্য
 নান্দীমুখস্ত মাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণোহমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্ত

অমুকদেবশর্মাণোহমুকগোত্রস্য নান্দীমুখ্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্মাণ
 আত্ম্যদগ্নিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা ইত্যাদি
 (পূর্বোক্ত ৯ পুরুষের নাম উল্লেখ্য) অক্ষরস্বর্গকাম ইদং সম্বতোপকরণামান্ন-
 ভোজ্যং ত্রিবিষ্ণুদৈবতমর্চিতমিত্যাदि। ” ‘ভোজ্যমিদং ত্রিবিষ্ণুদৈবতং’ বলিয়া উদ্দেশ
 করত দক্ষিণাদান করিবে। যথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত অমুক-
 দেবশর্মাণোহমুককর্মাভ্যাদয়্যার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ
 ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত্যামুকদেবশর্মাণ আত্ম্যদগ্নিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রায়া
 নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যা ইত্যাদি অক্ষরস্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সম্বতোপ-
 করণামান্ন-ভোজ্যদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাदि। ”
 ‘কৃতৈতদাত্ম্যদগ্নিক-শ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত’ বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বাস্তপুরুষ,
 বজ্রেশ্বর ও গজার পূজা করিয়া উপবীতিভাবে পরকীর্ত্তমিতে ভূম্বামীকে
 ‘এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যম্ এতভূম্বামি-নান্দীমুখ্যপিতৃভ্যঃ
 স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্রভাগ নিবেদন করিবে। সকল কার্য্যই উত্তরমুখে
 দৈবতীর্থে উপবীতী হইয়া দক্ষিণজানু পাতিয়া করিবে। বামপাশ্বে
 দক্ষিণভাগ হইতে উত্তরাংশ পর্য্যন্ত ৮খানি কুশাসনযুক্ত পাত্র পাতিবে,
 প্রথমে দুইটি দেবপাত্র, তদন্তরে ২খানি মাতৃপক্ষের, তদন্তরে ২খানি
 পিতৃপক্ষের, তদন্তরে ২খানি মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণাসন হইবে। প্রথমতঃ
 সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে ৮টি ব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া ‘ওঁ দর্ভময়-
 ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করত দৈবাদিক্রমে দর্ভযুক্ত আসনে পশ্চিমাগ্র
 করিয়া ব্রাহ্মণগুলি স্থাপন করিবে। কুরুক্ষেত্রেত্যাদি তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি দ্বারা
 তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক পরে দেবপক্ষে জলগণ্ডূষ দিয়া অমুক্তা
 লইবে। যথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকস্য অমুককর্মাভ্যাদয়্যার্থং অমুকগোত্রায়া
 নান্দীমুখ্যা অমুকীদেব্যা ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত্য অমুকদেবশর্মাণ আত্ম্যদগ্নিক-
 শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ বনুসত্যমোর্বিষেবাং দেবানামাত্ম্যদগ্নিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়ো-
 রহং করিষ্যে” (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তর)। মাতৃপক্ষে জলগণ্ডূষ দিয়া “অন্ত্যেত্যাদি অমুক-
 গোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত অমুকদেবশর্মাণোহমুককর্মাভ্যাদয়্যার্থম্ অমুকগোত্রায়া নান্দী-
 মুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ এবং পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ আত্ম্যদগ্নিক-শ্রাদ্ধং
 দর্ভময়ব্রাহ্মণয়ো রহং করিষ্যে। ” পরার্থে করিষ্যামি। ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও
 মাতামহপক্ষে অমুক্তাগ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও “ওঁ দেবতাত্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা-
 যোগিত্য এব চ। নমঃ পুট্ট্য স্বাহারৈ নিত্যমেব নমো নমঃ। ” মন্ত্র তিনবার

পাঠ করত, পুণ্ডরীকাক্ষরণ পূর্বক মৃৎকল দ্বারা প্রাকীরদ্রব্যপ্রোক্ষণান্তে রক্ষার্থ জল “ও অম্লুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্যটতে মহীম্ । অম্লুরাণাং বধার্থায় তুমৌ সংস্থাপিতো যস্মা । ও অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্কিনঃ । যস্মাং প্রাক্ষে কর্তব্যে সরিধীভব কেশব । ও রক্ষোন্নমুদকমসি” (ও অগ্নিন্ প্রাক্ষে রক্ষাং কুরু প্রতিবাক্যে) মন্ত্রপাঠান্তে একদেশে স্থাপন করিবে । যব লইয়া “ও অপহতা অম্লুরা রক্ষাংসি পিশাচা যেক্ষয়ন্তি পৃথিবীমহু । অম্লুত্রেতো গচ্ছন্ত যত্রৈতেষাং গতং মনঃ” মন্ত্রে ছড়াইয়া দিবে ।

আসনদান ।—সর্বত্র উপচারদানের আশ্রয়ে জল দিতে হয় । বামহস্তে কুশত্রিপত্র দুইটি ধরিয়া “ও বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতে বৌ দর্ভাসনে স্বাহা” মন্ত্রে যবোদক সহ নিবেদন পূর্বক ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে স্থাপন করিবে ।

অর্ঘ্যদান ।—দেবপক্ষে সম্মুখস্থ অভ্যাক্তিত ভূমিতে পূর্বাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি দুইখানি পূর্বাভিমুখ পাত্র (ডোঙ্গা) পাতিয়া, “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” মন্ত্রে সাগ্র কুশদ্বয়নির্ম্মিত পবিত্রদ্বয় ছেদন করিয়া, “ও বিষ্ণোর্মনসা পূতে হুঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ পূর্বক অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক জলসেক করিয়া, “ও শম্নো দেবীরভিষ্টম্” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত, “ও যবোহসি ধাত্তরাজো বা বাকুণো মধুসংযুতঃ । নির্ণোদঃ সর্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্বতম্” মন্ত্রে যববিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘ্য, গন্ধপুষ্প গর্ভ-হীন দুর্বা তণুল দিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক বলিবে, “ও দেবপাত্রং সম্পন্নম্ ? ।” (ও সম্পন্নং প্রত্যুত্তর) । পরে যবহস্তে আবাহন করিবে—“ও বিশ্বান্ দেবানাবাহরিস্যামি” (ও আবাহর প্রত্যুত্তর) “ও বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হির্নিষীদত । ও বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে অন্তরিক্ষে য উপ্ত্যবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্ৰা আসত্যগ্নিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ । ও ওষধয়ঃ সম্বদন্তে সোমেন সহ রাজা যস্যৈ কুণোতি ব্রাহ্মণস্বঃ রাজন্ পারয়ামসি ।” পরে বিশ্বদেবের ধ্যান করিবে । যথা—“ও বিশ্বায়াং দক্ষকন্তায়াং জাতা ধর্মান্মহাশ্রনঃ । বিশ্বদেবা ইতি খ্যাতা দেববর্ধ্যা মহাবলাঃ । শক্রেণ সহ বোদ্ধৃণাং বিজিতারশ্চ রক্ষসাম্ । বরাম-অরুণাদেব প্রজবন্ত্যম্লুরাঃ কণাৎ । বাণ-বাণাসনধরা দ্বিত্বজাঃ শ্বেতবাসসঃ । কেশুরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীট-কটকাধিতাঃ । শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্য-অগ্নুলেপনাঃ । হৈমন্তামুচরাঃ সর্বে গোপ্তারগ্নিদিবস্ত তে ॥” অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিশ্বদেবের উপহৃতি করনা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে । যথা—“ও আগচ্ছন্ত মহাতাগা বিশ্বদেবা মহাবলাঃ । যে অত্র বিহিতাঃ

শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্ত তে।” ‘ও স্বাহা অর্ঘ্য’ মন্ত্রে সঙ্কলন নিবেদন করিয়া অমলক ব্রাহ্মণ-হস্তে পবিত্র, জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দান করত (পুষ্পাস্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতির অর্চনাস্তে) বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অর্ঘ্য লইয়া ‘ও বসুসত্যো বিশ্বদেবা ইদং বো অর্ঘ্যং স্বাহা’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণে একটি অর্ঘ্য দিয়া জল অনুমন্ত্রণ করিবে। যথা—“ও যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সংবভূবুধা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্ধাঃ। হিরণ্যবর্ণা বাজরাস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্তানা ভবন্ত।” পরে অপর ব্রাহ্মণগণে অর্ঘ্যদান ও জলানুমন্ত্রণ উক্ত রীতিতে কর্তব্য।

গন্ধাদিদান।—দ্বিধাকৃত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদনবস্ত্র দুই পাতে রাখিয়া বামহস্তে ধরিবে ও দক্ষিণ হস্তে গৃহীত ত্রিপত্রজল দ্বারা উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা—“ও বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি দিভুতানি স্বাহা। ও এতৌ বো গন্ধৌ, (সুগন্ধৌ প্রত্যস্তর ও এতে বঃ পুষ্পে, এতৌ বো ধূপৌ, এতে বো দীপৌ, এতে ব আচ্ছাদনে” মন্ত্রে নিবেদন করিবে। কৃতাজলিপুটে বলিবে—“ও বিশ্বদেবার্চনং সম্পূর্ণং জাতম্?” (ও সম্পূর্ণং জাতং প্রত্যস্তর) “ও নান্দীমুখ-পিতৃর্চনমহং করিষ্যে” প্রস্তোত্রে (ও কুরুষ) অনুমতি লইয়া মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে জলগণ্ড দিয়া “ও অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকীদেবি, অমুকগোত্রে পিতামহি অমুকি এবং প্রপিতামহি এতে তে দর্ভাসনে স্বাহা” মন্ত্রে উভয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে যবোদকসহ ত্রিপত্রদ্বয় দান করিয়া পুনশ্চ জলদান করিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে উক্তরূপ আসনদান কর্তব্য।

অর্ঘ্যদান।—ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার ও অভ্যক্ষণ করিয়া তদুপরি পূর্বাগ্র কুশ পাতিয়া তিনখানি অর্ঘ্যপাত্র পাতিবে। ঐরূপ পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের সম্মুখে তিনখানি অর্ঘ্যপাত্র পাতিবে। মাতৃপক্ষ-ক্রমে ‘ও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো’ মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে তিনটি পবিত্র একৈকশঃ ছেদন ও ‘ও বিষ্ণোর্মনসা পূতে হঃ’ মন্ত্রে এক একটি পবিত্র মার্জ্জন করত পূর্বাগ্রভাবে অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবে। অর্ঘ্যপাত্রে জল দিয়া “ও শম্বো দেবী” ইত্যাদি দ্বারা জল অনুমন্ত্রণ করত ‘ও যবোহসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্মিতঃ। প্রত্নবভিঃ প্রত্নঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৃনির্মালোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বাহা’ মন্ত্রে পৃথক পৃথকভাবে পাতে যব দিয়া অমলক প্রত্যেক পাতে গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন দুর্কা ও তণুল দ্বারা নির্মিত অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। পরে

কৃতাজলিপুটে ‘ও পিতৃপাত্ৰং সম্পন্নং’ ? প্রশ্ন করিয়া (ও সুসম্পন্নং প্রত্যুত্তর)
 ব্যবহৃত্তে আবাহন করিবে। যথা—“ও নান্দীমুখান্ পিতৃনাবাহরিষ্যামি” (ও
 আবাহন প্রত্যুত্তর) (মতান্তরে “ও এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গভীরেতিঃ
 পথিভিঃ পূর্বেণেতির্দত্তান্মভ্যঃ দ্রবিণেহ ভদ্রং ররিঞ্চ নঃ সর্কবীরং নিবচ্ছত ।”)
 ‘ও উশন্ত্বা নিধীমহ্যশস্তঃ সমিধীমহি উশমুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৃন
 হবিষে অস্তবে । ও আগ্রাস্ত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিষাত্তাঃ
 পথিভিদেবঘানৈঃ । অশ্বিনু যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোহধিক্রবস্ত তে অবহস্মানু ।’ “ও
 শুক্রাশ্বরাঃ শুক্রগন্ধাঃ শুক্রযজ্ঞোপবীতিনঃ । আত্মনোহভিমুখাসীনা জ্ঞানমুজ্জা
 নিরামুখাঃ ।’ এইরূপ ধ্যানান্তে ‘ও স্বাহা অর্ঘ্যা’ মন্ত্রে নিবেদন পূর্বক (পরিশিষ্ট-
 মতে ‘ও নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীতস্তাম্’ মন্ত্রে নিবেদন) অমন্ত্রক পবিত্র, জলাস্তর ও
 পুষ্পাস্তর দান করিয়া পুষ্পাস্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতির অর্চনান্তে অর্ঘ্য লইয়া
 ‘বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এতত্তে অর্ঘ্যং স্বাহা’ মন্ত্রে
 উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণে দিয়া ‘ও যা দিব্যা’ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজনের অভিমন্ত্রণ
 করিবে। এইরূপ পিতামহী ও প্রপিতামহীর উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিয়া মাতৃ-
 পক্ষবৎ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে ‘স্বাহা অর্ঘ্যা’ মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন প্রভৃতি
 জলাভিমন্ত্রণ পর্যন্ত কার্য্য করিয়া প্রত্যেক পাত্রে সংস্রবজল প্রথমপাত্রে
 রাখিয়া প্রপিতামহপাত্রে দ্বারা আচ্ছাদন করত “ও নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ
 স্থানমসি” মন্ত্রে বামপার্শ্বে কুশোপরি স্তম্ভ করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদিদান।—বাম হস্তে দুই পাত্রে স্থাপিত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও
 আচ্ছাদনবস্ত্র ধরিয়া “ও অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি অমুকগোত্রে
 নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি
 এতানি তে গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি দ্বিভূতানি স্বাহা” মন্ত্রে উৎসর্গ করত
 “ও এষ তে গন্ধঃ, (ও সুগন্ধঃ) এতৎ তে পুষ্পঃ (ও সুপুষ্পঃ) ও এষ তে ধূপঃ (ও
 সুধূপঃ) ও এষ তে দীপঃ (ও সুদীপঃ) ও এতত্ত আচ্ছাদনম্” (ও স্বাচ্ছাদনম্)
 মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে দিবে। ঐরূপ পিতৃ ও মাতামহপক্ষেও গন্ধাদিদান
 কর্তব্য। পরে কৃতাজলিপুটে ‘ও পিতৃর্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ?’ প্রশ্ন করিয়া (ও
 সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) অন্নদান করিবে।

অন্নদান।—প্রক্ষালিত তণ্ডুল স্বতাস্ত করিয়া গ্রহণ পূর্বক “ও অগ্নৌ করি-
 ষ্যামি (ও কুরুষ প্রতি বচন) ও অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ও সোমায় পিতৃ-
 মতে স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া গোমরোপলিপ্ত ঈশানকোণাবধি অঙ্কিত

চতুর্দশে মণ্ডলোপরি সৰ্ব্ব দৰ্ভ পাতিয়া তথায় ছইখানি ভোজনপাত্ৰ স্থাপন পূৰ্বক তদুপরি আমায়, যব, জাফা, আমলক ও আর্জকাদি মূল পরিবেশন করিয়া মাতৃপক্ষাদিতেও ছই ছই পাতে বারঘর হতশেষ দিয়া আমায়াদি পরিবেশন করিবে। পরে দৈবে অনুত্তান হস্তদ্বয়ে অন্নপাত্ৰ ধরিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্ৰঃ সৌরপিধানঃ ব্রাহ্মণস্য। মুখেঃমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং বা বিভাবতাঃ প্রাণাপানয়োজুর্হোম্যাক্তিমসি মামেকেষ্টা অমৃতামুর্নি লোকে” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত মাতৃপক্ষাদিতেও উক্ত মন্ত্রে পাত্ৰালম্বন কর্তব্য। অগ্নে মধু দিয়া ‘ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে’ ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণাশ্লুষ্ঠ অন্নোপরি স্থাপিত করিয়া দৈবে ‘ও বিষ্ণো হব্যঃ রক্ষস্ব’ মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করত অমলক যব বিকিরণ করিবে। মাতৃপক্ষাদিতে অশ্লুষ্ঠ নিবেশ ও ‘ও বিষ্ণো হব্যঃ রক্ষস্ব’ মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিয়া মতান্তরে ‘ও অপহতা অশুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে অন্নোপরি যব বিকিরণান্তে দৈবে সৰ্ব্ব কুশপত্রদ্বয় লইয়া অন্নপাত্ৰ ধারণ পূৰ্বক “ও বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতৎ আমায়ঃ সোপকরণং সৰ্ববোধকং স্বাহা” মন্ত্রে, মাতৃপক্ষে “ও অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকী-দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এতত্ত আমায়ঃ সৰ্ববোধকং সোপকরণং স্বাহা” মন্ত্রে নিবেদন করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ড দিয়া পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে উক্তরূপে অন্নদান করিয়া শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—একবার গায়ত্রী জপ ও মধু মধু মধু মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চ মধুমতী ঋক্ পাঠ করিবে। যথা—“ও উপাষ্টম্য গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অতিদেবা ই বক্ষতে ॥ ও যে ত্বাহি হত্যে মধবন্ন-বর্দ্ধনু যে শাস্বরে হরি বো যে গবিষ্ঠৌ। যে ত্বা নুনমহুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেজ্জ-সোমং সগণো মকৃষ্টিঃ ॥ ও জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্ত্র ওজিষ্ঠৌ বহুলা-ভিমানঃ। অবর্দ্ধয়িত্বং মকৃতশ্চিদত্র মাতা যদীরং দধনকনিষ্ঠা ॥ ও আতু ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নশ্বাকমর্দ্ধমাগহি। মহান্ মহীভিরুতিভিঃ ॥ ও ত্বমিন্দ্র প্রতুর্গিষভি-বিন্ধা অসিন্পৃধঃ। অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতুরসি ত্বং তুর্য্য তুরিষ্ঠতঃ ॥” ও অক্ষয়মী মদন্ত ইত্যাদি। ও অন্নহীনঃ ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণো-দ্দেশে ‘ইদমামায়ঃ ইমাঃ সৰ্ব্বা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্ন্যপকরণানি’ বলিয়া অন্নাদি নিবেদন করিয়া “ও ভবন্তুঃ প্রাণয়ন্তু” মন্ত্রে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ জল-গণ্ড দিয়া ‘যথামুখং জুষধম্’ বলিবে। ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে পুনশ্চ শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিা উচিত। যথা—ও যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি। ও যোগীশ্বরম্

ইত্যাদি । ওঁ মম্বত্রি ইত্যাদি । ওঁ তবিকোঃ ইত্যাদি । ওঁ দুৰ্য্যোধন ইত্যাদি ।
ওঁ যুধিষ্ঠির ইত্যাদি । ব্রাহ্মণে জলগণ্ড দিয়া ‘ওঁ তপ্তাঃ স্ব ?’ মন্ত্রে তৃপ্তিপ্রদ
করিবে । (ওঁ তপ্তাঃ স্বঃ প্রত্যুত্তর) । পুনশ্চ গায়ত্রী পাঠান্তে পূর্বোক্ত পঞ্চ
মধুমতী মন্ত্র ও অক্ষরমী ইত্যাদি ও মধু মধু মধু মন্ত্র জপ করিয়া ‘ওঁ শেষমঙ্গ-
মপ্যস্তি’ বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে জানাইবে, (ওঁ ইষ্টৈভ্যো দীপ্যতাম্ প্রত্যুত্তর) ‘ওঁ
পিণ্ডদানমহং করিষ্যে’ (ওঁ কুরুষ অন্নমতিবাক্য) বলিয়া অন্নমতি লইয়া গায়ত্রী
ও ‘দেবতাত্য’ মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার পূর্বক
(পরিশিষ্টমন্ত্রে পূর্বমুখে উপবেশন নিবন্ধন পূর্বাভিমুখ নয়টি অমন্ত্রক রেখা
অঙ্কিত হইবে) ঈশানকোণাবধি চতুর্কোণ উত্তরাগ্র নয়টি রেখা ‘ওঁ অপহতা
অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ’ মন্ত্রে অঙ্কন করিয়া জল দ্বারা রেখাভ্যক্ষণ করত
রেখোপরি সমূল কুশগুচ্ছ পাতিয়া প্রত্যেক রেখায় সযব জল-
পুষ্প ‘ওঁ শুক্লস্তাং নান্দীমুখ্যো মাতরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে মাতৃ প্রভৃতি নয়
ব্যক্তির উদ্দেশে অবনেজন দিয়া হৃতশেষমিশ্রিত পিণ্ডদ্বয় লইয়া, ‘ওঁ অক্ষরমী’
ইত্যাদি, ‘ওঁ মধু বাতা’ ইত্যাদি পড়িয়া, ‘ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-
দেবি এতৌ তে পিণ্ডৌ সযবোদকৌ যে চ ত্বামত্রাহু তেভ্যশ্চ স্বাহা’ মন্ত্রে
পিণ্ডদ্বয় মাতৃরেখোপরি দৈবতীর্থে নিক্ষেপ করিবে । ঐরূপ পিতামহী প্রভৃতির
নামগোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্বক প্রত্যেকের উদ্দেশে অক্ষরমী ইত্যাদি ও মধু বাতা
ইত্যাদি পাঠান্তে দ্ব্যত-মধুযুক্ত দুই দুইটি পিণ্ড দিবে । (পিণ্ডোপরি পিণ্ডশেষ
বিকিরণ করিয়া) ‘ওঁ লেপভূজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্’ মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয়
পিণ্ডান্তরণ কুশ দ্বারা হস্তের লেপ লইয়া দিবে । অতঃপর আচমন ও হরিশ্চরণ
পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে বলিবে, ‘ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদব্রধ্বম্ যথাভাগ-
মাব্রধ্বানধ্বম্’ মন্ত্রে শ্বাস ধারণ করিয়া ‘মতান্তরে ‘ওঁ বসস্তায় নমস্তভ্যমিত্যাди’ মন্ত্রে
ঋতুনমস্কার করত ‘ওঁ অমীমদস্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাব্রধ্বানিষত’ মন্ত্রে
শ্বাসত্যাগ করিবে । পরে ‘ওঁ শুক্লস্তাং নান্দীমুখ্যো মাতরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ
মাতৃ প্রভৃতির পিণ্ডোপরি পিণ্ডপাত্রধৌত সযব জল দিয়া ‘ওঁ অমুকগোত্রে নান্দী-
মুখি মাতরমুকীদেবি অভ্যঙ্ক্’ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ নয়টি পিণ্ডে দ্ব্যত বা তিল-
তৈল দিবে । অঞ্জন লইয়া ‘ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি অভ্যঙ্ক্’
ইত্যাদি মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ নামগোত্রাদি উল্লেখ করিয়া যথাযথ নয়টি পিণ্ডো-
পরি দিবে । গুরুবন্দনানন্তরিত পুত্র বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া প্রত্যেক
পিণ্ডে নিয়োক্ত মন্ত্রে দিয়া উৎসর্গ করিবে । যথা—‘ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ

পিতরো বাসো বা বো ভোহস্ত্রান্দীমুখাঃ পিতরো যুগ্মধ্বম্।” উৎসর্গমন্ত্র
বধা—“ওঁ অমুকগোত্রো নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এতস্তে বাসঃ বাহা” ইত্যাদি।
অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাহুল দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া কৃতান্তলিগুটে
বলিবে, “ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর ইষে, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর
উর্জ্জ, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুশ্রাৱ, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ
পিতরো ধোরার, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো জীবার, ওঁ নমো বো
নান্দীমুখাঃ পিতরো রসার, পুষ্টরো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বো
নান্দীমুখাঃ পিতরো নম এতা যুগ্মাকং নান্দীমুখাঃ পিতর ইমা অম্মাকং
জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম। ওঁ মনোহরা হবামহে নারায়ণসেন সোমেন
পিতৃণাঞ্চ মন্যভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রম্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ত চ
শ্রুত্যাং দৃশে। ওঁ পুনর্নো নান্দীমুখাঃ পিতরো মনো দদাতু দৈবেয়া জনঃ জীবঃ
ব্রাতং সচেমহি।” মতান্তরে “ওঁ উর্জ্জং বহস্তীরমৃতং দ্বতং পরঃ কীলালং পরি-
কৃতং পুষ্টমহ তর্পরত মে নান্দীমুখান্ পিতৃন্” মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জলধারা দিয়া
“ওঁ পরেত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভি-
দ’জ্ঞানান্মভ্যাং দ্রবিণেহ ভদ্রং বরয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছত” মন্ত্রে পিণ্ড চালনা
করিয়া পিতৃপুরুষকে বিদায় দিবে। ব্রাহ্মণগণের আচমনার্থ জল দিয়া
বিকিরদান কর্তব্য।

বিকিরদান।—ব্রাহ্মণাগ্রে প্রোক্ষিত ভূমিতে উত্তরাগ্র কুশান্তরণ করিয়া
তদুপরি যব বিকিরণান্তে যবোদক সহ পিণ্ড লইয়া “ওঁ যে অগ্নিদদ্ধা যে অনগ্নি-
দদ্ধা মধ্যে দিবঃ পুষ্ট্যা মাদয়ন্তে। তেভিঃ স্বরাড়মুনীতিমেতাং বধাবশঃ
তদ্বং কল্পয়স্ব। যেহগ্নিদদ্ধাঃ কূলে জাতা যেহপ্যদদ্ধাঃ কূলে মম। তুমৌ দত্তেন
তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্॥” মন্ত্রে যব সহ জলপ্লাবিত পিণ্ড ছড়াইবে, মতা-
ন্তরে “ওঁ যেষাং ন মাতা” ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ্য। পরিশিষ্টমতে নহে। অতঃপর
হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও বিকুম্মরণ করিয়া ‘ওঁ স্মৃপ্রোক্ষিতমস্ত’ (ওঁ অস্ত
প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পিণ্ডসম্মুখস্থ ভূমিতে জলসেক ও দৈবাদিক্রমে, ‘ওঁ শিবা
মাপঃ সন্ত’ (ওঁ সন্ত) ব্রাহ্মণে জলদান, ‘ওঁ সৌমনস্তমস্ত’ (ওঁ অস্ত) পুষ্পদান, ‘ওঁ
অকৃতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত’ (ওঁ অস্ত) ব্রাহ্মণে যবদান কর্তব্য। পরিশিষ্টমতে ব্রাহ্মণগণকে
অভিবাদন করিয়া ‘ওঁ অম্বদগোত্রং বর্জতাম্’ (ওঁ বর্জতাম্ প্রতিবচন) পাত্র চালনা
পূর্বক দেবপক্ষে ‘ওঁ বহুসত্যো বিবেদেবাঃ স্বতীতি ক্রত’ (ওঁ স্বতি প্রত্যাশ্রয়)
ওঁ অমুকগোত্রো নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি স্বতীতি ক্রহি’ (ওঁ স্বতি

প্রত্যুত্তর) এইরূপে অপরাপর পিতৃগণের বৃত্তিবাচন করিয়া প্রত্যেককে জল দিবে । দৈবে ‘ও বসুসত্যায়োর্বিষেবাং দেবানাং দত্তমিদং প্রাক্ষমকস্যমন্ত ইতি ক্রত’ (ও অক্ষয়াম্ অস্ত প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে যবোদক দিয়া ‘অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা দত্তমিদং প্রাক্ষমকস্যমন্ত ইতি ক্রহি’ (ও অস্ত প্রতি-বাক্য) এইরূপে অপরপিতৃপুরুষগণের অক্ষযোদক দান কর্তব্য । ছ্যাজোখান করিয়া মাতৃপক্ষাদিক্রমে দক্ষিণাদান করিবে । যথা—ব্রাহ্মণগণকে মুখবাস ও তাবুলাদি দিয়া, “অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত ত্রীঅমুকদেবশর্ষণঃ ওতা-মুককর্মাভ্যদয়ার্থঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ এবং পিতা-মহাঃ প্রপিতামহাঃ কৃতৈতদাভ্যদয়িকপ্রাক্ষকর্ষণঃ সাক্তার্থঃ দক্ষিণামিদং প্রাক্ষামলক-মূল-যব-মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি ।” ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতা-মহপক্ষে যথাসম্ভব নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দক্ষিণাদান করিবে । দেবপক্ষে—“অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যা” ইত্যাদি (আট পুরুষের নাম উল্লেখ্য) “আভ্যদয়িকপ্রাক্ষে কৃতৈ ও বসুসত্যায়োর্বিষেবাং দেবানাং কৃতৈতদাভ্যদয়িকপ্রাক্ষকর্ষণঃ সাক্তার্থঃ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্য-মিত্যাদি ও প্রাক্ষমিদং সম্পূর্ণং জাতম্ ?” (ও সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে সম্পূর্ণতা জিজ্ঞাসা করিয়া পুষ্টিবাচন করিবে । ‘ও পুষ্টিং বাচয়িষ্যে’ (ও বাচ্যতাম্ অহুজা) ‘ও মাতৃত্যঃ পুষ্টিরুচ্যতাম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে নয়টি পিতৃগোপরি পবিত্র সহিত কুশান্তর দিবে । ‘ও উপপন্নম্’ ? পরিশিষ্টমতে ‘সম্পন্নম্’ ? জিজ্ঞাসা করিয়া (ও সম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) মাতৃপক্ষক্রমে ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিবে । দৈবে—‘ও বিষ্ণে-দেবাঃ প্রীয়স্তাম্’ (ও প্রীয়স্তাম্ বিষ্ণেদেবাঃ) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ উত্থাপন, মতান্তরে ‘ও বাজে বাজে’ ইত্যাদি মন্ত্রে মাতৃপক্ষাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জন ও ‘ও আমাবাজস্ত সপ্রব’ ইত্যাদি মন্ত্রে জলধারা সহ অহুগমন বিহিত । পরিশিষ্টমতে নহে । কুতা-গুলিপুটে প্রার্থনা করিবে—“ও দাতারো নোঃস্তি বর্ধস্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ । প্রক্কা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্ত ।” পরে গায়ত্রী ও ‘দেবতাত্য’ মন্ত্র বারত্রয় জপান্তে পিতৃপ্রণাম পূর্বক জলপূজা করিয়া জলে পিণ্ড ও পাত্রায় ‘ষেবাং প্রাক্ষং কৃতং তেবামক্ষয়্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রায়মন্তসি সমর্পিতম্ পিণ্ডা অপি’ মন্ত্রে সমর্পণ করত “ও অন্তোত্যাদি কৃতৈতদাভ্যদয়িক-প্রাক্ষকর্মাচ্ছি-দ্রমন্ত” (ও অস্ত প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । পরে হস্ত প্রক্ষালন, সূর্য্যপ্রণাম ও বৈষ্ণব্যপ্রণমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্তব্য । যথা—“অন্তো-ত্যাদি . অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্ষণা কৃতৈতদাভ্যদয়িকপ্রাক্ষ-বৈষ্ণব্য-প্রণমন-

কামো বিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে” বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া ‘ও তদ্বিকোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুশ্রবণ ও কর্মফল সমর্পণ পূর্বক সর্ববেদিসাধারণ বামদেব্য গান করিবে। তদ্বিনে কর্মান্তর থাকিলে শ্রাদ্ধশেষ আত্মাণ করিয়া আচমন করিবে।

ইতি ঋগ্বেদি-আত্মাদরিকশ্রাদ্ধ।

ষটোৎসর্গ

পূর্বমুখে আচমন পূর্বক কুশাঙ্গুরীয় ও তিলক ধারণ, উত্তরীয় গ্রহণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করত “ও শম্ভচক্রধরঃ বিষ্ণুঃ দ্বিত্বজঃ পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকঃ স্মরেদ্ধরিম্।” ইত্যাদিরূপে বিষ্ণু শ্রবণ করিয়া গন্ধপুষ্প-যোগে গণেশাদি দেবতার পূজাস্তে ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি মন্ত্রে সান্নিধ্যকল্পনা ও ‘ও সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নাবারণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মানি কারয়েৎ। ও তৎসৎ।” উচ্চারণ করিবে। পরে বামকরে ঘটধারণ পূর্বক “ও এতস্মৈ সযবোপকরণ-জলপূরিত- (গঙ্গাজল হইলে—‘গঙ্গাজলপূরিত’, বঙ্গ থাকিলে ‘সবঙ্গ’ বলিবে) ঘটায় (অথবা কুণ্ডায়) নমঃ” এই মন্ত্রে বারজয় জলপ্রোক্ষণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি সচন্দন পুষ্প প্রদান করিবে, যথা—‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ও ত্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ও ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও এতস্মৈ সযবোপকরণ-জলপূরিত-ঘটায় নমঃ।’

তৎপরে কোশাস্থ সতিল জলে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন পূর্বক নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত বৈশাখে মাসি মেঘরাশিস্থে ভাস্করে (মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হইলে সৌব মাস ও মহাবিষুবসংক্রান্তির উল্লেখ করিবে। রাশ্চু-ল্লেখ নহে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা ত্রীবিষ্ণু-ত্রীভিকামঃ (ইষ্টদেবতার উদ্দেশে হইলে মনে মনে তন্মাম শ্রবণ পূর্বক ‘ত্রীভি কামঃ’ বলিবে) ইমং সযবোপকরণজলপূরিতঘটমর্চিতং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে” (বিষ্ণুর উদ্দেশে দেয় হইলে—‘বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে’)।

পিণ্ডাদির উদ্দেশে ষটোৎসর্গ করিতে হইলে—“অন্তেষ্টাদি অমুকে মাসি

অমুকরাশিহে তাকরে অমুকে গন্ধে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতৃরমুক-
দেবশর্মণোহক্ষরম্বর্গকামঃ” ইত্যাদি বলিয়া সর্বশেষে ‘দদানি’ বলিবে।
এইরূপ পিতামহাদির উদ্দেশে ঘটোৎসর্গ করিতে হইলে—‘অমুকগোত্রস্ত
পিতামহস্ত অমুকদেবশর্মণঃ’ এবং ‘প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত
বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত’ এইরূপ, ‘মাতুরমুকীদেব্যাঃ পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ,’
ইত্যাদি ; স্বামীর উদ্দেশে ‘ভর্তুঃ’, জ্যেষ্ঠতাতে ‘জ্যেষ্ঠতাত্ত’ বা ‘জ্যেষ্ঠ-
পিতৃব্যস্ত’, ধুলতাতে ‘পিতৃব্যস্ত’, গুরু ‘গুরোঃ’, পিসীর ‘পিতৃস্বমুঃ’ মাসীর
‘মাতৃস্বমুঃ’ ইত্যাদি।

একটি কুস্ত মাতাপিতাকে একযোগে প্রদান করিতে হইলে “পিত্রো
রাখালদাসদেবশর্ম-সারদাসুন্দরীদেব্যোরক্ষরম্বর্গকামঃ” ইত্যাদিরূপ ; স্বশুর-
স্বশুড়ীকে একত্র দিতে হইলে “স্বশুরমোরমুকদেবশর্ম-অমুকীদেব্যোরক্ষর-
ম্বর্গকামঃ” ইত্যাদিরূপ ; স্ত্রী পুরুষ উভয়কে দাতব্য হইলে “অমুকদেবশর্ম-
অমুকীদেব্যোরক্ষরম্বর্গকামঃ” ইত্যাদিরূপ ; একটি কুস্ত অনেকের উদ্দেশে
দেয় হইলে “অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকদেবশর্ম-
অমুকদেবশর্ম-অমুকদেবশর্মণাম্” ইত্যাদিরূপ, এবং একটি কুস্ত বহু পুরুষ
ও বহু স্ত্রীকে দিতে হইলে পুরুষগণের নামান্তে দেবশর্ম বলিয়া পরে
অমুকীদেবীনাং উচ্চারণ করিবে। ব্যজন, ছত্র, পাছকা প্রভৃতিও এই নিয়মে
মহাবিষুব সংক্রান্তিতে পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে হয়।

উক্তরূপ বাক্যে ঘটোৎসর্গ করিয়া ঘটধারণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করিতে হয়, যথা—

“এষ ধর্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিকুশিবাশ্রকঃ।

অস্ত প্রদানাং সফলা মম সন্ত মনোরথাঃ ॥”

তৎপরে ঘটে চন্দন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ ঘট ঙ্গ ধর্মরূপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা।

স্মরি লিপ্তে সন্ত লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্বদেবতাঃ ॥”

পরে ঘটে কিঞ্চিৎ জল দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

“পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।

পানীয়স্ত প্রদানেন প্রীয়তাং মে অনার্দনঃ ॥”

তৎপরে যথাবিধি দক্ষিণাপ্রদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যাশান্তি পূর্বক
পিতৃভক্তি ও প্রণাম করিবে, যথা—

“পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাগ্নে প্রীরন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

ও পিতৃ ব্রহ্মণে দিবি বে চ মূর্তাঃ যথাভূজঃ কাম্যকলাভিসঙ্কৌ ।

প্রদানশক্তাঃ সকলেন্সিতানাং বিমুক্তিদা যেন্তিসংহিতেষু ॥”

ভোজ্যোৎসর্গও এই নিয়মে করিবে, কেবল “সম্বত-সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ” পাঠ করিবে, এইমাত্র প্রভেদ ।

শ্রাদ্ধান্নুকরণ-ভোজ্যদান ।

অসামর্থ্য নিবন্ধন সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে পিণ্ডচীন শ্রাদ্ধান্নুষ্ঠান করিবে, তাহাতেও অক্ষম হইলে কেবলমাত্র ভোজ্য দানের ব্যবহার আছে । পূর্বাভিমুখে সম্বত (সবস্ত্র) সোপকরণ ভোজ্য বাম হস্তে ধরিয়া প্রোক্ষণ করিবে । যথা—“ও এতস্মৈ (সবস্ত্র) সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে তিনবার চিৎ হাতে জলের ছিটা দিয়া ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ও ত্রীবিষুবে নমঃ,’ ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ’ ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও এতস্মৈ’ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ পূজা করিয়া বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশায় রাখিয়া বাক্য পাঠান্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে । ‘বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা) অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকশ্রাদ্ধান্নুকরণ- (নবায় স্থলে নবান্নাগমনিমিত্তক-পার্বণবিধিক-শ্রাদ্ধান্নুকরণ) ভোজ্যদানবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ ইত্যাদি অক্ষয় স্বর্গকাম ইদং অমুকশ্রাদ্ধান্নুকরণ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দনানি ।’ কৃত্যঞ্জলি হইয়া বলিবে, ‘ও ভোজ্যমিদং ত্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতম্ ।’ পরে দক্ষিণাদান কর্তব্য, যথা—“অন্ত্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকদেবশর্মাণোহক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতদমুকনিমিত্তক-পার্বণবিধিক- (বা আভ্যুদয়িক) শ্রাদ্ধান্নুকরণভোজ্যদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যতর্ধনিত্যাदि ।” পরে অচ্ছিত্রাধধারণ করিয়া বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্তব্য । শাস্ত্রে উক্ত আছে—“দৈবং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ হুত্বা বা বৈশ্বদেবিকম্ । অন্তো নবায়মন্নীয়াদিতি বৌধায়নোহব্রবীৎ ॥” অর্থাৎ শ্রাদ্ধে

অসমর্থ ব্যক্তি ভোজ্যদান ও দেবতাকে নূতন তুণ নিবেদন করিয়া নবায় ভোজন করিবে। এই বচনে নবায় স্থলে শ্রাদ্ধসামর্থ্যে ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান বেক্ষপ বিহিত হইল, ঐরূপ তীর্থপ্রাপ্তি স্থলে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানের পরিবর্তেও কেবল ভোজ্যদানের ব্যবহার আছে।

সংক্ষিপ্ত শ্রাদ্ধ

সম্পূর্ণ পিণ্ডদানাদি-সম্বিত শ্রাদ্ধে অসামর্থ্যে বা জাতকর্ষাদিকার্যো (দীর্ঘকাল অপেক্ষার শিশুর প্রাণহানি সম্ভাবনায়) শাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। এই শ্রাদ্ধে ভোজ্যদান, বাস্তপুরুষাদিপূজা, ব্রাহ্মণস্থাপন, অন্নজাগ্রহণ ও গন্ধাদিদানপূর্বক অন্ন দান করিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে। অর্ঘ্যদান, আবাহন, অগ্নৌকবণ, পিণ্ডদান ও পিণ্ডদানাদি ক্রিয়াগুলি করিতে হয় না। কিন্তু প্রেত-শ্রাদ্ধে উক্ত নিমিত্তসত্ত্বেও অন্নকল্প-বিধি নাই। কেন না, বোড়শশ্রাদ্ধ অঙ্গ-সম্বিত হইয়াই প্রেতদ্ব মোচনে সমর্থ, তাবৎ অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে প্রেতদ্ববিমুক্তির অন্তরায় হয় বলিয়াই ইহাতে অন্নকল্প থাকিতে পারে না। তত্তির সকল শ্রাদ্ধেই কেবলমাত্র উক্তক্রমে অন্নদান করিলেই শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়।

চতুর্থাহুত্ব

দত্তা কন্তা পিতা-মাতার মরণে বা দৌহিত্রাদি মাতামহাদি মরণে ত্রিরাত্রাদি অশৌচান্তদ্বিতীয় দিনে ক্ষৌরপূর্বক অবগাহন স্নানানন্তর ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া শান্তি গ্রহণ করিবে, পরে নিত্যক্রিয়াস্তু প্রেতোদ্যেবে বধাশক্তি দান করিবে। সামর্থ্যপক্ষে কন্তা-দৌহিত্রও অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে বৃষোৎসর্গ করিতে পারে। যেহেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে, “অশৌচান্তদ্বিতীয়েহহি বস্ত চোৎসর্গ্যতে বৃষঃ। প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।” এই বচনে প্রেতের প্রেতদ্ব-মোচনাভিপ্রায়ে সাধারণতঃ যে কোনও অশৌচভাগী ব্যক্তির পক্ষে বৃষোৎসর্গানুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবগত হওয়া যায়। কেন না, শাস্ত্রে বোড়শ দ্রব্যের উল্লেখের পর ‘দানমেতৎ বোড়শকং প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে’ এই বচনেও প্রেতোদ্যেবে বোড়শদানের উল্লেখ পাওয়া যায়; সুতরাং অশৌচান্তদিনে বা যে কোনও অন্য শুদ্ধকালে প্রেতোদ্যেবে দান অবশ্য কর্তব্য, এই অঙ্গ

অশৌচান্তপরদিনে (চতুর্থদিনে) প্রতিবন্ধকনিবন্ধন দানকার্যের বাধা-পড়িলে অন্য দিনেও দানকার্যের ব্যবহার আছে।

দাতা যথাবিধি নিত্যক্রিয়াস্তুে কুশহস্তে পূর্বাস্ত্রে আচমন করিয়া বিষ্ণু-স্মরণ পূর্বক ও (স্ত্রী-শূদ্র 'নমঃ') কুরুক্ষেত্র-গয়াগঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থাঙ্কে-তানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তিহ" মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া 'ও সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেন্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মানি কারয়েৎ ও তৎসৎ' উচ্চারণ করিয়া উত্তানহস্তে দানপাত্র ধরিয়া প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিবে, যথা—'ও এতস্মৈ তৈজসাধার-সম্বতোপকরণামারভোজ্যায় নমঃ', মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ও ত্রীবিধবে নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে ও এতস্মৈ তৈজসা-ধার-সম্বতোপকরণামারভোজ্যায় নমঃ' মন্ত্রে যথাযথ পূজা করিয়া দানবাক্য পড়িবে—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত (স্ত্রী-শূদ্রের বিষ্ণুর্নমোহন্ত পাঠ্য) অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে গন্ধে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মণো (বা দাসস্ত বা অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকীদেব্যা বা অমুকীদান্তাঃ) অশৌচাস্তাদ্ দ্বিতীয়েহহি (অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে এই কার্য না হইলে 'অশৌচাস্তাদ্ দ্বিতীয়েহহি' পাঠ্য নহে) অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-দেবশর্মণোহক্ষরস্বর্গকাম ইদং তৈজসাধার-(সবস্ত্র) সম্বতোপকরণামারভোজ্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াং দদানি।' মন্ত্রে দান-দ্রব্যের উপর ত্রিপত্র দ্বারা জলেব ছিটা দিয়া কৃতাজলি হইয়া বলিবে, 'তৈজসাধার'-(সবস্ত্র) সম্বতোপকরণামার-ভোজ্যমিদং ত্রীবিষ্ণুদৈবতম্।'।

দক্ষিণাদান।—দক্ষিণাদ্রব্য বামহস্তে ধরিয়া 'ও এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ও ত্রীবিধবে নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে ও এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ', 'অন্তেষ্যাং অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেব-শর্মণোহশৌচাস্তাদ্ দ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মণোহক্ষর-স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-তৈজসাধার-সম্বত-(সবস্ত্র) সোপকরণামার-ভোজ্যদান-কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াং দদানি।' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। কৃতাজলি হইয়া বলিবে—'কৃতৈতৎ-তৈজসাধার-(সবস্ত্র) সম্বতো-পকরণামার-ভোজ্যদান-কর্মাহিতমস্তু।' (ও অন্ত প্রত্যস্তর) এইরূপে

তৈজসসাধার জল ও বস্ত্র দান করিয়া বৈশ্বণ্যসমাধানার্থ সঙ্কল্প পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (দাতার নাম) কৃতেন্মিন্ দানকর্মণি বৈশ্বণ্যং জাতং তদোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে। ও তদ্বিকোঃ” ইত্যাদি (শ্রী শূদ্র শ্রীবিষ্ণুঃ পাঠ করিবেন) ‘এতৎ কর্মকলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু’ বলিয়া কর্মকল সমর্পণ করিবে। পরে ‘অজানাং যদি বা মোহাং’ ইত্যাদি ‘শ্রীমতাং পুণ্ডরীকাকঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য।

শ্রী ৭ শূদ্র-বিহিত শ্রাদ্ধ

‘পণ্ডিতা জানিনো মূর্খা দ্বিমোহথ ব্রহ্মচারিণঃ। মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডা-
লেষভিজায়তে।’ এই বচনে শ্রীলোকের পক্ষেও সাধারণসরিক শ্রাদ্ধে নিত্যাবি-
কার অবগত হওয়া বাইতেছে। প্রতিবন্ধক বশতঃ পতিত একোদ্ভিষ্টের
কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্ত্যায় কর্তব্যতাবিধান থাকায় তর্জার উদ্দেশ্যে
পতিত একোদ্ভিষ্ট শ্রীলোকের উক্ত তিথিঘরে অবশ্য করণীয়, কিন্তু ‘অপুত্রা তু
যদা ভার্য্যা সংপ্রাপ্তে তর্জুরাদিকে। ব্রহ্মহ্মণা ভবেৎ সা তু কুর্য্যাৎ তৎ পঞ্চমে
দিনে॥’ এই বচনে যেহেতু অপুত্রা শ্রীর সম্বন্ধে স্বামীর মৃত তিথিতে কর্তব্য-
একোদ্ভিষ্টে অশৌচ বাধা পড়িলে অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্তব্যতা প্রতীত
হইতেছে, এ কারণ স্বামীর একোদ্ভিষ্টই পতিত হইলে কৃষ্ণৈকাদশীতে
অমুষ্ঠানের বিষয়ীভূত হইবে বুঝিবে, পিতা বা মাতার উদ্দেশ্যে কর্তব্য একো-
দ্ভিষ্টে বাধা পড়িলে কালান্তরে করণীয়তা সম্বন্ধে যখন কোন বচনই
পাওয়া যায় না অথচ মৃতাহে পিতামাতার একোদ্ভিষ্ট না করিলে “মৃতাহনি
পিতুর্যজ্ঞ ন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমাদরাৎ। মাতৃশ্চৈব বরারোহে বৎসরাস্তে মৃতাহনি।
নাহং তন্ত মহাদেবি পূজাং গৃহ্মামি নো হরিঃ॥” এই বচনে বিশেষ দোষ
শ্রুতি থাকায় অবশ্যকর্তব্যতা অবগত হওয়া যায়, তখন স্মৃতরাং পিতা-
মাতার শ্রাদ্ধ পতিত হইলে অন্য তিথিতে কন্টার কর্তব্যতার বিষয়ীভূত নহে
বুঝিতে হইবে।

শ্রী ও শূদ্র শ্রাদ্ধক্রিয়ার একবারমাত্র আচমন করিয়া ব্রাহ্মণবৎ চক্ষুঃ-কর্ণাদি
স্পর্শ করিবে। ওকার, গায়ত্রী, বেসমন্ত্র এবং পৌরাণিকমন্ত্রমাত্র পাঠ কর্তব্য
করিবে, কিন্তু শ্রাদ্ধে পাঠ্য বৈদিক বা পৌরাণিক মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ স্বাক্ষর পাঠ

করাইবে, তৎকালে শ্রাদ্ধকর্তা স্বয়ং ‘নমঃ নমঃ’ পাঠ করিবে। কেবল-
মাত্র দানাদি বাক্যই ইহাদিগের পাঠ্য। যথা—“বিষ্ণুর্নমোহন্য অমুকে মাসি”
ইত্যাদি বাক্যে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া বাস্তপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর, (বিষ্ণু-স্বরূপে
তথিষ্ঠোঃ ইত্যাদি পাঠ্য নহে) গঙ্গাপূজা করিয়া ভূদামীর উদ্দেশে
ভোজ্যদান ‘এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান-ভোজ্যম্ এতদ্ভূদামি-
পিতৃভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। এইরূপ সর্বত্র দানবাক্যে ‘স্বধা’ শব্দ
স্থানে ‘নমঃ’ শব্দ প্রয়োগ করিবে। ব্রাহ্মণস্থানে ‘সহস্রশীর্ষা’ মন্ত্র পাঠ্য নহে,
‘নমঃ’ শব্দে ব্রাহ্মণস্থান করাইয়া পূজান্তে যথাবিধি ব্রাহ্মণস্থাপনান্তে
কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পাঠ পূর্বক ‘স্বাগতং ভবতা’, ‘সিদ্ধমিদমাসনমভ্রাতাম্’,
পাঠ, পুণ্ডরীকাক্ষয়ণ ও যজ্ঞল প্রোক্ষণান্তে (গায়ত্রী দেবভাত্য মন্ত্র বর্জনার)
অনুজ্ঞাবাক্য পড়িয়া রক্ষোঃ জল স্থাপন করিবে। আসনদানে—
‘অপহতা’ ‘যজ্ঞেশ্বরো হব্য’ মন্ত্র পাঠ্য নহে, পার্বণে—আবাহনে. ‘বিদ্বান্
দেবান্ আবাহয়িষ্যে’ পাঠ্য, ‘বিশ্বেদেবাস আগত’ ‘ওষধয়ঃ সোমমদন্ত’ ‘উশন্তুস্বা’
‘আয়ান্ত নঃ’ ‘অপহতা’ পাঠ্য নহে। অর্ঘ্যদানে—‘পবিত্রে হো’ ‘বিক্ষোম’ ‘নসা’
‘শন্নো দেবী’ ‘ষবোহসি ষবয়া’ ‘তিলোহসি সোম’ মন্ত্র পাঠ্য নহে। উৎসর্গ-
বাক্য পাঠ্য। গন্ধাদিদানে উৎসর্গবাক্য পাঠ্য। অগ্নৌকরণে ‘অগ্নৌ
করিষ্যামি’ পাঠ্য, ‘অগ্নয়ে কযাবাহনার স্বাহা’ ‘সোমায় পিতৃমতে স্বাহা’ পাঠ্য
নহে। অন্নদানে —‘পৃথিবী তে’ পাঠ্য নহে, ‘বিক্ষো হব্যং বা কব্যং রক্ষস্ব’ পাঠ্য,
‘ইদং বিষ্ণু’ ‘অপহতা অমুরা’ গায়ত্রী, ‘মধু বাতা’ পাঠ্য নহে। ‘মধু মধু মধু’,
উৎসর্গবাক্য, নিবেদনবাক্য (ইদমন্নম্ ইত্যাদি) গণ্ডুষজলদানবাক্য পাঠ্য।
‘অন্নহীনম্’ পাঠ্য, শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ্য নহে। বিকিরদানে ‘অগ্নিদহা’ মন্ত্র
পাঠ্য নহে। পিণ্ডদানে অবনেজনদান, পিণ্ডদান, প্রত্যবনেজনদান,
বাসোদান মন্ত্র মাত্র পাঠ্য। ‘বসন্তায় নমস্তভ্যং’ মতান্তরে পাঠ্য। ‘সুসু-
প্রোক্ষিতমন্ত’ ইত্যাদি পাঠ্য। স্বধাবাচনে ‘স্বধাং বাচয়িষ্যে, স্বধোচ্যতাম্’,
মতান্তরে পাঠ্য নহে, ‘অষোবঃ পিতাস্ত, গোত্রং নো বর্জতাং’ পাঠ্য, ‘আশিবো মে
প্রদীরন্তাম্’ মাত্র পাঠ্য, আশীর্মন্ত্র, ‘উর্জ্জং বহন্তীঃ’ ‘বাজে বাজে’, ‘আমাবাজন্ত’
‘দেবভাত্য’, ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ্য নহে। শূদ্র আমার দ্বারা সকল শ্রাদ্ধ
করিবে, ত্রীলোক ভর্তৃশ্রাদ্ধ ও প্রেতশ্রাদ্ধ পকার দ্বারা করিবে, মতান্তরে
প্রেতশ্রাদ্ধ তিন্ন সকল শ্রাদ্ধ আমার দ্বারা করিবে।

অহুগনীত শ্রাদ্ধ

অহুগনীত ব্রাহ্মণকুমার পিতৃশ্রাদ্ধে কেবলমাত্র গায়ত্রী পাঠ করিবে না, তদ্ব্যতীত তাহার সমস্ত বৈদিকমন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ্য। এমাণ আছে, ‘নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে। শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ ব্যবচ্ছেদে ন জায়তে ॥’

শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অন্যান্য বিধি ব্যবস্থাশ্রকরণে দ্রষ্টব্য। তীর্থশ্রাদ্ধ—তীর্থকৃত্য-শ্রকরণে সাধারণতীর্থকৃত্যে দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রাদ্ধশ্রকরণ সমাপ্ত।

হুতীর অসাহ

তীর্থকৃত্য-প্রকরণ

তীর্থযাত্রাবিধি

তীর্থে গমনোত্তম মৃতপিতৃক পুরুষ প্রথমদিন একাহারী থাকিয়া পরদিনও মুণ্ডিত হইয়া উপবাসী, তৎপরদিন পবিত্রচিত্ত ও সমাহিতমনা হইয়া ভক্তি-পূর্বক গণেশাদিদেবতা, নবগ্রহ, ইষ্টদেবতার পূজা ও প্রণাম করত নান্দীমুখ-প্রাক্ষবিধিতে পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া যথাশক্তি অর্থদানে বিপন্ন ও সাধুপুরুষকে, ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবে। পরে শুভলগ্নে যাত্রা কর্তব্য। তীর্থপ্রাপ্তি হইলে পার্শ্বগণবিধিতে প্রাক্ষ কর্তব্য। আত্মীয়িকপ্রাক্ষে অনুজাদিবাক্যে ‘তীর্থযাত্রাকর্ম্মাত্ম্যদয়ার্থং’ ইহা উল্লেখ্য। তীর্থযাত্রা পদ-ব্রজেই কর্তব্য। পথিমধ্যে কাহারও নিকট কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিতে নাই, কিম্বা আত্মগ্লাধা কর্তব্য নহে। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও নান্দীমুখ-প্রাক্ষ করিবে। অনুজাদি বাক্যে ‘তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তর-স্বগ্রহ-প্রবেশ-কর্ম্মাত্ম্যদয়ার্দয়ার্থং’ উল্লেখ্য। মতান্তরে পার্শ্বগণপ্রাক্ষ বিহিত আছে; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, স্মার্ত্ত কর্ম্মমাত্রের অন্তপ্রাক্ষ আত্মীয়িক বিধানে কর্তব্য, ইহা স্মার্ত্তবচনে প্রতিপাদিত আছে।

সাধারণ তীর্থকৃত্য

তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র তীর্থদর্শন ও তীর্থভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। পরে তীর্থস্থ নদীতে নিম্নোক্ত নিয়মে স্নান করিয়া উপবাসী থাকিয়া পিতৃতর্পণ, পিতৃপ্রাক্ষ, অসামর্থ্যে পিতৃদানমাত্র করিয়া তীর্থদেবতা দর্শন করিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ‘অকালেহপ্যথবা কালে তীর্থপ্রাক্ষং তথা নরৈঃ। প্রাপ্তৈ-রেব সদা কার্য্যং কর্তব্যং পিতৃতর্পণম্। পিতৃদানম্ তচ্ছস্তং পিতৃণাং কাতী-দুলভম্। বিলম্বো নৈব কর্তব্যো নৈব বিঘ্নঃ সমাচরেৎ।’ অর্থাৎ অকালে পার্শ্বগণপ্রাক্ষের মুখ্যকাল অপরাহ্ন ব্যতিরিক্ত সময়ে (কিন্তু রাতি বা প্রভাতে

সূর্যোদয়ানন্তর তিন দণ্ড পর্যন্ত অথবা সারাক্ষর তিন মুহূর্তে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ) বা মুখ্যকালে তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃ-তর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। যেহেতু, ধূলাপারে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি জন্মে ; সুতরাং সহস্র বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়াও উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। যদি পূর্বদিন শ্রাদ্ধের নিষিদ্ধকালে উপস্থিত হয়, তবে নিষিদ্ধ রাক্ষসী বেলাদি পরিত্যাগ করিয়া পরদিন পূর্বাহ্নে তিন দণ্ড পরে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে মুখ্যকাল অপরাহ্নের অপেক্ষা আবশ্যক নহে।

শ্রাদ্ধবিধি।—যথা—যথাযথ ভোজ্য অর্চনা করিয়া দানবাক্য পড়িবে, “অগ্নেত্যাগি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক-পার্কণ বিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সম্বতোপকরণা-মায়ভোজ্যঃ” ইত্যাদি। অনুজ্ঞাবাক্যে—“অগ্নেত্যাগি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত তীর্থপ্রাপ্তি-নিমিত্তক-পার্কণ-বিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে।” অন্ন ও পিণ্ডদানে আমার ব্যবহার কর্তব্য। অগ্নিকোণা-ভিমুখে বসিয়া উক্ত শ্রাদ্ধ করিবে, পিণ্ডদানানন্তর ঐ পিণ্ড তীর্থেই নিক্ষেপ করিবে, জলে বা গোমুখে দাতব্য নহে। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান ও আবাহন কর্তব্য নহে। গৃধ্র, কুকুর, শূদ্র প্রভৃতিদৃষ্ট অন্ন পরিত্যজ্য নহে। অন্ত্যস্ত অনুষ্ঠান শ্রাদ্ধপ্রকরণে স্ব স্ব বেদীয় পার্কণশ্রাদ্ধবিধিতে দ্রষ্টব্য। পার্কণবিধিতে শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষয় হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে পিণ্ডদান করিবে। যথা—স্ব স্ব বেদোক্ত পিণ্ডদাননিয়মে রেখাকরণ, রেখাভ্যক্ষণ, দর্ভান্তরণ, অবনেজনদান ও পিণ্ডদানান্তে “ওঁ পিতা পিতামহৈশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী। মাতামহস্তং পিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ। তেষাং পিণ্ডো. ময়া দত্তো অক্ষয়মুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অতঃপর পিণ্ডশেষদান, লেপদান ও প্রত্যবনেজন দান পূর্বক “ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বম্” ইত্যাদি স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ ও বডজলি মন্ত্র পাঠান্তে বাসস্থান দান করিবে। কৃতাজলিপুটে বলিবে, “ওঁ কৃতৈতৎ সাকং পিণ্ডদানমিদং পরিপূর্ণমস্ত।” (ওঁ অস্ত প্রত্যুত্তর।)

স্নানবিধি।—তৈল মর্দন না করিয়া শুষ্ক অবস্থায় দ্বিবস্ত্র হইয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যান্তে কুশহস্তে আচমন পূর্বক “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেহপ্নিন্ সন্নিধিং কুরু” মন্ত্রে তীর্থাবাহন কর্তব্য সঙ্কল্প

করিবে,—“ও বিষ্ণুরোম্ তৎসমস্ত অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (বা অমুকদাস ইত্যাদি) অমুকতীর্থস্নানফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা পাপক্ষয়কামঃ (তীর্থপ্রাপ্তার্থঃ) অমুকনচাং স্নানমহং করিষ্যে।” সঙ্কল্পান্তে অবৈদ্যোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া জলে হস্তপ্রমাণ চতুরশ্চ স্থান মাগিয়া “ও বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপুজিতা। পাহি নম্বেনসন্তস্মাদাজন্মমরণাস্তিকাং। তিস্রঃ কোটোহর্দ্ধকোটি চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যস্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহুবি। নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। বৃন্দা পৃথ্বী চ স্নুতগা বিশ্বকায়ী শিবা সিতা। বিষ্ণাধরী সূত্রসয়া তথা লোকপ্রসাদিনী। কমা চ জাহুবী চৈব শাস্তা শাস্তিপ্রদায়িনী। এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্তয়েৎ। তবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।” মন্ত্রে ঐ জলে গঙ্গাদেবীকে আবাহন করিয়া “ও নমো নারায়ণায়” মন্ত্র সপ্তবার পাঠ পূর্বক অভিমন্ত্রণ করত জলাঞ্জলি লইয়া তিনবার মস্তকে দিবে। পরে মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া মস্তকাদি সকল গাত্রে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং বন্ধ্যা হৃদতং কৃতম্। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা। আকৃত্য মম গাত্ৰাণি সর্বং পাপং প্রমোচয়। নমন্তে সর্বভূতানাং (পুণ্ডরীকাক্ষ) প্রভবাবিণি সূত্রতে।” পরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাচ্ছিন্ন অঙ্গুলী দ্বারা রুদ্ধ করিয়া তিনবার ডুব দিবে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে স্নানমন্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়। যে কোনও তীর্থে স্নানকালে প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে বিশেষ মন্ত্র পাঠানন্তর স্নান কর্তব্য। তীর্থে তিলতর্পণে বারদোষ গ্রাহ্য নহে। স্নানান্তে স্ব স্ব বেদোক্ত তর্পণবিধির নিয়মে তর্পণ করিয়া শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান করিবে। তীর্থদেবতার পূজা তৎপূজামন্ত্রে অহুষ্ঠান করিতে হয়। পূজাপ্রণালী পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। তীর্থপ্রাপ্তি হইলে মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়। কিন্তু স্নান, গঙ্গা, বিরজা, বিশালার মুণ্ডন ও উপবাস নিষিদ্ধ। অন্ত্যস্ত তীর্থকার্য্য সেই সেই তীর্থপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। কোন এক বৎসরে একবার তীর্থে যাইয়া সেই বৎসর পূর্ণ হইবার দুই মাস পূর্বে যদি কেহ তীর্থে পুনরাগমন করে, তবে তাহার মুণ্ডন ও উপবাসাদি সমস্তই পুনঃ কর্তব্য। কিন্তু তৎপূর্বে গমনকারীর মুণ্ডন ও উপবাস আর করিতে হয় না, শ্রাদ্ধ করিতে কোন বাধা নাই।

গম্মাপ্রাচীর—গম্মাপ্রাচীরের উৎপত্তি

পুরাকালে গম্ম নামক এক পরম বৈষ্ণব অমুর উৎকট ভগ্ন্যায় রত থাকিলে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হন, ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া গম্মাসুরকে স্তোত্রকাক্যে সন্তুষ্ট করত তাহাকে জিহুবনমধ্যে সকল দেব, দেবী, যাগ, যজ্ঞ, যোগী, ব্রাহ্মণ, তীর্থ প্রভৃতি সকল পবিত্র বস্তু হইতে পবিত্র-দেহ হইবার বর দান করিলেন। পরে গম্মাসুর জিহুবন পর্যাটন করিয়া সমস্ত পাপী উদ্ধার করিতে লাগিল, প্রেতপুরী শূন্য হইল। পুনশ্চ দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর আদেশে গম্মাসুরের নিকট যজ্ঞার্থ দেহ প্রার্থনা করিয়া তাহাকে মোহিত করত পৃথিবীতে পাতিত করিলেন ও তাহার নিশ্চলভাবে অবস্থানার্থ মস্তকে প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত করিলেন। তথাপি গম্মাসুর প্রস্তরখণ্ড সহ চলিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মা ও দেবগণ তদুপরি আরোহণ করিলেন ; কিন্তু গম্মাসুর গমন হইতে বিরত হইল না। অগত্যা ব্রহ্মা নারায়ণের শরণাগত হইলে ভগবান্ গদাহস্তে গম্মাসুরের মস্তকে পদস্থাপন করিলেন, তদবধি গম্মাসুর নিশ্চল রহিল ও সেই স্থান গম্মাসুরের দেহে অতি পবিত্র হইল। পরে গম্মাসুরের শরীরোপরি ব্রহ্মর্ষিগণ আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বাসার্থ গৃহাদি দান করিয়াছিলেন, এই জন্ত গম্মাব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে তীর্থযাত্রীর পূজ্য। গম্মাসুরের শরীর আড়াই ক্রোশব্যাপী, তাহাই গম্মা নামে প্রসিদ্ধ, গম্মাক্ষেত্র পঞ্চকোশ ও গম্মাশির এককোশব্যাপী।

গম্মাপ্রাচীরের অধিকারি-মিল্লপণ

ও ভৎ প্রয়োজনকথন

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারাি গম্মাপ্রাচীরে প্রধান অধিকারী, তদ্ব্যতীত সকলেই গোণাধিকারী। ঋণদাতা স্বজাতি না হইলেও ঋণগ্রহীতা তাহার উদ্দেশে গম্মাপ্রাচীর করিতে পারে। গম্মাতীর্থে সকলেই সকলের প্রাচীর করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। কেবল জীবৎপিতৃক ব্যক্তির গম্মাপ্রাচীরে অধিকার নাই। যে ব্যক্তি মাতৃহীন, কিন্তু জীবৎপিতৃক, সে যদি অন্য কোন কার্যব্যপদেশে গম্মায় গমন করে, তাহা হইলে অষ্টষ্টকা প্রাচীর তুল্য মাতৃপার্কণমাত্র করিতে পারে। মাতা জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন,

জীবৎপিতৃক ব্যক্তি মৃত-পিতামহাদির উদ্দেশে পার্শ্ববিধিক শ্রাদ্ধ করিতে পারে। গম্মাশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসিগণের অধিকার নাই, কারণ, তাহারা সৰ্ব্বকৰ্মত্যাগী, কিন্তু তাহারা প্রণবোপাসনাবৎ বিষ্ণুগদাদি শ্রাদ্ধস্থলে দণ্ডমাত্র স্পর্শ করাইবে, পরন্তু শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি করিবে না। পুত্রবতী স্ত্রী গম্মাশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। কোন কোন মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, অল্পপনীত ব্যক্তি গম্মাশ্রাদ্ধ করিতে পারে। সকল কালেই গম্মাশ্রাদ্ধের বিধি আছে, ইহাতে মলমাস বা সিংহস্থ বৃহস্পতি, জন্মদিন বা গুরু-শুক্লের উদয়াস্তনিবন্ধন অকালদোষ হয় না। যদি কোনও ব্যক্তি গম্মাশ্রাদ্ধ করিতে উত্তত হইয়া দৈববশতঃ কৃত্যশৌচী হইলেন, তথাপি তিনি গম্মাশ্রাদ্ধ হইতে বিরত হইবেন না। রক্তপাত হইলেও তিনি পবিত্র ও কৰ্ম্মাধিকারী।

সৌর চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ ও ফাল্গুন মাসে গম্মাশ্রাদ্ধ অতি প্রশস্ত। তীর্থমাতেই উপস্থিত হইলে পূর্বাহ্নে উপবাস ও মূগুন বিহিত। কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিরজা, বিশালা ও গম্মা ক্ষেত্রে বিহিত নহে। সংক্রান্তি-প্রভৃতিতে, অপরপক্ষের চতুর্থী অবধি অমাবস্তা যাবৎ দ্বাদশ তিথিতে, সৌর মাঘে এবং গ্রহণে গম্মাশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অশেষফলভাগী হইয়া থাকে। গম্মায় বৃষোৎসর্গকারী ব্যক্তি একবিংশতি কুল উদ্ধার করে।

সংক্রান্তিদিবসে শ্রাদ্ধ করিলে অনুজ্ঞাবাক্যে সৌরমাস ও তত্তৎসংক্রান্তির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; অপরপক্ষে গৌণচান্দ্রমাস এবং মকরস্থ রবিতে সৌরমাস ও রবিরানিহিত উল্লেখ করিতে হয়। সূর্যগ্রহণকালে মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করিয়া ‘রাহ-গ্রহণে দিবাকরে’ এবং চন্দ্রগ্রহণসময়ে ‘রাহগ্রহণে নিশাকরে’ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন হয় নাই, তাহার প্রথম বৎসরে গম্মাশ্রাদ্ধ করিতে নাই এবং যে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহারও প্রথম বৎসরে গম্মাশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি অন্ত কোন কার্যব্যপদেশে গম্মায় গমন হয় এবং পুনরায় গমনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ভক্তিমান্ পুত্র হইলে গম্মাশ্রাদ্ধ করিতে পারে। বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গম্মাশ্রাদ্ধ করিলে দেবতাসংস্কারক একটি পার্শ্ব করিয়া তৎপরে গম্মাশ্রাদ্ধ করিবে। এই পার্শ্বই তত্তিশ্রাদ্ধ বলিয়া কীৰ্ত্তিত। ফল কথা, যেমন বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে মাসিকসমূহের অপকর্ষ হয়, তদ্রূপ বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গম্মাশ্রাদ্ধ করিলেও অপকর্ষ করিতে হইবে। কোনরূপ দুর্নিমিত্ত বশতঃ বাহাদের মৃত্যু ঘটে, বাহারা মহাপাতকী এবং বাহারা আশ্রয়ভী,

সংবৎসরান্তে নারায়ণবলি প্রদান করিয়া তাহাদের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধমতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, সামবেদিগণ গয়াতীর্থে বড়দৈবত পার্শ্বণবিধিক শ্রাদ্ধ এবং যজুর্বেদিগণ নবদৈবত পার্শ্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। দেশ-কুলাচারানুসারে উত্তরবেদীরের পক্ষে দ্বাদশদৈবত * শ্রাদ্ধেরও প্রথা চলিত আছে। মতান্তরে গয়াতীর্থে সামগেতর ব্রাহ্মণগণ মাতৃশ্রাদ্ধ পিতৃশ্রাদ্ধান্তে পৃথকভাবে করিবেন। পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্বিধিবিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম, তিনি সকলের উদ্দেশেই কেবলমাত্র পিও প্রদান করিতে পারেন। মুষ্টিপরিমাণ অথবা শমীপত্রপরিমাণ পিও প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমযাত্রাতে বাহাদিগের প্রেতস্ব-দূরীকরণার্থ প্রেতশিলাতে পিওপ্রদান ও নূতন ভাণ্ড ভঞ্জন করিবে, ‘দ্বিতীয়াত্রে আর তাহাদের অন্ত সেরূপ করিতে হয় না: কিন্তু প্রথমযাত্রার পর বাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের অন্ত এই বিধি অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য সকল তীর্থযাত্রাতেই একরূপ।

গয়ামাহাত্ম্য

“গয়ায়াং ধর্মপৃষ্ঠে চ সদসি ব্রহ্মণস্তথা। গয়াশীর্ষেহক্ষয়বটে পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্। ধর্মারণ্যং ধর্মপৃষ্ঠং ধেনুকারণ্যমেব চ। দৃষ্টেতানি পিতৃশ্চার্য্য বংশান্ বিংশতিমুদ্বরেৎ ॥ গয়ায়াং ন হি তৎ কেন্দ্রং যত্র তীর্থং ন বিচ্যতে। সান্নিধ্যং সর্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততো বরম্ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধ্যং গোগৃহে মরণেন কিম্। বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রো গয়াং ব্রজেৎ। গয়াশিরসি বঃ পিতৃণাং বেষাং নাম্না তু নির্বপেৎ। নরকস্থা দিবং যাস্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাগ্নয়ুঃ ॥ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যত্বেপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ ॥”

গয়ায় সকল স্থানই তীর্থ। একত্র সর্বতীর্থ মিলিত হইলেও গয়াতীর্থকে অতিক্রম করিতে পারে না। জীব যাবজ্জীবন ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া কি আর

* বড়দৈবত—পিতা, পিতামহ, অপিতামহ, মাতামহ, অমাতামহ, বৃদ্ধঅমাতামহ, উহাদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ, তাহাই বড়দৈবত। নবদৈবত—পিতা, পিতামহ, অপিতামহ, মাতা, পিতামহী, অপিতামহী, মাতামহ, অমাতামহ, বৃদ্ধঅমাতামহ, ইহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের নাম নবদৈবত। দ্বাদশদৈবত—পিতা, পিতামহ, অপিতামহ, মাতা, পিতামহী, অপিতামহী, মাতামহ, অমাতামহ, বৃদ্ধঅমাতামহ, মাতামহী, অমাতামহী, বৃদ্ধঅমাতামহী, ইহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকে দ্বাদশদৈবত বলে।

করিতে পারিয়াছে। গোত্রঃহ মরণ হইলেই বা কি? কুরুক্ষেত্রবাসে কি কললাভ হইতে পারে? যদি পুত্র গম্মার যাইয়া পিণ্ডদান করে, সে কল সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি বাহার বাহার নামোল্লেখ করিয়া গম্মারের মস্তকে পিণ্ডদান করিবে, সে সকল ব্যক্তি নরকস্থ হইলেও স্বর্গে গমন করে ও স্বর্গস্থ থাকিলে মুক্তি লাভ করে। মনুষ্য বহু পুত্র কামনা করিবে, কেন না, যদি তন্মধ্যে একটিও গম্মার যায়। এ বিষয়ে একটি কাহিনী আছে যে, পুরাকালে কোনও বণিক গম্মার যাইয়া প্রথমতঃ প্রেতনামের সহিত যমরাজের নাম উল্লেখ করিয়া গম্মারের মস্তকে পিণ্ডদান করে, পশ্চাৎ নিজ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান পূর্বক নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। গম্মারাজের কলে যমরাজ সকল নারকী প্রেতের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

নান্নাক্ষণাবলি

যে কোন মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথিতে সামান্তপূজাপদ্ধতির প্রণালীতে বিষ্ণু, ব্রহ্ম ও বৈবস্বতের অর্চনা করিয়া হৃদয়ে বিষ্ণুস্মরণ ও তাঁহাকে আনয়ন করত মৃত মহাপাপী, আত্মঘাতী প্রভৃতির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া দক্ষিণাঙ্গে উপবেশন করিবে, তৎপরে কুশোপরি মৃত-মধু-তিল-সম্বিত দশটি পিণ্ড সমর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর ধূপ-দীপ ও ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা অর্চনা করিয়া নদীজলে পিণ্ডগুলি ফেলিয়া দিবে। ঐ দিবসে সৎকুলোদ্ভব, বিদ্বান্, তপঃসম্বিত নবসংখ্য, সপ্তসংখ্য অথবা পঞ্চসংখ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে এবং স্বয়ং উপবাসী থাকিবে। তৎপরদিন মধ্যাহ্নকালে পূর্বদিনের জায় বিষ্ণুর অর্চনা করত পিতৃরূপ ভাবনা করিয়া সতিল হবিষ্য ব্যঞ্জন দ্বারা পঞ্চপিণ্ড নির্মাণ করিবে এবং ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও যমের উদ্দেশে চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া মৃতব্যক্তিকে স্মরণ পূর্বক বিষ্ণু নামগ্রহণান্তে পূর্ববৎ পঞ্চম পিণ্ড সমর্পণ করিতে হয়। পরে আশ্রমান্তে দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত সেই মৃতজনকে হৃদয়মধ্যে স্মরণ করিয়া একটি বরোবৃক ব্রাহ্মণকে হিরণ্য, গো, বসন ও ভূমিদান করত তাঁহার সন্তোষবিধান করিবে। বিপ্রগণও হস্তে মূল গ্রহণ করত মৃতব্যক্তির নামগোত্র স্মরণ করত ঐ মৃতের উদ্দেশে তিল-মধু-তিল-জল, মৃত ও গন্ধ প্রদান করিবেন। তদনন্তর মৌনভাবে মিত্র-ভৃত্যাদির সহিত আহার করিতে হয়।

শিঙদান-অন্য

পারস চক্ৰ, শক্ৰ, (ছাত্ৰ), পিষ্টক, তণুল, কল, মূল, তিলকক (খইল),
স্বতাসিত ধণ্ড (খাঁড় গুড়), দধি, অন্ন, মধু ইহাদের যে কোনও একটি দ্বারা
পিণ্ড দিবে ।

পঞ্চায়ত কৰ্ত্তব্য

প্রথম দিনে (গম্বার প্রবেশ করিয়া) কল্যুতীর্থে স্নান, পিতৃতর্পণ ও
শ্রাদ্ধ । ১ । প্রেতশিলায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, শ্রাদ্ধ, ষোড়শ পিণ্ডদান, প্রেতপর্কতে
তিলমিশ্রিত করিয়া শক্ৰ নিক্ষেপ । ২ । পঞ্চতীর্থমধ্যে উত্তর-মানসে স্নান,
পিণ্ডদানসম্বিত শ্রাদ্ধ, সূর্য্যপূজা । ৩ । দক্ষিণ-মানসে উত্তরদিকে উদীচীতীর্থে
স্নান । ৪ । তন্মধ্যে কনখলতীর্থে স্নান । ৫ । তদক্ষিণে দক্ষিণ-মানসে তীর্থ-
জলে স্নান, শ্রাদ্ধ, সূর্য্যপূজা । ৬ । কল্যুতীর্থে স্নান, তর্পণ, সপিণ্ডশ্রাদ্ধ, গদাধর-
দর্শন ও পূজা । ৭ । দ্বিতীয় দিনে ধর্ম্মারণ্যে গমন, ধর্ম্মেশ্বর-প্রণাম, অশ্বখতরু-
প্রণাম । ৮ । মতঙ্গবাণীতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, মতঙ্গেশ্বর-প্রণাম, যুগ ও কুপ-
মধ্যস্থলে শ্রাদ্ধ । ৯ । তৃতীয় দিনে ব্রহ্মসরোবরে স্নান, সপিণ্ড শ্রাদ্ধ,
যুগপ্রদক্ষিণ, ব্রহ্মের প্রণাম । ১০ । গোপ্রচার-সমীপে আশ্রবক্ষে জলসেক,
যম, কুকুর, কাকের উদ্দেশে বলি (পূজোপহার) দান, পুনঃ স্নান । ১২ ।
চতুর্থ দিনে কল্যুতীর্থে স্নানাদি, গম্বাশিরে বিষ্ণুপদদর্শন, স্পর্শন, পূজা, পিণ্ডদান,
শ্রাদ্ধ । ১৩ । রুদ্র, ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নি, গাহপত্য-অগ্নি, আহবনীয়াগ্নি, সত্য-অগ্নি,
আবসথ্য-অগ্নি, শক্ৰ, অগস্ত্য, ক্রৌঞ্চ, মতঙ্গ, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, কল্যুপ ইহা-
দিগের পদে শ্রাদ্ধ । ১৭ । গজকর্ণিকায় তর্পণ । ২৮ । কনকেশ, কেদার, নরসিংহ,
বামন ও ব্রথমার্গের পূজা । ২৯ । পঞ্চম দিনে গদালোলে স্নান, পিণ্ডদানসহ
শ্রাদ্ধ । ৩৩ । অক্ষয় বটে শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মানির্দিষ্ট গম্বাবাসী ব্রাহ্মণগণের পূজা, পুরো-
হিতকে ষোড়শ দান । ৩৪ । গায়ত্রী অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা আচরণ, পিণ্ডদানসহ
শ্রাদ্ধ । ৩৫ । সমুদ্রতীর্থে স্নান, সাবিত্রীর অগ্রে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও পিণ্ডদান । ৩৬ ।
প্রাচী সরস্বতী নদীতে স্নানপূর্ব্বক সায়াহ্ন-সন্ধ্যাচরণ । ৩৭ । বিষ্ণুনা, লেনি,
হান, ভরতাপ্রম নামক রামতীর্থ, পদাক্রিত, মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ গদাধরসমীপ, আকাশ-
গঙ্গা, গিরিকর্ণমুখ এই সকল স্থানে স্নান ও পিণ্ডদান । বৈতরণীতে স্নান, পিণ্ড-
দানসহ শ্রাদ্ধ, গোদান । ৪৬ । স্বতকুল্যা, মধুকুল্যা, দেবিকা নদী, শিলাসকম

ও মধুস্রবা নদীতে স্নান, পিণ্ডদান সহিত শ্রাদ্ধ বা কেবল পিণ্ডদান । ৫০ । দশাশ্বমেধিক, হংসতীর্থে, অমরকণ্টক, কোটিতীর্থে ও কুশ্মিনীকূণ্ডে পিণ্ডদান, মার্কণ্ডেশ্বরের ও কোটিধরের দর্শন এবং প্রণাম । দেবগুহরিনীতে পিতৃ উদ্দেশে ভোজাদি দান, পঙ্কজবনে পাণ্ডুলিয়ার শ্রাদ্ধ, মূখ্যতীর্থে স্নান, তর্পণ, পিণ্ডদান । ৬০ । গয়াকূপে পিণ্ডদান, তাম্বকুটে তাম্ব দ্বারা স্নান, সজমতীর্থে স্নান, ধেনুকারণ্যে পিণ্ডদান, কামধেনুপদে স্নানানন্তর প্রণাম । ৬৪ । শাস্ত্রে উক্ত আছে, কন্তনদী, আদিগয়া, বুদ্ধগয়া, বিষ্ণুপদী, গয়াকোষ্ঠ, গদাধরপাদপদ্ম, ষোড়শী বেদী, অক্ষয় বট, প্রেতশিলা, অচ্ছোদা নদী, পিতৃ-আশ্রম, দেবশ্রম, দানবশ্রম, বক্র, বক্রঃ, সর্প, কিম্বরগণের আশ্রম এই সকল স্থানে স্নান, দান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে উক্ত তীর্থফল পাওয়া যায় ।*

প্রথমদিনকৃত্য

প্রথমতঃ যজ্ঞতীর্থে উপস্থিত হইয়া সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মানুসারে তদুক্ত বাবতীয় কৰ্ম সম্পাদন করিতে হয় । উহাতে বৈদিক স্নানে নিম্ন-লিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“অন্তেষ্যাদি সমস্তপিতৃণাং বিষ্ণুলোকাবাগ্নয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তয়ে যজ্ঞতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে ।”

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

চতুর্দিকে হস্তপরিমাণ জল চতুরশ্রভাবে মাপিয়া তথায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে । যথা—“ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপুত্রিতা । পাহি নস্তেন সন্তস্মাদাজন্মমরণাস্তিকাত্ । তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ । দিবি ভুব্যস্তরীক্ষে চ তানি তে সস্তি জাহুবি । নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ । বৃন্দা পৃথ্বী চ সূতগা বিশ্বকামা শিবা সিতা । বিজ্ঞাধরী সূপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী । ক্রমা চ জাহুবী চৈব শাস্তা শাস্তি-প্রদায়িনী । এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীৰ্ত্তয়েৎ । ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥” অতঃপর নিম্নোক্তমন্ত্রে গাত্রে যুক্তিকালেপন করিবে ।

* বর্তমানকালে উক্ত প্রাচীনতীর্থ সুদূর বিদূরপ্রায় হইয়াছে, এ কারণ বর্তমান তীর্থানুসারে তীর্থকৃত্য লিখিত হইল । মনুসংহিতার বৈষ্ণব গুণবিংশতি ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, ইদানীন্তন কালে তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই জন্য প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি ই সকল কার্যে কুশম্বর ব্রাহ্মণই করিবে ।

বখা—“ওঁ অখক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে । যুজ্জিক্বে হর মে পাপং
বস্মরা হৃদ্যতং কৃতম্ । উদ্ভূতানি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা । ওঁ নমস্তে সৰ্ব-
ভূতানাং (পুণ্ডরীকাক) প্রভবারিণি সূত্রতে । আকুহ মম গাত্রাণি সৰ্বং পাপং
প্রমোচয় ।” জ্ঞানমাত্রে এই সকল সাধারণ মন্ত্র পাঠান্তে করষোডে বলিবে—

“ওঁ নমো দেবদেবার শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে ।

রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ ।

সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা গরীয়সী ।

সন্নিধানী ভবস্বত্র তীর্থপাপপ্রণাশিনী ।

ওঁ সাগরস্বননির্বোধ দণ্ডহস্তাসুরাস্তক ।

জগৎস্রষ্টর্জনানর্দিরমামি হ্রাং সুরেশ্বর ।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকাশ কল্লাস্তদহনোপম ।

ভৈরবায় নমস্তস্ত্যমহুজ্জাং দাতুমহসি ॥”

উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া জ্ঞান করিবে, বখা—

“ওঁ কল্বতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি জ্ঞানমাদৃতঃ ।

পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভূক্তি-মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥”

তর্পণ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশীয়গণ “ওঁ অমুকগোত্রাঃ অশ্বৎপিতরঃ অমুক-
দেবশর্মাণঃ এতৎসতিলোদকং তৃপ্যধ্বং ‘স্বধা’ নমঃ” বলিয়া তৎপরে “পিতৃনু-
গ্রীণামি” উচ্চারণ করেন । তীর্থতত্ত্বে লিখিত আছে, পিতৃতর্পণে ‘স্বধা’ বলিবার
পর ‘পিতরং গ্রীণামি’ এবং পিতামহতর্পণান্তে ‘স্বধা’ উচ্চারণের পর ‘পিতা-
মহং গ্রীণামি’ বলিবে, এইরূপ প্রপিতামহাদির তর্পণেও ঐরূপ উচ্চারণ
করিতে হয় । তদনন্তর নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিয়া “ওঁ বিষ্ণবে নমঃ”
মন্ত্রে তীর্থ-দেবতা বিষ্ণুর অর্চনা করিতে হয় । ধ্যান বখা—

“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিভ্রমণ্ডলমধ্যবর্তী,

নারায়ণঃ সরসিজাসনসম্মিষিষ্টঃ ।

কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী

হারী হিরণ্ময়বপুর্ধ্বতশ্চচক্রঃ ॥”

শ্রীক্ষেত্র অনুজ্ঞাবাক্যে “অমুকতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকং” এবং ‘কল্বতীর্থে
প্ৰপিতামহাতীর্থ-প্রাপ্তিনিমিত্তকং শ্রীকৃষ্ণমহং করিষ্যে’ বলিতে হয় । স্মার্তমতানু-
সারে সামবেদিগণ, পিতৃাদি ষড়্‌দৈবত এবং ঋগ্‌বেদী ও যজুর্বেদিগণ নবদৈবত
পার্বণ্যপ্রাক্ক করিবে, পরন্তু দেশকুলাচারানুসারে উত্তরবেদীরাই ষাটদৈবত-প্রাক্ক

করিতে পারে। আশ্বলায়নগৃহে উক্ত আছে, অন্নদানে ‘ওঁ বিষ্ণুদেবা দেবতা ইদমন্নং হবিরন্নং ব্রাহ্মণ আহবনীমার্থে ইন্নং ভূমির্গয়া অন্নং ভোক্তা গদাধর ইদমন্নং ব্রহ্মণে দত্তং সৌবর্ণপাত্রস্থং (পাত্রান্তরসত্ত্বে তন্নাম উল্লেখ্য) অক্ষব্যবটচ্ছায়া ইন্নং’ ইহা পাঠ করিয়া ‘বিষ্ণুভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা’ মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাযথবাক্য পরিবর্তন করিয়া পাঠ করিবে। শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে কেবলমাত্র ঐ সকল পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। শ্রাদ্ধে অথবা পিণ্ডদানমাত্র “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ” ইত্যাদি পিতৃপ্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ পিতা পিতামহৈশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

তৃপ্তিমায়ান্ত পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে ।

মাতামহস্তৎপিতা চ পিতা তস্তাপি তৃপ্যতু ।

দ্বিজানাং তর্পণাক্ষোমাং পিণ্ডদানাচ্চ মে সদা ।

গয়ায়াং যুগপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা ।

গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ।

গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দনঃ ।

তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মূচ্যতে চ ঋণত্ৱয়াং ।

শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দত্ত্বাদ্ গয়াশিরে ।

উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলকৈকোত্তরং শতম্ ॥”

এই মন্ত্রপাঠান্তে নিম্নলিখিত বাক্যে প্রণম করিতে হয়, যথা -

“ওঁ ইদং সাকং কর্ম বিধিবদ্ গয়াশ্রাদ্ধরূপমস্ত ?”

এই প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত “ওঁ অস্ত গয়াশ্রাদ্ধরূপং” এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্তা কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ অন্নভীনঃ ক্রিয়াহীনঃ শ্রদ্ধাহীনঃ দ্বিজোত্তমাঃ ।

শ্রাদ্ধং সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাদ্ ভবতাং মম ॥”

এই প্রার্থনার পর পুরোহিত “ওঁ সম্পূর্ণমস্ত” এই প্রতিবাক্য উচ্চারণ করিবেন। অবশিষ্ট সমস্ত কার্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে হয়। এইরূপে শ্রাদ্ধাদি-সমাধান্তে পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্যপত্ন্যাতির সম্বন্ধপদ উল্লেখ করত সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধবিধানে প্রত্যেকের উদ্দেশে একোন্নিবিধিক শ্রাদ্ধ করিতে

হয়। প্রাচ্যে অক্ষয় হইলে সৰ্ব্বদা উল্লেখ করত সৰ্ব্বদা সামান্ততীর্থপদ্ধতির লিখিত পিণ্ডদাননিয়মানুসারে সাংবৎসরিকপ্রাচ্যবিহিত পিণ্ডদানবিধি দ্বারা কেবল পিণ্ডদান করিবে। তৎপরে ষোড়শপিণ্ডদানাঙ্কে মাতৃষোড়শীও কর্তব্য। এই সমস্ত ব্যতীত অন্যান্য কার্য সকলই সামান্ততীর্থপদ্ধতির তুল্য। *

দ্বিতীয়দিনকৃত্য—প্রৈতপৰ্বতকৃত্য।

দ্বিতীয় দিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে গম্বার বায়ু-কোণস্থিত প্রৈতপৰ্বতে গিয়া পৰ্বতের মূলদেশে ঈশানকোণসংস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে দেশকাল কীর্তন পূর্বক পিতৃগণের সম্ভাবিত প্রৈতঘনাশ পূর্বক শাখত ব্রহ্ম লোকপ্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিবে। তদনন্তর স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। পরে প্রাচ্যানুষ্ঠানার্থ জগগ্রহণ পূর্বক পৰ্বতারোহণ করিবে এবং স্বর্ণরেখাঙ্কিত শিলার নিকট গিয়া পূর্বকামনাতে সঙ্কল্পকরণান্তে যথাবিধি প্রাচ্যাদি করিবে। অগ্রে স্ববেদোক্ত পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা প্রাচ্যস্থল অভ্যক্ষণ করিবে। তদনন্তর তথায় পাতিতবামজাহ্নু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাংশে উপবেশন পূর্বক আচমন, প্রাণায়াম এবং পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ ও তদীয় অর্চনা করিয়া কুশবাবি দ্বারা প্রাচ্য সামগ্রী সমুদয় অভ্যক্ষণ করিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কবযোড়ে পিতৃগণের আবাহন করিবে, যথা—

“ওঁ কব্যবালোহনলঃ সোমো ষমশ্চৈবাব্যমা তথা।

অগ্নিষাত্রা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।

আগচ্ছন্ত মহাভাগা যুস্মাতী বক্ষিতাস্বিহ।

মদীয়াঃ পিতরো য়ে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ।

তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোহস্মি গয়ামিহাম্।

তে সর্কে তৃপ্তিমায়ান্ত প্রাচেনানেন শাখতীম্ ॥”

এইরূপে আবাহন করিয়া “ওঁ পিতৃাদিত্যো নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করত প্রথমদিবসে যাহাদের প্রাচ্য উক্ত হইরাছে, তৎসমস্ত প্রাচ্যযোগ্য পিতৃাদির প্রথমদিনসদৃশ স্ব স্ব পার্শ্ববিধান দ্বারা পার্শ্বপ্রাচ্যের অনুষ্ঠান করিবে।

* অতঃপর যে সকল দিনে যে সব কৃত্য লিখিত হইবে, তাহা বর্তমান কালে তীর্থের ব্যবস্থা বা অবস্থানসারে জানিবে। কিন্তু যে দিনে যাহা প্রকৃত কর্তব্য, তাহা ‘পর্যায় কর্তব্য’মধ্যে জ্ঞেয়।

শ্রাদ্ধস্থানে অক্ষয় হইলেও শ্রাদ্ধে বেরণ কামনা উক্ত হইয়াছে, তদুপ কামনাতে সঙ্কল্পান্তে পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধস্থল অভ্যক্ষণ হইতে পিতৃ-অর্চনা বাবৎ নিখিল কৰ্ম পূৰ্ব্ববৎ সম্পাদন করিবে। পরে স্ব স্ব পার্শ্বগোষ্ঠ পিণ্ডদান-বিধানে 'যে চাত্র তেতি' মন্ত্র পরিহার পূৰ্ব্বক স্বধা উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধোচিত পূৰ্ব্বকথিত তাবৎ পুরুষের পিণ্ডদান মাত্র করিবে। তদনন্তর "ও পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা পিতৃপ্রণামান্তে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাব-ধারণ করিতে হয়। তৎপরে পূৰ্ব্বকৃত্য পঞ্চগব্য দ্বারা তীর্থস্থল-শোধনাদি পিতৃ-অর্চনাস্ত কার্য সম্পাদনান্তে কুশাস্তবণ কবত নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐ আদৃত কুশোপরি জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, যথা—

“ও আত্রক্ষস্তম্পর্য্যস্তং দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্কে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ।

অতীতকূলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।

আত্রক্ষভুবনাল্লোকাদিদমন্ত তিলোদকম্ ॥”

এই মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি দিয়া তিল-দধি-মধু-জলসম্মিশ্রিত শঙ্কু-(ছাতু) নির্মিত মুষ্টিপ্রমাণ একটি পিণ্ড মিলিত পিত্রাদি দ্বাদশ পুরুষকে অর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও পিতা পিতামহৈশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।

মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী।

মাতামহস্তপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ।

তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয়মুপতিষ্ঠতাম্ ॥”

এই প্রকারে দ্বাদশপুরুষকে পিণ্ড দিয়া পূৰ্ব্বদিনবৎ পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্য-পত্ন্যাতির উদ্দেশে শ্রাদ্ধস্থান বা পিণ্ডদান করত দক্ষিণান্তে উপবেশন পূৰ্ব্বক ষোড়শপিণ্ড দান করিবে এবং তদক্ষিপে বসিয়া মাতৃষোড়শী করিতে হয়। পুত্রার্থী ব্যক্তি নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্রতি বা স্বয়ম্।

তন্ত কাশ্রপগোত্রস্ত বায়ুরপস্ত দেহিনঃ।

প্রৈতস্তোদ্ধারবিষয়ে তন্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১ ॥

ও যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্রতি বা স্বয়ম্।

তন্ত প্রৈতস্ত দত্তোহত্র পিণ্ডোহরমুপতিষ্ঠতু ॥ ২ ॥

ওঁ যো মে প্রজাঃ নাশয়তি জীবো নশতি বা স্বয়ম্ ।

বিষ্ণুরূপঃ স লভতাং তাং বা পিতৃপর্ণাহতিঃ ।

তস্ত কান্তপগোত্রস্ত বায়ুরূপস্ত দেহিনঃ ।

অয়ং পিতৃণা ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম ॥ ৩ ॥

ওঁ ইমং তিলময়ং পিতৃং মধুসর্পিঃসমন্বিতম্ ।

দদামি তস্মৈ প্রেতার যঃ পীড়াং কুরুতে মম ॥ ৪ ॥”

উপরিলিখিত মন্ত্রে পিতৃচতুষ্টয় প্রদান পূর্বক পিতৃপ্রণামকরণান্তে “ওঁ পিতৃাদয়ঃ ক্ষমধ্বং” বলিয়া বিসর্জন করিবে। এই প্রকারে শ্রাদ্ধাদি নিশ্চাদন পূর্বক আচমনান্তে পূর্বাভিমুখে করপুটে ব্রহ্মাদিকে মনে মনে আবাহন করত নিম্নলিখিত মন্ত্র শ্রবণ করাইবে, যথা—

“ওঁ সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা ।

ময়া গয়াং সমাসাত্ত পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥

আগতোহস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্যো গদাধর ।

স্বমেব সাক্ষী ভগবন্নৃণোহহমুণত্রয়াং ॥”

এই প্রেতপর্কতশ্রাদ্ধবিধি গয়ার প্রত্যেক তীর্থে অনুষ্ঠিত হইবে। তদনন্তর মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা পিতৃাদিগত-প্রেতদ্বিষ্মুক্তি-স্বগত-প্রেতদ্বাভাবকামঃ প্রেত-পর্কতে তিলমিশ্রিতশক্তুনিক্ষেপং সতিলজলাঞ্জলিদানঞ্চ অহং করিষ্যে ।”

এইরূপে সঙ্কল্পান্তে দক্ষিণাশ্র হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলমিশ্রিত শক্ত নিক্ষেপ করিবে, যথা—

“ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম ।

তে সর্ব্বে তৃপ্তিমারান্ত শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ ॥”

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক পর্কত হইতে অবতরণ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ আত্রক্ষত্বপর্ব্যস্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমারান্ত সর্ব্বশঃ ॥”

এই মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি দিয়া পর্কত হইতে অবতরণ পূর্বক গয়ার উত্তর-ভাগে মহানদীর পশ্চিমতীরবর্তী প্রেতশিলাতে গমন করিবে।

প্রৈতশিলাকৃত্য ।

প্রথমে পাদশৌচাদি করিয়া দেশকালকীর্তন করত সঙ্কল্প করিবে । প্রৈত-পৰ্ব্বত শ্রাদ্ধে বেক্লপ সঙ্কল্প লিখিত আছে, সেই নিয়মে সঙ্কল্প করিতে হয় । তদনন্তর প্রৈতপৰ্ব্বতে যে নিয়মে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সেই প্রণালীতে শ্রাদ্ধ করিয়া আচারানুসারে নূতন ভাণ্ড ভঞ্জন করিবে । তৎপরে প্রৈতশিলার অধোভাগস্থ প্রভাসাদ্রিসংলগ্ন মহানদীতে যে রামতীর্থখ্য প্রথিত প্রভাসহ্রদ আছে, তথায় গমনপূর্বক নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প কবিবে, যথা—

“ওমন্তেত্যাদি জন্মান্তরকৃত-দুষ্কৃতবিনাশকামো রামতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে ‘ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি’ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠান্তে করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে, যথা—

“ওঁ জন্মান্তরশতং সাগ্রং বন্ধ্যয়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ।

তৎ সর্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেকানাং ॥”

এই মন্ত্রপাঠান্তে স্নান ও তর্পণ করিবে । তৎপরে দেশকাল কীর্তন পূর্বক “বিষ্ণুলোকগমনকাম” ইত্যাদিরূপ সঙ্কল্প কবত প্রৈতপৰ্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদির অমুষ্ঠান করিয়া স্বগতপাপনাশকামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামনমস্কার করিবে, যথা—

“ওঁ রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়কর ।

ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্বতু পাতকম্ ॥”

তদনন্তর প্রৈতলোকেশ্বর ও প্রভাসেশ্বর এই উভয়কে নমস্কার করত মানস, বাচিক, কারিক বা কৰ্ম্মজ পাতকনাশ কামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রভাসেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ আপস্বমসি দেবেশ জ্যোতিষাম্পতিরেব চ ।

পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্-কায়-কৰ্ম্মজম্ ॥”

তৎপরে পিতৃমুক্তিকামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

“ওঁ যমরাজ-ধর্ম্মরাজো নিশ্চলার্থঃ হি সংস্থিতৌ ।

তাভ্যাং বলিং প্রদাতামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥”

এই মন্ত্রে অমুচ্চা গইয়া পাতিতদক্ষিণজাহ্নু, উত্তরাস্ত ও প্রকৃতোত্তরীর হইয়া মিত্রোক্তমন্ত্রে যমধর্ম্মরাজবলি প্রদান করিবে, যথা—

“এব কুশতিলজম্মিপ্রিতৌ বলিঃ ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজাভ্যাং নমঃ ।”

তৎপরে প্রত্যাসক্তির দক্ষিণদিগ্ভাগস্থ প্রেতশিলার জম্বাদেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুকুরবলি প্রদান করিবে, যথা—

“ওঁ ধৌ ঞানৌ শ্রামধবলৌ বৈবস্বতকুলোডবৌ ।

ভাত্যাং বলিঃ প্রদাত্তামি রশ্বেতাং পথি সৰ্ব্বথা ॥

এষ বলিঃ ওঁ ষমরাজধর্মরাজাহুচরাভ্যাং স্বভ্যাং নমঃ ॥”

যে সকল কর্ম্মাহুষ্ঠানের বিষয় লিখিত হইল, ইহার মধ্যে কুকুরাদি বলি প্রদান না করিলে গম্মাশ্রাদ্ধ বিফল হইয়া যায় ।

তৃতীয়দিনকৃত্য ।

তৎপরদিন ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্বক উত্তরমানসে গমন করিবে । তথায় মন্ত্রে তীর্থজল নিক্ষেপ করত নিম্নলিখিত প্রণালীতে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা আশ্বত্থক্লি-সূর্যালোকাদিপ্রাপ্তি-পিতৃমুক্তিকাম উত্তরমানসে
স্নানমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সঙ্কল্প করত মজ্জনের পূর্বে সাধারণ তীর্থকৃত্যে লিখিত মন্ত্রপাঠান্ত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান-তর্পণ করিবে । মন্ত্র যথা—

“ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাবিশুদ্ধয়ে ।

সূর্যালোকাদি-সংসিদ্ধি-সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে ॥”

তদনন্তর দেশকালকীর্তন ও পিতৃগণের অক্ষয়হৃষ্টিকামনাতে সঙ্কল্প, প্রেতপর্কতোক্তশ্রাদ্ধলিখিত নিয়মে শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান, এই সকল সম্পাদন পূর্বক পিতৃাদির সূর্যালোকপ্রাপ্তিকামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে উত্তরার্কেয় নমস্কার ও পূজা করিবে, যথা—

“ওঁ নমো ভগবতে ভক্তে সৌম-ভৌম জ-রুগিণে ।

জীব-ভার্গব-সৌরেষ-রাহু কেতুশ্বরুগিণে ॥”

অনন্তর তথা হইতে দক্ষিণমানসাস্তর্গত উত্তরদিকস্থিত উদীচীতীর্থে গিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা আশ্বত্থক্লি-সূর্যালোকাদিপ্রাপ্তি-ব্রহ্মহত্যা-পাপসমূহনাশকামঃ
পিতৃমুক্তিকামো বা উদীচীতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে ।”

সঙ্কল্পান্তে মঙ্গলেন পূর্বে সাধারণ জ্ঞানমন্ত্র পাঠ করিয়া করগুটে নিম্ন-
লিখিত মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি জ্ঞান ও তর্পণ করিবে, যথা—

“ও ব্রহ্মহত্যাদিপাপৌষ-বাতনায় বিমুক্তয়ে ।

দিবাকর করোমৌহ জ্ঞানং দক্ষিণমানসে ॥”

তৎপরে দেশকালকীর্তন ও পিতৃমুক্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রেতপর্ক-
তোক্তপ্রাক্রবিধি অনুসারে প্রাদ্বাদি সম্পাদন করিবে। এইরূপ দক্ষিণমান-
সাস্তভূত কনখলতীর্থে ও তদন্তভূক্ত দক্ষিণমানসে উদীচীতীর্থবৎ কক্ষাছুষ্ঠান
করিতে হয়। তদনন্তর পিতৃগততৃপ্তি-তরণ স্বগত-পুল্ল-পৌল্ল-ধনৈশ্বর্য্য-আয়ু-
রোগ্যবৃদ্ধি-কামনাতে মৌনভাবে দক্ষিণার্কে প্রণাম ও অর্চনা করিবে।
মন্ত্র যথা—

“ও নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ ।

পুল্লপৌল্লধনৈশ্বর্য্যায়ু-রোগ্যবৃদ্ধয়ে ॥”

মৌনভাবে অর্চনা করিতে হয়, এই জন্ত ইহার নাম মৌনার্ক। তৎপরে
দক্ষিণমানসে দ্বিতীয়দিনকৃত্যোক্ত ‘ও কব্যবাল’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত
গদাধরের পূর্বদিকস্থিত সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ফলতীর্থে গমন করিবে। তথায় নিম্ন-
লিখিতরূপে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা পিতৃণাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তয়ে আয়নশ্চ ভুক্তি-মুক্তিসিদ্ধয়ে ফল-
তীর্থে জ্ঞানমহং করিষ্যে ।”

সঙ্কল্পান্তে ডুব দিবার অগ্রে প্রকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত
“ও ফলতীর্থে বিষ্ণুজলে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে যথাবিধি জ্ঞান
ও তর্পণ করিতে হয়। অনন্তর দেশকালকীর্তন পূর্বক পিতৃগণেব মোক্ষ-
প্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রেতপর্কতোক্ত প্রাক্রবিধি অনুসারে প্রাদ্বাদি
সম্পাদন করিবে। ইহারই নাম পঞ্চতীর্থকৃত্য। তদনন্তর মধুশ্রবার দক্ষিণ-
কূলবর্তী পিতা মহেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও নমঃ শিবায় দেবায় ঈশানপুরুষায় চ ।

অঘোর বামদেবায় সন্তোজাতায় শস্তবে ॥”

তৎপরে পুনর্বার ফলতীর্থে গদাধরপূজা জ্ঞান ও তর্পণ সম্পাদন পূর্বক
পিতৃগণ সহ স্বীয় বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিকামনায় গদাধরকে দর্শন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে
প্রণাম ও অর্চনা করিবে, যথা—

“ও নমো বাসুদেবার নমঃ সৰ্ব্বণার চ ।

প্রহ্মায়ানিরুদ্ধার ত্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥”

অনন্তর পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনার পুনরায় পঞ্চতীর্থে স্নান-তর্পণ করত গদাধরসমীপে গমন করিবে এবং অষ্টোত্তরশত-পলপরিমাণ দুগ্ধ, দধি, স্কৃত, মধু ও শর্করা দ্বারা গদাধরকে স্নান করাইয়া পুষ্প ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অর্চনা করিবে । এই সকল কর্মের মধ্যে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করান অত্যা-বশ্যক, তাহা না করিলে প্রত্যাবায় ঘটে অর্থাৎ গরাশ্রাদ্ধ বিফল হয় । অন্ত্যস্ত ক্রিয়া যথাশক্তি করিতে পারে ।

চতুর্থদিনকৃত্য ।

চতুর্থদিবসে কল্পতীর্থে যথাবিধি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে । তথায় সর্বপাপবিশুদ্ধিকামনার সঙ্কল্প করিয়া তত্রত্য মতঙ্গবাণীতে স্নান-তর্পণ সমাধা করত দেশকাল-কীর্ত্তন ও পিতৃ-উদ্ধারকামনার প্রেতপর্ক-তোক্ত শ্রাদ্ধ অনুসারে শ্রাদ্ধাদিব অনুষ্ঠান করিবে । তৎপরে মতঙ্গবাণীর উদরদিক্স্থ মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও প্রমাণং দেবতাঃ সন্ত লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ ।

ময়াগত্য মতঙ্গেশ্বিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃত্য ॥”

তদনন্তর ব্রহ্মতীর্থাখ্য ব্রহ্মকূপে গমন পূর্বক দেশকালকীর্ত্তন ও পিতৃ-উদ্ধার-কামনার সঙ্কল্প করিয়া যথাবিধি স্নান-তর্পণ এবং প্রেতপর্কতোক্ত শ্রাদ্ধ-বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে । তৎপরে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে প্রণাম করত মহা অশ্বখতরুর অধোভাগে স্থায় স্বর্গকামনার প্রেতপর্কতশ্রাদ্ধ-লিখিত বিধানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অশ্বখবৃক্ষকে নমস্কার করিবে, যথা—

“ও চলদলার বৃক্ষায় সর্বদা স্থিতিহেতবে ।

বোধি-সত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বখায় নমো নমঃ ॥”

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

“ও অশ্বখ বস্মাভ্রস্মি বৃক্ষরাজ নারায়ণতিষ্ঠতি সর্বকালম্ ।

অতঃ শুভং সততঃ তরুণাং যন্তোহসি দুঃস্বপ্ন-বিনাশনোহপি ॥”

পূর্বে মতঙ্গবাণীর অগ্রিকোণে ব্রহ্মকূপ বিস্তৃতি ছিল, অধুনা তথায় বটবৃক্ষমাত্র নিদর্শন দৃষ্ট হয়, অগত্যা তথায় স্নানাদি অসম্ভব।

পঞ্চমদিনকৃত্য।

পঞ্চমদিবসে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক ব্রহ্মসরো-
বরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা ঋণত্রয়-বিমুক্তিকাম আশ্রয়ত্বিকামো বা ব্রহ্মসরসি স্নানমহং
করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে দুই দিবার অগ্রে প্রকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করত যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিবে, যথা—

“ও স্নানং করোমি তীর্থেহস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে।

শ্রাদ্ধায় পিতৃদানায় তর্পণায়াত্মশুদ্ধয়ে ॥”

তৎপরে দেশকালকীর্তন পূর্বক পিতৃলোকের ব্রহ্মধামপ্রাপ্তি-কামনায় সঙ্কল্প
করিয়া ব্রহ্মসরোবরে ব্রহ্মযুগসমীপে অথবা পিতৃতারণকামনাতে ব্রহ্মকূপ ও
ব্রহ্মযুগের মধ্যভাগে প্রেতপর্বতভোক্ত শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন
করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা পিতৃমোক্ষকামো ব্রহ্মকলিতাত্মশেচনমহং করিষ্যে।”

পরে কুশযুক্ত ব্রহ্মসরোররজল দ্বারা গোত্রচারসমীপস্থ আশ্রবৃক্ষসমূহকে
শেচন করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও আশ্রবঃ ব্রহ্মসরোভূতঃ সর্বদেঃময়ঃ তরুণঃ।

বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাঞ্চ বিমুক্তয়ে ॥”

তদনন্তর বাজপেয়-কলসমকল-প্রাপ্তিকামনাতে ব্রহ্মযুগ প্রদক্ষিণ করিয়া
পিতৃলোকের ব্রহ্মধামপ্রাপ্তিকামনাতে ব্রহ্মসরোবরের বায়ুকেণস্থ ব্রহ্মাকে
প্রণাম ও পূজা করিবে। প্রণামমন্ত্র যথা—

“ও নমো ব্রহ্মণেহজার জগজ্জন্মানাদিকারিণে।

ভক্তানাং পিতৃণাঞ্চ তারণায় নমো নমঃ ॥”

তৎপরে ফল্গুতীর্থে গমন পূর্বক পিতৃমুক্তিকামনায় প্রেতশিলাকৃত্যলিখিত
“বমরাজধর্মরাজো” ইত্যাদি মন্ত্রে বমবলি এবং “দ্যৌ ঋনৌ” ইত্যাদি

যত্নে কুকুরবলি প্রদান করিয়া নিয়মিখিত যত্নে কাকবলি প্রদান করিবে, যথা—

“ও ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্যা বাম্যা বৈ নৈঋতাস্থথা ।

বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ত ভূমৌ পিণ্ডং যয়োজ্জ্বিতম্ ॥”

তৎপরে কাকবলিদানকৃত অপবিত্রতাবিদূরগার্থ ক্ষতীর্থে অমলক দান কর্তব্য ।

ষষ্ঠদিনকৃত্য ।

তৎপরদিন কুঃ নিত্যক্রিয় হইয়া ক্ষতীর্থে দশলক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞ-ফলসমকল-প্রাপ্তিকামনার সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার আগে প্রথমদিন-কৃত্যোক্ত “ও ক্ষতীর্থে বিষ্ণুজলে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি স্নান-তর্পণ করিবে । তৎপরে পদসমুদয়ে প্রেতপর্কতশ্রাদ্ধবিধানে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় । এই শ্রাদ্ধাদির আরম্ভ ও সমাপ্তি ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ অথবা কশ্যপপদের বে কোন পদে করিতে পারে, মধ্যে কোন নিয়ম নাই, তথাপি বায়ুপুরাণের লিখিত বিধানানুসারে সর্বোপায়ে বিষ্ণুপদসমীপে গমন পূর্বক আত্মপাপনাশকামনার বিষ্ণুপদ দর্শন করত করপুটে নিয়মিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে, যথা—

“ও অত্র বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্ ।

স্পর্শনাৎ শ্বশ্ননাচ্চৈব পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥”

তদনন্তর পিতৃমুক্তিকামিনার সঙ্কল্প করিয়া গয়া-প্রথমদিন-কৃত্যোক্ত “ও ধ্যেয়ঃ সদা” ইত্যাদিরূপে ধ্যান করত পুরুষসূক্ত দ্বারা অথবা “ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ” বা “ও বিষ্ণুবে নমঃ” যত্নে সামান্ত-পূজাপদ্ধতি অনুসারে বিষ্ণুর পূজা করিবে । ইহাতে ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বিসর্জন নাই । তৎপরে পিতা মাতা প্রভৃতি সম্বন্ধবিশেষের আদর না করিয়া সঙ্কল্প করত বিষ্ণুপদে প্রেতপর্কতশ্রাদ্ধোক্ত বিধানে শ্রাদ্ধাদি ও মাতৃষোড়শীসম্পাদনান্তে (মহালয়াশ্রাদ্ধে দ্রষ্টব্য) পিণ্ডোথান করিবে । সঙ্কল্পবাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশং মুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতির্থো অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা আত্মীয়কুলসহস্র-সমুদ্বারপূর্বক-বিষ্ণুলোকগমনকামো বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে ।”

পিণ্ডপ্রদানকালে বিষ্ণুপদে পিণ্ড পতিত হইল কি না, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । পিণ্ডোপরি পিণ্ড প্রদান করিতে নাই । কুজাদিপদসমূহেও কুজাদি দেবগণের অর্চনা ও পরে লিখিত ফলপ্রাপ্তি-কামনার প্রেতপর্কতোক্ত

শ্রাদ্ধাদির অর্হুঠান করিবে। রুদ্রপদে শ্রাদ্ধাদির অর্হুঠান করিলে আশ্বসহ শত কুল শিবপুরে গমন করে, ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিলে শতকুল উদ্ধার পূর্বক ব্রহ্মধামে গমন করা যায়, দক্ষিণায়নি-পদে শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয়কললাভ হয়, গার্হপত্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধফল পাওয়া যায়, আহবনীয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তা রাজসূর্যকল লাভ করে, সত্যায়নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে জ্যোতি-ষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ ঘটে, আবসখ্যায়নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে সোমলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সূর্য্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তার পঞ্চশত কুল সূর্যালোকে গমন করে, কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের শিবপুরলাভ হয়, ইন্দ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ইন্দ্রপদে গমন করেন, অগস্ত্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোকলাভ হয় এবং চন্দ্র, গণেশ, মাতঙ্গ ও কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন। এই সপ্তদশ পদে যে যে ফলের উল্লেখ হইল, সেই সেই ফলকামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুপদ, রুদ্রপদ, কশ্যপপদ ও ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তা মুক্তিলাভ করে। তৎপরে পদশিলার উত্তরদিকস্থিত গজকর্ণিকাতীর্থে পিতৃ-স্বর্গকামনার শুদ্ধোদক দ্বারা তর্পণ এবং পিতৃলোকের তারণার্থ সঙ্কল্প করিয়া যথাশক্তি পদশিলার উত্তরভাগে মার্গসন্নিহিত কনকেশ্বর, কেশবরেশ্বর, নারসিংহ, বামন প্রভৃতির পূজা করিবে।

সপ্তমদিনকৃত্য।

সপ্তমদিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে গদালোলে গমন পূর্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা আশ্বনঃ শুদ্ধয়ে অক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে চ গদালোলে স্নানমহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে ডুব দিবার অগ্রে সাধারণ তীর্থকৃত্যোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—

“ও গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রকালনাকুরেঃ।

স্নানং করোমি তীর্থেহস্মিন্ অক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াম্ ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে। পরে তর্পণ করিয়া দেশকাল-কীর্ত্তন পূর্বক পিতৃগণের ভূমি ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনার সঙ্কল্প করত

শ্রেতপৰ্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধানে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হইবে। তদনন্তর অক্ষয়-
বটসমীপে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনার অক্ষয়বটের ছায়াতলে শ্রেত-
পৰ্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন পূর্বক পিতৃগণের ব্রহ্মলোকলাভকামনার অক্ষয়-
বটমূলে ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহতে অসমর্থ হইলে
কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজনজন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামনা করিয়া একটিবাত্র ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইতে হয়। তদনন্তর পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমনকামনার অক্ষয়-
বটেশ্বরকে দর্শন ও অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও একাৰ্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া।

বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে ॥”

তৎপরে পিতৃগণের অক্ষয়ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিকামনার কৃতঞ্জলি হইয়া নিম্ন-
লিখিত মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

“ও সংসারবৃক্ষ-শস্ত্রায় সর্বপাপক্ষয়ায় চ।

অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোহক্ষয়বটায় তে ॥”

তদনন্তর পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমনকামনার প্রপিতামহরূপী গদাধরের
পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও কলৌ মহেশ্বরো লোকো যেন তস্মাৎ গদাধরঃ।

লিঙ্গরূপো ভবত্ত্বং বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্।

॥

অনিরুতদিনকৃত্য।

পূৰ্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিবস প্রাতঃ গয়াস্থ গায়ত্রীর সমুখবর্তী
গায়ত্রীতীর্থে গমন পূর্বক ততীয়ে ব্রাহ্মণের অবিচ্ছেদকামনার সঙ্কল্প করিয়া
প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দন ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হয়। অন্তদিবসে উত্তমাত্মা
পৰ্বতে সাবিত্রীসমীপস্থ সমুদ্রতীর্থে গমন পূর্বক শতকুলের স্বর্গলাভকামনার
মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপরে সন্ধ্যাকালে সরস্বতীর অগ্র
ও পশ্চাৎস্থিত সরস্বতীতীর্থে গমন পূর্বক সহস্রপুরুষের মোক্ষকামনার জ্ঞান ও
সন্ধ্যাদি করিতে হয়। তদনন্তর শিলা, লেলিহান, ভরতাপ্রম, যুগপৃষ্ঠ, আকাশ-
গঙ্গা এই সমস্ত তীর্থে, গঙ্গাধরসমিধান ও গিরিকর্ষমুখে শতপুরুষের ব্রহ্মধাম-
প্রাপ্তিকামনার শ্রাদ্ধস্থাপন ও গিওনির্বপণ করত বৈতরণীতীর্থে একবিংশতি
কুলোদ্ধারকামনার জ্ঞান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। তৎপরে

স্থানেই বৈতরণীবিধি অনুসারে গোদ'ন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক বৈতরণীজলে সন্তরণ করিতে হয়। মন্ত্র বথা—

“ও বা মা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।

মা মে তীর্ণা মহাতাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ॥”

তদনন্তর পিতৃগণের স্বর্গকামনায় দেবনদী, গোপ্রচার, স্বতকুল্যা, কোটি-
তীর্থ ও কল্লীগুপ্তেও প্রাক্ষাছুষ্ঠান বা পিণ্ডনির্কপণ করিবে। পরে পিতৃ-
গণের উদ্ধারকামনায় মার্কণ্ডেশ্বর ও কোটীশ্বরকে প্রণাম করিয়া
পিতামহসমিহিত পারিজাতকাননস্থিত পাণ্ডুলিলাতে পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি-
কামনায় প্রাক্ষ বা পিণ্ডনির্কপণ করিতে হয়। তৎপরে মধুস্রবাত্তে অশ্বমেধ-
ফলকামনায় স্নান ও তর্পণ করিয়া সহস্রকুলের নরকোদ্ধারান্তে বিষ্ণুপুর-
গম্যকামনায় প্রাক্ষ করিবে। পরে দশাশ্বমেধে, হংস-তীর্থে, মহানদীতে ও
মধুকুণ্ডে মুক্তিকামনায় স্নান করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তিকামনায় তর্পণ ও
প্রাক্ষাছুষ্ঠান করিবে। সন্ধ্যাে তারকেশ্বরকে প্রণাম করিলে পিতৃগণের
স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর অশ্বমেধ-ফলকামনায় গম্বাকুপে প্রাক্ষ করিবে।
এই কুপেই নিখিল দুর্নিমিত্তকৃত অর্থাৎ আত্মঘাতী প্রভৃতিগণের উদ্দেশে
সংবৎসরান্তে গম্বাপ্রাক্ষ করিতে হয়। পরে পিতৃগণের উদ্ধারকামনায়
ভস্মকুপে ভস্ম দ্বারা স্নান করিয়া গম্বা-গ্রামমধ্যবর্তী সুষ্মাতীর্থে মহাকালী-
সমিধানে একবিংশতিকুলের স্বর্গলাভকামনায় প্রাক্ষাছুষ্ঠান করত গৃধ্রবটের
উত্তরভাগস্থ বশিষ্ঠতীর্থে স্নান করিবে। অশ্বাশ্বফলপ্রাপ্তিকামনায় তথায়
বশিষ্ঠেশ্বরনামক মহাদেবকে প্রণাম করিতে হয়। তদনন্তর ধেনুকারণ্যের
জলাশয়ে অবগাহন, কামধেনুকে প্রণাম ও পিতৃগণের ব্রহ্মপুরপ্রাপ্তি-
কামনায় কামধেনুপদে বথাবিধি প্রাক্ষাছুষ্ঠান পূর্বক পিতৃগণের স্বর্গনয়ন-
কামনায় কর্দমালা, গম্বানাভিতে ও মুণ্ডপৃষ্ঠসমিধানে স্নান ও প্রাক্ষ
সম্পাদন করিবে। পরে চণ্ডিকা, ফল, চণ্ডীশ্বর ও মঙ্গলাদি গ্রহগণকে
প্রণাম করিয়া মুক্তিকামনায় গম্বাগজে, গম্বাদিত্যে, গাম্ব্রীতীর্থে, গদাধর-
সমিধানে, গম্বাতে ও গম্বাশিরে পিতৃলোকের অর্চনা ও প্রাক্ষ করা
কর্তব্য। যে কোন সময়েই হউক, গম্বাতীর্থের যে কোন স্থলে একবিংশতি
পুরুষের স্বর্গলাভকামনায় বৃষোৎসর্গ এবং গম্বাতে আদিগদাধরের ধ্যানান্তে
পিতাদি শতপুরুষের নরকোদ্ধারান্তে ব্রহ্মপুরপ্রাপ্তিকামনায় প্রাক্ষাছুষ্ঠান
বা পিণ্ডনির্কপণ করিতে হয়। ভস্মকুটস্থিত স্নানার্চনকে নমস্কার পূর্বক

তৎসন্নিধানে পাতিতবামজাহ্নু হইয়া স্বীয় বিষ্ণুলোকগমনকামনার পিতৃ-লোকের আদ্র করিবে এবং দধি ও তণ্ডুলের নৈবেদ্য দ্বারা জনার্দনের অর্চনা করিয়া স্বীয় বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামনার উক্ত নৈবেদ্যের অবশিষ্ট দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে; পিণ্ডে তিলমিশ্রণ নিষিদ্ধ। নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐ পিণ্ডের একটি জনার্দনের বাম হস্তে প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন।

গম্যশীর্ষে দ্বয়া দেবো মহং পিণ্ডো য়তে ময়ি ॥”

অগ্নিপু্রাণে তিনটি পিণ্ডদানের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে, সুতরাং তদনুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে, যথা—

“ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন।

পরলোকগতে মহমক্ষ্যামুপতিষ্ঠতাম্ ॥”

এই প্রকার অপরাপর জীবিত ব্যক্তিগণকে উপরিলিখিত নৈবেদ্যাবশিষ্ট দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিণ্ড দান করিবে, যথা—

“ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন।

দেহি দেব গম্যশীর্ষে তস্মৈ তস্মিন্ য়তে তু তম্ ॥”

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে জনার্দনকে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

“ওঁ জনার্দন নমস্তভ্যং নমস্তে পিতৃরূপিণে।

পিতৃপিতৃ নমস্তভ্যং নমস্তে যুক্তিহেতবে ॥”

পরে ঋগত্রয়-বিমুক্তিকানায় পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন ও স্বর্গকামনার তাঁহার অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ওঁ লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেহস্ত নমস্তে পিতৃমোক্ষদ।

তং ধ্যাওয়া পুণ্ডরীকাক্ষং যুচ্যতে চ ঋগত্রয়াং ॥”

প্রণামান্তে মহানদীর পরপারস্থিত ভরতাশ্রমসমীপে মহানদীতে স্নান ও রামেশ্বরকে পূজা করিয়া প্রেতশিলাকৃত্যলিখিত “ওঁ রাম রাম মহাবাহো” ইত্যাদি মন্ত্রে সীতাসম্বিহিত রামচন্দ্রকে প্রণাম করত শত পিতৃকুল সহ আপনার বিষ্ণুপুরগমনকামনার রামপদে আচ্ছাদন বা পিণ্ডদানমাত্র করিবে। তৎপরে ধর্মশিলায় দক্ষিণে কুণ্ডপর্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মপুরগমন-কামনার এবং তদ্রত্য মধ্যপদে পিতৃলোকের স্বর্গকামনার আদ্র করিতে হয়। পরে ধর্মশিলায় বামহস্তস্থাপিত উত্তরপর্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক কামনার আদ্র করিয়া উত্তরকূণ্ডে বধ্যাহুস্তান ও সন্ধ্যোপাসনা এবং

নিজের কোটিজন্মাবধি ধনাঢ্য, বেদবেদাঙ্গপারদর্শি ও বিপ্রকামনার তত্ত্ব সাবিজীর অর্চনা করিবে। অনন্তর অগস্ত্যপদে স্নান পূর্বক পিতাদি সহ সুরপুত্র্য ব্রহ্মধাম-লাভকামনার প্রাঙ্গণ করিয়া জন্মনিবারণ পূর্বক ব্রহ্মভা-লাভকামনাতে ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণালাভার্থ গয়াকূপে নমস্কার, পিতৃলোকের চন্দ্রধামলাভ-কামনাতে সোমকূপে স্নান, তর্পণ ও প্রাদ্ধাত্তান করিতে হয়। তদনন্তর সপ্তজন্মকৃত-পাপক্ষয়কামনার কাকশিলাতে কাকবলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও যমোহসি ষমদূতোহসি বায়সোহসি মহাবল।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভূক্ষা বিনাশয় ॥”

তদনন্তর স্বর্গদ্বারে বাইরা ব্রহ্মপুরগমনকামনাতে শিবকে নমস্কার, পিতৃগণের কলুষক্ষয়কামনার ব্যোমগন্ধাতে প্রাঙ্গণ, স্বর্গলাভকামনার ভ্রমকূট-গিরিতে ভ্রমস্নান, অক্ষয়বটসন্নিহিত বটেশ্বর, প্রপিতামহ, তৎপুত্রোবর্তী কল্পীগুণ্ড, তন্নিকটস্থিতা কপিলা নদী ও তত্তীরবর্তী কপিলেশ্বর শিবের পূজা করিবে। যদি অমাবস্তাযুক্ত সোমবার হয়, তাহা হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনার কপিলাতীর্থে স্নান ও যথাবিধি প্রাদ্ধাত্তান করিবে। তৎপরে স্বর্গকামনার মাহেশ্বরীকুণ্ডে ও কল্পীগুণ্ডে স্নান ও প্রাঙ্গণ করা কর্তব্য। নারীগণ সৌভাগ্যকামনার মাহেশ্বরীকুণ্ডের নিকটবর্তিনী মঙ্গলা ও গৌরী-দেবীর অর্চনা করিবে। তদনন্তর মৃতপিতৃক ব্যক্তি পিতৃগণের মৃত্তিকাকামনার প্রেতকূটগিরিতে এবং তাঁহাদিগের প্রেতক্ষয়কামনার প্রেতকুণ্ডে প্রাঙ্গণ করিবে। পরে ব্রহ্মপুরগমনকামনার বৈকুণ্ঠস্থ হেমকূট গিরিতে * প্রাঙ্গণ, শিবপুরগমনকামনার গৃধকূট গিরিতে গৃধেশ্বর শিবদর্শন, স্বর্গলাভকামনার তাঁহাকে নমস্কার, পিতৃলোকপ্রাপ্তিকামনার গৃধগুহাতে প্রাদ্ধাত্তান, পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপ্তিকামনার তত্ত্ব মাহেশ্বরীধারাতে প্রাঙ্গণ, ব্রহ্মলাভকামনার মূলক্ষেত্রস্থ সরোবরে স্নান, স্বীয় শিবভ্রাভকামনার ঋণমোক্ষেশ্বর ও পাপ-মোক্ষেশ্বর নামক শিবদ্বয় দর্শন, বিষবিনাশ ও শিবপুরপ্রাপ্তিকামনার গজরূপী গণপতি দর্শন, স্বর্গলাভকামনার তথায় স্নান, সবিজী ও গয়াদিত্য দর্শন, পাপক্ষয়কামনার সুগুপ্তে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবদর্শন এবং পিতৃগণের

* এই পর্বত এখন লৌহগুহা নামে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মপুত্রনরনকামনার গয়ানাভিতে ও স্বর্গলাভকামনার ক্রৌঞ্চপদগিরিস্থ জলা-
শয়ে পিতৃকুল, মাতামহকুল ও স্বশুর-কুলের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান করিবে।
অগ্নিপু্রাণে এই সকল উল্লেখ আছে, এতদ্ব্যতীত স্বর্গদ্বার, সোমকুণ্ড,
বায়ুতীর্থ, আকাশগঙ্গা, কপিলা, কাদম্বিনী, গয়া, কোটিতীর্থ, অগ্নিদ্বারা,
সুসুম্না-পুষ্করিণী, কপিলেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, মৃণ্মথদেবী, ক্ষেত্রপাল,
বলভদ্র, সুভদ্রা, পুরুষোত্তম, মাধব, মহালক্ষ্মী, দ্বাদশাদিত্য, কপলী, বিনায়ক,
কার্ত্তিকেশ্বর ও সোমনাথাদি লিঙ্গাষ্টক প্রভৃতি তীর্থসমূহেরও ফলবিশেষ বিদিত
হইয়া তত্তৎস্থানে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেবদর্শন ও অর্চনাদি করিতে হয়।
তৎপরে গয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বিত্তাহুসারে গদাধরের অর্চনা পূর্বক নিম্ন-
লিখিত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, যথা—

“ওঁ গদাধরং কলিগতকল্মষাপহং,
গয়াগতং বিদিতগুণং গুণাতিগম্।
গুহাগতং গিরিবর-গেহগোপিতং,
স্বরার্চিঃ বরদমহং নমামি তম্ ॥”

প্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক গদাধরকে সাক্ষী করিয়া প্রার্থনা
করত কৰ্ম শেষ করিবে, যথা—

“ওঁ আগ্রতাহস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
অমেব সাগী ভগবন্নৃণোহহমুণত্রয়াৎ ॥”

মাতৃগয়া-পদ্ধতি

মাতৃগয়ার গমন পূর্বক প্রথমে সোভাগ্যকুণ্ডের পূর্বোত্তরকোণান্ত হইয়া
উপবেশন করত নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা মাতৃণাং স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে সোভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং
করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে সোভাগ্যকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত পার্শ্ববিধি অনু-
সারে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী,
এই ছয় জনের উদ্দেশে দেবপক্ষ সহ পার্শ্ববিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে
অক্ষয় হইলে সামান্ততীর্থপদ্ধতি লিখিত পিণ্ডদানবিধানে কেবলমাত্র পিণ্ডদান
করিতে হয়। তদনন্তর স্ব পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া

তদ্বারা কার্যস্থল শোধন করিবে। পরে তথায় কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া আচমনান্তে দক্ষিণাশ্চ, বিপরীতোত্তরীয় ও পাতিতবামজাহ্নু হইয়া উপবেশন পূর্বক সপ্তগোত্রের মৃত স্ত্রীগণকে একটি অক্ষয় পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ সপ্তগোত্রমৃত্যুতা যা মে ধাত্র্যো বা যা মৃত্যুতা মম।

তাসামুদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেতদদাম্যাহম্ ॥”*

“যথাগোত্রনামধেয়া অশ্বাকং সপ্তগোত্রা ধাত্র্যশ্চ ইদমক্ষয়ং পিণ্ডং + যুগ্মভ্যং নমঃ।”

তৎপরে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়। তদনন্তর পিণ্ডোপরি মাতৃভাবনা কবত কবষোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ আগচ্ছন্ত মহাভাগা মাতরো মে সদৈবতাঃ।

কাজ্জিণ্যো যশ্চ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগত্য স্থিতয়ঃ (সংস্থিতা) ॥”

এই মন্ত্রপাঠান্তে জগন্মাতৃসমীপে গমন পূর্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“ওঁ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মাতৃণাং নরকোদ্ধারপূর্বকাক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ যুক্তয়ে জগন্মাতৃ-দর্শন-নমস্কার-পূজনাত্মহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে জগন্মাতাকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। তৎপরে জগন্মাতৃ-সমীপে পূর্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া পার্শ্বগবিধিক শ্রাদ্ধেব অনুষ্ঠান করিবে; অক্ষয় হইলে পূর্ববৎ পিণ্ডদানমাত্র করিবে। পবে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্থান শোধন পূর্বক আচমনান্তে পূর্ববৎ কুশাস্তবণ করিয়া পাতিতবামজাহ্নু, বিপরীতোত্তরীয় ও দক্ষিণাশ্চ হইয়া উপবেশনান্তে নিম্নলিখিত ষোলটি মন্ত্র দ্বারা মাতা, বিমাতা, ধাত্রী প্রত্যেককে ঐ আস্থতকুশোপরি এক একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ দশমাসৈঃদরে গর্তৌ ধৃতো মাত্রা স্নুহঃখিতম্।

তস্ম নিষ্কৃতিকার্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যাহম্ ॥ ১ ॥

ওঁ মহতা বেদনা হুঃখং জননে চাণ্ডী পুঙ্কলম্।

ভশ্চেত্যাदि ॥ ২ ॥

* বজুর্কেদিগণ ‘পিণ্ডমেতৎ’ বলিবেন।

† সামবেদিগণ ‘এবোহক্ষয়ঃ পিণ্ডো যুগ্মভ্যং নমঃ’ বলিবেন।

ওঁ সংপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তঃ মাতৃপীড়নম্ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৩ ॥

ওঁ শিথিলে গাত্রবন্ধে তু মাতুঃ স্তাৎ পরিবেদনম্ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৪ ॥

ওঁ গাত্রভঞ্জনেন যন্মাতুর্নৃত্যর্ভবতি নিশ্চিতম্ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৫ ॥

ওঁ বহিনা শোষণয়েদেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৬ ॥

ওঁ মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৭ ॥

ওঁ যৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যানি কাথানি বিবিধানি চ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৮ ॥

ওঁ অনেকযাতনা মাতুঃ প্রাণাস্ত-দুঃখ-সম্ভবঃ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ৯ ॥

ওঁ জাতস্ত নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ গতেহনৃতঃ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১০ ॥

ওঁ নীচোচ্চক্রমণে দুঃখং গর্ভে দূরাক্ত সংস্থিতে ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১১ ॥

ওঁ ত্বর্ভারাদি যদুঃখং শুকে কণ্ঠে চ তালুনি ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১২ ॥

ওঁ রাত্নৌ মৃত্যুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নম্ ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১৩ ॥

ওঁ দুর্লভানি তু ভক্ষ্যানি কদত্যাশ্চভয়ে সতি ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১৪ ॥

ওঁ ক্রোড়স্থে হোজনাদৌ যদুঃখং মাতুশ্চ বাধিতে ।

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১৫ ॥

ওঁ এবং বহুবিধদুঃখৈর্ষম্মাতা দুঃখিতা সদা

তন্ত্ৰেত্যাদি ॥ ১৬ ॥

এই বোড়শমন্ত্রে যথাক্রমে মাতা, বিমাতা, ধাত্রী প্রভাতকে পৃথক পৃথক বোড়শপিণ্ড প্রদান করিবে। পরে তদক্ষিপণে কুশপত্রাদি বিস্তৃত করিয়া

তত্পরি নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটি অক্ষয় পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“ওঁ পিতৃ-মাত্ৰাদিকে সপ্ত-কূলে যাক্ষ যথাষধম্।

মৃতাস্তাসাঞ্চ স্বর্গায়াক্ষয়ং পিণ্ডং সমুৎসৃজে ॥”

পরে পিণ্ডোপরি শেষবিকিরণ ও প্রত্যবনেজন-দানাদি দক্ষিণাস্ত্র যাবতীর ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক মাতার বিমল অক্ষয়-স্বর্গলাভকামনার ব্রাহ্মণকে বিবিধসামগ্রীপূরিত একটি ডালা প্রদান করিবে এবং অগ্ন্যন্ত্র বাহাদের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, অগ্ন্যন্ত্র ডালা তাহাদিগেরই উদ্দেশে প্রদান করিতে হয়। অনন্তর “ওঁ মাতৃগম্মাক্ষ্মচ্ছিদ্রমস্ত” বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি সম্পাদন পূর্বক জগন্মাতাকে ক্রোড়দান, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। পরে করযোড় করিয়া ব্রহ্ম-প্রমুখ দেবগণকে সাক্ষী করত প্রার্থনা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“ওঁ সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মবিকুম্ভহেম্বরঃ।

ময়া গম্মাং সমাগত্য মাতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃত্য ॥”

গম্মাক্ষ্মে পুত্র-বান্ধব-হীন জীবিত ব্যক্তি নিজের উদ্ধারকামনার পিণ্ডদান করিতে পারে। তৎপ্রণালী যথা—ভস্মকুটে বামহস্তে তিল ব্যতিরেকে দধিমিশ্রিত পিণ্ড লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—“বস্ত পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনাৰ্দ্দন। সমুদ্গম্য ত্বয়া দেবস্ত যন্ পিণ্ডো মৃত্যু প্রভো। এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনাৰ্দ্দন। অস্তক দল গতে মহং ত্বয়া দেবো গম্মাশিরে ॥”

বৈষ্ণবানাথ-পদ্ধতি

বৈষ্ণবানাথধামে সতীদেবীর বিমুচক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের হৃদয়পীঠ পতিত হয়। তথায় বৈষ্ণবানাথ নামক ভৈরব ও অরোঁ। দেবী অবস্থিত। জয়দুর্গা দেবী বৈষ্ণবানাথধামের অধীশ্বরী। যে স্থানে বৈষ্ণবানাথলিঙ্গ বর্তমান, সে স্থানে স্বর্ণবৃক্ষ নামক অক্ষয় বিম্ববৃক্ষ ছিল, শাস্ত্রে কথিত আছে।

“হৃদপিঠং বৈষ্ণবাথে বৈষ্ণবাধস্ত ভৈরবঃ।

দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নেপালে মাহানী মম।

হরিজ্ঞানগরে যত্র বৈষ্ণবাথো মাহেশ্বরঃ।

তত্রাকরো বিম্ববৃক্ষঃ স্বর্ণবৃক্ষ প্রদাহতঃ ॥”

তথা—“আরখণ্ডে বৈষ্ণনাথো বক্রেশবস্তথৈব চ । বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো
রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥”

বৈষ্ণনাথ দেবের (অপ্রতিষ্ঠিত) অনাদিলিঙ্গতা সম্বন্ধে উক্তপ্রকার বহু
প্রমাণ অবগত হওয়া যায় । সুতরাং অন্তর্কালে অনাবৃত্ত দেবতাদর্শন
নিষিদ্ধ থাকায় বৈষ্ণনাথদেবদর্শনও পরিভ্রাঙ্ক্য । যতান্তরে “বৈষ্ণনাথঃ
সমারভ্য ভুবনেশাস্তগং শিবো । তাবদজ্ঞাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দৃশ্যতি ।”
এই বচনানুসারে বৈষ্ণনাথধামে সর্বকালেই যাত্রা বিহিত , কিন্তু উক্তবচনের
তাৎপর্য্য উক্তপ্রকার না হওয়ার প্রাচীনমতই সর্বতোভাবে গ্রাহ্য ।

বৈষ্ণনাথধামে কৃত্য

বৈষ্ণনাথে গমন পূর্বক প্রথমতঃ শিবগঙ্গাতে স্নান করিবে । তৎপরে
নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক বৈষ্ণনাথসমীপে গিয়া সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞজন্মফল-সম-
ফলপ্রাপ্তিকামনায় বৈষ্ণনাথদেবকে দর্শন করিবে । তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে
প্রার্থনা করিতে হয়. যথা—

“ওঁ হৃদালোকনমাজ্ঞেণ পবিত্রোহস্মি ন সংশয়ঃ ।

প্রসন্নো ভবামি শ্রীমন্ সদ্গতিঃ প্রতিপত্ততাম্ ॥”

অনন্তর পঞ্চাক্ষর ‘নমঃ শিবায়’ মন্ত্র জপান্তে নিখিলপাতক বিদূরণার্থ
হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত বৈষ্ণনাথপ্রীত্যর্থ সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যানানন্তর
পূজা করিবে, ধ্যান যথা—

“ওঁ অমরকমলকান্তিঃ নীলবর্ণঃ সুবেশঃ,

কুচধরকরুণীশঃ পদ্মপত্রায়তাক্রম্ ।

সুরচিতমাসি সর্বং পঞ্চচূড়ং কুমারং,

কুমতিদহকাক্ষং বৈষ্ণনাথং ভজামি ॥”

অথবা “ওঁ ধ্যায়ৈশিত্যং মণ্ডিতঃ” ইত্যাদি ধ্যানান্তে সামান্তপূজাপদ্ধতির
নিয়মে পূজা করিবে, ইহাতে বাহনাদি নাই । তৎপরে শক্ত্যানুসারে তত্রত্য
ভগবতীহৃদয়পীঠস্থ জয়ভূগা দেবীর (কালাভাভাম্ কটাক্ষৈঃ ইত্যাদি ধ্যানে)
ও অরোগা দেবী প্রভৃতির আরাধনা এবং দর্শনাদি করিবে ।

কানী-মাহাত্ম্য

ব্রহ্মপুরাণে—ঈশ্বর উবাচ। বরণা বাপ্যসিঁচব ধো নতৌ সুরবল্লভে।
অঙ্কুরালে তরোঃ ক্ষেত্রং ভূমাবপি বিশেষ তৎ ॥ দ্বিষোজনস্ত তৎক্ষেত্রং
পূর্বপশ্চিমতঃ স্থিতম্। অর্কযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্থিতম্ ॥

যোগিনীতন্ত্রে—

পঞ্চকোশাখিকা কানী ব্রহ্মতেজোময়ী শ্রিতা। অর্কচন্দ্রাখিকা দেবি
দৃষ্টতে সর্বজাতিভিঃ ॥ যত্র ভস্ম কৃতং দেবি জগদেচ্চরাচবম্। মহাশ্মশানং
তদ্বিকি সর্কষাং লয়কারণম্। মুখমাত্রং সমাদৃষ্টং মহাকাল্যান্ত তেজসি।
অতো গৌরীমুখং নাম মুনিভিঃ পবিগীয়তে ॥ দৃষ্টো তু পরমেশানি আনন্দো
মম জায়তে। আনন্দকাননং তস্মাৎ গীয়তে বেদবাদিভিঃ ॥

মৎস্তপুরাণে—

বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষ্যতে ন কদাচন। মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদ্
অবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ॥ জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্মিমা বা পুরুষেন বা। যৎ-
কিঞ্চিদন্ততঃ কৰ্ম কৃতং মানসবুদ্ধিনা। অবিমুক্তং প্রবিষ্টম্ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাদ্-
ভবেৎ ॥ প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্ৰাদিদমেব মহত্তরম্। অল্লাবাসেন চৈবাত্র
মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে ॥

স্থানে—

ব্রহ্ম-গৌর-গুরুতল্লগ-ভিন্নবৃন্ত-ভাসাপহাবি-কুহব/দিনিবিদ্বৃতিঃ। সংসার-
ভূতদৃঢ়পাশবিমুক্তদেহো, বারানসীং মম পূবীং মুঠৈপতি লোকঃ ॥ ক্ষেত্রং
মমেদং সুরসিদ্ধজুষ্টং, সংপ্রাপ্য মর্ত্যঃ স্কৃতপ্রভাবাৎ। খ্যাতো ভবেৎ সর্বসুরা-
সুরাণাং, যতশ্চ ষায়াৎ পরমং পদং সঃ ॥ ক্ষেত্রং স্মিগ্নিবগন্তি যে স্কৃতিনো
ভক্তাঃ সদা মানবাঃ, পশ্চাত্ত্যহমাদবেণ শুচয়ঃ সঃ সদা মৎপবাঃ। তে মর্ত্যা
ভবদুঃখপাশরহিতাঃ সংশুদ্ধকর্মাশ্রয়াঃ, ভিত্তা। ষণমোহজালগহনং বিন্দন্তি
মোক্ষং পরম্ ॥

লিঙ্গপুরাণে—

ব্রহ্মা বোহতিগচ্ছেতু অবিমুক্তং কদাচন। চন্দ্র ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যাদব্রহ্ম-
হত্যা নিবর্ততে ॥ সদা যজতি যজেন সদা দানং প্রযচ্ছতি। সদা তপস্বী
ভবতি হবিমুক্তে স্থিতো নরঃ ॥ ন সা গতিঃ কুর্যাক্রে গদাধারে চ পুরুষে।
বা গতিবিহিতা পুংসামবিমুক্তনিবাসিনাম্ ॥ সর্বমতত্তপঃ সত্যং প্রাণিনাং

নাহি সংশয়ঃ । অবিমুক্তে বসেদযন্ত মম তুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ অবিমুক্তে হিতা
নিত্যং পাণ্ডুভিত্তম্নেনিরিতৈঃ । স্পৃষ্টা দুষ্কৃতকৰ্ম্মাণো যান্তস্তি পরমাং গতিম্ ॥
অর্গাপবর্গম্মোহেতুরেবং তীর্থবরো ভুবি । যন্তত্র পঞ্চতাং যাতি মোক্ষং বাতি
ন সংশয়ঃ ॥ অন্নাস্তরসহস্রেষু যুগ্মে বোগী যদাপ্নুয়াৎ । তমিহৈব পরে মোক্ষ-
মরণাদধিগচ্ছতি ॥ স্বল্পমপ্যত্র বো দত্তাৎ ব্রাহ্মণে বেদপারগে । শুভাং গতি-
ম্বাপ্নোতি অগ্নিবর্জৈব দীপ্যতে ॥ দশসৌবর্ণকং পুষ্পং বোহবিমুক্তে প্রযচ্ছতি ।
অগ্নিহোত্রফলং ধূপগন্ধদানে শৃণু প্রিয়ে । ভূমিদানেন তুল্যঞ্চ গোপ্রদানফলং
শ্রুতম্ ॥ কিমর্থং বহুনোক্তেন যদানং ক্রিয়তে নরৈঃ । ধর্ম্মকামার্থমুদ্दिष्ट
তদনন্তফলং ভবেৎ ॥ উপবাসন্ত যঃ কৃতা বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ । স সৌভা-
গণিষন্তস্ত ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥

ব্রাহ্মে—

একাহমুপবাসন্ত যঃ কৰোতি যশস্বিনি । ফলং বর্ষশতশ্চেহ লভতে
তৎপরায়ণঃ ॥ অবিমুক্তে মহাদেবমর্চয়ন্তি স্মরন্তি বে । সর্বপাপবিমুক্তান্তে
লিঙ্গমর্চয়তে নরৈঃ ॥

অনুপূরণে—

কল্পকোটিশতৈশ্চাপি নৃপ্তি তেষাং পুনর্ভবঃ ॥

যোগিনাত্মে—

স্নাত্বাহত্র সন্তর্প্য পিতৃশ্রাদ্ধং কৃতা বিধানতঃ । নরো ন নরকং পশ্যেদপি
দুষ্কৃতকৰ্ম্মকৃৎ ॥

দেবুবাচ ।—ভো দেব পরমানন্দ যদানন্দঃ কৃতশ্চরা । অতঃ কাশ্চাং
মৃতানাং অমানন্দং দেহি সর্বদা ॥

ঈশ্বর উবাচ ।—ইতি তে বচনং শ্রুত্বা মমোহহমমুতর্গবে । দদামি পরমং
ব্রহ্ম মুমূর্ষোঃ কর্ণগোচরে ॥ বচনশ্রুত্বাং সদা দেবি হিমা ধ্যানন্ পরং শিবম্ ।
জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে বারাক্ষ্যং মৃতান্ত য়ে । দদামি পরমং ব্রহ্ম তেষাং হি
কর্ণগোচরে ॥ হিমা হি সকলঃ কৰ্ম্ম স্কৃতং দুষ্কৃতঞ্চ বৎ । প্রয়াস্তি ব্রহ্মনির্বাণং
মমোপদেশতঃ কণাৎ ॥ তৎ সর্বং স্কৃতং কৰ্ম্ম দুষ্কৃতং বা মহেশ্বরি । ভবেদন্তম্
মহাকাশাঃ প্রসাদাদ্ জানান্নাগতঃ ॥ কানীলয়ং হি বৎ কিঞ্চিৎ কানী ভবতি
তৎকণাৎ । কানীস্পর্শনমাত্রেণ কাশ্চাৎ মৃত্যুমেতি সঃ ॥ তজ্জগ্নি মহাদেবি
অথবা পরজগ্নি । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব স্মরেশ্বরি ॥

বহ্নিতেজো দহেত্তূলং স্পর্শমাত্রাৎ কণাদ্ বধা । শূলী কৰ্ম দহেৎ কানীতেজ-
স্পর্শাৎ কণান্তথা ॥ তূলরাশিঃ দহেৎবহ্নিঃ কিকিৎকানাৎ বধা শিবে ।
তথা দহেৎ কৰ্মরাশিঃ কানীজন্মৈকতো নৃণাম্ ॥ কানীস্থানপুণাচরং কিং
বাহং কথয়ামি তে । অপি চেত্তৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোহস্তি চেৎ ॥
অগুজাঃ শ্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ । তে সৰ্ব্বৈ মুক্তিমারান্তি
কাশ্চাক্কেদভাগাতো মৃত্যুতঃ ॥ ইয়ং বাবাণসী দেবি মহাতেজোময়ী শুভা ।
যুগভেদাজ্জনৈরেব দৃশ্যতে হি চতুর্নিধা ॥ কৃতে রহ্ময়ী কানী ত্রেতায়াং
স্বর্ণজা নৃত্য । দ্বাপরে সা শিলাকপা কলৌ ভূমিময়ী শুভা ॥ নাতঃ
পরতরং ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে । সত্যং সত্যং মহাদেবি শপথেন
বদামি তে ॥ স এব পরমো মূৰ্খঃ স এব কুলনাশকঃ । বৃথৈব মর্ত্যালোকে-
হস্মিন্ কানীং প্রাপ্য সমুজ্জ্বলিতঃ ॥ বহ্নিভির্জন্মতিঃ পুণ্যৈর্যদি কানীঃ লভেৎ
পুনঃ । তদা নৈব ত্যজেৎ কানীং প্রাণান্তেহপি কদাচন ॥ অনাস্রাসেন
সংসারসাগবৎ বস্তুতীৰ্বতি । স গচ্ছতু মহাদেবি মম বারাণসীং পুরীম্ ॥
অন্নং দত্তাদন্নপূর্ণা জ্ঞানং দত্তাৎ সরস্বতী । প্রাণান্তে মুক্তিদাতাহং সত্যং
সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

কানীথণ্ডে—

অন্ধয়া প্রত্যহং যাত্রাঃ কৰ্ত্তব্যাঃ ক্ষেত্রবাসিহিঃ । পৰ্ব্বস্যপি বিশেষণ
কার্য্য। যাত্রাশ্চ সৰ্ব্বতঃ ॥ ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যৎ/বিনা যাত্রাং কচিৎ কৃতী ।
যাত্রাঘরং প্রবেশেন কৰ্ত্তব্যং প্রতিবাসরম্ ॥ আদৌ স্বৰ্গতরঙ্গিণ্যাস্ততো
বিশ্বেশিতুর্জীবম্ । যন্ত বন্ধ্যং দিনং যাতঃ কাশ্চাং/নিবসতঃ সতঃ । নিরাশাঃ
পিতরস্তস্ত তস্মিন্নেব দিনে গতাঃ ॥ স দষ্টেঃ কালসৰ্পেণ স দষ্টো মৃত্যুনা
ক্ষুটম্ । মণিকর্ণ্যাস্ত ন স্নাতো যো বিশ্বেশঃ/ন বৌদ্ধিতঃ ॥ অশ্রদ্ধা বৎ
কৃতং পাপং কাশ্চাং তৎ পরিণশতি । বারাণসীং কৃতং পাপং পৈশাচ-
নরকাপহম্ ॥ পিশাচনরকপ্রাপ্তির্গচ্ছত্যেব বহিঃ/দি । ন কল্পকোটিভিঃ কাশ্চাং
কৃতং কৰ্ম প্রভূজ্যতে ॥ কিন্তু রুদ্রপিশাচঃ/জারয়তঃ/দ্বায়ুতরঙ্গম্ ॥ বারাণস্যাং
স্থিতো যো বৈ পাতকেষু রতঃ সदा । গোনিং প্রাপ্যাপি পৈশাচীং
বর্ষাণামমৃততরঙ্গম্ ॥ পুনরত্রৈব নিবসন্ জ্ঞানং/প্রাপ্তত্যমৃতমম্ । তেন
জ্ঞানেন সংপ্রাপ্তো মোক্ষমাপ্তত্যমৃতমম্ ॥

কানীমাহাত্ম্যের মর্মার্থ

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত আছে—উত্তরে বরুণা ও দক্ষিণে অসিনদীর মধ্যস্থলে পৃথিবীর বহির্ভাগে শূন্যোপবি কানীক্ষেত্র বর্তমান। বরুণা ও অসির মধ্যবর্তিতা নিবন্ধন ঐ ক্ষেত্রেব বারানসী নাম প্রথিত হইয়াছে। ক্ষেত্রপরিমাণ পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিষোজন দীর্ঘ, দক্ষিণ-উত্তরে অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ।

যোগিনীতন্ত্রে হবগোরী-সংবাদে উল্লেখ আছে—কানী পঞ্চকোশব্যাপী, ব্রহ্মতেজোময়ী, বিস্তাবে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লক্ষিত হয়। এই তীর্থদর্শনে সকল ব্যক্তিরই অধিকার আছে। প্রলয়কালে যে স্থানে স্থাবরজঙ্গম বিশ্ব ভস্মীভূত হইয়াছিল, সে স্থান সর্ষজীবের লয় নিবন্ধন মহাশ্মশান নামে অভিহিত আছে। এ স্থানে প্রদীপ্ত তেজস্ব মধ্য মহাকালীকে কেবলমাত্র মুখখানি দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া এই স্থানকে মুনিগণ গোরীমুখ বলিয়া থাকেন। হর বলিলেন, হে মহাদেবি! এই কানীক্ষেত্র দেখিলে আমাব বড়ই আনন্দ হয়, সেই জন্য বেদবিদগণ কানীকে আনন্দ-কানন নাম দিয়াছেন। যেহেতু, আমি কখনই এই ক্ষেত্র ত্যাগ করি না, সে জন্য এই ক্ষেত্রের অপব নাম অবিমুক্তক্ষেত্র। স্ত্রী বা পুরুষ জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ যে কিছু অকার্য্য করে, তাহারা অন্ততঃ মনে মনেও অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাহাদের সে পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়। প্রয়াগ সর্বতীর্থের প্রধান; কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্র তাহা হইতেও মহত্তর। কেন না, এ স্থানে অন্নায়তনই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মঘাতী, গোহন্তা, গুরু-তল্লাসী, স্বধর্মত্যাগী, গচ্ছিত ধনেব অপহারী, মায়া প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিগর্হিত-বৃত্তিভাবী ব্যক্তিও যদি আমার বারানসীপুরীতে উপস্থিত হয়, তবে সংসার-রূপ দৃঢ় পাশ হইতে মুক্ত হইতে পাবে। দেব-সিদ্ধপুরুষ-সেবিত আমার বারানসীক্ষেত্রে মানব শ্রুতিবান উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তি সকল সুরাসুরবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া অন্তকালে পরমপদ লাভ করিতে পারে। এই কানীক্ষেত্রে যে সকল পুণ্যবান্ মদন্তক মনব সর্বদা বাস করে এবং প্রতিদিন অনুরাগ-সহকারে পবিত্রদেহ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমাকে (বিঘ্ননাথকে) দর্শন করে, সে সকল মানব শুদ্ধ কর্মানুষ্ঠানের ফলে ভবঘণ্টাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ভীষণ জটিল মোহজাল ভেদ করত পরমমুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্রহ্মঘাতী কদাচিৎ অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করে, এই ক্ষেত্রপ্রভাবে তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপ দূরীভূত হয়। কানীক্ষেত্রবাসী নর সদায়জের, সদাদানের ও সদাতপস্তার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রে, হরিদ্বারে ও পুষ্করে বাস করিলে তাদৃশ সঙ্গতি হয় না। —যাহা কানীক্ষেত্রবাসিগণের নির্দিষ্ট আছে। কানীবাগীর সর্ববিধ তপস্তাই সিদ্ধ হয়। কানীবাগী নর আমার তুলা জানিবে। কানীক্ষেত্রস্থিত দুর্গ-কারীদিগের অঙ্গে ভ্রমসাহায্যে ধূলিম্পর্শ হইলেও তাহারা পরমগতি লাভ করে। পৃথিবীমধ্যে এই একমাত্র তীর্থই স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ, এ স্থানে মৃত ব্যক্তি নিঃসংশয়ে মুক্তিলাভ করে। যোগী ব্যক্তি সহস্রজন্মব্যাপী সাধনাব ফলে যাহা প্রাপ্ত হয়, এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি মরণের পর সেই মুক্তি পাইয়া থাকে। এ স্থানে বেদপাবগামী ব্রাহ্মণকে ষৎকিঞ্চিদান করিলে দাতা সঙ্গতি পায় ও অগ্নিব মত তেজস্বী হয়। কানীক্ষেত্রে একটি পুষ্পদান দশসুবর্ণদানের সমকক্ষ, ধূপ ও দীপদান অগ্নিহোত্রযাগের ফলজনক। গোপ্রদান ভূমিদানতুলা, বেনী কথা কি, এ স্থানে অধিবাসী মানব ধন্য, কাম, ও অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশে যাহা কিছু দান করে, তাহা অনন্ত ফলদানে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কানীক্ষেত্রে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করায়, সে সৌত্রামণি যজ্ঞেব সম্পূর্ণ ফল নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হয়। অবিমুক্তক্ষেত্রে যাহারা শিবলিঙ্গের অর্চনা ও শ্রবণ করে, তাহারা সকল-পাপমুক্ত হয় ও লোকপূজ্য হয়, শত কোটি যুগেও গাহাদের আর জন্ম হয় না। স্বন্দপুরাণে কথিত আছে, এই স্থানে যে পুণ্য আনপূর্বক তর্পণ ও বিধিযুক্ত শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃপুরুষকে তৃপ্ত করে, সে ব্যক্তি অতি দুষ্কৃতকার্য-কারী হইয়াও নরক দর্শন করে না।

যোগিনীতন্ত্রে শিবদুর্গার সংবাদে উল্লিখিত আছে, পার্বতী দেবী মহা-দেবের নিকট কানীক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আনন্দেব কথা বর্ণনা করিলে মহাদেব বলিলেন, দেবি! আমি সত্য জীবের মঙ্গল চিন্তা করত মুমূর্ষু ক্ষেত্রবাসীর কর্ণে তারকব্রহ্ম-নাম শুনাইয়া থাকি। যাহারা বার্ষিকসীতে জলে, স্থলে, কিম্বা অন্তরীক্ষে দেহত্যাগ কবে, আমি মৃত্যুকালে হাদের কর্ণে পরমব্রহ্ম মন্ত্র দিই। তাহারা আমাব মন্ত্রোপদেশের ফলে সর্ব পাপমুক্ত হইয়া অচিরেই ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ কবে। জীব মহাকালীপ্রসাদে কোনোদয়বলে মুকুত বা দুষ্কৃত সর্বকর্মের বন্ধন হইতে অব্যাহতি পায়। কানীম্পর্শমাে সকল বস্তুই তৎক্ষণাৎ কানীস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে কানীপ্রাপ্ত ব্যক্তির কানীতেই মুক্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন অগ্নিস্পর্শমাে তুলা শিকের কণমধ্যে দগ্ধ করে, সেইরূপ মহাদেব জীবের কানীপ্রাপ্তি-তেজঃস্পর্শমাে সকল কর্ম ক্ষয় করিয়া

থাকেন। অগ্নি, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ সকল প্রাণীই শুভাদৃষ্ট বশতঃ কানীতে মরিলে মুক্তিলাভ করে। এই বারানসী অনন্তশক্তিসম্পন্ন। বিভিন্ন যুগে ইহার বিভিন্ন আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে কানী রত্নময়ী, ত্রেতার স্বর্ণময়ী, দ্বাপরে শিলারূপা, কলিতে ভূমিময়ী হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ একবার কানী প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার তুল্য মূর্থ ও কুলাধম নাই। জীবের বহুজন্মার্জিত পুণ্যবলে কানীলাভ ঘটে, সুতরাং একবার কানী যাইলে আর প্রাণান্তেও কানী ত্যাগ করিবে না। যদি কেহ অক্লেশে সংসারসাগর পার হইতে চাহে, তবে আমার পুরী বারানসীতে গমন করুক। সে স্থানে অন্নপূর্ণার দয়ার, অন্নের অভাব নাই, সরস্বতী বিজ্ঞাদান করিতেছেন, এবং আমি স্বয়ং মৃত্যুর পব মুক্তি দিয়া থাকি, এ বিষয়ে কোন মিথ্যা আশঙ্কা করিও না।

তীর্থবাসীর কর্তব্য

ক্ষেত্রবাসিগণ প্রতিদিনই শ্রদ্ধাপূর্বক লিঙ্গদর্শনরূপ তীর্থযাত্রা করিবে, বিশেষতঃ পর্বদিনে সর্বাত্মাভাবে যাত্রা কর্তব্য। প্রতিদিন দুই স্থানে যাত্রা করিবার চেষ্টা করিবে,—প্রথমতঃ গঙ্গাস্নান দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরদর্শন। কানীবাসকালে যিনি বৃথাইজে দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ সেই দিনই নিরাশ হইয়া পড়েন। কানীতে থাকিয়া যিনি মণিকর্ণিকার স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহার কালসর্পের দংশনে বা কালের দংশনে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিয়াছে। অপর স্থানে কৃত পাপ কানীতে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বারানসীধামে কৃত পাপের জন্য পিণ্ডাচর লাভ হইয়া থাকে। কানীকৃত পাপকর্মের ভোগ কেটিঙ্গিলেও সমাপ্ত হয় না। কিন্তু ঐ পাপভোগার্থ তিন অযুত বর্ষব্যাপী পিশাচদেহানি লাভ হয়, এবং পিণ্ডাচাবস্থায় পুনঃ কানীবাস করিয়া জ্ঞান লাভ করত মুক্তিলাভ করে।

কানী-পদ্ধতি

কানীপদ্ধতিতে সকল কার্যেই সামান্ততীর্থপদ্ধতিনিখিত দেশকালাদি কীর্তন প্রভৃতি নিয়মগুলি স্বরণ রাখিতে হয়। প্রত্যেকদিনে বারানসীর সরীসর্পস্ত্রী বরণাতে সমুপস্থিত হইয়া নিখিলপাতক-করকাহনার স্নান ও তর্পণ

করিবে। পরে নিজ পাতকক্ষয় পূর্বক সর্বসিদ্ধিলাভকামনাতে অসি ও বরণার মধ্যবর্তিনী বারাগমীতে প্রবেশ করত চক্রপুঙ্করিণী ও মণিকর্ণিকাতে দশলক্ষসংখ্যক অশ্বমেধজনিত-ফলতুল্যফলপ্রাপ্তি-কামনাতে সচল স্নান ও তদঙ্গ তর্পণ করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণবৃন্দকে প্রীত করিয়া নিম্নলিখিতরূপে মণিকর্ণিকার স্নানের পূর্বে ধ্যান করিবে, যথা—

“ওঁ চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী ক্ষুরদভাহুবিলোচনা।

পশ্চিমাভিমুখী নিত্যং প্রবন্ধকরসংপূটা ॥

ইন্দীবরবতীং মালাং দধতী দক্ষিণে করে।

বরোদ্ধতকরে সবে্য মাতুলিজফলং শুভম্ ॥

কুমারীরূপিণী নিত্যং নিত্যং দ্বাদশবার্ষিকী।

শুদ্ধক্ষটিককান্তিচ্চ সুনীলপ্পিঙ্কমূর্দ্ধজা ॥

জিতপ্রবালমাণিক্য-রমণীয়-রদচ্ছদা।

প্রত্যুগ্রকেতকীপুষ্প-লসদ্ধিম্বিলম্বশুকা ॥

সর্বদামুক্তাভরণা চন্দ্রকাস্ত্যং শুকাবৃত্তা।

পুণ্ডরীকময়ীং মালাং সশ্রীকাং বিভ্রতী হৃদি ॥

ধ্যাতব্যানেন রূপেণ মুমুকুভিরহর্নিশম্।

নির্ঝাণলম্মীভবনং শ্রীমতী মণিকর্ণিকাঃ ॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে “ওঁ মণিকর্ণিকায়ে নমঃ” মন্ত্রে যথোপচারে শক্ত্যনুসারে মণিকর্ণিকার অর্চনা করিবে। তৎপরে অনৈকজন্মজনিতমহাপাপক্ষয় কামনাতে গয়াপদ্ধতি-প্রণালীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার স্নান-তর্পণ সমাপন পূর্বক গঙ্গার অর্চনা করিয়া আদিত্য, দ্রোণদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি মহেশ্বর ইহাদিগকে প্রণাম করিতে হয়। পরে তুণ্ডিরাজ বিনায়কসমীপে গমন পূর্বক সামান্ত পূজাপদ্ধতির প্রণালীলিখিত গণেশার্চনাবিধানে পূজা করিবে। এই পূজায় আবাহনাদি নাই। অনন্তর স্মৃত ও সিন্দূর দ্বারা তুণ্ডিরাজকে লেপন পূর্বক মোদকপঞ্চ নিবেদন করত তারকজ্ঞানলাভার্থ জলবাণীর জল স্পর্শ করিবে। পরে নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর ও মহাকালেশ্বর দশম ও অর্চনাদি সমাপনান্তে পুনরায় দণ্ডপাণিসমীপে গিয়া শক্ত্যনুসারে তাঁহার অর্চনা করিতে হয়। ইহাকেই পঞ্চতীর্থিকা কহে। ইহা প্রত্যহ কর্তব্য। তৎপরে পূর্ব-দিকসংস্থিত মিট্রাবরণনামক শিবলিঙ্গের দর্শন ও তাঁহাদের অর্চনা করিয়া সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্তিকামনার বিশেষর-দর্শনে যাত্রা করিবে। অনন্তর তথায়

উপস্থিত হইয়া প্রথমে পাপকর কামনা পূর্বক সংসারবন্ধন-মুক্তিকামনাতে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিবে এবং তৎপ্রীতিকামনার সহজ করত নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

“ওঁ ধ্যায়ৈষিত্যং মহেশং রক্ততগিরিনিভং চাক্রচক্রাবতংসং,
রত্নাকল্লোজ্জগদ্ধং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্ ।
পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাক্রুত্বিঃ বসানং
বিশ্বাণ্ডং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্ ॥”

এইরূপ ধ্যানান্তে “ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ” মন্ত্রে অথবা “ওঁ নমঃ শিবার নমঃ” শিবমন্ত্র দ্বারা সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে । এই পূজায় আবাহনাদি নাই । তৎপরে করপুটে নিম্নলিখিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ সমূহকে বিশ্বেশ্বরাত্মক চিন্তা করিবে, যথা—

“ওঁ সর্বেষামেব লিঙ্গানাং মৌলিহং কুন্তিগাসসঃ ।
ওঙ্কারেশঃ শিখা জেয়া লোচনানি ত্রিলোচনঃ ॥
গোকর্ণভারতুতশো তৎকর্ণৌ পরিকীৰ্ত্তিতৌ ।
ধর্মেশমণির গৌশৌ হৌ কবৌ দাক্ষণেতরৌ ।
কালেশবর্ষ পদৌশৌ চরণাবতিনির্মলৌ ।
জ্যেষ্ঠেশ্বরৌ নিতম্বশ্চ নাভির্বৈ মধ্যমেশ্বরঃ ।
কপদীশ-মহাদেবঃ শিরৌ ভূষা শ্রুতীশ্বরঃ ।
চন্দ্রেশো হৃদয়ং তস্ত আত্মা বীরেশ্বরঃ পরঃ ।
লিঙ্গং তস্ত ত্বে কেশদারঃ শুক্রং শুক্রেশ্বরং বিদুঃ ।
অস্ত্রানি ষাণ্ণি লিঙ্গানি পরঃ কোটিশতানি চ ।
জেয়ানি নখা লামানি বপুষো ভূষণান্তপি ।
দ্বাবেতৌ দক্ষিণৌ হস্তৌ নিত্যনির্ঝাণদৌ হি তৌ ।
জন্তুনাশভয়ঃ দত্তা পততাং মোহসঙ্গরে ॥”

তদনন্তর গর্তশূন্য দুর্গা, শিবভক্তিলাভকামনার সহস্র বা শত বিশ্বপত্র, অশ্বমেধকলপ্রাপ্তিকামনাতে, সুলভপ্রশোধিত সংবিদ্যা (সিদ্ধি) এবং অভীষ্টলাভ-কামনাতে স্বর্ণময় বিশ্বপত্র গণন করিতে হয় । পূজাবসানে নৃত্য, গীত, বাজ, গালবাণ্ড, শুভ-কবচপাঠ, ঐদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে হয় । পরে বিশ্রামবেদীতে বিশ্রাম করিবে । এই প্রকার অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরে গমন পূর্বক অন্নপূর্ণাকে

প্রত্যেক করিয়া প্রণামান্তে অন্নদুঃখনিবারণ-কামনার ধ্যান করিবে। ধ্যান
বধা—

“ও রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
ময়প্রদাননিরতাং স্তনভারনন্দ্রাম্ ।
নৃত্যস্তমিন্দুকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহরীম্ ॥”

ধ্যানান্তে “হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা এতৎ পাশ্চৎ ও
হ্রীং অন্নপূর্ণাটৈ নমঃ” ইত্যাদিরূপে প্রথমে বীজমন্ত্র উচ্চারণ, পরে দ্রব্যোল্লেখ,
অতঃপর নিবেদন-মন্ত্র পাঠান্তে বথানন্তর্যপচারে পূজা করিবে। তদনন্তর
পূজাপ্রকরণোক্ত কুমারীপূজা, সামান্ততীর্থপদ্ধত্যুক্ত দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত
অবশিষ্ট কৰ্ম তত্তল্লিখিত রীত্যনুসারে বথাক্রমে সম্পাদন পূর্বক নিম্নলিখিত
বাক্যে কাশীবাসার্থ সঙ্কল্প করিবে, বধা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা শিবপ্রীতিপূর্বক-শিবলোক-প্রাপ্তিকামো বারানস্তাম্ ইন্দ্ৰ-
কালং বসতিমহং করিষ্যে ।”

এইরূপে বাসসঙ্কল্প করিয়া তদ্বিনে উপবাসী থাকিবে। পরদিন প্রভাতে
স্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে সৌত্রামণি-যজ্ঞজুপুণ্যসম-পুণ্য-প্রাপ্তিকামনার
ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া দ্বিতীয়াদিদিনে কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী
পর্যন্ত অথবা প্রতি চতুর্দশীতে তত্তৎতীর্থে স্নান, তত্তৎলিঙ্গের পূজা এবং
মৌনভাবে বথাক্রমে চতুর্দশ আয়তনে যাত্রা করিবে।

কাশীতে যাত্রাবিধি

তীর্থবাসী ব্যক্তির নিকট সমস্ত স্থান পরিজ্ঞাত হইয়া প্রভাতে স্নানাদি
নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে সর্বাগ্রে আদিত্য, জ্যোতী, বিষ্ণু, দণ্ডপানি, মাহেশ্বর,
চুণ্ডিরাজ, জ্ঞানবাণী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, হাকালেশ্বর ইহাদিগকে দর্শন,
প্রণাম ও অর্চনা করিয়া পুনরায় দণ্ডপানি, বিষ্ণুেশ্বর এবং অন্নপূর্ণাদর্শনাদি
করিবে। ইহার নাম নিত্যযাত্রা। ইহাকে পঞ্চতীর্থিকাও কহে। পরে
সর্বপাতকক্ষয়পূর্বক-পুণ্যলাভকামনাতে প্রতিদিন অন্তর্গৃহযাত্রা করিতে হয়।

যাত্রার অগ্রে সিদ্ধিবিদ্যাদি বিনায়কপঞ্চক বিদ্যেশ্বরদর্শনাদি করিবে

এবং যুক্তভাবে নির্বাহনমণ্ডপে গিয়া নিয়মাবলম্বন করত মণিকর্ণিকাতে স্নান-
তর্পণ করিবে ও মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শনাদি করিবে, “ওঁ কঙ্কলাশ্বতরাভ্যাং নমঃ”
মন্ত্রে কঙ্কল ও অশ্বতরের অর্চনা ও প্রণতি করিবে, অনন্তর বামুকীশ্বর, পর্বতে-
শ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর, সোমেশ্বর, মদালভ্যেশ্বর, শূলটঙ্কে-
শ্বর, বরাহেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, কশ্যপেশ্বর, হরিকেশব, বৈষ্ণনাথ,
ঋবেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষিপতভাগ, কীকশেশ্বর, ভারভূতেশ্বর,
চিত্রগুপ্তেশ্বর, ষষ্ঠীদুর্গা, পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্র-
কূপ, বীরেশ্বর, সঙ্কটাদেবী, বিজ্ঞেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, চিন্তামণিবিদ্যাক,
সেনাবিদ্যাক, সৌম্যবিদ্যাক, ককুণ্ডেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, ত্রিসঙ্ক্যেশ্বর, বিশা-
লাক্ষী, ধর্মেশ্বর, বিশ্ববাহক, আশাবিদ্যাক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ভুজেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর,
মনঃপ্রকাশেশ্বর, সাক্ষীবিদ্যাকেশ্বর, অশানেশ্বর, চণ্ডী, চণ্ডীশ্বর, ভবানী, শঙ্কর,
শুককূপ, চুণ্ডিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাক্ষ্মীশ্বর, হনুমৎ, পরাশরেশ্বর,
প্রতিগ্রহেশ্বর, নিকলকেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, অপ্সরেশ্বর, গজেশ্বর, জ্ঞানবাপী,
নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীৰ-
ভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, প্রমোদ, স্মৃধ, দুস্মৃধ, গণনাথ, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা,
ইহাদিগকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে যে যে স্থানে
স্নান করা সম্ভব, তত্স্থানে স্নান ও তর্পণ করিবে।

অনন্তর মৌনভাবে পরিত্যাগ পূর্বক কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করিবে, যথা—

“ওঁ অস্তগৃহস্থ যাত্রেয়ং যথাবৎ যা ময়া কৃত।

ন্যূনাতিরিক্তয়া শমুঃ প্রীত্যতামনয়া বিভো ॥”

পরে ক্ষণকাল যুক্তিমণ্ডপে বিশ্রাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।
কানীধণ্ডে পাঠান্তরে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, প্রতিবর্ষেই এই যাত্রার অনু-
ষ্ঠান করিবে।

তদনন্তর মাসে মাসে শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিতে বিশ্বরুদ্ধিকা নবগৌরী-
যাত্রা, কৃষ্ণবার-সমন্বিত চতুর্থী তিথিতে অথবা কেবল চতুর্থীতে
নিখিলবিদ্যবিদূষণার্থ ষট্পঞ্চাশৎবিদ্যাকযাত্রা, ঋষিপঞ্চমী বা কেবল পঞ্চমী
তিথিতে ও বিশেষযোগে নিখিলধর্মপুণ্য-প্রাপ্ত্যর্থ সপ্তর্ষিযাত্রা, ভানুবারসমন্বিতা
শুক্লা সপ্তমী বা কেবল রবিবারের সর্বব্যাপিকরণার্থ ষাদশাদিত্যযাত্রা ;

চতুর্দশী, অষ্টমী, কুজবার ও তারুবাসরে ক্ষেত্রকৃতপাতকনাশার্থ অষ্টমহাটৈত্তরব-
যাত্রা ; অষ্টমী, চতুর্দশী, কুজবার ও নবরাত্রে বিষ্ণুস্বর ও সূর্যভিলাভার্থ নব-
দুর্গাযাত্রা, দুর্গাকুণ্ডে স্নান এবং বলিদানাদি উপচার দ্বারা দুর্গাদেবীর অর্চনা
করিবে। এতদ্ব্যতীত বসন্তাদি ঋতুতে সর্বযাত্রাকলপ্রাপ্তিকামনার সপ্তপুত্রী-
যাত্রা, প্রত্যেক মাসে ক্ষেত্রোচ্চাটনভয়পরিহারার্থ একাদশ মহারুদ্রযাত্রা,
চতুর্দশী তিথিতে শিবলোকনাভার্থ প্রণবেশ্বরাদি চতুর্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, মূর্ত্তি-
কামনার অমৃতেশ্বরাদি মহালিঙ্গযাত্রা, মৎস্তোদরীতীর্থার্থে বথাবিধি স্নান ও তর্পণ,
কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দশী তিথিতে শৈলেশ্বরাদি চতুর্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, সহস্র অপরাধ-
মার্জনকামনার চতুর্থী তিথিতে অষ্টমহালিঙ্গযাত্রা, কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দশী তিথিতে
চতুঃষষ্টি বোগিনীযাত্রা ও পঞ্চতীর্থযাত্রা, ক্ষেত্রকৃতপাতকনাশ ও বারাণসীবাস-
ফললাভকামনার উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে কানীপ্রদক্ষিণরূপা পঞ্চদশীযাত্রার
অনুষ্ঠান করিবে।

অতঃপর কানীধামের মাসিক যাত্রাদি নিরূপিত হইতেছে।—চৈত্রমাসের
কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে বর্ষব্যাপিসুখকামনার চতুঃষষ্টিবোগিনী-যাত্রা, কৃষ্ণ
চতুর্দশীতে ও সোমবারে সপ্তজন্মকৃতপাপনাশার্থ কেদারযাত্রা, শুক্রা
প্রতিপদে নবজন্মকৃতপাপক্ষরার্থ নবদুর্গাযাত্রা, দুর্গাকুণ্ডে স্নান, শুক্রা
দ্বিতীয়ার চিত্রঘণ্টাদেবীযাত্রা, শুক্রা তৃতীয়ার সৌভাগ্যলাভার্থ মঙ্গলা-
গৌরীযাত্রা, সকলমনোবধসিদ্ধার্থ বিশ্ববাহক ও আশাবিনায়কযাত্রা, শুক্রা
অষ্টমীতে বর্ষব্যাপিসুখকামনার অন্নপূর্ণাযাত্রা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণজনিত
ফলকামনার অন্নপূর্ণাপ্রদক্ষিণ, একবিংশতিকুলোদ্ধারকামনার মধ্যমেশ্বর-
যাত্রা ও মন্দাকিনীযাত্রা, শুক্রা নবমীতে ধর্ম্মলাভার্থ রামতীর্থযাত্রা,
শুক্রা ত্রয়োদশীতে সর্বকামদাত্তী কামেশ্বরযাত্রা, শুক্রা চতুর্দশীতে পশুখোনি-
বারণকামনার পশুপতীশ্বরযাত্রা, পৌর্ণমাসীতে নরধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থ চন্দ্রকূপ ও চন্দ্র-
েশ্বরযাত্রা, বাতনানাশার্থ কেদারযাত্রা ও কানীঃ সফলদাত্তী হংসতীর্থযাত্রা এবং
কুন্তিবাসেশ্বরযাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

বৈশাখমাসে—শুক্রা তৃতীয়াতে প্রমাদকৃত-পাতকপরিহারার্থ ত্রিলোকেশ্বর-
যাত্রা, আয়ু ও আরোগ্যলাভার্থ পরশুরামতীর্থযাত্রা, শুক্রা চতুর্দশীতে সর্বতীর্থ-
ফলদাত্তী মৎস্তোদরীতীর্থযাত্রা, ভুক্তিমুক্তিদায়িনী প্রণবেশ্বরযাত্রা, সংসারভয়-
নিবারণার্থ নৃসিংহযাত্রা এবং পূর্ণিমাতে সুসন্তানলাভকামনার বীরতীর্থযাত্রা
কর্তব্য।

জ্যৈষ্ঠমাসে—শুরুপক্ষে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্যন্ত সৰ্ব-
বজ্রফললাভার্থ দশাশ্বমেধযজ্ঞা, দ্বিতীয়াতে জম্বজম্বনিবারণার্থ বজ্রসরোবরযজ্ঞা,
চতুর্থী ও চতুর্দশীতে সৰ্ববিষবিনাশার্থ জ্যৈষ্ঠবিনায়কযজ্ঞা, অষ্টমীতে সৌভাগ্য-
লাভার্থ জ্যৈষ্ঠবাপীযজ্ঞা ও জ্যৈষ্ঠগৌরীযজ্ঞা, দশমীতে দশজন্মকৃতপাপক্ষয়-
কামনার দশাশ্বমেধতীর্থ ও দশাশ্বমেধেশ্বর যজ্ঞা, সহস্রজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ গজ-
েশ্বরযজ্ঞা ও মুক্তিলাভার্থ গঙ্গাপূজা, চতুর্দশীতে শতজন্মকৃতপাপবিনাশার্থ
জ্যৈষ্ঠেশ্বরযজ্ঞা, পূর্ণিমাতে সৰ্বতীর্থদানফললাভার্থ গঙ্গাসাগরযজ্ঞা এবং অসি-
সদমে ত্রিবিক্রম, অসিমাধব ও অমরেশ্বরের পূজা করিবে।

আষাঢ়মাসে—পৌর্ণমাসীতে সৰ্বপাপনিবৃত্ত্যর্থ আষাঢ়ীশ্বরযজ্ঞা, সপ্ত-
কুলোদ্ধারকামনার ষট্টাকর্ণতীর্থযজ্ঞা ও ব্যাসকুণ্ডযজ্ঞা করা কর্তব্য।

শ্রাবণমাসে—শুক্রা পঞ্চমীতে নাগভয়নিবারণার্থ বাসুকীশ্বরযজ্ঞা এবং
বাসুকীশ্বর ও কর্কোটকের পূজা, চতুর্দশীতে অভীষ্টসিদ্ধার্থ আদিমহাদেবযজ্ঞা,
রবিবারে বৃদ্ধকালযজ্ঞা, সোমবারে কেদারেশ্বরযজ্ঞা, বুধবারে কামাখ্যা-
যজ্ঞা, কৰ্কটসংক্রমে শঙ্খোদ্ধারতীর্থযজ্ঞা ও দারবতীতীর্থযজ্ঞা করিবে।

ভাদ্রমাসে—শুক্রা ষষ্ঠীতে কল্পকৃতপুণ্যলাভকামনার লোলার্কযজ্ঞা, তথায়
অন্ন ও সূর্য্যপূজা, পূর্ণিমাতে ভৈরবোষাতনানিবৃত্ত্যর্থ কুলস্তুভযজ্ঞা ও তথায়
অন্নদান, কৃষ্ণা তৃতীয়াতে কানীবাসফললাভার্থ বিশালাক্ষীতীর্থযজ্ঞা, ষাদশীতে
বিষ্ণুপাদোদকতীর্থযজ্ঞা ও বামনাদি কেশবার্চন কর্তব্য।

আশ্বিনমাসে—শুক্রপক্ষে নবরাত্রে নবজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ দুর্গাকুণ্ডযজ্ঞা,
দুর্গাবিনায়কযজ্ঞা, সকলমনোরথসিদ্ধার্থ বিষ্ণুবাহকযজ্ঞা, বর্ষব্যাপী বিষহরণার্থ
চতুঃষষ্টিযোগিনীযজ্ঞা, কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে সৌভাগ্যলাভার্থ ললিতাযজ্ঞা, বিবিধ-
ভোগপ্রাপ্ত্যর্থ ললিতার্চন এবং তথায় ধনধান্যলাভার্থ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে ভোজন
করাইয়া পৃথিবীপ্রদক্ষিণজনিত ফলপ্রাপ্তিকামনার ললিতাদেবীকে প্রদক্ষিণ
করত সৰ্বসিদ্ধার্থ নলকুবর দর্শন করিবে।

কার্তিকমাসে—শুক্রা অষ্টমীতে সৰ্বধর্মকৃতপুণ্যলাভার্থ ধর্মেশ্বরযজ্ঞা ও ধর্ম-
কুপযজ্ঞা, শতবর্ষ-তপঃকৃত-পুণ্যলাভার্থ পঞ্চগঙ্গাযজ্ঞা, বিন্দুমাধবপূজন, হোম,
দান এবং চতুর্দশীতে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধার্থ বিষ্ণেশ্বরযজ্ঞার অনুষ্ঠান করিবে।

মার্গশীর্ষমাসে—শুক্রা একাদশীতে কলিভয় ও কালভয়বারণার্থ কালমাধব-
যজ্ঞা, চতুর্দশীতে তীর্থপ্রতিগ্রহদোষনিবৃত্ত্যর্থ, শিলাচমোচনতীর্থযজ্ঞা, পৌর্ণ-
মাসীতে সংসাররোগমুক্ত্যর্থ ভৃগুবেশবযজ্ঞা ও নগরপ্রদক্ষিণযজ্ঞা, কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে

ও সপ্তমীতে বর্ষাবধিকৃতপাপনার্থ লোলার্কযাত্রা, অষ্টমীতে কালভয়বিনাশার্থ কালকুপযাত্রা ও কালভৈরবযাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

পৌষমাসে—কানীবাসফললাভার্থ রবিবারে উত্তরার্কযাত্রা ও নরনারায়ণ-যাত্রা, নরনারায়ণতীর্থে স্নান ও বদরিকাশ্রমতীর্থযাত্রার অনুষ্ঠান কর্তব্য।

মাঘমাসে—শুক্রা চতুর্থীতে সংবৎসরসুখলাভার্থ ও কানীবাসফললাভকামনার চুণ্ডিবিহারকযাত্রা কবিয়া ঐ চুণ্ডিরাজকে তিলমোদক নিবেদন করত নিজেও মোদক ভক্ষণ করিবে। সপ্তমীতে সপ্তজনকৃতদ্বরিতকম্বার্থ কেশবাদিত্যযাত্রা, মাঘমাসনিমিত্তক-প্রয়াগস্নানজন্যফলপ্রাপ্তার্থ প্রয়াগতীর্থযাত্রা, প্রয়াগমাধবযাত্রা ও প্রয়াগেশ্বরযাত্রা, কৃষ্ণা চতুর্থীতে বর্ষব্যাপিসুখপ্রাপ্তিকামনার নবকুণ্ডযাত্রা, মোদকদান এবং চতুর্দশীতে কানীবাসফললাভার্থ অবিমুক্তেশ্বরযাত্রা করিবে।

ফাল্গুনমাসে—কৃষ্ণপক্ষীয়া দ্বাদশীতে কানীবাসফললাভার্থ কানীদেবীযাত্রা, চতুর্দশীতে স্ত্রীরত্নাদিপ্রাপ্তিকামনার রত্নেশ্বরযাত্রা, সর্বধর্মলাভার্থ হংসতীর্থযাত্রা ও কুন্তিবাসেশ্বরযাত্রা, প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশী পর্যন্ত সর্ব-সিদ্ধার্থ যথাক্রমে চতুর্দশমহালিঙ্গযাত্রা, অমাবস্তাতে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধার্থ চন্দ্রকুপ-যাত্রা এবং পৌর্ণমাসীতে সর্বধর্মলাভার্থ নৈমিষারণ্যতীর্থযাত্রা কর্তব্য।

কানীস যোগযাত্রাদি

কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমীতিথিতে বৃহস্পতিবার, পুণ্যানক্ষত্র ও ব্যতীপাতযোগ হইলে জ্ঞানবাণীযাত্রা করিবে, উহা দ্বাৰা কোটিগম্যশ্রাদ্ধজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত চতুর্দশীতে কোটিলিঙ্গার্চনফল-প্রাপ্তিকামনার কুজাবাসযাত্রা, কুজবারযুক্ত অমাবস্তাতে এক শত এক পুরুষের উদ্ধারার্থ কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ, চতুর্দশী ও ভরগীনক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারে গম্যশ্রাদ্ধ-জনিতফলসমফলকামনার যমতীর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, মঙ্গলবারযুক্ত অষ্টমীতে কালভয় ও কালভয়নিবৃত্তার্থ তৈলীতীর্থে স্নান ও ভৈরবার্চন, অমাবস্তায়ুক্ত সোমবারে গম্যশ্রাদ্ধফলসমফললাভার্থ কপিলধারাতে বা ঋণত্রয়মোচনার্থ চন্দ্রকুপে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, সিংহস্থ শুক্লতে ত্র্যম্বকেশ্বরযাত্রা, প্রতি নবমীতে সেতুবন্ধযাত্রা ও রামেশ্বরযাত্রা, রবিবারে সর্বরোগ-নিবৃত্তার্থ লোলার্কযাত্রা ও আরোগ্যার্থ অর্কবিহারকযাত্রা, সোমবারে কানীবাসফললাভার্থ করুণেশ্বরযাত্রা, চতুর্থীযুক্ত মঙ্গলবারে গৃহবাধানিবৃত্তার্থ

অদারকেশ্বরষাড়া, বুধবারে ও বুধাষ্টমীতে সূর্য্যোদয়ার্থ বুধেশ্বরষাড়া, পুণ্যযুক্ত শুক্রবারে মহাপাপক্ষয়ার্থ বৃহস্পতীশ্বরষাড়া, শুক্রবারে সুসন্তান-কামনার শুক্রেশ্বরষাড়া, শুক্রপক্ষের শুক্রবারে সঙ্কটষাড়া, শনিবারে শনিবাধাবিনাশার্থ শনৈশ্চরেশ্বরষাড়া, শনিবার প্রদোষকালে ইচ্ছাকৃত-পাপক্ষয়ার্থ কামেশ্বরষাড়া, অনেকজন্মসঞ্চিত-পাপনিবৃত্ত্যর্থ কাশীতে উত্তর-দিক্‌ষাড়া ও সাযুজ্যমুক্তিলাভার্থ দক্ষিণদিক্‌ষাড়া করিবে। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত লিঙ্গ যথাসম্ভব দর্শন, তদ্রত্য যাবতীয় কূপ, বাপী ও হ্রদে স্নান-তর্পণ এবং প্রয়াগেশ্বর-সন্নিধানে স্নান, তথায় প্রয়াগমুণ্ডনফলপ্রাপ্ত্যর্থ মস্তকমুণ্ডন ও প্রয়াগেশ্বরদর্শনাদি করিবে। তৎপরে কাশীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কাশীকৃত্য শেষ করিতে হয়।

চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম

গজাননা সিংহমুখী গৃধ্রাস্তা কাকভূতিকা। উদ্রগ্রীবা হয়গ্রীবা বারাহী
শরভাননা। উলুকিকা শিবারাবা ময়ূরী বিকটাননা। অষ্টবক্রা কোট-
রাক্ষী কুন্ডা বিকটলোচনা। শুক্লোদরী ললজিহ্বা স্বদংষ্ট্রা বানরাননা।
ঋক্ষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহত্তুণ্ডা সুরাপ্রিয়া। কপালহস্তা রক্তাক্ষী শুকী
শ্রেনী কপোতিকা। পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা। শিশুরী
পাপহস্তী চ কালী কধিরপার্বিনী। বসাধয়া গর্তভক্ষা শবহস্তাশ্রমালিনী।
স্থূলকেশী বৃহৎকৃষ্ণিঃ সর্পাস্তা প্রেতবাহিকা। দন্দশূককরা ক্রৌঞ্চী যুগলীষা
বৃষাননা। ব্যাভ্রাস্তা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণোর্জদৃক্। তাপনী শোষণী দৃষ্টিঃ
কোটরী স্থূলনাসিকা। বিদ্যুৎপ্রভা বলাকাস্তা মার্জ্জাবী কটপূতনা।
অট্টট্টহাসা কামাক্ষী যুগাক্ষী যুগলোচনা। নামানীমানি যো মর্ত্যচতুঃ-
ষষ্টিং দিনে দিনে। অপেক্ষ জিহ্বাং তস্মৈহ দুষ্টবাধা প্রশাম্যতি।

সংক্ষিপ্ত কতিপয় লিঙ্গস্থান ও মাহাত্ম্য

কাশীধামে শিবলিঙ্গ সকলই তীর্থ বলিয়া খ্যাত। ঐ লিঙ্গরূপ তীর্থ সম্পর্কে জলাশয়েব নামও তীর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক, শিব ও গণেশাদি যাবতীয় দেবমূর্ত্তিই শিবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত এবং যে যে স্থানে

ঐ শিবলিঙ্গ অবস্থিত, তাহাও তীর্থ। বারানসীতে মহাদেবই (বিশ্বনাথ) মহাতীর্থ। বিশ্বনাথের উত্তরে কাশীক্ষেত্রের পূর্বোত্তরভাগে এক কূপ আছে, ঐ কূপদর্শনে পশুপাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তৎপশ্চাতে বারানসী তীর্থ। বিশ্বনাথের পূর্বদিকে গোপ্রেক্ষ-লিঙ্গ, তদর্শনে গোদানফল হয়। গোপ্রেক্ষলিঙ্গের দক্ষিণে দধীচীশ্বরলিঙ্গ বর্তমান, তদর্শনে যজ্ঞাসুষ্ঠানের ফল পাওয়া যায়। তাঁহার দক্ষিণে অজীশ্বরলিঙ্গ, তদর্শনে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। গোপ্রেক্ষের পূর্বদিগ্ভাগে বিজয়েশ্বরলিঙ্গ, ইহাকে পূজা করিলে জব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাহার পূর্বদিকে বেদেশ্বর, তদর্শনে চতুর্বেদপাঠের ফল হইয়া থাকে। বেদেশ্বরের উত্তরে আদিকেশব আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে আর ত্রিভুবনের কোনও তীর্থ দর্শন করিতে হয় না। তাঁহার পূর্বভাগে অবস্থিত সঙ্গমেশ্বর দর্শন করিয়া মানব নিম্পাপ হইয়া থাকে। তৎপূর্বে চতুর্মুখ প্রয়াগ-লিঙ্গ শিব আছেন, সেই স্থানে গৌরীমূর্তি বিরাজমানা, তাঁহার সহিত প্রয়াগ-শিবকে অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। কাশীর উত্তরে বরণা নদীর পূর্বতটে কুস্তীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজাকারী ব্যক্তির বংশোদ্ভূত পুত্র জন্মে। কুস্তীশ্বরের উত্তরে কাপিল হ্রদ তীর্থ, উহাতে স্নান ও বৃষভক্షজের পূজায় রাজসুয়ক্షজের ফল উৎপন্ন হয়। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পূর্বপুরুষগণ রোরবাদি নরকোত্তীর্ণ হইয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হইবেন। পূর্বোক্ত গোপ্রেক্ষ তীর্থের উত্তরে আনন্দেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে রমণীগণ পাতিব্রত্যাফল লাভ করে। উক্ত লিঙ্গের পূর্বদিকে সিদ্ধিবিদায়ক, তিনি দর্শনকারীর সিদ্ধিদাতা। তৎপশ্চিমে হিরণ্যকশিপু লিঙ্গ ও হিরণ্যকূপ বর্তমান। তদর্শনে হিরণ্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে মুণ্ডামুরেশ্বর লিঙ্গ, তিনি সিদ্ধিদায়ক। গোপ্রেক্ষের নৈঋতে বৃষভেশ্বর। মহাদেবের (বিশ্বনাথের) পশ্চিমে নন্দেশ্বর লিঙ্গ, ইহার পূজায় শিবসালোক্যপ্রাপ্তি হয়। তৎপার্শ্বে শাখেশ, বিশাখেশ, নৈগমেশ্বর ও নন্দীশ্বর প্রভৃতি প্রমথগণ অবস্থিত। তদর্শনে গণসালোক্যলাভ হয়। নন্দীশ্বরের পশ্চিমে শিলাদেশ্বর, তিনি জীবের কুবুদ্ধিহারক। তথায় দর্শনকারীর বলপ্রদ হিরণ্যাকেশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজমান। তদক্ষিণে অট্টহাস্ত লিঙ্গ, তদুত্তরে প্রসন্নবদনেশ লিঙ্গ, তদুত্তর তদর্শনে প্রসন্নবদন হয়। প্রসন্নবদনের উত্তরে প্রসন্নোদ নামক কুণ্ড আছে। উহা স্নানকারীর চিত্তনৈঃকল্য দান করিয়া

থাকে। অট্টহাসলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্র ও বরুণ নামক লিঙ্গদ্বয়—যাঁহারা মহা-পাতকনাশক ও মিত্রাবরুণলোকদানকারী। অট্টহাসের নৈঋতে বৃদ্ধবাসিষ্ঠ লিঙ্গ, তিনি পূজাকারীর জ্ঞানদাতা। তৎসমীপে বিষ্ণুলোকদাতা কৃষ্ণেশ্বর লিঙ্গ। তদক্ষিণে যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর, তিনি ব্রহ্মতেজোবুদ্ধিকারী। তৎপশ্চিমে প্রহ্লাদেশ্বর, তাঁহাকে অর্চনা করিলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহমানসে স্বয়ং শিব সে স্থানে লীন হইয়াছেন, এ কারণ স্বলীন-নামধারী লিঙ্গ তৎপূর্বে অবস্থিত। তৎপূর্বে বৈরোচনেশ্বর। তদন্তরে বলীশ ও বাণেশলিঙ্গ বিরাজমান। তাঁহাকে পূজা করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। চন্দ্রেশ্বরের পূর্বে বিদ্যেশ্বর লিঙ্গ, যাঁহার অর্চনায় সর্ববিঘ্নালাভ হয়। চন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে বীরেশ্বর, যিনি সর্বসিদ্ধিবিধায়ক। বীরেশ্বরের উত্তরে বিকটা দেবী ও পঞ্চমুদ্র নামে মহাপীঠ। ঐ মহাপীঠে জপ করিলে মন্ত্র অচিরেই সিদ্ধি লাভ করে। সেই পীঠের বায়ুকোণে সগরেশ্বর, তৎপূজায় অশ্বমেধফল। তাহার ঈশানকোণে কালীশ্বর লিঙ্গ, যিনি তির্থ্যগ্‌ঘোনিনিবারক। তদন্তরে সূগ্রীবেশ। সেই স্থানেই ব্রহ্মচর্য্যফলপ্রদ হনুমদীশ্বরলিঙ্গ। তথায় মহাবুদ্ধিপ্রদ জাম্ববদীশ্বর ও গজার পশ্চিমতটে আশ্বিনেশ্বর এই শিবলিঙ্গদ্বয় বিবাজ করিতেছেন। আশ্বিনেশ্বরের উত্তরাংশে ভদ্রহুদ, ইহা গোহুগ্ধে পরিপূর্ণ, সহস্র কপিলা-ধেনুদানে যে ফল হয়, ভদ্রহুদে জ্ঞান করিলে তাহা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথিতে জ্ঞান করিলে অশ্বমেধক্রিয়ার ফল হয়। উক্ত হুদের পশ্চিমতীরে ভদ্রেশ্বর, তদর্শনে গোলোকপ্রাপ্তি হয়। ভদ্রেশ্বরের নৈঋতকোণে উপশাস্ত শিব, ইহার স্পর্শে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদন্তরে চক্রেশ্বর, যিনি শতঘোনি-প্রাপ্তির নিবারক। চক্রেশ্বরের উত্তরে চক্রহুদ, ইহাতে জ্ঞান কবিত্ব ও চক্রেশ্বরকে পূজা করিয়া জীব শিবলোকে গমন করে। চক্রহুদের নৈঋতে শূলেশ্বর। পূর্বে ভগবান্ মহাদেব জ্ঞান করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে শূল প্রাধিক্ত করেন, সে কারণ সে স্থানে একটি হুদ সঞ্চারিত হইয়াছে, ঐ হুদে জ্ঞান করিয়া শূলেশ্বর দর্শন করিলে মনুষ্য সংসার-গহ্বর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। তৎপূর্বে নারদ কর্তৃক স্থাপিত নারদেশ্বর আছেন, পূর্বে নারদ ঐ স্থানে সূক্ষ্মতর তপস্যা করিয়া একটি কুণ্ড নির্মাণ করেন, ঐ কুণ্ডে জ্ঞান ও নারদেশ্বরকে দর্শন করিলে সংসার-সাগর পার হইতে পারা যায়। নারদেশ্বরের পূর্বভাগে বভ্রাতকেশ্বরলিঙ্গ, তৎসম্মুখে তাম্রকুণ্ড অবস্থিত, তাহাতে জ্ঞান করিলে আর গর্তবভ্রাতাগ

করিতে হয় না। তাহার বায়ুকোণে বিষহতা নামক গণেশ ও বিষহর কুণ্ড আছে। ইহার উত্তরে অনারকেশ্বর লিঙ্গ ও অনারকেশ্বর কুণ্ড অবস্থিত। ঐ কুণ্ডের উত্তরে বরণার তটে বরণেশ্বর লিঙ্গ। ঐ স্থানে অক্ষপাদ শৈব সশরীরে সিদ্ধি লাভ করেন। পশ্চিমে শৈলেশ্বর নামক মুক্তিপ্রদ লিঙ্গ, তদক্ষিপে নিত্য-সিদ্ধিদাতা কোটিশ্বর নামক লিঙ্গ ও কোটিতীর্থ হ্রদ, এই হ্রদে স্নান ও কোটি-শ্বরের পূজাকারী ব্যক্তি কোটি গোপ্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। কোটিশ্বরের অগ্নিকোণে মহাশ্মশান শুভ্র, সেই শুভ্রে উমাদেবীসহ ভগবান্ মহাক্রদ্র বিরাজমান। ঐ শুভ্র অলঙ্কৃত করিলে ক্রদ্রপদলাভ হয়। এই স্থানে কপালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তৎসমীপে কপালমোচন নামক তীর্থ, ইহাতে স্নানকারী অশ্বমেধফলভাগী হন। কানীস্থ অস্ত্রাশ্র লিঙ্গস্থান ও মাহাত্ম্য তীর্থ-মাহাত্ম্য পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য

ষষ্টি সহস্র ধনুর্ধর বক্ষু নিত্যই গঙ্গাকে পাপিস্পর্শ হইতে রক্ষা করেন, সূর্য্যদেব স্বয়ং যমুনাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং রক্ষার্থ সদা উপস্থিত আছেন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রয়াগমণ্ডলে সততই প্রহরিক্রমে বিরাজমান। প্রয়াগতীর্থ স্রবণ করিলে অল্পমাত্রায় পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দর্শনে, স্পর্শনে ও মৃত্তিকালেপনে সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যদি ব্যাধিগ্রস্ত কিম্বা হীন জাতি অথবা ক্রুদ্ধাবস্থায় কোন ব্যক্তি প্রয়াগে দেহ ত্যাগ করে, তবে সে বহুকাল স্বর্গে পরমানন্দে বাস করে।

প্রয়াগ-পদ্ধতি

প্রয়াগে নিত্য সপ্ততি কোটি তীর্থের সান্নিধ্য বর্তমান, ত্রিভুবনে সকল তীর্থে স্নান ও বেদবিদ্যালাভে যে পুণ্য উপার্জিত হয়, প্রয়াগে স্নান করিলে তৎসমস্তই পাওয়া যায়।

পূর্বদিন পূর্বদিকস্থিত গৌতমশ্রমের পূর্বভাগে বসতি করত প্রয়াগ-গমনদিবসে প্রভাতে প্রাতঃস্নানাदि নিত্যক্রিয়া-সমাপ্যস্তে প্রয়াগসন্নিধানে গমন পূর্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা প্রয়াগমণ্ডলভূম্যধিকরণকমৎকর্তব্য-পদচার-সমসংখ্যকাখ্যমেধ-
জন্তফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ প্রয়াগপুরপ্রবেশপূর্বক-তদ্ভূম্যধিকরণক-গমনমহং
করিষ্যে।”

এইরূপে প্রবেশসঙ্কল্প করিয়া প্রয়াগে প্রবেশ পূর্বক পবিত্রভাবে প্রথমতঃ
বেণীতে গমন করিবে। তথায় সামান্ততীর্থপদ্ধতিপ্রোক্ত বিধানে বাবতীর
কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। তন্মধ্যে বেণীতে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করত
জ্ঞান করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা রাজসূয়াখ্যমেধজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামো বিষ্ণুপূর্বগমনকামো
বা পাপক্ষয়কামো বা গঙ্গাঋমুনাসঙ্গমে জ্ঞানমহং করিষ্যে।”

মাঘমাসে প্রয়াগক্ষেত্রে ষাট্‌হাজার ষাট্‌শত তীর্থের সমাবেশ হয়, এ কারণ
মাঘে প্রয়াগজ্ঞান বিশেষ ফলপ্রদ। তৎকালে নিম্নলিখিত বাক্যে জ্ঞান
করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক-
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কুরুক্ষেত্রাধিকরণক-সূর্য্যগ্রহণকালীন-
ব্রাহ্মণসম্প্রদানক-সুবর্ণভারসহস্র-দানজন্ত-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গাঋমুনা-
সঙ্গমে জ্ঞানমহং করিষ্যে।”

শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাজ্ঞানে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প
করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা অপুনবাবৃত্তিকামো নিবৃত্তিজ্ঞানমহং করিষ্যে ”

এইরূপে কিঞ্চিৎবিমুক্তি ও নোক্ষপ্রাপ্তিকামনার গঙ্গাঋমুনার মধ্যেও জ্ঞান
করিতে হয়। অনন্তর সামান্ততীর্থপদ্ধতিপ্রোক্ত বিধানে সমুদায় কার্য শেষ
করিবে। পরে বেণীমাধবাদি তীর্থদেবতার অর্চনাদি করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে
সঙ্কল্প করত গঙ্গাতীরে বসিয়া মস্তকমুগুন করিবে। এই ভাবে বসিয়া মুগুন
করিবে যেন ছিন্নকেশ আপন। হইতেই গঙ্গাজলে পতিত হয়। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা গঙ্গায়াং পতিষ্যৎ-যাবচ্ছেদনীয়লোম-সমসংখ্যবহুবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-
।র্গলোকমহিতকামো গঙ্গায়াং কেশবাপনমহং করিষ্যে।”

প্রয়াগতীর্থে পুরুষগণ সর্ষকেশ-লোমমুণ্ডন করিবে। সখবাগণ কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুলী পরিমাণ কেশ ছেদন করিবে না, সর্ষজাতির সমস্ত মস্তক মুণ্ডনই কর্তব্য, এ কারণ সখবা স্ত্রীলোকের প্রয়াগে গমন না করাই উচিত। যে ব্যক্তি প্রয়াগে যাইয়া মুণ্ডন না করে, সে কোটি কল্প রৌবব নরকে বাস করে। সমর্থ হইলে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে সবৎসা গোদান করিবে, তৎসঙ্কল্প যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতদ্গোবৎসোভয়ো বোমসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-
মহিতত্ব-নরকাদর্শনপূর্বক-সকল-পুত্র-দান-ভৃত্য-পরিব্রাণ-বহুবিধঘোর-মহাপাতক-
সংক্রমভ্রাণকাম ইমাং সাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং সবৎসাং গাং রুদ্রদেবতাকাং
যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।”

প্রয়াগতীর্থে স্বর্গলাভ বা ব্রহ্মলোকলাভকামনায় তীর্থোপবাস কর্তব্য। ব্রহ্মচারী হইয়া একমাস বাস ও পিতৃতর্পণ করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অগ্নাত সমুদয় কার্য সামান্ততীর্থপদ্ধতির বিধানে করিবে।

দ্বিতীয়াদিদিনকৃত্য

পরদিন প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক কঙ্কলাশ্বতরের পূর্বদিকে যমুনার উত্তরতীরে ঋণমোচনাখ্য তীর্থে গমন করিবে। তথায় অখিলঋণবিমুক্তিকামনায় স্নান ও তর্পণ সমাধা করিবে। পূর্ব দশপুরুষ ও পরবর্তী দশপুরুষের উদ্ধারকামনায় যমুনার উত্তরতীরে কঙ্কলাশ্বতরসন্নিধানে যমুনাকুলরূপ মহাদেব-সমীপে উপস্থিত হইবে। ঐ স্থানে সর্ষপাতকমোচনকামনায় মহাদেবসন্নিধানে যমুনাতে স্নান-তর্পণ ও যমুনার সলিল পান করিয়া কঙ্কল ও অশ্বতর, মহাদেব ও যমুনা, ইহাদের পূজা ও নমস্কারাদি করিবে। তৎপরে অপরাপর দিবসে চতুর্কোদাধ্যয়নজন্ত, সত্যবাদিতাজন্ত ও অহিংসাজনিত ফলের তুল্যফল কামনা করিয়া বাসুকিসমীপে দশাশ্বঃমধিকস্থলে যাইবে। তথায় অশ্বমেধ-যজ্ঞজনিতফলের সমানফল, ধনাঢ্যত্ব, রূপ, দক্ষতা, দাতৃত্ব ও ধার্মিকত্ব কামনা করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। ঐ স্থানেই অশ্বমেধসমফলপ্রাপ্তিকামনায় প্রজাপতিবেদী ভোগবতীতে স্নান-তর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর ব্রহ্মচর্য্যরত ও বিতক্রোধ হইয়া গঙ্গার পূর্বকূলে প্রতিষ্ঠাননগরস্থ সমুদ্রকূপে গমন করিবে। ঐ স্থানে সর্ষপাপক্ষয়পূর্বক অশ্বমেধযজ্ঞজন্য-পুণ্যপ্রাপ্তির কামনায় ত্রিরাত্র

বাস করিয়া সেই নগরের উত্তরে গঙ্গার পূর্বে হংসপ্রপতননামক কুণ্ডসমীপে গমন করিবে। তথায় অশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি এবং বত দিন চন্দ্রশূর্য্য বিজ্ঞমান থাকে, তাবৎ স্বর্গবাসকামনার জ্ঞান-তর্পণ করিবে। তদনন্তর অক্ষয়-বটসমীপে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্ত্র দ্বারা অক্ষয়বটের নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ সংসারবৃক্ষশ্রাব্য সর্বপাপক্ষয়ায় চ।

অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোহক্ষয়বটায় তে ॥

ওঁ নমোহব্যাক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।

মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যাগ্রোধায় নমো নমঃ ॥

ওঁ অমরত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।

ন্যাগ্রোধ হর মে পাপঃ কল্পবৃক্ষ নমোহস্ত তে ॥”

প্রার্থনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা ও প্রণাম করিবে। পরে মণ্ডকুল-পবিত্রীকরণকামনার প্রয়াগমণ্ডলাবচ্ছিন্নধমুনায় জ্ঞান ও ধমুনায় সলিল পান করিতে হয়। ধমুনাতে পূর্ণ একমাস জ্ঞান করিতে হইলে সঙ্কল্পে সর্বপাপ-মোচন পূর্ব্বক পরমপদলাভ কামনা, মাঘমাস ব্যাপিয়া জ্ঞান করিলে তত্তল্লোকাধিকরণকচক্রলীনত্ব কামনা করিবে। মাঘমাসে কেবলমাত্র প্রয়াগাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাজ্ঞানে স্বর্গভূম্যন্তবীক্ষাধিকবণক-কোটিতীর্থ-জ্ঞান-জন্ত-ফল-সমফল, সৌরমাসে গঙ্গাধমুনাসঙ্গমে জ্ঞান—গজপতি-মহারাজত্বলাভ, জ্যৈষ্ঠমাসে সম্যক প্রদত্ত গোলকদানফল এবং পৌর্ণমাসীর সন্নিহিত তিন দিন জ্ঞান করিলে সন্তীর্থকৃত-বহুসস্তারযুক্ত ষোড়শ অশ্বমেধ, ব্রাহ্মণসম্প্রদানক পর্ব্বতোপমধাত্তরাশিদান, দেবতাভক্তি, গোদান ও স্বর্ণদানসমফলপ্রাপ্তি; মাঘশুক্রসপ্তমীতে জ্ঞানে সহস্র-শূর্য্যগ্রহণকালীনজ্ঞানজনিতফলসমফললাভ হয়। তদনন্তর যে কোন দিনে গঙ্গায় পিণ্ডদান, কাশীধরণ ও কুরুক্ষেত্রে দানজনিত-ফলসমফল কামনা করিয়া প্রয়াগ-নগরস্থিত ব্রহ্মযুগসমীপবর্ত্তী পবিত্র স্থলে ও কারিতগঙ্গায় যুগুন করিবে। * সৌর মাঘমাসব্যাপী প্রয়াগে কল্পবাসে মুক্তিকামনার সঙ্কল্প করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, প্রতিদিন হবিষ্যায় ভোজন, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও গঙ্গাজ্ঞান কর্তব্য।

ইতি প্রয়াগপদ্ধতি।

* যতান্তরে যুগুন নিষিদ্ধ।

হরিন্দ্রাক্ষ-শাস্তি

হরিদ্বারে গমন পূর্বক প্রথমতঃ গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া সামান্য তীর্থপদ্ধ-
তির নিয়মানুসারে কোটিতীর্থকরণজনিতফল, পুণ্ডরীকলাভ ও কুল-উদ্ধার-কাম-
নার জ্ঞান-তর্পণ করত সামান্যতীর্থপদ্ধতিনিধিত নিয়মে অবশিষ্ট সমস্ত কর্ম
সম্পাদন করিবে। তদনন্তর তত্রত্য বেণীমাধব ও গঙ্গাধরাদি দেবতাদর্শন,
নমস্কার এবং বখাশক্তি তাহাদিগের পূজা করিতে হইবে।

পাদে—

“ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিরিम्।

স্বর্গদ্বারেণ তন্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ ॥”

পদ্মপুরাণে হরিদ্বারের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—হে ধর্মজ্ঞ ! তদ-
নন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে। এই গঙ্গাদ্বার
স্বর্গদ্বারের তুল্য সন্দেহ নাই।

“তত্রাভিষেকং কুর্বাণীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ।

লভতে পুণ্ডরীকজ কুলঞ্চৈব সমুদ্বরেৎ ॥”

ঐ গঙ্গাদ্বারে সমাহিত হইয়া জ্ঞান করিলে পুণ্ডরীককে লাভ করা যায়
এবং বংশ উদ্ধার হইয়া থাকে। ঐ স্থান কোটিতীর্থসদৃশ অর্থাৎ তথায় জ্ঞান
করিলে কোটিতীর্থের ফললাভ হয়।

“সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥”

গঙ্গা সর্বত্রই সুলভা, কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম এই তিন
স্থানে দুর্লভ।

“বাসবান্ধাঃ সুরাঃ সর্বে গঙ্গাদ্বারং মনোহরম্।

সমাগত্য প্রকূর্বন্তি জ্ঞানদানাদিকং যুনে ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও এই মনোহর গঙ্গাদ্বারে আগমন পূর্বক জ্ঞান-দানাদি
করিয়া থাকেন।

“দৈবযোগানুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরম্।

মহুয়া-পক্ষি-কীটাদ্যাশ্চে লভন্তে পরং পদম্ ॥”

দৈবযোগে মহুয়া, পক্ষী, কীট প্রভৃতি যে কোন জীব হরিদ্বারে কলেবর
বিসর্জন করে, তাহারই পরমপদলাভ হয়।

“তত্রৈকরাত্রিবাসেন গোসহস্রফলং লভেৎ ॥”

হরিদ্বারে একরাত্রি বাস করিলেও সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতি হরিদ্বার-পদ্ধতি ।

দ্বারকাভীর্থ

ব্রহ্মবৈবর্তে—

“অতীব দ্বারকাং রম্যাং শতবোজনবিস্তৃতাম্ ।

ব্রহ্মাদীনাঞ্চ নগরং বিজিত্য চ বিরাজিতাম্ ।

তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যরশ্মীনাঞ্চ পরিকৃতাম্ ॥”

বাসুদেব উবাচ—

“পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরম্ ।

সর্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা ॥

যশ্চাঃ প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনম্ ।

দানঞ্চ দ্বারকায়্যঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্ ।

চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ ॥”

দ্বারকাপুরী শতবোজনবিস্তৃত ; ব্রহ্মাদিদেবগণের ধামকে জয় করিয়া এই ধাম বিরাজমান। এই স্থান সর্বদা সূর্য্যকিরণে আচ্ছাদিত, সুপবিত্র ও পরিকৃত। এই দ্বারকাপুরী গঙ্গাতীর্থ তুল্য পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক। দ্বারকা হইতে উত্তম তীর্থ আর নাই। ইহা বহুবিধ পুণ্যের আয়তন, সে স্থানে প্রবেশমাত্রে মানবের পুনরুৎপত্তিখণ্ডন হয়। দ্বারকা নগরীতে দান, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা, বাহ্য কিছু করা যায়, তৎসমস্তই গঙ্গাদি তীর্থে কৃত দানাদি হইতে চতুর্গুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে। এই স্থানে আগমন করিয়া দ্বারকানাথ-দর্শন, কৃষ্ণপূজাবিধানে পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও বিত্তাহুসারে দান অবশ্য কর্তব্য।

বন্দনিকাশ্রম তীর্থ

মহাভারতে—

“উষতোন্নবহা গঙ্গা নীততোন্নবহা পুরা ।

সুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমহু ।

ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহোজসঃ ।
 প্রাপ্য নিত্যং নমস্তস্তি নারায়ণমজং বিভূম্ ।
 যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
 তত্র কৃৎস্নং জগৎ পার্থ তীর্থান্যায়তনানি চ ।
 তৎপুণ্যং তৎপরং ব্রহ্ম ততীর্থং তত্তপোবনম্ ॥
 তৎপবং পরমং দৈবং ভূতানাং পরমীশ্বরম্ ॥”

বিশাল বদরীসমীপে যে স্থানে এক দিকে শীতলপ্রবাহিণী, অন্যত্র উক-
 তোয়া গঙ্গা সুবর্ণসিকতামালায় বিরাজমানা, যে স্থানে যোগী, ঋষি ও
 দেবগণ আসিয়া সর্বদা ভগবান্ নারায়ণকে কুতাঞ্জলিপুটে স্তুব করেন, যেখানে
 পরমাত্মা স্বয়ং নরনারায়ণ-মূর্তিতে অধিষ্ঠিত, সে তীর্থে গমন করিলে পৃথিবীতে
 আর অন্য তীর্থে গমন করিতে হয় না, তপোবনে বাইয়া তপস্তা করিবার
 আবশ্যক থাকে না, তত্রত্য নরনারায়ণমূর্তিকে পূজা করিলে আর অন্য দেবতার
 আরাধনা করিবার প্রয়োজন থাকে না। এই আশ্রমই জীবের পরম
 দেবতা পবমাত্মরূপে বিদ্যমান। এই স্থানে আসিলে জীব আর
 মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না, এখানে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের সমাবেশ, এই
 তীর্থে দান, ধ্যান, শ্রাদ্ধ, তপস্তা ও পূজাকারী সমস্ত পুণ্যতীর্থে কৃত দানাদির
 ফল পাইতে পারে; সুতরাং এখানে দান-ধ্যানাদি অত্যাবশ্যক। দ্বারকার
 গোমতী ও সাগরসঙ্গমস্থলে স্নান গঙ্গা, ঘমুনা ও সরস্বতীতে স্নান অপেক্ষা
 অধিক ফলপ্রদ। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানকারী ব্যক্তি যে পুণ্য অর্জন করে,
 গোমতীসাগর-সঙ্গমক্ষেত্রে স্নান করিলে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে
 এই তীর্থ মুক্তিদার বলিয়া কথিত আছে। প্রথমতঃ সাগর ও গোমতীনদীকে
 ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া কুশহস্তে তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ সহ নিম্নোক্ত
 মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। যথা—

“ভক্ত্যা চার্ঘ্যং প্রদান্তামি দেবার পরমাত্মনে ।
 ত্রাহি মাং পাপিনং ঘোরং নমস্তে সুররূপিণে ॥
 তীর্থরাজ নমস্তভ্যং রত্নাকর মহার্ণব ।
 গোমত্যা সহ গোবিন্দ গৃহাণার্ঘ্যং নমোহস্ত তে ॥”

অর্ঘ্যদানান্তে শিখা বন্ধন করিয়া প্রলয়ে পরোধি-জলশায়ী মুকুন্দকে স্মরণ
 করত পূর্বাভিমুখে স্নানান্তে পশ্চিমাভিমুখে পুনঃ স্নানপূর্বক পিতৃতর্পণ,
 বিশ্বদেবাদি পূজা ও পিতৃপ্রাণের অর্চন করিবে। ‘ও বিষ্ণুমে’ শ্রীযাতাম্’

বলিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিতে হয়। এই তীর্থে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, তীর্থবাসী
ত্রীপুরুষকে বস্ত্রদ্বয়, কঙ্ক ও উষীষ 'ঔ লক্ষ্ম্যা সহ অগ্ন্যাথো বিষ্ণুর্মে-
দ্রীষতাম্' মন্ত্রে দান করিবে। এই স্থানে মহাদান করিলে সপ্তদীপেশ্বর
হইয়া অস্ত্রে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে। গোমতীসাগর-সঙ্গমতীর্থে
অমাবস্তায় যে প্রকার শ্রাদ্ধই হউক, পিতৃগণের অনন্ত প্রীতিদায়ক হয়।
অতঃপর চক্রতীর্থে যাইয়া স্নান, তর্পণাদি আচরণ করিতে হয়, এ স্থানে
ত্রিকূলের প্রীত্যর্থে রত্নদান করিলে ত্রিকুলসহ মুক্তিলাভ করে, শ্রাদ্ধ
করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়।

স্মারকাধামে বহুতীর্থ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তীর্থে স্নান, দান, তর্প-
ণাদি অবশ্য কর্তব্য। যথা—ব্রহ্মকুণ্ড, চন্দ্র-সরোবর, গোপ্রচার, সাবিত্রী
দেবী, ইন্দ্রপদ, ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ, গৌরসর, বরুণপদ, পঞ্চনদী (গোমতী,
লক্ষ্মণা, চন্দ্রভাগা, কুশাবতী, গদাতীর্থ, মার্গতীর্থ) ইত্যাদি অন্যান্য
তীর্থের নাম, মাহাত্ম্য ও কৃত্য তীর্থমাহাত্ম্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

করতোয়া-পদ্ধতি

ত্রিকোটিকুলোদ্ধারকামনাতে স্বন্দ ও গোবিন্দ এই উভয়ের মধ্যবর্তী
শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন করতোয়াতীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ করতোয়ার শিলা-
দেবীর ঘাটে সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত বিধানে পাপক্ষয়কামনার সঙ্কল্প
করিবে। তদনন্তর ডুব দিবার অগ্রে সাধারণ তীর্থকৃত্য-লিখিত প্রকৃত
মন্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিতে হয়, যথা—

“ঔ করতোয়ে সদা নীরে সরিছেষ্ঠে সুবিশ্রতে।

পৌণ্ড্রান্ প্রাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোতুবে ॥”

তৎপরে তর্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ক্রিয়া সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে
সম্পাদন করিবে। অনন্তর যথাশক্তি করতোয়াকূলে ভগবতীর বামকর্ণাশ্রক
পীঠে অপর্ণাদেবী, বামেশভৈরব, শিলাদেবী, স্বন্দ. গোবিন্দ ইত্যাদি দেবতার
দর্শন, প্রণাম ও অর্চনা করিতে হয়। অমাবস্তাযুক্ত সোমবারে অরুণোদয়-
সময়ে করতোয়াতে শতসূর্য্যগ্রহণকালীনফলপ্রাপ্তিকামনাতে এবং নারায়ণী-
যোগে ত্রিকোটিকুলোদ্ধারকামনাতে স্নান করা কর্তব্য। তিথিতত্ত্বে নিরূপিত
আছে, অমাবস্তাযুক্ত সোমবারে করতোয়াতে স্নান করিলে শতসূর্য্যগ্রহণ-
কালীন-স্নানজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরশুরামপদ্ধতিতে এইরূপ

লিখিত আছে যে, যখন তাহু ধনুৱানিতে অবস্থিতি করেন, সেই সময় সোমবারে অমাবস্তা ও মূলানক্ষত্র হইলে তাহারই নাম নারায়ণীযোগ। এই সময়ে করতোয়াতে স্নান করিলে এবং কন্দগোবিন্দের মধ্যগত শিলাদীপাবচ্ছিন্ন করতোয়ার গমন করিলে ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে। করতোয়া চাবিদিকে পঞ্চকোশ, কিন্তু উহার মধ্যে এককোশপ্রমাণ স্থানই প্রার্থিত ফলপ্রদ।

মথুরা-পদ্ধতি

মথুরার গমন পূর্বক সর্বাগ্রে যমুনার বিশ্রাস্তি নামক তীর্থে উপস্থিত হইবে। তথায় সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মে বিষ্ণুলোকমহিতত্বকামনার স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। তৎপরে ব্রাহ্মণাবস্থিতি পর্যন্ত পিতৃগণের প্রীতি কামনা করিয়া প্রাক্করণান্তে সামান্ততীর্থপদ্ধত্যুক্ত অশ্রান্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তদনন্তর সর্বতীর্থফললাভ কামনা করিয়া গতশ্রমনামক দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবে, পরে ধ্রুবলোকলাভকামনায় ধ্রুবতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। তথায় পিতৃগণের উদ্ধারকামনায় প্রাক্করণান্তে মথুরানাথসমীপে গমন করিবে। মথুরানাথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

“ওঁ প্রসীদ ভগবন্ মহিমজ্ঞানাত্ কুষ্ঠিতাত্মনে ।

তবাত্মি পঙ্কজরজোরূপিণীং ভক্তিযুক্তমাম্ ॥”

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে মথুরানাথের ও তদ্ব্যমতাগে ব্রাহ্মিকার ধ্যান করিবে, যথা—

(মথুরানাথের ধ্যান)

ওঁ কলায়কুসুমভাসঃ মথুরামণ্ডলস্থিতম্ ।

গোপগোপীগবাবীতঃ পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্ ।

নানালঙ্কারশুভগং কোমলভোক্তাসিবকুম্ ।

সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্কৃতং পরমা মুদা ॥

(ব্রাহ্মিকার ধ্যান)

ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাদীঃ রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীম্ ।

ব্রহ্মভানুসুতাং দেবীং চিস্তয়ামি হরিশ্রিয়াম্ ॥

ধ্যানান্তে সচন্দন তুলসী ও কুসুমাদি উপহার দ্বারা শঙ্ক্যমুসারে উভয়ের অর্চনা করিবে। “ও শ্রীমথুরানাথায় নমঃ” ও “ও শ্রীরাধিকারৈ নমঃ” যন্ত্রে পূজা করিতে হয়; পূজার আবাহনাদি নাই। তৎপরে কেশব, ভূতেশ্বর, কংসনাথ, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদর্শনাদি করিবে। অনন্তর যথাসক্তি কলবিশেষলাভার্থে প্রয়াগাদি তীর্থসমূহে স্নানতর্পণাদি করিবে। যে তীর্থে যে ফল হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল, যথা—

প্রয়াগতীর্থে স্নান-তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞফল, কনধনে স্বর্গপ্রাপ্তিপূর্বক নানা আমোদলাভ, তিন্দুকে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, সূর্য্যতীর্থে সর্বপাপনাশ, তীর্থ-রাজ্যে বিষ্ণুলোকমহিতত্ব, ঋষিতীর্থে ঋষিলোকপ্রাপ্তি, মোক্ষতীর্থে মোক্ষলাভ, কোটিতীর্থে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও তথায় দানে বিষ্ণুলোকমহিতত্ব এবং বায়ুতীর্থে স্নানতর্পণাদি ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকলাভ হইয়া থাকে। ঐ স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদান করিলে গরাক্ষারের তুল্য ফললাভ হয়। যমুনা দ্বাদশ তীর্থে যথাসক্তি এই লিখিত কর্ম সম্পাদন করিবে। তৎপরে কংসরাজভবন, দেবকী ও বসুদেবের কারাগৃহ এবং কৃষ্ণের জন্মস্থান যথাসম্ভব দর্শন করিয়া মথুরাবাসিগণের নিকট পোতরাকুণ্ডাদি অস্ত্রান্ত স্থান পরিজ্ঞাত হইয়া যথাসক্তি তৎসমস্ত দর্শনাদি করা কর্তব্য। তৎপরে মথুরা-মাহাত্ম্য পাঠ বা উহা চিন্তা করিবে, যথা—

মথুরা-মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুপরাণে—

“যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যেষ্ঠামূলান্মলে পক্ষে দ্বাদশামুপবাসকুৎ।
সমভ্যর্চ্যাত্যুতং সম্যক্ মথুরান্নাং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥”

জ্যেষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রসম্বিত শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যমুনাসলিলে স্নান পূর্বক উপবাসী থাকিয়া অচ্যুতদেবের অর্চনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের অবিকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“যো জ্যেষ্ঠশুক্লাদ্বাদশাং স্নাত্বা বৈ যমুনাঙ্গলে।
মথুরান্নাং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥”

জ্যেষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে যমুনার স্নান পূর্বক হরিদর্শন করিলে পরম গতিলাভ হইয়া থাকে।

বারাহে—

বরাহ উবাচ ।

“ন বিদ্বতে চ পাতালে নাস্তরীক্ষে ন বাহুবো ।

মোক্ষদং মথুরায়া হি শ্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥”

বরাহরূপী ভগবান্ পৃথিবীকে সন্ধান করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বসুন্ধরে ! পাতালে, অন্তরীক্ষে (স্বর্গে) ও বাহুবলোকে মথুরাসদৃশ মোক্ষদ মদীর শ্রিয়হান আর নাই ।

“তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তত্ত্ব প্রণম্য শিরসা তদা ।

পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বী বচনমব্রবীৎ ॥”

ভগবানের এই কথা শুনিয়া বসুমতী অবনতমস্তকে প্রণতি পুরঃসর পবিত্র হইতেও পবিত্রতর বাক্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন ।

পৃথ্বীবাচ ।

“পুঙ্করং নৈমিষকৈব পুরী বারাণসী তথা ।

এতা হিহা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি ॥”

পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ ! পুঙ্কর, নৈমিষারণ্য, বারাণসী পুরী এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মথুরার প্রশংসা করিতেছেন কেন ? ইহার কারণ কি ?

বরাহ উবাচ ।

“শৃণু কাংক্ষ্যেয়ান বসুন্ধে কথ্যমানং মরানঘে ।

মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম ॥”

বরাহ উত্তর করিলেন, হে নিকলুবে বসুন্ধরে ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর । মথুরার স্তায় আমার পরম ক্ষেত্র আর নাই ।

“সা রম্যা চ সুশস্তা চ অগ্নভূমিঃ শ্রিয়া মম ।

শৃণু দেবি যথা শ্রোমি মথুরাং পাপহারিণীম্ ।

তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥”

হে দেবি ! মথুরা রমণীয়া ও সুপ্রশস্তা, উহা মদীর অগ্নভূমি; স্মৃতরাং আমার শ্রিয়বস্ত, আমি যে কারণে ঐ পাপহারিণী মথুরার স্তব করি, তাহা শ্রবণ কর । এই স্থানে যে ব্যক্তি বাস করে, তাহার মোক্ষলাভ হয় সন্দেহ নাই ।

“মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎ ফলং লভতে নরঃ ।

তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে ॥”

হে দেবি ! মাঘমাসে প্রয়াগে বাস করিলে যে ফল হয়, মথুরায় দিনে দিনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

“কার্ত্তিক্যাক্ষৈব যৎ পুণ্যং পুঙ্করে চ বস্করে ।

তৎ পুণ্যং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে ॥”

হে বস্করে ! কার্ত্তিকমাসে পুঙ্করে বাস করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, হে দেবি ! মথুরাতে প্রত্যেক দিনে সেই পুণ্য লাভ করা যায় ।

“পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাগস্তান্ত যৎ ফলম্ ।

তৎ ফলং লভতে দেবি মথুবায়্যাং ক্রণেন হি ॥”

হে দেবি ! পূর্ণ সহস্রবর্ষ বারাগসীবাসে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মথুরাতে ক্রণকালমধ্যে সেই ফল সঞ্চিত হয়

“মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোহনৃত্র কুরুতে রতিম্ ।

মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো যান্নরা মম ॥”

যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে অমুরাগ প্রকাশ করে, সেই মূঢ় সংসারে মদীয় মান্নার বিমোহিত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে ।

“যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্ ।

অন্তেনোচ্চারিতং শংসন্ মোহপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥”

হে বরারোহে ! অন্ত কর্ত্তক উচ্চারিত মদীয় মথুরামণ্ডলের নাম শ্রবণ ও প্রকাশ করিলেও লোক পাতকপুণ্য হইতে পরিমুক্ত হয় ।

“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ ।

মথুরায়াং গমিষ্যন্তি শৃণ্বে চৈব জনাৰ্দনে ॥”

পৃথিবীতে যে সকল সমুদ্র, সরোবর প্রভৃতি তীর্থ বিস্তারিত আছে, হরিশরনকালে তৎসমুদয়ই মথুরায় আবির্ভূত হয় ।

“মথুরাং সমুদ্রপ্রাপ্য শ্রাদ্ধং কৃৎবা বথাবিধি ।

তৃপ্তিং বাস্তীহ পিতরো যাবৎ স্থিত্যগ্রজন্মনঃ ॥”

মথুরাতে উপস্থিত হইয়া বথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণাবস্থিতিকাল যাবৎ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন ।

“যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ ।

ভেংপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদায় সংশয়ঃ ॥”

হে মহাভাগে ! যদি ইতরজাতিও মথুরাপুরে বসতি করে, তাহা হইলে আমার প্রসাদে তাহারাও পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

“বৈবস্বতস্বসা বম্যা যমুনা লোকপূজিতা ।

তত্র জ্ঞানপরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥”

হে দেবি ! বৈবস্বতের ভগিনী রমণীয়া যমুনা সৰ্বলোকে পূজিতা ; ঐ যমুনাৰ জলে জ্ঞান করিলে মানব মদীয় লোকে পূজনীয় হইতে পারে ।

“অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম কৰ্ম্মপরায়ণঃ ।

ন জায়তে স মৰ্ত্ত্যেষ্ জায়তে চ চতুৰ্ভুজঃ ॥”

মৎকৰ্ম্মপরায়ণ হইয়া যে ব্যক্তি এই স্থানে দেহ ত্যাগ করে, তাহাকে আর মৰ্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, সে চতুৰ্ভুজ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই ।

“বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রতম্ ।

যস্মিন্ জাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥”

হে দেবি ! অত্রত্য বিশ্রান্তি নামক তীর্থ ত্রিভুবনে বিশ্রত : ঐ স্থানে জ্ঞান করিলে মানব মদীয় লোকে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

“সৰ্ব্বতীৰ্থেষু যৎ জ্ঞানং সৰ্ব্বতীৰ্থেষু যৎ ফলম্ ।

তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্ ॥”

হে দেবি ! সৰ্ব্বতীৰ্থে জ্ঞান করিলে যে ফল হয়, সৰ্ব্বতীৰ্থে বিহিত কৰ্ম্মাশু-
ষ্ঠানে যে ফল হইয়া থাকে, এই মথুরাতে গতশ্রমদেবকে দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

“ন চ যজ্ঞেন তপসা ন ধ্যানেন চ সংযমৈঃ ।

তৎফলং লভতে দেবি জাতো বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে ॥”

হে দেবি ! বিশ্রান্তিতীৰ্থে জ্ঞান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যজ্ঞ, তপস্যা বা ধ্যান দ্বারা অথবা সংযম দ্বারাও সে ফলের প্রাপ্তি হয় ।

“কালত্রয়ন্ত বসুধে যঃ পশুতি গতশ্রমম্ ।

কৃত্বা প্রদক্ষিণে যে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥”

হে বসুধরে ! অত্র্যহ ত্রিকালে গতশ্রম-দেবকে দর্শন ও ছইবার প্রদক্ষিণ করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে ।

“সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে হৃদভানীহ ।

জ্ঞানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ ॥”

হে বসুধে ! এই মথুরাক্ষেত্রে দ্বাদশটি হৃদভ তীর্থ বিদ্যমান আছে । এই স্থানে জ্ঞান, দান, জপ ও হোম করিলে তাহা সহস্রগুণ ফলপ্রদ হয় ।

“তেষাং শ্রবণমাত্রেণ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

শ্রদ্ধা তীর্থস্ত মাহাত্ম্যং সৰ্বান্ কামানবাশ্রয়াৎ ॥”

ঐ দ্বাদশ তীর্থের শ্রবণ করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে বাবতীয় অতীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে ।

বৃন্দাবন-পদ্ধতি

বৃন্দাবনে গমন পূর্বক সৰ্বাগ্রে ষমুনায় কেশিতীর্থে (কেশিঘাটে) শত-কোটি-গঙ্গাজ্ঞানজন্তফলসমফলপ্রাপ্তিকামনাতে সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মে জ্ঞান ও তদঙ্গ তর্পণ করিবে । পরে দান, অর্চন, শ্রাদ্ধ, উপবাস, মূণ্ডন প্রভৃতি সামান্ততীর্থপদ্ধত্যুক্ত সমস্ত কৰ্মসম্পাদনান্তে গোবিন্দ, ভ্রমব, চিড় প্রভৃতি চতুর্বিংশসংখ্য তীর্থে (ঘাটে) বথাসাধ্য জ্ঞান ও তর্পণ করিবে । অনন্তর কমল-স্বরূপ বৃন্দাবনের কর্ণিকারূপ গোবিন্দপদে গিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবিন্দকে ও শ্রীরাধাকে নমস্কার করিবে, বথা—

“ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

(গোবিন্দ-নমস্কার মন্ত্র)

“ও বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী ।

প্রসন্ন ভব মে দেবি শ্রীরাধে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥”

(শ্রীরাধিকা-নমস্কার মন্ত্র)

অনন্তর “ও ফুলেন্দীবর” ইত্যাদি এবং “ও তপ্তকাঞ্চনগৌরাদী” ইত্যাদি ধ্যান পাঠ পূর্বক মথুবাপদ্ধতির লিখিত নিয়মামুসারে বথাপদ্ধি গোবিন্দের ও শ্রীরাধিকার পূজা করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণপূর্বক নমস্কার করিবে, বথা—

গোবিন্দের প্রণাম।—“ও নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মহেশ্বর ।

অগ্রমের প্রসীদাম্ভুঃখহন্ পুরুষোত্তম ॥”

রাধিকার প্রণাম।—“ও বৃষভানুসূতাং বন্দে জীবানন্দপ্রদায়িনীম্ ।

কৃষ্ণপ্রিয়তমাং দেবীং বৃন্দাবনবিলাসিনীম্ ॥”

তদনন্তর কল্লিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেমসীকে প্রণাম করিবে। এই প্রকার গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন, রাধাদামোদর ও শ্যামসুন্দরকে দর্শন, প্রণাম ও অর্চনাদি করিতে হয়। পরে কেশবাখ্য মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর শিব, বৃন্দাদেবী প্রভৃতির দর্শন-পূজাদি করিবে।” অন্যান্য দিবসে গোবর্দ্ধনগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবর্দ্ধনের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

“ও গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুলত্রাণকারক ।

বহুবাহুকৃতোজ্জ্বায় গবাং কোটিপ্রদো ভব ॥”

তৎপরে তত্রত্য মানসগঙ্গা, কৃষ্ণসরোবর, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডাদি চতুর-
নীতিসংখ্য কুণ্ডে শক্ত্যনুসারে স্নান-তর্পণ সমাধা করিয়া হরদেবদর্শনাদি
করিবে। তদনন্তর বৃন্দাবনস্থিত ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানলকুণ্ড ও গোবিন্দকুণ্ড প্রভৃতি-
তেও স্নান-তর্পণ করিতে হয়। পবে যমুনাব পরপারে গোকুলে গমন পূর্বক
যমুনাতে স্নান-তর্পণসমাধান্তে গোপেশ্বর নন্দ, উপানন্দ, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণ,
বলরাম, রাধিকা ও শ্রীনাম প্রভৃতিকে দর্শনাদি করিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত
মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া বিশ্ববনস্থ মহালক্ষ্মীদর্শনাদি করিবে। প্রার্থনামন্ত্র যথা—

“ও বিশ্বাত্মিকা বিশ্বগুর্ভা বিশ্ববৃক্ষনিবাসিনী ।

বিশ্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণা মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদ মে ॥”

অনন্তর কমলাক্লক বৃন্দাবনব কর্ণিকাকূপ গোবিন্দপদ হইতে দিগ্বিদিক্ নানা-
স্থলরূপ দলসকলে বক্ষ্যমাণনিম্নমে শক্ত্যনুসারে ভ্রমণ ও দর্শনাদি করিবে, যথা—

দক্ষিণে প্রথম দলে গোকুল, অগ্নিকোণে দ্বিতীয় দলে নিকুঞ্জকুটীর ও চীর-
কুটীর, পূর্বে তৃতীয় দলে স্পর্শমাতে গঙ্গাদি নিখিলভৌর্ধের শতগুণফলপ্রদ
শ্রেষ্ঠস্থান, ঈশানে চতুর্থ দলে গোপীগণেশ বসন-ভূষণহরণঃ-তাহাদের
কৃষ্ণকে পতিলাভ, উত্তরে পঞ্চম দলে দাদশাদিত্য, বায়ুকোণে ষষ্ঠ দলে কালির-
হর, তত্ত্বটে কদম্বতরু ; পশ্চিমে সপ্তম দলে অশ্বাসুরমোক্ষণ ও কৃষ্ণ কর্তৃক ব্রহ্মার
মোহ উৎপাদন, নৈঋতে অষ্টম দলে শম্বুচড়নিপাত, কৃষ্ণের কেলিরস্থল ও
চ্যোবাসুরঘাতন। উহার বহির্ভাগে,—তাহার প্রথম দলে কৃষ্ণের অঙ্গহান,

মধুবনও চতুর্ভুজ মহাবিকুর অবস্থান, দ্বিতীয় দলে খদিরবনদর্শনাদি, বোড়শ-
‘মল্লহ মহাবন, দাদোদর দর্শন প্রভৃতি এবং বৃষভানুনিরীক্ষণাদি বখাশক্তি
বখাবিধি করিয়া পুরুষোত্তমপদ্ধতিব আনন্দপুরীকৃত্যোক্ত বলদেবপূজাবিধানে
বলরামের , অর্চনাদি করিবে। তৎপরে ব্রহ্মবাসিগণের নিকট বিদিত
হইয়া গরুড়-গোবিন্দাদি অপরাপর স্থান সকল বখাশক্তি দর্শন করিতে হয়।
বনভ্রমণ ভাদ্রমাসেই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। তদনন্তর বৃন্দা-
বনের মাহাত্ম্যাদি পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য।

পাশ্বে পাতালধণ্ডে—

“শ্রীপার্কত্যুবাচ।

বৃন্দাবনস্ত মাহাত্ম্যং রহস্তং পরমাদ্বুতম্।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো ॥”

পার্কতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপ্রভো! বৃন্দা-
বনের পরমাদ্বুত মাহাত্ম্যরহস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব উহা
আমার নিকট বর্ণন করুন।

“ঈশ্বর উবাচ।

কথিতং তে প্রিয়তমে গুহ্যাদ্গুহ্যতমোত্তমম্।

রহস্তানাং রহস্তং যৎ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভম্।

ত্রৈলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুপূজিতম্।

ব্রহ্মাদিবাহিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতম্।

যোগীশ্বাদিমুনীশ্বাদি সদা তদ্যানতৎপরম্।

অপ্সরোভিষ্ঠ গন্ধর্বেনৃত্যগীতনিরন্তরম্।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাপ্রসঙ্গম্ ॥”

মহাদেবঃ—ঈশ্বর, হে প্রিয়তমে! তোমার নিকট গুহ্য হইতেও অতি গুহ্য,
রহস্ত হইতেও পরম রহস্ত এবং দুর্লভ হইতেও অতি দুর্লভ বৃন্দাবনের বিবরণ
বলিতেছি। হে দেবি! ঐ স্থান ত্রিভুবনের মধ্যে গোপনীয়, দেবেশ্বর কর্তৃক
পূজিত, ব্রহ্মাদিরও অভিজ্ঞাভিত ও সুরসিদ্ধগণ কর্তৃক সেবিত। যোগীশ্বর ও মুনী-
শ্বাদি সকলে সর্বদা উহার ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন। ঐ স্থানে অপ্সরাবৃন্দ

নিরন্তর নৃত্য ও গন্ধর্বগণ নিরন্তর গীতে সমাসক্ত আছেন। রমণীয় বৃন্দাবনধাম পূর্ণানন্দরসের একমাত্র আধার।

“ভূমিচ্ছিত্তামণিস্তোরমম্বতং রসপূরিতম্।

বৃক্ষাঃ সুরজমাশ্রিত্য সুরভিবৃন্দসেবিতাঃ।

স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদংশাংশসমুদ্ভবঃ ॥”

বৃন্দাবনের ভূমি চিত্তামণির তুল্য, জল অমৃতরসময় এবং তরুরাজি সুরভিগণসেবিত সুরজমসমান। তত্রত্য স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পুরুষগণ বিষ্ণু এবং তাঁহাদিগের অংশাংশজাত সকলেই শ্রীহরির স্বরূপ।

“তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।

গতির্নাট্যং কথা গানং শ্রিতবক্তৃং নিরন্তরম্ ॥”

তথায় সকলেই কিশোরবয়স্ক, সকলেই নিত্যানন্দময়বিগ্রহধারী। তত্রত্য সকলের গতিই নৃত্য, কথাই গান এবং সকলেরই বদন নিরন্তর মুহূর্ত্তে বিরাজিত।

“শুদ্ধসঙ্কেতঃ প্রেমপূর্ণৈবৈক্যবৈক্যনাশ্রয়ম্।

পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নং ক্ষুরস্তনু স্তিতনয়ম্ ॥

শুদ্ধসঙ্কেত প্রেমপূর্ণ বৈক্যবগণ সর্বদা বৃন্দাবনবন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সকলেই পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন এবং সকলেই তনয়ভাবে তনুস্তিতরূপে অবস্থিত।

“প্রমত্তকোটিভূজাদৈর্ঘ্যঃ কুজংকলমনোহরম্।

কপোতকসুসঙ্গীতমুন্মত্তালিসহস্রকম্।

নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুপরিপূরিতম্।

সুস্নিগ্ধসৌরভপ্রাস্তমুগ্ধীকৃতজগজ্জয়ম্ ॥”

প্রমত্ত কোটি কোটি ভ্রমর বৃন্দাবনে সর্বদা মনোহর কুজন করিতেছে; কপোতের সুসঙ্গীতে ও উন্মত্ত অলিসহস্রের ধ্বনিতে ঐ স্থান শব্দায়মান; নানাবর্ণবিশিষ্ট কুসুম ও তৎপবাগে সর্বস্থান পরিপূরিত। উহার সুস্নিগ্ধ সুরভিগন্ধে জিজগৎ মুগ্ধ হইতেছে।

“মন্দমাকৃতসংসিক্ত-বসস্তম্বতুসেবিতম্।

পূর্ণেনুনিত্যাভ্যুদয়ঃ সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্।

অদ্বৈতসুখবিচ্ছেদজরামরণবর্জিতম্।

অক্লোথগতমাৎসর্য্যমভিহ্রমনহঙ্কৃতম্ ॥”

বৃন্দাবন নিরন্তর মন্দমাকৃতসংসিক্ত বসস্তম্বতুসমাগমে পূর্ণচন্দ্রের নিত্য উদয়ে

ও সূর্য্যাদেবের বৃহুকিরণে পরিসেবিত হইয়া থাকে। তথায় হুঃখ, সুখবিচ্ছেদ, জরা, মরণ, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার কিছুই নাই।

“যত্র বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রবর্ষিতম্।

কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্কৃতকৈঃ কিমুচ্যতে ॥”

যত্রত্য বৃক্ষাদির পুলকে প্রেমানন্দাশ্র বর্ষিত হয়, সে স্থলে চেতনাবান বিষ্কৃতগণের কথা আর কি বলিব ?

“গোবিন্দাভিষু রজস্পর্শান্নিত্যং বৃন্দাবনং শুচি।

যন্ত স্পর্শনমাত্রেণ পৃথ্বী ধত্তা জগজ্জগ্রে ॥”

গোবিন্দের পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে বৃন্দাবন নিবস্তুর পবিত্র হইয়া রহিয়াছে, যে বৃন্দাবনের স্পর্শমাত্রে আজ পৃথিবী ত্রিজগতে ধত্তা।

“গোবিন্দদেহতোহভিন্নং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্।

মুক্তিস্তত্র যতঃ স্পর্শাভিমায়ায়াং কিমুচ্যতে।

তস্মাৎ সর্ব্বাশ্বনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদ্বনম্ ॥”

পূর্ণ ব্রহ্মানন্দের আধার এই বৃন্দাবন গোবিন্দের দেহ হইতে ভিন্ন নহে, বৃন্দাবনের স্পর্শে যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন ইহার মাহাত্ম্য কি বর্ণন করা যাইতে পারে ? অতএব হে দেবি ! সর্ব্বাস্তঃকবণে বৃন্দাবনকে হৃদয়ে ধারণ কর।

“গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎ কিঞ্চিৎ গোকূলে তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।

বৈকুণ্ঠাদিবৈভবং যদ্ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ।

যদব্রহ্মপরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্।

তস্মাৎত্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধত্তেতি বিশ্রুতা ॥”

ভগবান্ গোলোকের ঐশ্বর্য্য গোকূলে এবং বৈকুণ্ঠাদির বৈভব দ্বারকায় প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু যিনি পরমৈশ্বর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি স্বয়ং নিরন্তর বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন ; এই জন্ত পৃথিবী ত্রিভুবনতলে ধত্তা বলিয়া প্রথিত।

“দ্বাদশারণ্যমত্রৈব প্রধানং কথিতং ক্রমাৎ।

ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীবমহাতালধনীরকাঃ।

কুমুদং কাম্যং মধুবৃন্দাবনং তথা।

দ্বাদশৈতা বনে সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।

পূর্বে পঞ্চবনং প্রোক্তমক্চোপবনং ততঃ ॥

কদম্বধণ্ডীকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং তথা।

নন্দনানন্দধণ্ডক পালানিশোককৈতকম্।

সুগন্ধিমাখনং কৈলয়মৃতং ভোজনস্থলম্ ।
 সুখপ্রসাধনং বৎসহরণং শেখরায়নম্ ।
 শ্রামপুচ্ছদধিগ্রামং চক্রভানুপুরং তথা ।
 শক্তিতং বিপদকৈব বালকীডঞ্চ ধূসরম্ ।
 কেমুজমং ধরো বীবমুৎসুকঞ্চাপি নন্দনম্ ॥”

এই বৃন্দাবনে ষাটটি বন প্রধান ; ঐ সমস্ত বন ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুলবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন নামে কীৰ্ত্তিত । ইহার মধ্যে ভদ্রাদি পঞ্চবন কালিন্দীর পূর্বে ও অবশিষ্ট সাতটি পশ্চিমে অবস্থিত । এই ষাটটি ব্যতীত উপরিলিখিত কদম্বখণ্ডীকাদি আবও ত্রিংশৎসংখ্য উপবন ব্রহ্মে বিবাজমান আছে ।

“বৃন্দাবনবিহারেষু কৃষ্ণং কৈশোববিগ্রহম্ ।
 অন্তারণ্যেষু স্থানেষু বালপোগুযৌবনম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবিহারে কিশোররূপ এবং অপরাপর বনবিহারে বাল্য, পোগু ও যৌবনরূপ পবিগ্রহ করিতেন ।

ব্রহ্মবৈবর্তে জন্মখণ্ডে—

“তথাত্মকোতিহাসঞ্চ বক্ষ্যামি শৃণু পুণ্যদম্ ।
 যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভাবতে ।
 রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
 তস্তাঃ ক্রীড়ানং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ।
 গোলোকে শ্রীতয়ে তস্তাঃ কৃষ্ণেন নির্মিতং পুরা ।
 ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে,—অতঃপর অস্ত পুণ্যপ্রদ ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কব । যেকপে ভারতে পুণ্যভূমি বৃন্দাবন নাম প্রথিত হয়, তাহা বর্ণন করি । শ্রুতিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, রাধার ষোড়শনামের মধ্যে বৃন্দা একটি নাম , সেই রাধিকার রমণীয় ক্রীড়াবনই বৃন্দাবন নামে অভিহিত । পূবাকালে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার শ্রীতিবিধানার্থ গোলোকে ঐ বন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তৎপরে ক্রীড়ার্থ ভূতলে ঐ বৃন্দাবন নামক বন প্রথিত হইয়াছে ।

ইতি বৃন্দাবন-পদ্ধতি ।

গঙ্গাসাগর-সংক্রান্তি

ফলাতিশয় নিবন্ধন উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে কিংবা অপরদিনে গঙ্গাসাগরে গমন পূর্বক বধাযথ কামনার সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে বধাক্রমে সামান্ত-তীর্থগততির লিখিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। সর্বাগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া, পদধূলি ধৌত না করিয়াই সঙ্কেতমাধবের নিকট গমন করিবে এবং সপ্তকুলোদ্ধাবপূর্বক মুক্তিকামনার সঙ্কেতমাধবকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ওঁ সঙ্কেতমাধবঃ দেবঃ নমামি পুরুষোত্তমম্।

শ্বেতদ্বীপপতে ত্রীমন্ সংসারাং জাহি মাং প্রভো ॥”

পরে অন্তত উক্ত জল দ্বারা পদ ধৌত করিয়া নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে বক্রগুণ্ডে উপস্থিত হইবে। তথায় পঞ্চমহাপাতকাদি সর্বপাপনাশকামনার সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ প্রপশ্বে বক্রণং দেবমন্তসাং পতিমুর্জিতম্।

বাচিতং দেহি মে তীর্থং সর্বপাপোপশান্তয়ে ॥১॥

ওঁ বক্রণ ত্বং প্রজাপাল লোকনাথ সুরেশ্বর।

ত্বৎসকাশমহং প্রাপ্তস্তেন ত্বঞ্চ পুনীহি মাম্ ॥২॥”

তৎপরে জ্ঞান ও তর্পণ করিয়া তারগঙ্গায় গমন পূর্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ উত্তরায়ণ-সংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শতজন্মার্জিতপাপকরকামস্তার-গঙ্গায়াং জ্ঞানমহং করিষ্যে।”

এইরূপ সঙ্কল্পান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞান-তর্পণ করিবে, যথা—

“ওঁ তারগঙ্গে নমস্তত্যং সংসারার্ণবতারিণি।

ত্বয়ি জ্ঞানং বিমুঞ্চামি পাপং শতজন্মার্জিতম্।

ওঁ তারগঙ্গে মহাভাগে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।

ত্বয়ি জ্ঞানং করোম্যন্ত পাপং হর নমোহস্ত তে ॥

ওঁ তারগঙ্গে নমস্তত্যং সংসারার্ণবতারিণি।

সাগরেণ সমায়ুক্তা মুঞ্চ মাং পাপসাগরাং ॥”

এই তিনটি মন্ত্র পাঠ পূর্বক জ্ঞান ও তর্পণ করিতে হয়। সংক্রান্তিদিবসে সূর্য্যের রাশিসংকার অমুসারে সংক্রমণের পূর্বে পূর্বমাস ও পরে পরমাস এবং

অপর স্থলে বথাবোধ্য সমস্ত উল্লেখ করা কর্তব্য। রাঢ়দেশীয়েরা নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, বথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বাইম্পত্য-ব্যবহারাং ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পর্যর্কে ষেতবারাহকল্পে বৈবস্বতমহন্তরে কলিযুগন্তঃ প্রথমসঙ্ক্যায়াম্ অর্কবরুণবায়ুক্রেত্রে শ্রীমদমরগুরোঃ পূর্বে কাষ্ঠিকেষু পশ্চিমে কপিলন্ত দক্ষিণে উদধেশোন্তরে গঙ্গাসাগরমহাতীর্থাস্তর্গতসিদ্ধক্ষেত্রস্থ-ষেত-দ্বীপাধিপতি-শ্রীমৎসঙ্কতমাধবচরণসন্নিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শত-জন্মার্জিতপাপকরকামস্তারগঙ্গায়াঃ জ্ঞানমহং করিষ্যে।”

রাঢ়দেশীয়েরা এইরূপ বাক্যে সঙ্কল্প করত জ্ঞানতর্পণাদি সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক ছন্তরভবসাগর-তরণকামনার কপিল-মুনিকে বিলোকন করিবে, মন্ত্র বথা—

“ওঁ হরে ত্রাহি জগন্নাথ ছন্তরাদ্ভবসাগরাং।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং মুঞ্চামি তব দর্শনাং॥”

দর্শনান্তে কপিলমুনিকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র বথা—

“ওঁ যোগমূর্ত্তেস্তমুর্বিষোদ্বঃ দেব জগতাং পতে।

কপিলায় নমস্তভ্যং বিশুদ্ধায় পরায় চ॥”

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া সংসারবিমোচনকামনার পূজা করিবে। প্রার্থনামন্ত্র বথা—

“ওঁ সৃষ্টিস্থিতিসংকর্তারং বিশ্বরূপিণমব্যয়ম্।

কপিলং পূজয়িষ্যামি সংসারান্মাং বিমোচয়॥”

অনন্তর তারগঙ্গার বায়ুকোণস্থিত ভগীরথের অর্চনা করিয়া দশ পূর্বপুরুষ ও দশ পরবর্তী পুরুষের উদ্ধারকামনার ব্রহ্মকুণ্ডে জ্ঞান করিবে। পরে ত্রিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিবে। তথায় কোটিজন্মার্জিত-জারমান-অনিষ্টমাণসর্বপাপকরকামনার সঙ্কল্প করিতে হয়। তদনন্তর ডুব দিবার অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র করযোড়ে পাঠ পূর্বক জ্ঞান করিবে। মন্ত্র বথা—

“ওঁ হং দেব সরিতাং নাথ স্বং দেবি সরিতাং বরে।

উত্তরোঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি ছরিতানি বৈ॥ ১ ॥

ও সগরাং সাগরঃ কীৰ্ত্তিগঙ্গা কীৰ্ত্তিতগীরধাং ।

উত্তরোরন্তসি স্নাত্বা ভবিষ্যাম্যনঘো হৃদম্ ॥ ২ ॥”

স্নানান্তে তর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভৈরবকে নমস্কার করিতে হয়, যথা—

“ও অতিভীম মহাকায় কল্লাস্তদহনোপম ।

ভৈরবায় নমস্তভ্যমমুজ্জাং দাতুমর্হসি ॥”

প্রণামান্তে অমুজ্জাগ্রহণ পূর্বক সমুদ্রে গমন করত নিখিলপাতক-নাশকামনার সঙ্কল্প করিবে এবং পুরুষোত্তমপদ্ধতির মহোদধিকৃত্যলিখিত স্নানাদি বাব-
তীয় সাগরকৃত্য সম্পাদন পূর্বক সামান্ততীর্থপদ্ধত্যুক্ত সকল কর্ম শেষ করিবে ।
পরে ক্ষীরবর্ণ হবিকে বিলোকন ও অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম
করিবে, যথা—

“ও নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ পুরাণ পুরুষোত্তম ।

শঙ্খচক্রধর ত্রীমন্ ক্ষীরবর্ণায় তে নমঃ ॥”

তদনন্তর মাধবকে দর্শন পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

“ও নমো দেবাদিদেবায় নীলজীমূতবর্চসে ।

মাধবায় নমস্তভ্যং মহাকায় প্রসীদ মে ॥”

তৎপরে পাপক্ষয় পূর্বক চতুর্দশ ইন্দ্রাধিকরণককালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গকামনার
সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত শিবকুণ্ডে স্নান করিবে, যথা—

“ও নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় চ ।

স্নানং করোমি দেবেশ মম নশুভু পাতকম্ ॥”

স্নানান্তে তর্পণ করিয়া পুনর্জন্মনিবারণকামনায় অমরেশ্বরকে দর্শন পূর্বক
নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও নমঃ শিবায় শান্তায় ক্রুদ্রায় পরমাত্মনে ।

মহাদেবায় ভীমায় ঈশানায় নমো নমঃ ॥”

অনন্তর ঈশ্বরের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ডম্বুরের প্রার্থনা
করিতে হয়, যথা—

“ও ডম্বুরম্বঃ হরেঃ সাক্ষী ক্রুদ্রস্ত পরমপ্রিয়ঃ ।

ক্ষেত্রী ত্বং শিবরূপেণ দেহি বাত্রাকলং মম ॥”

অনন্তর বৃষকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ও বর্ষস্বং বুধরূপেণ জগন্নিষ্ঠারকারকঃ ।

অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানং মাং স্বং পাহি সনাতন ॥”

তৎপরে কোটিজন্মার্জিত-পাতকনাশকামনার সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে, কিছুক্ষণের অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পড়িতে হয়, যথা—

“ও কোটিতীর্থমিতি ধ্যাভ্যং হরেণ নিশ্চিতং পুরা ।

স্বয়ং স্নাত্বা বিমুক্তামি অঘকোটিসমুদ্ভবম্ ॥ ১ ॥

ও কোটিপুণ্যপ্রদে দেবি কোটিকোট্যঘনাশিনি ।

কোটিজন্মার্জিতং পাপং হর স্বং মে নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥”

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্নান করিয়া তর্পণসমাপনান্তে কার্ত্তিকেশ্বকে দর্শন ও পূজা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও অগ্নিগর্ভসমুদ্ভূত কৃত্তিকাকীর্তিনন্দন ।

উমাপত্তপতেঃ পুত্র কার্ত্তিকেশ্বায় তে নমঃ ॥”

তদনন্তর গরুড়কে দর্শন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়, যথা—

“ও নমস্তভ্যং ধগেশ্বায় নমো মারুতসংস্থিতৈঃ ।

কামরূপায় দিব্যায় কাশ্যপেশ্বায় তে নমঃ ॥”

তৎপরে সাগরাদিত্যকে দর্শন ও অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও মহাদেব নমস্তেহস্ত এসীদ মম ভাস্কর ।

দিবাকর নমস্তভ্যং সাগরাদিত্য বৈ নমঃ ॥”

তৎপরে ঋতেশ্বরলিঙ্গকে দর্শন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে । নমস্কারমন্ত্র, যথা—

“ও য়েতদীপে পুরা লিঙ্গং স্থাপিতং দেবনিশ্চিতম্ ।

স্বং দেব দেহি নির্বাণম্ ঋতেশ্বর নমোহস্ত তে ॥”

তৎপরে বগী দেবীকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও স্বং দেবি সর্বতীর্থানাং বনে রক্ষসি সর্বম্ ॥

দেহি মে পরমং শ্রেয়ো মহাবগী নমোহস্ত তে ॥”

এই প্রকারে বগীদেবীকে প্রণাম করিয়া ভাস্করকৃণ্ডে স্নানাদি করিবে । ভবিষ্যপুরাণে গঙ্গাসাগরস্নানে যে ফলবিশেষ কথিত আছে, তাহা এইখানে লিখিত হইল, যথা—

ভবিষ্যে—

“গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।

স্নাত্বৈব ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শিবস্ত চ পুণ্যং ব্রজেৎ ॥”

গঙ্গাধার (হরিদ্বার), প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে ব্রহ্মলোকে, বিষ্ণুলোকে ও শিবপুরে গমন করা যায় ।

অপিচ —

“প্রয়াগে মাঘমাসে তু ষৎফলং প্রাপ্নুয়াম্যহঃ ।

সাগরস্নানমাত্রেণ দিনেনৈকেন লভ্যতে ॥”

সম্পূর্ণ মাঘমাস প্রয়াগে স্নান করিলে মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, একদিন-মাত্র সাগরে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করা যায় ।

“যা গতির্যোগযুক্তস্ত বারাগস্তাং মৃতস্ত চ ।

স গতিঃ স্নানমাত্রেণ সাগরে হরিবাসরে ॥”

যোগযুক্ত ব্যক্তি বারাগসীতে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার যে গতিলাভ হয়, হরিবাসরে সাগরে স্নান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

“অস্তরীক্ষে ক্ষিতৌ তোয়ে পার্শ্বায়ানপি যো মৃতঃ ।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্কং পদমক্ষ্যামনুতে ॥”

গঙ্গাসাগরসঙ্গমে—কি অস্তরীক্ষে, কি স্থলে, কি জলে মরিলে পানী ব্যক্তিও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সহ অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয় ।

“গঙ্গায়াক্ষ জলে মোক্ষো বারাগস্তাং জলে স্থলে ।

জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥”

গঙ্গায় জলমধ্যে, বারাগসীতে জলে বা স্থলে এতৎ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অস্তরীক্ষে, জলে বা স্থলে যেখানেই মৃত্যু হউক, মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে ।

সঙ্গমচিহ্ন যথা—

“শিবস্তু জাহ্নবীতোয়ং সাগরাস্তঃপরিপ্লুতম্ ।

গাগরং গচ্ছ কোন্তেয় তাবদ্ববতি সঙ্গমঃ ॥”

যে স্থানে জাহ্নবীজল সমুদ্রসলিলে মিশিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত স্থানই সঙ্গম নামে অভিহিত ।

কামাখ্যা-শাক্তি

কামাখ্যায় গমন পূর্বক প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়া-সমাধায়ে নীলাচলের অর্চনা করিয়া পুনর্জন্মশাস্তিকামনার গৌরীশিখরে আরোহণ করিবে এবং দেবীর পূর্বদ্বারস্থ সৌভাগ্যকুণ্ডে বাইরা তথায় সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মে বাবতীর কার্য শেষ করিতে হইবে। ঐ স্থানে জ্ঞানের পূর্বে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা পাপতো দশ-পূর্ব-দশপরবংশোদ্ধরণপূর্বক-পৃথিব্যাধিকরণক-
সর্বতীর্থক্ষেত্রফল-প্রাপ্তিকামঃ অগ্নিন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক-নীল-শৈলহ্রীমৎ-
কামাখ্যাচরণসম্বিধৌ সৌভাগ্যকুণ্ডে জ্ঞানমহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে মজ্জনের পূর্বে সাধারণজ্ঞানমন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করত জ্ঞান করিবে,—

“ওঁ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি স্মরি তিষ্ঠন্তি সর্বদা।

তস্মাৎ পুনীহি মাং কুণ্ডে দেবদানবপূজিত ॥

ওঁ সর্বতীর্থমরম্বং হি সর্বক্ষেত্রময়ো হসৌ।

দশপূর্বান্ দশপরান্ বংশোদ্ধর পাপতঃ ॥”

এই মন্ত্রদ্বয়পাঠান্তে জ্ঞান-তর্পণ করিয়া সিদ্ধগণেশ ও কমলাক্ষ বিষ্ণুকে দর্শন ও অর্চনাদি করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, কামকুণ্ড, ঋণাদিমোচনকুণ্ড, বরাহকুণ্ড, গুপ্তকুণ্ড, অপুনর্ভবকুণ্ড, উর্বরীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, এই সকল স্থানে যথাশক্তি জ্ঞান ও তর্পণ করিবে। পরে মনোভবগুহাতে কুজিকাগীঠস্থিত সতীর যোনিমণ্ডলস্থ কামাখ্যাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐহিক ও জন্মান্তরীণ বহুপাপ-নাশার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্রে কামাখ্যাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, যথা—

“ওঁ যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।

তানি তানি বিনশন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে ॥”

* তৎপরে সর্বকামার্থসিদ্ধিকামনার নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবীতে দর্শন করিতে হয়, যথা—

“ওঁ কামদে কামরূপস্বে স্তুতগে স্তুরসেবিতে।

করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥”

দেবীকে দর্শনান্তে অভীষ্টপ্রাপ্তিকামনার নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে, যথা—

“ওঁ কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপৰ্বতবাসিনি ।

ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোহস্ত তে ॥

ওঁ কামাখ্যা কামদা নিত্যং ভবমঙ্গলদায়িনী ।

মনসোহভীষ্টসংদাত্রী ভূয়ো দেবি নমোহস্ত তে ॥”

তদনন্তরঃ পুনর্জন্মনিবারণকামনার নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত কামাখ্যা দেবীরূপ ষোনিমগুল স্পর্শ করিবে, যথা—

“ওঁ মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাৰ্ণরূপিণী ।

তন্তাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে ॥”

তৎপরে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

“ওঁ প্রতিরাঙ্গনসঙ্কাশাং নীলস্নিগ্ধনিরোরুহাম্ ।

ষড়্ভুজাং দ্বাদশভুজাং অষ্টাদশবিলোচনাম্ ।

প্রত্যেকং ষট্শু শীর্ষে চন্দ্রাঙ্ককৃতশেখরাম্ ।

মণিমুক্তাদিমাণিক্যকুতাং মালামুরঃস্থলে ।

কণ্ঠে চ বিব্রতীং নিত্যং সর্কালঙ্কারমণ্ডিতাম্ ।

পুষ্টকং সিদ্ধসূত্রঞ্চ পঞ্চবাণবরং তথা ।

খড্গং শক্তিঞ্চ শূলঞ্চ বিব্রতীং বামপাণিভিঃ ।

শুক্রং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ হরিতং কৃষ্ণমেব চ ।

বিচিত্রং ক্রমতঃ শীর্ষমৈশান্তাং পূর্বমেব চ ।

দক্ষিণং পশ্চিমঞ্চৈব তথৈবোত্তরশীর্ষকম্ ।

মধ্যক্ষেতি মহাভাগ ক্রমাৎ শীর্ষাণি বর্ণতঃ ।

শুক্রং মাহেশ্বরীভক্ত্রং কামাখ্যা রক্তমুচ্যতে ।

ত্রিপুরা পীতসঙ্কাশং সারদা হরিতং তথা ।

কৃষ্ণং কামেশ্বরীভক্ত্রং চণ্ডাশ্চিহ্নমিষ্যতে ॥

ধম্মিল্লসংযতকচং প্রতিশীর্ষং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

সিংহোপরি স্থিতশ্রেতং তস্মিন্ লোহিতপঙ্কজম্ ।

কামেশ্বরী স্থিতা তত্র ঈষৎ প্রহসিতাননা ।

বিচিত্রাংশুকসংগ্ৰীতা ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাধরা তথা ।

এবং কামেশ্বরীং ধ্যয়েৎ ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥”

(প্রকারান্তর ধ্যান)

“ও রবিশশিষুতবর্ণা কুসুমাপীতবর্ণা,
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা ।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষাত্ প্রাশস্তা,
সুরগুরুনরসেব্য। সিদ্ধিকামেশ্বরী সা ॥”

এই প্রকার ধ্যানান্তে “ও হ্রীং কামাখ্যাট্রে নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি কামাখ্যাদেবীর পূজা করিয়া সিন্দূর-কুসুম দ্বারা ষোনিপীঠ লেপন পূর্বক বহির্ভাগে কালী, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বগলামুখী ও ষোনিপীঠ পুনর্বার দর্শন ও প্রণাম করিয়া পূজা করিবে । তৎপরে পূর্বদিকে কামেশ্বর, ঈশানকোণে ঈশান-সন্নিধানে তৎপুরুষ, বায়ুকোণে অঘোর, ত্রিকোণের অধোভাগে সজ্জাজাত ও বামদেব, মধ্যে সদাশিব, উপরি-ভাগে ষষ্টিসংখ্য শক্তি এবং কামিনীাদি পঞ্চশক্তি ও গুপ্তকামাদি অষ্টষোগিনীর পূজা করিবে । পূজান্তে যথাশক্তি মূলমন্ত্র ও ইষ্টদেবমন্ত্র জপ করিতে হয় । এই স্থানে ষোনিপীঠে হস্তস্থাপন পূর্বক দশধা জপ করিলে যাবতীয় মন্দ্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ফলকামী ব্যক্তি পুরস্চরণ ও কুমারীপূজা করিবে । এই-মাত্রই বিশেষ, অত্যন্ত সমস্ত কার্য সামান্ততীর্থপদ্ধতির তুল্য । এতদ্ব্যতীত কোটরেশ্বরী, দীর্ঘেশ্বরী, প্রচণ্ডিকা, কুম্ভাণ্ডা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিদ্ধকামেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, ললিতা, কামধেনু, মাধব, পাণ্ডুনাথ, কেশব, সিদ্ধেশ্বরাদি দ্বাদশলিঙ্গ, ব্রহ্মা, হরগ্রীব, নৃসিংহ, পাদদুর্গা, স্বন্দমাতা, বিদ্যা-বাসিনী, বনবাসিনী, চণ্ডঘটা ইহাদিগকে দর্শনাদি করিবে এবং ধর্ম্মদ্বারে প্রবেশ ও নির্গম, স্বর্গদ্বারদর্শন, ভৈরবগুহাতে ও সিদ্ধগুহাতে জ্ঞানাদি অস্ত্রে কল্পক্রম তুল্য আশ্রিতক ও তিস্তিভীষক, কল্পলতিকা তুল্য অপরাজিত, নীল-পর্বতের নৈঋতে পাষাণকণী নন্দী, পশ্চিমদ্বারে হনুমান, এই সমস্ত যথাসাধ্য দর্শনাদি করিবে । অম্বুবাটীসময়েই কামাখ্যাদর্শন প্রশস্ত ।

৩

ব্রহ্মপুত্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে মৌনাবস্থায় বসিয়া ব্রহ্মপুত্রতটে গমন করিবে এবং ভবঘোরদুঃখ-হরণ পূর্বক পুনর্জন্মনিকৃতির

কামনাতে ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ হং ব্রহ্মপুত্র তুবনজয়তারকাস্ত
গন্তীরনৌরপরিপূরিতসর্বদেহ ।
তদর্শনাকরতু মে ভবঘোরহুঃখং,
সংযোগতঃ কলিযুগে ভগবন্নমস্তে ॥”

তৎপরে জন্মজন্ম-পাপহরণকামনার নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

“ওঁ নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ শান্তনুশুনবে ।
ত্রিজন্যজ্ঞঃ যৎ পাপং তৎ সর্বং হর মে প্রভো ॥”

নমস্কারান্তে যুক্তিকামনার স্পর্শ করিয়া তীর্থরাজ শব্দ কীর্তন পূর্বক ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষয়কামনার মন্ত্ৰকে ব্রহ্মপুত্রোদক দ্বারা বারংবার অভ্যঙ্গন করিবে। পরে সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মে জ্ঞানাদি সমস্ত কৰ্ম সম্পাদন করিতে হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানে পূর্বাপর সপ্তপুরুষোদ্যার পূর্বক মোক্ষলাভকামনার সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মপুত্রের আবাহন করিবে, যথা—

“ওঁ ব্রহ্মপুত্র নদশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিত ।
পরশুদত্তমার্গেণ আগচ্ছ বরদো ভব ॥”

পরে ডুব দিবার পূর্বে যুক্তিকামনের পর করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

“ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন ।
অমোঘাগর্তসমুত্ত পাপং লোহিত্য মে হর ॥”

অনন্তর যথাবিধি জ্ঞানতর্পণ-সমাপনান্তে ভববন্ধনবিমোচনকামনার নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, যথা—

“ওঁ কিরীটী নীলবাসাশ্চ রত্নমালাবিভূষিতঃ ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥”

চৈত্রমাস ব্যাপিয়া জ্ঞান করিতে হইলে কৈবল্যলাভকামনা, চৈত্রমাসের দ্বিতীয়া অষ্টমীতিথিতে পৃথিব্যধিকরণক-সর্বতীর্থজ্ঞানজন্মফল-সমকললাভ-পূর্বক ব্রহ্মদেহলাভকামনা এবং বুধবার ও পুনর্বসুনাঙ্কত্রাঘাত চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে স্বাজপেরবজ্রজন্মফলসমকললাভকামনা করিবে। পরে জ্ঞানার্ঘ্য শেব করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিতে হয়, যথা—

“ও লোহিত্যং রক্তগৌরাকং নীলবস্ত্রবিভূষিতম্ ।

রক্তমালাসমায়ুক্তং চতুর্ভাঙ্গসমধিতম্ ।

পুস্তকং শ্বেতপদ্মঞ্চ বিধৃতং দক্ষিণে করে ।

বামে শক্তিধরকৈব শিশুমারশিরঃস্থিতম্ ॥”

ধ্যানান্তে “হ্রীং স্বাহা” অথবা “ও ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে ।
তৎপরে সর্বপাপবিমোচনপূর্বকব্রহ্মলোকমহিত্যকামনার ব্রহ্মপুত্রসমীপে কর-
পুটে নিম্নলিখিতরূপে স্তব করিবে, যথা—

“ও নমো বিধ্যভূতায় ব্রহ্মপুত্রায় তে নমঃ ।

নমঃ সাগরপুত্রায় গঙ্গাপুত্রায় বৈ নমঃ ।

নমস্তে পাপসংহন্ত্রে ক্রূররূপায় বৈ নমঃ ।

নমঃ শান্তহুপুত্রায় অমোঘানন্দনায় চ ।

নমস্তে তীর্থরাজায় সর্বতীর্থাঙ্গনে নমঃ ।

সদা জনাঘনাশায় নদীনাং পতয়ে নমঃ ।

সদা চঞ্চলরূপায় ঘোরাবর্তায় বৈ নমঃ ।

নমঃ সাগরপুত্রায় ব্রহ্মপুত্রায় তে নমঃ ॥”

তৎপরে ব্রহ্মপুত্রমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে ।

ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্য ।

ব্রহ্মপুরাণে—

“লোহিত্যে মৌষলং স্নাত্বাপ্যশ্বমেধফলং লভেৎ ।

সকৃৎ স্নাত্বা নরো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ।

মুক্তিং ব্রজন্তি মহাজাঃ সর্দৈব স্নানতৎপরঃ ॥”

ব্রহ্মপুত্রে মৌষলস্নান করিলেও অশ্বমেধের সমফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং
যথাবিধি একবারমাত্র উহার জলে স্নান করিলে অনাময় ব্রহ্মধামপ্রাপ্তি
থাকে । বাহার্য সর্বদা উহার জলে স্নান করে, তাহাদের মুক্তিনাভ

“গঙ্গা তু পশ্চিমে ভাগে সদা তিষ্ঠতি মুক্তিদা ।

আত্রেয়ী মধ্যভাগে চ তথা জাম্ববতী নদী ॥

সরস্বত্যাং নদৌ নদাঃ শোণাদয়স্তথা ।

বহন্তি পূর্বে তে সর্বে পাপানাং ক্ষয়হেতবে ॥”

এই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশে মুক্তিদায়িনী গঙ্গা সতত অবস্থিত, মধ্যভাগে

আজেরী ও জাহবতী নদী বিরাজমানা, এবং পূর্বে সরস্বতীপ্রমুখ নদী ও শোণাদি নদ স্বানকারীর পাপক্ষয়ার্থ সতত প্রবাহিত হইতেছে।

“চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

স্মারাং লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥”

চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মপুত্রজলে স্বান করে, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

“পুনর্কসৌ বৃষে লগ্নে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।

লৌহিত্যন্ত জলে স্মাত্বা সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥”

পুনর্কসুনক্ষত্র ও বৃষলগ্নযুক্ত চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্যজলে স্বান করিলে সর্কপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

“পুনর্কসু-বুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।

স্রোতঃসু বিধিবৎ স্মাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥”

চৈত্রমাসের সিতাষ্টমীতে পুনর্কসুনক্ষত্র ও বুধবাব যোগ হইলে সেই দিন যদি ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোজলে বিধিবৎ স্বান করা যায়, তাহা হইলে বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

“মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।

পিবেশোককলিকাঃ স্মারালৌহিত্যবারিণি ॥”

মীনরাশিহ চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের অশোকাষ্টমী তিথিতে আটটি অশোক-কলিকা পান ও ব্রহ্মপুত্রজলে স্বান করিবে।

“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।

সর্কে লৌহিত্যস্মারান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্ ॥”

পৃথিবীতে যত তীর্থ, নদী ও সাগরাদি বিদ্যমান আছে, চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে তৎসমস্ত ব্রহ্মপুত্রে আগমন করে।

“চৈত্রন্ত সকলং মাসং যো নরো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

স্মারালৌহিত্যতোয়েষু স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ ॥”

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্পূর্ণ চৈত্রমাস ব্যাপিয়া ব্রহ্মপুত্রজলে স্বান করে, তাহা কৈবল্যলাভ হয়।

“স্বানং দানং তথা জপ্যং যজ্ঞঞ্চ সুরপূজনম্।

লৌহিত্যে হি কৃতং সর্কং কোটিকোটিশুণং ভবেৎ ॥”

ব্রহ্মপুত্রে স্নান, দান, জপ, যজ্ঞ, দেবপূজা বাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই কোটি কোটি গুণ ফলপ্রদ হয়।

“শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়ামপি পূজয়েৎ।

ততোহধিকফলং পুত্র কামপুত্রে লভেদগরঃ ॥”

হে বৎস! গঙ্গায় কোটি শিবলিঙ্গের পূজা করিলে যে ফল হয়, ব্রহ্মপুত্রে পূজা করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“কানীবাসেন যৎ পুণ্যং লভতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

তদেব সমবাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে বসেত্ত, যঃ ॥”

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কানীবাসে যে ফললাভ করে, ব্রহ্মপুত্রে বাস করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাশ্চোত্তরাদয়ঃ।

প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।

এতেষাং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে চ বাসকে ॥”

প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং পৃথিবীস্থ উত্তরসাগরাদি অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, ব্রহ্মপুত্রে বাস করিলে তৎসমস্তস্থানবাসজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“যা গতির্যোগযুক্তানাং মুনীনামুর্দ্ধরেতসাম্।

সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রেষু সপ্তসু ॥”

উর্দ্ধরেতা যোগযুক্ত মুনিগণের যে গতি হয়, ব্রহ্মপুত্রাদি পূর্বোক্ত সপ্ত-তীর্থে প্রাণত্যাগ করিলে সেই গতি লাভ হইয়া থাকে।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী বড় স্থান জলে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাই গর্ত বলিয়া কীর্তিত এবং তাহার উর্দ্ধ তীর ও তীর হইতে দুই কোশমিত স্থান ক্ষেত্র শব্দে গণনীয় হয়। সার্বত্রিকেই দেবতা ঐ স্থানমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যাহারা ঐ স্থানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদেব স্বর্গলাভ হয়, তাহাদিগের আব পুনর্জন্মের আশঙ্কা থাকে না।

“লৌহিত্যস্ত জলে যো হি মৃত্যুমাপ্নোতি মারুতঃ।

ন পুনর্জন্মতে সোহপি গর্তবাসে স্নুহুস্তরে ॥”

যে ব্যক্তি ব্রহ্মপুত্রজলে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, এবং দুস্তর গর্তবাসে সে আর কষ্ট পায় না।

হ্রষীকেশ তীর্থ

অৰ্দ্ধদাচলে হ্রষীকেশ হরি বিরাজমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে বিষ্ণু-সালোক্য লাভ হয়। ঐ স্থানে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া হ্রষীকেশ-সমীপে রাজিঙ্গাগরণ করিলে কার্তিকে পুঙ্করতীর্থে কপিলাধেনুদানে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য লাভ হয়। চাতুর্দশ ব্রত কবিয়া হ্রষীকেশ অর্চনা করিলে আর মর্ত্যধামে আসিতে হয় না। এক দিকে সমস্ত তীর্থপর্যটন, অন্যত্র হ্রষীকেশদর্শন তুল্যকর হইয়া থাকে। সর্ষদান, সহস্র কণ্টাদান, সূর্য্য-গ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে গোদান, তুলাপুরুষদান প্রভৃতি, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, হিমালয়ে বোগাবলম্বনে দেহত্যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান, সহস্র চান্দ্রায়ণ আচরণ, পিতৃপক্ষে প্রতিদিন গম্বাশ্রাদ্ধ, সহস্র বৎসরব্যাপী তপশ্চর্যা, চতুর্বেদ পাঠ এ সমুদয় চাতুর্দশ-ব্রতাবলম্বীর হ্রষীকেশ-দর্শনের তুলনায় কিছুই নয়। কার্তিক শুক্লেকাদশীতে হ্রষীকেশাগ্রে দীপদান করিলে অন্নার্জিত পাপের উল্লেখমাঝে ক্ষয় হইয়া যায়। হ্রষীকেশ দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করা-ইয়া বিশেষভাবে পূজা করিতে হয়।

বিক্র্যাচল তীর্থ

দেবীভাগবতে—

“চিত্রকূটে তথা সীতা বিক্র্যে বিক্র্যাধিবাসিনী।”

দেবীপুরাণে—

সীতাবতীর্থে দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।

পুং তত্র সা বামা তেন সা বিক্র্যবাসিনী ॥”

বিক্র্যাচল দেবীর একটি পীঠস্থান। দুর্গাদেবী দেবগণকে দৈত্যভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই বিক্র্যপর্বতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্দাস্ত শুভ্র-নিশুভ নামক মনুরদ্বয়কে হত্যা করেন, সেই অবধি সেই স্থানে বিক্র্যবাসিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা আছে। এ স্থানে আসিয়া তীর্থযাত্রী বিক্র্যবাসিনী দেবীকে দর্শন ও বলিদানোপায় পূজা করিয়া অতীষ্ট ফল লাভ করে।

কেদার তীর্থ

কেদারতীর্থে যদাকিনী গঙ্গা সরস্বতী সহ মিলিত হইরাছেন। সেই সময়েই জ্ঞান করিলে নর সর্বপাপমুক্ত হয়। শিবরাত্রিদিনে কেদারনাথ শিবদর্শনে ও উপবাসী থাকিয়া রাত্রিজাগরণে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। এ স্থানে কেদারকুণ্ডের জল পান করিলে চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার লাভ করে।

প্রভাস তীর্থ

শ্রীমদ্ভগবৎ—ঈশ্বর উবাচ। “সধনা নিধনা বাপি সমস্তা যজ্ঞবর্জিতাঃ। প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্বৈ যান্তি শিবালয়ম্ ॥”

প্রভাস তীর্থে ধনৌ, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী যে কেহ কোন দানধ্যানাদি ক্রিয়া করুক বা না করুক, এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিলে সকল মানবই শিবলোকে গমন করে। তীর্থে গমন করিলে দান অবশ্যই কর্তব্য, বিশেষতঃ স্ত্রবর্ণদান ও গোদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ। তীর্থে প্রতি তিথিতে সাধ্যানুসারে এক একটি বস্তু দান করিবে। যথা—প্রতিপদে কাঞ্চন, দ্বিতীয়ায় বস্ত্র, তৃতীয়ায় ভূমি, চতুর্থীতে ধাতু, পঞ্চমীতে ধেনু,

ষষ্ঠীতে অশ্ব, সপ্তমীতে মণিষী, অষ্টমীতে নীল বৃষ, নবমীতে গৃহ, দশমীতে চক্র, গদা, দশমীতে সর্ববিধ গন্ধ, একাদশীতে মুক্তা, দ্বাদশীতে অন্ন, ত্রয়োদশীতে পিতৃপুরুষ উদ্দেশে অন্ন, চতুর্দশীতে জ্ঞান, অমাবস্তায় সর্ববিধ দেয় বস্তুই দান করিবে। এইরূপ করিলে দশগুণ তীর্থফল লাভ হয়। জ্ঞানকালে নিম্নোক্ত যজ্ঞ পাঠান্তে জ্ঞান করিবে, যথা—

“ওঁ নমো দেবদেব্যায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে। কজ্রায় বাণহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ। সবস্বতী চ সাবিজী বেদমাতা বিভাবরী। সন্নিধানং কুরুষ্বাৎ তীর্থে পাপপ্রণাশিনি ॥”

জ্ঞানকালে এই যজ্ঞ পাঠ ও পূর্বোক্ত তিথিবিশেষে বিশেষ দান সকল তীর্থেই কর্তব্য।

প্রভাসক্ষেত্রে বাইরা সমুদ্রে জ্ঞান করিবে, সাগরতীরে যজ্ঞ দ্বারা সান্নিধ্য করিয়া করিয়া জ্ঞানান্তে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে হয়। যজ্ঞ যথা—“ওঁ নমো বিষ্ণুগুণায় বিষ্ণুরূপায় সান্নিধ্যে তব দেবেশ সাগরে লবণান্তসি। অগ্নিচ রেতো মৃদয়া

রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্ত নাভিঃ ।” পরে ‘ওঁ নমো রত্নগর্তার’ মন্ত্রে কঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে। স্নানান্তে তর্পণ ও বড়বানলস্পর্শ অবশ্য কর্তব্য। পরে গিহ-তর্পণান্তে দেব কপর্দী গণেশের নিকট গমন করিয়া “ওঁ গণাধাং স্বাং গণপতিং হবামহে” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা পূর্বক অর্ঘ্য দিয়া সোমেশ্বর দর্শন করিবে। সোমেশ্বর শিবকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও ইক্ষুরসে স্নান করাইয়া কুঙ্কুম, কপূর, উশীর, যুগনাভিসম্বিত সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গরাগ করিয়া ধূপ, দীপ, বজ্র, নৈবেদ্য দ্বারা পূজান্তে আরাট্রিক করিবে। অবশেষে অষ্টোজ-প্রণাম করিয়া নৃত্যগীতাদি করত সোমেশ্বরের আরাধনা কর্তব্য। এই প্রভাসক্ষেত্রে বহুতীর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে বড়বানল, সোমেশ্বর ও প্রাচী সরস্বতী এই তিনটিই প্রধান। কুরুক্ষেত্রে ও পুষ্করে প্রাচী সরস্বতী অপেক্ষা প্রভাসে প্রাচী সরস্বতী মহাতীর্থ। এই নদীতে স্নান না করিলে তীর্থকল ব্যর্থ হয়। ত্রিরাত্র উপবাসান্তে এই নদীতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপনাশ হয়। সরস্বতীর উত্তর তীরে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ কবে, তাহার তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয়। এই স্থানে শ্রাদ্ধে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়। এই স্থানের অন্যান্য তীর্থ তীর্থমাহাত্ম্যপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

কুরুক্ষেত্র তীর্থ

অগ্নিপু্রাণে—

“কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্। এবং সততং ক্রমাদ্ধঃ সোহমল্যং প্রাপ্নুয়াদিবম্। তত্র বিষ্ণুদয়ো দেবাস্তত্র বাসাকরিং ব্রজেৎ। সরস্বতী সন্নিহিতঃ স্নানকৃৎ ব্রহ্মলোকভাক্। পাংসবোহপি কুরুক্ষেত্রে নরন্তি রিমাং গতিম্ ॥”

ব্যক্তি “আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব”, এই কথা নিরন্তর উচ্চারণ করে, সে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র-

বিষ্ণু প্রাণিতি দেবতা সর্বদা সন্নিহিত, সে স্থানে বাস করিলে জীব হরিবে ই লোন হয়। তত্রত্য সরস্বতী নদীতে স্নানকারী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ইবেই কথা কি, কুরুক্ষেত্রস্থিত ধূলিপুঞ্জও বাজীকে পরম গতি দেয়। দৃষতী নদীর উত্তরে সরস্বতী নদীর দক্ষিণে ব্রহ্মবি-সেবিত পবিত্র ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র নামে অতিহিত। কুরুক্ষেত্রসমীপে

ব্রহ্মাবর্ষ। এই কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ পরশুরাম কর্তৃক পিতৃতর্পণার্থ নিহত ক্ষত্রিয়-শোণিত-প্রবাহে নির্মিত সমস্তপঞ্চক নামে পঞ্চ হ্রদ বর্তমান। কুরুক্ষেত্রমধ্যে অনেকগুলি যোগিবাহিত পবিত্র তীর্থ আছে; তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি তীর্থের নাম ও কার্য নিয়ে প্রদত্ত হইল। যথা—অগ্নিতীর্থ, এ স্থানে জ্ঞান করিলে অগ্নিলোকলাভ হয়। অমরহ্রদ বা অমৃতকূপ, এ স্থানে জ্ঞান ও ইন্দ্রপূজা কর্তব্য। অরুণাতীর্থ, এখানে জ্ঞান করিলে তীর্থবাণী ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে উদ্ধার পায়। আদিতীর্থ, এখানে জ্ঞান ও সূর্য্যপূজা আবশ্যক। মানুষ্যতীর্থ, আপগাতীর্থ, রুদ্রকোটি, রুদ্রকূপ, রুদ্রহ্রদ, ইলাম্পাদতীর্থ এই সকল তীর্থে জ্ঞান করিয়া দেবপিতৃগণের অর্চনা করিলে মনুষ্য বাজপেয়ফলপ্রাপ্তি ও দুর্গতি হইতে অব্যাহতি পায়। এই স্থানে কাম্যকবন, যাহা পাণ্ডবগণের বনবাসের অধিভূমি ও মুনিগণের সতত সেবিত পবিত্র তীর্থ। দধীচি তীর্থ, সোমতীর্থ, দশাশ্বমেধ তীর্থ, দৃষদ্বতী নদী, পরশুরামকৃত পঞ্চনদতীর্থ, পুষ্কর তীর্থ ও বৈতরণীতে জ্ঞানে মহাপুণ্য ও পিতৃতর্পণে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি হয়। অত্রত্য অত্রান্ত তীর্থবিবরণ তীর্থমাহাত্ম্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অধিক কি, কুরুক্ষেত্র তীর্থ অতি প্রাচীন যজ্ঞসিদ্ধিভূমি, পূর্বে দেবগণ এ স্থানে যজ্ঞ করিতেন। উপনিষদে উক্ত আছে, “অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদ-নম্।” আবার বেদে উল্লিখিত আছে, “কুরুক্ষেত্রেহমী দেবা যজ্ঞং তদ্বতে।” উপর্যুক্ত সমস্ত তীর্থ ও কৃত্য মহাভারতের বনপর্ব্বোক্ত। অন্তান্ত বিবরণ মহাভারতে অনুসন্ধান কর।

সেতুবন্ধ (রামেশ্বর) তীর্থ

কন্দপুরাণে—

“অস্তি রামেশ্বরং নাম রামসেতৌ পবিত্রিতম্।

ক্ষেত্রাণামপি সর্বেষাং তীর্থানাংপি চোত্তমম্।

দৃষ্টমাত্রে রামসেতৌ মুক্তিঃ সংসারসাগরাৎ।

সেতুং রামেশ্বরং লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥

চিন্তয়ন্ মনুষ্যঃ সত্যং সর্ব্বপাটৈঃ প্রযুচ্যতে।

সমস্তদেবতারূপঃ সেতুবন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥”

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রনির্মিত সেতুবন্ধে স্থাপিত রামেশ্বর-শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। এই তীর্থ সকল তীর্থ ও সর্ববিধ ক্ষেত্র হইতে উত্তম। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে ব্রহ্মহত্যাदि পঞ্চবিধ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে কথিত আছে, “অত্মাপীত্রেস্বরং দৃষ্টা তথা রামেশ্বরং প্রভূম্। মৃত্যতে ব্রহ্মহত্যায় নরো বৈ নাত্ৰ সংশয়ঃ”। ইত্রেস্বর-দর্শন ও সেতুবন্ধে রামেশ্বরলিঙ্গদর্শন মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। সেতুমাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছে, “কোটরো ব্রহ্মহত্যানাং অগম্যাগমকোটরঃ। অঙ্গলগ্নৈর্বিন-শ্রুস্তি গন্ধমাদনমাকুতৈঃ॥” কোটি ব্রহ্মহত্যা ও অগম্যাগমনজ পাপরাশি অঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতের বায়ুস্পর্শে বিনষ্ট হয়। সেতুবন্ধে আসিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাগরে স্নান পূর্বক গন্ধমাদনে পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। স্নানসঙ্কল্প যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা। ঐহিকব্রহ্মহত্যাदि-মহাপাতক-পঞ্চপাপক্ষয়কামঃ সেতুবন্ধে সাগরে স্নানমহং করিষ্যে।”

পরে সাধারণতীর্থকৃত্যোক্ত স্নানমন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিয়া গন্ধমাদন পর্বতকে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ ক্রমাধ্বং মহাপুণ্য সর্বদেবনমস্কৃত। বিষ্ণুদম্বোহপি যং দেবাঃ সেবন্তে প্রকৃয়া সহ। তং ভবন্তুমহং পদ্ম্যামাক্রমামি নগোত্তম। ক্রমস্ব পাদঘাতং মে দয়য়া পাপচেতসঃ। তন্মূর্দ্ধনি ক্রতাবাসং শঙ্করং দর্শয়স্ব মে॥”

অতঃপর ধীরপদে গন্ধমাদনপর্বতে আরোহণ করিয়া সর্বপরিমাণ বা শরীপত্রপরিমাণ পিণ্ড দান করিবে, তাহাতেই তৎপূর্বপুরুষ নরকস্থ থাকিলে স্বর্গগমন করিবেন ও স্বর্গবাসী হইলে মুক্তিলাভ করিবেন। গন্ধমাদন পর্বতোপরি পাপবিনাশন নামক মহাতীর্থ আছে, তাহাতে অতি অবশ্য স্নান কর্তব্য। এই স্নানফলে মানব পুনশ্চ মাতৃগর্ভে বাসযজ্ঞা ভোগ করে না। অতঃপর সীতাসরোবরে নিম্নমপূর্বক স্নানার্থ গমন করিবে। সীতাসরোবরে গঙ্গাদি সকল তীর্থই বর্তমান। এখানে স্নানকারী ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত তীর্থ সমুদরে স্নানাदि-বিধি ও ফল নিরূপিত হইতেছে। তীর্থ-স্নান, একান্তরামনাথতীর্থে-স্নানকৌলঙ্গ্য সহিত শ্রীরাম-মূর্তি দর্শন, পুণ্ড্রবাপীতে স্নান, তর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, গন্ধমাদন পর্বতোপরি— ব্রহ্মকুণ্ডে সর্বপাপনাশ, স্নানে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি;—ব্রহ্মকুণ্ডতন্ত্র-তিলকধারণে

নরকজ্ঞান। ব্রহ্মকুণ্ডল অতি পবিত্র, সেতুবন্ধে বাইরা ব্রহ্মকুণ্ড-ভ্রমে
 তিলকরচনা না করিলে মানব সকল তীর্থকল হারাইয়া নরকস্থ হয়। হনুমৎ-
 কুণ্ডজ্ঞানে শিবলোকপ্রাপ্তি, অগস্ত্য তীর্থে জ্ঞান সুখ-মোক্ষপ্রদ। রামকুণ্ডে
 জ্ঞানানন্তর অন্নমাত্রায়ও যজ্ঞ, মূষ্টমাত্র ভিক্ষাদানও মহাফলপ্রদ। লক্ষ্মণতীর্থে
 জ্ঞানে দারিদ্র্যনাশ, দীর্ঘায়ু গুণবান্ পুত্রলাভ, তদ্রত্য লক্ষ্মণস্থাপিত লক্ষ্মণেশ্বর
 লিঙ্গদর্শনে দারিদ্র্য ও রোগ হইতে পরিজ্ঞান। অটাতীর্থে জ্ঞানে সর্ববিধ অজ্ঞান-
 নাশ ও চিত্তশুদ্ধি। এই তীর্থে ভগবান্ রামচন্দ্র অটাকালন করিয়াছিলেন, সে অট
 অটাতীর্থ নাম হইয়াছে। লক্ষ্মীতীর্থে জ্ঞানকারীর সর্বকামনাসিদ্ধি, দারিদ্র্য-
 মুক্তি, সম্পদলাভ, সর্বদুঃখপ্রশমন ফল হইয়া থাকে। অগ্নিতীর্থে জ্ঞানে অভীষ্ট-
 সিদ্ধি ও পাপক্ষয়। চক্রতীর্থে জ্ঞান অত্যাবশ্যক, ইহাতে সর্বকামনাসিদ্ধি হইয়া
 থাকে। শিবতীর্থে জ্ঞানে কোটিসংখ্যক সর্বজাতিসংসর্গজ পাপক্ষয়। শম্বতীর্থ
 জ্ঞানমাত্রে অতিকৃতঘতাপাপক্ষয়। মিলিত গয়া-গঙ্গা-যমুনাতীর্থে জ্ঞানে
 মহাপাতকনাশ, সর্ববিষপ্রশমন, সকল-অজ্ঞাননিবৃত্তি ও সর্বরোগবিনাশ
 ঘটে। কোটিতীর্থজ্ঞানে সর্বপাপনাশ, দুঃখপ্রবৈফল্য, মহাবিষপ্রশমন,
 ও মহাশান্তি ফল হয়। ইহা রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বামেশ্বরলিঙ্গস্বপনার্থ ধনু-
 কোটি দ্বারা খাত ধরনীবন্ধ হইতে নির্গত বারিগ্রবাহ। পূর্বে যে সকল
 তীর্থের কৃত্য ও ফল কথিত হইয়াছে, ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান করিলে কৌণপ্রায়
 অবশিষ্ট পাপনাশের জন্য কোটিতীর্থজ্ঞান কর্তব্য। কোটিজ্ঞানে শতকোটি-
 জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়। এই তীর্থজ্ঞানানন্তর অন্য তীর্থে জ্ঞান অনাবশ্যক
 হয়; সুতরাং সর্বশেষে এই তীর্থে জ্ঞান করা উচিত। ইহার দ্বারা সাধ্যমত
 সর্বতীর্থজ্ঞানান্তে প্রসিদ্ধ ধনুকোটি তীর্থে গমন করিবে—যে স্থানে অতাপি
 রামচন্দ্রের ধনুর অগ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন সেতুবন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এই তীর্থজ্ঞানে
 অষ্টাবিংশতি প্রকার নরক হইতে জীব পরিজ্ঞান পায়। এ তীর্থের ক্রতি
 আছে যথা—

“যথা সুরাণাং সর্বেষামুত্তমো রঘুনন্দনঃ। তথৈব চ ধনুকোটিঃ সর্ব-
 তীর্থোত্তমা স্মৃতা ॥”

সাধ্যমাসে প্রতিদিন সংযমী, একাহারী ও জিহ্বেস্তম্ভ অবস্থায়
 ধনুকোটিতে জ্ঞান করত উপবাসী থাকিয়। শিবরাত্রিদিনে রাত্রিজাগরণ পূর্বক
 প্রতি প্রহরে বিধিমত রামেশ্বর শিব পূজা করিয়া পরদিন সন্ধ্যাকালে
 ধনুকোটিতে জ্ঞান ও অন্ত্যস্ত তীর্থে জ্ঞান, পরে যথাশক্তি ব্রাহ্মচর্যভোজন,

বিশ্বাস্যসারে ভূমি, গো, ধাত্ত দান, অবশেষে ত্রাশ্ণানুযতিতে পারণ করিলে মানব নিশ্চিতই সৰ্বপাপপরিমুক্ত হইয়া মুক্তাশ্রা হইতে পারে। অর্কোদয় ও মহোদয় যোগে ধনুক্ষোটিতে জ্ঞান ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক মোক্ষের কারণ। এই স্থানে কস্তুরীর্থ, কীরকুণ্ড, কপিতীর্থ, গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থ প্রভৃতি অস্ত্রাশ্র তীর্থও বর্তমান।

নৈমিষারণ্য তীর্থ

কৃষ্ণপুরাণে—

“ততো যুমোচ তচ্চক্রং তে চ তৎ সমনুব্রজন্ ।

তস্ত বৈ ব্রজতঃ ক্রিপ্রং যত্র নৈমিবশীৰ্য্যত ।

নৈমিষং তৎ শ্বতং নাম্না পুণ্যং সৰ্বত্র পূজিতম্ ॥”

কোন সময়ে ব্রহ্মা তপস্তার উত্তম সিদ্ধিক্ষেত্রের অনুসন্ধিৎসু হইয়া একটি মনোময় চক্র স্থাপন করত প্রেরণ করিলেন, পরে যে স্থানে ইহার নৈমি শীর্ণ হইয়াছিল, সেই স্থান তপস্তার উত্তম ক্ষেত্র নৈমিষ নামে অভিহিত হইল। প্রবাদ আছে, এই স্থান অত্যাপি কলির অধিকারভুক্ত নহে। এ স্থানে তপস্তা করিলে অচিরেই সিদ্ধি হয়। এই স্থানেই মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণসমূহের মূলমুখে বর্ণিত হইয়াছিল। ইহা মুনিজনসংসেবিত অতি পবিত্র ক্ষেত্র। এ স্থানে তপস্তা, জপ ও হোম কর্তব্য। ইহার সমীপবর্তিনী গোমতী নদীতে স্নান করিলে সৰ্বপাপক্ষয় হয়। নৈমিষারণ্যে বিপ্রমুখে পুরাণকথা শ্রবণ করিলে বিষ্ণুপ্রীতি জন্মিয়া থাকে।

পুষ্কর তীর্থ

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে—

“জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্নিগ্ধা বা পুষ্করস্ত বা। পুষ্করে গতমাত্তস্ত সৰ্বমেব
প্রণশ্যতি। যথা সুরাণাং সৰ্বেষামাদিত্য মধুসূদনঃ। তথৈব পুষ্করং রাজং-
স্তীর্ণানাং দিকৃচ্যতে। হৃকরং পুষ্করে গন্তং হৃকরং পুষ্করে তপঃ। হৃকরং পুষ্করে
দানং বচং চৈব হৃকরম্ ॥”

পুষ্করে গমন করিলে ত্রীলোক বা পুষ্কর যাবজ্জন্মার্জিত পাপ হইতে

পরিজ্ঞান পায়। যেমন সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণু প্রধান, সেইরূপ পুষ্করতীর্থ সকল তীর্থের আদিভূত। পুষ্করে গমন, তপস্শ্রা, দান ও বাস সকলই অতি তুষ্কর। মনুষ্য পরম স্মৃতিবলেই পুষ্করতীর্থে গমনাচ্চি করিতে পারে। যে ব্যক্তি পুষ্করক্ষেত্রে ষাটশব্দ সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে বাস করে, সে সকল যজ্ঞফল ভোগ করিয়া অস্তে ব্রহ্মলোকে গমন করে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পুষ্করক্ষেত্রে দশসহস্র কোটি তীর্থ ত্রিসংখ্যার সম্মিলিত। এই স্থানে আদিত্য, বসু, ক্রতু, গন্ধর্বা, অশ্বর, দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণ তপস্শ্রা দ্বারা দিব্যযোগ লাভ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে মনেও পুষ্করে বাইতে অভিলାষ করে, তবে সেই মনীষী সর্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করত পূজিত হইয়া থাকেন। সারং প্রাতঃ পুষ্করতীর্থ নাম শ্রবণ করিলে সর্বতীর্থে জ্ঞানের ফল জন্মে, এ কারণ সকল কার্যের আরম্ভে কুরুক্ষেত্রাদিব মত পুষ্করতীর্থের শ্রবণ করা হইয়া থাকে। এই তীর্থে কার্ত্তিক মাসে বাস অতি প্রশস্ত। এই স্থানে সাবিত্রীদেবী আছেন, তাঁহার মস্তকে সিন্দূর দান করিলে রমণী গণ বৈধব্যাদশা ভোগ করেন না।

নর্মদাতীর্থ—

পদ্মপুরাণে—

“পুণ্য কনথলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্য সর্বত্র নর্মদা।
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সত্বঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্মদম্ ॥”

কনথলের গঙ্গা, কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী কেবল সেই স্থানেই আছে। পুণ্য-প্রদা, কিন্তু নর্মদা গ্রামে বা অরণ্যে প্রবাহিতা হইলেও পবিত্রতাবিশিষ্ট। সরস্বতী তিন দিনে, যমুনা সপ্তাহে, গঙ্গা সত্বঃ জ্ঞানকারীকে পবিত্র করেন, কিন্তু নর্মদাদর্শনমাত্রে মানব পাপমুক্ত ও পবিত্রদেহ হয়। এই স্থানে নিম্নমাবলম্বন পূর্বক জিতেদ্রিয় হইয়া এক রাত্রি বাস করিলে শতকুল উদ্ধার হয়। এই স্থানে জলেশ্বর নামক এক মহা তীর্থ আছে, তথায় জ্ঞান ও পিতৃ উদ্দেশ্যে পিতৃদান করিলে পিতৃপুরুষ প্রলয়কাল পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন।

নর্মদাতীরবর্তী পর্বতের চতুর্দিকে কোটি কোটি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছেন।
তথাক্রমে স্নান করিয়া গন্ধমাল্যাদি দ্বারা শিবপূজা করিলে কোটি বৃক্ষ
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। পর্বতের পশ্চিমাংশে মহাদেবসমীপে পিতৃ-
তর্পণ অবশ্য কর্তব্য। নর্মদা ও কাবেরীসঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া মহাদেবের
অর্চনা করিলে অশ্বমেধফল পাওয়া যায়। কাবেরী-নর্মদা-সঙ্গমস্থান
প্রয়াগধাম তুল্য, ইহা জীবের পক্ষে অতি দুর্লভ ক্ষেত্র।

নর্মদার উত্তরকূলে পত্রেশ্বর তীর্থ, তথায় স্নানানন্তর ইন্দ্রজিৎ তীর্থে
গমন করত স্নান করিবে। পরে যথাক্রমে মেঘরাবতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত,
অজারেশ্বর, কপিলাতীর্থ, কাঞ্চীতীর্থ, কুণ্ডলেশ্বর, পিঙ্গলেশ্বর ও
বিমলেশ্বরে যথোক্তফলকামনায় স্নান করিয়া দেবশিখা পুষ্করিণী তীর্থে স্নান
করিবে, এ স্থানে স্নান করিলে মানব ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ করে।
ইহা মুনিগণ-সংসেবিত পরম রমণীয় তীর্থ। এই স্থানে অপরাপর বহু
পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে শাসবিশেষে যে তীর্থে যাহা কর্তব্য,
তাহাই লিখিত হইতেছে। মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে ষমতীর্থে স্নানানন্তর,
দিবাতোজন ত্যাগ পূর্বক অহল্যা তীর্থে গমন করিয়া স্নান করিবে
এবং চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে অহল্যামূর্তির পূজা করিবে। পৌর্ণমাসী
ও অমাবস্যাতে অমোহকতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ কর্তব্য। অমোহকতীর্থের জন-
মধ্যে পুণ্যমণ্ডিত শিলা বর্তমান, বৈশাখমাসে তদুপরি পিণ্ডদান করিলে
পিতৃগণ পুণ্যবীর অস্তিত্বকাল পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন।

নর্মদায়ানে নিম্নলিখিত স্তবপাঠ কর্তব্য। যথা—

“ও নমঃ পুণ্যজলে আশ্রয়ে নমঃ সাগরগামিনি।

নমোহস্ত তে ঋষিগণৈঃ শঙ্করদেহনিঃসৃতে ॥

নমোহস্ত তে ধর্মভূঃ ব্রহ্মাননে

নমোহস্ত তে দেবগণৈকবন্দিতে।

নমোহস্ত তে সর্বপবিত্রপাবনে

নমোহস্ত তে সর্বজগৎসুপূজিতে ॥”

পুরুষোত্তম-পদ্ধতি

তীর্থযাত্রায়েই সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মে দেশ-কালকীর্তন পূর্বক নিজ নিজ কামনাতে সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব বিধি দ্বারা সর্বকর্ম সম্পাদন করিবে। সর্বপ্রথমে পশ্চিমধ্যে বিরজাতীর্থে উপস্থিত হইয়া তত্র বিহিত কার্য সমাপনাতে অবস্থান করত পরদিন প্রভাতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনাতে পুরুষোত্তমদর্শনার্থ গমন করিবে। পথে বৈতরণীতে সর্বপাপনাশকামনার সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে স্নানকথিত প্রকৃত মন্ত্রসমূহপাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ আয়াতভাগং সর্কেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।

দেবাঃ সঙ্কল্পরামানুর্ভরাক্রদন্ত শাস্বতীম্ ॥

ইমাং গাথাং সমুচ্ছ্যত্য মম লোকং স গচ্ছতি।

দেবারনং তন্ত পহাঃ শক্রৈস্তব বিরাজতে ॥”

এই মন্ত্রপাঠান্তে স্নান, তর্পণ ও বৈতরণীদানবিধানে করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত বৈতরণীসলিলে স্নান করিবে, যথা:

“ওঁ বা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।

সা মে তীর্থং মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ ॥”

মন্ত্রপাঠান্তে বৈতরণীসলিলে সস্তরণ পূর্বক বিকুলোক-সীমানায় বরাহরূপী স্বয়ম্ভু হরিকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিয়া বৈতরণীতে ও নাতি-গয়াতে শ্রদ্ধা করিবে। বিক্র্যপাদবিনিঃসৃত মহানদী চিত্রোৎসবে সর্বপাপনাশকামনার স্নান, তর্পণ ও শ্রদ্ধা করিয়া ভুবনেশ্বর ও গাপাল-দর্শন, নমস্কার ও পূজা করত সহসা সর্বপাপবিমুক্ত্যর্থ দূর হইতে গয়াধের মন্দিরের উপস্থিত চক্র দর্শন করিবে এবং মার্কণ্ডেয়হ্রদে যাইয়া সর্বপাপনাশ-কামনার স্নানের সঙ্কল্প করত ডুব দিবার পূর্বে প্রকৃত মন্ত্রসকল পাঠ ও তিনবার অঘর্ষণসূক্ত পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় চ।

স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্বতু পাতকম্ ॥ ১ ॥”

“ওঁ সংসারসাগরে ময়ং পাপপ্রসুতমচেতনম্।

পাহি মাং ভগনেত্রয় ত্রিপুরারে নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥”

এই মন্ত্রদ্বয়পাঠান্তে উত্তরমুখ হইয়া তিনটি ডুব দিবে, তদনন্তর তর্পণ

করিতে হয়। তৎপরে তদ্রূপে শিবমন্দির বারজর প্রদক্ষিণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত বৃষ স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবে। যথা—“ও ধর্মচতুস্পাদ-
বজ্রধ্বং, স্বর্ণশৃঙ্গস্রগীবপুঃ। গোপতে বাহুরূপী ত্বং শূলিনং ত্বাং নমাম্যহম্।”
অতঃপর মহাদেবসমীপে উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে,
যথা—“ও ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভূষণ। জাহ্নি মাং ত্বং
বিক্রপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥” পরে “ও নমঃ শিবায়” মন্ত্রে মার্কণ্ডে-
য়েশ্বর শিবকে পূজা করিবে ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়,
যথা—

“ও অঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যো ঘোরঘোরতরৈভ্যঃ।

সর্বতঃ সর্বসর্বৈভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপৈভ্যঃ ॥”

পূজাশেষে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভূষণ।

ও হি মাং ত্বং বিক্রপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥”

মার্কণ্ডেয়-ব্রহ্মদেব আন-তর্পণ করিয়া শিবদর্শন করিলে দশাশ্বমেধফললাভ,
সর্বপাপনাশ, শিবলোকপ্রাপ্তি, আগ্রলয় অতুলসুখসম্ভোগ ও পরকালে
মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তর সেই মার্কণ্ডেয়-ব্রহ্মদেব সামান্যতীর্থপদ্ধতির
নিয়মে দ্বানু^১ আদিকাদি সমস্ত কর্ম করিবে, তথায় মন্তকমুণ্ডনও করিতে
হয়। তৎপরে^২ অক্ষয়বটসন্নিধানে গমন পূর্বক রাজসূয়াশ্বমেধিকফলপ্রাপ্তি
পূর্বক স্বব^৩ শাকারণানন্তর বিষ্ণুলোকগমনকামনার অক্ষয়বটকে দর্শন ও
নিম্নোক্ত মন্ত্র তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নমস্কার করিবে,
যথা—

“ও অমরত্বং সদা কল্পে বিষ্ণোরায়তনং মহৎ।

কৃতগ্রোধ হর মে পাপং বিষ্ণুরূপ নমোহস্ত তে ॥

ও নমোহব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।

মহাসোপবিষ্টায় কৃতগ্রোথায় নমো নমঃ ॥”

এই প্রকারে যথাবিধি পূজা করত সর্বপাপবিমুক্তিপূর্বক-বিষ্ণুপুর-গমন-
কামনার কৃষ্ণসমুখস্থ গরুড়কে দর্শনানন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম পূর্বক
আনন্দপুরীতে প্রবেশ করিবে। যথা—“ও ছন্দোময় জগদ্ধাম যানরূপ ত্রিবৃষপুঃ।
বজ্ররূপ! গদ্যাপিন্ প্রীরমাণায় তে নমঃ ॥”

(ଆନନ୍ଦପୁରୀକୃତ୍ୟ)

ଅଥବତଃ ନିତ୍ୟକ୍ରିୟାସମାପନାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁର ଆରତନଟି ବାରଦ୍ବୟ ଏକକ୍ରିୟା
ପୂର୍ବକ ତାହାତେ ଏବେଶ କରତ ପରମଗତିଲାଭକାମନାର ବଳରାମକେ ଦର୍ଶନ କରିବା
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ରେ ଏଣାମ କରିବେ, ଯଥା—

“ଓଁ ନମଃତେ ହଳଧୃଗ୍, ରାମ ନମଃତେ ସୁବଳାୟୁଧ ।

ନମଃତେ ରେବତୀକାନ୍ତ ନମଃତେ ଡକ୍ତବଂସଲ ॥”

ତତ୍ପରେ ବଳରାମପ୍ରୀତିକାମନାର ପୂଜା-ସଂକଳ୍ପ କରିବା ନିମ୍ନଲିଖିତରୂପେ ବଳ-
ରାମେର ଧ୍ୟାନ କରିତେ ହସ୍ତ, ଯଥା—

“ଓଁ ବଳଃ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣାଭଃ ଶୀରଦେନ୍ଦ୍ରସମପ୍ରଭଃ ।

କୈଳାସଶିଖରାକାରଃ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ କାନ୍ତତରାନନଃ ।

ନୀଳବସ୍ତ୍ରଧରଃ ଦେବଃ କ୍ଷଣାବିକଳସନ୍ତକଃ ।

ସହାବଳଃ ହଳଧରଃ କୁଣ୍ଡଳେକବିଭୂଷଣଃ ।

ରୌହିଣେୟଃ ନରୋ ଡକ୍ତ୍ୟା ଧ୍ୟାୟେନ୍ମୁକ୍ତଧାରିଣଃ ॥

ଧ୍ୟାନାନ୍ତେ “ଓଁ ବଳରାମାୟ ନମଃ” ଯନ୍ତ୍ରେ ବଳରାମକେ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପହାରେ
ଆବାହନାଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ସାମାନ୍ତପୂଜାପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରତ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ରେ ଏଣାମ କରିବେ, ଯଥା—

“ଓଁ ନମଃତେ ବଳିନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମଃତେ ଧରଣୀଧର ।

ଅଳକାରେ ନମଃତେହସ୍ତ ପାହି ଯାଃ କୃତ୍ୱାପୂର୍ବକ ॥”

ବଳରାମେର ସ୍ତୁତି

ନଭଃ ମିଶ୍ରନ୍ତେ ଦେବେଶ ଆପନ୍ତେ ବିଗ୍ରହଃ ପ୍ରଭୋ ।

ପାଦୋ ଚିତ୍ତିମୁଖଃ ବହିଃ ସ୍ପର୍ଶିତାନି ସମୀରଣଃ ॥

ସନନ୍ତେ ହୋଷଧୀନାଥଚକ୍ରଧୀ ତେ ଦିଦାକରଃ ।

ବାହବଃ କକୁଭୋ ନାଥ ନମଃତେ ଜ୍ଞାନଦର୍ପଣ ॥

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶାନାଂ ଲୋକାନାଂ ମୂଳସ୍ତମ୍ଭାୟ ମୌରିଣେ ।

ପାଦାନ୍ତୋଽଞ୍ଜନପ୍ରସ୍ରାବନାଂ ନୟଃ ପାପୋଷଧାରିଣେ ॥

ଅନନ୍ତବକ୍ତ୍ର-ନୟନ-ଶ୍ରୋତ୍ର-ପାଦାନ୍ତ-ବାହବେ ।

ନୟୋଽନାଦି-ସହାୟ-ତସ୍ୟୋଽନୈକ-ତାନବେ ॥

ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষনাশায় ত্র্যবতারিণে ।

কণামণি-কণাকার-কিতিমণ্ডলধারিণে ॥

নমঃ কালাগ্নিক্রদ্রায় মহাক্রদ্রায় তে নমঃ ।

ভোগতল্লফণাচ্ছত্রমধ্যস্থপ্তায় তে নমঃ ॥

মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে অগস্তয়ে ।

অমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত ॥

কণামণিগণব্যাজসমুদ্ভূতাখিলভৌতিকে ।

অমেব নাথ সর্বেষাং শ্রেষ্ঠা পালয়িতা প্রভো ॥

অন্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাশাস্তৃগ্নিমিত্তকাঃ ।

এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষু পগীয়তে ॥

অন্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি ।

শয্যা ত্বং শয়িতা হেষ্ণু ছাত্তচ্ছাদকো ভবান্ ॥

বি যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ বামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ ।

বুব্রোরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥

তদনন্তরঃ সহস্র অশ্বঃ মধফলপ্রাপ্তি ও সর্বতীর্থস্থান-দানজগৎকল-সমকল-
প্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া জগন্নাথকে দর্শন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে
নিম্নপুত্র নমস্কার করিবে, যথা—

“ও ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্ধন ।

শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥”

তৎপরে মোক্ষপ্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করত
“ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ” মন্ত্রে বলরামবৎ জগন্নাথের পূজা করিবে,
ধ্যান যথা—

“ও পীনাভং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।

মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥

শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটান্ধদভূষণম্ ।

সর্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বকবিজ্ঞাধরোরগৈঃ ।

সেব্যমানং সদা দাক্ষ কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ।

ধ্যায়ের্নারায়ণং দেবং চতুর্ভুজং কলপ্রদম্ ॥”

তৎপরে নিম্নলিখিত স্ততিপাঠ করিতে হয়, যথা—

“ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক ।
ভক্তানুগ্রাহক সদা বক্ষ মাং পাদমোনতম্ ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সৰ্বাঘনাশন ।
জয় চাণূরকেশির জয় কংসনিস্তদন ।
জয় পদ্মপলাশাক জয় চক্রগদাধর ।
জয় নীলান্বদশ্যাম জয় সৰ্বসুখপ্রদ ।
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন ।
জয় লোকপতে নাথ জয় বাহ্যফলপ্রদ ।
সংসারসাগরে ঘোবে নিঃসারে হৃৎথফেনিলে ।
ক্রোধগ্রহাকূলে রোদ্রে বিষমোদকসংপ্লবে ।
নানারোগোর্গণিকলিলে মোহাবর্তস্বদুস্তরে ।
নিমগ্নোহং স্ববশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥”

ইন্দ্রদ্যুম্ন-কৃত-জগন্নাথ-স্ততি

“ওঁ হৃদজিৎ পাথোজয়ুগং যুবারে, নোপাসিতং জন্মসু পূব্বে ।
তৎকর্মণো দারুণপাকভীতং, দীনং পরিব্রাহি কৃপামুদে ॥
ক নির্মলং ত্বচ্চবগাজয়ুগং, বিরিক্ষিকদ্রেজ্বকিরীটমগ্নম্ ।
কাহং কুদীনঃ শরুদশ্রমাংসমৃজাশ্চিসঙ্ঠৈঃ পিহিতত্বচা বৈ ॥
অসারসংসারপরিভ্রমেণ, শ্রমাতুবত্বাং কথমীশ জানে ।
জানন্তি তে ত্বাং ধনু দেবদেব, যেষাং ভবে হৃৎথভবপ্রকাশঃ ॥
প্রভো ময়া হৃৎথমনেকজন্ম, পাপার্জিতং ভুক্তমেনকভাবম্ ।
শুভার্জিতো যঃ সুখলেশভাবো, ন দর্শনং বনধুযুক্ততিষ্ঠে ॥
যদেব সৌখ্যানুভবার দেব, কর্মার্জিতো মে বিষমোপভোগঃ ।
স এব হৃৎথং পরিণামতো মে, ন মদ্বিধো হৃৎথিজনোহন্তি চাক্ষুঃ ॥
বিভো যদি ত্বাং মনসাহপি পূর্বমুপাস্তমস্তদ্বিষয়েকণোহহম্ ।
কথং তদা লপ্যামনেকজন্ম, পুনঃ পুনর্তোগ্যমশেষহৃৎথম্ ॥
বিভূত্ব-দাসত্ব-পিতৃত্ব-পুত্র-প্রিয়ত্ব-মাতৃত্ব-ধনিত্ব-ভাট্টৈঃ ।
বক্ষ্যত্ব-হিংস্রত্ব-পতিত্ব-ভার্যাতাট্টৈশ্চ তিৰ্য্যকত্ব-সুরাদিতাট্টৈঃ ॥”

নীচোৰ্দ্ধভাবঃ বহশঃ সঙ্করা, ভবান্নেনেহ্মিন্ লুঠতাহতম্ ।
ন বা মুরারে তব পাদপদ্মদ্বীতবস্ত্রেষ্টকলং হি চৈতৎ ॥”

তৎপরে প্রদক্ষিণাস্তে প্রার্থনা করিবে ।

“ও দেবদেব জগন্নাথ সৰ্ব্বতীর্থপ্রবর্তক ।
সৰ্ব্বতীর্থময়শাসি সৰ্বদেবময় প্রভো ।
ত্বংপ্রসাদান্নরা তীর্থরাজে জ্ঞানং কৃতং হি যৎ ।
তদন্তু সফলং দেব যথোক্তফলদো ভব ।
সিংহুরাজ স্বকৃৎ বিভো দ্রবরূপোহস্তসংশয়ঃ ।
পাপালয়ে নিমগ্নং মাং পরিত্র হি নমোহস্ত তে ॥”

তৎপরে পরমগতি প্রাপ্তিকামনায় সুভদ্রাকে দর্শন ও নমস্কার করত কামগ-
বিমানে বিষ্ণু রগমনকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে সুভদ্রার ধ্যান
করত “ও সুভদ্রাটৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে । ধ্যান যথা—

“ও সুভদ্রাং স্বৰ্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্ ।
বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছরাং হারকেয়বশোহিতাম্ ॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্ ।
পীনোন্নতকুচাং রম্যামাভ্রপ্রকৃতিরূপিণীম্ ।
ভূক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়ন্তামম্বিকাং পরাম্ ॥”

পূজা দানে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সুভদ্রাকে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও নমস্তে সৰ্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে ।
পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোহস্ত তে ॥”

সুভদ্রা-স্তুতি

“ও জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসাদ পরমেশ্বরি ।
কার্ষা-কারণ-কর্ত্রী ত্বং সৰ্বশক্ত্য নমোহস্ত তে ॥
সৰ্বস্ত হৃদি সম্বিষ্টে জ্ঞানমোহাস্বিকে সদা ।
কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্ ॥
দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহরম্ভী চরাচরম্ ।
স্বপ্নদ্যাসনসংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণি ॥

যমেব লক্ষ্মীর্গে গৌরী চ সতী কাত্যারনী তথা ।
 বচ কিঞ্চিৎ কচিৎস্তু সদনবাধিলাস্ত্রিকে ।
 তন্তু সর্বস্ত শক্তিবৎ স্তোত্রং স্বাং কন্ত শক্তিমান্ ॥
 অথ ভদ্রে সুভদ্রে স্বং সর্বেষাং ভদ্রদায়িনি ।
 ভদ্রাভদ্রস্বরূপা স্বং ভদ্রকালি নমোহস্ত তে ॥
 স্বং মাতা অগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ ।
 স্ত্রীরূপং সর্বমেব স্বং পুংরূপো অগদীশ্বরঃ
 যুবয়োঁর্ন হি তেদোহস্তি নাস্ত্যান্তং পরমেব
 যথা বয়ং নিযুক্তা হি স্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া
 নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রাম্যঃ পরমেশ্বরি
 বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা স্বপ্নব চ ॥
 সর্বকামপ্রদে নিত্যো ভক্তানাং কল্পবল্লবী ।
 ত্রাহি পাদাঙ্গুলগ্নং মাং কৃপাপান্ধবিলোকনৈঃ

তদনন্তর পূর্বোক্তমনিকটে সুভদ্রার দক্ষিণে অনন্তকামনার পিতৃ-
 লোকের শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজনানন্তর আপনাকে কৃতকৃত্য ভাবনা করত
 কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মন্দিরপ্রদক্ষিণাস্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে।
 পরে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া সর্বপাপবিমুক্তিকামনা, শিবলেশ্বরিদর্শন,
 প্রণাম ও পূজাস্তে সর্বপাপবিমুক্তিপূর্বক-পরমপদ-প্রাপ্তিকাম্য তে অনন্ত-
 নামক বাসুদেব দর্শন, নমস্কার ও অর্চনা করিবে। তৎপরে খেতগঙ্গাতে
 গমন পূর্বক স্বর্গলাভকামনার কুশ দ্বারা খেতগঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া তাহাতে
 জ্ঞান-তর্পণ-সমাপনাস্তে সর্বলোকবিমুক্তিপূর্বক-বিষ্ণুলোকগমনকামনার খেত-
 মাধবদর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। তৎপরে সর্বদুঃখবিমুক্তিকামনার খেত-
 মাধব-সমিহিত মৎস্তমাধবকে দর্শন, নমস্কার ও পূজা করিয়া পুনরায় অক্ষয়বট-
 সমীপে গমন করিবে। তথায় “ও নমোহব্যক্তরূপায়” ইত্যাদি পূর্বোক্ত দুইটি
 মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিতে হয়।

অনন্তর বটকে পূজা করিয়া তিন শত ধনু (১২০০ হাত) দূরে বাইয়া
 উগ্রসেনকে দর্শনাদি করত সাগরে গমন করিবে।

স্বল্পপুরাণে—‘ধ্যানং দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্।

সিদ্ধতীরকৃতং সর্বং কোটিকোটিশুণং ভবেৎ ॥’

সাগরতীরে ধ্যান, দান, জপ, শ্রাদ্ধ বাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই কোটি কোটিগুণ ফলদায়ক হয়।

(মহোদধিকৃত্য)

প্রথমতঃ পবিত্র হইয়া সাগরজল দ্বারা আচমন পূর্বক নারায়ণচিন্তা করত অষ্টাক্ষর মন্ত্র * দ্বারা জ্ঞাস করিবে, যথা—“ওঁ নমো নারায়ণায়” এইটি দুই হস্তের অন্ত্রুষ্ঠদ্বয়ে, করদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, শিখাতে ও শিরে ক্রমান্বয়ে জ্ঞাস করিয়া “ওঁ” এইটি দুই অন্ত্রুষ্ঠে, ‘ন’ তর্জনীদ্বয়ে জ্ঞাস করিবে। পরে ‘মো’ মধ্যমাস্থলীদ্বয়ে, “না” অনামিকা, “রা” কনিষ্ঠাস্থলীদ্বয়ে, “য়” দুই করতলে, কৃষ্ণিতে ‘ণা’, পৃষ্ঠে ‘য়’ জ্ঞাস করত ‘দয়োজ্জয়োরুর্কোঃ স্ফিটোচ্চ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ। নাভৌ পৃষ্ঠে বাহুযুগ্মে হৃদি কণ্ঠে কক্ষয়োঃ। ওষ্ঠয়োঃ কর্ণযোরন্ধোগুণ্ডয়োর্নাসয়োস্তথা। ক্রবোললাটে শিঃ সি মজ্জবর্ণান্ যথাক্রমম্।” এই মূলনিখিত স্থানে পুনরায় জ্ঞাস করিয়া না রণকে ধ্যান করত নিম্নলিখিত কবচ পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ পূর্বে মাং পাতু গোবিন্দো বারিরাজস্ত দক্ষিণে।

প্রঃ স্নঃ পশ্চিমে পাতু হৃষীকেশস্তদুত্তরে।

অ। রঘ্যাং নরসিংহস্ত নৈঋত্যাং মধুসূদনঃ।

বা। ব্যাং ত্রীধরঃ পাতু ত্রৈশাঙ্গাঞ্চ গদাধরঃ।

৭. ৭. ত্রিবিক্রমো পাতু অধো বরাহরূপধ্বজঃ।

৮. ৮. ত্রি পাতু মাং দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।

৯. ৯. রায়ণো মনঃ পাতু চৈতন্ত্যং গরুডধ্বজঃ।

১০. ১০. পাতু মে বুদ্ধ্যহকারো ত্রিগুণাত্মা জনার্দনঃ।

ইজ্জিহ্বাণি সদা পাতু দৈত্যবর্গ-নিরুন্তনঃ ॥”

তৎপরে আপনাকে হরিকণ চিন্তা করিয়া স্মান করিবে। তাহাতে প্রথমে সর্বপাপনাশকামনার সফল করত ডুব দিবার পূর্বে একুত্তমন্ত্রসকল পাঠ করিয়া করবোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ বিশ্বাটী চ স্তুতাটী চ বিশ্বযোনে বিশাম্পতে।

সাম্রিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাস্তসি।

নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিক্ষেপাপাং পতে।

নমো জলধিরূপায় নদীনাং পতরে নমঃ ॥

নমস্তে অগদাধার শতচক্রগদাধর ।

দেব দেহি মমাহুজাং তব তীর্থনিষেবণে ।

ত্রিভুবাশ্রকমীশানং নমো বিষ্ণুমাপতিম্ ।

সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাস্তসি ॥”

এইরূপে মন্ত্রোক্ত দেবতাগণের আবাহন ও নমস্কার করত নিম্নলিখিত মন্ত্র-পাঠান্তে স্নান করিবে, যথা—

“ওঁ ত্রুমগ্নির্ধিপদাং নাথ রেতোধাঃ কাকদীপনঃ

প্রধানঃ সর্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ।

অমৃতস্তারণিস্বঃ হি দেবযোনিরপাং পতিঃ ।

বৃজিনং হব মে সর্বং তীর্থরাজ নমোহস্ত তে ।

তৎপরে যথারিধি তর্পণ করিয়া পিঙ্গলাদ, বিকৃত, কৃতান্ত, জীবিতেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, পরাশর, উমাপতি, বাম্মৌকি, নারদ, বালধিল, নল, নীল, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, বিবিদ, ঋষভ, শরভ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রত্যেককে তর্পণ করিবে। তদনন্তর নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে সাগরকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়, যথা—

“ওঁ সর্বরত্নো ভবান্ শ্রীমান্ সর্বরত্নাকরো যতঃ

সর্বরত্নপ্রধানস্বঃ গৃহাণাৰ্ঘ্যং মহোদধে ॥”

তৎপরে মহোদধিতীরে হস্তপরিমিত, সুশোভন, চতুর্কোণ, চামরসংযুক্ত পুর অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে সকর্ণিকাষ্টপত্রযুক্ত পদ্ম অঙ্কন করত তাহাতে অষ্টাঙ্করমন্ত্রে পুঙ্খোক্তমেব পূজা করিবে। তদনন্তর সাগরের পূজা করিয়া সাগরের মধ্যস্থ রাক্ষসীর আহারার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাষণ প্রক্ষেপ করিবে, যথা—

“ওঁ পিঙ্গলাদসমুদ্ভূতে কৃতে লোকভয়করি ।

পাষণস্তে ময়া দত্তমাহারং পরিকল্পয় ॥”

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

“ওঁ প্রাণাঙ্কঃ সর্বভূতানাং যোনিষ্ঠ সরিতাং পতে ।

তীর্থরাজ নমস্ত্য্যং জাহি মামচ্যুতপ্রিয় ॥”

অনন্তর পিতৃলোকের অক্ষয়তৃপ্তিকামনার সঙ্কল্প করিয়া তথায় প্রাণ কহিতে হয় ।

(অপরাহকৃত্য)

তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নসরসীতে গমন পূর্বক পবিত্র হইয়া আচমনান্তে

মনোমধ্যে হরিকে ধ্যান করত সর্বপাপনাশকামনার সঙ্কল্প করিবে। পরে ডুব দিবার আগে প্রকৃত-মন্ত্র সকল পাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া স্নান ও তর্পণ করিবে, যথা—

“ও অশ্বমেধাজসন্তু তীর্থ সর্বাঘনাশন।

অম্বকোটিকৃতং পাপং ত্বয়ি স্নানাদবিনশ্যতু ॥”

পরে দশাশ্বমেধফলপ্রাপ্তিকামনার পুরুষোত্তমপূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বা কেবলমাত্র পিতৃদান করিতে হয়। উৎকলদেশস্থ কোটিলিঙ্গাবৃত বৃষ্টি-বাসেশ্বর শিব-দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। পরে অষ্টতীর্থযুক্ত একাত্মকাননে ও বিন্দুসরোবরে গমন করিয়া অশ্বমেধফল-কামনার স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। তৎপরে মক্ষরতৃপ্তিকামনার বিন্দুসরোবরের তীরে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড দিয়া শঙ্কুগৃহে গমন পূর্বক শঙ্কুদর্শন ও নমস্কার করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে যথা—

“বিষ্ণুবে তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
ত্রীঅমুকদেবশ্রী সর্বপাপবিমুক্তিকপবোবনপ্রাপ্ত্যেকবিংশতিকুলোদ্ধারপূর্বক-
শিবলোকগমনকামঃ শঙ্কুপূজনমহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে, শঙ্কু পূজা করিয়া শিবলোকপ্রার্থ্যার্থ বিক্রপাক্ষ, সারদা, শিবা, গণচন্দ্র, গন্ধারী, কাষ্ঠিকেশ্বর, বৃষভ, কল্পক্রম ও সাবিত্রীকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। তবে সূর্য্যমন্দিরে বাইরা দশাশ্বমেধফললাভার্থ সূর্য্যের পূজা ও তিনবার দক্ষিণ করিবে। অনন্তর সর্বকামলাভার্থ সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান পূর্বক প্রণাম করিতে হয়। তদনন্তর পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য।

বরাহপুরাণে—

“বস্তুষ্ঠেদেকপাদেন কুরুক্ষেত্রে নরাধিপ।

বর্ষাণামযুতং সপ্ত ব'যুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশাঙ্ক বিশেষতঃ।

পুকাষাত্তমমাসাত্ত ততোহধিকফলং লভেৎ ॥”

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রে সপ্ততিসহস্র বৎসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্বক একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পুরুষোত্তম-দর্শনাদি করিলে তদপেক্ষাও অধিক ফললাভ হয়।

“নানা নদীঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমে ।
জ্যৈষ্ঠশুক্রদশম্যাদি প্রত্যক্ষং বাস্তি সর্বদা ।
জ্ঞানদানাদিকং তস্মাৎ দেবতাপ্রেক্ষণাদি
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তাত তস্মিন্ কালেহক্ষর্যম্ভবেৎ ।

নানা নদী ও সমুদ্র জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্রা দশম্যাদি সপ্তাহ যাবৎ পুরুষোত্তমে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়ে জ্ঞান, দান ও দেবতাদর্শনাদিকার্যে অক্ষর ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই ।

“এবং কৃত্বা পঞ্চতীর্থমেকাদশ্যামুপেষিতঃ ।
জ্যৈষ্ঠে শুক্রদশম্যাস্ত পশ্চৎ ত্রীপুরুষোত্তমম্ ॥
স পূর্কোক্তং ফলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা চাচ্যতা
প্রয়াতি পরমং স্থানং যস্মায় বিনিবর্ততে ॥”

এইরূপে নিয়োক্ত পঞ্চতীর্থে জ্ঞানদানাদি করিয়া একাদশীতে উপবাস এবং জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্রা দশমীতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে পূর্ককথিত ফল প্রাপ্ত হইয়া হরিপুরে ক্রীড়া পূর্কক যে স্থান হইতে পতন নাই, সেই পরমার্থ্যে গমন করে ।

ব্রহ্মপুরাণে—

“মার্কণ্ডেয়াবটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসবশ্চৈব পঞ্চতীর্থীবিধিঃ স্মৃতঃ ॥”

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, মার্কণ্ডেয়াবট (মার্কণ্ডের হ্রদ), কৃষ্ণা^১ অক্ষয়বট), বলভদ্র, মহোদধি এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ইহাদিগের নাম পঞ্চতীর্থ ।

অগ্নিপুরাণে—

“বৈশাখশ্চ সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষরসংজ্ঞিতা ।
তত্র মাং লেপয়েদৃগন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ।
জ্যৈষ্ঠ্যামহম্ভাবতীর্ণস্তৎপুণ্যং জন্মবাসরম্ ।
তস্মাৎ মে স্নপনং কুর্যাৎ মহান্নানবিধানতঃ ॥”

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াকে অক্ষয়তৃতীয়া কহে । অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন, ঐ অক্ষয়তৃতীয়াতে গন্ধ দ্বারা আমাকে মনোহররূপে লেপন করিবে । জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে আমি অব-
তীর্ণ হইয়াছিলাম, সুতরাং সেই দিন অতি পবিত্র ; ঐ দিনে মহান্নান-
বিধানে আমাকে স্নান করাইতে হয় ।

জ্যৈষ্ঠাং প্রাতঃকালে ব্রহ্মণা সহিতক মাম্ ।

রামঃ স্তভদ্রাং সংস্রাপ্য মম লোকমবাপ্নৱাৎ ।

জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমিতে প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে, বলরামকে ও স্তভদ্রাকে স্নান করাইলে সে ব্যক্তি মদীয় ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

আষাঢ়শ্চ সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ।

ব্রহ্মাং রথে সমারোপ্য রামঃ মাং স্তভদ্রা সহ ।

কৃত্বাত্মসবং প্রবৃত্ত্যাথ শ্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহুন্ ।

ব্রহ্মাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা শ্রীতয়ে মম ॥”

আষাঢ়মাসে শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়া তিথিতে স্তভদ্রার সহিত আমাকে, বলরামকে রথে আবোহণ করাইয়া যাত্রোৎসব এবং বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ সন্তোষসাধন করিবে। নক্ষত্রের অভাব হইলেও ঐ দিনে আমার শ্রীত্যাগে যত্ন করা করিতে হয়।

শ্রবণপূর্ণিমা—

“ফাল্গুনাং ক্রীড়নং কুর্য্যাৎ দোলায়াং মম ভূমিপ ।

দোলাগতং নরো দৃষ্ট্ৱ গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্ ।

প্রণম্য সংযতো ভূত্বা গোবিন্দশ্চ পুরং ব্রজেৎ ॥”

শ্রবণপূর্ণিমা লিখিত আছে, ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরুষোত্তমকে দোলার আবোহণ করাইয়া ক্রীড়া করিবে। ঐ দিন সংযত হইয়া দোলাগত পুরুষোত্তম গোবিন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিলে দেহাবসানে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারা যায়।

অশ্বপূর্ণিমা—

“উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রান্তরেন পুরুষোত্তমে ।

দৃষ্ট্ৱ রামঃ স্তভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেররঃ ॥”

অশ্বপূর্ণিমা লিখিত আছে, উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিদিনে পুরুষোত্তমকে রাম ও স্তভদ্রাকে দর্শন করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

“বিষুবদ্বিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থাবিধানতঃ ।

কৃষ্ণা মকুগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্ৱ তত্রাথ ভো দ্বিজাঃ ।

নরঃ সমস্তবজানাং কলং প্রাপ্নোতি হর্লভম্ ।

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥”

বিষুবসংক্রান্তিতে যথাবিধানে পঞ্চতীর্থ করিয়া যক্ষোপ কৃষ্ণকে দর্শন করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিস্কৃত হইয়া সর্ববজ্রের কল্যাণ করিবার এবং দেহান্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিতে পারে।

“যঃ পশ্চতি তৃতীয়ায়াঃ কৃষ্ণং চন্দনভূষিতম্।

বৈশাখস্ত সিতে পক্ষে স বাত্যচ্যুতমন্দিরম্।

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে চন্দনবিভূষিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলে বিষ্ণুধামে গমন করিতে পারা যায়।

“মাসি জ্যৈষ্ঠে তু সংগ্রাণ্ঠে নক্ষত্রে শক্রদৈবশ্চৈ

পৌর্ণমাস্তাং তথা স্নানং সর্বকালং হরের্ধিভাঃ

তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্যাঃ পশ্চন্তি পুং

বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স বাতি পদমব্যয়ম্।

জ্যৈষ্ঠমাসের জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতিথিতে সর্বদাই নদীর স্নান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুক্লাঙ্কালে পুরুষোত্তম, বলদেব ও সুভদ্রা দর্শন করে, তাহার অব্যয় পদলাভ হইয়া থাকে।

“স্নাতং পশ্চতি যঃ কৃষ্ণং ব্রজস্তুং দক্ষিণামুধম্।

গুণ্ডিচামণ্ডপং বাস্তুং যে পশ্চন্তি রথস্থিতম্।

কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে বাস্তি ভবনং হরেঃ ॥”

যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে স্নাত ও দক্ষিণমুখে রথারোহণে গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন করিতে দর্শন করে এবং বাহারা কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথারূঢ় অবস্থায় দর্শন করে, তাহার অস্ত্রে হরিধামে প্রস্থিত হয়।

“যে পশ্চন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্।

হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে ॥”

বাহারা গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিত হরিকে, বলরামকে ও সুভদ্রাকে সপ্তাহ বাবৎ দর্শন করে, তাহার দেহান্তে পরম পবিত্র বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

“সংবৎসরমুপোষিত্বা মাসত্রয়মথাপি বা।

তেন বর্ষং হতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ।

স বাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥”

যে ব্যক্তি সংবৎসর বা মাসত্রয় যথাবিধানে উপবাসী থাকিয়া পুরুষোত্তম দর্শন করে, তাহার সর্ববজ্রকল, সর্ববিধ হোমকল ও সর্ববিধ কঠোর

তপস্তাকুল লাভ এবং যে স্থানে যোগেশ্বর হরি বিরাজ করেন, সে ব্যক্তি
অন্তে সেই পরমধর্ম গমন করিয়া থাকে ।

১। রামঃ মহাজ্যেষ্ঠাঃ কৃষ্ণঃ সহ সুভদ্রয়া ।

শুলোকং নরো যাতি সমুদ্ভূত্য শতং কুলম্ ॥”

গীতে সুভদ্রাসম্বিত কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিলে মানব শত-
কুল উদ্ধার পূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন করে ।

“শিখিকাংশতুরো মাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে ।

কানীবাসযুগান্তর্থে দিনেনৈকেন লভ্যতে ॥”

যথাবিধানে ষাৎসবের চারিমাসমাত্র পুরুষোত্তমে অবস্থান করিলে এক
এক দিনে অষ্টযুগ ব্যাপী কানীবাসের ফললাভ হইয়া থাকে ।

মৎস্তপুরাণে—

কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ ।

কৃৎন্য সূর্য্যগ্রহে জ্ঞানং বিমুক্তি মহোদধৌ ।

কৃৎন্যং স্কন্ধদৃষ্টা সাগরান্তঃ স্কন্ধতঃ ।

ব্রহ্মবিজ্ঞাং স্কন্ধজপ্তা গর্তবাসো ন বিজ্ঞতে ॥”

মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে, পুরুষোত্তমসমীপে সূর্য্যগ্রহণকালে মহোদধি-
সলিলে জ্ঞান করিলে কোটিজন্মকৃত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে
পুরুষোত্তম-দর্শন, সমুদ্রে স্কন্ধ দেহবিসর্জন ও ব্রহ্মবিজ্ঞাজপ একবারমাত্র
করিলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ কবিত্তে হয় না ।

ব্রহ্মপুরাণে—

“পথি জ্ঞানেন গৃহমণ্ডপে বা,

রথ্যাশ্রদেশেহপি চ যত্র তত্র ।

ইচ্ছানিচ্ছনপি যত্র তত্র,

সংত্যজ্য দেহং লভতে চ মোক্ষম্ ॥”

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের পথে, জ্ঞানেন, গৃহমণ্ডপে,
রথ্যাশ্রদেশে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেখানেই দেহত্যাগ হউক না কেন, মোক্ষ-
লাভ হইয়া থাকে ।

“দেহং ত্যজন্তি পুরুষা যে তত্র পুরুষোত্তমে ।

কল্পবৃক্ষং সমাসাত্ত মুক্তান্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥”

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কল্পবৃক্ষসমীপে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই।

“বটসাগরমোর্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।

তে দুর্লভং পবং মোক্ষমাণুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥”

যাহারা পুরুষোত্তমে বট ও সাগর এই উভয়ের মধ্যে কলেবর বিসর্জন করে, তাহারা পরম দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পদ্মপুরাণে—

“লবণাভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকম্।

ক্ষেত্রং তৎ দুর্লভং বিপ্র সমস্তাদশযোজনম্।

তত্রহা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ।

প্রবিশন্তস্ত তৎক্ষেত্রং সর্বৈশ্চ স্মার্বিকুমুদৈঃ।

তস্মাচ্চিচ্যাণো তত্র ন কর্তব্য বিচক্ষণৈঃ ॥”

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, লবণসাগরের তীরে ইতস্ততঃ দশ যোজন-বিস্তৃত পুরুষোত্তমাখ্য দুর্লভ ক্ষেত্র বিবাজিত ; তত্রত্য অধিবাসী দেহীমাত্রকেই দেবগণ চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া থাকেন, তথায় প্রবেশমাত্র সবলেই হয় ; স্মৃতবাং বিচক্ষণগণ তথায় আচারবিধয়ে কিছুমাত্র বিচার করিবেন না

“চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।

সাক্ষাৎস্মর্যতস্তত্র চাণ্ডালোহপি দ্বিজোহপি চ।

তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দিনঃ।

তস্মাত্তদন্নং বিপ্রৈর্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভম্ ॥”

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে চণ্ডাল কর্তৃক স্পৃষ্টান্নও দ্বিজাতির গ্রাহ, তত্রত্য চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ উভয়ই প্রত্যক্ষ বিষ্ণুস্বরূপ, পাককর্ত্রী লক্ষ্মী এবং স্বয়ং জনার্দিন ভোক্তা ; স্মৃতরাং তত্রত্য অন্ন পরম দুর্লভ।

“হবিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভম্।

অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্ন দুর্লভা।

ব্রহ্মাণ্ডাস্ত্রিদশাঃ সর্বৈ তদন্নমতিদুর্লভম্।

ভুঞ্জতে আগতা নিত্যং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥”

হরিভোজনাবশিষ্ট পবিত্রান্ন পৃথিবীতে দুর্লভ, যে ব্যক্তি উহা ভোজন করে, তাহার মুক্তিলাভ হয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণও প্রত্যহ আসিয়া সেই অন্ন ভোজন করেন।

ন বস্ত্র ভস্মতে চিত্তং তন্নিয়মে সুদৃঢ়ভে ।

মেব বিকূহস্তারং গ্রাহঃ সৰ্ব্বৈ মহর্ষয়ঃ ॥”

সেই সুদৃঢ়, অগ্নে বাহার চিত্তরঞ্জন না হয়, মহর্ষিবৃন্দ তাহাকে বিকূহস্তা বলিয়া অভিহিত করেন ।

পবিত্রং ভূমি সৰ্বত্র যথা গজাজলং দ্বিজ ।

যথা পবিত্রং সৰ্বত্র তদগ্নং পাপনাশনম্ ॥”

যেমন পৃথিবীতে সৰ্বত্রই গজোদক পবিত্র, তদ্রূপ পাপবিনাশক সেই অগ্নি সৰ্বত্রই পবিত্র, বলা হয় নাই ।

তত্র বেত্রপ্রহারেণ শরীরং যন্ত লোহিতম্ ।

তং বন্দন্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেবাঃ শক্রাদমোহখিলাঃ ॥”

ঐ ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতে বাহার দেহ লোহিতবর্ণ হয়, তাহাকে দেবেশ্ব-
প্রমুখ অখিল ঋষিবৃন্দ বন্দনা করিয়া থাকেন ।

“সিংহদ্বারাস্তরীক্ষে চ শক্রাচ্চা অমরা দ্বিজ ।

বিমানচারিণোহন্তোত্তং বদন্ত্যত্যতিহর্ষিতাঃ ।

কদা দাস্ততি মাহুশ্চমশ্চত্যং কমলাপতিঃ ।

নরা ইব কদা দ্রষ্টুং যামঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।

কদা বেত্রপ্রহারেণ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।

ভবিষ্যত্যশ্বদীর্ঘানি লোহিতানি বপুংষি চ ॥”

পুরুষোত্তমের সিংহদ্বারোপরি অস্তরীক্ষে বিমানখানে অবস্থান পূর্বক ইন্দ্রপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ অত্যানন্দে পরস্পর বলিয়া থাকেন, কবে কমলাপতি আমাদের মাহুশ্চরূপে ধরাতলে প্রেরণ করিবেন? কবে আমরা মাহুশ্চের মত পুরুষোত্তম দর্শন করিব? কবে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বেত্রপ্রহারে আমাদের দেহ লোহিতবর্ণ হইবে?

“বাসবাণাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বৈ তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরপ্রদে ।

সদা বেত্রপ্রহারাংশ্চ বাহুস্তি দ্বিজসত্তম ॥”

বরপ্রদ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাসবাদি দেবগণ সৰ্বদাই বেত্রাঘাতপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন ।

“গুণ্ডিচামণ্ডপং বাস্তমাঘাড়ে কমলাপতিম্ ।

বলভদ্রঞ্চ যঃ পশ্যেৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥”

যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আবাচমাসে কৃষ্ণ-বলরামদেবোত্তিষ্ঠামণ্ডপে গমনকালে দর্শন করে, সে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই।

“যে পশুস্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলেক্ষণম্।

তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে সর্বদুঃখদে ॥”

যাহারা কমললোচন জগন্নাথকে রথাক্রুত দর্শন করে, তাহা দিগকে আর সর্বদুঃখপ্রদ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

“বথাক্রুতং জগন্নাথং ভক্ত্যা পশুতি যো নরঃ।

ছিনত্তি ভগবাংস্তস্য নিশ্চিতং ভববন্ধনম্ ॥”

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে রথাক্রুত জগন্নাথকে দর্শন করে, গগবান্ নিশ্চয়ই তাহার ভববন্ধন ছেদন করেন।

কন্দপুরাণে—

“শ্রবণাদিচতুষ্কং হি বথা মোক্ষস্ত সাধনম্।

তথা চতুষ্কমধ্যেহস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রাণবিমোচনম্ ॥”

যেমন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ, সেইরূপ তীর্থচতুষ্টয়মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে দেহন্যাগ করিলে মুক্তি অবশ্যস্বাবী।

তথা—“মহামাঘ্যাং মহামোগে শ্রাদ্ধং পিতৃবিমুক্তিদম্।

অর্দ্ধোদয়াদয়ো যোগা য়ে পূর্বে প্রতিপাদিতাঃ।

শতাংশমপি তে নারী মাঘীযোগস্ত শৌনক ॥”

মহামাঘীযোগে শ্রীক্ষেত্রে অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগাপেক্ষা পিতৃশ্রাদ্ধ শত-
ংশ ফলপ্রদ। যাহারা শ্রীক্ষেত্রে বাইরা পিতৃশ্রাদ্ধ করে না, সে পাণিষ্ঠদিগের
কোনক্রমে মুক্তি হয় না।

“অপুত্রা চ যুতাপত্যা কাকবক্ষ্যা চ দুর্ভগা।

ভদ্রাং বিলোক্য সহসা স্তভগা পুত্রিণী ভবেৎ ॥”

পুত্রহীনা, যুতাপত্যা, কাকবক্ষ্যা ও দুর্ভগা নারী স্তভ্রাকে রথাক্রুত দর্শন
করিলে স্তভগা ও পুত্রবতী হয়।

ইতি পুরুষোত্তম-পদ্ধতি।

চন্দ্রনাথ-পদ্ধতি

প্রথমতঃ ত্রিগুণক্রিয়াসমাপনান্তে ব্যাসকূণ্ডে গমন করিয়া অযুতান্বমেধবজ্র-জল-কলসমফল-পিতৃকামনার স্নান, পিতৃলোকের অক্ষয়স্বর্গকামনার তর্পণ ও ব্যাসদেবের তর্পণ করিবে। তৎপরে গঙ্গাস্নানজল-সমফললাভকামনার শিবতীর্থে স্নান-তর্পণ করিয়া সামান্ততীর্থপদ্ধতিলিখিত নিখিল কৰ্ম সম্পাদন করিবে। তদন্তর চন্দ্রশেখর-পর্বতের পশ্চিমপাদে দ্বারদেশে বটুক, মতিদক্ষ ও নন্দিকেশ্বরো অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একটি লোষ্ট্রে প্রদান করিবে—মন্ত্র যথা—

“ও বটুকো মতিদক্ষচ নন্দীশঃ ক্ষেত্রপালকঃ ।

চ নির্ঝিষ্যং তু ক মে দেব পঞ্চলোষ্ট্রপ্রিয়ঃ সদা ॥”

তৎপরে পুনর্জন্মনিবৃত্তিকামনার চন্দ্রশেখরপর্বতে আবোহণাগ্রে পাতাল-গঙ্গাতে গমন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে সর্বপাপমোচনার্থ পাতালগঙ্গার জল স্পর্শ করিবে, যথা—

“ও পাতালাস্থিতা দেবী সর্বপাপভয়াপহা ।

তন্তোয়স্পর্শমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥”

তৎপরে গঙ্গাস্নানজল-পুণ্যপ্রাপ্ত্যর্থ পাতালগঙ্গার জলে স্নান-তর্পণ করিয়া অক্ষয়ফলকামনার উত্তববাহিনী গঙ্গায় স্নান, তর্পণ, দান ও শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর অক্ষয়পুণ্যলাভকামনার ধর্ম্মাগ্নি দর্শন ও গন্ধবস্ত্রাদি দ্বারা ধর্ম্মেশ্বরের অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মদৌষদ্রব্যান্ত শতগুণীভবন-পূর্বক-শিবমুখাধিকরণক-প্রবেশ-কামো বহুরসায়িতদ্রব্যেণ ইয়ংসংখ্যকহোমমহং করিষ্যে ॥”

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বহুরসযুক্ত দ্রব্য ও ঘৃতাক্ত বিষপত্র দ্বারা শত্ৰুসংখ্যাসাবে অষ্টোত্তরশত, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টসংখ্য হোম করিবে, হোমমন্ত্র যথা—

“ও ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পৃষ্টিবর্ধনম্ ।

উর্ধ্বাক্রকমিব বন্ধনান্ যতোয়ুর্ক্ষীরমায়তাং ॥”

তৎপরে যথাশক্তি কাঞ্চনদক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। অনন্তর ধর্ম্মাগ্নির দক্ষিণদিকস্থিত মন্থনর্দে গমন পূর্বক মহাফললাভকামনার তথায় দেহমার্জ্জন ও শতজন্মার্জিতপাপক্ষয়কামনার সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। পরন্তু ভুব

দিবার পূর্বে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান ও তর্পণ করিতে হয়, যথা—

“ওঁ হরপুত্র নদশ্রেষ্ঠ গৌরীহৃদয়নন্দন ।

মজ্জতো মে কৃতং পাপং হর অমার্জিতং শরীরং ॥”

এই স্থানে ছেদনীয়-কেশসমসংখ্য-বর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসকামনার মন্তকমুণ্ডন করিবে। তদনন্তর মন্থনদেব উত্তরদিগ্ধর্তী স্নাতগাসনমোক্ষকামন পূর্বক সর্ব-পাপবিমোচনার্থ তাহার সলিলস্পর্শ, প্রয়াগস্নানজন্তফলসমফললাভকামনার সঙ্কল্প করত ডুব দিবার অগ্রে পূর্বকথিত ‘হরপুত্র’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান-তর্পণ এবং অক্ষয়ফলপ্রাপ্ত্যর্থ মধ্যাহ্নে পিতৃলোকের আত্মাহুত করিবে। এই স্থলে কপর্দকদানে তাম্রদানফল, তাম্রে রক্তদানফল, রক্তে বস্ত্রদানফল এবং বস্ত্রদানে রত্নদানসমফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে অক্ষয়ফলপ্রাপ্তিকামনার সাগবদর্শন, অযুতযোগফলপ্রাপ্তিপূর্বক সর্বপাপবিমোচনকামনার সমুদ্রে স্নান ও তর্পণ এবং অমাবস্তাতে বিভূতি ও গয়াশ্রদ্ধজন্তফললাভার্থ স্নান ও সমুদ্রতীরে ষোড়শপিণ্ডদান করিতে হয়, তদনন্তর রুদ্রলোকমহিত্ত্ব-কামনার নিম্নলিখিত মন্ত্রে বৃষ স্পর্শ করিবে, যথা—

“ওঁ বৃষোহসি অং যথা নাথ পৃষ্ঠতন্তে শিবঃ স্বয়ম্ ।

ত্বজ্জলস্পর্শমাত্রেন কদ্রলোকে মহীয়তে ॥”

অনন্তর পবনফললাভার্থ গঙ্গা যমুনার বারি স্পর্শ করিয়া ভীতিনাশ-কামনার নাভিকুণ্ডে স্নান করিবে। সঙ্কল্প করত ডুব দিবার অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

“ওঁ নাভিপদ্মসমুদ্ভূতমমৃতাধারপ্রীতিদম্ ।

ভয়নাশকরো দেবো কদ্ররূপী শিবঃ স্বয়ম্ ॥”

এই মন্ত্রপাঠান্তে স্নান-তর্পণ ও ছেদনীয়কেশসমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসার্থ মুণ্ডন করত যমদ্বারপ্রবেশ নিবারণজন্ত সবস্বতীশিলাতে স্বীয় নাম লিখিয়া রুদ্রলোকমহিত্ত্বকামনার মহর্ষিগন্ধর্বসেবিত মহেশধনুরাকার গুপ্তবারাণসী নামক পুরা স্পর্শ করিবে। পরে দশাশ্বমেধযজ্ঞজন্তফলপ্রাপ্তিপূর্বক ভববন্ধমোচন-কামনার শঙ্কুনাথদর্শন ও স্পর্শ করত ‘ওঁ ধ্যায়ৈন্নিতাং’ ইত্যাদি ধ্যানে সামান্ত-পূজাপদ্ধতি অনুসারে মূলমন্ত্রে শঙ্কুনাথের পূজা করিবে। এই পূজার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বিসর্জন নাই। তদনন্তর নিজের উত্তরদিগ্ধর্ত হত ছত্রাকৃতি শিলাতে একাঙ্গকোটি লিঙ্গ দর্শন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের

পূজা করিতে হয়। পূর্বজন্মে শিবার্চনা করিয়া না থাকিলে নিজদর্শনের সম্ভাবনা নাই। শ্রীনন্দর বিংশতি কুল সহ মোক্ষলাভ ও পুনর্জন্মনিবারণ-কামনায় লবণোদ্যানে ও বাড়বানলদর্শন, শিবসন্নিধানে বাসকামনায় অর্চনা এই সকল করিয়া অগ্নিকুণ্ডে যথাসাধ্য হোম করিবে। তৎপরে চন্দ্রনাথ দর্শন, প্রণাম, স্পর্শ ও আর্চনা করিয়া পর্বতের পশ্চিমে, সিদ্ধিলাভকামনায় বিরূপাক্ষাদি দর্শন করিতে হয়। পরে সর্কপাপনাশার্থে বিরূপাক্ষের পাদোদক স্পর্শ ও বিমুক্তিার্থক-পুনর্জন্মনিবারণকামনায় উহা পান করিবে। তৎপরে অমৃত্যুত অমৃত্যু-ফললাভকামনায় শক্তিসমন্বিত মহাদেবদর্শনাদি, মহাপাতক-নিবারণার্থ পর্বতের উত্তরদিকস্থ সহস্রধারাতে স্নান-তর্পণ, তদুত্তরভাগে পুনরুৎপত্তিনিবারণার্থ সহস্রবদন-কেশব-শালগ্রামশিলা-দর্শনাদি করত রুদ্র-লোকমহিতকামনায় ত্রীপাদোদকস্পর্শ, বাড়বকুণ্ডে স্নান-তর্পণ এবং মহাফললাভার্থে ত্রিপুরাসুন্দরী ও জগদ্ধাত্রীদর্শনাদি করিয়া প্রয়াগমুণ্ডনজন্তু-ফল-সমফল-লাভকামনায় অশোকধাবাতীর্থে যুগুন করিবে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, চন্দ্রশেখরে পদগয়া নামে একটি তীর্থ আছে, কিন্তু কোন পুস্তকে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু তীর্থ-পুরোহিতের নিকট সেই বিষয় বিদিত হইয়া তথায় পিতৃদিগর আদ্র করিবে। সমর্থ হইলে সিদ্ধুতীরে গমন পূর্বক শিবশ্রীতিকামনায় আদিনাথদর্শনাদি করিতে হয়। এই প্রকারে সমস্ত কার্য সমাপন করিয়া শুভ পাঠ করিবে, যথা—

স্তোত্র ।

নমো হরায় দেবায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে ।

তাপসায় মহেশায় তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনে ॥

নমো হৃদয়ায় শুভ্রায় নমঃ কারুণ্যমূর্তয়ে ।

নমো দেবাদিদেবায় নমো বেদাস্তবাদিনে ॥

নমঃ পরায় রুদ্রায় সুপরায় নমো নমঃ ।

বিশ্বমূর্তি-মহেশায় বিশ্বাধারায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্ত-ভবচ্ছেদকরুণায়ামলায়নে ।

কালার কালকালার কালাতীতার তে নমঃ ॥

জিতেপ্রিয়ায় নিত্যায় জিতক্রোধায় তে নমঃ :

নমঃ পাবণভদ্রায় নমঃ পাপহরায় তে ॥

নমঃ পর্বতরাজেন্দ্র-কন্তকাপতরে নমঃ ।

মূলধার-প্রবিষ্টার মূলদীপার তে নমঃ ॥

নাভিকনে প্রবিষ্টার নমো হৃদেধবর্তিনে ।

সচ্চিদানন্দপূর্ণার নমঃ সাক্ষাৎ পরাশ্রমে ॥

নমঃ শিবায়াদ্বিততেজসে নমঃ,

নমঃ শিবায়াদ্বিতবিক্রমায় তে ।

নমঃ শিবায়াদ্বিলনাথকায় তে,

নমঃ শিবায়াদ্বিতহেতবে নমঃ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং ভক্ত্যা স্মরণতঃ।

তস্ত মুক্তিঃ করস্থা স্তাচ্ছকরপ্রিয়কারণাৎ ॥

বিজ্ঞার্থী লভতে বিজ্ঞাং বিবাহার্থী গৃহী ভবেৎ ।

বৈবাগ্যকামো লভতে বৈরাগ্যং ভবভারকম্ ॥ ন

তস্মাদ্বিনে দিনে স্মরমিদং স্তোত্রং সমাহিতঃ ।

পঠধ্বং ভবনাশার্থমিদং হি ভবনাশনম্ ॥”

ইতি শ্রীহৃতসংহিতায়াং জ্ঞানযোগখণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে

পরমশিবস্তোত্রম্ ।

অবোধ্যা-পদ্ধতি ।

অবোধ্যার গমন পূর্বক প্রথমে সবয়ুতীর্থে সামান্ততীর্থপদ্ধতিলিখিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিবে । তদনন্তর গ্রামাভ্যন্তরে হনুমানের সমীপে গমন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে হনুমানের ধ্যান কবিত্তে হয়, যথা—

“ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দৃষ্টে ঘোররাবং সমুৎসৃজন্ ।

লাকারকাকগং বোদ্ধং কালান্তকয়মোপমম্ ।

জলদগ্নিসমং নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।

অঙ্গদাষ্টৈর্মহানৌবৈবেষ্টিতং রুদ্রকপিণম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান কবিয়া ‘ওঁ হনুমতে নমঃ’ এই মন্ত্রে যথানিয়মে হনুমানের পূজা করিবে । তৎপরে শ্রীরামসকাশে গমন পূর্বক করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামসমীপে প্রার্থনা করিবে, যথা---

রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে ।

৷ং কৃপানাথ হমেব শরণং গতিঃ ॥”

তদনন্তর “ওঁ লাক্ষ্মীধরকান্তি” ইত্যাদিরূপে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া “ওঁ রামায় নমঃ” মন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি অর্চনা করিবে। তৎপরে “ওঁ রামায় রামভদ্রায়” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নবিধিত মন্ত্রে রামজননী কোশল্যার নিকট প্রার্থনা ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্চনা করিবে, যথা—

রামন্ত জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ ।

ঐত্থাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতনমোহন্ত তে ॥”

তৎপরে দশরথের পূজা করিবে। পরে সীতা, হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, শিভোষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শক্রব, জাম্ববান্, ধূম্র, জয়ন্ত, বিজয়, সুবাহু, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধূম্রপাল, স্তম্ভ ও লোকপালগণকে দর্শন ও তাঁহাদিগের পূজা করিতে হয়। অনন্তর পুন্ড্রিষ্টি ও অশ্বমেধযজ্ঞের স্থানাদি দর্শন করিবে। তদনন্তর কুন্তিবাস শিব দর্শন ও তদীয় পূজা করিয়া পুনর্জন্মনিবারণকামনার জনক-মহর্ষির কূপে যথাশক্তি স্নান, তর্পণ ও তজ্জল পান করিবে। এতদ্বিধি অন্তান্ত সমস্ত তীর্থ সামান্ততীর্থপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। অযোধ্যায় বাস এবং তথায় দেহত্যাগ করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীরামনবমীতে রামের উদ্দেশে পূজা-উপবাসাদি কৰ্ম করিলে কোটিমুখ্যগ্রহণকালীন ফলের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। ঐ দিনে উপবাস, জাগরণ ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। শ্রীরামনবমীতে যদি পুনর্জন্মশূন্যকন্ডের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথি সর্বকামফল প্রদান করে এবং ঐ নবমী তিথি মধ্যাহ্নব্যাপিনী হইলে মহাপুণ্যপ্রদাত্রী হইয়া থাকে। স্বন্দপুরাণে কথিত আছে—

“ষষ্টিবর্ষসংস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহজম্ ।

তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং পুরীম্ ॥”

ষাট হাজার বৎসর গঙ্গাস্নানে যে ফল হয়, অর্ধনিমেষে রামপুরী অযোধ্যাদর্শনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অযোধ্যায় নিম্নোক্ত কতিপয় তীর্থে ফলবিশেষকামনার যথাযথ স্নান ও প্রার্থাদি কর্তব্য। (১) ব্রহ্মকুণ্ড—এই স্থানে ব্রহ্মা বস করিয়াছিলেন, একারণ এই স্থানে দান ও হোমে তুলাপুরুষদান ও অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি হয়। এই

তীর্থে স্নান করিলে মহাপাতকও নষ্ট হয়। কার্তিকমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে এই স্থানে শ্রীরামবাত্মা হইয়া থাকে। তৎকালে স্নান-দানে অনন্ত ফলপ্রসূতি করে। (২) ঋণমোচন তীর্থ—সরযুদীতীরে ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্বোত্তরকোণে বর্তমান। এই তীর্থে স্নান করিলে ঋণমোচন হয়। (৩) পাপমোচন তীর্থ—শুক্লা কৃষ্ণচতুর্দশীতে এই তীর্থে স্নান ও দান করিলে বিশেষরূপে পাপক্ষয় হয়। (৪) সহস্রধারা তীর্থ—এই স্থানে লক্ষ্মণ শ্রীরামপরিত্যক্ত হইয়া সরযুজলে দেহত্যাগ করিলে অনন্তদেব ভূমি ভেদ করত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া লক্ষ্মণকে লইয়াছিলেন। এই স্থানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধে মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে। সীমাস্ত্রে অনন্তদেব-পূজা ও তীর্থপূজা আবশ্যক। শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই স্থানে নাগোৎসব হয়, তদ্বিনে নাগপূজা কর্তব্য। বৈশাখমাসে এই তীর্থে স্নান করিলে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যেহেতু, ঐ মাসে পৃথিবীস্থ সকল তীর্থ সরযুজলে আবির্ভূত হয়। এ কারণ সর্বতীর্থাবগাহনের ফল ঐ তীর্থস্থানে অগ্নিয়া থাকে। (৫) স্বর্গদ্বার—এই স্থানে প্রাণত্যাগ, মধ্যাহ্নে স্নান, অন্নদান, গোদান ও বস্ত্রদান করিলে স্বর্গলাভ হয়। অষোধ্যায় সীতাকুণ্ড প্রধান তীর্থ। এখানে স্নান, দান, হোম, জপ, তপ সকলই অক্ষয় ফল দান করে। এ স্থলে শ্রীরাম-সীতাপূজা ও অগ্রহায়ণমাসে স্নান অবশ্য কর্তব্য। কৃষ্ণীকুণ্ড, বসিষ্ঠকুণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থবিবরণ তীর্থমাহাত্ম্যপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

গঙ্গা-পদ্ধতি।

“দৃষ্টা তু হরতে পাপং স্পৃষ্টা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।

প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা হুবগাহিতা ॥”

গঙ্গা দর্শনমাত্রে পাপক্ষয়, স্পর্শনে স্বর্গে গমন, প্রসঙ্গক্রমেও গঙ্গাস্নান মুক্তিদায়ক হইয়া থাকে।

“গঙ্গায়াং মৌষলং স্নানং মহাপাতকনাশনম্।”

গঙ্গায় মুঘলবৎ সর্কাসাবগাহনে মহাপাতক নষ্ট হয়। গঙ্গাতে বাত্মা করিবার সময় কুতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, বধা—

“ওঁ গঙ্গে গন্তং প্রতীরস্তে যাত্রেয়ং বিহিতা ময়া।

নির্কিন্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু স্বংপ্রসাদাৎ সন্নিধরে ॥”

গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া সামান্ততীর্থপদ্ধতির নিয়মে যথাক্রমে সমস্ত

কার্য সম্পাদন করিবে, তন্মধ্যে বাহা বাহা বিশেষ আছে, এ স্থলে তাহাই কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ গণেশদর্শনমাত্র কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ দেবি স্বদর্শনাদেব মহাপাতকিনো মম
বৈনষ্টমভবৎ পাপং জন্মকোটিসমুদ্ভবম্ ॥ ১ ॥
অন্ত মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
শ্রীকাং ব্রহ্মস্বরূপাং স্বামপশ্যং নিজচক্ষুষা ॥ ২ ॥”

তদনন্তর সাধিদে ভূপতিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত প্রণাম করিবে, যথা—

“ওঁ নমো গঙ্গে নমো গঙ্গে গঙ্গে রাজীবলোচনে ।
দেহোহয়ং সার্থকো মেহস্ত সর্বদৈঃ প্রণমাম্যহম্ ॥ ১ ॥
ওঁ সত্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সত্যো দুঃখবিনাশিনী ।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পবমা গতিঃ ॥ ২ ॥”

তৎপরে স্নানকালীন গঙ্গায় পদার্পণ করিবার পূর্বে কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব ।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্ন কক্ষমহিসি ॥ ১ ॥
ওঁ স্বর্গারোহণসোপানং স্বদীয়মুদকং শুভে ।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোহস্তং তে ॥ ২ ॥”

তৎপরে ডুব দিবার অগ্রে “ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রস্থতাসি” ইত্যাদি প্রকৃতমন্ত্র-পাঠান্তে কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসমুত্তে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি ।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহুবি ॥ ১ ॥
ওঁ প্রকরা তত্ত্বিসম্পন্নৈঃ শ্রীমাতর্দেবি জাহুবি ।
অমৃতেনানুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥ ২ ॥”

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গাঙ্গে যুক্তিকালেগন করিবে, যথা—

“ওঁ অশ্রুক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।
যুক্তিকে হর মে পাপং বন্ধ্যা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা ।

নমন্তে সৰ্বভূতানাং প্রভাবারিণি সূত্রতে ॥

আরুহ্য মম গাত্রাণি সৰ্বং পাপং প্রমোচয় ॥

তৎপরে পুনরায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে গঙ্গার কর্দ্দম গাত্রে লেপন করিতে হয়,
যথা—

“ও স্বং কর্দ্দমৈরতিমিষ্টৈঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনৈঃ ।

ময়া সংলিপ্যতে গাত্রং মাতর্মে পাতকং হর ॥”

এই প্রকারে গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া ‘ও নমো নাট্টরঙ্গার’ মন্ত্র সাত-
বার জপ করিয়া জলাভিমন্ত্রণ করত সেই স্থানে ডুব দিবে। তৎপরে নিম্ন-
লিখিত গঙ্গামাহাত্ম্য ও স্তব পাঠ করা কর্তব্য ।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য

যন্তুকার্যশতং কৃৎস্না কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্ ।

সৰ্বং দহতি গঙ্গাস্তম্বুলরাশিমিবানলঃ ॥

ক্ষেত্রস্থমুদ্ভূতং বাপি শীতমৃৎমথাপি বা ।

গাঙ্গেয়ং হবতে তৌরং পাপমামরণাস্তিকম্ ॥

কপটেনাপি গঙ্গায়্যঃ স্নানদানাদিকর্ম্ম যৎ ।

যো লাভ-খ্যাতি-পূজার্থং কুর্য্যাৎ সোহপি দিবং ব্রজেৎ ।

ও গচ্ছঃ স্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ধ্যায়ন্ জাগ্রদ্ ভুঞ্জন্ খসন্ বদন্ ।

যঃ স্মরেৎ সততং গঙ্গাং স চ মূচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

আরোগ্যং বিত্তসম্পত্তির্গঙ্গাস্মরণজং ফলম্ ॥

যৈঃ পুণ্যবাহিনী গঙ্গা সঙ্কদভক্ত্যাবগাহিতা ।

তেষাং কুলানাং লক্ষন্ত ভবান্তারয়তে শিবা ॥

অন্ধাঃ ক্লীবা জডা ব্যাধাঃ পতিতা রোগিণোহস্ত্যজাঃ ।

গঙ্গাং সংসেব্য পুংস্বা দেবৈর্গচ্ছন্তি তুল্যতাম্ ॥

স্নানমাত্রেন গঙ্গায়্যঃ পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্ ।

হুয়াধর্ম্মং কথং বাতি চিন্তয়েদ্ভো বদেদপি ।

১. হ্রাসং প্রদদে পাপং কোটিব্রহ্মবধোভবম্ ।
 ২. তিবাদমিমং মহা কুণ্ডীপাকে মহীমতে ॥
 ৩. কল্পং নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দভঃ ।
 ৪. গচ্ছন্তি স্বতো গজাং পরাংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে ॥
 ৫. তে সর্বভোগানামস্তে জ্ঞানস্ত ভাজনম্ ।
 ৬. চীর্ণযাত্রাদিকং কৃৎস্নমকুর্বাণোহপি মানবঃ ।
 ৭. গজাতোয়স্ত মাহাঅ্যাং সোহপ্যত্র ফলভাগ্ভবেৎ ।
 ৮. স্বদাস্তানসমায়ুক্তো বিধিনা স্বগৃহান্ততঃ ।
 ৯. নির্গত্য মধ্যে চ নরঃ কুদেশে ত্রিয়তে যদি ।
 ১০. গজাস্তানফলং সোহপি নিম্নতাত্মা লভেৎ সদা ॥

গজাস্তানে পাঠ্য স্তব (বাণ্মীকিকৃত)

১. ওঁ মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
 ২. স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।
 ৩. হস্তীরে বসতস্তদম্বু পিবতস্বদ্বীচিমুৎপ্রেম্যত-
 ৪. স্বমাম স্বরতস্বদর্পিতদৃশস্তন্মে শরীরব্যয়ঃ ॥
 ৫. স্বভীবে তরুকোটরাস্তরগতো গজে বিহঙ্গে বরম্,
 ৬. স্বমীরে নরকাস্তকারিণি বরং মৎস্যোহথবা কচ্ছপঃ ।
 ৭. নৈবাগ্নত্র মদান্ন-সিকুরঘটা-সংঘট্টঘটাবণৎ-
 ৮. কারত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লক্শ্মতিভূপতিঃ ॥
 ৯. কাটেকনিষ্কৃষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরানোলিতম্,
 ১০. স্রোতোভিশ্চলিতং তটাস্তমিলিতং গোমায়ুভিনুষ্ঠিতম্ ।
 ১১. দিব্যস্ত্রীকরচারু-চামরমকুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা,
 ১২. দ্রক্ষ্যেহহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥
 ১৩. অভিনববিসবল্লী পাদপদ্যস্ত বিবেশা-
 ১৪. মর্দনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা ।
 ১৫. জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্যা,
 ১৬. করিতকলিকলকা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥

বস্ত্রভালভমালসালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
 ছয়ঃ সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতঃ শব্দেন্দুকুনোজ্জলমু-
 গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ-কিন্নর-বধুভূজ-স্তনাস্কালিতঃ
 স্নানায় প্রতিবাসবঃ ভবতু মে গান্ধঃ জলঃ নির্মলম্ ॥
 গান্ধঃ বারি মনোহারি মুবাচিচরণাচ্চ্যুতম্ ।
 ত্রিপুরারি-শিবচারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥
 পাপাপহাবি দুরিতাবি তবঙ্গহারি
 দূরপ্রচাবি গিরিরাজ মহাবিদারি ।
 ঝঙ্কারকারি হরিপাদবজ্রোবিহারি
 গান্ধঃ পুনাতু সততঃ শুভকাবি বারি ॥
 বরমিহ গঙ্গাতীবে শবটঃ কবটঃ ক্লশঃ শুনৌতনয়ঃ ।
 ন পুনর্দূরতরস্থঃ কবিববকোটীশবো নৃপতিঃ ॥
 গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
 বাগ্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ ।
 প্রক্ষাল্য সোহত্র কলিকল্মষপক্ষমাণ্ড
 মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাকৌ ॥

ইতি বাগ্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ । ৐ তৎসৎ ॥

পরে গাং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা করাহুতাস করিয়া,—

“৐ সিতমকরনিষল্লাং শুভ্রবর্ণাং ত্রিনেত্রাং,
 করধৃতকমলোজ্জ্বলং পলাতীষ্টদাত্রীম্ ।
 বিধিহরিহররূপাং সিন্ধুকোটীবচূড়াং.
 কলিতসিতহকুলাং জাহ্নবীং তাং নমামি ॥”

ধ্যানান্তে “৐ গাং গঙ্গারৈ বিশ্বমুখ্যারৈ শিবায়ুতারৈ শান্তিপ্রদারিতৈ
 নারায়ণৈ নমো নমঃ” এই মন্ত্রে গঙ্গার পূজা করিবে । পূজাবশেষে শিব,
 যমুনা, সরস্বতী, কৈলাস, হিমালয় ও ভগীরথের পূজা করিয়া “৐ গঙ্গারৈ
 নারায়ণৈ শিবারৈ চ নমো নমঃ” এই মন্ত্র বখাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করত
 মনস্কার করিবে ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কার্য সামান্ততীর্থপদ্ধতিবৎ । গঙ্গাদ্বানে পর্য্য-
 দন্তকাল ও রজোদোষ নাই । রাজোদোষ কেবল শ্রাবণমাসের প্রথম তিন

দিনেই হইবে। তাহাতে গঙ্গার নীপদান মাত্র নিষিদ্ধ। গঙ্গাক্ষেত্রে তীর্থ-প্রাপ্তিনিমিত্তক স্নান নিষিদ্ধ। তিলতর্পণে বারদোষ নাই। ক্ষেত্রবাসীরা কতশৌচেও গঙ্গাস্নান করিতে পারে।

সর্বত্র পাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দূষিতা।

স্নেচ্ছস্পর্শে সুরাভাণ্ডে কুপোদকবিমিশ্রণে ॥”

গঙ্গাজল সকল জাতির স্পর্শে বা পয়ূষিতাদি হইলেও দূষিত হয় না, কেবলমাত্র স্নেচ্ছাদি অস্পৃশ্যস্পর্শে, মদ্যভাণ্ডে ও কুপোদকসংযোগে পরিত্যজ্য।

বারুণী-স্নান

সঙ্কল্পবাক্য যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শত-ভিষানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশাস্তিত্থৌ বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বহুশতশ্রীগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।” ইত্যাদি যথাযথ উল্লেখ কর্তব্য।

শনিবাব বাকনীযোগে “অন্ত্যেত্যাদি---শনিবারাধিকরণক-শতভিষা-নক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশাং তিথৌ মহাবারুণ্যাম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বহুকোটিশ্রীগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।” শুভযোগপ্রাপ্তি ঘটিলে “অন্ত্যেত্যাদি—শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষা-নক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদশাস্তিত্থৌ মহা-মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ত্রিকোটীকুলোদ্ধারণকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

দশহরা-স্নান

সঙ্কল্পবাক্য যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ (হস্তানক্ষত্রযোগে ‘হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাস্তিত্থৌ দশজন্মার্জিত-দশবিধপাপক্ষয়কামঃ’ মঙ্গলবার-যোগে ‘কুজবারাধিকরণক-হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা দশবিধপাপক্ষয়পূর্বক-শতগুণবাজিমেষাযুতজন্ম-পুণ্য-সমপুণ্য-প্রাপ্তি-

কামঃ' ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখ্য) গজান্নান্নানমহং করির্দেহী ।" সম্বন্ধান্তে 'বিক্ষোঃ পাদপ্রসূতাসি' ইত্যাদি সাধারণ মন্ত্র ও "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্বৃত্তে" ইত্যাদি গজান্নানে বিশেষ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যুক্তিকালেপনান্তে দশহরোক্ত বিশেষ মন্ত্র পাঠ পূর্বক জ্ঞান করিবে, যথা—

“ওঁ অদন্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ ।
পরদারোপসেবা চ কারিকং ত্রিবিধং স্বতম্ ॥
পাক্ষ্যমনৃতকৈব পৈশুজ্ঞাপি সর্বশঃ ।
অসম্বন্ধপ্রলাপচ বাঙ্‌ময়ং স্রাজতুর্বিধম্ ॥
পরদ্রব্যোষভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনম্ ।
বিতথাভিনিবেশচ ত্রিবিধং কৰ্ম মানসম্ ।
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যাস্তু জাহুবি ।
স্নাতস্ত মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥”

গোবিন্দদ্বাদশীস্নান

“কাস্তনে গুরুপক্ষস্ত পুষ্যক্ষে দ্বাদশী যদি ।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী ॥”

কাস্তনমাসের গুরুদ্বাদশীতে পুষ্যা-নক্ষত্রের বোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী হয়, ইহাতে গজান্নান করিলে মহাপাতক নষ্ট হয় ।

গজান্নানে সাধারণ মন্ত্র ও বিশেষ মন্ত্র পাঠান্তে যুক্তিকালেপন পূর্বক নিয়োক্ত মন্ত্রপাঠ কর্তব্য, যথা—

“ওঁ মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে ।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহুবি ॥”

তীর্থে কর্তব্য

“যো লোকঃ পিশুনঃ ক্রুরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ ।
সর্বতীর্থেষপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব চ ॥”

লোভী, খল, ক্রুরস্বভাবসম্পন্ন, পরলোকে অবিদ্বানী ও বিষয়াকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি সকল তীর্থে জ্ঞান করিলেও তাহার পাপমালিন্য দূর হয় না ।

“পিণ্ডদানং তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতস্তথা
সৰ্বাণ্যেতান্নতীর্থানি যদি ভাবো ন বিদ্যতে ॥”

যদি প্রেম না থাকে, তীর্থে পিণ্ডদান, তপ, শৌচ, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্র-
শ্রবণ সকলই ব্যর্থ হয়।

“প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অহঙ্কারবিযুক্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥”

যে ব্যক্তি তীর্থে দানগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া যথালাতোপপন্ন বস্ততে সন্তুষ্ট
ও আত্মপ্রাধারহিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়।

“যন্ত পাদৌ চ হস্তৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ।
বিজ্ঞা তপশ্চ কীৰ্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥”

অসংপ্রতিগ্রহ ও অগম্যস্থানগমন বাহার হস্ত-পাদ সংযত হইয়াছে,
যে ব্যক্তি জিতেজিয়, যাহার তীর্থশাস্ত্রজ্ঞান ও আমিষভক্ষণনিবৃত্তি প্রভৃতি
তপস্তা আছে, যিনি কীৰ্ত্তিমান্ পুরুষ, সেই ব্যক্তি তীর্থফলে অধিকারী।

“নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে ভবেৎ পাপস্ত সংক্ষয়ঃ ।
যথোক্তফলদং তীর্থং ভবেচ্ছুদ্ধাঅনাং নৃণাম্ ॥”

যে সকল মানব তীর্থে যাইয়া পাপকার্য্য করে না, তাহাদেরই তীর্থে
পূর্বকৃত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তীর্থ তীর্থোক্ত
ফলদায়ক।

“ষোড়শাংশং স লভতে যঃ পরার্থেন গচ্ছতি ।
অর্দ্ধং তীর্থফলং তন্ত্ৰ যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি ॥”

যে ব্যক্তি বেতন গ্রহণ করিয়া তীর্থে গমন করে, সে ষোলভাগের একভাগ
ফল পায়, আর যে ব্যক্তি অন্তঃদেশগমনাদি প্রসঙ্গে তীর্থে যাইয়া পড়ে, তাহার
অর্দ্ধেক তীর্থফল হইয়া থাকে।

তীর্থপরিশিষ্ট

তীর্থযাত্রার পূর্বকৃত্য।

তীর্থযাত্রার অগ্রে জাতাজাতপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ বা গঙ্গা বিজ্ঞমানে গঙ্গা-
জ্ঞানরূপ প্রার্থনাক্রিয়া করিবে। চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে পূর্বদিন দিবাভাগে
একবার নিরামিষভোজন করিয়া পরদিন সশিখ মুণ্ডন ও উপবাস করিবে।

পরে সন্ধ্যাকালে নক্ষত্রদর্শনের পূর্বে অর্ধাঙ্গলিপ্রমিত দ্বুতঃসেবন করিবে। দ্বুতভোজন অবশ্য কর্তব্য নহে। স্ত্রীজাতির মধ্যে কেবল বিধবার পক্ষেই যুগুন ব্যবস্থা। সধবার সমগ্র কেশরানি ধরিয়া দুই অঙ্গুলিপরিমাণ অগ্রভাগ ছেদন করিবে। তৎপরদিন নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে পূর্বাঙ্কে প্রাণুখে উপবেশন পূর্বক সামান্ত-পূজাপদ্ধতি অনুসাবে গুরুপূজা পর্য্যন্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপবে দানেনব সার্ক্ধাবিংশতি কাহন কড়ি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দানবিধির নিয়মে অর্চনাদি করত তিল-কুশ-জলগ্রহণ পূর্বক মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদত্তামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা এতচ্চান্দ্রায়ণ-ব্রতনাষ্টৈহিক-জন্মাস্তরীণ-জ্ঞানা-জ্ঞানকৃত-সর্ব-পাপক্ষয়কাম এতান্ সবস্ত্রসার্ক্ধাবিংশতিকার্ষাপণকপর্দকান্ (সার্ক্ধাবিংশতি-কার্ষাপণীনত্য-রজতখণ্ডানি বা) শ্রীবিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোহহং সংপ্রদদে।”

এই প্রকারে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণার্থ কাঞ্চনাদির অর্চনা করত নিম্নোক্তবাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোমন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতচ্চান্দ্রায়ণব্রত-নাষ্টৈহিক-জন্মাস্তরীণ-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্বাপাপ-ক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎসার্ক্ধসপ্ত-পর্য্যবেদুর্মূল্য-সবস্ত্র-সার্ক্ধ-বিংশতিকার্ষাপণীকপর্দকদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।”

তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়। কড়ির অভাবে কাঞ্চনাদি উৎসর্গ করিবে এবং বাক্যের মধ্যে তত্তদ্রব্যের নামোল্লেখ করিতে হইবে। অনন্তর গো-সমীপে গমন পূর্বক গোর পদ ধৌত করিয়া শূঁড়ে ও ললাটে সিন্দূর দিবে। তৎপরে “ওঁ গবে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকে পরি-কৃত ঘাস লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ সহকারে গোপ্রদক্ষিণান্তে ঘাস দিবে, যথা—

“ওঁ সৌরভেষ্যঃ সর্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।

প্রতিগৃহস্ত মে গ্রাসং গাবৈশ্চলোক্যমাতরঃ ॥ ১ ॥

ওঁ গাবো মে মাতরঃ সর্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম।

ঘাসগ্রাসং যয়া দত্তং প্রতিগৃহস্ত মাতরঃ ॥ ২ ॥”

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেরীভ্যঃ এব চ ।

নমো ব্রহ্মসুতাভ্যন্ত পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥

যদি গো ঘাস ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে পুনরায় প্রারম্ভ করিতে হয় । তৎপরে শুদ্ধার্থ পার্শ্ববিধানে মুখ্যচাক্রমাস উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে । তীর্থে জীবৎপিতৃক ও স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ । কিন্তু এ স্থলে তীর্থযাত্রাকালে জীবৎপিতৃকেরা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, পরন্তু পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে করিবে না । শ্রাদ্ধান্তে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদত্মামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক-
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা প্রতিপদমঞ্চমেধযজ্ঞজন্তফলসমফলপ্রাপ্তি-
কামোহমুকতীর্থগমনায় যাত্রামহং করিষ্যে ।”

অনন্তর কাষায় বসন ও দণ্ডধাবণরূপ কার্পটীবেশ ধরিয়া গমিষ্যমাণতীর্থ ও ইষ্টদেবতা স্মরণ ও প্রণাম পূর্বক শ্রাদ্ধশেষাদি লইয়া শুভলগ্নে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে । তৎপরে গ্রাম বা বসত্যবচ্ছিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ পূর্বক ক্রোশান্তরে গ্রামা-
স্তরে গিয়া শ্রাদ্ধশেষ দ্বারা পারণ করত সেই দিন তথায় অতিবাহিত করিবে । গমনসময়েই কার্পটীবেশ ধরিবে, কিন্তু ভোজনশয়নাদিকালে নহে । তীর্থে কার্পটীবেশে থাকিবে, কেবল শ্রাদ্ধকরণসময়ে নহে । অনন্তর দ্বিতীয়দিনে নিত্য-
ক্রিয়াসমাপনান্তে সেই গ্রাম বা বাসস্থান প্রদক্ষিণ পূর্বক মধ্যাহ্নকাল যাবৎ তীর্থা-
ভিমুখে গমন করিবে । পরে স্নানাদি করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্বক একবারমাত্র নিরামিষ ভোজন করত সেই দিন তথায় অতিবাহিত করিবে । যত দিন তীর্থে উপস্থিত হওয়া না যায়, তত দিন এই নিয়মে গমন করিবে ।

যদি অন্য কোন ব্যক্তির গৃহ হইতে তীর্থযাত্রা করা হয়, তাহা হইলেও ফলাধিক্য নিবন্ধন যথাবিধি যাত্রা করিবে । যাত্রাতে অবকাশ না থাকিলেও যাত্রা না করিয়াও তীর্থে যাইবে । একযাত্রায় বহুতীর্থে গমন করিলে সঙ্কল্প-
বাক্যে যথাক্রমে সেই সকল তীর্থের নাম উল্লেখ করিতে হইবে । যানারোহণ ও ছত্র-পাছুকা ধারণ করিয়া অথবা অন্য কোন কার্যের জন্য তীর্থে গমন করিলে অর্জকল হয়, বেতনগ্রহণ বা পরায়ভোজন করিয়া গমন করিলে বোড়শভাগের একভাগ ফল এবং ঐশ্বর্যলাভমাহাত্ম্য হেতু যানে গমন করিলে সমস্তই নিফল হয় । তীর্থযাত্রাবধি প্রত্যাগমন পর্যন্ত প্রতিগ্রহ, পরপীড়ন, আমিষভোজন,

দুইবার আহার, পরায়তোজন, হিংসা, পরানিহা, কুকর্মানাধ, কুচিন্তা, মৈথুন, মিথ্যা কথা, লোভ, খলতা, ক্রুরতা, নাস্তিকতা, চাপল্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

তীর্থে বর্জ্যনীতি

শৌচ, মুখশোধন, পাদপ্রক্ষালন, নির্খাল্যত্যাগ, মলবর্ষণ, তৈলাভ্যঙ্গ, সস্তরণ, বস্ত্রনিষ্পীড়ন, উলঙ্গ হওন, ক্রীড়া, বৃথা চতুর্দিক দর্শন, স্পর্শদোষবিচার, অভক্তি, একতীর্থে থাকিয়া অন্ততীর্থেব প্রশংসা ও অভিলাষ, তীর্থপুরোহিতের নিন্দা বা পরীক্ষা, অন্তকে আশীর্বাদ, প্রতিগ্রহ এই সমস্ত পরিত্যজ্য।

তীর্থশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধান্দি

স্মার্তমতে তীর্থশ্রাদ্ধে ভূস্বামীকে মূলা বা অন্ন দান ও পূজা করিবে না এবং ঐ শ্রাদ্ধে আবাহন, অর্ঘ্যদান, অগ্নৌকবণ, বিসর্জন, কাক-কুকুরাদির দৃষ্টিদোষ-বিচারও করিতে নাই। মতান্তরে “পৃথিবী তে পাত্ৰং” মন্ত্র জপ, অগ্নে অঙ্গুষ্ঠদান, পিণ্ডশেষবিকিবণ, তৃপ্তিপ্রদ, ব্রাহ্মণগণের ভোজনের পর “দেবতাত্য” ইত্যাদি মন্ত্রজপ, দিগ্ধকন, এই সমস্তও পরিত্যজ্য। পাশ্চাত্য-দেশীয়গণ গম্মাশ্রাদ্ধে “এতন্তে পিণ্ডং স্বধা নমঃ” এবং অন্তত্ৰ “অন্নং স্বধা নমঃ” বলেন। তীর্থশ্রাদ্ধেব বিশ্বেদেবগণ “পুরুরবোমাদ্রবস্”-সংজ্ঞক, ত্রিশূলী সেতু ইহা বলেন।

সামান্ততীর্থপদ্ধতি

যানারোহণ বা ছত্র-পাছুকাদি ধাবণ করিয়া তীর্থে গমন করিতে হইলে, তীর্থপ্রাপ্তিদিনে ষত দূর হইতে পদব্রজে যাইতে সমর্থ হওয়া যায়, তত দূর হইতে যান, ছত্র ও পাছুকাদি পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিবে। তীর্থ নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র গাত্রে ধূলি সংলগ্ন হয়, এই ভাবে ভূতলে পতিত হইয়া তীর্থকে প্রণাম করত “ওমন্তেত্যাদি যথোক্তফলপ্রাপ্তিকামোহমুকতীর্থে প্রবেশমহং করিষ্যে” বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া তীর্থে প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া উদ্ধৃতোদক দ্বারা পাদ ধৌত করত নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে দেশ (তত্তৎস্থান) ও কাল (মাসপক্ষতিথ্যাদি) উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। পরে স্ব স্ব বিধানে সমস্ত কার্য করিতে হয়। প্রথমে বান্ধবার্থ জ্ঞান, তৎপরে ক্রমান্বয়ে বৈদিক জ্ঞান,

তাম্রিক স্নান, তর্পণপ্রণালীতে স্ব স্ব তর্পণবিধানে জনহু হইয়া তর্পণ, দান ও ষটোৎসর্গ করিয়া স্ব স্ব তীর্থপদ্ধত্যুক্ত তীর্থদেবগণকে দর্শন, প্রণাম ও স্পর্শ করত সামান্ত-পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। এই পূজায় ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন নাই। তৎপরে কুমারীকে পূজা করিয়া ভোজন করাইতে হয়।

অনন্তর অবিহিত কাল ত্যাগ করিয়া বিহিত কালে মূখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ করত পূর্বকথিত তীর্থশ্রাদ্ধে নিষিকাদি পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব পার্শ্বগবিধানে পার্শ্বগবিধিক শ্রাদ্ধাদি করিবে, শ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা-পিতামহাদিব উল্লেখ করিয়া “অমুকতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক-পার্শ্বগবিধিকশ্রাদ্ধঃ” বলিতে হয়। শ্রাদ্ধে অক্ষম হইলে কেবলমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। তাহাতে প্রথমে স্ব স্ব পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা স্থান-শোধন করিতে হয়। পরে দক্ষিণাশ্রু, পাতিতবামজানু ও বিপবীতোত্তরীয় হইয়া আচমন করত প্রাণায়াম, কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র পাঠ, পুণ্ডবীকাক্ষস্ববণ ও পূজা করিয়া কুশোদক দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যঞ্জন পূর্বক নিম্নলিখিত বাক্যে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্তোত্যাদি অমুকগোত্রশ্চ পিতুবমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রশ্চ পিতামহশ্চামুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রশ্চ প্রপিতামহশ্চামুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রশ্চ মাতামহশ্চামুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রশ্চ প্রমাতামহশ্চামুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রশ্চ বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্চামুকদেবশর্ষণঃ অমুকতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকপিণ্ডদানমহং করিষ্যে।”

অনন্তর পিতা-পিতামহাদির অর্চনা করিয়া স্ব স্ব পার্শ্বগোক্তপিণ্ডদানবিধানে ষট্-পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দিবে। ইহাতে “যে চাত্র ত্বেতি” মন্ত্রপাঠ নাই, স্বধা মাত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ড দিবে। তৎপরে পূর্ববৎ বাক্যরচনা করত দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর “পিতা স্বর্গঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃপ্রণাম করত অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া ষোড়শ পিণ্ড দান করিবে। তীর্থে তিল-স্বতযুক্ত তণুল, গোধূম, তিলকক (ঠৈল) বা গুড় দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান তীর্থের পূর্বদক্ষিণকোণে এবং চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে করাই প্রশস্ত। শ্রাদ্ধান্তে পিণ্ড তীর্থে ফেলিয়া দিবে। জীবৎপিতৃক বা স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তৎপরে ব্রাহ্মণ, দত্তী, সাধু ও সধবা ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি-দান দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয়।

দণ্ডিতোজনের অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দণ্ডীর দক্ষিণহস্তে জলগণ্ডু প্রদান করিবে, যথা—

“ও ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মার্যৌ ব্রহ্মণা হ তম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥”

গয়া, গঙ্গা, বিরজা ও বিশালা ভিন্ন অন্যান্য তীর্থে তীর্থপ্রাপ্তিদিবসে যুগুন ও উপবাস করিতে হয় । তীর্থবিশেষে বাহা যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্ত-তীর্থপদ্ধতিমধ্যেই বিবৃত আছে । সমর্থ হইলে ঘটোৎসর্গ, কুমারীপূজা, কুমারী-ভোজন, সাধুভোজন, দণ্ডিতোজনেও করাইতে হয় । সমর্থ হইলে দণ্ডীকে ছত্র, কমণ্ডলু, বস্ত্র ও আসন এবং সধবা ও কুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবে । যদি অবিহিতকালে তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তৎপরদিনে সমস্ত কার্য্য করিবে । গঙ্গাতে পর্য্যদন্তকালেও স্নান-তর্পণ করিতে পারে । এক তীর্থের মধ্যে বহু তীর্থ থাকিলে যে স্থানে যেমন বিধি পাইবে, তদ্রূপ করিবে, সর্বত্রই যে সামান্যতীর্থপদ্ধতিমতে কৰ্ম্ম করিবে, তাহা নহে । তীর্থবিশেষে কর্তব্য কার্য্য যাবৎকাল সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ তীর্থে বাস করিবে । তিন দিন বাস করিলেই তীর্থবাসের ফললাভ হয় । যে কোন কৰ্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ফলবান্ হইবে, সেই কৰ্ম্মটি কামনা করত করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিষ্কামভাবে করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে । তীর্থকার্য্যসমাপনান্তে স্বদেশে গিয়া তীর্থপ্রত্যাগমনকর্তব্যাদি করিবে ।

তীর্থপ্রত্যাগমনকর্তব্যাদি ।

তীর্থ হইতে নিজগ্রামের নিকট গ্রামান্তরে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে সৌবাস ও রবি-রাশিস্থিতি উল্লেখ করিয়া যাত্রাপদ্ধতু্যুক্ত দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে । শ্রাদ্ধের অহুজ্জাবাক্যে পিতা-পিতামহাদির উল্লেখান্তে “তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তরশ্বগৃহপ্রবেশনিমিত্তকং” বলিতে হয় । শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া শ্রাদ্ধশেষ গ্রহণ করত স্বীয় গ্রাম বা বসতিস্থানে উপস্থিত হইবে, তৎপরে গ্রাম বা বসতিস্থান প্রদক্ষিণ পূর্বক শ্বগৃহে প্রবেশ করিতে হয় । তদনন্তর কার্পটবেশ ত্যাগ করিয়া জাতিগণের সহিত শ্রাদ্ধশেষাদি দ্বারা পারণ করিবে । বহুতীর্থ হইতে আগমন করিলেও একবারমাত্র প্রত্যা-গমনকর্তব্যাদি করিবে ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিষ্ঠা-প্রকরণ

—*—

ব্রতপ্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থা।

ব্রতকালবিবেকে—

“সর্বেষু ক্তেষু কর্তব্যে প্রতিষ্ঠা বিধিনা বৃধেঃ ।
কলার্থিভিঃ প্রতিষ্ঠাঃ স্মারিতফলমুচ্যতে ॥”

উক্ত বচন দ্বারা ব্রতান্তে প্রতিষ্ঠার অবশ্যকরণীয়ত্ব প্রতিপাদিত হই-
তেছে। বিবেককারমতে ঐ ব্রতপ্রতিষ্ঠা শুদ্ধ কালেও কর্তব্য। কিন্তু যদি
ব্রতসমাপ্তি-দিবসে অশৌচাদি বাধায় পতিত হয়, তবে শুদ্ধ কালের অপেক্ষা
করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—

“সমাপ্তে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠা তদনন্তরম্ ।
ন কালনিয়মস্তত্র তত্র বিদ্যে পরাধিকৈঃ ॥”

অর্থাৎ ব্রত সমাপ্ত হইলেই তৎপরে প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে
সময়শুদ্ধি অপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু ব্রতপূর্ণ-দিবসে অশৌচাদি বাধা ঘটিলে
পরবৎসরে “অতিপাতে তু কুর্কীত প্রশস্তে মাসি পুণ্যাদে” ব্রতদিনেই শুদ্ধকাল
থাকিলে প্রতিষ্ঠা আচরণ করিবে। ইহা দ্বারা ব্রতকালবিবেককারমতে
ব্রতপূর্ণ দিবসে অশৌচ-সম্ভাবনা হইলে এবং গুরু-শুক্রে উদয়াস্তাদি নিবন্ধন
অকালে প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখিয়া কালান্তরে করণীয় প্রতিপাদিত হইল,
এবং অনেক স্থলে ঐ মতাবলম্বনই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু
তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যে হেতু, প্রতিষ্ঠা ব্রত হইতে স্বতন্ত্র কর্ম নহে,
উহা ব্রতেরই দক্ষিণাদানাদিবৎ স্বরূপ-নির্বাহক উদীয় অঙ্গ মাত্র।
আরও ব্রতে অশৌচপাত হইলেও যেমন অমুঠানে বাধা জন্মে না,
সেইরূপ ব্রতপ্রতিষ্ঠাকার্য্যেও অশৌচ প্রতিবন্ধক নহে। বরাহপুরাণে
কথিত আছে, “তস্মাৎ প্রমাদাদ্ ভুংখ্যে বা স্মৃতকে স্মৃতকেংপি বা। স্মাখ্য

রাম ব্রতং কুর্য্যাৎ দানার্চনবিবর্জিতম্।” প্রমাদ, ছুরবহা, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ যে কোনও অবস্থায় জ্ঞান করিয়া দান ও পূজা পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র ব্রত করিবে। এই অন্তই গর্তিনী, অচিরপ্রসূতা, কুমারী ও রজস্ব-
লার পক্ষে ব্রাহ্মণদ্বারা পূজাদির অনুষ্ঠানব্যবস্থা আছে; কিন্তু উপবাসাদি বিষয়ে ব্রতকর্তার স্বয়ং অনুষ্ঠান কর্তব্য। যথা—

“গর্তিনী স্মৃতিকা নস্তং কুমারী চ রজস্বলা।

যদাহুত্বা তদাত্তেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা ॥”

তথা—“ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেহর্চনে জপে।

আরকে স্মৃতকং ন শ্রাদদনারকে তু স্মৃতকম্ ॥” ইত্যাদি।

যদিও—‘অস্তং গতে গুরৌ শুক্রে বালে বৃদ্ধে মলিন্মুচে।

উপায়নমুপারম্ভং ব্রতানাং নৈব কারয়েৎ ॥’

ইত্যাদি বচনে গুরু-শুক্রে উদয়াস্তাদি নিবন্ধন অকালে ব্রতপ্রতিষ্ঠার নিষেধ অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহা প্রধান কালে দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ বা অক্ষমতা বশতঃ অকৃত প্রতিষ্ঠার পক্ষে অশুদ্ধ কালে অনুষ্ঠানের নিষেধক বচন বুঝিতে হইবে।

“পূর্বং ব্রতং গৃহীত্বা যো নাচরেজ্জানদুর্কলঃ।

জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ স্বা চৈব জায়তে ॥”

ব্রত গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ব্রতপ্রতিষ্ঠা না করে, সে জীব-
দশায় চণ্ডাল তুল্য ও জীবনাশ্তে কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এ অন্ত
প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্রতভঙ্গ হইলে ব্রতী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্রতাবলম্বন
করিবে, ইহা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আছে। পরন্তু সর্বপ্রাণীর ভয়জনক ঘট-
নায়, ব্যাধি, প্রমাদ বা গুরুনিদেশে একবারমাত্র ব্রতভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত
করণীয় নহে এবং পুনশ্চ ব্রতারম্ভ করিতে হয় না। ব্রতারম্ভ করিয়া কোন
ব্যক্তি অসমাপ্ত ব্রতাবস্থায় মৃত হইলে তজ্জন্ত ব্রতপ্রতিষ্ঠা অপরের কর্তব্য
নহে এবং ব্রতীর ব্রতকল অসম্পূর্ণ থাকে না। শাস্ত্রীয় সকল ব্রতপ্রতি-
ষ্ঠায়ই পূর্বদিন উপবাস ব্যবহার আছে, কিন্তু অক্ষমতা প্রযুক্ত জল, কল, মূল,
মৃত, দুগ্ধ, ঔষধ ব্যবহার করিলে অথবা ব্রাহ্মণানুমতিতে কিম্বা গুরুর
আদেশে অন্ত ভক্ষ্য ভোজন করিলেও ব্রতভঙ্গ হয় না। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ
যথা—

“সৰ্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরুশাসনম্ ।

অব্রতস্থানি কথ্যন্তে সৰ্বদেতানি শাস্ততঃ ॥

অষ্টৌ তান্তব্রতস্থানি আপো মূলং ফলং পরম্ ।

হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্কচনমৌষধম্ ॥”

ব্রতপ্রতিষ্ঠার ব্রতের মত সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় । যথা—
ব্রহ্মচর্য্য, সত্যপরতা, শৌচাচার, আমিষত্যাগ এই চারিটি অবশ্য প্রতি-
পাল্য । প্রতিষ্ঠার পূর্বপূর্বদিন একবারমাত্র হবিষ্ঠার ভোজন ও স্নান,
হুণ্ডিলশয়নাদি করিয়া পরদিন উপবাস ও উক্ত নিয়মাবলম্বী থাকিয়া
প্রতিষ্ঠাদিনে প্রভাতে দস্তধাবন ত্যাগ ও প্রাতঃস্নানে তৈলবর্জ্জন করিবে ।

প্রতিনিধি-ব্যবস্থা

‘কাম্যে প্রতিনিধিনীতি নিত্যনৈমিত্তিকে হি সঃ ।

কাম্যোষ্পক্রমাদুর্দ্ধমন্তে প্রতিনিধিং বিদুঃ ॥’

কাম্য কার্য্যে প্রতিনিধি নাই, নিত্য বা নৈমিত্তিক কার্য্যে প্রতিনিধি
বিহিত আছে । মতান্তরে কাম্য কার্য্যের আরম্ভান্তে প্রতিনিধীকরণ বিহিত ।
কিন্তু ঐ কাম্যে প্রতিনিধি নিষেধ বৈদিক কাম্য কর্ম্মে বৃষ্টিতে হইবে, কেন
না, বচনান্তরে অবগত হওয়া যায় যে, “শ্রোতঃ কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদ্ অগ্নোহপি
স্মার্ত্তমাচরেৎ” অর্থাৎ শ্রোত কাম্য কর্ম্ম উপক্রমের পর অপরে করিতে
পারে, কিন্তু কস্তার অসামর্থ্য নিবন্ধন স্মার্ত্ত কর্ম্মে উপক্রমের পূর্বেও অপর
ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করা যায় । মতান্তরে অশৌচাদিসঙ্গে পুরোহিত স্বয়ং
প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবেন ।

ঋকপুরাণে লিখিত আছে, সদাচারী বিনয়ী পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী
ইহারা অগ্রে প্রতিনিধি, ইহাদের অলাভে অপর ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি হইবেন ।
শান্ত্রান্তরে পাওয়া যায়, ঋত্বিক্, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনের ও জামাতা
যথাক্রমে প্রতিনিধি হইবেন । গুরুপুরাণে আছে, ভার্য্যা স্বামীর ব্রতে
প্রতিনিধি, এবং স্বামী ভার্য্যার ব্রতে প্রতিনিধি । পরন্তু উক্ত প্রতি-
নিধিব্যবস্থা ব্রতাদি উপবাসাদি কার্য্যেই বৃষ্টিতে হইবে । পূজাদি কার্য্যে
ব্রাহ্মণ তির অপর ব্যক্তি প্রতিনিধি হইবেন না । এ বিষয়ে স্পষ্ট
প্রমাণও আছে, যথা—

বরাহপুরাণে—

“পিতৃ-মাতৃ-পতি-ভ্রাতৃ-স্বহৃ-গুরুাদিতুভুজাম্ ।

অদৃষ্টার্থমুপোষিত্বা স্বয়ং ফলভাগ্ভবেৎ ॥”

পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা, ভগিনী, গুরুজন, এমন কি, রাজারও পুণ্যের জন্য প্রতিনিধিরূপে উপবাস করিলে নিজে কিছুমাত্রায় ফলভাগী হয় ।

অধিকারি-নিরূপণ

শ্রদ্ধাবান্, অনশ্রুী, অমায়ী, আত্মপ্লাবাহিত, অবিকলাজ ব্যক্তির ব্রতাদি বৈধ কর্মে অধিকার । স্ত্রী-শূদ্রাদিরও ব্রতে অধিকার আছে, পরন্তু সধবা স্ত্রীলোকের স্বামি-সহযোগ ব্যতিরেকে ব্রতোপবাসাদি বিশেষরূপে নিষিদ্ধ । সধবা স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রভাবে কোন ব্রত করিলে স্বামীর আশু-নাশ ও নিজের নবকবাস হয় । যদিও সাবিত্রী, দুর্কীষ্টমী ব্রতাদিতে স্বতন্ত্রভাবে সধবাদিগের অধিকার দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্বামীর অনুমতি বশতই প্রত্যাবায়জনক নহে, এবং তদ্বারা স্বামীর আয়ুর্বাধি অনিষ্টা থাকে বলিয়া বিহিত । অনুপনীত বা অবিবাহিত ও অদীক্ষিত স্ত্রীলোকের পৌরানিক ব্রতাদিতে অধিকার নাই ।

পুরুষ ব্রতকর্তা হইলে ব্রতপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পান্তে গোঁর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা-পূজা, বসুধারা, আয়ুষ্যামৃত্ত জপ করত আত্মদায়িক শ্রাদ্ধবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিবেন । শূদ্রের পক্ষেও ব্রতপ্রতিষ্ঠাঙ্গ ব্রাহ্মণ দ্বারা হোমানুষ্ঠান বিহিত আছে ।

সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা

যথাবিধি ব্রতসমাপনান্তে কথাশ্রবণ ও ভোজ্যোৎসর্গ করত ব্রতী গণেশাদিদেবতাদিগকে গন্ধ-পুষ্প দিয়া করষোড়ে পাঠ করিবে, যথা—

“নমঃ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেন্যং বরদং শুভম্ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥”

পরে পুণ্যাঙ্গাদি বাচন, যথা—“কর্তব্যেহস্মিন্ ইদমর্ষনিপ্পাদিত-অমুকপুরা-ণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি নমঃ পুণ্যাং ভবন্তো ক্রবন্ত । (তিনবার পাঠ্য)

ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্ । এবং স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্ম (তিনবার)
 ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি এবং ঋদ্ধিঃ ভবন্তো ব্রহ্ম (তিনবার) ওঁ
 ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ । ‘সোমং বাজানং’ ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত,
 (ব্রাহ্মণদ্বারা পড়াইবে) ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি পাঠ করিয়া বারিপূর্ণ
 ফল-পুষ্প-কুশসমন্বিত তাম্রপাত্র লইয়া উত্তরান্ত্রে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প
 করিবে, যথা—

“বিষ্ণুর্নমোহং অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা
 শ্রীঅমুকীদেবী শ্রীঅমুকীদাসী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা অমুকব্রতপূর্ণফলপ্রাপ্তি-
 কামা বা (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বা অমুকদাসঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ)
 ইন্দ্রধ্বনিপাদিত-অমুকপুৰাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং কবিষ্যে ।”

তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য এবং সদশ্রুকে
 বরণ করিতে হয় । অক্ষম হইলে এক ব্যক্তিকেই হোতৃত্বে ও ব্রহ্মত্বে
 বরণ করা যায়, ঐরূপ আচার্য্যত্বে ও সদশ্রুত্বে এক ব্যক্তি বৃত হইতে
 পারেন ।

বরণবিধি যথা—স্বয়ং পূর্ব্বমুখে বসিয়া ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখে বসাইয়া
 কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে, “নমঃ সাধু ভবানাস্তাং” (ব্রাহ্মণ ওঁ সাধবহমাসে
 বলিবেন) ত্রতী গন্ধ পুষ্প দিয়া বলিবে, “নমঃ অর্চরিত্বামো ভবন্তম্”
 (ওঁ অর্চর প্রত্যুত্তর) পরে গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্রমুগ্ধ, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীতাদি দিয়া
 বলিবে, “এতানি গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক-যজ্ঞোপবীতার্থস্বত্বানি ব্রাহ্মণায় নমঃ ।”
 ব্রাহ্মণ ওঁ ‘স্বস্তি’ বলিয়া গ্রহণ করিবেন । ত্রতী তণুল লইয়া ব্রাহ্মণের
 দক্ষিণ জামু ধরিয়া বলিবে, “বিষ্ণুর্নমোহং অমুকে মাসি অমুকপক্ষে
 অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকীদেবী মৎসঙ্কলিত-ইন্দ্রধ্বনিপাদিতামুক-
 পুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি হোত্রকর্ম্মকরণায় বা হোতৃ-ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়
 বা ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় বা আচার্য্যকর্ম্মকরণায় বা সদশ্রুকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রঃ
 অমুকদেবশর্মাণমভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে ।” (ব্রাহ্মণ ওঁ বৃতোহস্মি বলিবেন) ত্রতী
 —“যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম বা হোত্রকর্ম্ম বা আচার্য্যকর্ম্ম কুরু ।” ব্রাহ্মণ “ওঁ যথা-
 জ্ঞানং করবাণি” বলিবেন । আচার্য্যের প্রতি কৃতাজ্জলি হইয়া ত্রতী বলিবে,
 “নমঃ হ্রস্বত গুরুরশ্বাকং বাসুদেবসমঃ প্রভুঃ । কুরু প্রতিষ্ঠামেতাং ত্বং কারয়-
 স্বাগমোদিতাম্ । ত্বৎপ্রসাদাদ্গুরো ধর্ম্মং প্রাপ্নোমি মনসেঙ্গিতম্ । স্থিরা
 য়েবা ভবেৎ কীর্ত্তির্থাবল্লোকাস্চরাচরাঃ ॥”

মতান্তরে নিম্নোক্ত প্রার্থনাবাক্য পাঠ্য, যথা—

“ও বাসুদেবস্বরূপস্বঃ সংসারাং জাহি মাং প্রভো ।
 স্বৎপ্রসাদাদ্ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি যন্নরোত্তম ।
 জাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসারসাগরাং ।
 দেবতাস্থাপনেনাগ্ন মম শাস্তিঃ কুরু প্রভো ।
 স্বৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকানুগ্রহকারক ।
 চিরং মে শাস্বতী কীর্ত্তিস্তৈলোক্যেহপি ভবিষ্যতি ।
 তস্মাৎ কুরু প্রতিষ্ঠাঃ মে গুরো শাস্ত্রপ্রচোদিতাম্ ।
 যথাহং মুক্তিমাপন্তে স্বৎপ্রসাদাৎ সুপুঙ্গলাম্ ॥”

আচার্য্য বলিবেন—

“ও উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রস্তে মৎপ্রসাদাভ্যাহনষ ।
 প্রাপ্তব্যং ধর্মসর্বস্বং দুপ্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ ॥”

পরে হোতা নিম্নোক্ত ত্রিষ্ম ত্রিষ্ম মন্ত্রে পঞ্চগব্য পৃথক্ পৃথক্ক্রমে শোধন পূর্বক তদ্বারা বেদী শোধন করিবেন । যথা—গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র । “ও গন্ধদ্বারাং হ্রাদধ্বাং নিত্যপুষ্ণাং করীষিণীম্ । ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ।”—গোময় । “ও আপ্যায়ন সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যঃ ভবা বাজন্ত সন্থে ।”—গোহৃৎ । “ও দধিক্রাবৌ । অকারিষঃ জিষ্ণোরশ্বন্ত বাজিনঃ । সুরভিনো মুখাকরং প্রণ আযুংষি তারিষৎ ।”—দধি । “ও তেজোহসি শুক্রমশ্বতমসি ধামনামাসি শ্রিয়ং দেবানামনামৃষ্টং দেবযজনমসি ।”—স্বত । “ও দেবন্ত জা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোবাহিত্যাং পুষ্ণে হস্তাত্যামাদদে ।”—কুশোদকশোধনমন্ত্র । পরে শোধিত পঞ্চগব্য গায়ত্রীপাঠে একত্র করিয়া কুশোদক সহ “ও বেতাঃ বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্ । যুপেন যুপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা ।” মন্ত্রে বেদী অভ্যঙ্গণ করত বেদীর উপরিভাগে বিতান বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—

“ও উর্ক উষু ৭ উত য়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা । উর্কো বাজন্ত সনিতা যদজ্জিভিবাহিষ্টিবিহ্বয়ামহে ।” পরে হোতা খেতসর্বপ লইয়া “ও বেতাশ্চ পিশাচাশ্চ ব্রাক্ষশ্চ সরীসৃগাঃ । অপসর্পন্ত তে সর্কে যে চান্যে বিশ্বকারকাঃ । বিনায়কা বিশ্বকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ । সিদ্ধার্থকৈবর্জ্য-সমানকন্মৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়াস্ত” মন্ত্রে চারিদিকে ছড়াইয়া বিদ্যাপসারণ করিবে । পরে সামান্তার্ঘ্য, আসনগুচ্ছ, ভূতগুচ্ছ, মাতৃকাক্রাসাদি

অস্ত্রে মণ্ডলের পূর্বভাগে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে, যথা—‘মহীজীণা’ ইত্যাদি মহী । ‘ধানাবস্তং করস্তিগম্’ ইত্যাদি ধান । ‘আবিশন্ কলসং সূত’ ইত্যাদি কুম্ভ । ‘আনো মিত্রাবরণা’ ইত্যাদি জল । ‘অন্নমূৰ্জাবতো বৃক্’ ইত্যাদি পল্লব । ‘ইন্দ্রমরো নেমধিতা হবস্তে’ ইত্যাদি কল । ‘সিন্ধোরুচ্ছ্রাসে’ ইত্যাদি সিন্দূর । ‘পবমান ব্যস্মুহি’ ইত্যাদি পুষ্প । ‘স্বাবতঃ পুরুবস’ ইত্যাদি স্থিরীকরণ । (১ম খণ্ড ২৩৮পৃঃ দেখ) বেদীতে সৰ্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অথবা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কন পূর্বক তদুপরি স্বর্ণ ও রজত-প্রতিমা রাখিয়া স্থাপিত পঞ্চ ঘটে—প্রথম ঘটে—গণেশ, সূর্য্য, দ্বিতীয়ে—শিব, দুৰ্গা ; তৃতীয়ে—বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চতুর্থে—অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপাল, কার্ত্তিকেয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পঞ্চমে—নবগ্রহ ও দিকপালগণকে স্বস্বমন্ত্রে আবাহন পূর্বক পূজা করিবে। পরে ‘ও হিৰণ্যগৰ্ভঃ সমবৰ্ভতাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিবেক আসীৎ । সাদাধার পৃথিবীং ত্যামুতেমাং কঠৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম’ মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে সুবর্ণপদ্ম রাখিয়া সুবর্ণ-শলাকা দ্বারা দলবিকাশ কবত তাহাতে সুবর্ণ-লক্ষ্মীপ্রতিমা ও রজত-বিষ্ণুপ্রতিমা ‘সূত্রামাণং’ ইত্যাদি মন্ত্রে নিক্ষেপ করত পীঠোপরি রাখিয়া শিল্পদোষ-নিবারণার্থ গোময়ভস্ম দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘর্ষণ করিবে, যথা—“ও নমস্তেহর্চৈ সুবেশানি প্রণীতে বিশ্বকৰ্ম্মণা । প্রভাবিতাশেষ-জগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ । ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে নারায়ণমনাময়ম্ । (লক্ষ্মীস্থলে লক্ষ্মীদেবীমনাময়াম্ পাঠ্য) রহিতা শিল্পদোষৈশ্চমুন্ধিযুক্তা সদা ভব ॥” পরে ‘তেজোহসি’ ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত ব্রক্ষণ করিয়া চন্দন-আমলকী-তিলচূর্ণ দ্বারা “ও উদ্বৰ্ভয়ামি দেব দ্বাং (লক্ষ্মীস্থলে দেবি ত্বাম্) যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ । উদ্বৰ্ভন প্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং ভক্তিযুক্তমাম্ ॥” মন্ত্রে উদ্বৰ্ভন করিয়া জ্ঞান করাইবে । শালগ্রামশিলায়ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে জ্ঞান করান বিহিত । প্রথমতঃ “ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্চোমাক্ৰভিষজত্রা । স্থিরৈরকৈস্তষ্টে-বাংসস্তনুভিৰ্যশেম দেব হিতং যদাযুঃ”—মন্ত্রে পীঠোপরি স্থাপন, “ও এতোষিত্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সায়াম । শুদ্ধৈরুৰ্দ্ধৈৰ্বা বৃদ্ধাং সংশুদ্ধক আশীর্কান্ মমন্তু । ও ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিকতিভিঃ । শুদ্ধোরয়িং নিধারয় শুদ্ধো মমর্কি সোম্য ॥ ও ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাণ্ডবে । শুদ্ধো বৃদ্ধাণি জিয়সে । শুদ্ধো বাজং সিধাসসি ॥” মন্ত্রে জ্ঞান করাইয়া পূর্বোক্ত পঞ্চগব্য মন্ত্রে পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞান করাইবে । সর্বৌষধি দ্বারা “ও বা ওষধীঃ সোমরাজীৰ্বহীঃ শতবিচক্ষণাঃ । তা মহমন্নিদ্রাসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ।”

ফলোদক দ্বারা “ওঁ যাঃ ফলিনীর্থা অফলা অপুন্না বাশ্চ পুন্পিণীঃ । বৃহস্পতি-
 প্রনৃতাত্তা নো মুঞ্চস্বহংসঃ ।” পঞ্চামৃত দ্বারা (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা)
 “ওঁ তদ্বিক্শোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ । দিবীষ চক্ষুরাততম্ ॥”
 মতান্তরে নিম্নলিখিত বিধিতে জ্ঞান করাইবে । যথা—“ভদ্রং কর্ণেতিঃ” ইত্যাদি
 মন্ত্রে পীঠোপরি স্থাপন, ‘এতোষিত্রং’ ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে শুক্লোদকে জ্ঞান, ‘ওঁ
 যুতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োক্সী পৃথ্বী মধুহবে সুপেশসা জ্বাপৃথিবী বরুণস্ত
 ধর্মণা বিকৃতিতে অজরে ভূরি রেতসা ।” এই মন্ত্রে ঘৃতাভ্যঞ্জন, “ওঁ অতো দেবা
 অবন্ত নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ” এই মন্ত্রে মসুরচূর্ণ
 ব্রক্ষণ, “ওঁ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়ানি ।
 সপ্ত হোত্ৰাঃ সপ্তধা হা যজন্তি । সপ্তষোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেন” মন্ত্রে উক্লোদক দ্বারা
 প্রক্ষালন, “ওঁ ক্রপদাদিব মুম্চানঃ স্থিয়ঃ স্নাতো মলাদিব । পূতং পবিত্রেণে-
 বাজ্যমাপঃ শুক্লস্ত মৈনসঃ ।” মন্ত্রে চন্দনানুলেপন, “ওঁ আপো হি ঠা মরো
 ভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতনঃ । মহে রণায় চক্ষবে” মন্ত্রে নদীজলে জ্ঞান, “ওঁ শরো
 দেবীরভিষ্টে শরো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিশ্রবন্ত নঃ” মন্ত্রে তীর্থমৃত্তিকায়ুক্ত
 কলসে জ্ঞান, গায়ত্রী দ্বারা গন্ধযুক্ত জলে জ্ঞান, “ওঁ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা
 যাসু জাতঃ কণ্ঠপো বাস্বিত্রঃ । যা অগ্নিগর্তন্দধিবে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্তোনা
 ভবন্ত” মন্ত্রে অশ্বস্থানাди পঞ্চমৃত্তিকা দ্বাবা, “ওঁ ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি
 শতদ্রু স্তোমং সচতা পকষ্যা । অসিক্সা মকদ্বিধে বিতস্তয়া জিকীয়ে শৃণুহ্যা
 সুষোময়া” মন্ত্রে সৈকতজলে, “ওঁ তদ্বিক্শোঃ পরমং” ইত্যাদি মন্ত্রে বন্যৌকমৃত্তিকা-
 যুক্ত জল দ্বারা, “ওঁ যা ওষধীঃ সোনবাজীর্বিষ্টিতাঃ পৃথিবীমহু । তা মহমশ্বিন্না-
 সনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম যচ্ছত” মন্ত্রে সর্কৌষধিজলে, “ওঁ যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে
 গিরা গিরা চ দক্ষসে । প্রপ্রবয়মমৃতজাতবেদসম্ । প্রিয়ং মিত্রয়শংসিষম্”
 মন্ত্রে পঞ্চকষায়জলে । স্বস্ব মন্ত্রে পঞ্চগব্যে । “ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু
 পয়ো দিব্যন্তুরিক্ষে পয়োধাম্ । পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্ত মহম্ সন্মা সৃজামি
 পয়সা ঘৃতেন সন্মা সৃজাম্যপহঃ ।” মন্ত্রে মিশ্রিত পঞ্চগব্যে । “ওঁ তস্মাদ্-
 যজ্ঞাৎ সর্বহত ঋচঃ সামানি জজিরে । ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদ্‌বজুস্তস্মাদ-
 জায়ত” মন্ত্রে পঞ্চামৃতে, “ওঁ যাঃ ফলিনীর্থা অফলা অপুন্না বাশ্চ পুন্পিণীঃ ।
 বৃহস্পতিপ্রনৃতাত্তা নো মুঞ্চস্বহংসঃ” মন্ত্রে ফলোদক দ্বারা, “ওঁ সহস্রনীর্থা
 পুরুষ” ইত্যাদি মন্ত্রে সহস্রধারায়, “ওঁ এতোষিত্রং” ইত্যাদি মন্ত্রে তুলসী-
 চন্দনযুক্ত জলে, “ওঁ বাসাং রাজা বরুণো বাতি মধ্যো সত্যানূতে অবপশ্তু

অনানাম্ । মধুশ্যুতঃ শুচয়ো বাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত । ও
অগ্নিমৌলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমুদ্ভিজং হোতারঃ ব্রহ্মধাতমম্ । ও ইবেষো-
র্জ্জ্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্মণে । ও অগ্ন
আয়াহি বীতরে গৃণানো হব্যদাতরে নিহোতা সৎসি বহিষি । ও শম্নো
দেবীরভিষ্টরে শম্নো ভবন্ত পীতরে শং যোরভিস্রবন্ত নঃ” মন্ত্রে ও বক্ষ্যমাণ
পুরুষস্তুতমন্ত্রে একাশীতি, অষ্টাবিংশতি বা অষ্ট ঘটে স্নান করাইবে ।
অতঃপর ধৌত বস্ত্রে মুছাইয়া ভদ্রপীঠোপরি স্থাপন পূর্বক বাং বা ও
মন্ত্রে প্রাণায়াম ও বাং বা আং অকুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে করাজন্যাস
করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—

“ও শুদ্ধফটিকসকাশং হিমকুনেন্দুসমিভম্ । কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ
শ্রীণয়ন্তঃ চরাচরম্ । লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্বতঃ । সুনাতং
বারিজং পদ্মং ধারয়ন্ত গদাং শুভাম্ । ভূষিতং মালয়া তদ্বদীপিতং
মণিলাহরৈঃ । শ্রী-পুষ্টি-গুরুভ্যো নমঃ সমস্তান্ত্ৰ পরিপ্লুতম্ ॥”

ধ্যানান্তে মন্ত্ৰকে ধ্যান-পুষ্পদান, মানসোপচারে পূজা পূর্বক বিশেষার্থ্য
স্থাপন করিবে, যথা—নিজ বামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল আঁকিয়া
তদুপরি ত্রিপাদিকা স্থাপন, ফটু মন্ত্রে শঙ্খপ্রক্ষালন, ত্রিপাদিকায় শঙ্খ
স্থাপন, ‘নমঃ’ মন্ত্রে, গন্ধপুষ্প, অক্ষত, ধব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ, দুর্বারচিত
অর্থ্য রাখিয়া নির্মল জল দ্বারা বিলোম মাতৃকাবর্ণ পাঠান্তে [কং নমঃ লং নমঃ
(সর্বত্র নমঃ) হং সং ষং শং বং লং রং ষং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং
তং ণং চং ডং ঠং টং ঞং ঞং জং ছং চং ঙং ঘং গং ঙং কং অং অং ঔং ঔং
ঐং এং ঈং ঐং ঋং ঋং উং উং ঋং ইং আং অং] ও মূলমন্ত্র (ও নমো ভগবতে
বাসুদেবায়) বায়বীয় পাঠান্তে শঙ্খ-ত্রিভাগ পূর্ণ করিয়া ‘এতে গন্ধ-পুষ্পে
ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলাঅনে নমঃ’ মন্ত্রে ত্রিপাদিকায়, ‘এতে গন্ধ-পুষ্পে
ও অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাঅনে নমঃ’ মন্ত্রে শঙ্খে, ‘এতে গন্ধ-পুষ্পে
ও উং সৌম্যমণ্ডলায় ষোড়শকলাঅনে নমঃ’ মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া গদে
চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্বক হং মন্ত্রে অবগুষ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন, ও ভগবন্
বিক্ষো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে অহরহ ইহাতে জলে দেবতার
আবাহন, বর্ষট মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে জল দর্শন, আং
হরদ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋত ও অগ্রভাগে বড়জ-
স্থাপন, গন্ধ-পুষ্প দ্বারা দেবতাকে পূজা, মৎস্তমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন, মূলমন্ত্র

অষ্টধা জপ, বম্ মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, কটু মন্ত্রে রক্ষা পূর্বক শব্দ হইতে প্রোক্ষণী-
পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া সেই জলের দ্বারা নিজ মস্তকে ও পূজোপকরণ-
দ্রব্যে ছিটা দিয়া মণ্ডলে পীঠপূজা করিবে। যথা—মণ্ডলমধ্যে আবাহন পূর্বক
“ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ” এবং ‘প্রকৃত্যে, কুর্মায়া, অনন্তায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়,
রত্নদ্বীপায়, রত্নোজ্জ্বলিত-মহামণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, রত্ন-
সিংহাসনায়।’ অগ্ন্যাदि কোণচতুষ্টয়ে ‘ওঁ ধর্মায় নমঃ’ এবং ‘জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়,
ঐশ্বর্যায়।’ পূর্বাদি চতুর্দিকে ‘ওঁ অধর্মায় নমঃ’ এবং ‘অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়,
অনৈশ্বর্যায়।’ মধ্যে ‘অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে, উং
সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে, মং বহুমণ্ডলায় দশকলায়নে, সং সত্ত্বায়, রং
রজসে, তং তমসে, আং আয়নে, অং অস্তবায়নে, পং পরমায়নে, হ্রীং জ্ঞানা-
য়নে।’ মণ্ডলপদ্মের পূর্বাদি অষ্ট কেশরে ‘ওঁ বিমলায়ৈ, উৎকর্ষিণ্যে, জ্ঞানায়ৈ,
ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রত্ন্যে, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ।’ মধ্যে ‘অনুগ্রহায়ৈ, ওঁ নমো
ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতায়নে বাসুদেবায় সর্বাঙ্গসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠায়নে
নমঃ’ এইরূপে পীঠপূজা করিয়া পুনর্দ্যানান্তে ষোড়শোপচারে নিম্নোক্ত মন্ত্রে
বা পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রতিমাসন্ধে—ধ্যান-পুষ্প প্রতিমার
ত্রক্ষরক্রে দিয়া “ওঁ ভগবন্ বিষ্ণো স্বগণসহিত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি
মন্ত্রে আবাহন, স্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সম্মুখীকরণমুদ্রা যথাযথভাবে
প্রদর্শন করত “ওঁ এহেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক। গৃহাণেমং
যজ্ঞভাগং বাসুদেব নমোহস্তু তে। ওঁ আরাহি ভগবন্ দেব শব্দচক্রগদাধর।
পূজয়ামি যথাশক্ত্যা অষ্টাভিনীর্যকৈঃ সহ॥” মন্ত্রপাঠান্তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা
করিবে, যথা—প্রতিমার হস্ত দিয়া “আ হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ধং সং
হোং হং সঃ অস্ত্র ত্রিবিষ্ণোঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।” এবং ‘আং হ্রীং’ ইত্যাদি ‘জীব
ইহ স্থিতঃ’, ‘আং হ্রীং’ ইত্যাদি ‘সর্কেজ্জিন্নানি’, ‘আং হ্রীং’ ইত্যাদি “বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-
প্রোজ্জাপ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা, ওঁ মনোজ্জুতির্জুতামাজ্যস্ত
বৃহস্পতির্ষজ্জমিমং তনোজ্জরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিষ্ণেদেবাস ইহ মাদরস্তা-
মোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ অশ্নৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অশ্নৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্ত চ। অশ্নৈ
দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।” মূলমন্ত্র বারত্বে জপ করিয়া মূলমন্ত্রে পুষ্পাজলিত্র
দিবে, শালগ্রামে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন নাই।

ষোড়শোপচারে পূজামন্ত্র যথা—অর্ঘ্যোদকে—আসন ‘বং এতশ্চৈ রজতাস-
নায় নমঃ’ মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ—‘এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ এতশ্চৈ রজতাসনায়

নমঃ, এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপত্যে দেবার ও ত্রীবিধবে নমঃ, এতে গন্ধ-পুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ও বিধবে নমঃ। ও সৰ্ব্বান্তর্যামিনে দেব সৰ্ব্ববীজময়ং ততম্। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্, ইদং রজতাসনং ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে নমঃ। ও বস্তু দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। (কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব)। তন্ত তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো। 'ভগবন্ বিক্ষেপ স্বাগতম্' মন্ত্রে স্বাগত-প্রশান্তে "ও কৃতার্থোহঙ্কু-গৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতম্ মে। যদাগতোহসি দেবেশ চিদানন্দময়া-ব্যয়। (অজ্ঞানান্ধা প্রমাদান্ধা বৈকল্যাৎ সাধনম্ চ। যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যাভিমুখো ভব)। ও সুস্বাগতম্।" এই মন্ত্র বলিবে।

পাণ্ড।—“ও যদুভক্তিলেশসম্পর্কোৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তন্ত তে পরমে-
শান পাণ্ডং শুদ্ধায় কল্পয়ে। ইদং পাণ্ডং ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে নমঃ”—এইরূপ উপচার উল্লেখান্তে মূলমন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিবে।

অর্ঘ্য।—ও তাপত্রয়হবং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্। ইদমর্ঘ্যং ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে স্বাহা।

আচমনীয়।—ও দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাস্থনে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঃ স্রুতিহেতবে। শুদ্ধায় শুদ্ধিহেতবে ইদমাচমনীয়ং ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে স্বধা।

মধুপর্ক।—ও সৰ্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাস্থনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসাদ মে। এষ মধুপর্কঃ ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে স্বধা।

পুনরাচমনীয়।—“ও উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্কাপি বস্তু অরুণমাত্রতঃ। শুদ্ধি-
মাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্। ইদং পুনরাচমনীয়ং ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে স্বধা।” অন্তান্ত উপচার নমোহন্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

জ্ঞানীয় জল।—“ও পবমানন্দবোধাক্তি-নিমগ্ন-নিজমূর্তয়ে। সাক্ষোপান্ন-
মিদং জ্ঞানং কল্পয়াম্যহমীশ তে। ইদং জ্ঞানীয়জলং” ইত্যাদি। আচমনীয়—
পূর্ববৎ।

বস্ত্র।—ও যান্নাচিত্র-পটাস্কর-নিজগুহোকতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসন্তে কল্পয়াম্যহম্। ইদং বস্ত্রং ইত্যাদি।

উত্তরীয় বস্ত্র।—ও যমার্চিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্। ইদমুত্তরীয়বস্ত্রমিত্যাदि। আচমনীয়—পূর্ববৎ।

যজ্ঞোপবীত।—ওঁ যন্ত শক্তিঅগ্নেদং সংপ্রোতমধিলং জগৎ। যজ্ঞ-
শূভ্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞশূভ্রঃ প্রকল্পয়ে। ইদং যজ্ঞশূভ্রম্।

আভরণ।—ওঁ স্বভাবসুন্দরান্নায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি
বিচিহ্নাণি কল্পয়ামি সুরার্চিত। ইদমাতরণম্।

গন্ধ।—ওঁ পরমানন্দ-সৌরভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া
পরমেশ্বর। এষ গন্ধ ইত্যাদি।

পুষ্প।—ওঁ তুরীয়াবনসমুতং নানাগুণমনোহরম্। অমন্দসৌরভং পুষ্পং
গৃহতামিদমুত্তমম্। ইদং পুষ্পম্।

ধূপ।—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাত্যঃ স্তমনোহরঃ। আশ্রয়ঃ সর্ব-
দেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহতাম্। এষ ধূপ ইত্যাদি।

দীপ।—ওঁ সূক্ষ্মকাশো মহাদীপঃ সর্বতন্তিমিরাপহঃ। সবাছাত্যস্তর-
জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহতাম্। এষ দীপ ইত্যাদি।

নৈবেদ্য।—ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি
দেবেশ সান্নুগায় গৃহাণ তৎ। ইদং নৈবেদ্যং।

জল।—ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্বভূত্বিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং
গৃহাণ জলমুত্তমম্। ইদং পানার্থজলম্। পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ।

তাম্বুলাদি অস্ত্রাশ্রয় দ্রব্য মূলমন্ত্রে দান করিবে। বন্দনা—“ওঁ ধোয়ং সদা-
পরিভবন্নমতীষ্টদোহম্” ইত্যাদি মন্ত্রে কর্তব্য।

পরে যথাযথ লক্ষ্মীর ধ্যান, অর্ঘ্যস্থাপন, পুনর্ধ্যান, আবাহন, প্রাণ-
প্রতিষ্ঠান্তে “ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ” মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (প্রথম খণ্ডে
লক্ষ্মীপূজা দেখ) ততোক্ত প্রধান দেবতাব ষোড়শোপচারে পূজা কর্তব্য।

পরে আবরণপূজা, যথা—বামভাগে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ”
এবং ‘মাধবায়, ত্রীধবায়, জনার্দিনায়, অচ্যুতায়, কেশবায়, বিষ্ণবে, বৈকুণ্ঠায়,
পুরুষোত্তমায়।’ দক্ষিণে—“ওঁ সর্গর্ঘ্যায় নমঃ” এবং ‘প্রহ্লাদায়, অনিরুদ্ধায়,
নারায়ণায়, ব্রহ্মণে, নরসিংহায়, সুদর্শনায়, দামোদরায়’, চতুর্দীরে—“ওঁ শঙ্খায়
নমঃ” এবং ‘চক্রায়, গদারৈ, পদ্মায়।’ দক্ষিণে—“ওঁ মহালক্ষ্ম্য নমঃ”, বামে—“ওঁ
পুণ্ড্র্য নমঃ”, হৃদয়ে—“ওঁ বনমালায় নমঃ, ওঁ কোমলভায় নমঃ”, (ওঁ শ্রীবৎসায়
নমঃ)। অতঃপর সামান্ত কুশতিকা (২য় খণ্ড ১ম প্রবাহ দেখ)। কথিত
বিধানে বহিঃস্থাপন ও ব্রহ্মস্থাপন ও অবজির বাগ্‌বচন নিমিত্ত ব্রহ্মার
‘ইদং বিষ্ণু’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে বেদীর দৈর্ঘ্যনকোণে যজমানাভিষেকার্থ

নৃত্য, অক্ষত, অশ্রাম, দধ্যাক্তালঙ্কৃত, পঞ্চরত্নাঙ্কিত, জলপূর্ণ পঞ্চপন্নবা-
(আত্র, অশ্বখ, বট, উদ্ভয়, পাকুড়) ছাদিতমুখ, কলবস্ত্রযুক্ত শাস্তিকুণ্ড
পঞ্চশস্তোপরি “ওঁ আবিশন্ কলসং স্রতো বিখা অর্ষন্নতিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিত্রায়
ধীয়তে।” মন্ত্রে স্থাপন করিবে, “ওঁ বরুণস্তোত্তমসি বরুণস্ত স্বস্ত-
সর্জনীহঃ। বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদমমসি বরুণস্ত ঋত সদনমাসীদ”
মন্ত্রে বরুণের স্থাপনা করত “ওঁ গজাচ্চাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্বৈ সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। আয়ান্ত বজমানস্য হুরিতক্ষয়-
কারকাঃ॥” মন্ত্রে তীর্থাবাহন কর্তব্য। পরে সপ্তযত্রিকা (অশ্বস্থান,
গজস্থান, বন্যীক, নদী, নদীসঙ্গম, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ) ও সর্বৌষধি কুণ্ডমধ্যে
নিষ্কেপ করিতে হয়। শাস্তিকুণ্ডে বরুণপূজা কর্তব্য।

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে শূর্ণস্থিত এক এক প্রস্থতি (কোষ) তণুল চক্র-
স্থালীতে লইয়া উদ্বলমধ্যে স্থাপন করিবে। যথা—“ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং
জির্জপামি। ১। এবং ওঁ অগ্নয়ে ত্বা। ২। বায়বে ত্বা। ৩। সূর্য্যায় ত্বা। ৪।
পুনশ্চ সূর্য্যায় ত্বা। ৫। বিষ্ণবে ত্বা। ৬। পুনঃ বিষ্ণবে ত্বা। ৭। অগ্নয়ে ত্বা।
৮। বায়বে ত্বা। ৯। পুনঃ অগ্নয়ে ত্বা। ১০। বরুণায় ত্বা। ১১। পুনঃ অগ্নয়ে
ত্বা। ১২। সূর্য্যায় ত্বা। ১৩। প্রজাপতয়ে ত্বা। ১৪। অন্তরীক্ষায়
ত্বা। ১৫। ত্ববে ত্বা। ১৬। ব্রহ্মণে ত্বা। ১৭। পৃথিব্যৈ ত্বা। ১৮। মহারাজায়
ত্বা। ১৯। সোমায় ত্বা। ২০। ইন্দ্রায় ত্বা। ২১। অগ্নয়ে ত্বা। ২২।
যমায় ত্বা। ২৩। নৈঋতায় ত্বা। ২৪। বরুণায় ত্বা। ২৫। বায়বে ত্বা। ২৬।
কুবেরায় ত্বা। ২৭। ঈশানায় ত্বা। ২৮। ব্রহ্মণে ত্বা। ২৯। অনন্তায় ত্বা। ৩০।
আদিত্যায় ত্বা। ৩১। সোমায় ত্বা। ৩২। মঙ্গলায় ত্বা। ৩৩। বুধায় ত্বা। ৩৪।
বৃহস্পতয়ে ত্বা। ৩৫। শুক্রায় ত্বা। ৩৬। শনৈশ্চরায় ত্বা। ৩৭। রাহবে ত্বা। ৩৮।
কেতুভ্যত্বা। ৩৯। অমন্ত্রক বারদ্রয়, মিলিত একচত্বারিংশৎ মুষ্টিপরিমিত
ত্ৰীহি মূল দ্বারা বারদ্রয় অবঘাত দ্বারা নিস্তম্ব করত ধাত্তাভাবে তণুলেও
উক্ত সংস্কার করত শূর্ণ দ্বারা বারদ্রয় প্রক্ষোভন করিবে। তণুলগুলি
বারদ্রয় প্রক্ষালন করিয়া স্থালীমধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্র নিষ্কেপান্তে তদুপরি
ঐ তণুল দিয়া সবৎসা গোর ছদ্ম দ্বারা এরূপভাবে পাক করিবে—বাহাতে
অদ্ব্য অথচ অকঠিন, অশিথিল, মণ্ডগালনরহিত, অত্যন্তরে উষ্ণতায়ুক্ত
সুপক চক্ৰ হয়। পঞ্চাবহার অলংকাঠ দ্বারা স্থালীমধ্য অবলোকন করিয়া
“ওঁ তথিষোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ও “ওঁ” মন্ত্রে স্বতন্ত্রে অভিচারিত করিয়া দর্শী দ্বারা

দক্ষিণাভর্ত্তে মিশ্রিত করিবে। চক্ৰ সৃষ্টি হইলে অগ্নির উত্তরাংশে হাগী নামাইয়া পুনশ্চ জলংকাষ্ঠ দ্বারা হাগীমধ্য দেখিয়া পুনশ্চ দ্ব্যুতাভিষারিত করিবে। অতঃপর ভূমিজপাদি ঐপদামন্ত্র অপ ও বিরূপাক্ষ জপান্তে একত্ব কর্ম করিবে। যথা—“অগ্নে স্বঃ সাহসনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত ‘ও পিতৃভ্রশ্র’ ইত্যাদিরূপে অগ্নির ধ্যান, আবাহন ও পূজা পূর্বক মহাব্যাহতিহোম করিয়া (মহাব্যাহতিহোম সৰ্বসম্মত নহে) এবং দ্ব্যুতান্ত্র প্রাদেশপরিমিত একটি সমিধ্ অগ্নিতে আহতি দিয়া চক্ৰহোম কর্তব্য।

মতান্তরে—প্রথমে ক্রব দ্বারা মেক্ষণমধ্যে ও চক্ৰমধ্যে দ্ব্যুত দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চক্ৰগ্রহণ পূর্বক ঐ চক্ৰ উপরে পুনর্বার দ্ব্যুত দিয়া পুনর্বার চক্ৰপাত্তের চক্ৰমধ্যে দ্ব্যুত দিবে। এই প্রকার অবদান সৰ্বত্র চক্ৰহোমে কর্তব্য। মন্ত্র যথা—

“ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্ স্বাহা।” ১।

পূর্ববৎ (অবদান ধর্ম্মে) দ্ব্যুতধারা সহ চক্ৰ গ্রহণ পূর্বক—“ও ভূঃ স্বাহা। ২। ও ভুবঃ স্বাহা। ৩। ও ভুঃ স্বাহা। ৪। ও (ভূভুবঃ) তৎ সবিভূর্করৈণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা। ৫।”

“ও তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো আগৃবাংসঃ সমিক্রতে। বিষ্ণোর্যং পরমং পদং স্বাহা। ৬। ও বিশ্বতশ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরত বিশ্বতস্পাৎ সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাভাত্মী জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা। ৭। ও অগ্নিশীলে পুরোহিতঃ বজ্রস্ত দেবমুদ্ভিজঃ। হোতারং রত্নধাতমম্ স্বাহা। ৮। ও ইষেছোর্জ্জ্বৈ স্বা বায়ব স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে স্বাহা। ৯। ও অগ্ন আরাহি বীতরে গৃণানো হব্যদাতরে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি স্বাহা। ১০। ও শন্নো দেবীরতিষ্টরে শন্নো ভবন্ত পীতরে শং ঘোরতিষ্রবন্ত নঃ স্বাহা। ১১। ও ভুরগ্নয়ে স্বাহা। ১২। ও সূর্য্যায় স্বাহা। ১৩। ও প্রজাপতয়ে স্বাহা। ১৪। ও অন্তরিকায় স্বাহা। ১৫। ও দ্যৌঃ স্বাহা। ১৬। ও ব্রহ্মণে স্বাহা। ১৭। ও পৃথিব্যে স্বাহা। ১৮। ও মহারাজায় স্বাহা। ১৯। ও সোমং রাজানং বক্রণমগ্নিমদ্বারতামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা।” ২০।

তৎপরে দিক্‌পালহোম করিবে, যথা—

ও ত্রাতারমিত্রমবিতারমিত্রং হবে হবে সূর্য্যং সুরমিত্রম্। হবে সূ শক্রং পুরুহুতমিত্রমিদং হবির্মধবা বেদিত্রঃ স্বাহা। ২১। ও অগ্নিঃ দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অন্ত বজ্রস্ত সূক্ততুং স্বাহা। ২২। ও নাকে সূপর্ণসুপয়ৎ

দ্বিতীয়—৩৭

পশুস্তং হৃদা বেনস্তো অত্যচকত বা । হিরণ্যপক্ষং বরুণস্ত দূতং বমস্ত ষোনো
শকুনং ভুরগ্যং স্বাহা । ২৩ । ওঁ বেখা হি নির্ধর্তীনাং বজ্রহস্ত পরিব্রজন্ । অহরহঃ
[শুভ্র্যঃ পরিপদামিব স্বাহা । ২৪ । ওঁ স্বতবতী ভুবনানামভিপ্রিয়োকর্বা পৃথ্বী
মধুহুষে অপেশসা । ভাবাপৃথিবী বরুণস্ত ধর্মণা বিকৃতিতে অজরে ভূরি রেতসা
স্বাহা । ২৫ । ওঁ বাত আবাতু ভেজজং শকু মরোভু নো হৃদে । প্র ৭ আবুংবি
তারিষং স্বাহা । ২৬ । ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে । আদিত্যং
বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা । ২৭ । ওঁ অতি ত্বা শূর নোহুমো হৃদ্বা
ইব ধেনবঃ । ঈশানমস্ত জগতঃ স্বদৃশমীশানমিস্র তনুযঃ স্বাহা । ২৮ । ওঁ ব্রহ্ম
জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বিসীমতঃ সুরচো বেন আবঃ । স বুধ্যা উপমা অস্ত
বিষ্ঠাঃ সতশ্চ ষোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা । ২৯ । ওঁ চর্ষণীধুতং মম্বানমুকথ্যমিস্রং
গিরো বৃহতীরভ্যানুবত । বারুধানং পুরুহুতং সুরক্তিভিরমর্ত্যং জরমানং দিবে
দিবে স্বাহা । ৩০ ।

তদনন্তর নবগ্রহহোম করিবে, যথা—

ওঁ আকুঞ্জন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিভা
রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ স্বাহা । ৩১ । ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে
বিস্বতঃ সোমবৃক্ষ্যন্ । ভবা বাজস্ত সজথে স্বাহা । ৩২ । ওঁ অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ-
পতিঃ পৃথিব্যা অয়ন্ । অপাং রেতাংসি জিহতি স্বাহা । ৩৩ । ওঁ অগ্নে বিবস্ব-
দ্বসশ্চিত্রাং রাধো অমর্ত্য । আদাপ্তবে জাতবেদো বহা ব্রহ্মতা দেব । উষবুধঃ
স্বাহা । ৩৪ । ওঁ বৃহস্পতে পরিদীপ্য রথেন রক্ষোহাংমিত্রা অপবোধমানঃ ।
প্রভঞ্নুং সেনাঃ প্রমুণো যুধা জয়ন্নম্বাকমেধ্যাবিতা রথানাং স্বাহা । ৩৫ । ওঁ
শুক্রে অস্ত্রাদ্ বজ্রতন্ত্রে অস্ত্রাদ্ বিধুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি । বিখা হি যান্না
অবসি স্বধাবন্ ভজা তে পুষ্মিহ রাতিরস্ত স্বাহা । ৩৬ । ওঁ শরো
দেবীরভিষ্ট্রে শরো ভবন্ত পীতয়ে । শং যোরভিষবন্ত নঃ স্বাহা । ৩৭ । ওঁ
কন্নানশ্চিত্র আভুবদুতী সদাবুধঃ সথা । কন্ন শচিষ্ঠরা বৃতা স্বাহা । ৩৮ । ওঁ
কেতুং কুণ্ডলকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে । সমুদ্বতিরজায়থাঃ স্বাহা । ৩৯ ।
অতঃপর মোক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ।

পরে একখানি কদলীপত্রে দশ অংশ চক্ৰ দিয়া প্রাচ্যাदि দশ দিক্কে নিবে-
দন করিতে হয়, যথা—

এব পার্শ্ববলিঃ ওঁ প্রাচ্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্ববলিঃ ওঁ আয়েদ্যে দিশে
নমঃ । এব পার্শ্ববলিঃ ওঁ অবাচ্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্ববলিঃ ওঁ নৈঋত্বে

দিশে নমঃ । এব পার্শ্বসবলিঃ ঔ প্রতীচ্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্বসবলিঃ ঔ বার্বৈব্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্বসবলিঃ ঔ উদীচ্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্বসবলিঃ ঔ ঐশাচ্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্বসবলিঃ ঔ উর্দ্ধাচ্যে দিশে নমঃ । এব পার্শ্বসবলিঃ ঔ অধোদিশে নমঃ ।

অনন্তর অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতিসংখ্যক পলাশ বা বজ্রডুমুরের দ্ব্যতাস্ত্র সমিধ্ দ্বারা এক একটি করিয়া হোম করিবে । সঙ্কল্পের বাক্য ও হোমনম্ন বথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ঐঅমুকদেবশর্মা (হোতার গোত্র ও নাম উচ্চার্য্য) অমুকগোত্রায়াঃ ঐঅমুকী-দেব্যাঃ ইয়দ্বর্ধনিম্পাদিতামুক-পুরাণোক্তামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ঐবিষ্ণু-ঐতি-কাম “ঔ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ । দিবীষ চক্ষুরাততম্ স্বাহে”তি মন্ত্রৈরাষ্টোত্তরশত-সংখ্যক- (অষ্টাবিংশতি বা) সাজ্যোড়ষরসমিধি-হোমমহং করিষ্যামি ।

সঙ্কল্প করিয়া সূক্তপাঠান্তে সমিধ্ অর্চনাপূর্ব্বক “ঔ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” প্রভৃতি মন্ত্রে দ্ব্যতাস্ত্র সমিধ্-যোগে বরমুদ্রার উদ্ভান তন্তে হোম করত চক্রহোমোক্ত (৫৭৭ পৃ: ১০ পঙ্) “ঔ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” মন্ত্র হইতে নবগ্রহ-হোম বাবৎ ৩৯টি মন্ত্রে দ্ব্যত দ্বারা হোম করিবে । তৎপরে নিম্নলিখিত নয়টি পুরুষসূক্ত মন্ত্রে দ্ব্যত দ্বারা হোম কর্তব্য, যথা—

“ঔ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নিদধে পদম্ । সমুচ্চমস্ত্র’পাংস্তলে স্বাহা । ১ । ঔ প্রকম্প বৃক্ষো অকম্প নুমহঃ প্র নো বচো বিদখা জাতবেদসে । বৈশ্বানরায় মতি-র্জব্যসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চাকরগ্নয়ে স্বাহা । ২ । ঔ প্র কাব্যামুশনেব ক্রবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবস্তি । মহিত্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যতি রেতন্ স্বাহা । ৩ । ঔ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র-পাৎ । স ভূমিঃ সর্কতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ স্বাহা । ৪ ঔ ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্যোহাতবৎ পুনঃ । তথা বিষঙ ব্যক্রামদশনানশনে অভি স্বাহা । ৫ । ঔ পুরুষ এবৈদং সর্কৎ বদভূতং বচ ভাব্যম্ । পাদোহস্য সর্কো ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি স্বাহা । ৬ । ঔ তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াক্ষ পুরুষঃ । উতামৃতমস্যোশানো বদধেনাতিরোহতি স্বাহা । ৭ । ঔ ততো বিবাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ । স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ স্বাহা । ৮ । ঔ করানশ্চিত্র আভুবদুতী সদাবুধঃ সখা । করা শচিষ্ঠরা বৃতা স্বাহা ।” ৯ ।

অনন্তর তিলযুক্ত দ্ব্যতের দ্বারা হোম করিবে, মন্ত্র বথা—

“ও ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সুবসিনী বনবে দশম্যা । বহুত্ৱা রোদসী
বিষ্ণবেতে দাখর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ুধৈঃ স্বাহা । ও ব্রহ্মাহুবারিত্যঃ
স্বাহা । ও বিষ্ণুহুবারিত্যঃ স্বাহা । ও ঈশানাহুবারিত্যঃ স্বাহা ॥”

তৎপরে পূর্বোক্ত নবগ্রহ-হোম ও দিকপাল-হোম-কথিত মন্ত্রে (২য় ধঃ—
৫৭৭ পৃঃ) সতিল যুত দ্বারা হোম করিয়া “ও পৰ্বতেভ্যঃ স্বাহা । ও
নদীভ্যঃ স্বাহা । ও সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ।” মন্ত্রে সতিল যুত দ্বারা হোম
করত প্রাদেশ-পরিমিত একটি যুতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া যুত
দ্বারা মহাব্যাহুতিহোম করিতে হয়, যথা—

“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছনোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহুতিহোমে বিনিরোগঃ ।
ও ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিকৃষ্ণচ্ছনো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহুতিহোমে
বিনিরোগঃ । ও ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরুষ্টিপ্ ছন্দঃ অর্ঘ্যো দেবতা
মহাব্যাহুতিহোমে বিনিরোগঃ । ও স্বঃ স্বাহা ।”

অনন্তর সামান্তকুশণ্ডিকোক্ত (২য় ধণ্ড সংস্কার-প্রকরণ) শাট্যায়ন
হোম ও প্রারম্ভিত হোমাদি উদীচ্যকর্ম শেষ করিয়া যুড়নামক
অগ্নিস্থাপন, আবাহন ও পূজা করিয়া “ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশুস্তি সুরয়ঃ । দিবীষ চক্ষুর্ভাততম্ বৌষট্’ মন্ত্রে তিনবার পূর্ণাহুতি
দিয়া ব্রহ্মদক্ষিণাস্ত ও তিলকদানাদি কার্য করত “ও সুরাশ্বামভিষিঞ্চত্ৱ”
ইত্যাদি মন্ত্রে শাস্তিদানান্তে দ্বাদশদানদ্রব্য উৎসর্গ করাইবে, যথা—যজমান
“ও এতৈশ্চ সবস্র-সশস্ত-প্রিয়দত্ত-ভূমিমূল্যায় নমঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণ, অর্চনা ও
“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ও ত্রীবিষ্ণবে নমঃ”, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ
সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে যথাযথ অর্চনান্তে বাক্য বলিবে—“বিষ্ণুর্নমো-
হুত্ব অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকীদেবী মৎ-
সঙ্কলিত-ইন্দ্রদ্বর্ষনিষ্পাদিত-অমুক-পুরাণোক্ত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ত্রীবিষ্ণুপ্রীতি-
কামা ইদং সবস্র-সশস্ত-প্রিয়দত্তভূমিমূল্যং (অন্তান্ত দ্রব্য স্থলে—‘ইদম্ আসনং’
‘ইদং জলং’ ‘ইদং বস্ত্রং’ ‘ইদং সোপকরণ-তৈজসসাধারণামায়ং, ইদং তাম্বূলং, ইদং
কলং, ইদং গন্ধং, ইদং ছত্রং, ইদং উপানয়ুগলং, ইদং শয্যাং, ইদং ধেনুং বা
ইদং ধেনুমূল্যম্ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য) । ত্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব-
গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ।” পরে প্রত্যাদেশ (অমুকদ্রব্যমিদং
ত্রীবিষ্ণুদৈবতম্) করিয়া যথাযথভাবে দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে । উক্তবাক্যে
দ্বাদশ বা ষোড়শ ভোজ্য—‘অন্তেভ্যাদি এতানি সোপকরণ-সবস্র-ভোজ্যানি

ত্রিবিম্বদৈবতানি যথাসম্ভব-গোতনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোহং সস্ত্রদদে' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া তাহার দক্ষিণাভ করিবে।

আলোক-অমাবস্তা-ব্রতপ্রতিষ্ঠার নৌহাট, তাত্রাধার, রক্তবর্জিকা ও ষাদশ দীপ উৎসর্গ করিতে হয়।

অনন্তর বিষ্ণু, লক্ষ্মী, আচার্য্য ও স্বামীর উদ্দেশে ডালা উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা—“অমৃত্যাদি—অমুকগোত্রা ত্রিঅমুকীদেবী মৎসঙ্কলিত-ইরধ্ব-নিশাদিত-অমুকপুরাণোক্ত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ত্রিবিষ্ণুপীতিকামা ইদং সোপকরণভঙ্গকর্মর্চিতং ত্রিবিম্বং তুভ্যমহং সস্ত্রদদে।”

এই নিয়মে লক্ষ্মীসস্ত্রদানক বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিয়া, সধবা জী স্বামীর হস্তে স্বামীও ডালা প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা—

“নমো নাথিকাবোহন্তি মে নাথ উপবাসব্রতাদিষু। ভবদাজ্ঞাবিহীনায়-স্ত্রাদাজ্ঞাপয় প্রভো ॥ অকালে যদব্রতং চৌর্ণং যত্ত্বু মন্ত্রবিবর্জিতম্। ধূপ-গন্ধাদিভির্হীনং তৎসর্বং পূর্ণতাং নয় ॥”

বিধবা নারী স্বর্গস্থ স্বামীর তেজঃপূর্ণ প্রেমপূর্ণ দিব্যদেহ ধ্যান পূর্বক তদীয় স্বর্গার্থ ব্রাহ্মণসস্ত্রদানক বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিবে।

মতান্তরে—মোদক দ্বারা “ওঁ কেশবায় নমঃ।” এই প্রকারে আমলকীফল দ্বারা “ওঁ নারায়ণায় নমঃ।” স্কৃত দ্বারা “ওঁ মাধবায় নমঃ।” দধি ও শর্করা দ্বারা “ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।” তাম্বুল দ্বারা “ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।” মধু দ্বারা “ওঁ মধুসূদনায় নমঃ,” চম্পকপুষ্প দ্বারা “ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ,” বিষফল দ্বারা “ওঁ বামনায় নমঃ,” পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা “ওঁ শ্রীধরায় নমঃ,” গন্ধপুষ্প দ্বারা “ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ,” নবনীত দ্বারা “ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ,” রজ্জু দ্বারা “ওঁ দামোদরায় নমঃ,” মন্ত্রে অর্চনা করিতে হয়।

অগ্ননাধার ও সিন্দূরাদিসম্পন্ন ডালা লক্ষ্মীকে দান করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর নমস্কার করিবে, যথা—

“নমস্তে জলদাতায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোহস্ত তে ॥ নমো নমস্তে সুররাজরাজ, নমোহস্ত তে দেব জগন্নিবাস। কুরুষ সম্পূর্ণফলং যমাত্ত, নমোহস্ত তুভ্যং পুরুষোত্তমায় ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।” ইত্যাদি। লক্ষ্মীডালা ধরিয়া—

“নমো লক্ষ্মীং সর্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। হিরা তব মহাদেবি যম জয়নি জয়নি ॥”

তৎপরে দেবভাগ্য উপর প্রতিমাযুগল রাখিয়া মন্তকে লইয়া প্রদক্ষিণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“নমো নারায়ণঃ চতুর্ভূজঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ । পীতাম্বরধরঃ নিত্যং বনমালা-
বিশ্ৰুতম্ ॥ ত্রীবৎসাকঃ জগন্নাথঃ ত্রীপতিঃ ত্রীধরঃ হরিম্ । নামান্তেতানি
সংকীৰ্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েদ্ধরেঃ ॥ জাহি মাং সর্বলোকেশ হরে সংসারবন্ধনাৎ ।
জাহি মাং সর্বদুঃখং দুঃখশোকাকর্ণবাৎ প্রভো ॥ সর্বযজ্ঞেশ্বর জাহি পতিতং
মাং ভবান্নবে । দুর্গতেজাজাহি মাং বিষ্ণো জাহি অরামি পুনঃ পুনঃ । সোহং
দেবাতিদুর্বৃত্তজাহি মাং পুরুষোত্তম ॥”

তৎপরে প্রণাম করিবে । মন্ত্র যথা—

“নমো যন্ত শ্ৰদ্ধা চ নামোক্তা তপোযজ্ঞ-ক্রিয়াদিষু । ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি
সন্তো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥”

পরে হোত্রাদিকর্মের দক্ষিণাস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণাস্ত করিবে, যথা—

“অণ্ডেত্যাदि—কৃতৈতৎ-ইন্দ্রধ্বনিপাদিত-অমুকপুরাণোক্ত-অমুকব্রত-প্রতিষ্ঠা-
কর্মণঃ সাক্ষ্যত্বার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিষ্ণুদৈবতম্ যথাসম্ভবগোত্র-
নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্ভ্রদদে ।”

পরে ব্রতের দক্ষিণা-বাক্য পাঠ করিয়া “নম ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং
প্রীত্যৈ তব প্রভো । ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু স্বপ্ৰসাদাজ্জনর্দ্দিন ।” মন্ত্রে প্রার্থনা
পূর্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করত “কুমন্ত্র” বলিয়া প্রতিমা বিসর্জন
করিয়া আচার্য্যকে দিবে । অনন্তর ত্রিক্ষেপে কর্মফল সমর্পণ করত পাঠ
করিতে হয়, যথা—

“নমঃ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাকঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ । তন্নিঃস্বষ্টে জগৎ তুষ্টং
প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥”

অনন্তর ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ব্রতাদ উপবাস বা যথাবধ আহার
করিবে ।

ষড়্ভূতর্ষদীক্স-ব্রতপ্রতিষ্ঠা

ব্রতের পূর্বদিন উপবাস করিবার ব্যবহার আছে । ব্রতাহে কৃতনিত্যক্রিয়
হইয়া প্রতিবর্ষীয় বা মাসীয় করণীয় ব্রতানুষ্ঠান করত ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি

যথাশক্তি দিয়া কথা প্রবণাস্তে ব্রাহ্মণগণকে পূণ্যাহাদিবাচন করাইবে, যথা—“ও
কর্তব্যেহস্মিন্ ইরষ্যনিম্পাদিতামুকপূরণোক্তামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ও পূণ্যাহঃ
ভবন্তো অবন্ত” তিনবার শুনাইবে, ব্রাহ্মণগণ “ও পূণ্যাহঃ” তিনবার বলিবেন।
এরূপ যদি ও প্রতিবাচন করিয়া “অস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধপ্রবাঃ অস্তি নঃ পূষা বিশ্ব-
বেদাঃ অস্তি নস্তাক্ষেণ্য অরিষ্টেনেমিঃ অস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ও অস্তি ও
অস্তি ও অস্তি” অস্তিসূক্ত পাঠান্তে “সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি পাঠে দেবতাদিগের
সান্নিধ্য কর্ত্তনা পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—“তদ্বিক্ষোঃ” ইত্যাদি ও “সর্ব্বমঙ্গল-
মঙ্গল্যম্” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া উত্তরমুখে কুশ-ভিল-জলপূর্ণ তাম্রপাত্র
লইয়া নিম্নোক্ত বাক্য পড়িবে। বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে
পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুক-
ব্রতোক্তসম্পূর্ণফলকামো বা ইরষ্যনিম্পাদিতামুকপূরণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং
করিষ্যে।” পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য। যথা—“ও যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু
সুপ্তস্ত তথৈবৈতি দূরজম্। জ্যোতিবাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত্ৰ।”
পুরুষপক্ষে অভ্যুদারিক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকপক্ষে “অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী
বা দাসী অমুকব্রতফলপ্রাপ্তিকামা” ইত্যাদি উল্লেখ্য। অনস্তর ব্রহ্মাদির
বরণ করিবে। বরণপ্রণালী সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠার দ্রষ্টব্য। অনস্তর হোতা
নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা বেদী অভ্যঙ্কণ করিবেন, যথা—
গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। “ও গন্ধাঘরাং ছুরাধর্বাং নিত্যপুষ্পাং করীষিণীম্। ঈধরীং
সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বরে প্রিয়ম্” মন্ত্রে গোময়। “ও আপ্যায়স্ব সমেতু তে
বিশ্বতঃ সোম বৃষ্যঃ ভবা বাজস্ত সঙ্গথে” মন্ত্রে দুগ্ধ। “ও দধিক্রাবৌ। অকা-
রিষং জিষ্ণোরশ্বস্ত বাজিনঃ। সুরতি নো মুখাকরং প্রণ আয়ুংষি তারিষং
মন্ত্রে দধি। “ও তেজোহসি শুক্রমশ্রুতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানাঞ্চ
নাশ্বষ্টং দেব বজনমসি” মন্ত্রে ঘৃত। “ও দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহসিনোর্কা-
হত্যাং পুষ্পে হস্তাভ্যামাদদে” মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া গায়ত্রীপাঠ
সহকারে সমস্ত একত্র করিয়া “ও বেত্বা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিবা বহিরিপ্রিয়ং
বৃপেন বৃপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা।” এই মন্ত্র পাঠ করত বেদী অভ্যঙ্কণ
করিয়া “ও বেতালান্চ পিশাচান্চ” ইত্যাদি মন্ত্রে ও “রক্ষোহণো বো বল্গহনো
প্রোকামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বল্গহনোহবনয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো
বো বল্গহনোহবন্ত্ণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বাং বল্গহনো পয়ূহামি বৈষ্ণবী
রক্ষোহণো বাং বল্গহনাবুগদধামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ হ” মন্ত্রে

মতান্তরে কেবল “বেতালান্চ” ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বেতস্বর্ণ দ্বারা ভূতাপসারণ করিবে।

তৎপরে ‘ওঁ বিমান এব দিবো মধ্য আন্ত আপপ্রিবান রোদসী অন্তরিকং সবিখাটীরতিচষ্টে স্তুতাটীরন্তরা পূর্বমপরঞ্চ কেতুম্।’ মন্ত্রে বেদীর উপরে বিতানবন্ধন করিতে হয়। পরে বেদীর উপর সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন (প্রথম খণ্ড দেখ) করত তাহার পূর্বদিকে পঞ্চঘট ও দৈশানকোণে শান্তিকুন্ত স্থাপন করিবে।

ঘটস্থাপনমন্ত্র বথা—‘ওঁ ভূরসি ভূমিরম্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্ত ভুবনস্ত ধর্জী। পৃথিবীং বজ্র পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ’ মন্ত্রে ভূমিশোধন, ধাতু স্পর্শ করিয়া “ওঁ ধাতুমসি ধিহুহি দেবান্ ধিহুহি বজ্রং ধিহুহি বজ্রপতিম্। ধিহুহি মাং বজ্রম্।” মন্ত্রে ধাতুশোধন, “ওঁ আজিহ্ন কলসং মহা হা বিশদ্বিন্দবঃ। পুনরুর্জা নিবর্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ণাকুধারা পয়স্বতী পুনর্ম। বিশতাদ্রয়িঃ।” মন্ত্রে কলস শোধন, “ওঁ বরুণস্তোত্তমমসি বরুণস্ত হস্তসর্জনীহ বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদন-মাসীদ।” মন্ত্রে জলশোধন, “ওঁ ধ্বনা গা ধ্বনাজিঃ জয়েম ধ্বনা তীত্রাঃ সমদো জয়েম। ধহুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধ্বনা সর্কাঃ প্রদিশো জয়েম।” মন্ত্রে পল্লব শোধন, “ওঁ বাঃ কলিনীর্ধা অফলা অপুঙ্গা বাশ্চ পুঙ্গিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাত্তা নো মুঞ্চস্বংহসঃ।” মন্ত্রে কল শোধন। “ওঁ স্থিরো ভব বিড়্ণ আশুর্ভব বাজ্যর্কন্। পৃথুর্ভব সুবদম্বময়েঃ পুরীষবাহন।” মন্ত্রে স্থিরীকরণ। “ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শুধনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্নাঃ। স্তুতস্ত ধারা অক্ৰমো ন বাজী কাঠা তিন্দুর্মুখিতিঃ পিষমানঃ।” মন্ত্রে সিন্দুর দান। “ওঁ ত্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পদ্মাবহোরাতে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমখিনো ব্যাত্তম্। ইক্ষাক্ষিবাণামুখ্য ইবাণ সর্বলোকং য ইবাণ।” মন্ত্রে পুষ্পদান। উক্ত মন্ত্রে একৈকশঃ পঞ্চঘট স্থাপন করিয়া বেদীর দৈশানকোণস্থিত ভূমিতে পঞ্চশস্তোপরি অক্ষত নবতাত্রাদিনির্মিত শান্তিকুন্ত পঞ্চপল্লবাজ্ছাদিতমুখ ও বস্ত্রাবৃতকণ্ঠ করিয়া বহির্ভাগে দধি-অক্ষত লেপনান্তে ঘটমধ্যে পঞ্চরত্ন, ঘটমুখে সর্পির্ষ কল, পল্লবোপরি তণ্ডুলশরাব রাধিয়া নিয়োক্ত মন্ত্রে শান্তিকুন্ত স্থাপন করিবে, বথা—“ওঁ আজিহ্ন কলসং” ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষতোপরি স্থাপন, “ওঁ বরুণস্তোত্তমমসি বরুণস্ত হস্তসর্জনীহ বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদন-মাসীদ” ইত্যাদি মন্ত্রে জলে বরণাবাহন ও “ওঁ গজাচ্চাঃ সরিতঃ সর্কাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্কে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। আরাভ বজ্রমাস্ত

ছরিত্ত্বকরকারকাঃ ॥” মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্বক তন্মধ্যে পর্বত, গজদন্ত, বগ্নীক, নদীসঙ্গম, দেবদ্বার, নৃপদ্বার, গোষ্ঠ এই সপ্তস্থানের আহুত যুত্তিকা ও সর্কোষধি নিক্ষেপ করিবে।

তদনন্তর সামান্তার্থ্যস্থাপন, আসনতুচ্ছ ও ভূততুচ্ছাদি করিয়া প্রথম ঘটে গণেশ ও সূর্য্য, দ্বিতীয় ঘটে শিব ও দুর্গা, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, সরস্বতী ও লক্ষ্মী, চতুর্থ ঘটে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেয় ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, পঞ্চম ঘটে নবগ্রহ ও দিকপালগণের আবাহন পূর্বক অর্চনা করিবে।

পরে প্রতিমা দুইখানি লইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তত্তন্মন্ত্রে জ্ঞান করাইয়া, গলোদক দ্বারা “ওঁ এতোষিক্রঃ” ইত্যাদি শুদ্ধবতীশ্রুত দ্বারা, ওঁ সহস্র-নীৰ্ধা” ইত্যাদি, “ওঁ আপো হি ঠা” ইত্যাদি, “ওঁ যো বঃ শিবতমো” ইত্যাদি, “ওঁ তস্মা অবজমাম বো” ইত্যাদি, “ওঁ সমুদ্রোহস্মি তস্মনাদ্র দাহুঃ শঙ্কু মনোভূবভিমা বাহি স্বাহা” মন্ত্রে জ্ঞান করাইবে। অনন্তর গন্ধজল দ্বারা —“ওঁ গন্ধদ্বারাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে, পুষ্পোদক দ্বারা—“ওঁ ত্রীচ তে” ইত্যাদি মন্ত্রে, ফলোদক দ্বারা—“ওঁ য়াঃ ফলিনীৰ্ধা” ইত্যাদি মন্ত্রে এবং “ওঁ অগ্নিমৌলে পুরোহিতঃ” ইত্যাদি চারিটি বৈদিক মন্ত্রে জ্ঞান করাইয়া ত্রীশ্রুত, পুরুষশ্রুত এবং পাবমানীশ্রুত দ্বারা জ্ঞান কবাইতে হয়। (ত্রীশ্রুত, পুরুষশ্রুত, শুদ্ধবতী-শ্রুত ও পাবমানীশ্রুত ব্রতপ্রতিষ্ঠাশেষে দ্রষ্টব্য)

তদনন্তর “ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমান্ধভির্যজ্ঞত্বাঃ। স্থিরৈ-
রঙ্গৈশ্চক্ৰৈর্বাংসস্তনুভিব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ।” এই মন্ত্র পাঠ সহকারে ভদ্রাসনে
প্রতিমা দুইখানি রাখিবে। তৎপরে “ওঁ নমস্তেহর্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্ব-
কর্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ ॥ অগ্নি সম্পূজয়ামীশং নারায়ণ-
মনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোষৈশ্চযুদ্ধিক্যুক্তা সদা ভব ॥” এই মন্ত্র পাঠ্য।
লক্ষ্মী-প্রতিমার “নারায়ণমনাময়ঃ” স্থলে “প্রিয়ং দেবীমনাময়ীঃ” পাঠ্য।

পরে বিষ্ণুর ‘শুদ্ধক্ষটিকসঙ্কাশম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান পূর্বক বিশেষার্থ-
স্থাপন করত মণ্ডলমধ্যে পীঠস্থাসক্রমে পীঠশক্তির অর্চনা করিবে। (সামবেদি-
ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) তৎপরে পুনরায় ধ্যান পূর্বক আবাহন করিয়া
প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্বক পুরুষশ্রুত মন্ত্রে (ব্রতপ্রতিষ্ঠাশেষে দ্রষ্টব্য) বোড়শোপচারে
বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যানান্তে বখাশক্তি উপচারে তাঁহার
অর্চনা করিতে হয়।

তৎপরে স্বগৃহোক্ত নিয়মে ব্রহ্মহাপনাস্ত কুশণ্ডিকা করত (২য় খণ্ড সংস্কার-প্রকরণ দেখ) চক্ৰপাক করিবে। চক্ৰপাকে নিয়োক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে মুষ্টি গ্রহণ, নির্বপণ ও প্রক্ষালন কর্তব্য, যথা—“ওঁ বিষ্ণবে স্বা জুষ্টং গৃহ্নামি,” মন্ত্রে সূৰ্প হইতে চক্ৰস্থালীতে একমুষ্টি বব বা জীহি বা তণুল নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ বিষ্ণবে স্বা জুষ্টং নির্বপামি” মন্ত্রে উদুখলে স্থাপন, “ওঁ বিষ্ণবে স্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি” মন্ত্রে প্রণীতা-জল দ্বারা প্রোক্ষণ কর্তব্য, এইরূপ অন্যান্য মুষ্টি-গ্রহণাদিতে করিবে,—এবং “ওঁ অগ্নয়ে স্বা, বায়বে স্বা, সূর্য্যায় স্বা, সূর্য্যায় স্বা, বিষ্ণবে স্বা, বিষ্ণবে স্বা, অগ্নয়ে স্বা, বায়বে স্বা, অগ্নয়ে স্বা, বরুণায় স্বা, ভূরগ্নয়ে স্বা, সূর্য্যায় স্বা, প্রজাপত্যে স্বা, অশুরিন্কার স্বা, ত্ববে স্বা, ব্রহ্মণে স্বা, পৃথিব্যে স্বা, মহারাজায় স্বা, সোমায় স্বা, ইন্দ্রায় স্বা, অগ্নয়ে স্বা, যমায় স্বা, নৈঋতায় স্বা, বরুণায় স্বা, বায়বে স্বা, কুবেরায় স্বা, ঈশানায় স্বা, ব্রহ্মণে স্বা, অনন্তায় স্বা, আদিত্যায় স্বা, সোমায় স্বা, মঙ্গলায় স্বা, বুধায় স্বা, বৃহস্পত্যে স্বা, শুক্রায় স্বা, শনৈশ্চরায় স্বা, রাহবে স্বা, কেতুভ্যস্বা,” মন্ত্রে মুষ্টিগ্রহণাদি-অন্তে অমন্ত্রক দুইবার মুষ্টিগ্রহণ কর্তব্য। পরে পাকবিধি অনুসারে পাক করিবে। পরে সামান্ত কুশণ্ডিকোক্ত আঘার ও আভ্যভাগাস্ত-হোম সমাপ্ত করিয়া “ওঁ পিতৃভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান পূর্বক সাহসনামা বহির স্থাপন ও আবাহন করত প্রাদেশপরিমিত একটি ঘৃতাস্ত সমিধ্ তুষীভ্যাবে অগ্নিতে দিয়া মেক্ষণ দ্বারা অবদানধর্ম্মে চক্ৰ লইয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি স্বাহাস্ত মন্ত্রে আহুতি দিবে এবং “ইদং বিষ্ণবে” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে, পরে ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যমিত্যাদি স্বাহা, ইদং সূর্য্যায় এইরূপ হোমাস্তে সর্ব্বত্র প্রত্যাহুতি দিতে হয়। “ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।” পরে “ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিধ্বতে বিষ্ণোৰ্যং পরমং পদং স্বাহা ইদং বিষ্ণবে। ওঁ বিশ্বতশ্চন্দ্রকৃত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহকৃত বিশ্বতম্পাং। সং বাহভ্যাং ধমতি সং পতজৈর্দ্যাবাতুমী অনন্নং দেব একঃ স্বাহা, ইদং বিষ্ণবে।” “ওঁ অগ্নিমীলে” ইত্যাদি স্বাহা, ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ইষেছোৰ্জ্জ্বা ইত্যাদি স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ অগ্ন আরাহি ইত্যাদি স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ শন্নো দেবী ইত্যাদি স্বাহা, ইদং বরুণায়। ওঁ ভূর-গ্নয়ে স্বাহা, ইদং ভূরগ্নয়ে। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ অশুরিন্কার স্বাহা, ইদমশুরিন্কার। ওঁ ভৌঃ স্বাহা, ইদং ভৌঃ। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ পৃথিব্যে স্বাহা, ইদং পৃথিব্যে। ওঁ মহারাজায় স্বাহা, ইদং মহারাজায়। ওঁ

সোমঃ স্রাজানঃ বরুণমগ্নিমহারতামহে । আদিত্যঃ বিষ্ণুঃ সূর্য্যঃ ব্রহ্মাণক
বৃহস্পতিম্ স্বাহা, ইদং সোমায় ।” পরে দিকপাল-হোম ও নবগ্রহ-হোম
কর্তব্য, যথা—

দিকপাল-হোম ।—“ও জাতারমিক্সমবিতারমিক্সং হবে হবে সুহবং
শুরমিক্সম্ । স্বরামি শক্রং পুরুহুতমিক্সং হস্তি নো মঘবা ধাতিম্ স্বাহা—ইদমি-
ক্ষায় । ১ । ও বৈশ্বানরো ন উতয় আ প্রারতু পরাবতঃ । অগ্নিকৃৎনেন বাহসা ।
উপসাম গৃহীতোহসি বৈশ্বানরায় ত্বৈব তে যোনিবৈশ্বানরায় ত্বা স্বাহা ইদমগ্নয়ে ।”
মতান্তরে নিম্নোক্ত মন্ত্রেও অগ্নিহোম দেখা যায়, যথা—“ও অগ্নিঃ দূতং পুরোদধে
হব্যবাহমুপব্রতে । দেবা আসাদয়াদিহ স্বাহা । ২ । ও অসিবমো অস্তাদিত্যো
অর্করসি জিতো গৃহেন ব্রতেন । অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহস্তে জীপি
দিবি বহুনানি স্বাহা, ইদং যমায় । ৩ । ও যন্তে দেবী নিঋতিরাববক পাশং
গ্রীবাশ্চবিচৃত্যম্ । তন্তে বিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদধৈতং পিতৃমহি প্রমৃত নমো
ভূত্যে ঘেদধকার স্বাহা, ইদং নিঋতয়ে । ৪ । ও বরুণস্তোত্তমমসি বরুণস্ত
কন্তসর্জনীহঃ । বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদনমাসীদ
স্বাহা, ইদং বরুণায় । ৫ । ও বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ । তে
অগ্রে অশ্বমযুজং স্তে অশ্বিন্ অবমাদধুঃ স্বাহা, ইদং বাববে । ৬ । ও কুবিদজ যবমস্তো
যবকিদ্ যথা দান্ত্যহুপূর্ব্বং বিয়ুয় । ইহেহৈষাং কণুহি ভোজনানি বে বহিষো নম
উক্তিং বজন্তি স্বাহা, ইদং কুবেরায় । ৭ । ও তমীশানঃ জগতস্তনুযম্পতিঃ ধিরং
জিহ্মবসে হুমহে বয়ম্ । পূষা নো যথা বেদসামসর্গ্ধে রক্ষিতা পায়ুরদকঃ
যন্তরে স্বাহা, ইদমীশানায় । ৮ । ও আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তা-
মারাত্তে রাজন্তঃ শুর ইষব্যোহতিব্যাদী মহারথো জায়তাং স্বাহা, ইদং
ব্রহ্মণে । ৯ । ও নমোহস্ত সর্পেত্যো বে কে চ পৃথিবীমহু । বে অন্তরিক্ষে
বে দিবি তেভ্যঃ সর্পেত্যো নমঃ স্বাহা, ইদমনস্তায় ॥ ১০ ॥

নবগ্রহ-হোম ।—“ও আকৃক্ষেণ রজসা ইত্যাদি স্বাহা, ইদং আদিত্যায় । ১ ।
ও আগ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি স্বাহা, ইদং সোমায় । মতান্তরে—ও ইমং দেবা
অসপত্নঃ সুবকং মহতে কজায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় ইমমমুখ্য পুত্রমমুখ্যঃ পুত্রমশ্বে বিশে
স্বাহা, ইদং সোমায় । ২ । ও অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্ । অপাং
রেতাংসি জিহতি স্বাহা, ইদং মজলার । ৩ । ও উদ্‌বুধ্যাশ্বয়ে প্রতিজাগৃহি
অমিষ্টাপূর্বে সংসৃজ্যেধাময়ক । অশ্বিন্ সধন্থে অধ্যুস্তরশ্বিন্ বিশ্বেদেবা বজমানন্ত
সীদত স্বাহা, ইদং বুধায় ॥ ৪ ॥ ও বৃহস্পতে অতি অদর্শো অর্হাৎ ছ্যমষিতাতি

ক্রতুমজ্জনেষু । বদীদয়চ্ছবস ঋত প্রজাত তদন্যাস্থ জবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা,
ইদং বৃহস্পত্যয়ে । ৫। ওঁ অগ্নাং পরিষ্কতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ কত্রং পয়ঃ সোমং
প্রজাপতিঃ । ঋতেন সত্যমিঙ্গিরম্ । বিপানং শুক্রমক্ষস ইন্দ্রেস্তেঙ্গিরমিদং পরো-
হমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রায় । ৬। ওঁ শম্নো দেবীরভিষ্টেই ইত্যাদি স্বাহা,
ইদং শনৈশ্চরায় । ৭। ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি ।
এবানো দুর্ধে প্রতস্থ সহস্রেন শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহবে । ৮। ওঁ কেতুং
কৃষ্ণকৈতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে । সমুদ্বিগ্জারথাঃ স্বাহা, ইদং
কেতুভ্যঃ । ৯।

এইরূপে চকহোম সমাপ্ত হইলে মেরুণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে । তৎপরে
চক্ৰশেষ দ্বারা দশদিকে বলি প্রদান করিবে, যথা—“এষ পায়সবলিঃ ওঁ
প্রাচ্যে দিশে নমঃ ।” এই নিয়মে “আগ্নেঐষ্যে দিশে নমঃ । য়াঐষ্যে, নৈঋতৈষ্যে,
প্রতীচ্যে, বায়ুঐষ্যে, উদীচ্যে, ঐশানৈষ্যে, উর্দ্ধদিশে, অধোদিশে ।”

পরে পলাশ বা উডুঘর সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তরশতসংখ্য বিষ্ণু-হোম কর্তব্য ।
সঙ্কল্পবাক্য যথা—“অত্বেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিত-
সঙ্কলিতামুকপুবাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ সাজ্যোডুঘর-
সমিধিঃ ওঁ তদ্বিক্ষোৱিত্যাদিমন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতসংখ্যকহোমমহং করিষ্যামি ।”

সঙ্কল্পান্তে “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে সম্বৃত সমিধ্ব্যোগে
হোম করিয়া প্রতিবাবে “ইদং বিষ্ণবে” বাক্যে প্রত্যাহতি দিবে । তৎপরে
লক্ষ্মীর হোম করিয়া পূর্বকথিত চক্ৰহোম মন্ত্রে (৫৮৬ পৃঃ ১২ পঙ্ক্তিতে
দেখ) তত্তদেবতার আজ্যহোম করিবে । পরে পুরুষস্তুক্তোক্ত “ওঁ
সহস্রশীর্ষা” ইত্যাদি “সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ” যাবৎ ষোড়শ মন্ত্রে আজ্যহোম
করিয়া তিলমিশ্রিত স্বতের দ্বারা “ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সুববসিনী
মনবে দশস্যা । ব্যঙ্কত্ৱা রোদসৌ বিষ্ণবেতে দাধর্ষ পৃথিবীমতিতো ময়ুধৈঃ
স্বাহা, ইদং বিষ্ণবে । ওঁ ব্রহ্মানুযারিত্যঃ স্বাহা, ইদং ব্রহ্মানুযারিত্যঃ । ওঁ বিষ্ণু-
যারিত্যঃ স্বাহা, ইদং বিষ্ণুযারিত্যঃ । ওঁ ঈশানানুযারিত্যঃ স্বাহা, ইদমীশা-
নানুযারিত্যঃ” মন্ত্রে -হোমান্তে ও পূর্বকথিত নবগ্রহ ও দিকপাল মন্ত্রে
(৫৮৬ পৃঃ ২৮পং) এক-একবার আহতি দিয়া “ওঁ পর্কতেভ্যঃ স্বাহা, ইদং
পর্কতেভ্যঃ । ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা, ইদং নদীভ্যঃ, ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা, ইদং সমু-
দ্রেভ্যঃ” বলিয়া সতিল আজ্য আহতি দিবে । পরে মহাব্যাহতিহোম কর্তব্য ।
যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে । ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং

স্বর্বার, ও ভূত্বঃস্বঃ স্বাহা ইদমগ্নিবাসুস্বর্বেভ্যঃ । তৎপরে প্রারচিত্ত্বহোম করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ স্ত্রীঅমুকদেবশর্মা (হোঁতার নাম ও গোত্র উচ্চাৰ্য্য) কৃতেঃস্বিন ইদমগ্নিনিশাদিত-অমুক-পুরাণোক্ত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাক-হোমকর্মণি বদবৈগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় ‘ও অগ্নোঃস্বঃ’ ইত্যাদিভিঃ পঞ্চতির্দ্বৈতৈঃ প্রারচিত্ত্বহোমমহং করিষ্যে ।”

সঙ্কল্পান্তে “ও অগ্নে স্বঃ বিধুনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া “ও অগ্নো অগ্নে বরুণস্ত বিধান্ দেবস্ত হেলো অববাসিসৌষ্ঠাঃ । বজ্রিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোভচানো বিশ্বাষেবাংসি প্রমুখ্যাম্ স্বাহা, ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্ । ১ । ও সত্বরো অগ্নেঃস্বমো ভবোভী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুঠৌ অববক্ষুনো বরুণংররাণো বীহি যুড়িকং সূহবো ন এষি স্বাহা । ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্ ॥ ২ । ও অগ্নাশ্চাগ্নেঃস্বনতিশস্তিপাশ্চ সত্যমি স্বমরা অসি । অগ্না নো যজ্ঞং বহাস্যরা নে। ধেহি তেবজং স্বাহা ইদমগ্নয়ে ॥ ৩ ॥ ও যে তে শতং বরুণ বে সহস্রং বজ্রিরাঃ পাশা বিততা মহাস্তঃ । তেতিনে অস্ত্য সবিতোত বিষ্কুর্কিষে যুঞ্চন্ত মরুতঃ স্বর্কীঃ স্বাহা, ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিষ্ণেভ্যো দেবেভ্যো মরুভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ও উহুতমং বরুণ-পাশমশ্বদবাধমং বিমধ্যমং প্রধায় । অথাবরুণাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতরে স্ত্রাম স্বাহা । ইদং বরুণায় । ও প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে । মতাস্তরে ও ইদমগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে মন্ত্রে অগ্নে প্রত্যাহতি দিয়া পরে ও অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা মন্ত্রে হোম করিবে । মতাস্তবে আদিত্যাদি নবগ্রহ, দিকপাল ও গ্রাম্যদেবতার হোম বিহিত ।

তৎপরে “ও অগ্নে স্বঃ যুড়নামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও অর্চনা করিয়া “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ । দিবীষ চক্ষু-রাততং বৌষট্’ মন্ত্রে পূর্ণাহতিজয় দিবে ও ‘ইদং বিষ্ণবে’ প্রত্যাহতি দাতব্য । কুশব্রাহ্মণস্থলে ‘ও ব্রহ্মন্ কমনস্ব’ মন্ত্রে ব্রহ্মাকে বিসর্জন করিয়া ‘ও অগ্নে স্বঃ সমুদ্রং গচ্ছ’ মন্ত্রে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া “ও পৃথি, স্বঃ শীতলা ভব” বাক্যে অগ্নির ঈশানকোণে হৃৎ নিক্ষেপ করিয়া সামান্ত কুশণ্ডিকোক্ত তিলক-দানাস্ত কর্ম করিতে হয় । অনন্তর আচার্য্য “ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা বজ্রস্তে মহে । উপগ্রস্তু মরুতঃ সূদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবা সচা ।” মন্ত্রে শান্তিকুস্ত উৎপাণিত করত “ও যাস্ত দেবগণাঃ সর্কে পূজামাদায় বাজিকাঃ । সন্তটা বরমশ্বাকং দত্তেদানীং সুপূজিতাঃ ॥” বলিয়া পূজিতদেবতাগণকে

বিসর্জন করিবেন এবং শান্তিকলসহ জল দ্বারা শান্তি করিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিবেন।

অনন্তর ডালা উৎসর্গ করিবে, যথা—কলবদ্রাদিসম্বিভ ডালা সম্মুখে আনিয়া প্রোক্ষণদ্বারা স্তোত্র “এতে গন্ধপুষ্পে নম এতশ্চৈব সবস্রোপকরণ-ভঙ্গকার নমঃ” বলিয়া বারদ্বয় ডালা অর্চনা করত “এতদধিপতয়ে দেবার নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” “এতৎসম্প্রদানায় নমো বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া গন্ধ-পুষ্পে পূজা করিয়া “অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী কৃতৈতৎ-অমুকপুরাণোক্তামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সবস্রোপকরণভঙ্গকং শ্রীবিষ্ণুদেবতং ভগবতে শ্রীবিষ্ণবেৎসং সম্প্রদাদে” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। তৎপরে অপর ডালা লম্বী, আচার্য্য ও মতান্তরে স্বামীকে এবং গুরুকে দান করত বিষ্ণু প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া “ও ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং প্রীত্যৈ তব প্রভো। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং বাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনানর্দন ॥ “মৎকৃতামুকব্রতং শ্রীমতি ভগবতি বিষ্ণৌ দ্ব্যহং উপবেমে।” বলিয়া ডালা মস্তকে ধারণ করিবে। ব্রতপ্রতিষ্ঠার বোদ্ধশ দান বা দ্বাদশ দান বিহিত।

পরে যথাসম্ভব দানাদি করিবে। অতঃপর আচার্য্য ডালা উৎসর্গ করিয়া আচার্য্যের হস্তে দান করিবে। অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া হোতৃ-আচার্য্যাদি-দক্ষিণা করিবে। বাক্য যথা—“কৃতৈতৎ ইদং বর্ষনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রত-প্রতিষ্ঠাকর্মণি কৃতৈতদ্ হোত্রকর্মণঃ সাক্ষ্যতর্থে দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশ্রম্ণে হোত্রে তুভ্যমহং সম্প্রদাদে।”

পরে তদ্ব্যধার ও সদশ্রদক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠা-দক্ষিণা দান কর্তব্য। যথা—“অন্তেষ্যাদি—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসৎ-সঙ্কলিত-ইদং বর্ষনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাক্ষ্যতর্থে” ইত্যাদি। পরে প্রতিষ্ঠার অচ্ছিদ্রাবধারণাস্তে ব্রতদক্ষিণাদান করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক ব্রতী শান্তিকলসহ জল দ্বারা অবভূথ স্নান করিয়া তদ্বিনে চক্রেণ ভোজন করিবেন, অসামর্থ্যে একবার হবিষ্যায় আহার করা ব্যবস্থা। ব্রতদিনে করণীয় ব্রতের অঙ্গ উপবাস থাকিলে চক্রেণ আত্মাণ করিয়া উপবাস কর্তব্য।



ঋগ্বেদীয়-ব্রতপ্রতিষ্ঠা

নিত্যক্রিয়াদি ও প্রতিবর্ষীয় কর্তব্য ব্রতাদি শেষ করিয়া ব্রাহ্মণকে সাধ্যাহ্ন-সারে ভোজ্যাদি দান পূর্বক পুণ্যাহাদি বাচন, ঋতিবাচন ও ঋত্বিবাচনাতে ‘ও ঋতি নো মিমীতামখিনা ভগ’ ইত্যাদি ঋত্বিন্মুক্ত পাঠ, সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠান্তে সঙ্কর প্রভৃতি করিয়া, ঋগ্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠাবৎ ব্রতবরণাদি করিতে হয়।

অতঃপর হোতা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবে। গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। ও গাবশ্চিদ্ ঘা সমস্তবঃ সাজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। গোময়। ও আপো অত্যাষচারিষং রসেন সমগম্মহি। পরদ্বানয় আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চসা। দুহ। ও উদুধ্যধ্বং সমনসঃ সধারঃ সমগ্নি-মিথ্বং বহবঃ সনীলাঃ। দধিক্রামগ্নিমুঘসঞ্চ দেবীমিত্রাবতোবসে নিহ্নরে বঃ। দধি। ও অগ্নিরগ্নি অন্ননা দ্বতং মে চক্ষুরমৃতম্ আসন্। অর্কত্রিধাতু রজসো বিমানোহজশ্রোষর্শোহবিগ্নমি নাম। দ্বত। ও যোগে যোগে তরন্তরং বাজে বাজে হবামহে। সধার ইজ্রমৃতরে। (আয়ুবে প্রজারৈ) কুশোদক। ও গায়ত্র্যেণ দ্বা চন্দসা মথ্লামি ত্রৈষ্টুভেন দ্বা চন্দসা মথ্লামি আনষ্টুভেন দ্বা চন্দসা মথ্লামি আগতেন দ্বা চন্দসা মথ্লামি ভূভূবঃঋত্বৈব তে।’ উক্ত মন্ত্রে এক একটি শোধন করিয়া শেষোক্ত মন্ত্রে মিশ্রণ পূর্বক শোধিত পঞ্চগব্য ও কুশোদক দ্বারা ‘ও বেজা বেদিঃ সমাপ্যতে’ ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীয় অভ্যঙ্গণ কর্তব্য। অতঃপর ভূতাপসারণ করিয়া বেদীয় পূর্বভাগে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে। ও উর্বা সন্ননী বৃহতী ঋতেন হবে দেবানামবসা অনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং স্প্রতীকে জ্বাপৃথিবী রক্ততং নো অভ্দ্ৰাৎ। ভূমি। ও ধানাবস্তং করস্তিগমপূগবস্তমুকধিনম্। ইজ্র প্রাতজুঁষস্ব নঃ। ধান্ত। ও এতানি ভজা কলশ ক্রিয়াম কুরুপ্রবণ দদতো মধানি। দান ইছো মঘবানঃ সো অন্তরুঞ্চ সোমো হৃদি যং বিতশ্চি ॥ ঘট। ও বরুণস্তোত্তমমসি বরুণস্ত ঋতসর্জনীহঃ। বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদনমাসীদ। জল। ও ধ্বনা গা ধ্বনাজিঃ অয়েম ধ্বনা তীত্রাঃ সমদো অয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামঃ কণোতি ধ্বনা সর্বাঃ প্রদিশো অয়েম। পল্লব। ও বাঃ ফলিনীরা অফলা অপুন্না বাশ্চ পুন্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চস্বঃহসঃ। ফল। ও হিরো তব বিড়্ধ আত-র্ভব বাজ্যর্কন্ পৃথুর্ভব স্তবদমঘেঃ পুরীষবাহন। কৃতাজলি হইয়া ‘ও সর্ক-তীর্থোক্তবং বারি সর্কদেবসমমিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ’

বলিবে। অতঃপর ঈশানকোণে বজুর্কেদি প্রতিষ্ঠা-বিহিত স্থাপন মন্ত্রে শান্তিকুণ্ড
 স্থাপিত করিয়া বেদীর উপরিভাগে নিয়োক্ত মন্ত্রে বিতান বন্ধন করিবে। যথা—
 —‘ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিকম্। স বিখা-
 চীরভিচটে দ্ব্যতীতীরস্তরা পূর্বমপরঞ্চ কেতুম্।’ পরে যথাবিধি পূজাপ্রকরণোক্ত
 বিধানে সামান্তাৰ্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাস্তাসাদি-অস্ত্রে প্রথম ঘটে
 গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে দিকপাল, তৃতীয় ঘটে নবগ্রহ, চতুর্থ ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী,
 সরস্বতী, পঞ্চম ঘটে শিব, দুর্গা, গঙ্গা, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালকে স্ব স্ব মন্ত্রে
 আবাহন করত পূজা করিয়া শালগ্রামে বা বাসুদেব ও লক্ষ্মী-প্রতিমাদ্বয়ে
 যথাবিধি জ্ঞান করাইবে। প্রতিমাস্ত্রে ‘ওঁ নমস্তেহর্চে সুরেশানি প্রণীতে
 বিশ্বকর্ষণা। প্রভাবিতাশেষ-জগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে
 নারায়ণমনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোবৈষম্যমুদ্বিগুতা সদা ভব ॥’ মন্ত্রে প্রতিমা সংস্কার
 পূর্বক প্রথমতঃ বেদাদি-চতুষ্টয়ে ‘ওঁ ইবেদো জ্যেষ্ঠা’ ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞান করাইয়া
 ‘ওঁ অমস্তগুণরত্নায় বিশ্বরূপধরায় চ। নমো জগৎপ্রসূতায় ত্রীকৃষ্ণায় নমো
 নমঃ।’ মন্ত্র পাঠান্তে পঞ্চগব্য দ্বারা জ্ঞান করাইতে হয়। অতঃপর শুদ্ধজল,
 পঞ্চামৃত, নারিকেলোদক, শিশিরোদক, সহস্রধারা দ্বারা বজুর্কেদিব্রত-
 প্রতিষ্ঠোক্ত মন্ত্রে জ্ঞান করাইয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রে জ্ঞান করাইবে।
 (মতান্তরে ‘এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ’ মন্ত্রে ক্ষেত্রপালকে
 মাষভক্ত বলি দিয়া) পরে ‘বাং’ বা ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণায়াম ও যথাযথ করাজ-
 স্তাস-পীঠস্তাসাদি পূর্বক ধ্যান করিবে। যথা—“ওঁ অতসীপুষ্পসঙ্কাশং
 পীতাম্বরধরং হরিম্। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষং চতুর্ভাঙ্গং কিরীটিনম্। এসম-
 বদনং চাক্ষুঃসুন্দরকরকুণ্ডলম্। ত্রীবৎসলক্ষণং ব্রাহ্মণ-কৌন্তভোদ্ভাসি-কঙ্করম্।
 নানাতরুণশালিত্রা লক্ষ্ম্যা বামার্দ্ধশোভিনম্। বীণাপুস্তক-ধারিণ্যা বাণ্যা
 যশ্চিতদক্ষিণম্। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণম্ বনমালিনম্। সুরধিভিঃ
 স্তূয়মানং সুপর্ণোপরি সংস্থিতম্। অগ্নিমানি-গুণোপেতমচ্যুতং সুরসন্তমম্ ॥”
 ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা ও সামবেদি-প্রতিষ্ঠোক্ত বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপনান্তে
 মণ্ডলপূজা কর্তব্য। যথা—মণ্ডল-পূর্বদ্বারে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ।
 দক্ষিণদ্বারে ভদ্রাত্রে। পশ্চিমদ্বারে চন্দ্রমণ্ডলায়, সূর্য্যমণ্ডলায়। উত্তর-
 দ্বারে ভীমায়, ভীষণায়। পরে অঙ্কনাস করিবে, যথা—শিরোদেশে ওঁ কেশ-
 বায় নমঃ। শিখায় ওঁ নারায়ণায় নমঃ। বাহুদ্বয়ে ওঁ মাধবায় নমঃ। কর্ণদ্বয়ে
 ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। চক্ষুদ্বয়ে ওঁ মধুসূদনায় নমঃ। পাদদ্বয়ে ওঁ ত্রিবিজয়ায়

নমঃ । পরে পুনঃ পুনঃ আবার কৰ্তব্য । বথা—“ওঁ এত্বেহি তগবন্ কৃক সৰ্ব-
শক্তিসমৰিত । তত্ত্বিতঃ পুৰুষামি দ্বাং প্রসীদ তগবন্ হরে ॥” অতঃপর প্রতিষ্ঠা-
যন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পুরুষস্তুত যন্ত্রের পর ‘ওঁ নমো তগবতে বাসু-
দেবার’ মূলমন্ত্র পাঠান্তে উপচার দান করিবে । বজ্রকোঁদি-ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত
প্রণালী অনুসারে নিখিল কৰ্ম করিবে । কিন্তু পুরুষস্তুত যন্ত্রে পূজার নির-
লিখিত ক্রমভেদ অবলম্বনীয় । বথা—“বৎপুরুষেণ হবিষা” ইত্যাদি দ্বারা দ্বানীর
জল, “তং বজ্রং বহিষি” ইত্যাদি বস্ত্র, ‘তস্মাদ্ বজ্রাৎ সৰ্ব্বহতঃ সং ভূতম্’ ইত্যাদি
যন্ত্রে বজ্রোপবীত, ‘তস্মাদ্ বজ্রাৎ সৰ্ব্বহতঃসং সামানি’ ইত্যাদি যন্ত্রে চন্দন,
‘তস্মাদম্বা অজারস্তু’ ইত্যাদি যন্ত্রে পুষ্প, ‘বৎপুরুষং ব্যদধুঃ’ ইত্যাদি যন্ত্রে ধূপ,
‘ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীৎ’ ইত্যাদি দ্বারা দীপ, ‘চন্দ্রমা মনসো জাত’ ইত্যাদি যন্ত্রে
নৈবেদ্য, ‘নাভ্যা আসীদস্তরিক্কম্’ ইত্যাদি যন্ত্রে তাবুল, ‘সপ্তাশ্বাসন্ পরিধন্ন’
ইত্যাদি যন্ত্রে নীরাঞ্জন করিতে হয় । অপরূপের সমস্তই বজ্রকোঁদোক্তবৎ ।
স্বপদ্ধতি উক্ত সামান্ত কুশটিকা অনুসারে বহিঃস্থাপনাদি ক্রবাদি সংস্কারান্ত
কার্য্য করিয়া (২য় খণ্ড সংস্কার-প্রকরণ দেখ) চক্র প্রপণ করিবে । বথা—
চক্রস্থালীর গ্রীবা বাম হস্তে ধরিয়া নিম্নোক্ত এক একটি দেবতার নামোল্লেখ
পূর্বক চতুর্মুষ্টিপবিমিত ত্রীহি বা তণ্ডুল নির্কপণ ও প্রোক্ষণ মাত্র করিয়া পাক
করিবে । বথা—“ওঁ বিষ্ণবে দ্বা জুষ্টং নির্কপামি” যন্ত্রে চক্রস্থালীতে রাখিয়া উদ্-
ধলমধ্যে স্থাপন করিবে । “ওঁ বিষ্ণবে দ্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি” যন্ত্রে চমসস্থ জল দ্বারা
প্রোক্ষণ কর্তব্য । ঐরূপ “ওঁ অগ্নয়ে দ্বা, বায়বে, সূর্য্যায়, বিষ্ণবে, বিষ্ণবে,
অগ্নয়ে, অগ্নয়ে, বায়বে, অগ্নয়ে, বরুণায়, অগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপত্যয়ে, অস্ত-
রিক্কায়, শুবে, ব্রহ্মণে, পৃথিব্যে, মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, বমায়,
নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, আদিত্যায়,
সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পত্যয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ ।”
পরে অমন্ত্রক দুইবার চতুর্মুষ্টি তণ্ডুলনির্কপণ ও প্রোক্ষণ পূর্বক বারতর
মুণ্ডাবধাত, বারতর শূর্ণ দ্বারা প্রফোটন, শোধন দ্বারা বারতর প্রক্ষালন
করত উত্তরাগ্র পবিত্রসম্বিত স্থালীতে দ্রব্ধ দিয়া উক্ত সংস্কৃত তণ্ডুল-
গুলি দাহকাঠিক মণ্ডগালনবিরহিতভাবে পাক করিবে । পাকান্তে
জলংকাঠ দ্বারা স্থালীমধ্য দেখিয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি যন্ত্রে স্তুতাভিধারণ
করত অবতারণ করিবে । পরে অগ্নির অর্চনা হইতে আচারাজ্যভাগ
হোমান্তে তপশ্চ তেজশ্চ ইত্যাদি প্রপদা যন্ত্র ও সামবেদোক্ত বিরূপাক্ষ অপ

করিয়া তদনন্তর ‘ও পিতৃক’ ইত্যাদি যন্ত্রে অগ্নির ধ্যান, সাহসনামক বহির আবাহন ও অর্চনা পূর্বক প্রাদেশপ্রমাণ দ্বতাক্ত সমিধ্ বহিতে আহতি দিয়া যজুর্বেদীয়ব্রতপ্রতিষ্ঠাসূত্রে সমস্ত কৰ্ম (৫০৬পৃ: ১২ পং) ‘ও তদ্বিকোঃ’ ইত্যাদি ‘স্বাহা, বিকবে ইদং নমম’ ইত্যাদি শেষ করিয়া দিকপাল-হোম ও নবগ্রহ-হোম করিতে হয় ।

দিকপাল-হোম.যথা ।—“ও যত ইন্দ্র স্বরামহে ততো নো অভয়ং কৃষি ।
 যযবঞ্ছৃদ্ধি তব তন্ন উত্তিষ্ঠির্বিষিষো বিমুখো অহি স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়
 নমম ॥ ১ ॥ ও অগ্নিঃ দূতঃ পুরোদধে হোতারঃ বিশ্ববেদসঃ অন্ত বজ্রন্ত
 সূক্ততুং স্বাহা—ইদমগ্নয়ে নমম ॥ ২ ॥ ও যমায় সোমঃ স্নুহুত যমায় ভূহতা
 হবিঃ । যমঃ হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ স্বাহা—ইদং যমায় নমম ॥ ৩ ॥
 ও মোষণঃ পরাপরা নিখতির্হৃৎপাবধীং পদিষ্টে তৃকরা সহ স্বাহা—ইদং
 নিখতিরে নমম ॥ ৪ ॥ ও অন্নো অগ্নে বরুণন্ত বিদ্বান্ দেবন্ত হেলো অববা-
 সিসীষ্ঠাঃ । যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোভচানো বিশ্বা দেবাংসি প্রমুখ্যাস্তং স্বাহা—
 ইদং বরুণায় নমম ॥ ৫ ॥ ও তববার বৃতস্পতে অষ্টুর্জামাতরভুত
 অবাংস্বা বৃণীমহে .স্বাহা—ইদং বরুণায় নমম ॥ ৬ ॥ ও সোমো ধেহুং
 সোমো অর্কশুমাতুং সোমো বীরং কশ্যপ্যং দদাতি । সাদন্তং বিদধ্যং সন্তয়ং
 পিতৃ প্রবণং বো দদাশদশৈ স্বাহা—ইদং কুবেরায় নমম ॥ ৭ ॥ ও তমীশানং
 জগত্স্তুস্বস্পতিং ধিরং জিহ্মবসে হুমহে বরম্ । পূবা নো বথাবেদসাম
 সমৃধে রক্ষিতা পায়ুরদকঃ স্বস্তরে স্বাহা—ইদমীশানায় নমম ॥ ৮ ॥ ও
 ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদিসীমতঃ সূকচোবেন আবঃ । সবুধ্যা উপমা
 অন্ত বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে নমম ॥ ৯ ॥
 ও কালিকো নাম সর্পো নবনাগ-সহস্রবলঃ । যমুনাত্বদে সো জাতো বো
 নারায়ণবাহনঃ ॥ যদি কালিকদূতন্ত যদি বা কালিকাদুরম্ । জগত্সুমি-
 বিনিফ্রাস্তো নিব্বিষো বাতু কালিকঃ স্বাহা—ইদমনস্তায় নমম ॥ ১০ ॥

তৎপরে নবগ্রহ-হোম করিবে, যথা—“ও আকুক্ষেণ ইত্যাদি স্বাহা—ইদং
 সূর্য্যায় নমম ॥ ১ ॥ ও আপ্যায়স্ব ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সোমায় নমম ॥ ২ ॥
 ও অগ্নির্মূর্ধ্বা ইত্যাদি স্বাহা—ইদং মজলায় নমম ॥ ৩ ॥ ও উবুধ্যায়া ইত্যাদি
 স্বাহা—ইদং বুধায় নমম ॥ ৪ ॥ ও বৃহস্পতে অতিবদর্ঘ্যো ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বৃহ-
 স্পতয়ে নমম ॥ ৫ ॥ ও শুক্রঃ শুক্রঃ । উষো ন জারঃ পপ্রাসমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ ।
 পরিপ্রজাতঃ ক্রদ্ধা বভূধ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ স্বাহা ।—ইদং

সুক্রায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ও শমগ্নিরগ্নিতিঃ করচ্ছন্নগতু নৃধ্যঃ । শং বাতোবাধগ্না
অপাশ্বিধঃ স্বাহা—ইদং শনৈশ্চরায় নমঃ ॥ ৭ ॥ ও করানশ্চিৎ আত্বব দ্বীর্ঘা
বৃষঃ সখা করা শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা—ইদং রাহবে নমঃ ॥ ৮ ॥ ও কেতুং কৃষা-
কেতবে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং কেতুভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর যজুর্বেদীয়-ব্রতপ্রতিষ্ঠানিয়মে নিখিল কৰ্ম শেষ করিয়া পুরুষ-
নৃত্তোক্ত অষ্টাদশ মন্ত্রে (ব্রতপ্রতিষ্ঠাশেষে দ্রষ্টব্য) আজ্যহোম করিবে।
অনন্তর দ্বিতীয়া তিল দ্বারা “ও ইরাবতী” প্রভৃতি মন্ত্রে যজুর্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা-
নিয়মে হোম করিয়া প্রারশ্চিত্তহোম কর্তব্য। তাহার সঙ্কল্প যথা—“অন্তে-
ভ্যাদি অশ্বিন্ হোমকৰ্ম্মণি যদ্বৈশ্বন্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় “ও অন্নান্তরে”
ইত্যাদিভির্ষত্রৈঃ প্রারশ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে ঋগ্বেদিসামান্তকুশণ্ডিকোক্ত (২য় খণ্ড সংস্কারপ্রকরণ দেখ) প্রারশ্চিত্তহোম কর্তব্য। পরে উদীচ্যকৰ্ম্মান্তে বিষ্ণুহোম করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত নিয়মে নিখিল কৰ্ম শেষ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণাদি প্রদান ও ডালা উৎসর্গ করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণাদি করিতে হয়। অন্তান্ত কৰ্ম যজুর্বেদীপ্রতিষ্ঠাবৎ কর্তব্য।

ব্রত-উদ্-স্থাপন ।

ইহাতে স্বস্তিবাচনাদি হইতে বিষ্ণুপূজা যাবৎ শেষ করিয়া ঋগ্বেদোক্ত নিয়মে বহি স্থাপন করত চক্ৰহোম না করিয়া তিলমিশ্র হবির্দ্বারা “ও তদ্বিধোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করা কর্তব্য এবং লক্ষ্মীদেবীর হোম করত উদীচ্যকৰ্ম্ম ও প্রারশ্চিত্তহোমাদি বামদেব্যগানান্ত কৰ্ম শেষ করিয়া ডল্লকাদি দান করিতে হয়।

পুরুষসূক্ত-মন্ত্র ।

ও সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিৎ সর্কতঃ স্পৃহাত্যতিষ্ঠ-
শাঙ্গুলম্ ॥ * ১ ॥ পুরুষ এবোদৎ সর্কং যদভূতং যচ্চ ভাব্যম্ । উতাবৃতযন্তে-
শানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ এতাবানন্ত মহিমাতো জ্যায়ান্ত

* ঋগ্বেদে নিম্নোক্ত ব্রতের ও পাঠের দেখা যায়, যথা—১ম পুঙ্ক্তে সর্কতঃ
‘বিষতো বৃহা’, ২য় পুঙ্ক্তে ততো বিহাচ্, হলে ‘তদ্যাদ্ বিহাস’, ৩ষ্ঠ পুঙ্ক্তে

পুরুষঃ। পাদোহস্ত বিধা তুতানি ত্রিগাদস্যাদিতঃ দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিগাদপূর্ষ
উর্দ্বাং পুরুষঃ পাদোহস্যোহাতবৎ পুনঃ। ততো বিদ্বৎব্যক্রামৎ সাধনানশনে
অজিঃ ॥ ৪ ॥ ততো বিরাডজারত বিরাডো অধিপুরুষঃ। স জাতো
অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্কহতঃ সন্তুতঃ
পৃথদাজ্যম্। পশুংস্তাংশক্রে বারব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ বে ॥ ৬ ॥ তস্মাদ্-
যজ্ঞাৎ সর্কহত ঋচঃ সামানি অজিরে। হ্নাৎসি অজিরে তস্মাদ্ভুক্তস্মাদ-
জারত ॥ ৭ ॥ তস্মাদব্ধা অজারত বে কে চোতস্মাদতঃ। গাবো হ
অজিরে তস্মাত্তস্মাজাতা অজাবরঃ ॥ ৮ ॥ তং যজ্ঞং বহিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষঃ
জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋবরশ্চ বে ॥ ৯ ॥ যৎ পুরুষঃ
ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাগৌ কিং বাহু কিমুগ্ধ পাদা উচ্যতে ॥
১০ ॥ ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদাহু রাজন্তঃ কৃতঃ। উরু তদন্ত বহিষ্ঠাঃ
পত্যাং শূদ্রো অজারত ॥ ১১ ॥ চত্বরা মনসো জাতশ্চকোঃ সূর্য্যো অজারত।
প্রোজাভাযুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজারত ॥ ১২ ॥ নাত্যা আসীদস্মরিষ্কং শীর্কো
চৌঃ সমবর্তত। পত্যাং ভূমির্দিশঃ প্রোজাস্তথা লোকো অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ যৎ
পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতষত। বসন্তোহস্যাসীনাভ্যাং গ্রীষ্ম ইথঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥
সপ্তাশ্রাসন্ পরিধরস্বিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতঃ। দেবা বদ্বজ্ঞং তস্মান্না অবয়ন্ পুরুষঃ
পশুন্ ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমাত্মাসন্। তে হ নাকং
মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ ইহার পর উত্তরনারা-
রণোপনিষৎ—ওঁ অদ্যঃ সন্তুতঃ পৃথিব্যে রসাত্ত বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ততাগ্রে।
তন্ত দ্বষ্টা বিদধদ্রুপমেতি তস্মাৎসন্ত দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥ বেদাহ-
মেতং পুরুষঃ মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিস্বাতিমৃত্যুমেতি
নাত্তঃ পশ্বা বিততেহয়নার ॥ ১৮ ॥ প্রজাপতিশ্চরতি গর্তে অন্তরজারমানো
বহধা বিজারতে। তন্ত যোনিঃ পরিপশ্বন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্তুভূবনানি
বিধা ॥ ১৯ ॥ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্কো
যো দেবেভ্যো জাতো নমো কচার ব্রাহ্মরে ॥ ২০ ॥ কচং ব্রাহ্মঃ

ইত্যাদি ও 'বসন্তোহস্যাসীৎ' হলে 'বসন্তো অতাসীৎ' ৭ম পুং 'তং যজ্ঞং' ইত্যাদি, ৮ম পুং
'তস্মাদ্ভুক্তাৎ সর্কহতঃ সন্তুতঃ' ইত্যাদি ও 'বারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ' হলে 'বারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ', ৯ম পুং
'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্কহতঃ সন্তুতঃ' ইত্যাদি, ১০ম পুং 'তস্মাদব্ধা' ইত্যাদি, ১১ম পুং 'যৎ পুরুষঃ' ইত্যাদি হুতে
* মুখং কিমস্যা কো বাহু কা উরু পাদা উচ্যতে, ১২ শ ব্রাহ্মণোহস্ত ইত্যাদি, ১৩শ পুং প্রোজা-
বিদ্যাদিহলে 'মুখাদিঅস্মরিষ্ক প্রাণাভাভূরজারত' ১৪শ নাত্যা আসীৎ ইত্যাদি।

অনরন্তো দেবা অগ্রে তদব্রবন্। বৈষবঃ ব্রাহ্মণো বিভাসত্য দেবা অসন্
বশে ॥ ২১ ॥ ত্রীচ তে লক্ষীচ পদ্মাবহোরাজে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপ-
মখিতেনো ব্যাস্তম্। ইক্ষরীবাণামুন্ম ইবাণ সৰ্বলোকম্ ইবাণ ॥ ২২ ॥ প্রথম
বোলটি ময় পুরুষহস্ত, অবশিষ্ট ছয়টি সূর্য্যোগহানে পঠিত হইলেও সূর্য্যের
ব্রহ্মপ্রসূতনিবন্ধন ও ব্রহ্মের পুরুষরূপ হেতু পুরুষহস্তমধ্যে গণিত হইয়া
থাকে। এ কারণ পুরুষহস্তের অন্তর্গত করিয়া লিখিত হইল। পরন্তু বিষ্ণুর
ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম প্রথমোক্ত ষোড়শ মন্ত্রেই কর্তব্য। *

ইতি-পুরুষহস্ত।

ত্রীসূক্তঃ।

ওঁ হিরণ্যবর্ণাঃ হরিণীঃ সূবর্ণরজতশ্ৰজাম্। চন্দ্রাঃ হিরণ্ময়ীঃ লক্ষ্মীঃ জাত-
বেদো মমাবহ ॥ ১ ॥ ওঁ তাম্ম আ বহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যন্তাঃ
হিরণ্যঃ বিন্দেরঃ গামন্যঃ পুরুষানহম্ ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্বপূর্বাঃ ব্রধমধ্যাঃ হস্তিনাদ-
প্রমোদিনীম্। শ্রিয়ঃ দেবীমূপাস্বরে ত্রীর্থা দেবী জুসতাম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ
কাংস্তোন্মিতাঃ হিরণ্যপ্রাকারামার্জাঃ অলস্তীঃ তৃপ্তাঃ তর্পয়ন্তীঃ পদ্মে স্থিতাঃ
পদ্মবর্ণাঃ তামিহোপস্বরে শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ চন্দ্রপ্রভাসাঃ বশসা অলস্তীঃ
শ্রিয়ঃ লোকে দেবজুষ্টায়ুদারাম্। তাং পদ্মানেমিঃ শরণং প্রপত্তে অলক্ষ্মীর্থে
নশ্রুতাঃ তাং বৃণে ॥ ৫ ॥ আদিত্যবর্ণে তপসোহধিজাতো বনস্পতিস্তব
বৃক্ষোহথ বিশ্বঃ। তন্ত ফলানি তপসা হৃদন্ত মারাস্তরা যাক্ষ বাহা অলক্ষ্মীঃ ॥
৬ ॥ ওঁ উগৈতু মাং দেবসখঃ কৌষ্ঠিচ্চ মণিনা সহ। প্রোহুর্ভূতোহস্মি
ব্রাহ্মৈহস্মিন্ কৌষ্ঠিমুচ্ছিং দদাতু মে ॥ ৭ ॥ ওঁ সূংগিপাসামলাঃ জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীঃ
নাশরাম্যহম্। অভূতিমসমুচ্ছিং সর্বাণি হৃদ মে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥ ওঁ পদ্মহার্যঃ
ছন্দাধর্বাঃ নিত্যপুষ্টাঃ করৌষীম্। দৈবরীঃ সর্ষকৃতানাঃ তামিহোপস্বরে
শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ মনসঃ কামমাকৃতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। পশূনাং রূপমব্রহ্ম
মসি ত্রীঃ প্রবতাঃ বশঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ কর্দ্দমেন প্রজাহুতা মসি সন্তবকর্দ্দমঃ।
শ্রিয়ঃ বাসর মে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীম্ ॥ ১১ ॥ ওঁ আপঃ স্রবন্ত শিষ্টানি
চিরীদ বস মে গৃহে। নিত্যং দেবীং মাতরং শ্রিয়ঃ বাসর মে গৃহে ॥ ১২ ॥

ওঁ আর্জাং পুরুষিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং হেমপদ্মবালিনীম্। চত্ভাং হিরণ্যগ্নীং
লক্ষ্মীং জাতবেদো যমাবহ ॥ ১৩ ॥ ওঁ আর্জাং পুরুষিণীং পুষ্টিং সূর্য্যাং হেম-
বালিনাম্। সূর্যাং হিরণ্যগ্নীং লক্ষ্মীং জাতবেদো যমাবহ ॥ ১৪ ॥ ওঁ তান্ম
আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যন্তাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো
দাত্তোহিহান্ বিনেয়ং পুরুষানহম্ ॥ ১৫ ॥ ওঁ যঃ শুচিঃ প্রবতো ভূহা ভূহয়া-
দাজ্যমহম্। ত্রিষং পঞ্চদশর্চক ত্রি নামঃ সততং অপেৎ ॥ ১৬ ॥ ওঁ পদ্মাননে
পদ্ম-উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে। তন্মে ভজসি পদ্মাক্ষি যেন শৌর্য্যং লভাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥
ওঁ অশ্বগ্নী গোদাগ্নী ধনদাগ্নী মহাধনে। ধনং মে ভূষতাং দেবী সর্বকামার্থ-
সিদ্ধয়ে ॥ ১৮ ॥ ওঁ পুত্র-পৌত্র-ধনং ধাত্তং হস্তাশ্বগজপৌরুষম্। প্রজানাং তবসি
মাতা আয়ুশ্চত্বং কৰোতু মে ॥ ১৮ ॥ ওঁ চত্ভাতাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যাতাং
ত্রিগ্নমীশরীম্। চত্ভসূর্য্যান্নিবর্ণাতাং মহালক্ষ্মীমুপাস্মহে ॥ ১৯ ॥ ওঁ ধনমগ্নিধনং
বায়ুধনং সূর্য্যধনং বসুধনং। ধনমিত্তো বৃহস্পতিবর্কণো ধনমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ ওঁ
বৈনতেষু সোমং পিব সোমং পিবতু বৃহহ। সোমং ধনস্য সৌমিনো মহৎ
দদাতু সৌমিনঃ ॥ ২১ ॥ ওঁ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা
মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ত্রীশূকং সততং অপেৎ ॥ ২২ ॥ ত্রীর্ষর্চস্ত্রয়ামুচ্যমারো-
গ্যমাবিষ্ঠাং পবমানং মহীষতে। ধাত্তং ধনং পশুং বহুপুত্রলাভং শতবৎসরং
দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি ত্রীশূক ।

পাবমানীসূক্তঃ ।

ওঁ যঃ পাবমানীরধ্যোভ্যবিত্তিঃ সংভূতং ব্রহ্মম্। সর্বং স পুতমগ্নাতি স্বদিতং মাত-
রিধনা ॥ ১ ॥ পাবমানীর্থো অধ্যোভ্যবিত্তিঃ সংভূতং ব্রহ্মম্। তন্মে সরস্বতীহুহে কীরং
সপির্মধুদকম্। ২। পাবমানীঃ স্বস্ত্যগ্নীঃ সূহুবা হি স্বতশ্চ্যুতঃ। ঋষিত্তিঃ সংভূতো
ব্রহ্মো ব্রাহ্মণেষুভূতং হিতম্ ॥ ৩ ॥ পাবমানীর্দিশন্ত ন ইমং লোকমথো অমুং।
কামান্ সমর্চয়ন্ত নো দেবীর্দেবৈঃ সমাহিতাঃ ॥ ৪ ॥ যেন দেবাঃ পবিত্রেণা-
জ্ঞানং পুনতে সদা। তেন সহস্রধারেণ পাবমানঃ পুনন্ত মাম্ ॥ ৫ ॥
প্রাজাপত্যং পবিত্রং মাতোক্তামং হিরণ্যম্। তেন ব্রহ্মবিদো বরং পুতং ব্রহ্ম
পুনীমহে ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রঃ পুনীতী সহ মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যা বরুণঃ সমীচ্যা।
যমো রাজা প্রযণাতিঃ পুনাতু মা জাতবেদামুর্জয়ন্ত্যা পুনাতু ॥ ৭ ॥ ঋষয়ন্ত

তপস্তপুঃ সৰ্বৈঃ স্বৰ্গজিগীষকঃ । তপসস্তপসোঃপ্রাপ্ত পাবমানীঃচোঃব্রবীৎ ॥৮॥
 যন্মে গৰ্ভে বসতঃ পাপমুগ্ধঃ বজ্জারমানস্ত চ কিঞ্চিদন্তৎ । জাতস্ত চ বচাপি চ
 বৰ্জতো মে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৯ ॥ মাতাপিজ্যোৰ্ষয় কৃতং
 বচো মে যৎ স্থাবরং জন্মমবভূব । বিশ্বস্ত তৎ প্রস্থবিতং বচো মে তৎ পাব-
 মানীভিরহং পুনামি ॥ ১০ ॥ ওঁ গোম্মাতকরহাৎ শ্রীবধাদ্বচ্চ কিম্বিবম্ । পাপকঞ্চ
 চরণেভ্যস্তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ
 স্বৰ্ণস্তেজাদ্ভুবলিগমন-মৈথুনসঙ্গমাৎ । শুরোদ্বারান্তিগমনাচ্চ তৎ পাবমানী-
 ভিরহং পুনামি ॥ ১২ ॥ বালস্বান্নাতৃপিতৃবধাভূমিতকরাৎ সৰ্ব্ববর্ণগমনমৈথুন-
 সঙ্গমাৎ । পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ সন্তঃ প্রহরতি সৰ্ব্বহৃদতঃ তৎ পাবমানী-
 ভিরহং পুনামি ॥ ১৩ ॥ ক্রয়বিক্রমাদ্ভোনিদোষাভুক্ত্যাভোজ্যাৎ প্রতি-
 গ্রহাৎ । অসন্তোজনাচ্চাপি নৃশংসং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৪ ॥
 দুৰ্য্যষ্টং হুরধীতং পাপং বচাস্তানতোহকৃতম্ । অযাজিতাশ্চাসংযাজ্যাস্তৎ পাব-
 মানীভিরহং পুনামি ॥ ১৫ ॥ অমব্রময়ং বৎকিঞ্চিদূরতে চ হঁতাশনে ।
 সংবৎসরকৃতং পাপং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৬ ॥ ঋতস্ত যোনয়ো-
 হমৃতস্ত ধাম বিশ্বা দেবেভ্যঃ পুণ্যগন্ধাঃ । তা ন আপঃ প্রবহন্ত পাপং শুদ্ধা
 গচ্ছামি স্কৃততামূলোকং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৭ ॥ পাবমানীঃ
 স্বস্ত্যয়নীৰ্য্যভির্গচ্ছতি নান্দনম্ । পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতম্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১৮॥
 পাবমানীঃ পিতৃন্ দেবান্ ধ্যায়ৈদ্বশ্চ সরস্বতীম্ । পিতৃঃস্তস্তোপবৰ্ত্তে তৎ
 কীরং সর্পিষধূদকম্ ॥ ১৯ ॥ পাবমানং পরং ব্রহ্ম শুক্রং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
 ঋষীঃস্তস্তোপহিষ্ঠেতৎ কীরং সর্পিষধূদকম্ ॥ ২০ ॥

পাবমানং পরংব্রহ্ম যে পঠন্তি মনৌষিণঃ । সপ্তজন্ম ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো
 বেদপারগঃ ॥ দশোত্তরাণ্যুচাংষ্টৈশ্চ পাবমানীঃ শতানি বট্ । এতচ্ছূষন্
 অপেন্নব্রং ঘোরমৃত্যুভয়ং হরেৎ ॥

ইতি পাবমানীসূক্ত ।

শ্রুতং - সূক্তং ।

ওঁ এতোষিঙ্গং শুভাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সারা । শুদ্ধৈরকুণ্ঠৈর্কী বৃক্ষাঃ সংশুভ
 নানীকীয়মতু ॥ ১ ॥ ইদ্র শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাতিরতিতিঃ । শুদ্ধো

রয়িং নিধারয় শুদ্ধো মমদি সোম্যঃ ॥ ২ ॥ ইত্ৰ শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো
রয়ানি দাওবে। শুদ্ধো বৃজাপি জিয়সে শুদ্ধো বাজং সিবাসসি ॥ ৩ ॥

ইতি শুদ্ধবতীশ্রুত ।

সাধারণতঃ দেবপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংস্কার ।

“ধতিতে ক্ষুটিতে দধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জিতে। যাগহীনে পশুশৃষ্টে
পতিতে ছষ্টভূমিষু। অন্তমঃার্চিতে চৈব পতিত-স্পর্শদূষিতে। দশম্বেতেষু
নো চক্ষুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ ॥” তথা—“দ্রব্যবৎ কৃতঃশৌচানাং দেবার্চানাং
কুর্যঃ প্রতিষ্ঠাপনম্। দেবার্চানাম্ দেবপ্রতিমানামিত্যর্থঃ।”

বিগ্রহ—ভগ্ন, বিদৌর্ণ, দধ, স্থানভ্রষ্ট, আশ্রয়হীন, পূজাহীন, অশুশ্রুত কুকুরাদি-
শৃষ্ট, অমেধ্যাহানপতিত, অন্ত মন্ড্রে পূজিত বা পতিত স্নেহাদি অশুশ্রুত-
শৃষ্ট হইলে (অথবা ভাস্করাদি দ্বারা অঙ্গরাগাদি করা হইলে) বিগ্রহে দেবত্ব
থাকে না, এই হেতু পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময়ী মূর্তি জলে ধোত করিলে, কাংশুময়ী ভস্ম দ্বারা
মার্জিত হইলে, তাম্র ও পিত্তল-নির্মিত মূর্তি অগ্নিসংযোগ ঘটিলে ও মৃন্ময়ী পুনঃ
বহিপাকে শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু সুবর্ণ, রূপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, রত্ন, কাংশু,
লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রত্ন ও সীসকনির্মিত মূর্তিতে কোনরূপ অপবিদ্ধ লেপ
থাকিলে প্রথমতঃ কেবল জল দ্বারা লেপ ধোত করিয়া পরে পূর্বোক্ত সংস্কার
কর্তব্য। স্মৃতিকা স্ত্রী, শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও রজস্বলাস্পর্শে প্রতিমা জল দ্বারা
প্রক্ষালনানন্তর যাবৎকাল পর্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য-নির্মিত মূর্তি অগ্নিসংযোগে
জ্বলীভূত না হয়, তাবৎ অগ্নি-সম্ভাপনানন্তর প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ (পূজার্য)
হইবে।

মতান্তরে—গো দ্বারা আঘাত কাংশুপাত্র দশদিনান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে।
দারু-নির্মিত মূর্তি কিঞ্চিদ্রব্য উপরি অংশের তক্ষণ দ্বারা শুচি হয়।
বিশেষতঃ মলমূত্রাদি শরীরমল, সুরা ও অন্তবিধ মদ্যশৃষ্ট তৈজস মূর্তি-
মাজাই অগ্নিতে সম্ভাপনীয়। মণি, প্রস্তর ও শঙ্খময়ী মূর্তি ভূমি খনন করিয়া
তন্মধ্যে সপ্তরাত্র স্থাপন করিলে এবং দারুময় মূর্তি তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।
মৃন্ময় মূর্তি উক্ত মলশৃষ্ট হইলে পরিত্যজ্য। এইরূপে মূর্তিসংস্কার করিয়া
পঞ্চমব্যশোধন মন্ড্রে শোধিত প্রত্যেক পঞ্চমব্যে ও গায়ত্রী দ্বারা মিশ্রিত

পঞ্চগব্যে বিগ্রহকে স্নান করাইতে হয়। পরে কুশোদকে প্রতিমা সংশোধন ও অর্ঘ্যজলে অষ্টোত্তরশতবার সংপ্রোক্ষণ করিবে। পরে একটি কুন্তে সাঁড়ে চারি সের জল মইরা * “ওঁ দেবস্ত স্বা সবিতুঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে স্নান করাইবে।

তৎপরে আতপতগুল ও কুশা লইয়া দেবতার মস্তকে সমস্ত অঙ্গুলীযোগ করিয়া প্রথমে পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, পরে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবতার মস্তক চইতে পীঠাসন বাবৎ সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করিবে, পরে লিপিভাস, তত্ত্বভাস ও মন্ত্রভাস পূর্বক পঞ্চোপচারে অর্চনা করত ‘ওঁ আং হ্রীং ক্রোং’—মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে বিশেষ অর্চনা ও স্বশাখোক্ত নিয়মে বহিঃস্থাপন করত হোম করিবে। প্রতিষ্ঠিত মূর্তির কদাচিৎ পূজার অভাব ঘটিলে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করিয়া সংপ্রোক্ষণাদি করিলে পুনঃ দেবত্ব জন্মিয়া থাকে।

কিয়দিন পর্য্যন্ত পূজাবাধা ঘটিলে সংপ্রোক্ষণাদি ও প্রতিষ্ঠা বিহিত, তদ্বি-
ষয়ে নিম্নে প্রমাণ প্রদত্ত হইল। বধা—“একাহ-পূজাবিহতো কুর্যাদ্বিগুণ-
মর্চনম্। ত্রিরাত্রে তু মহাপূজাং সংপ্রোক্ষণমতঃপরম্। মাসাদুর্দ্ধমেনেকাহং
পূজা যদি বিহন্ততে। প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ।”

একদিন মাত্র পূজাব্যাঘাত ঘটিলে (অন্ত মন্ত্রে পূজাদিবশতঃ) দ্বিগুণ পূজা
কর্তব্য। ত্রিরাত্র পূজা না হইলে মহাপূজা (ষোড়শোপচারে পূজা, মহা-
স্নান, বলিদান, হোম) করিবে। ত্রিরাত্র হইতে মাসাবধি পূজাবাধা
ঘটিলে নিম্নোক্ত সংপ্রোক্ষণ করিতে হয়। মাসানন্তর অনেক দিন বাবৎ
পূজা বিহত হইলে কোনমতে প্রতিষ্ঠা, অন্তমতে বিশেষ সংপ্রোক্ষণ
করণীয়। ত্রীলোক, অল্পপনাত ব্রাহ্মণকুমার ও শূদ্রের শালগ্রামশিলা বা
প্রতিষ্ঠিত শিবাদি মূর্তির স্পর্শে অধিকার নাই, দৈবাৎ উহাদিগের স্পর্শ
ঘটিলে পূর্বোক্ত সংপ্রোক্ষণ কর্তব্য। শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু
প্রভৃতি মূর্তিকে ব্রাহ্মণের প্রণাম করা নিষিদ্ধ। পরন্তু শালগ্রামশিলা
বে কোন আতিরিই গৃহস্থিত হউক না কেন, ব্রাহ্মণের প্রণামে কোন বাধা
নাই।

দেবপ্রতিষ্ঠা-বিধি

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, হীরকাদি রত্ন, প্রস্তর, বজ্রীয়া দারু, লৌহ, শথ, পিত্তল, তাম্র ও কাংস্তময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রশস্ত। বাস্তবভূমিমধ্যে অষ্টপর্ক হইতে বিতস্তি পর্যন্ত ধাতুময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তদধিক পরিমাণ মূর্তি গৃহস্থের ভয়াবহ। কিন্তু প্রস্তরময়ী মূর্তি বিতস্তি অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইলে প্রতিষ্ঠা দোষাবহ নহে। গোতমীয়তন্ত্রে কথিত আছে, কাশ্মীরী মূর্তি গৃহস্থামীর জ্ঞানদায়িনী হয়। এইরূপ স্বর্ণজা মূর্তি-দায়িনী, দারুময়ী তেজোবুদ্ধিকারিণী, পিত্তলনির্মিতা শক্রনাশিনী, তাম্র-রূপা ধর্মবুদ্ধিকারিণী ও বহু সুখসৌভাগ্যবুদ্ধিনী হইয়া থাকে, কিন্তু মৃন্ময়ী প্রতিমা শুভলক্ষণা হইলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়দায়িনী হয়। সর্ববিধদেব-প্রতিষ্ঠা উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষে, শুভদিনে এবং কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথিতে, যুগাচ্ছা, উত্তরায়ণ, বিষুবদ্বয়, সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্যগ্রহণ ও দেবপর্কের বিহিত। বিশেষতঃ যে দেবতার যে তিথি পূজার প্রশস্ত, সেই তিথিতেই তাহার প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। বথা—প্রতিপদে কুবের, দ্বিতীয়ায় লক্ষ্মী, তৃতীয়ায় ভবানী, চতুর্থীতে গণেশ, পঞ্চমীতে সোম ও সরস্বতী, ষষ্ঠীতে কার্তিক, সপ্তমীতে সূর্য্য, অষ্টমীতে দুর্গা, নবমীতে দশমহাবিদ্যা, দশমীতে বামুনি, একাদশীতে মূনিগণ, দ্বাদশীতে নারায়ণ, ত্রয়োদশীতে মদন, চতুর্দশীতে শিব, পূর্ণিমায় ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। দক্ষিণায়নে নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ, বামন, শিব ও মহিষমর্দিনী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অন্তান্ত প্রতিষ্ঠাকাল জ্যোতিষত্রে অনুসন্ধান করিবে।

দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্বে দেবগৃহের (মঠের) প্রতিষ্ঠা ও দেবভূমির বাস্তব-বাগ কর্তব্য। একদিনে দেবপ্রতিষ্ঠা ও মঠপ্রতিষ্ঠা উভয়ের তত্ত্বতার একটি-মাত্র বাস্তববাগ ও একবারমাত্র মঠপ্রতিষ্ঠা এবং বাস্তববাগের পূর্বে একটিমাত্র নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও মাতৃকাপূজা করিবে। কিন্তু এক দিনে বিভিন্ন দেবতারদের বিভিন্ন গৃহে প্রতিষ্ঠা হইলে মঠপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে এবং ভিন্ন বাস্তবভূমিতে বিভিন্ন বাস্তববাগও কর্তব্য। এক কর্তার একদিনে একবারমাত্র নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করণীয়।

বাণলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা

বাণলিঙ্গের প্রতিষ্ঠার সংস্কার এতৎ আবাহন নাই। পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া নিত্য পূজার বিধানে পূজা করিলেই হইবে।

শিবপ্রতিষ্ঠা

শিবপ্রতিষ্ঠা করিলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রতিষ্ঠাকর্তা নিত্যক্রিয়াতে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গণেশাদি দেবতাপূজা করিয়া পুণ্যাহাদি বাচন করিবে। যথা—ততুল লইয়া ‘ওঁ কর্তব্যেহ্মিন্ পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক- (ধাতুময় হইলে তাহা উল্লেখ্য) শিবপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্ম, তিনবার বলিয়া ততুল ছড়াইবে। ব্রাহ্মণগণ—‘ওঁ পুণ্যাহং’ তিনবার বলিবেন। ঐরূপ স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ, ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি দ্বারা সান্নিধ্য কল্পনা ও ‘তদ্বিষ্ণোঃ’ ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণান্তে উত্তরান্তে তিল কুশ-পুষ্পজল-পূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শিবলোকপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীশিব-শ্রীতিকামো বা পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।” পরে স্বস্ববেদীয় সূক্ত পাঠান্তে পুরুষ অধিকারী হইলে নান্দীমুখ প্রোক্ত ও মাতৃকাপূজাদির জন্ত সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা মৎসঙ্কল্পিতপাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং (দেবপ্রতিষ্ঠার সহিত মঠপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তব্যাগ করিতে হইলে—ইষ্টকাদিময়-শিববেশপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং বাস্তুপশমনকর্মাভ্যুদয়ার্থঞ্চ, উল্লেখ্য।) (শোধিত বাস্তুভূমিতে দেবপ্রতিষ্ঠা স্থলে বাস্তব্যাগ আবশ্যক নহে, সূত্রার্থঃ ‘বাস্তুপশমন-কর্মাভ্যুদয়ার্থং’ ইহা উল্লেখ্য নহে, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত দেবগৃহে তদেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার মঠপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য নহে, সে জন্ত ‘শিববেশপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং’ পাঠ্য নহে) সগণাধিপগৌর্যাঙ্গি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোধারাসম্পাতনাদুয্যসূক্ত-অপাভ্যুদয়িকপ্রোক্তকর্মাণ্যহং করিষ্যে।” সূক্তপাঠান্তে পূজকাদিবরণ করিবে, যথা—স্বরং প্রোক্ষ্য হইয়া উত্তরমুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে ‘ওঁ সাধু ভবানান্তাং’ বলিবে, ‘ওঁ সাধবহমাসে’ প্রত্যুত্তর; ‘ওঁ অর্চয়িষ্ঠামো ভবন্তং’ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া অমুজা গ্রহণ করিবে, ‘ওঁ অর্চয়’ প্রত্যুত্তর। গন্ধপুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা পূজান্তে বরণব্যাক্য পড়িবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসঙ্কল্পিত-পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিব-প্রতিষ্ঠাকর্মণি তৎকর্মকরণায় (এবং শিবপ্রতিষ্ঠাকর্মণি আচার্য্যকর্মকরণায়, সদন্তকর্মকরণায় ইত্যাদি যথাযথ

এবোজ্য) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণমভ্যর্চ্য্য ভবন্তমহঃ।—(৩
 বৃত্তোহস্মি প্রত্যুত্তর) “ওঁ বধাবিহিতং বৃতকর্ম কুরু।” “ওঁ বধাজ্ঞানং করবাণি”
 প্রত্যুত্তর। অতঃপর পূজক বা আচার্য্য ধ্বজতোরণাদিযুক্ত মণ্ডপে শিবলিঙ্গ
 স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি সমাপনান্তে ঘটস্থাপন পূর্বক অথবা শালগ্রামে
 গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপালের
 পূজা করিবেন। অনন্তর স্থণ্ডিলে অথবা অষ্টদলপদ্মে বা শালগ্রামশিলায়
 শিবপূজা করত শিবপরিবারগণের পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ ঈশানায়
 নমঃ, এবং তৎপুরুষায়, অঘোরায়, বামদেবায়, সত্যোজাতায়, নিবৃত্তো,
 প্রতিষ্ঠাট্রে, বিজ্ঞাট্রে, বিশ্বায়, শাট্ঠ্যে, অনন্তায়, নৃন্দায়, শিবোত্তমায়,
 একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিনেত্রায়, শ্রীকর্ণায়, শিখিনে, উমাত্রে, চণ্ডেশ্বরায়,
 নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরৌটায়, কন্দায়।” পরে ভদ্রাসনস্থ
 শিবলিঙ্গে শিবের আবাহন পূর্বক অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজা করিয়া জ্ঞান
 করাইবে। ৩৬০ তোলা পরিমিত নিম্নোক্ত স্নানীয় দ্রব্য জলে মিশ্রিত
 করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে, এক একটি দ্রব্যে জ্ঞান করাইয়া অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
 দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজান্তে অপর জ্ঞান করাইতে হয়। যথা—প্রথমতঃ “ওঁ
 নমঃ শিবায়” মন্ত্রোচ্চারণানন্তর ‘শিবং বন্দীকয়দা আপয়ামি’ মন্ত্রে অহুজ্ঞা লইয়া
 ‘ওঁ ঈশানঃ সর্ববিজ্ঞানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা
 শিবো মেহন্ত নমঃ সদা শিবো মে’ অথবা “ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সূর্য্যাক্ষিঃ পুষ্টিবর্ধ-
 নম্। উর্বারাক্ষমিব বন্ধনান্ মুত্যোর্মুক্তীকরমামৃতম্” কিম্বা “ওঁ নমঃ শিবায়”
 মন্ত্রে বা গায়ত্রী দ্বারা জপন বিহিত। প্রত্যেক স্নানীয় দ্রব্যই ৩৬০ তোলা পরি-
 মিত হওয়া আবশ্যক। অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজান্তে ‘ওঁ নমঃ শিবায় শিবং গোম-
 য়েন আপয়ামি’ মন্ত্রে অহুজ্ঞা গ্রহণ—‘ওঁ ঈশানঃ সর্বভূতানাম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে
 জপন, পুনশ্চ অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা, এইরূপ প্রথমতঃ অহুজ্ঞা গ্রহণ, আদ্যন্তে
 অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজা ও উক্ত মন্ত্রে জ্ঞান। কালনও স্নানধরূপ,এ কারণ স্নানীয়
 দ্রব্যবৎ গোমরাদি কালনদ্রব্যও ৩৬০ তোলা পরিমিত হইবে। ঐরূপ ক্রমে
 অপর জপন কর্তব্য। অতঃপর শুদ্ধ গোমরতন্ত্র দ্বারা কালন করিয়া “শিবং
 গন্ধজলেণ আপয়ামি” মন্ত্রে অহুজ্ঞা লইয়া পূজান্তে গন্ধজলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে জ্ঞান
 করাইবে, যথা—“ওঁ এতোধিত্রং তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সার্য্য তদৈককৃৎখর্ষা
 কৃৎখাং সংতুঃ আশীর্কান্ বনন্তু। ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো ন আপ্যাহি শুদ্ধঃ
 শুদ্ধাতিব্রতিতিঃ। শুদ্ধো বরুণ নিধারয় শুদ্ধো যমদ্বি সোম্যঃ। ওঁ ইন্দ্র



ওঙ্কো হি নো ররিং ওঙ্কো রত্নানি দাওবে। ওঙ্কো বৃজানি ত্রিঙ্গসে ওঙ্কো বাজং সিধাসসি।” অসামর্থ্য পক্ষে উক্ত স্রপনমাত্রই কর্তব্য। সামর্থ্যপক্ষে নদে, নদী-সঙ্গম, হ্রদ, তীর্থরূপ পঞ্চজলে ; দধি, দুগ্ধ, শর্করা, ঘৃত, মধু, পঞ্চাবৃতে মূলমন্ত্র পাঠান্তে জ্ঞান করাইবে। মন্ত্রপুস্তকমতে নিম্নোক্ত প্রকারে দেবতা-স্রপন বিহিত।

গজহান, অশ্বহান, চতুঃপদ, বন্দীক, বরাহোৎখাত, অগ্নিগৃহস্থিত, তীর্থাহত ও গোষ্ঠানীত বৃত্তিকা—“ও উক্তাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা।” মন্ত্রে কুস্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া “ও শম্মো দেবীরভিষ্টয়ে শম্মো ভবন্তু পীতরে শং বোরভিস্রবন্ত নঃ” “ও আপো হি ঠা মরো ভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন মহে চরণায় চক্ষসে” মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞান করাইবে। পঞ্চগব্যজ্ঞানে গায়ত্রীপাঠে গোমূত্র দ্বারা, “ও গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্বাং নিত্যপুষ্যাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব-ভূতানাং তামিহোপহ্বরে ত্রিঙ্গম্” মন্ত্রে গোময় দ্বারা, ও “আপ্যারম্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যং ভবাবাজন্ত সঙ্গধে” মন্ত্রে গোদুগ্ধ দ্বারা, “ও দধিক্রাবো। অকারিষং ত্রিঙ্গোরম্বন্ত বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরং এ ন আযুংষি তারিষৎ” মন্ত্রে দধি দ্বারা, “ও তেজোহসি শুক্রমশ্রুতমসি ধামনামাসি ত্রিঙ্গং দেবানামনাধুক্ষ্যং দেববজনমসি” মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা, “ও দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবে-হর্ষিনোর্বাহত্যাং পুষ্টো হস্তাভ্যামাদদে।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা জ্ঞান করাইয়া মিশ্রিত পঞ্চগব্যে গায়ত্রী দ্বারা জ্ঞান করাইবে। পরে পুনশ্চ ওঙ্ক দধি দ্বারা ‘দধিক্রাবো।’ ইত্যাদি মন্ত্রে, রত্নযুক্ত জলে ও কুশোদকে ‘দেবন্ত ত্বা’ ইত্যাদি মন্ত্রে, ‘অগ্ন আরাহি’ ইত্যাদি মন্ত্রে ফলোদকে, গায়ত্রীপাঠে গন্ধজলে জ্ঞান করাইয়া সুবর্ণ, রজত, পিত্তল, কাংস্ত-নির্ম্মিত অভাবে পার্থিব সহস্র বটে অসামর্থ্যে পঞ্চশত, সার্কিষিশত, সপাদ একশত, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ, অষ্ট বা চতুষ্টির ঘটোদকে মূলমন্ত্রে জ্ঞান করাইবে। তৎপরে সর্বৌষধি-মহৌষধিযুক্ত জলে ; বব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্রামাক, শালিগাণ্ড, প্রিয়ঙ্গু ও ত্রীহি এই কয়টি শস্তযুক্ত জলপূর্ণ বটে মূল-মন্ত্রে জ্ঞান করাইবে। অতঃপর রাজমার্গমতে—তিলতৈল, ঘৃত, পঞ্চকবার-যুক্ত জলে, পঞ্চপুষ্প (চম্পক, আত্র, শমী, পদ্ম ও করবীরপুষ্প) জলে, তুলসী, কুম্ভ, ত্রীকল এই ত্রিপত্রযুক্ত জলে, শালিচূর্ণ, তিলকঙ্ক (তিলের খইল) বিব-পত্র ও আমলকীপত্র ইহাদের যে কোন একটি চূর্ণ দ্বারা ব্রক্ষিত করিয়া তীর্থজলে জ্ঞান করাইবে। হস্তিদন্ত, পর্বত, অশ্বখুর, কুশমূল ও

বল্লীকসমুত্ত” বুদ্ধিকা দ্বারা মূলমন্ত্রে জ্ঞান করাইবে। সর্বশেষে পূর্বোক্ত
 সপাদ-শত কলসে জ্ঞান বিধেয়। জ্ঞানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ্য। যথা—
 “ওঁ নমস্তেহর্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ষণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তৃত্য
 নমো নমঃ। স্মরি সম্পূজরামীশে মহাদেবমনামরম্। রহিতা শিরদোবৈষ-
 বুদ্ধিযুক্তা সদা ভব।” অস্ত্র দেবতাস্থলে ‘মহাদেবম্’ স্থলে সেই দেবতার
 দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত নাম উল্লেখ্য। অতঃপর ধোত বস্ত্র দ্বারা দেবমূর্তি মুছাইবে।
 মতান্তরে যবচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ দ্বারা দেবশরীর ত্রক্ষিত করিয়া উষোধকে
 ধোত করা বিহিত। জ্ঞানান্তে সপুঙ্গ সকুশ দক্ষিণ হস্ত প্রতিমার মস্তকে
 রাখিয়া অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপান্তে পুনশ্চ পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।
 অতঃপর মূলমন্ত্রে দেবমস্তক হইতে পীঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিবে। পরে দেবশরীরে
 মাতৃকা-বড়জ্ঞাস, মাতৃকাভাস ও শিবমন্ত্রভাস আচরণীয়। (অস্ত্র দেবতাস্থলে
 তন্ত্ৰদেবতার বিভিন্ন মন্ত্রভাস কর্তব্য, তন্ত্রভাসাদি কেবল বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠার
 জানিবে।) মাতৃকা-বড়জ্ঞাসাদি যথা—‘অস্ত্র মাতৃকামন্ত্রস্ত ব্রহ্মধ্বনির্গায়ত্ৰী-
 চন্দ্রো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো লিপিতাসে
 বিনিমোগঃ’ এইরূপে ঋষিদেবতাদি স্মরণ করিয়া “অং কং খং গং ঘং ঙং আং
 অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং
 ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং,
 ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং ষং রং লং বং শং ষং
 সং হং লং কং অঃ অন্ত্রায় ফট্। ঐরূপ অং—আং হৃদয়ায় নমঃ, ইং—ঈং
 শিরসে স্বাহা, উং—উং শিখায় বষট্, এং—ঐং কবচারে হুং, ওং—ঔং
 নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অং—কং অঃ অন্ত্রায় ফট্’ মন্ত্রে হৃদয়াদিতে ভাস
 করত মাতৃকাস্থানে সমগ্র মাতৃকাবর্ণ যথাযথ ভাস করিবে (১ম খণ্ড
 ভাসপ্রকরণ দেখ) মন্ত্রভাস যথা—মস্তকে ওঁ নমঃ, গণ্ডে নং নমঃ, উদরে মং নমঃ,
 দক্ষিণকন্ধে শিং নমঃ, বামকন্ধে বাং নমঃ, হৃদয়ে ষং নমঃ। পরে
 ‘ধ্যায়ের্মিত্যম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্বক পীঠপূজা
 করিবে। যথা—“ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এবংজ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যে, কাট্যে, কলবিকর্যৈ,
 বলবিকর্যৈ, বলপ্রমথ্যৈ, সর্বভূতদম্যৈ, মনোগম্যৈ, মধ্যে ওঁ নমো ভগবতে
 সকলগুণাশ্রয়ে শক্তিমুক্তায় অনন্তায় বোগপীঠাশ্রয়ে নমঃ।” পূজান্তে পুনর্ধ্যান
 করত নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিবে। যথা—“ওঁ আশ্বসংহমজং শুদ্ধং আমহং
 পরমেশ্বর। আরণ্যাদিকভূতান্শৈশূর্ত্যাবাবাহরাম্যহম্। ভগবন্ শিব ইহাগচ্ছ

ইহাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহনীয়ুজ্ঞাপ্রদর্শন। "ও তবেরং মহিমামৃতিত্বং যাং
সর্বগং প্রভো। ভক্তিহেহসমাকৃষ্টঃ দীপবৎ স্থাপরাম্যহম্। শিব ইহ তিষ্ঠ ইহ-
তিষ্ঠ ও অগ্নিন্ বরাসনে দেব সুখাসীনোহকরাঅনা। প্রতিষ্ঠিতো তবেতি
ত্বং প্রসাদ পরমেশ্বর। ভগবন্ শিব ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো তব। ও অনন্তা তব
দেবেশ মৃতিশক্তিরিয়ং প্রভো। সারিধ্যং কুরু তত্ত্বাং ত্বং ভক্তানুগ্রহতৎপর॥
ভগবন্ শিব ইহ সন্নিধেহি। ও আজ্ঞা তব দেবেশ কৃপান্তোদে গুণাযুধে।
আত্মানন্দৈকত্বং ত্বাং বিরূপাশ্চি জগৎগুরো। ভগবন্ শিব ইহ সন্নিরুধ্যত্ব।
ও অজানাং কর্মবন্তুনাং বৈকল্যাং সাধনস্ত চ। বদাহপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং
তথাপ্যভিমুখো তব। ভগবন্ শিব ইহাভিমুখো তব। ও দৃশা পীষষবর্ষিণ্যা
পূরয়ন্ বজ্রবিস্তরম্। মূর্তীবাষজসংপূর্ণাং স্থিরো তব মহেশ্বর। ইহ স্থিরো
তব।" এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিতে
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য। যথা—প্রথমতঃ কজ্জল দ্বারা "ও নমঃ ভগবতে তুভ্যং
শিবায় পরমাত্মনে। হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিশ্বরূপায় তে নমঃ" মন্ত্রে
চক্ষুর্দান করিয়া (প্রতিমাস্থলে চক্ষুর্দান কর্তব্য) পরে প্রতিমার গণ্ডার
ধরিয়া বলিবে—“অস্ত প্রাণপ্রতিষ্ঠামস্ত্রস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃ-
সামানি ক্ষুদ্রাংসি জগচ্চৈতন্তরূপা প্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং
বিনিরোগঃ। আং ক্রীং ক্রোং ষং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ
অস্ত ত্রীশিবস্ত প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং—জীব ইহ স্থিতঃ, আং—
সর্বৈন্দ্রিয়ানি, আং—বাঙ্‌মনচক্ষুঃশ্রোত্র-স্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং
তিষ্ঠন্তু স্বাহা।’ পরে প্রতিমার হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া “ও অশ্নৈ প্রাণাঃ
প্রতিষ্ঠন্তু অশ্নৈ প্রাণাঃ কুরুন্তু চ। অশ্নৈ দেবত্বসংখ্যারৈ স্বাহা” পাঠান্তে
‘ও নমঃ শিবায়’ অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া “ও ঈশানঃ সর্ববিজ্ঞানাং
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্। ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা শিবো মেহন্ত নমঃ
সদাশিবো মে। ও তৎপুরুষায় বিদ্যাহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচো-
দয়াৎ। ও অঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যো ঘোরঘোরতরৈভ্যঃ সর্বতঃ সর্বৈভ্যো
নমন্তেহন্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ। ও বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায়
নমঃ কালবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমঃ মদনোন্মথনায়
নমঃ ও সন্তো জাতং প্রপচ্চামি সন্তোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে-
হনাদিতবে ভজস্ব মাং ভবোক্তবায় নমঃ। ও হংসঃ শুচিসদসুরসুরিকসঙ্কোভা
বেদিবদতিথির্হ্রোণসদ্ নৃবদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোম সদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা

ঋতং বৃহৎ । ওঁ প্রতষিৎসুতবতে বীৰ্য্যেণ যুগো ন ভীষঃ কূচরো গিরিষ্ঠাঃ । বশ্বেতা-
 ক্রবু জিষু বিক্রমণেষধিকিরন্তি ভূদনানি বিশ্বাঃ । ওঁ তবিকোঃ পরমং ইত্যাদি ।
 ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাदि । ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিক্তে বিকোৰ্ণং
 পরমং পদম্ । ওঁ বিষ্ণুৰ্যোনিং কল্পয়তু যষ্টা রূপাণি পিংশতু । আসিকতু প্রজা-
 পতিধীতা গৰ্ভং দধাতু তে । (মতান্তরে ওঁ গৰ্ভক্কেহি সিনীবাণি গৰ্ভক্কেহি সর-
 যতি । গৰ্ভস্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধস্তাং পুঙ্করশ্রজৌ) ॥” সপ্তমক্ পাঠান্তে উক্ত-
 “ওঁ মনোজুতি জুৰ্বতামাজ্যস্ত বৃহস্পতিৰ্যজ্ঞমিমং তনোঽঘরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু
 বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়স্তামোম্ প্রতিষ্ঠ ॥” এই মন্ত্র পাঠ পূৰ্বক দেবশরীরে “ওঁ নমঃ
 শিবায়” মন্ত্রের বড়জ্ঞাস কর্তব্য । যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, যং
 শিখায়ৈ ববট্, শিং কণ্ঠায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । যং অস্ত্রায় কট্ ।
 দেবোদ্রে বড়জ্ঞাস করিয়া “ওঁ সুভক্তবাঙ্মনশ্চক্ষুঃপ্রোক্তক্চামিতহ্যতে ।
 যন্তেজঃপঙ্করেণাণ্ড বেষ্টিতো ভব সৰ্ব্বতঃ ।” মন্ত্র পাঠান্তে হুম্ ‘মন্ত্রে’ অব-
 গুষ্ঠন, ‘বম্’ মন্ত্রে ধেমুদ্ৰা প্রদর্শন পূৰ্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে,
 যথা—বম্ মন্ত্রে আসন প্রোক্ষণ ও অর্চনান্তে ‘এতদ্রজতাসনং ওঁ নমঃ শিবায়
 নমঃ’ এইরূপ মূলমন্ত্রে অন্তান্ত উপচার দাতব্য ।

বস্ত্রদানে ।—ওঁ দেবশ্রুতসমাযুক্তে বস্ত্রদানসমম্বিতে । সৰ্ব্ববর্ণে শুভে দেব
 বাসসী তে বিনিশ্চিতে ॥

আভরণ—ওঁ মহাদুর্বার তে নমঃ ।

চন্দন—ওঁ শরীরস্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ ।

ময়্যা নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিনিপ্যতাম্ ।

ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ ।

ময়্যা নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

দীপ—ওঁ স্বঃ সূর্য্য-চন্দ্র-জ্যোতীংষি বিদ্যদগ্নিস্তথৈব চ ।

ত্বমেব সৰ্ব্বজ্যোতীংষি দীপোহরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

অন্তান্ত উপচার মূলমন্ত্রে দাতব্য । মতান্তরে—আসনাদি প্রত্যেক দ্রব্য-
 নিবেদনে ‘সৰ্ব্বাস্থর্যামিনে দেব’ ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হই (সামবেদী ব্রত-
 প্রতিষ্ঠা দেখ) । শক্ত্যানুসারে দেবোদ্দেশে শয্যা, ছত্র, চামর, ব্যঞ্জন, পাছুকা
 প্রভৃতি নিবেদন করিবে । অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত বহিঃস্থাপনের পর
 সামবেদী ও ঋগ্বেদী বিরূপাক্ষপাস্ত-কুশাণ্ডকান্তে বজ্রকোদী আঘারাজ্যভাগান্তে
 প্রকৃতকর্ষারস্তে লোহিতনামক বহিঃস্থাপন করত মহাব্যাহতিহোমপূৰ্বক

“ওঁ ত্বংপূজ্যায় বিদ্যাহে মহাদেবায় ধামহি তম্মো ব্রজঃ প্রচোদয়াৎ” বা মূলমন্ত্রে “ত্রিশিবন্ত জাতকর্ম সম্পাদয়ামি” ভাবনা করত চারিবার আহুতি দিবে, এইরূপ ‘নামকরণে চারিবার আহুতি দিয়া ‘ত্রিঅমুকনামাসি’ মন্ত্রে শিবের অভিমত নামকরণ করিবে। পরে যথাক্রমে নিজ্জমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ প্রত্যেক সংস্কারে মূলমন্ত্রে চারিবার আহুতি দিয়া অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতি কিংবা অষ্টসংখ্যক সমিধ্ দ্বারা অথবা কেবল স্তুতাহুতি দ্বারা মূলমন্ত্রে হোম করিবে, হতশেষ শিবলিঙ্গোপরি দাতব্য। অবশেষে পিষ্টে প্রদীপ, যব, ধাত্ত, সর্ষপ দ্বারা দেবতার নির্মল্লন কর্তব্য। শিববাহন বৃষপূজা করিয়া নিয়োক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—
“ওঁ ধর্ম্মস্য বৃষরূপেণ জগন্নিস্তারকারক। অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠান মাং ত্বং পাহি সনাতন। বৃষতং ত্বাং নমস্তামি বিষ্ণোর্বিগ্রহরূপিণম্। অমরেন্দ্রপূজায়াং সাহায্যং ত্বং ভজস্ব মে॥” পরে তিলক-শাস্তিদানাদি করিয়া দক্ষিণাদান পূর্বক বৈগুণ্যশাস্তি করিবে। অন্ত্যান্ত দেবপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠাবৎ কর্তব্য, কেবল শিবমন্ত্র স্থলে সেই দেবতার মন্ত্র ও পূজার সেই দেবতার বিহিত প্রণালী অবলম্বনীয়। তাত্ত্বিক পূজার তাত্ত্বিক হোম ব্যবহৃত আছে।

দেবতার মহাপ্রতিষ্ঠা

মৎস্কপুরাণমতে বিশেষ প্রতিষ্ঠার প্রতিমার অধিবাস করিয়া নিয়োক্তভাবে প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। প্রাসাদের উত্তরাংশে বা পূর্বভাগে ষোড়শ, ষাদশ বা দশহস্তপরিমিত মণ্ডপ রচনা করিবে। মণ্ডপের মধ্যস্থানে সপ্ত, পঞ্চ বা চারি-হস্তপরিমিত বেদিকা নির্মাণ করিয়া মণ্ডপকে চতুর্দ্বার, চতুর্দ্বার বা চারিটি তোরণসম্বিভ করিবে। উহার পূর্বতোরণদ্বার প্লক (পাকুড়) বৃক্ষে, দক্ষিণ উদুঘর, পশ্চিম অশ্বখ, উত্তর বটবৃক্ষে নির্মিত হইবে। ঐ তোরণ-দ্বারকাঠ উর্দ্ধে চতুর্দ্বারপরিমাণ এবং ভূতলে এক হস্ত প্রবিষ্ট হইবে। মণ্ডপভূমি উত্তমরূপে গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত ও বস্ত্রাদি-সুশোভিত এবং নানাবিধ বস্ত্র ও পুষ্প-পল্লব প্রভৃতিতে বিভূষিত করিবে। তোরণচতুষ্টয়ে অতঃ অষ্টকলস স্থাপনীয়। কলসগুলির মধ্যে উজ্জল সুবর্ণ, মুখে আত্মপল্লব, গ্রীবায় ছইখানি শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদন, অভ্যন্তরে সর্বৌষধি ও মুখে সর্ষপ

নারিকেলফল দাতব্য, এবং চন্দ্রনোদকে ষট্ পরিপূরিত করিতে হয়। কলস-গর্ভে গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া মণ্ডপের সর্বদিকে ধ্বজারোপণ করিবে। লোকপালগণের উদ্দেশে মণ্ডলের পূর্বদি দিকে দশবিধ পতাকা ও ধ্বজাও নিবেশনীয়। মণ্ডপোপরি মধ্যে মেঘাকৃতি পতাকা সজ্জিত করিবে। অনন্তর স্ববেদোক্ত দিকপালমন্ড্রে লোকপালগণের পূজা করিয়া (জনা-শরোৎসর্গে গ্রহপূজাবিধি দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের উদ্দেশে বলিপ্রদান পূর্বক দেবতার অধিবাস সপ্তরাজ্য বাবৎ প্রতিদিন কর্তব্য, অসামর্থ্যে পঞ্চরাজ্য, ত্রিরাজ্য বা একরাজ্যও অধিবাস করণীয়। মণ্ডপের উত্তরাংশে স্নানমণ্ডপ, পূজামণ্ডপের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ বা চতুর্থ ভাগ পরিমাণে নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতিমা রাখিয়া শিল্পীগণকে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন প্রভৃতি পরিতোষিক দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ‘ক্ষমধ্বং’ বলিয়া বিদায় দিবে, শিল্পি-পরিচারকবর্গকেও সন্তুষ্ট করা উচিত। অতঃপর প্রতিমাকে তাঁহার নেত্র-জ্যোতিঃ প্রদান করিবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট আস্তরণে রাখিয়া চতুর্দিকে গুরুপুষ্প দ্বারা শোভিত করিয়া শ্বেতসর্ষপ, স্বত ও পারস দ্বারা ভূতাদির উদ্দেশে বলি প্রদান কর্তব্য।

বধাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে শস্যহুসারে পূজা করিয়া দক্ষিণা দিবে। প্রতিষ্ঠাকর্তা আচার্য্যকে গো, ভূমি, স্তূর্ণ দক্ষিণা দিবে। অনন্তর স্থাপক ‘ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে। হিরণ্যরেতসে বিষ্ণে বিশ্বরূপায় তে নমঃ’ মন্ত্রে প্রতিমা অঙ্কন ও নেত্রজ্যোতিঃ প্রদান করিবে। স্তূর্ণ-শলাকা দ্বারা অঙ্কন করিতে হয়। তৎকালে মঙ্গলবাণ, বেদগান ও অস্তান্ত গীত আবশ্যক। মন্ত্রপূরণোক্ত রেখাঙ্কন সমাপনান্তে স্নান-মণ্ডপে গীতবাণ সহকারে আনয়ন করিয়া স্নান করাইবে। প্রথমতঃ পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চমৃত্তিকা, গোময়তন্ত্র ও জল দ্বারা ‘অগ্নিমীলে’ ইত্যাদি বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয়ে শোভিত করিয়া পরে ‘ওঁ সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলস্ত মধ্যাং পুনান। বস্ত্রনিবিষমানাঃ। ইন্দ্রো বা বজ্রী বৃষভো রুরাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত ॥ ওঁ বা আপো দিব্যা উত বা স্রবস্তী ধনিজিমা উত বা বাঃ স্বরজাঃ। সমুদ্রার্ধা বাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ বাসাং রাজা বক্রণো বাতি মধ্যে সত্যানুভে অবপশ্যন্ অনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো বাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত ॥ ওঁ বাসু রাজা বক্রণো বাসু সোমো বিধেদেবা বাসুর্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো বাখরিঃ

প্রবিষ্টতা আপো দেবৌরিহ মামবন্ত ।’ ‘ও আপো হি ঠা’ ইত্যাদি । ‘ও বো বঃ শিবন্তম’ ইত্যাদি । ‘ও তন্মা অরজমাম’ ইত্যাদি মন্ত্রে ‘দান করাইয়া গন্ধাঙ্কুলেপনে অঙ্গরাগ করত পূজা পূর্বক ‘ও অতিবদ্রা স্রবসনাত্তর্বাতি-ধেনুঃ স্রুত্বাঃ পুষ্পমানঃ । অভিচন্দ্রা তর্জবে নো হিরণ্যাত্যখান্ রথিনো দেব সোম’ মন্ত্রে বস্ত্রধরে আচ্ছাদন করত ‘ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা বজ্রন্তেষমহে । উপপ্রবন্ত মরুতঃ সূদানব ইন্দ্র প্রাশূর্তবাসচা,’ মন্ত্রে উত্থাপন করিবে । পরে ‘ও অমুরোহো তান্তসাদি বিকৃগ্নিমজ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ । উর্দ্ধং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্নেতেব ধূমন্তভারহুপ জাম্ ॥ ও রথে তিষ্ঠন্নরতি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কামরতে স্রবারথিঃ । অভীশূনাং মহিমানং পনায়ন্ত-মনঃ পশ্চাদহুযচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ।’ মন্ত্রধরে শিল্লিগণ দ্বারা রথে আরোহণ করাইয়া ‘ও আকৃষ্মেন রজসা’ ইত্যাদি মন্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবে । শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া পরে কুশ ও পুষ্প আস্তরণ করিয়া তাহাতে পূর্বমুখ করিয়া মূর্তি স্থাপন করিতে হয় । শিরোভাগে বস্ত্র-কাঞ্চন সহিত নিদ্রাকলণ ‘ও আপো ন রূপয়ন্তি হোত্রিয়মবঃ পশুন্তি বিততং যথা রজঃ । প্রাচৈদেবাসঃ প্রণয়ন্তি দেবযুঃ ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব । ও আপো অস্মান্ মাতরঃ শুক্লরক্ত স্রুতেন নো স্রুতপৃঃ পুনন্ত । বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবৌ রুদিদাত্যঃ শুচিরাপূত এমি’ মন্ত্রধরে শিরো-ভাগে স্থাপন করত হুকুলপট্টে নেত্রাচ্ছাদন কল্পনা করিয়া শিরোদেশে কোণেশ্বর বস্ত্র শয়নার্থ উপধানরূপে প্রদান করিবে । পরে মধু ও স্রুতে প্রতিমা অভ্যক্ত করিয়া সিদ্ধার্থক দ্বারা পূজা করত ‘ও আপ্যায়ন্ত সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যং ভবা বাজন্ত সঙ্গথে । ও যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী । তয়া নস্তদ্বা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাকনীহি মন্ত্রধরে গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজা কর্তব্য । ‘বার্হস্পত্য’ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবহস্তে হুকুল বা নানাবর্ণে রঞ্জিত কার্পাসমুত্র বন্ধন করিয়া দেবতাকে আচ্ছাদন পূর্বক ছত্র, চামর, দর্পণ, পুষ্পসংযুত চন্দ্রাতপ দেবপার্শ্বে স্থাপন করিবে । ‘ও অতিদ্বা শুর নোহুমো অহুত্বা ইব ধেনবঃ । ঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃশমীশানমিহ তদ্ববঃ’ মন্ত্রে শক্ত্যনুসারে রত্ন, ওষধি, গৃহোপকরণ, বিচিত্র পাত্র, শয্যা ও আসনাদি স্থাপন করিবে । ক্ষীর, মধু, স্রুত, উত্তম তক্ষ্য-ভোজ্য, পায়স ও বড়বিধ রস প্রদান করিয়া পূজা কর্তব্য । ‘ও ত্র্যম্বকং যজামহে’ ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিয়া পশ্চাৎ চতুর্দ্বারে চারিটি দ্বারপালদ্বরূপ চতুর্বেদাভিষ্ট

চারিটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়। পূর্বদিকে ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ ত্রীমুখ, পাবমানীমুখ, সোমমুখ, শাস্তিমুখ, ইন্দ্রমুখ ও রক্ষোদ্রমুখ ভগ্ন করিবেন। দক্ষিণদ্বারস্থিত যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ রুদ্রমুখ, পুরুষমুখ, শ্লোকাধ্যায়, শুক্রমুখ ও মণ্ডলাধ্যায় পাঠ করিবেন। পশ্চিমতোরণস্থ সামগ ব্রাহ্মণের বামদেবমুখ, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথসুরসাম, পুরুষমুখ, রুদ্রমুখ, শাস্তিমুখ ও তাক্রণ-সংহিতা ভগ্ন কর্তব্য। উত্তরস্থ অথর্ববেদী অথর্বাজিরস, নীল, রৌদ্র, অপরাজিতা, সপ্তমুখ, রৌদ্রমুখ এবং শাস্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন। প্রতিষ্ঠাপক ব্রাহ্মণ দেবতার শিরোভাগে শাস্তিক ও পৌষিক মন্ত্রসমূহে ব্যাহতি-হোম পূর্বক পলাশ, উদ্ভূষর, অশ্বখ, অপামার্গ, শমী সমিধের প্রত্যেকটি সহস্রসংখ্যায় হোম করিয়া দেবতার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন। এক একটি সমিদ্ধোমাস্তে দেবতার চরণ, নাভিমধ্য, বক্ষঃ ও মস্তক স্পর্শ কর্তব্য। অতঃপব আচমন পূর্বক সমাহিত হইয়া বেদীভিত্তিবহির্ভাগে নির্মিত নয়টি কুণ্ডে পূর্ব অগ্নি ও দক্ষিণ-দিকে লোকপাল, প্রতিষ্ঠাপ্য দেবমূর্তি সকল ও মূর্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম করিবেন। প্রতি কুণ্ড-ঈশানকোণে শাস্তিকুন্ত স্থাপনীয়। হোমাস্তে হতশেষ শাস্তিকুন্তে স্থাপন কর্তব্য। এই হতশেষসংযুক্ত বারি দ্বারা দেবতার মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ সেচিত হইবে। প্রতি প্রহরে পুনঃ পুনঃ ধূপ, নৈবেদ্য, চন্দ্র-নাদি প্রদান, হোম ও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। সিতবস্ত্র, বিচিত্র সুবর্ণবলয়, সুবর্ণ-যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরীয়ক, বস্ত্র ও শয্যা দ্বারা প্রতি প্রহরে বধাশক্তি পূজা করিবেন। অধিবাসসমাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিতে হয়। অধিবাসান্তে দেবতাকে ‘ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মাস্পতে’ ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপন করিয়া অভ্যস্তরগৃহে আনয়ন পূর্বক পীঠোপরি স্থাপন ও পাত্ত, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। পূর্বোক্ত দিকপালগণের স্থাপনমন্ত্র ও বলিপ্রদানমন্ত্র কথিত হইতেছে।

ও ইন্দ্রমুখ মহাসা দীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্ ।

বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তনৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥—ইন্দ্রমন্ত্র

ও আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্বদেবময়ঃ শিশী ।

ধূমকেতুরনাধ্বস্তনৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥—অগ্নিমন্ত্র

ও বমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধ্বজ সদা ।

ধর্মসাক্ষী বিগুহ্যাত্মা তনৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥—বমমন্ত্র

ওঁ নিখতিস্ত পুমান্ কৃষ্ণঃ সৰ্ব্বকোষধিপো মহান্ ।
 ধজহস্তো মহাসত্ত্বস্তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—নিখতিমন্ত্র
 ওঁ বক্রণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিরুগাধিপঃ ।
 পাশহস্তো মহাবাহুস্তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—বক্রণমন্ত্র
 ওঁ বায়ুশ্চ সৰ্ব্ববর্ণো বৈ সৰ্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ ।
 পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—বায়ুমন্ত্র
 ওঁ গোৰো যশ পুমান্ সৌম্যঃ সৰ্ব্বৌষধিসমম্বিতঃ ।
 নক্ষত্রাধিপতিঃ সৌম্যস্তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—সৌম্যমন্ত্র
 ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সৰ্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্ ।
 শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—ঈশানমন্ত্র
 ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্ভূত্বৈর্বেদবাসাঃ পিতামহঃ ।
 বজ্রাধ্যক্ষশ্চতুর্ভুজশ্চ তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—ব্রহ্মমন্ত্র
 ওঁ যোহসাবনস্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
 পুষ্পবন্ধারয়েন্মুর্দ্ধি তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥—অনন্তমন্ত্র

দিক্‌পালগণের ধ্যান (ধ্যানপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)

একটি গর্তে উক্ত মন্ত্রে দিক্‌পালগণের নাম ও শুভবস্ত্র দ্বারা পারসানু-
 লিপ্ত গর্তটি আচ্ছাদন করিয়া প্রতিমা উত্থাপনান্তে উক্ত গর্তমধ্যে “ওঁ ঋবা
 জ্যোঋবা পৃথিবী । ঋবাসঃ পর্বতা ইমে ঋবং বিশ্বমিদং জগৎ ঋবো রাজা
 বিশাময়ম্ । ঋবন্তে রাজা বক্রণো ঋবং দেবো বৃহস্পতিঃ । ঋবন্ত ইন্দ্র-
 শ্যামিষ্ঠ রাষ্ট্রঃ ধারয়তাং ঋবম্ ॥ ঋবং ঋবেন হবিষ্যতিসোমং যুশামসি ।
 অথোত ইন্দ্রকেবলীর্বিশৌবলিকৃতস্বরং ॥” মন্ত্রে স্থাপন করত দেবতামন্তকে
 হস্ত দান করিয়া পরম শুদ্ধভাবে দেবতাকে নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ চিন্তা ও
 মনে মনে দেবব্রতমুক্ত, সৌম্যমুক্ত ও রুদ্রমুক্ত রূপান্তে আত্মাকে নানা-
 ভরণভূষিত ঈশ্বর বলিয়া স্মরণ করিবে । অতঃপর প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার মূর্তি-
 চিন্তাও কর্তব্য । যথা—নারায়ণবিষয়ে—ওঁ অতসাপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খ-চক্র-গদা-
 ধরম্ । সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দনম্ ॥

মহাদেববিষয়ে—ওঁ ত্র্যক্ষক দশবাহক চত্বার্ককৃতশেখরম্ । গণেশং বৃষসংহক
 স্থাপয়ামি ত্রিলোচনম্ ।

ব্রহ্মাবিষয়ে—ওঁ ঋষিভিঃ সস্তুতং দেবং চতুর্ভুজং অটোময়ম্ । পিতামহং
 মহাবাহুং স্থাপয়াম্যমুজোত্তমম্ ॥

দ্ব্যর্থ্যবিষয়ে—ওঁ সহস্রকিরণং শান্তমঙ্গরোগণ-সংযুতম্ । পদ্মহস্তং মহাবাহুং
হাপয়ামি দিবাকরম্ ॥

ঐরূপ অস্ত্রান্ত দেবপ্রতিষ্ঠায় সেই সকল দেবতার মন্ত্ররূপ আবশ্যক ।
অতঃপর দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিধানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পরিবারগণের স্থাপন
করিবে, যথা—

শিববিষয়ে—প্রমথগণ, নন্দী, মহাকাল, বৃষ, ভৃঙ্গিরীটি, কার্ত্তিকেয়,
অধিকা, গণেশ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, অরুণ, অষ্টদিকে লোকপালগণ,
অঙ্গরা, গন্ধর্বা ও গুহকগণের স্মরণ করিবে । ঐরূপ অন্য দেবতাপ্রতিষ্ঠায়
সেই দেবতার পরিবারগণকে স্মরণ করিতে হয় ।

শিববিষয়ে—

ওঁ যন্ত সিংহা রথে যুক্তা ব্যাঘ্রভূতাস্তথোরগাঃ ।

ঋষয়ো লোকপালাশ্চ দেবঃ স্কন্দস্তথা বৃষঃ ॥

প্রিয়ো গণো মাতরশ্চ সোমো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ ।

নাগা যক্ষাঃ সগন্ধর্বা.যে চ দিব্যা নভশ্চরাঃ ॥

তমহম্বক্ষ্মীশানং শিবং রুদ্রমুমাপতিম্ ।

আবাহয়ামি সগণং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্ ॥

আগচ্ছ ভগবন্ রুদ্রানুগ্রহায় শিবো ভব ।

শান্তো ভব পূজাং মে গৃহাণ স্বং নমো নমঃ ॥

ওঁ নমঃ আগতং ভগবতে । নমঃ ওঁ নমঃ সোমায় সগণায় সপরিবারায়
প্রতিগৃহ্যতু ভগবন্ মন্ত্রপুতমিদং সর্বমর্ঘ্যপাণ্ডমাচমনীয়মাসনং ব্রহ্মণাভিহিতং
নমো নমঃ স্বাহা । অতঃপর মঙ্গলশব্দে ও বেদধ্বনি সহকারে দধি, দুগ্ধ,
মুত, মধু, শর্করা, পুষ্পাদক ও গন্ধাদকে স্নান করাইবে ।

অনন্তর শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে ।
যথা—“ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি—” ইত্যাদি, ‘ততো বিরাজজায়ত’
ইত্যাদি, ‘সহস্রশীর্ষা পুরুষ’ ইত্যাদি, ‘অভিত্যশূরনোহুম’ ইত্যাদি, ‘পুরুষ
এবেদং সর্বং’ ইত্যাদি, ‘ত্রিপাদুর্জ’ ইত্যাদি—

“ওঁ যেনেদং ভূতং ভবনং ভবিষ্যৎপরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্ ।

যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত ॥

ওঁ নম্রা বা অস্তো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন অনিষ্যতে ।

অস্মায়ন্তো মঘবন্নিম্ন বাজিনো গব্যং তস্মা হবামহে ।”

উক্ত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপান্তে চারিবার করিয়া জল দ্বারা দেবপ্রতিমার মূল, মধ্য ও অগ্র স্পর্শ করিবে। প্রতিষ্ঠানন্তর প্রথম দিনে দেবতানরীরে মধু লেপন করিবে, ঐরূপ দ্বিতীয়াহে হরিজ্বার্ণ ও পিষ্ট সিদ্ধার্থ দ্বারা, তৃতীয় দিবসে চন্দন ও পিষ্ট যব দ্বারা, চতুর্থ দিনে মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা, পঞ্চমাহে কৃষ্ণাজন ও পিষ্ট তিল দ্বারা, ষষ্ঠ দিনে ঘৃত, চন্দন ও পদ্মকেশর দ্বারা, সপ্তমাহে গোরোচনা, অশুরু ও পুষ্প দ্বারা অধিবাস করিবে। সন্তঃ অধিবাসস্থলে উক্ত সমস্ত দ্রব্যই একদিনে নিবেদন করিবে। স্থাপিত-দেবতাকে চালিত করিবে না, দেবতাস্থাপনের পর যদি কোন স্থানে ছিদ্র থাকে, তাহা বালুকা দ্বারা নিষিদ্ধ করিতে হয়। স্থাপিত দেবতা যে দিকে থাকিবেন, সেই দিকপালের শাস্তি ও নিরোক্ত দক্ষিণাদান কর্তব্য। বথা—
ইন্দ্রকে আভরণ অথবা ষৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন, অগ্নিকে স্রবর্ণ, বসকে মহিষ, নৈঋতকে অজ্ঞ ও কাঞ্চন, বরুণকে সন্ততি মুক্তা, বায়ুকে বস্ময়ুগলসহ রীতিক (পুষ্পাজন), সোমকে ধেনু, শিবকে বৃষ ও বজ্রত দাতব্য। যে দিকে প্রতিমা চালিত হইবে, তাহার শাস্তি অবশ্য করিবে, অন্যথা কুলবিনাশ হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবিধি দেবপ্রতিষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

দেবপ্রতিমা-পঠন

রুদ্র-প্রতিমা

আপীনোরু-ভূজঙ্কস্তুপ্তকাঞ্চনসপ্রভঃ ।
শুক্লোৎকরশ্লিসংঘাত-চন্দ্রাঙ্কিতজটো বিভুঃ ॥
জটামুকুটধারী চ দ্বিরষ্টবৎসরাকৃতিঃ ।
বাহবারণহস্তাভো বৃন্তজম্বোক্রমণ্ডলঃ ॥
উর্দ্ধকেশস্ত কর্তব্যো দীর্ঘায়তবিলোচনঃ ।
ব্যাস্রচর্মপরীধানঃ কটিস্থত্রদ্রাঘিতঃ ॥
হারকেয়ুরসম্পন্নো ভূজদাতরণস্তথা ।
বাহবশ্চাপি কর্তব্যো নানাভরণভূষিতাঃ ॥
পীনোরুগণ্ডকলকঃ কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতঃ ।
আজাহ্নলম্ববাহুশ্চ সৌম্যমূর্তিঃ সুশোভনঃ ॥

খেটকং বামহস্তে তু খড়্গাঈব তু দক্ষিণে ।
 শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ ॥
 কপালং বামপার্শ্বে তু নাগং খট্ভ্রামেব চ ।
 একশ্চ বরদো হস্তস্তথাকবলয়োহপরঃ ॥
 বৈশাখস্তানকং কৃৎস্না নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ ॥

রুদ্রমূর্তিতে ভুজ ও স্বক্ক স্থূল ও বিশাল, তিনি অগ্নিসমুত্তপ্ত সুবর্ণ সমান বর্ণ, তাঁহার অটাকুট শুক্লবর্ণ ও সূর্য্যরশ্মিসংযুক্ত চন্দ্রলেখাক্রিত মুকুটধারী, ষোড়শ-বর্ষীয়াকৃতি, হস্তিত্ত্বাৎ আঙ্গাঙ্গুলদ্বিত বাহু, উর্দ্ধকেশ, বৃত্তজজ্যা, দীর্ঘ আয়ত ত্রিলোচন, ত্র্যম্বচর্শাবৃত কটি কটিমুত্রত্রয়ে বদ্ধ, হারকেয়ুরশোভিত সর্পালঙ্কৃত চতুর্ভাষ, পুষ্ট বৃহৎ গণ্ড-ইল কুণ্ডল-শোভিত, সৌম্য সুন্দরমূর্তি, বামহস্তে খেটক, দক্ষিণে খড়্গা, দক্ষিণাংশে শক্তি, দণ্ড ও ত্রিশূল বর্তমান, বামপার্শ্বে নরকপাল, সর্প ও খট্ভ্রা, এক হস্তে বর, অগ্র হস্তে অক্ষমালা বিরাজমান । বৃষাক্রচ্ছ হইয়া নৃত্যাভিনয়ে ব্যাপ্ত মূর্তিঃকর্তব্য । চতুর্দিকে নন্দী, ভৃগু, ভূত, বেতালমূর্তি স্থাপনীয় ।

ভৈরব-মূর্তি

তীক্ষ্ণনাসাগ্রদশনঃ করালবদনো মহান্ ।
 ভৈরবঃ শস্ত্রে লোকে প্রত্যাশ্রিতনসংস্থিতঃ ॥

ভৈরবমূর্তির নাসিকা ও দস্তাগ্র তীক্ষ্ণ, করাল বদন, ভীষণাকৃতি প্রতি আয়তনেই স্থাপিত করিবে । মূল্যায়তনমধ্যে ভৈরবমূর্তিপ্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ । এইরূপ নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি ভীষণ মূর্তি মূল্যায়তনে স্থাপনীয় নহে । কোন মূর্তিই অধিকাদা, হানাদা, কুশোদরী, অপরিপুষ্টা, নেত্রহীনা, অঙ্গ-হীনা বা করালমুখী করিবে না ।

অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্তি

অর্দ্ধেন দেবদেবস্ত নারীরূপং সুশোভনম্ ।
 দৈশার্ছে তু অটাতারো বালেন্দুকলয়া যুতঃ ॥
 উমার্ছে হু এদাতব্যৌ গীমন্ততিলকাবুভৌ ।
 বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ ॥

বালিকা চোপরিষ্টোত্ত্ব, কপালং দক্ষিণে করে ।
 ত্রিশূলং বাপি কর্তব্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥
 বামতো দর্পণং দস্তাদ্ব্যংপলং বা বিশেষতঃ ।
 বামবাহুস্ত কর্তব্যঃ কেয়ুরবলয়াস্থিতঃ ॥
 উপবীতঞ্চ কর্তব্যং মণিমুক্তাময়স্তথা ।
 স্তনভারমথার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ ॥
 হারার্দ্ধমুজ্জলং কুর্যাৎ শ্রোণ্যর্দ্ধস্ত তথৈব চ ।
 লিঙ্গার্দ্ধমুর্দ্ধং কর্তব্যং ব্যাঘ্রাজিনকুতাঘরম্ ॥
 বামে লম্বপরীধানং কটিনুত্রয়য়াস্থিতম্ ।
 নানারত্নসমাপেতং দক্ষিণং ভূজগাঞ্চিতম্ ॥
 দেবস্ত দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি সমাস্থিতম্ ।
 কিঞ্চিদুর্দ্ধস্তথা বামং ভূষিতং নৃপুরেণ চ ॥
 রত্নৈর্ভূষিতান্ কুর্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীয়কান্ ।
 সালক্তকং তথা পাদং পার্শ্বত্যা দর্শয়েৎ সদা ॥

অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তির অর্দ্ধাংশে নারীরূপ ও অপরাংশে শিবাকৃতি ।
 ঈশানাংশে শিরে জটাজূট, ললাটে নবচন্দ্রকলা, দক্ষিণকর্ণে বাসুকি
 নাগ, দক্ষিণহস্তে নরকপাল বা ত্রিশূল, গলে মণিমুক্তাময় উপবীত, অজিনো-
 ত্তরীয়, উর্দ্ধলিঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাঘর, সর্পবেষ্টেনে বদ্ধ, দক্ষিণপাদ পদ্মোপরি স্থিত,
 বামাংশে দেবী ঈশ্বরীর কেশপাশে সীমন্ত, ললাটে চন্দন, সিন্দূর-তিলক,
 বামকর্ণে কুণ্ডল, উপরিভাগে কানবালা অলঙ্কার-শোভা । বামকরে দর্পণ ও
 পদ্ম, বামবাহু কেয়ুরবলয়ালঙ্কৃত, বামাংশে পীন পদ্মোদরে উজ্জল হারার্দ্ধ,
 লম্বমান কোমবস্ত্রে অর্দ্ধ-শ্রোণিবিদ্ব সমাচ্ছাদিত, বামপদ নৃপূরশিখিত,
 অঙ্গুলীয়কযুক্ত পঞ্চ অঙ্গুলী, পাদতল অলক্তকরঞ্জিত অঙ্কিত করিবে ।

উমা-মহেশ্বর-মূর্তি

চতুর্ভূজং দ্বিবাহুং বা জটাতারেন্দুভূষিতম্ ।
 লোচনত্রয়সংযুক্তমুন্মৈকস্বরূপাণিনম্ ॥
 দক্ষিণেনোষণং শূলং বামং কূচতরে করম্ ।
 দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং নানারত্নোপশোভিতম্ ॥

স্তম্ভপ্রতিষ্ঠাং সুবেশকং তথার্দ্ধেন্দুহতাননম্ ।
 বামে তু সংস্থিতা দেবী তন্তোরৌ বাহুগৃহিতা ॥
 শিরোভূষণসংযুক্তৈরলকৈললিতাননা ।
 সবালিকা কর্ণবল্লী ললাটতিলকোজ্জ্বলা ॥
 মণিকুণ্ডলসংযুক্তা কর্ণিকাতরুণা কচিৎ ।
 হারকেয়ুরবহলা হরবক্ত্রাবলোকিনী !
 বামাংশং দেবদেবস্ত স্পৃশন্তী লীলয়া কচিৎ ॥
 বামে চ দর্পণং দত্বাভূৎপলং বা সুশোভনম্ ।
 কটিমুদ্রাভরণৈকৈব নিতম্বে স্তাৎ প্রলম্বকম্ ॥
 জয়া চ বিজয়া চৈব কার্ত্তিকেশ-বিনায়কৌ ।
 পার্শ্বয়োর্দীর্ঘয়েভ্যে তোরণে গণগুহকান্ ॥

উমামিলিত হরগৌরী দুই মূর্ত্তি নিম্নলিখিত আকৃতিবিশিষ্ট করিবে ! যথা
 —হরমূর্ত্তি চতুর্ভাষ বা দ্বিভুজ, অট্টাধারী, চন্দ্রশেখর, ত্রিলোচন হইবে। তাঁহার
 একটি হস্ত উমা-স্বক্কে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্তে ভীষণ ত্রিশূল, বামহস্ত পার্শ্বতী-
 কুচোপরি স্থাপিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, নানালকার-ভূষিত, সুবেশ, ললাটে
 নেত্রানল জাজ্বল্যমান। তাঁহার বাম উরুদেশে গৌরীমূর্ত্তি, শিব-দক্ষিণ-
 হস্তে আলিঙ্গিতা, তিনি কানবালাসহ কুণ্ডলবতী, ললাটে উজ্জ্বল তিলক-
 ধারিণী, নানাতরুণশোভিনী, হরমুখাবলোকিনী। তাঁহার এক পার্শ্বে জয়া ও
 বিজয়া-মূর্ত্তি, অন্য পার্শ্বে কার্ত্তিকেশ ও গণেশ, দ্বারদেশে প্রমথ ও গুহকগণ
 অবস্থিত অঙ্কিত হইবে।

বিষ্ণু-মূর্ত্তি

শঙ্খচক্রধরং শাস্ত্রং পদ্মহস্তং গদাধরম্ !
 ছত্রাকারং শিরস্তস্ত কনুগ্রীবং শুভেষ্কণম্ ॥
 তুঙ্গনাসং শুক্তিকর্ণং প্রশান্তোক্রভূজক্রমম্ ।
 কচিদষ্টভূজং বিজ্ঞাচতুর্ভূজমথাপি বা ।
 দ্বিভুজং বাপি কর্ত্তব্যং ভবনেষু পুরোধসা ॥

পুরোহিত যজমার্মগৃহে নিয়োক্ত প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্মাণ করাইবেন।
 চতুর্ভুজ, দক্ষিণ হস্তধরে উর্দ্ধে গদা, অধোভাগে পদ্ম; বামহস্তধরে উর্দ্ধাধঃ

চক্র ও শঙ্খ, মস্তকোপরি ছত্রাকার কিরণচ্ছটা, শঙ্খাকার গ্রীবা, সৌম্য আকর্ষণবিশিষ্ট নরন, উচ্চ নাসা, শুভিকর্ণ, দীর্ঘাহুযুগ্ম হস্ত ও উরুদ্বয়, এই-রূপ মূর্তিই মূলকর্ণ। বিষ্ণুর কৃত্যাপি অষ্টভূজ দেখা যায়, অষ্টভূজ মূর্তির দক্ষিণাংশে চারিহস্তে খড্গ, গদা, বাণ, পদ্ম, বামাংশে চারিহস্তে ধনু, খেটক, শঙ্খ, চক্র স্থাপনীয়। বিষ্ণুমূর্তির সম্মুখে গরুড়মূর্তি, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে পুষ্টিমূর্তি স্থাপনীয়।

হরিহর-মূর্তি

বামার্ধে মাধবঃ কুর্ধ্যাদ্ দক্ষিণে শূলপাণিনম্ ।
 বাহুদ্বয়ঞ্চ কৃষ্ণস্ত মণি-কেয়ুর-ভূষিতম্ ॥
 শঙ্খচক্র-ধবং শাস্ত্রম্ আরক্তাঙ্গুলিবিভ্রমম্ ।
 পীতবস্ত্র-পরীধানং চরণং মণি-ভূষিতম্ ॥
 দক্ষিণার্ধে জটাতাবমর্দেন্দুকৃতলক্ষণম্ ।
 ভূজসহস্রবলয়ং বরদং দক্ষিণং করম্ ॥
 দ্বিতীয়ঞ্চাপি কুর্ক্বীত ত্রিশূলবর-ধারিণম্ ।
 ব্যালোপবীত-সংযুক্তং কট্যর্ধং কৃষ্ণিবাসসম্ ।
 মণিরত্নৈশ্চ সংযুক্ত-পাদং নাগবিভূষিতম্ ॥

হরিহর-মূর্তি নিম্নোক্ত আকারে নির্মাণ করিবে। যথা—শিববামার্ধে হরিমূর্তি, তাঁহার দুই বাহু শঙ্খচক্রধারী মণিকেয়ুর-শোভিত, পীতাবর, মণি নূপুর-ভূষিত একটি চরণ, দক্ষিণাংশে জটাতারে অর্ধচন্দ্র শোভা, সর্পহার, দক্ষিণ করে বর ও ত্রিশূল, সর্পবস্ত্রোপবীত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, মণিরত্নে শোভিত পদে নাগশোভা বর্তমান।

মহাবরাহ-মূর্তি

মহাবরাহঃ বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্ ।
 তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রযোরাস্তং মেদিনীবামকূর্ণরম্ ॥
 দংষ্ট্রাগ্রেনোদ্ধৃতাং দাস্তাং ধরণীমুৎপলাদিতাম্ ।
 বিশ্বমোৎকৃষ্টমরনামুপরিষ্ঠাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥

কূর্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমুর্ধনি ।

সংস্কৃতমানং লোকেশৈঃ সমস্তাং পরিকল্পয়েৎ ॥

মহাবরাহমূর্তির এক হস্তে পদ, অস্ত্র হস্তে গদা, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঙ্গ বিস্ফারিত, ঘোর বদন, বামহস্তের কূর্মের দ্বারা (কমুই) পদসম্বিত শাস্ত আশ্চর্য-রসাপ্ত পৃথিবী উদ্ধৃত হইতেছে । এক চরণ কূর্মোপরি, অস্ত্র পাদ অনন্তসর্প-শিরে, লোকপালগণ চতুর্দিকে স্তোত্ররূপে দণ্ডায়মান ।

নরসিংহ-মূর্তি

নরসিংহক কৰ্ত্তব্যং ভূজাষ্টকসম্বিতম্ ।

রৌদ্রসিংহাসনং তদ্বদ্ বিদারিতমুখেক্ষণম্ ॥

স্তম্ভপীনসটাকীর্ণং দারয়স্তং দিতেঃ স্মৃতম্ ।

বিনির্গতান্নজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ ॥

বমস্তং রুধিরোদগারং ভ্রুকুটীকুটিলেক্ষণম্ ।

যুধ্যমানঞ্চ কৰ্ত্তব্যং কচিং করণবন্ধনৈঃ ॥

পরিপ্রাস্তেন দৈত্যেন তর্জ্যমানং মুহুমুর্হঃ ।

দৈত্যং প্রদর্শয়েত্তত্র খড়গ-খেটকধারিণম্ ।

স্বয়মানং তথা বিষ্ণুং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ ॥

নরসিংহমূর্তি অষ্টভুজ, ভীষণ সিংহাসনে উপবিষ্ট, বিস্ফারিত মুখ-নয়ন, নিশ্চল স্থল উর্দ্ধসটা, মনুষ্যাকৃতি শরীর, হিরণ্যকশিপুবন্ধ নখাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছেন । হিরণ্যকশিপুর অন্নজাল নির্গত হইয়াছে, সে রক্তবমন করিতেছে, তাহার ভয়ঙ্কর চক্ষুর্ধর ভীষণ ভ্রভঙ্গী দ্বারা ভীষণতর হইয়াছে । মূর্ত্যন্তরে ইহাও দেখা যায় যে, হিরণ্যকশিপু নরসিংহদেবের সহিত খড়গখেটক হস্তে যুধ্যমান, নরসিংহদেব গাত্রবন্ধে বাঁধিয়াছেন, দৈত্য অতীব পরিপ্রাস্ত হইয়া ভিন্নকার করিতেছে । এক্রপ অবস্থায় দেবগণ প্রভুর স্তবে নিযুক্ত ।

বাহ্মন-মূর্তি

তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোষণম্ ।

পাদপার্শ্বে তথা বাহ্মপরিষ্টাং প্রকল্পয়েৎ ॥

অধস্তাদ্বামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ স কমণ্ডলুং ।

দক্ষিণে ছত্রিকাং দত্তানুখং দীনং প্রকল্পয়েৎ ॥

ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বৎ বলিঃ তস্য চ পার্শ্বতঃ ।

বন্ধনকাস্য কুর্কস্তুং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ ॥

বামন-মূর্তিতে ব্রহ্মাও আক্রমণার্থ চরণ উদ্ধৃত, পাদপার্শ্বে উপরিভাগে বাহু বিদ্যমান। অধোভাগে বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে ছত্র ধরিয়া দীনমুখে ধর্মাকৃতি ব্রাহ্মণবালকমূর্তি। তৎপার্শ্বে ভৃঙ্গার হস্তে ত্রিপাদ ভূমিদানে উদ্ভূত দৈত্যরাজ বলি। সম্মুখে গরুড় তাহাকে বন্ধন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে অঙ্কিত করিবে।

কুর্মা ও মৎস্ত-মূর্তি

মৎস্যাকৃতিং তথা মৎস্তং কোর্মং কুর্মাাকৃতিং নয়েৎ ।

এবংরূপস্ত ভগবান্ কার্যো নারায়ণো হরিঃ ॥

মৎস্ত ও কুর্মমূর্তি মৎস্ত ও কুর্মাাকৃতিসম্পন্ন করিবে, এবং তাহাতে ভগবান্ নারায়ণের মূর্তি অঙ্কিত হইবে।

ব্রহ্মা-মূর্তি

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কর্তব্যঃ স চতুর্মুখঃ ।

হংসাক্রূঢ়ঃ কচিৎ কার্য্যঃ কচিচ্চ কমলাসনঃ ।

বর্ধন পদ্মগর্তাভ্যন্তরুর্বাহঃ শুভেক্ষণঃ ॥

কমণ্ডলুং বামকরে ক্ষুচং হস্তে চ দক্ষিণে ।

বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ অবকাপি প্রদর্শয়েৎ ॥

মুনিভিদেবগন্ধর্বেঃ সূর্যমানঃ সমস্ততঃ ।

কুর্কপমিব লোকাঃস্বীন্ শুক্রাধরধরং বিভূম্ ॥

মৃগচর্মধরকাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্ ।

আজ্যস্থালীং নয়েৎ পার্শ্বে বেদাংচ্চ চতুরঃ পুনঃ ॥

বামপার্শ্বে তু সাবিজী দক্ষিণে চ সরস্বতী ।

অগ্রে চ ঋষয়স্তদ্বৎ কার্য্যাঃ পৈতামহে পদে ॥

ব্রহ্মার মূর্তি চতুর্মুখ, হংসবাহন বা পদ্মাসনোপবিষ্ট, রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু,

সৌম্যনয়ন, বামহস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড, দক্ষিণে স্কন্ধ-স্কন্ধ, দেব-গন্ধর্ব্ব-মুনিগণ কর্তৃক
স্মরণ্যমান, তিনি ত্রিভুবনসৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপ্ত, গুরাধর বা মৃগচর্ম্মধারী, দিব্যযজ্ঞো-
পবীতী। দক্ষিণে সরস্বতীমূর্ত্তি, আজ্যহালী, চতুর্বেদ ; বামপার্শ্বে সাবিজী,
সম্মুখে ঋষিগণ শুভপরাঙ্গন হইয়া দণ্ডায়মান। এইরূপ নির্মাণ করিবে।

কার্ত্তিকেশ-মূর্ত্তি

কার্ত্তিকেশঃ প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসম্ভিতম্ ।
কমলোদরবর্ণীভঃ সূকুমারঃ কুমারকম্ ॥
গেণ্ডকৈশ্টীরকৈষ্কৃতং ময়ূরবরবাহনম্ ।
স্থানীয়থেটনগরে ভূজান্ দ্বাদশ কল্পয়েৎ ॥
চতুর্ভূজঃ ধর্ম্মটে শ্রাদ্ধবনে গ্রামে দ্বিবাছকঃ ।
দ্বিভূজস্ত করে শক্তির্বামে শ্রাৎ কুক্কটোৎপরে ॥

কার্ত্তিকেশাকৃতি নবোদিত সূর্য্যবর্ণ ও পদ্মগর্ভসমত্ব্যতি সুকোমল
কুমারমূর্ত্তি হইবে। তিনি ময়ূরোপরি উপবিষ্ট, ক্রীড়নকসমধিত ও চীরবাসা,
বনে বা গ্রামে দ্বিহস্ত, এইরূপ নির্মাণ করিবে। কিন্তু থেটনগরে দ্বাদশভূজ
ও ধর্ম্মটে (পার্কত্য দেশ) চতুর্ভূজ দেখা যায়। দ্বিভূজ মূর্ত্তির দক্ষিণহস্তে
শক্তি-অস্ত্র, বামহস্তে কুক্কট।

গণেশ-মূর্ত্তি

বিনায়কং প্রবক্ষ্যামি গজবক্রং ত্রিলোচনম্ ।
লম্বোদরং চতুর্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥
স্বস্তিকর্ণং বৃহচ্ছুণ্ডং একদংষ্ট্রং পৃথুদরম্ ।
দ্ব্যং দন্তং দক্ষিণকরে উৎপলঞ্চ তথাপরে ॥
লড্ডুকং পরশুঠৈব বামভঃ পরিকল্পয়েৎ ।
বৃহৎ সংক্ষিপ্তগমনং পীনকন্ধাভিষুপানিনম্ ॥
যুক্তং বুদ্ধি-কুবুদ্ধিত্যামধস্তানুম্বিকারিতম্ ॥

গণেশমূর্ত্তি হস্তিযুগ, ত্রিনয়ন, লম্বোদর, চতুর্ভূজ, মর্পযজ্ঞোপবীতী, শূর্ব্ববৎ
লম্বকর্ণ, বৃহৎ, শুণ্ড, একদন্ত ও লম্বোদর হইবে। তাঁহার দক্ষিণ এক হস্তে
ভগ্ন নিম্ব একটি দন্ত, অপর হস্তে পদ্ম, বাম হুই হস্তে লড্ডুক ও পরশু, তাঁহার

গমন বৃহৎ ও সংক্ষিপ্ত, স্বক, হস্ত ও পদ স্থল, সুবুদ্ধি ও বুদ্বিগরিচালিত
এইরূপ অঙ্কিত করিবে।

কাভ্যানানুশাস্তি

দুর্গাখ্যানানুশাস্তি, সিংহবাহিনী, ত্রিনয়না, মহিষমর্দিনী-মূর্তি
অঙ্কিত করিবে।

ইন্দ্র-মূর্তি

সহস্রনয়নং দেবং মত্তবারণসংস্থিতম্ ।
পৃথুক্রবক্ষোবদনং সিংহস্কন্ধং মহাত্মজম্ ॥
কিরীটকুণ্ডলধরং পীবরোরুভূজৈক্ষণম্ ।
বজ্রোপলধরস্তম্বানাতরগভূষিতম্ ॥
পূজিতং দেবগন্ধর্বৈরঙ্গরোগগণসংস্কৃতম্ ।
ছত্রচামরধারিণ্যো ত্রিযো পার্শ্বে তু কারয়েৎ ।
সিংহাসনগতং বাপি গন্ধর্বগণসংযুতম্ ।
ইন্দ্রাণীং বামতন্তুস্ত কুর্যাদুৎপলধারিণীম্ ॥

ইন্দ্রমূর্তি সহস্রলোচন, মত্ত ঐরাবতাক্রুত, স্থলবিশালবক্ষা, মহাবদন, সিংহস্কন্ধ, আজামুলধিতবাহ, কিরীটকুণ্ডলধারী, স্থল দীর্ঘ বাহ, বিস্তৃত নয়ন, বজ্রহস্ত ও নানাতুষণভূষিতভাবে অঙ্কিত করিবে। দেব-গন্ধর্ব-অঙ্গরাগণ তাঁহার ভূতি-গীতি করিতেছেন। পার্শ্বদ্বারে দুইটি ছত্র-চামরধারিণী ত্রীমূর্তি। মূর্ত্যন্তরে—সিংহাসনোপরে বামে পদ্মধারিণী ইন্দ্রাণী। গন্ধর্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। এইরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

সূর্য-মূর্তি

রথস্থং কারয়েদেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্ ।
সপ্তাশ্বৈকচক্রঞ্চ রথস্তন্তু প্রকল্পয়েৎ ॥
সূর্য্যেন বিচিত্রৈশ্চ পদ্ম-গর্ভসম-প্রভম্ ।
নানাতরগভূষাঢ্যং ভূজাভ্যাং ধৃতপুঙ্করম্ ।
অরুণঃ সারথিস্তন্ত পদ্মিনীপদ্মসম্মিতঃ ॥

শ্রব্ধমূর্তি সপ্তাশযুক্ত, একচক্র রথে আকৃষ্ট, পদ্মধারী, সুনয়ন, বিচিত্র-মুকুট-
ভূষিত, পদ্মমধ্যবৎ অরুণবর্ণ, নানাতরুণভূষিত ও বিভূষণ নির্মাণ করিবে।
সম্মুখে পদ্মিনীপত্র সদৃশ অরুণমূর্তি স্থাপন করিবে।

দীপ্তং সুবর্ণবপুসং অর্ধচন্দ্রাসনস্থিতম্।
বালার্কসদৃশস্তম্ভ বসনকাপি দর্শয়েৎ ॥
যজ্ঞোপবীতিনঃ দেবং লম্বকূর্চধরস্তথা।
কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণে অক্ষমূত্রকম্ ॥
জালা-বিতানসংযুক্তম্ অজবাহনমুজ্জলম্ ॥
কুণ্ডলকাপি কুব্বীত মূর্দ্ধি সপ্তশিখাশ্রিতম্ ॥

অগ্নিমূর্তি সুবর্ণবৎ দীপ্তদেহ, অর্ধচন্দ্রাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার নবোদিত শ্রব্ধবৎ
রক্তবসন, তিনি যজ্ঞোপবীতী ও রক্তশ্রঙ্গসম্বিত, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণে
অক্ষমালা, তিনি সপ্তশিখামণ্ডলে ব্যাপ্ত, অজোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার
কর্ণে উজ্জলাকৃতি সপ্তশিখাবিশিষ্ট কুণ্ডল বিরাজমান।

যম-মূর্তি

তথা যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাশধরং বিভূম্।
মহামহিষমাক্রুতং কৃষ্ণাঞ্জনচরোপমম্ ॥
সিংহাসনগতকাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্।
মহিষং চিত্রগুপ্তঞ্চ করালান্ কিঙ্করাংস্তথা ॥

যমরূপ বর্ণিত হইতেছে। যমমূর্তি দণ্ড ও মৃত্যুপাশধারী, মহামহিষে
আকৃষ্ট, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর্ধর অগ্নি সদৃশ আজল্যমান, সম্মুখে মহিষ,
চিত্রগুপ্ত ও ভীষণ যমদূত সমূহ অঙ্কিত করিবে।

নৈঋত-মূর্তি

নরাক্রুতং মহাকায়ং রক্ষোভিবহতিবৃতম্।
খড়্গহস্তং মহানীলং কজলাচলসম্নিতম্ ॥

নরযুক্তবিমানং পীতাশ্বর-বিভূষিতম্ ।

নৈখাতের আকৃতি নরাকৃতি, মহাশরীর, রাক্ষসগণপরিবৃত, খড়গধারী, বেধিতে কঙ্কণ-পর্কিতসদৃশ নীলবর্ণ, মহাযুক্ত বিমানে স্থিত, পীতাশ্বরপরিধারী নির্মিত করিবে ।

বক্রণ-মূর্তি

বক্রণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্ ।

শঙ্খ-ফটিক-বর্ণাভং সিতহারাস্থরাবৃতম্ ।

অশাসনগতং শাস্তং কিরীটাদদ-ধারিণম্ ॥

অতঃপর বক্রণ-মূর্তি কথিত হইবে । তিনি মহাবলিষ্ঠকার, হস্তে পাশ, শঙ্খ ও ফটিকবৎ শুভ্র আকৃতি, শুভ্র হার ও শুভ্রবস্ত্রে আবৃত, কিরীটাদদধারী, সৌম্যাকৃতি, মৌনাসনে স্থিত নির্মিত করা কর্তব্য ।

বায়ু মূর্তি

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূম্রঞ্চ যুগবাহনম্ ।

চিত্রাশ্বরধরং শাস্তং যুবানং কুক্ষিতক্ৰবম্ ।

যুগাধিক্রুতং বরদং পতাকাধ্বজ-শোভিনম্ ॥

বায়ুমূর্তি ধূম্রবর্ণ, যুগোপরি উপবিষ্ট, বিচিত্র-বস্ত্র-পরিধারী, শাস্তমূর্তি, যুবা, কুক্ষিত ক্র, ধ্বজ-পতাকাশোভিত, বরদানোত্তমভাবে অঙ্কিত করিবে ।

কুবের-মূর্তি

কুবেরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কুণ্ডলাভ্যামলক-তম্ ।

হার-কেশর-রচিতং সিতাশ্বরধরং সদা ॥

গদাধরঞ্চ কর্তব্যং বরদং মুকুটাদিতম্ ।

অরযুক্ত-বিমানং মেঘং বাগি কারয়েৎ ॥

বর্ণেন পীতবর্ণেন গুহকৈঃ পরিবারিতম্ ।

মহোদরঃ মহাকাঃ ঋক্ষাষ্টক-সমন্বিতম্ ।

গুহকৈর্বহভিযুক্তং ধনব্যগ্রকরৈস্তথা ॥

কুবেরমূর্তি নিম্নোক্ত প্রকারে গঠন করিবে। তাঁহার দুই কর্ণে কুণ্ডল, গলে হার, বাহুঘরে কেয়ুর, পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, গদাধারী, বরদ হস্ত, শিরে মুকুট, তিনি মনুষ্যবাহন-রথে আরুঢ় অথবা মেঘবাহনারুঢ়, পীতবর্ণ, সতত বক্ষগণপরিবৃত, লম্বোদর, দীর্ঘাকার, অগ্নিমানি অষ্ট ঋক্সিসমন্বিত, সম্মুখে গুহকগণ ধন গ্রহণার্থ ব্যগ্রভাবে তাঁহার দর্শনেচ্ছার অপেক্ষা করিতেছে।

ঈশান-মূর্তি

তথৈবেশঃ প্রবক্ষ্যামি ধবলং ধবলেক্ষণম্ ।

ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং বিভূম্ ॥

মহাদেবমূর্তি শুভ্র, ধবলনয়ন, ত্রিশূলধারী, ত্রিলোচন ও বৃষারুঢ় হইবে

ব্রহ্মানী-মূর্তি

ব্রহ্মানী ব্রহ্মসদৃশী চতুর্ভুজা চতুর্ভুজা ।

হংসাধিরূঢ়া কর্তব্য। সাক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলুঃ ॥

ব্রহ্মানীমূর্তি ব্রহ্মসদৃশী হইবে, চতুর্ভুজা, চতুরাননা, হংসারুঢ়া ও অক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা নির্মিত হওয়া আবশ্যক।

মাহেশ্বরী-মূর্তি

মহেশ্বরস্ত রূপেণ তথা মাহেশ্বরী মতা ।

অট্টা-মুকুট-সংযুক্তা বৃষহা চন্দ্রশেখরা ।

কপাল-শূল-ধট্টা-বরদাধ চতুর্ভুজা ॥

মাহেশ্বরী প্রতিমা মহেশ্বরসদৃশী, অট্টা-মুকুটধারিণী, বৃষারুঢ়া, চন্দ্রকলা-বতংসা, চতুর্ভুজা নরকপাল, ত্রিশূল, ধট্টা ও বরমুদ্রাধারিণী নির্মাণ করিবে।

বৈষ্ণবী-মূর্তি

বৈষ্ণবী বিষ্ণুসদৃশী গুরুঅতি সমাহিতা ।

চতুর্ভাষ্য বরদা শঙ্খ-চক্র-গদাধরা ।

সিংহাসনগতা বাপি বালকেন সমন্বিতা ॥

বৈষ্ণবীমূর্তি বিষ্ণুমূর্তিবৎ গুরুভারুঢ়, চতুর্হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-বরমূদ্রা-ধারিণী, অলকশোভিতা বা সিংহাসনোপবিষ্টা কর্তব্য ।

বারাহী-মূর্তি

বারাহীক প্রবক্ষ্যামি মহিষোপরি সংস্থিতাম্ ।

বরাহসদৃশীং দেবীং ঘণ্টা-চামরধারিণীম্ ।

গদাচক্রধরাস্তবৎ দানবেদ্রবিনাশিনীম্ ॥

বারাহীপ্রতিমা বরাহাকৃতি করিবে। তাঁহার হস্তে গদা ও চক্র, তিনি হিরণ্যাক্ষ অশুরবধে ব্যাপ্তা। এক হস্তে ঘণ্টা ও অন্য হস্তে চামরধারিণী, মহিষোপরি আরুঢ়া অঙ্কিত করিবে।

ইন্দ্রাণী-মূর্তি

ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্র-শূল-গদাধরাম্ ।

গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃত্তাম্ ।

তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥

ইন্দ্রাণীমূর্তি ইন্দ্রের মত নির্মাণ করিবে। তাঁহার চারি হস্তে বজ্র, ত্রিশূল, গদা, পদ্ম। তিনি ঐরাবতারুঢ়া ও সহস্রলোচনা, তাঁহার বর্ণ অগ্নিসম্পূর্ণ গলিত সুবর্ণবৎ; সর্বাঙ্গে আভরণ শোভা পাইতেছে।

যোগেশ্বরী-মূর্তি

ভীক্খণ্ডগদাধরাস্তবৎ বক্ষ্যে যোগেশ্বরীমিমাম্ ।

দীর্ঘজিহ্বাশূককেনীমহিধৈওচ যণ্ডিতাম্ ।

দংষ্ট্রা-করালবদনাং কুখ্যাট্টেব কুশোদরীম্ ॥

যোগেশ্বরী-মূর্তির হস্তে ভীক্খণ্ডগদা থাকিবে। নির্গত দীর্ঘ জিহ্বা, কেশ

উর্দ্ধোখিত, গলে অস্থিখণ্ডমালা, দন্তপঙ্ক্তি দ্বারা বদন অতি ভীষণ, উদর অতি ক্লশ, এই ভাবে নির্মাণ করিবে।

কপালিনী-মূর্তি

কপালমালিনীং দেবীঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ।
কপালং বামহস্তে তু মাংসশোণিতপূরিতম্ ।
সকেশস্ত শিরো ভূত শজ্জিকা দক্ষিণে তথা ॥
গৃধ্রহা বারসহা বা নির্মাংসা বিগতোদরী ।
করালবদনা তদ্বৎ কর্তব্য সা ত্রিলোচনা ॥

কপালিনী-প্রতিমার গলে মুণ্ডমালা, বামহস্তে মাংসরক্তপূর্ণ নরশিরঃকপাল, কেশাঘ্রিত মস্তকখণ্ড, দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তী (কাটারী)। তিনি গৃধ্র বা বার-সোপরিস্থিতা, মাংসহীনা, ক্ষীণোদরী, বিকৃত-বিস্তৃতাননা ও ত্রিলোচনা কর্ত্তব্য।

চামুণ্ডা ও কালিকামূর্তি

চামুণ্ডা বদ্ধঘটা চ বীপিচর্ম্ম-ধরা শিবা ।
দিগ্বাসাঃ কালিকা তদ্বদ্ রাসভহা কপালিনী ।
সুরক্তপুষ্পাতরুণা বর্ধনৌ-ধ্বজ-সংযুতা ॥

চামুণ্ডাদেবী ঘটাধারিণী ব্যাজ্রচর্ম্মাধরা ।
কালিকামূর্তি দিগম্বরী, কৃষ্ণবর্ণা, গর্দভাক্রুতা, হস্তে নরকপালধারিণী, রক্তপুষ্পমালালঙ্কৃতা ও ধ্বজযুক্তা অঙ্কিত করিবে।

অন্তান্ত মূর্তি প্রথমগণ্ডোক্ত ধ্যানপ্রকরণে লিখিত ধ্যান দেখিয়া তদনুসারে অঙ্কিত করিবে। মূর্তি গঠনের বিভাগ আছে, মস্তকাদি প্রত্যেক অবয়ব কত অঙ্গুলি-পরিমিত হইবে, তাহা মৎস্যপুরাণে দ্রষ্টব্য। সকল মাতৃমূর্তির সম্মুখে গণেশমূর্তি ও বীরেশ্বর মহাদেবমূর্তি স্থাপনীয়।

মঠপ্রতিষ্ঠাবিধি :

মঠপ্রতিষ্ঠাদিনে দেবপ্রতিষ্ঠা হইলে একবারমাত্র বোড়শমাতৃকা-পূজাদি ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্তব্য। কেবলমাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠাহলে নিত্যক্রিয়াস্তে কুশহস্তে পূরীস্ত বা উত্তরান্তে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্টে করিয়া নিম্নোক্ত বিধানে পুণ্যাহাদিবাচন কবিবে, যথা—“ও কর্তব্যেহ্মিন্ এত-দিষ্টকাদিময়-(দেবতাবিশেষের নাম উল্লেখ্য) বিষ্ণুবেশ্যপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু”, (বারতর উচ্চাৰ্য্য) ও পুণ্যাহম্ (বারতর প্রত্যাশ্রয়) এবং “ও স্বস্তি ভবন্তো ব্রবন্তু, ও ঋদ্ধিঃ ভবন্তো ব্রবন্তু”, “ও স্বস্তি ন ইত্ৰ” ইত্যাদি, ও সোমঃ রাজানঃ” ইত্যাদি, স্বস্তিনুক্ত পাঠান্তে “ও সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্রে সান্নিধ্য কল্পনা পূর্বক “ও তদ্বিক্ষোঃ” “ও সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যম্” ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুবোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্র) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা, তৃণাদিনির্মিতগৃহে—এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্য-পরমাণুসমসংখ্য-বর্ষ-সহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-মহিতত্বকামঃ, ইষ্টকাদিময় স্থলে—এতদিষ্টকাদিময়-বেশ্য-পরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষ-সহস্র-দশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকেত্যাদি, পাষাণময়-গৃহস্থলে—এতৎ-পাষাণময়-বেশ্য-পরমাণু-সম-সংখ্যক-বর্ষ-সহস্র-দশগুণকাল-দশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা এতদিষ্টকাদিময়-বিষ্ণুদেবতা-বেশ্যপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পনুক্তাদি পাঠ পূর্বক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত পুনঃসঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—

“অন্তোত্যাди অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেবতা-বেশ্যপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং (দেবপ্রতিষ্ঠা ও গৃহপ্রতিষ্ঠা এক দিনে কর্তব্য হইলে—“অমুকদেবপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং এতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেব-বেশ্যপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থক” ইহা উল্লেখ্য) সগণাধিপ-গৌর্যাদিবোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোধারী-সম্পাতনায়ুগ্মস্তুক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং কবিষ্যে।”

পবে মাতৃকাদির অর্চনা ও বসুধারা প্রভৃতি দিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করত ব্রাহ্মণ-গণকে বরণ করিবে, বাক্য যথা—

“অন্তোত্যাदि মৎসহস্রিত-এতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেববেশ্য-প্রতিষ্ঠাকর্মান-হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায়”—ইত্যাদি। য য বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানে গুরুবরণানন্তর গুরু (হোতার) পাদদ্বয় ধরিয়া বলিবেন—“ও

নারায়ণস্বরূপস্যং সংসারাত্মাহি মাং প্রভো । যৎপ্রসাদাদ্ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি
ব্রহ্মরোহিতম্ । ত্বাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসারসাগরাৎ । দেবতাহাপনে
হুত্ব মম শান্তিং কুরু প্রভো ।” অতঃপর গুরু বলিবেন—

“ও উত্তিষ্ঠ বৎস তদ্রস্তে যৎপ্রসাদাত্ত্বয়ানব ।

প্রাপ্তব্যং ধর্মকামার্থং দুস্ত্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ ॥”

অতঃপর গুরু বা আচার্য্য নিম্নোক্ত সূক্তগুলি পাঠ করিবেন, বধা—“ও
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুহৃদা হি স্বতচ্যুতঃ । ঋষিভিঃ সন্তুতো রসো ব্রাহ্মণেষ-
স্বতং হিতম্ ॥” পাবমানীসূক্ত । “ও অসপত্নং পুরস্তান্নঃ শিবং দক্ষিণতঃ কুধি ।
অতন্নং সততং পশাদ্ভদ্রমুত্তরতো গৃহে ॥” শাকুনসূক্ত ॥ “ও রক্ষোহণো
বো বল্গহনঃ প্রোক্ষাদি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বল্গহনোহবনম্বামি বৈষ্ণ-
বান্, রক্ষোহণো বো বল্গহনোহবল্লম্বামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বাং বল্গহ-
না উপদধামি বৈষ্ণবী, রক্ষোহণো বাং বল্গহনো পর্যুহামি বৈষ্ণবী
বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্ম ।” রক্ষাসূক্ত । পরে “ও বেতালান্চ পিশাচান্চ রাক্ষসান্চ
সরীসৃপাঃ । অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ । বিনায়কা বিঘ্নকরা
মহোগ্রা যজ্ঞবিষো যে পিশিতাশনাশ্চ । সিদ্ধার্থকৈবর্জ্জসমানকল্মষম্মা নিরস্তা
বিদিশঃ প্রয়াস্তু” মন্ত্রে ষেতসর্বপ বিকিরণ পূর্বক বিঘ্নাপসারণ, ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত-
বিধানে পঞ্চগব্য দ্বারা ভূমিশোধন, ঘটস্থাপন, বিতানবন্ধন, ঘটে গণেশাদি
দেবতার অর্চনা, প্রতিমাস্তান, স্ব স্ব মন্ত্রে প্রতিমাপূজা, যজ্ঞমানের স্বগৃহোক্ত
বিধানে প্রতিষ্ঠাত্ত্বোক্ত অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, যথানিয়মে শান্তিকুন্ত
স্থাপন, চক্রপ্রপণ, ভূমিজপাদি, বিরূপাক্ষজপ, সাহসনামা অগ্নিস্থাপন,
চক্রহোমমন্ত্রে ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিহিতহোম, দিকপালহোম ও নবগ্রহহোম, স্বতযোগে
অস্ত্রান্ত হোম, প্রায়শ্চিত্তহোম প্রভৃতি শেষ করিয়া পূর্ণহোম করিবে । তৎপরে
ব্রহ্মদক্ষিণাদি তিলকদানান্তে ব্রহ্মদক্ষিণা, হোতৃ প্রভৃতি দক্ষিণান্ত কৰ্ম্ম সমাপন
করিয়া বত্ৰাদি দ্বারা শিল্পীকে প্রীত করিবে ।

অতঃপর যজমান প্রাসাদ-নিকটে “ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা
যজন্তস্বৈমহে । উপপ্রয়ন্ত মরুতঃ সূদানব ইন্দ্রঃ প্রাপ্তবাসা সচা ।” মন্ত্রে
দেবতাকে আনয়ন পূর্বক “ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেমে ত্বেধা নিদধে পদং সমুচ্চমস্ত
পাংস্তলে ।” এই মন্ত্র পাঠান্তে “ও চক্রায় নমঃ” মন্ত্রে চক্রে পুষ্পাজলিত্র দিয়া
গৃহের উপরে বধাযোগ্য স্থলে চক্রাদি বিস্তার পূর্বক বস্ত্র দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন
করিবে এবং দ্বারের অস্থল্য তোরণ নির্মাণ এবং ঘটী-চামর-কিঞ্চিৎকান

ও মরুরপিচ্ছশোভিত সবস্ত্র বটি সহিত মাণ্য-ধ্বজা বধাসম্ভব গৃহের দৈশানকোণে বা বায়ুকোণে আরোপণ করিবে। দ্বার-সম্মুখে বিষ্ণুগৃহে গন্ধ, শিবগৃহে ব্রহ্ম, দুর্গাগৃহে সিংহ, এই প্রকারে যে যে দেবতার যে যে বাহন, তাঁহার পুরোভাগে সেই সেই বাহন-মূর্তি স্থাপন কর্তব্য।

অনন্তর পঞ্চবিংশতি কুস্তোদকে, নারিকেলজলে এবং পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও তীর্থোদকে দেবতাকে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত উপচার-দান মন্ত্রে দেবতার অর্চনা, মূলমন্ত্র জপ ও জপসমর্পণ পূর্বক ঘণ্টাদি-সমন্বিত বস্ত্রাবৃত মঠ অর্চনা করত উৎসর্গ করিবে, বাক্য যথা—

“অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা, ত্বণমরাদিস্থলে—এতত্ত্বণ-কাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যাবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গ-লোকমহিতত্বকামঃ ইত্যাদি, ইষ্ট-কাদিস্থলে—এতদিষ্টকাদিময়বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইদং সাচ্ছাদনং ইষ্টকাদি-ময়বেশ্ম অমুকদৈবতমর্চিতং অমুক-দেবার তুভ্যমহং সম্প্রদদে।”

পরে দক্ষিণা।—দক্ষিণা অর্চনা করিয়া “অন্তোত্যাদি কুঠৈতৎ ইষ্টকাদি-ময়বেশ্মদানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং অমুকদেবার তুভ্যমহং সম্প্রদদে।”

তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক দেবতাকে লইয়া বারতর মঠ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্চেন্নাকৃতির্যজ্ঞাতা। হিরৈররঙ্গৈ-
স্তষ্ট্রুবাংসস্তনুভিব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ।”

পরে দেবতাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্বক বেদীর উপরি দেবতাকে “ও দেবস্ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরে “ও হিরো তব বীড়ুজ আশুর্ভব বাজ্যর্কনু পৃথুর্ভব সুবদন্তমগ্নেঃ পুরীষবাহন।” মন্ত্রে হিরীকরণ করিয়া যথাসক্তি পুনর্বার দেবতার অর্চনা করত চামর, ঘণ্টা, বিতান, গো, হিরণ্যাদি-অলঙ্কার, বাতুভাণ্ড ও দেবত্বা সম্পত্তি প্রভৃতি যথাসক্তি নিবেদন করত পাঠ করিবে,—

“ও যাবজ্জরাধরো দেবো যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী।

তাবদজ্জ জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব ॥”

শিববিষয়ে “কেশব” স্থলে “শঙ্কর” এবং অন্যান্য দেবতা স্থলে তত্ত্বগ্রাম উচ্চাৰ্য্য।

তৎপরে ধ্বজসকাশে গিরা সংপ্রোক্ষণ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্বজ-
রোপণ করিবে, যথা—

“ওঁ এহেহি ভগবন্নীশ্বর-বিনির্মিত উপরিচর-বায়ুমাগ্নাহুগারিন্ ত্রিকর
ত্রিনিবাস রিপুধ্বংসকর স্রজনাধিনিলাস সর্বদেবতাসম্মত কুরু শান্তিঃ স্বস্ত্যয়নঞ্চ
মে ভবতু সর্ববিঘ্নান্ হর হর স্বাহা ।”

পরে “ওঁ ধ্বজায় নমঃ” মন্ত্রে ধ্বজ অর্চনা করত “ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” এই
প্রকারে বারত্সর দেবতাকে গুরুপুষ্প দিয়া বাম হস্তে ধ্বজ ধারণ করিয়া
“অন্তোভ্যাঙ্গি মহাপাতকাদিবহুপাপক্লেশকামঃ ত্রিবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং ধ্বজং
ত্রিবিষ্ণুদেবতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। তৎপরে
ধ্বজারোপণের দক্ষিণাস্ত করিতে হয়। দক্ষিণা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ
আচার্য্যকে দিবে।

পরে বিষ্ণুবিষয়ে নিম্নোক্ত বিশেষ মন্ত্র পাঠ করত গুরুভ্যস্তস্ত রোপণ
করিবে, যথা—

“ওঁ সুপর্ণোহসি গুরুভ্যাংস্মিবৃন্তে শিরো গায়ত্র্যাং চক্ষুর্বৃহদ্রথস্তরে পক্ষৌ
স্তোম আত্মা ছন্দাঃস্তজানি বজ্রংবি নাম সাম তে তনুর্কামদেব্যং বজ্রা বজ্রিষং
পুচ্ছং ধিক্ষ্যাঃ শকাঃ সুপর্ণোহসি গুরুভ্যান্ দিবং গচ্ছ স্বঃপত ।”

অনন্তর “ওঁ গুরুভ্যায় নমঃ” মন্ত্রে বারত্সর পূজা করিয়া নমস্কার করিবে,
যথা—

“ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ পরগাস্তকর প্রভো । স্বংপ্রসাদান্নহাবাহো মোদয়েৎ
দিবি দেববৎ ॥ যথা স্বং সংপুটকরঃ সততং নতকঙ্করঃ । তথৈব পুরতো
বিষোদ্বৎপ্রসাদাভ্যবাম্যহম্ ॥”

দুর্গাগৃহপ্রতিষ্ঠায় -- “ওঁ সিংহায় নমঃ” এই নিয়মে সিংহের অর্চনা করিয়া
বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ বিজয়ো জয়দো জ্যেতা রিপুঘাতী শ্রিয়করঃ । দুঃখ-দারিদ্র্যহা শান্তঃ
সর্ববিঘ্নবিনাশনঃ । ইত্য্যেষ্টৌ তব নামানি বস্ম্যাং সিংহপরাক্রম । তস্ম্যাং
সিংহাসনেতি স্বং নামা দেবেষু গীয়সে ॥ স্বরি হিতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ স্বরি
শক্রঃ সুরেশ্বরঃ । স্বরি হিতো হরির্দেবত্বদর্থং তপ্যতে তপঃ ॥ নমস্তে সর্বতো-
ভদ্র দুর্গায়া বাহনঃ পরঃ । ত্রৈলোক্যজয় শত্রুয় সিংহাসন নমোহস্ত তে ॥”

অপরোপর দেবতাবাহিনেরও পূজা ও প্রণাম বিধেয়।

অন্তঃপর গিষ্টক প্রদীপ, আত্ম ও অশ্বখপল্লব, সর্বৌষধি ও পঞ্চশস্ত্রে,

শয্যা, ভেরী প্রভৃতি শয্যসহকারে দেবতার নীরাজনা করিয়া নিম্নোক্ত দানদ্রব্য সম্প্রদান করিবে। যথা—

“যানং শয্যাসনং ছত্রং পাছুকে চাপ্যুপানহৌ।

বাহনং গাঞ্চ ধর্মঞ্চ ত্রিদশেভ্যো দদাতি যঃ।

একৈকস্মাদবাপ্নোতি বহিষ্ঠোমফলং নরঃ ॥”

দেবতার উদ্দেশে যান, শয্যা, আসন, ছত্র, কাষ্ঠপাছুকা, চর্মপাছুকা, বাহন, গো ও ধর্ম উৎসর্গ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল হয়। ঐরূপ, শয্যা, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, কিকিণী, চতুর্দোলা, জলকুন্ত, কমণ্ডলু, রজত ও সুবর্ণপাত্র, তালবৃন্ত, গন্ধাধার, ধূপাধার, মালাধার ও গন্ধতৈল দান করিলে ও পতিত-প্রায় দেবগৃহের পুনঃ সংস্কার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান্তে ‘সুরাস্বামতিবিধি’ ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানকে শাস্তিকলসহ জলে স্নান করাইবে।

দেবতার দত্ত বস্তু যত দিনে নির্মাণ্য হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল, যথা—

“মণিমুক্তাসুবর্ণানাং দেবদত্তানি যানি চ।

ন নির্মাণ্যং দ্বাদশাঙ্গং তাত্রপাত্রং তথৈব চ ॥

পটী শাটী চ যগ্নাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।

মোদকং কুশরকৈব যামার্কেন মহেশ্বরী।

পট্টবস্ত্রং ত্রিমাংসঞ্চ যজ্ঞশূত্রং অহঃ স্মৃতম্।

যাবত্ক্ষণং ভবেদগ্নং পরমায়ুং তথৈব চ।

বিসর্জ্যনীয়ং দেবে তু বিসর্জনমতঃ পরম্ ॥”

দেবোদ্দেশে দত্ত মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও তাত্রপাত্র দ্বাদশবৎসরান্তে নির্মাণ্য হয়। ঐরূপ উত্তরীয় ও পরিধেয়শাটী যগ্নাসান্তে, নৈবেদ্য দানমাত্রে, মোদক ও কুশর (খিচুড়ি) যামার্ক পরে, পট্টবস্ত্র ত্রিমাস্যের অতীত হইলে, যজ্ঞশূত্র এক-দিনান্তে নির্মাণ্য হয়। অগ্নি ও পরমায়ু যাবৎকাল উষ্ণ থাকে, তাবৎকাল দেবভোগ্য থাকে, উক্ত নির্ধারিত সময়ান্তে দেবশরীর হইতে নিবেদিত দ্রব্য অপসারণ করিবে।

গৃহানুষ্ঠান-ব্যবস্থা

ন কোণেষু গৃহং কুর্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ ।

কোণে চ ধনহানিঃ শ্রাদন্তে রিপুভয়ং ভবেৎ ।

মধ্যে চ সৰ্বনাশঃ শ্রাৎ তস্মাদেতদ্ বিবৰ্জয়েৎ ॥

বাস্তভূমির কোণে গৃহনিৰ্মাণ করিলে গৃহস্থামীর ধনক্ষয় হয়, ঐরূপ মধ্যে সৰ্বনাশ, শেষভাগে শত্রুভয়, স্মৃতরাং উক্ত স্থানত্রয় ত্যাগ করিয়া গৃহ-নিৰ্মাণ করিবে।

“প্রাগাদিস্থে সলিলে স্মৃতহানিঃ শিথিলয়ঃ রিপুভয়ঞ্চ । স্ত্রীকলহঃ স্ত্রীদৌষ্ট্যং নৈশ্বং বিত্তাশ্রয়বিবৃদ্ধী চ ॥”

বাস্তভূমির পূৰ্বদিকে সলিল থাকিলে গৃহীর পুত্রহানি হয়, ঐরূপ অগ্নিকোণে অগ্নিভয়, দক্ষিণে শত্রুভয়, নৈশ্বর্ত্তে স্ত্রীর সহিত বিবাদ, পশ্চিমে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, বায়ুকোণে ধননাশ, উত্তরে ধনবৃদ্ধি, ঈশানে পুত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া ভূমি ক্রয় করিবে।

“ভবনশ্চ বটঃ পূৰ্বে জাতঃ শ্রাৎ সার্বকামিকঃ ।

উদুহরন্তথা যাম্যে বারুণে পিঙ্গলঃ শুভঃ ।

প্রক্ষশোভরতো ধন্তো বিপরীতো বিপর্য্যয়ে ॥”

গৃহের পূৰ্বদিকে বটবৃক্ষ জন্মিলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি করে, ঐরূপ দক্ষিণে যক্ষীমোদুহর, পশ্চিমে অশ্বথ, উত্তরে পাকুড়বৃক্ষ শুভ। অন্তথা অশুভ জানিবে।

“অযীর পুগ-পনসাত্রক-কেতকীভিজাতি-সরোজতর্গরৈন বমলিকাভিঃ । বন্য-রিকেল-কদলীদল-পাটলাভিযুক্তং তদাশ্রমপদং শ্রিয়মাতনোতি ॥ শোভনা-দাড়িমাশোক-পুয়াগ-বিল্ব-কেশরাঃ । রক্তপুষ্পাদভয়ং প্রাজঃ কীরিণা চ পশো-র্তয়ম্ । কণ্টকারি ভয়ং কুর্যাৎ গৃহভেদঞ্চ শাল্মলী ॥”

যে বাস্ততে লেবু, সুপারি, কাঁঠাল, আম, কেতকী, জাতি, পদ্ম, তগর, নবমলিকা, নারিকেল ও কদলীবৃক্ষ বর্তমান, সে বাস্ত-ভূস্থামীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাস্ততে রক্ত পুষ্পবৃক্ষ থাকিলে ভয়, কীরি (মনসা) বৃক্ষে পশুভয়, কণ্টকারি বৃক্ষে অন্তবিধ ভয় ও শাল্মলী বৃক্ষে গৃহবিচ্ছেদ জন্মিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল বৃক্ষ বাস্ত হইতে দূরীকরণীয়।

“বাস্তপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ, বাঘেন শেতে থলু নিত্যকালম্ ।

অতিষ্ঠ মাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ, তং বাস্তনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ ॥”

সিদ্ধগণ বশেন, বাস্তবগণ বাস্তবমিব্যাগী পরীক্ষারূপে করিয়া নিত্যই বাস্তবমিতে বাস্তবগণে শরন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিন তিন মাস পরিবর্তন করেন। বধা—

“ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্শিরাঃ শ্রাৎ মার্গাদিকেষু ত্রিষু বাস্যমুখা।

প্রত্যক্শিরাঃ শ্রাৎ খলু ফাস্তনাদৌ জ্যৈষ্ঠাদি কোবেরশিরাঃ স নাগঃ ॥”

বাস্তবগণ ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিকে পূর্বশিরা, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘে দক্ষিণশিরা, ফাস্তন, চৈত্র, বৈশাখে পশ্চিমশিরা ও জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণে উত্তরশিরা হইয়া শরন করেন।

“মুর্দ্ধি খাতে ভবেন্নৃত্যুঃ পৃষ্ঠে শ্রাদ্ পুত্রভার্যায়োঃ।

অধনেহর্থকরং বিজ্ঞাৎ সর্বসম্পত্তথোদরে ॥”

এই কল্প মাসের মধ্যে যে মাসে বাস্তব মন্তক যে দিকে থাকে, তাহার উপর খনন করিলে মৃত্যু হয়, পৃষ্ঠভাগে স্ত্রী-পুত্রের নাশ হয়, অধনদেশে অর্থকর, উদরে সর্বসম্পত্তি জন্মে। সুতরাং উক্ত অঙ্গ ত্যাগ করিয়া উদর বুঝিয়া তথায় খনন করিবে।

“চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।

বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুস্তথৈব চ।

আষাঢ়ে ধনরত্নানি পশুবর্জমবাপ্নুয়াৎ।

শ্রাবণে কাঞ্চনং পুত্রান্ হানিং ভাদ্রপদে তথা।

পত্নীনাশ ইবে মাসি কার্তিকে ধনধান্তভাক্।

মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তদ্বরতো ভয়ম্।

মাঘে চাগ্নিতরং বিজ্ঞাৎ ফাস্তনে কাঞ্চনং সূতান্।

শুক্রপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণপক্ষে তদ্বরতো ভয়ম্ ॥”

চৈত্রমাসে গৃহারন্তে ব্যাধি, বৈশাখে ধনরত্ন, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে পশুভিন্ন ধনরত্ন, শ্রাবণে কাঞ্চন ও পুত্র, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে পত্নীনাশ, কার্তিকে ধনধান্ত, অগ্রহায়ণে অন্ন, পৌষে চোরভয়, মাঘে অগ্নিতর, ফাস্তনে কাঞ্চন ও পুত্রনাশ হয়। শুক্রপক্ষে সুখোৎপত্তি, কৃষ্ণপক্ষে ভয়, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য। এই সমস্ত বিচার করিয়া বাস্তবস্বামীর চন্দ্রতারামুকুল জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত দিবসে গৃহারন্ত করিবে।

গৃহারন্ত কার্যে ঈশানকোণ হইতে সূত্রপাত করিয়া প্রদক্ষিণভাবে নবমাংশে দ্বার স্থাপন করিবে। অগ্নিকোণে শুভরোগণ কর্তব্য। ভূবানীর

কৃত্তিকা হইতে অশ্বেষা পর্যন্ত অগ্ন্যনক্ৰম হইলে ভূমির পূর্বাংশে গৃহ নির্মাণ করিবে। ঐরূপ মধ্য হইতে বিশাখা নক্ৰমে জাত ব্যক্তি দক্ষিণাংশে, অশ্বরাধা হইতে অভিজিৎসহ সপ্ত নক্ৰমে জাত পশ্চিমদিকে, ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্যন্ত নক্ৰমে জাত উত্তরদিকে গৃহ করিলে শুভ হয়। অসম্ভবে পূর্ব উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমের সাম্যবশতঃ পূর্ব বা উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিম এইরূপ দিক নির্ণয় করিতে হয়।

পূর্বোক্ত মাসবিশেষে নাগশয়ন স্থির করিয়া একটিমাত্র গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে নাগক্ৰোড়ে কর্তব্য, দুইটি গৃহ কর্তব্য হইলে দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে, বহু গৃহ করিবার আবশ্যক হইলে পূর্ব বা উত্তরহীন কর্তব্য। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসে উত্তরমুখ, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাসে পূর্ব-মুখ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাসে দক্ষিণমুখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে পশ্চিমমুখ গৃহ হইবে।

গ্রহানুষ্ঠান বিধি

নিত্যক্রিয়াস্তু ভূমামী পুণ্যাশাদি বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন, যথা—
 “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অমৃতং মাসি অমৃতং পক্ষে অমৃততিথৌ অমৃতগোত্রঃ
 ত্রীঅমৃতদেবশর্মা এতদ্বাস্তবসর্বদোষোপশমনকামো বাস্তুপূজনমহকরিস্যে।”
 সঙ্কল্পান্তে স্মৃতিপাঠ করিয়া সামান্ধার্য্য, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনান্তে বাস্তু-
 দক্ষিণাংশে চারি অঙ্গুলি গভীর, এক হস্ত দীর্ঘ, চতুর্কোণ গর্ভ খনন করিয়া
 তাহা বহুতর তৃণ ও গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া জলপূর্ণ করত তাহাতে
 অথবা শালগ্রামশিলায় নিম্নোক্ত দেবতার চতুর্থ্যস্তু “ওঁ” আদি ‘নমো’হস্ত যন্ত্রে
 পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ওঁ গণেশায় নমঃ, এবং ইন্দ্রাদি দশদিকপালৈভ্যঃ,
 সূর্য্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পত্যে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে,
 কেতুভ্যঃ। ক্ষেত্রপালৈভ্যঃ, ক্রুরভূতেভ্যঃ, ব্রহ্মণে, বাস্তুপুরুষায়, শিখিনে,
 পর্জন্তায়, জয়ন্তায়, কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, ভূশায়, আকাশায়,
 বায়বে, পুষ্কে, বিতথায়, গৃহকৃত্তায়, বমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃগুরাজায়, যুগায়,
 পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, স্ত্রীগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বক্রণায়, অশুরায়, শোণায়
 (শেণায়), পাপায়, রোগায়, অহরে, মৃত্যুয়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়,
 অদিত্যে, দিত্যে, আপায়, সাবিজায়, জমায়, রক্তায়, অর্ঘ্যায়, সবিজে,

বিবস্বতে, বিবুধাধিপার, মিত্রার, রাজবন্দনে, পৃথীমরার, আগবৎসার, ব্রহ্মণে, চরকৈ, বিদার্কৈ, পুতনারৈ, পাগরাক্ষৈ, স্বদার, অর্য্যরে, জন্তকার, গিনি-গিজার।” পরে “ও নমস্তে বহুপার বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা” মন্ত্রে বাসুদেব-পূজান্তে লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ ও বাস্তুপুরুষ পূজা করিয়া পৃথিবীর পূজা করিবে। (ধ্যানাঙ্গ বাস্তুবাগে অহুসন্ধের) অতঃপর পৃথিবীকে অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—“ও হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেবস্তোপরি শারিণি। বসাম্যহং তব গৃষ্ঠে গৃহাণার্য্যং ধরিত্রি মে।” পরে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত প্রার্থনা করিবে, যথা—“ও শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে। সূভগে পুত্রদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্। অব্যয়ে চাক্রতে পূর্ণে মূনেষ্টাদিরসঃ সূতে। তুভ্যং কৃত্য ময়া পূজা সমুদ্ভিং গৃহিণঃ কুরু ॥ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দৌরতাং শুভে। ত্বৎপ্রসাদানুমহাদেবি কার্য্যং মে সিধ্যতাং কৃতম্ ॥” অতঃপর অগ্নিসর্পাদির উদ্দেশ্যে মাষতন্তু বলি নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদান করিবে, যথা—“ও অগ্নিত্যোহপ্যথ সর্পেত্যো বে চান্তে তৎসমাপ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিঃ প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্। ভূতাদির উদ্দেশ্যেও বলিপ্রদান কর্তব্য। মন্ত্র যথা—“ও ভূতানি ব্রাক্ষসা বাপি বেহত্ৰ তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহস্ত বলিঃ সর্ব্বৈ বাস্ত্বং গৃহাম্যহং পুনঃ।” জ্যোতিষশাস্ত্রে নিম্নোক্ত মাষতন্তু বলিদান দুইটি বিহিত আছে। মন্ত্র যথা—

“ও স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্তেষু বে দেবা বাস্ত্বসন্তবাঃ। গৃহস্থিষং বলিঃ হস্তং তুষ্টা বাস্ত্ব স্বমালয়ম্ ॥ তথা—ও মাতরৌ ভূতবেতালৌ বে চান্তে বলি-কাঙ্ক্ষিণঃ। বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেহপি গৃহস্থিষং বলিম্ ॥”

বলিপ্রদানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করত প্রণাম করিবে। যথা—“ও ভূতানি যানীহ বসন্তি তানি বলিঃ গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতম্। অন্ত্রত্বাং বাসং পরিকল্পয়ন্ত ক্রমন্ত তানীহ নমোহস্ত তেভ্যঃ ॥” অনন্তর ভূমিতে জাহ্নু পাতিয়া পূর্ব্বোক্ত গর্ভে দধি, দুর্কা, অকুত, পুষ্প, ফল, আত্মপল্লাবাক্ষাদিত জলপূর্ণ ঘট দ্বারা বাস্ত্বর অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—“ও বাস্ত্বোপ্ততে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসার-স্থিতিকারক। গৃহাণার্য্যং ময়া দত্তং গৃহারস্ত্বং করোম্যহম্। যম সর্ব্বহিতার্থায় বিকুলোকার বৈ নমঃ ॥ ও বাস্ত্বোপ্ততরে নমঃ।” পরে “ও শিল্পা-চার্য্যার দেবার নমস্তে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা ও বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ” মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবে। পরে উক্ত অর্ঘ্যাবশিষ্টে জলে ধাত পূরণ করিয়া ‘ও’ উচ্চারণ করত গুরু পুষ্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরীক্ষা

করিবে, পুষ্প দক্ষিণাবর্তে ঘুরিলে শুভ ও বামাবর্তে অশুভ জানিবে।
 খাতমধ্যে গন্ধরত্ন, দধি, দুর্বা, গন্ধশস্ত্র দিয়া শুদ্ধ যুক্তিকা দ্বারা খাত পূরণ
 করিতে হয়। অতঃপর কৃতাজলিপুটে “ওঁ বাস্ত দেবগণাঃ সর্বৈ পূজামাদায়
 যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং পুনরাগমনায় চ। ওঁ ক্ষমধ্বং” মন্ত্রে আবাহিত
 দেবগণের বিসর্জন করিবে। ঈশানাди চারিকোণে চারিটি খাদির শঙ্খ
 প্রদক্ষিণক্রমে “ওঁ বিশস্ত তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। গৃহে ত্বশ্মিংশ
 তিষ্ঠন্ত আয়ুর্কলকরাঃ সদা” মন্ত্রে পুতিয়া দিবে। পরে ঈশানাদিক্রমে তিনবার
 সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। অগ্নিকোণস্থ গর্তে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শোভিত একটি
 শুভ নিয়োক্ত মন্ত্রে রোপণ করিবে, যথা—“ওঁ যথাচলো গিরির্মেকর্হিমবাংশ
 যথাচলঃ। শুভপ্রদ গৃহশুভ তথা ত্বমচলো ভব॥” অতঃপর বহু যুক্তিকা
 দ্বারা গৃহ নির্মাণ করিবে ও কাকাদি ছলক্ষণ নিবারণার্থ ধ্বংস-শব্দ টাঙ্গাইয়া
 রাখিবে।

বাস্তুযোগঃ

বাস্তুসংক্রান্ত যাবতীর ক্রিয়াতেই বাস্তুযোগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত
 তড়াগ-পুষ্করিণ্যাदि প্রতিষ্ঠা ও দেবগৃহারম্ভাদিতেও বাস্তুযোগ কর্তব্য। মনুষ্য-
 বাসার্থ গৃহপ্রতিষ্ঠার একাশীতিপদ বাস্তুযোগ এবং অপরাপর বাস্তুস্থলে
 চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযোগ কর্তব্য।

চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযোগঃ

বিহিতকালে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মুখ্যচাত্রমাস উল্লেখ করত সঙ্কল্প
 করিবে, বাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
 ত্রীঅমুকদেবশর্মা বিষ্ণুগৃহপ্রবেশনিমিত্তক-এতদিষ্টকাদিময়বিষ্ণুবেশ-বাস্তুসর্ব-
 দোষোপশমনকামঃ ত্রীবিষ্ণুগৃহবাস্তুপশমনমহং করিষ্যে ॥”

পরে “দেবো বো” ইত্যাদি সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য। অন্তদেবতার গৃহপ্রবেশ,

গৃহারম্ভ বা অলাশরাতি প্রতিষ্ঠা হলে “ত্রিবিষ্ণুগৃহপ্রবেশের” নামে তত্ত্বগ্রাম উচ্চাৰ্য্য। তৎপরে পঞ্চদেবতা ও নবগ্রহাদির অর্চনা করিয়া আত্ম-দয়িকার্থ পুনরায় নির্যোক্তরূপ সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“অন্তেষ্যাদি—বাস্তুপশমনকর্ম্মাত্ম্যদম্বার্থং (মঠপ্রতিষ্ঠাদি হলে অমুকদেবতা-বেশপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মভাদম্বার্থঞ্চ উল্লেখ্য) সগণাধিপ-গৌর্যাদিবোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোধীরাসম্পাতনাযুধ্য-স্বস্ত-জপাত্ম্যদয়িকপ্রাক্কাণ্ডহং করিষ্যে।” সঙ্কল্পান্তে আত্ম্যদয়িক প্রাক্কাণ্ড করিষ্য। “ও কৰ্ত্তব্যোহস্মিন্ সঙ্কল্পিত-বাস্তুপশমনকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং”—ইত্যাদি নিয়মে স্বস্তিবাচনাদি করিষ্য। তৎপরে বিধানানুসারে ব্রহ্মা, হোতা, তজ্জধার ও সদস্তাবরণ করিবে। (ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) পরে হোতা বজ্রমানের বেদোক্ত মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপে পঞ্চগব্য শোধন পূর্বক গারজীপাঠ সহকারে সমস্ত মিশ্রিত করিষ্য। তদ্বারা “ও বেস্তা বেদিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীভূমি সেচন করিবে। অনন্তর শরৎপক ধাত্ত বা হৈমন্তিক ধাত্ত, গোধূম, যুদগ, তিল, শ্বেতসর্ষপ ও যবমিশ্রিত উদকে পুনর্বার বেদী সেচন করিতে হয়।

ষাদশাঙ্গুল-প্রমাণ চারিটি খদিরকাষ্ঠের শঙ্খ বেদীর পূর্বভাগে নির্মিত বাস্ত-মণ্ডলের চতুর্কোণে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিষ্য। এক একটি করিষ্য পুতিষ্য। দিবে, মন্ত্র যথা—

“ও বিশস্ত তে তলে নাগা লোকপালান্ত কামগাঃ।

অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্কলকরাঃ সদা ॥”

পরে কোণচতুষ্টয়মধ্যে নির্যোক্ত মন্ত্রে প্রত্যেক স্থানে মাষভক্তবলি দিবে, যথা—

“ও অগ্নিত্যোহপ্যথ সর্পেভ্যো। যে চান্তে তৎসমাপ্রিতাঃ।

তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্ ॥”

পূর্বেই খোঁটা চারিটির মধ্যে স্তূর্ণশলাকা দ্বারা মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হয়। (বাস্তুমণ্ডল বাস্তুবাগের শেনে দ্রষ্টব্য)। মণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে বস্ত্রমাণ্যাদি-যুক্ত চারিটি কুণ্ড স্থাপন পূর্বক তন্মধ্যে ঐরূপ একটি ব্রহ্মঘট স্থাপন করিষ্য। পুনর্বার নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাষভক্ত বলি দিবে, যথা—

“ও ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেহত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।

তে গৃহস্ত বলিং সর্কে বাস্তং গৃহাম্যহং পুনঃ ॥”

নিম্নোক্ত বলিদানমন্ত্র জ্যোতিষতত্ত্বে দ্রুত বলিয়া লিখিত হইল।

“ও স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্যেষু বে দেবা বাস্তুসম্বাঃ।

গৃহস্থিমাং বলিং হস্তং তুষ্টা বাস্তু অমালয়ম্ ॥”

‘এষ মাষতস্তবলিঃ ও স্বর্গপাতালমর্ত্যবাসিত্যো বাস্তুদেবেভ্যো নমঃ।’

“ও মাতরৌ ভূতবেতালৌ বে চান্তে বলিকাজ্জিগঃ।

বিষোঃ পারিষদা বে চ তেহপি গৃহস্থিমাং বলিম্ ॥”

‘এষ মাষতস্তবলিঃ মাতৃ-ভূত-বেতানাদিত্যো নমঃ।’ পরে ক্ষেত্রপাল ও পিতৃগণের উদ্দেশে বলি দিবে।

পরে সামান্তার্থ্যাদি ক্রাসাদি শেষ করিয়া মণ্ডলমধ্যে ঘটে নবগ্রহ-পূজা করিয়া নিম্নকথিত ঈশাদি পঞ্চচছারিংশৎ দেবতার এবং মণ্ডলপার্শ্বে স্বন্দাদি দেবীষ্টকের সংস্থাপন ভাবনা করিয়া আবাহনাদি ও অর্চনা করিবে। মণ্ডলকরণে অক্ষম হইলে শালগ্রামে বা জলে পূজা করিবে ; কিন্তু সে স্থলে আবাহন বা বিসর্জন নাই। মণ্ডল-করণে সমর্থ হইলেই আবাহন করিয়া অর্চনা করিবে, আবাহন-মন্ত্রাদি যথা—

“ঈশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিবধ্যস্ব।
অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। এতৎ পাচ্ছ ও ঈশায় নমঃ ॥”

এই নিয়মে পাচ্ছাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া উপরিকথিত নিয়মে নিম্নোক্ত দেবতাগণের অর্চনা করিতে হয়, যথা—

“পর্জন্তায়। জয়ন্তায়। শক্রায়। ভাস্করায়। সত্যায়। ভূশায়। ব্যোম্রে।
অগ্নয়ে। পুষ্টে। বিতথায়। গৃহকৃতায়। বৈবস্বতায়। গন্ধর্ব্বায়। ভৃগুয়।
বৃগায়। পিতৃভ্যঃ। দৌবারিকায়। সূগ্রীবায়। পুষ্পদন্তায়। বকণায়। অশুরায়।
শোষায়। পাপায়। যোগায়। নাগায়। বিশ্বকর্মনে। ভল্লাটায়। যজ্ঞেশ্বরায়।
নাগরাজায়। ত্রিষ্টে। দিষ্টে। আপায়। আপবৎসায়। অর্য্যয়ে। সাবিজায়।
সাবিষ্টে। বিবস্বতে। ইন্দ্রায়। জয়ন্তায়। মিত্রায়। রুদ্রায়। রাজযক্ষণে।
ধরাধরায়। ব্রহ্মণে। স্বন্দায়। বিদার্য্যে। অর্য্যয়ে। পুতনার্য্যে। অস্তকায়।
পাপরাক্ষসে। পিলিপিজায়। চর্য্যে।”

পরে মণ্ডলমধ্যস্থ ব্রহ্মঘটে নিম্নকথিত দেবগণের আবাহন ও ষোড়শো-
পচারে অর্চনা করিবে, যথা—

“ও নমো ভগবতে বাস্তুদেবায় নমঃ।” এই মন্ত্রে বাস্তুদেবের, “ও নমো

নমঃ” মন্ত্রে লক্ষ্মীর এবং “ওঁ বাসুদেবগণেশো নমঃ” মন্ত্রে বাসুদেবগণের অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত ধ্যানে পৃথিবীর পূজা করিবে, যথা—

“ওঁ সর্বলোকধরাং সুরূপাং প্রমদারূপাম্ ।

দিব্যাস্তরণকুচিতাম্ ধরাং রজতনির্মিতাম্ ॥”

“ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে অর্চনা পূর্বক “ওঁ শম্ভুচক্র-
ধরং দেবং শ্রামলং পীতবাসসম্ । শ্রীবৎসকোন্তভোরঙ্গং বনমালাবিভূষিতম্ ॥”
এই ধ্যানে ও “ওঁ হরয়ে নমঃ” মন্ত্রে হরির এবং “ওঁ আকুঞ্চিতকরং বাস্তুমুত্তান-
মসুরাকৃতিম্ । স্মরেৎ পূজাসু কুড্যাদিনিবেশে ত্বধরাননম্ ।” এইরূপে বাস্তুর
ধ্যান করত “ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ” মন্ত্রে বাস্তুপুরুষের ষোড়শোপচারে অর্চনা
করিবে । পবে ব্রহ্মঘটে অক্ষত দিয়া কলসমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, শরৎপক
ধাতাদির বীজ ও শুদ্ধোদক দিয়া কুন্ডের মুখদেশে প্রলম্বিত রক্তসূত্রসহ বর্জনী
(বদনা) স্থাপন পূর্বক চতুর্মুখ দেবতাকে আবাহন করিবে এবং “ওঁ ব্রহ্মাণ-
মমরশ্রেষ্ঠং স্বেতহংসোপরিস্থিতম্ । কমণ্ডলুধরং বক্তং যজ্ঞসূত্রসম্বিতম্ ।
সুভূজং সুপ্রভং দেবং চতুর্ভূজং কিরীটিনম্ । প্রসন্নং সৃষ্টিকর্তারং মহাভাগং
তপস্বিনম্ ।” এইরূপ ধ্যানান্তে ‘ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ’ মন্ত্রে ষোড়শোপচারে তাঁহার
অর্চনা করিবে ।

তৎপবে কুন্ডেব ঈশানকোণে দধ্যাকৃত-সমলঙ্কৃত শাস্তিকুন্ত স্থাপন পূর্বক
তাঁহার মুখে পঞ্চপল্লব ও তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন দিয়া তদুপরি অক্ষত ও ফলপুষ্প-
সম্বিত নূতন শরাব বাধিবে এবং বস্ত্রাবৃত করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ
সহকারে স্থাপন, বরণস্ত্রাস ও তীর্থবিষ্ঠাস করিবে, যথা—

“ওঁ আজিহ্নকলসঃ” ইত্যাদি । (স্থাপনমন্ত্র)

“ওঁ বরণস্ত্রোত্তমস্তনমসি” ইত্যাদি । (বরণাবাহনমন্ত্র ।)

“ওঁ গঙ্গাত্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ ।

সর্বৈ সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ ।

আয়ান্ত বজমানন্ত দুরিতক্ষয়কারকাঃ ॥” (তীর্থাবাহনমন্ত্র ।)

এই মন্ত্রে তীর্থাদি বিষ্ঠাস করিয়া কুন্ডমধ্যে আহৃত সপ্তমৃত্তিকা * ও সর্বৌ-
ষধি, তীর্থজল ও দূর্কাদি দিবে । তৎপরে হোম করিবে ।

* অশ্বহান, গজহান, বন্যক, নদীসজন্ম, হ্রদ, গোষ্ঠ, চতুর্লব্ধ- এই সপ্তহানের মৃত্তিকাকে
সপ্তমৃত্তিকা কহে । এমাণ যথা—

“অশ্বহানং গজহানং বন্যকং নদীসজন্ম ।

হ্রদ-গোকুল-রথ্যান্ত ইত্যেতাঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ ॥”

হোম ।—মণ্ডলের পশ্চিমে কুণ্ডে বা হস্তপ্রমাণ হুণ্ডিলে হোম করিতে হয় । ইহাতে ঈশাদি দেবতাসমূহের প্রত্যেকের দশ দশগাছি, ব্রহ্মার এক শত ও অপরাপর দেবতার কিয়ৎসংখ্যক মোট সাত শত সমিধ্ প্রয়োজন ।

সামবেদী সাধারণী কুশণ্ডিকার বিরূপাক্ষজপাস্তা ক্রিয়া, যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী আচারাজ্যভাগ হোম (২য় খণ্ড সংস্কারপ্রকরণ দেখ) শেষ করিয়া প্রকৃতকর্মারম্ভে অগ্রে অগ্নির ধ্যান করিবে, যথা—

“পিতৃভ্রশ্রকেশাক্ষঃ পৌনঃপুন্যৈরোহিত্যঃ ।

ছাগ্নঃ সাক্ষস্বজোহুগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥”

পরে “অগ্নে স্বং প্রজাপতিনামাসি” বলিয়া নামকরণ ও আবাহন পূর্বক অর্চনা করিবে । তৎপরে প্রাদেশ-পরিমিত সমিধ্ বহিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহুতি-হোম করিতে হয়, যথা—

“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহুগ্নির্দেবতা মহাব্যাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ ।
ও ভূঃ স্বাহা ।

প্রজাপতিঋষিক্ষিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ ।
ও ভুবঃ স্বাহা ।

প্রজাপতিঋষিরত্নষ্ট্রপ্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ ।
ও স্বঃ স্বাহা ।”

প্রকৃতকর্ম—“ও ব্রহ্মণে স্বাহা”—এই মন্ত্রে সমিধ্ যোগে এক শত আহুতি দিয়া পূর্বে অর্চিত ঈশাদি দেবতাসমূহের প্রত্যেককে দশ দশটি যজু-ডুমুরের সমিধ্ দ্বারা বা মধুমিশ্রিত সতিল সযব দ্বত দ্বারা আহুতি দিতে হয় । যথা—“ও ঈশায় স্বাহা ।” (যজুর্বেদী ‘ইদমীশায়’, ঋগ্বেদী ‘ঈশায় ইদং নমম’ মন্ত্রে হতশেষ বাধিবেন) এই নিয়মে “পর্জন্তায় স্বাহা” “অয়স্তায় স্বাহা” ইত্যাদি “চরকৈক্য স্বাহা” পর্যন্ত দশ দশটি সমিধ্ দ্বারা হোম কর্তব্য ।

তৎপরে “বাসুদেবায় স্বাহা, জলৈশ্ব্য স্বাহা, বাসুদেবগণায় স্বাহা, পৃথিব্যে স্বাহা, হরয়ে স্বাহা, বাস্তুপুরুষায় স্বাহা”—মন্ত্রে প্রত্যেকের আট আটটি সমিধ্ দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে ।

তৎপরে নিম্নকথিত মন্ত্রে ঋষাদি স্মরণ পূর্বক নিম্নকথিত পাঁচটি মন্ত্রে দ্বতাক্ত অষ্টসংখ্যক যবাহুতি ও কৃষ্ণতিলাহুতি দিয়া মধু ও দ্বতাক্ত অষ্টসংখ্যক বট, উডুঘর, অর্ষথ, শিরীষ, পাকুড়, অপামার্গ, গলাণ, খদির, কুশ ও দুর্বা-সমিধ্ দ্বারা হোমাস্তে পাঁচটি বিবকল দ্বারা এক একটি করিয়া হোম

করিবে। * বিবকল না গাইলে তবীজ-পঞ্চকযোগেও আহুতি দিতে পারে।
ঋষ্যাদি অরণ পূর্বক হোম করিবে। ঋষ্যাদি বথা—

“বাস্তোম্পতে ইতি ঋকপঞ্চকন্ত (মতান্তরে বসিষ্ঠঋষিঃ প্ৰহ্মকো) বিখ্যামিজঋষিরতিজগতীচ্ছকো বাস্তোম্পতির্দেবতা বাস্ত্বীতরে হোমে
বিনিরোগঃ।” মন্ত্র বথা—

“ও বাস্তোম্পতে প্রতিজানীহস্বানুংস্বাবেশো অনমীবো ভবানঃ।
যজ্ঞমহে প্রতিভন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা ॥” ১ ॥

যজুর্বেদী—‘ইদং বাস্তোম্পতয়ে’, ঋগ্বেদী—‘বাস্তোম্পতয়ে ইদং নমস্’
প্রত্যাহুতি দিবেন। এইরূপ অপর হোমে জ্ঞাতব্য।

“ও বাস্তোম্পতে প্রতরণো ন এষি গরক্ষানো গোভিরশ্বেতিরিন্ধো।
অজরাসন্তে সখে স্তাম পিতবে পুত্রান্ প্রতিভন্নো (ঋগ্বেদী যজুর্বেদী “প্রতি
নো”) জুষস্ব স্বাহা ॥” ২ ॥

“ও বাস্তোম্পতে শগ্‌ময়া সংসদাতে সক্ষীম হিরণ্ময়া গাতুমত্যা। পাহি কেম
উতযোগে বরন্নো যুগ্মং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা ॥” ৩ ॥

“ও অমীবহা বাস্তোম্পতে বিষ্ণুরূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এষি নঃ
স্বাহা ॥” ৪ ॥

“ও বাস্তোম্পতে ধ্রুবা স্থগাং সত্রং সো ম্যাক্ষাং জপ্সঃ পুরাং ভেত্তা শম্বতী-
নামিজ্রো মুনীনাঃ সখা স্বাহা ॥ ৫ ॥” (যজুর্বেদীর পাঠ্য নহে। গৃহ্যোক্তশালা-
হোম বিবিধপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে “ও অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা”—মন্ত্রে স্তুত-হোম করত প্রাদেশপরি-
মিত স্তুতাক্ত সমিধ্‌ বহ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্বক পূর্ববৎ মহাব্যাহুতিহোম
যাবৎ প্রকৃত কৰ্ম শেষ করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত উদীচ্যকৰ্মাদি সম্পাদন করত
মৃড়নামা বহ্নি স্থাপন করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণান্তে
তিলকদান করিবে। পরে যজুর্বেদী “ও যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং
যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহস্রকৃবাকঃ সৰ্ববীরন্তঃ জুষস্ব
স্বাহা। মা হি তুৰ্মা পৃদাকুঃ।” অন্ম বেদী “ও পৃথ্বি ত্বং নীতলা ভব” মন্ত্রে দধি

* মৎস্তপুরাণোক্ত প্রমাণানুসারে উক্ত হোম লিখিত হইল। প্রমাণ বথা—

“হোমত্ৰিমেধলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে। যবৈঃ কৃকতিলৈস্তবৎ সমিধ্‌ভিঃ কীরকুম্বৈঃ।
পালাটৈঃ খাদিরৈরাগামার্গোদধরমন্তবৈঃ। কুশ-দূৰ্ব্বামরৈর্বাণি মধুসর্গিঃসমিধ্‌ভৈঃ। কার্য্যস্ত
পঞ্চভিষিষিষ্যবীতৈরধাপি বা।”

দ্বারা অগ্নি বিসর্জন পূর্বক কদলীপত্র ত্রিপঞ্চাশৎ অংশে পারস বিভক্ত করত
ঈশাদি দেবগণকে নিবেদন পূর্বক বাসুদেবতাদিকে প্রধানপাত্রস্থ পারস
নিবেদন করিয়া দিতে হয়। অনন্তর পূর্বাংশে বহির উত্তরদেশে উপবিষ্ট,
পুত্র-কলত্রাদি-সহিত যজমানকে শান্তিকুন্তস্থ সলিলে পঞ্চপল্লব দ্বারা স্ববেদ-
কথিত বৈদিক শাস্তিমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া “ও সুরাস্বামতিবিঞ্চন্তু” ইত্যাদি
শাস্তিমন্ত্রে অভিষেক করিবে।

পরে যজমান দ্বারা পুনশ্চ পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া আচার্য্য সূত্রযুক্ত
বর্ধনীর * নাল দ্বারা মণ্ডলের অগ্নিকোণে বা আচার্য্যাস্থানে ঈশানকোণে
জলের দ্বারা দিয়া, ‘একহস্তপরিমিত স্থানে চারি অঙ্গুলি-পরিমিত যুস্তিকা
খনন পূর্বক সেই খাত গোময়লিপ্ত ও চন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে এবং
তন্মধ্যে গুরুপুষ্প অক্ষতাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে বাসুদমণ্ডল হইতে ‘ও
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবায়ত্তন্তুমহে উপগ্রস্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশু-
র্ভবা সচা’ মন্ত্রে ব্রহ্মঘট তুলিয়া খাতের নিকট আনিবেন। তৎকালে
সমারোহ সহকারে বাতুধ্বনি, হনুধ্বনি ও শব্দধ্বনি করিতে হয়।
আচার্য্য পূর্বাংশে বসিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সম্যক্ চিন্তা করত পরে গর্ভের
নিকটে ভূমিস্পর্শ পূর্বক পাতিতজানু হইয়া বসিয়া ঘটজলে বক্রণের উদ্দেশে
নিম্নকথিত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে, যথা—

“ও আয়াহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর।

গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পবিতোষায় তে নমঃ ॥ ইদমর্ঘ্যং নমঃ ও
বক্রণায় নমঃ।”

পরে ব্রহ্মঘটের জল এবং বর্ধনীর জল দ্বারা খাত পূর্ণ করত “ও” মন্ত্রে
তজ্জলে একটি গুরুপুষ্প কেলিয়া দিবে। পুষ্প দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিলে শুভ এবং
বামাবর্ত্তে অশুভ জানিবে। তৎপরে পরিষ্কৃত একখানি নব ইষ্টক লইয়া
নিম্নকথিত মন্ত্রপাঠ সহকারে খাতমধ্যে স্থাপন করিবে, যথা—

“ও অব্যক্তে চাক্রতে পূর্ণে মূনেরদ্বিরসঃসূতে। ইষ্টকে অং প্রবচ্ছেষ্টং
প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। দেশ-স্বামি-পুরস্বামি-গৃহস্বামি-পরিগ্রহে। মহুস্যা-ধন-
হস্ত্যশ্ব-পশুবৃদ্ধিকরী তব। ও যথাচলো গিরিমে’কর্হিমবাংস্চ যথাচলঃ। তথা
স্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্ত্ব শুভায় মে ॥”

পরে সেই খাতে পঞ্চরস, দধিযুক্ত অক্ষত, শালিখান্ন, ষষ্টিক খান্ন, মৃগ, গোধূম, সিদ্ধার্থ, তিল ও বব ফেলিয়া শুদ্ধ এবং শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঐ খাত পূর্ণ করিতে হয়। পরে আচার্য্য বাস্তবমণ্ডলে অর্চিত দেবতাদিগকে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে বিসর্জন করিবেন, যথা—

“ওঁ বাস্ত দেবগণাঃ সর্বৈ পূজামাদায় বাজিকাঃ ।

ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং পুনরাগমনায় চ ॥ ওঁ বাস্তদেবতাঃ ক্রমধবম্ ॥”

পরে হোতৃদক্ষিণা অস্ত্রে আচার্য্য ও সদস্তকেও দক্ষিণা দিয়া বাস্তবাগের দক্ষিণাস্ত করিবে। বাক্য যথা—

“ওমন্ত্রে ৷ যাদি—কৃতৈতদ্বাস্তু পশমনকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং ত্রীবিমুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ।”

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্বক সর্বৌষধিজলে যজমানকে স্নান করাইবে ও স্থপতিকে সঙ্কষ্ট করিয়া তিনবাব স্ত্রী দ্বারা গৃহবেষ্টন করত ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া নৃত্যগীতাদি সহকারে মঠপ্রতিষ্ঠা বা জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিবে।

একানীতিপদ-

চতুঃষষ্টিপদ বাস্ত-বাগের নিয়মেই ইহা করিবে। কেবল দেবতার ও মণ্ডলের পার্থক্য মাত্র। একানীতিপদ বাস্তমণ্ডল চারিটি শব্দমধ্যে অঙ্কিত করিবে এবং চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তবাগকথিত ঈশাদি দেবতার স্থলে নিম্নকথিত দেবতাগণের অর্চনা, হোম ও পায়সবলি দিবে। ব্রহ্মকুন্তস্থানে পূর্ববৎ বাস্তদেবাদি দেবতাব অর্চনাও কর্তব্য।

“শিখ্যাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি নিয়মে কুশ, পুষ্প ও আতপ-তণ্ডুল দ্বারা আবাহন পূর্বক প্রত্যেকের পৃথক পৃথকরূপে অর্চনা করিবে।—
“ওঁ শিখিনে নমঃ” এই প্রণালীতে ‘পর্জন্তায়, অয়ন্তায়’(জরায়), কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, ভূশায়, আকাশায়, বায়বে, পুষ্কে, বিতথায়, গৃহকতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সূগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অশুরায়, শোষায়, পাপায়, রোগায়, অহরে, মূধ্যায়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিতৈ, দিতৈ, আপায় (যমায়), সাবিজায়, জরায়, রুদ্রায়, অর্য্যয়ে, সবিজ্রে, বিবস্বতে, বিবুধাধিপায়, মিত্রায়, রাজবন্দ্রণে, পৃথ্বীধরায়, আপবৎসায়, ব্রহ্মণে, চরকৈ, বিদার্কৈ, পুতনারৈ, পাপরাক্ষসৈঃ ।”

ব্রহ্মঘণ্টে “বান্ধুদেবার, লটম্বা, বান্ধুদেবগণেশ্যঃ, পৃথিব্যো, হরয়ে, বাস্তপুরুষায়, চতুর্মুখায় ।”

পূজাস্তে চতুঃষষ্টিবাস্তবাগাহুসারে অন্যান্য সকল কার্য্য কর্তব্য। উক্ত শিখী প্রভৃতি প্রত্যেকের উদ্দেশে দশটি করিয়া ব্রহ্মার এক শত উদ্ভূতসমিধ্-স্থতাস্ত করিয়া আহুতি দিবে।

জলাশয়-উৎসর্গ

জলাশয় উৎসর্গ করিলে দেহান্তে বয়ালয়ে কষ্ট পাইতে হয় না। বাপ্পী, কূপ বা পুষ্করিণীর উৎসর্গে উহাব পশ্চিমাংশে বাগমণ্ডপ নির্মাণ করিবে। ন্যূনপক্ষে কূপপ্রতিষ্ঠায় দশহস্তপরিমাণ মণ্ডপ নির্মাণ করা আবশ্যক। ঐরূপ দীর্ঘিকাপ্রতিষ্ঠায় দ্বাদশ-হস্তপরিমাণ, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠায় চতুর্দশহস্ত-পরিমাণ, তড়াগে ষোড়শহস্তপরিমাণ মণ্ডপ করিতে হয়। মণ্ডপের অর্দ্ধপরিমাণে মণ্ডপমধ্যে চতুরস্র, চতুর্হস্ত-পরিমাণ, চতুর্কোণ তিনটি বেদিকা হইবে, তাহা উর্দ্ধে মণ্ডপের অষ্টম ভাগ-পরিমাণে গঠিত হওয়া কর্তব্য। একটি বাস্তবেদী, দ্বিতীয়টি বরুণবেদী, তৃতীয়টি গ্রহবেদী জানিবে। বর্তমান কালে চক্রাজ-মণ্ডলে অঙ্কিত পদ্মমধ্যেই সূর্য্যাদি অঙ্কিত হয় ও তথায় পূজা হইয়া থাকে। মৎস্যপুরাণমতে তড়াগপ্রতিষ্ঠায় চতুর্হস্ত দীর্ঘ বেদিকা হইবে। বেদীতে চারিটি দ্বার ও চারিটি কোণ হইবে, প্রত্যেক দ্বারে ও কোণে ধ্বজ ও পতাকা শোভিত করিবে। পতাকাবস্ত্র বক্ষ্যমাণ লোকপালের তুল্যবর্ণ হইবে। মণ্ডপদ্বার চতুষ্টয় পূর্ব্বাদিক্রমে অশ্বখ, উদ্ভূত, প্লব ও বট শাখা দ্বারা নির্মিত হইবে। বজ্রমান পত্মীর সহিত সর্কৌষধিজলে স্নান করিয়া পুত্র-পৌত্র সমভিব্যাহারে বাগমণ্ডপে মজলবাস্তসহযোগে পশ্চিমদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মণ্ডপমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। জলাশয়োৎসর্গ পূর্ত্তকার্য্য, ইহাতে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার আছে, কিন্তু বাক্যপাঠ ব্যতীত মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই, ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহা পাঠ্য। এই কার্য্যে পূর্ব্বমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। অধিকন্তু ইহাতে ও বৃষোৎসর্গে সঙ্কল্পান্তে স্বস্তিবাচন কর্তব্য।

বজ্রমান নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে আচমনাদি করত পূর্ব্বান্ত হইয়া তিল, তুলসী, ত্রিপত্র, কল, পুষ্প ও জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরাম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকগণ্ধে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা চতুরন্ত-চতুরর্ণোমহীদানজন্তকল-সমকলপ্রাপ্তিকামো (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশরোৎসর্গমহং করিষ্যে।”

পরে সঙ্কল্পসূক্তাদিপাঠান্তে স্থিতিবাচন কর্তব্য, যথা—

“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ মৎসঙ্কলিত-জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশরোৎসর্গকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্তু” (বারজয় পাঠ্য)। “ওঁ পুণ্যাহং” “ওঁ পুণ্যাহং” “ওঁ পুণ্যাহমিত্যাदि।”

তৎপরে যথাযথ বাস্তব্যাগের সঙ্কল্প করিবে। অতঃপর “অন্ত্যেত্যাदि—মৎসঙ্কলিত-জলাশরোৎসর্গ-কর্মভ্যাদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্যাদি-ষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোধারাসম্পাতনায়ুষ্ণসূক্তজপাত্ম্যদগ্নিকশ্রাদ্ধাহং করিষ্যে।”—এইরূপ বাক্যান্তে গৌর্যাদি-ষোড়শমাতৃকার অর্চনা, বসুধারাপাত, আয়ুষ্ণসূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত * চতুঃষষ্টিপদ বাস্তবমণ্ডল, চক্রাজমণ্ডল ও গ্রহমণ্ডল অঙ্কন করিবে। (প্রতিষ্ঠাপ্রকরণশেষে দ্রষ্টব্য) অনন্তর বাস্তবেদীর কলমষটক ও পুষ্করিণীমণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে চারিটি এবং বেদীর চারিকোণের নীচে চারিটি ও ঈশানকোণে একটি শান্তিকুন্ত রাখিবে। তৎপরে গুরুবরণ এবং ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদন্ত বরণ করিবে। বাক্য যথা—

“অন্ত্যেত্যাदि—অস্মিন্ জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশরোৎসর্গকর্মাহোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণমেতির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্ত-মহং বৃণে।” এইরূপ বাক্যে সকল বরণ সম্পাদনীয়। (বরণপ্রণালী ব্রত-প্রতিষ্ঠায় দেখ)

তৎপরে শ্বেতসর্ষপ বিকিরণ পূর্বক বিষবিদূরণ কথিতে হয়। তাহার মন্ত্র যথা—

“ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।

অপসর্পন্ত তে সর্বে যে চান্তে বিষকারকাঃ ॥

বিনারকা বিষকরা মহোগ্রা, যজ্ঞধিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।

সিদ্ধার্থকৈবর্জসমানকলৈর্ময়া নিরন্তা বিদিশঃ প্রয়াস্ত ॥”

* ইহাতে বটী-মার্কণ্ডেয়ের পূজা নাই।

বাস্তব্যাগান্তে হোতা তত্ত্বম্ভপাঠসহকারে পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী শোধন পূর্বক বেদীর উপরিভাগে ‘বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিতানবন্ধন করত বেদীর পূর্বাংশে ধাতুমন্ত্রে পাতিত ধাতোপরি ঘটস্থাপন মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে বথাক্রমে গণেশ, সূর্য্য, ব্রহ্ম, কেশব ও দুর্গাকে স্বয়ং মন্ত্রে আবাহন পূর্বক পূজা করিয়া ষোড়শার-চক্রাঙ্কমণ্ডলের পশ্চিমে স্বগৃহোক্ত নিয়মে বহিঃস্থাপন করিবেন। তৎপবে সাধারণী কুশভিকার নিয়মে ব্রহ্মস্থাপন হইতে “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে”—মন্ত্রপাঠ বাবৎ সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, বক্রণমণ্ডলের উত্তরে গ্রহবেদীতে অঙ্কিত অষ্টদলপদ্মमध्ये বর্জুলাকারে লোহিত-বর্ণ শুড়িকাযোগে সূর্য্য অঙ্কিত করিবে। ফল কথা, এটি অগ্রেই অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্তব্য। এই প্রকারে অগ্নিকোণে শুভ্রবর্ণে অর্জুচক্রাকারে চন্দ্র, দক্ষিণে ত্রিকোণাকৃতি লোহিতবর্ণে মঙ্গল, ঈশানকোণে ধনু্রাকৃতি পীতবর্ণে বুধ, উত্তরে পদ্মাকৃতি পীতবর্ণে গুরু, পূর্বদিকে চতুর্কোণাকৃতি শুভ্রবর্ণে শুক্র, পশ্চিমে সর্পাকৃতি কৃষ্ণবর্ণে শনি, নৈঋতকোণে মকরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণে রাহু, বায়ুকোণে তিনটি খড়্গাকৃতি ধূস্রবর্ণে কেতু অঙ্কন পূর্বক নিম্নোক্ত ধ্যান ও মন্ত্রপাঠসহকারে আবাহন করত সংস্থাপন করিতে হয়। সূর্য্যধ্যান—“কত্রিঃ কাশ্চপঃ রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্বাননং সপ্তাঙ্গবাহনম্। শিবাধিদৈবতং ধ্যামেদ্ বহিঃপ্রত্যাদিদৈবতম্।” ধ্যানান্তে কুশ, পুষ্প ও শুক্লতণ্ডুল হাতে লইয়া আবাহন করিবে। “ও ভূভূবঃ স্বঃ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।” ইত্যাদি প্রকারে নবগ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যাদিদেবতাগণের আবাহন কর্তব্য। কেবল “সূর্য্য ইহাগচ্ছ” স্থানে যে দেবতা, সূর্য্যস্থানে সেই দেবতার নাম উল্লেখ্য। সূর্য্যের অধিদেবতা শিব, প্রত্যাদিদেবতা বহিঃ। ‘আকুঞ্চে ন রজসা’ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন।

অগ্নিকোণে—সোমধ্যান—“সামুদ্রং বৈশ্রামাত্রৈরং হস্তমাত্রং সিতাশ্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাছং বরদং দক্ষিণং সগদেত্তরম্। দশাঙ্গং শ্বেতপদ্মম্ বিচিস্ত্যোমাধি-দৈবতম্। অলপ্রত্যাদিদৈবক সূর্য্যাস্তমাহ্বয়েৎ সদা ॥” (সামবেদী ‘আপ্যারম্’ ইত্যাদি, যজুর্বেদী “ইমং দেবা অসপত্নঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা উমা, প্রত্যাদিদেবতা অপ্।)

দক্ষিণে—মঙ্গলধ্যান—“আবস্ত্যং কত্রিঃ রক্তং মেঘম্ চতুরঙ্গুলম্। আরক্ত-মাণ্য-বসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্। দক্ষিণোর্জ্জকমাচ্ছত্তিবরাতর-গদাকরম্। আদিত্যাতিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। কন্দাধিদৈবতং ভৌমং

ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্।” “ও অগ্নির্মুর্দ্ধা দিবঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা স্বন, প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী।

ঈশানে—বুধধ্যান—“মাগধঃ স্বানুগাজেরঃ বৈশ্বঃ পীতং চতুর্ভুজম্। বামোর্দ্ধক্রমতর্চ্চ-গদা-বরদ-খড়্গানম্। সূর্য্যাস্তঃ সিংহগঃ সৌম্যঃ পীতবস্ত্রং তথাস্বরেৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্।” পূর্ব্ববৎ বজ্রকর্ষদীর “ও উষ্মাধ্যায়ে প্রতিজাগৃহি,” সামবেদীর ‘অগ্নেবিস্বতু’ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু।

উত্তরে—বৃহস্পতির ধ্যান — ‘ও দ্বিজমাদিরসঃ পীতং সৈন্ধবঞ্চ বড়ঙ্গুলম্। ধ্যারেৎ পীতাস্বরং জীবঃ সরোজস্থঃ চতুর্ভুজম্। দক্ষোর্দ্ধাধোঃক-বরদ-করকাদণ্ডমাস্বরেৎ। ব্রহ্মাধিদৈবতঃ সূর্য্যাস্তমিঙ্গপ্রত্যধিদৈবতম্।” (বজ্রকর্ষদীর “ও বৃহস্পতে অতিষদর্ধ্যঃ” ইত্যাদি, সামবেদীর ‘বৃহস্পতে পরিদীপ্য’ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্র।)

পূর্বে—শুক্রধ্যান—“ও শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবান্গুলম্। পদ্মস্বমাস্বরেৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্। সদাক-বর-করকা-দণ্ডস্থং সিতাস্বরম্। শক্রাধিদৈবতঃ ধাত্বা শচীপ্রত্যধিদৈবতম্।” বজ্রকর্ষদীর “ও অন্নং পরিষ্কতো রসম্” ইত্যাদি, সামবেদীর ‘শুক্রেস্তে অন্নদ্’ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যধিদেবতা শচী।

পশ্চিমে—শনির ধ্যান—“ও সোবাধ্বঃ কাশ্তপঃ শূদ্রঃ সূর্য্যাস্তঃ চতুর্ভুজম্। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাস্বরং গৃধ্রগতঃ সোবিং চতুর্ভুজম্। উত্তরাণধরঃ শূল-ধনুর্ইস্তং সমাস্বরেৎ। যমাধিদৈবতঃ প্রজাপতি-প্রত্যধিদৈবতম্।” “ও শন্নো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি।

নৈঋতে—রাহুর ধ্যান,—“ও রাহুঃ মলয়জঃ শূদ্রঃ পৈঠীনঃ দ্বাদশাঙ্গুলম্। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাস্বরং রোদ্রঃ সিংহাসীনঃ সমাস্বরেৎ। চতুর্কোহঃ খড়্গধরঃ শূলচর্চ্চ-করস্তথা। কালাধিদৈবতঃ সূর্য্যাস্তঃ সর্প-প্রত্যধিদৈবতম্।” “ও করান-চিহ্ন আতুব” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা কাল, প্রত্যধিদেবতা সর্প।

বায়ুকোণে—কেতুর ধ্যান—“ও কোশদীপঃ কেতুগণঃ জৈমিনীয়াঃ বড়ঙ্গুলম্। ধূম্রঃ গৃধ্রগতঃ শূদ্রমাস্বরেদ্ বিরুতাননম্। সূর্য্যাস্যঃ ধূম্রবসনঃ বরদঃ গদীনঃ তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্ম-প্রত্যধিদৈবতম্।” “ও কেতুঃ কৃষ্ণকৈতবে” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত, প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা।

সকল অধিদেবতাই গ্রহের দক্ষিণে ও প্রত্যাদিদেবতা বামে অবস্থিত। পূর্বোক্ত মন্ত্রে নবগ্রহের, অধিদেবতার ও প্রত্যাদিদেবতার লোমমন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলের দক্ষিণদিকে বিনায়ক, পশ্চিমে দুর্গা, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে আকাশ ও পূর্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ‘ও ভূভুবঃ স্বঃ বিনায়ক ইহাগচ্ছ’ ইত্যাদিরূপে গুরু ততুল হস্তে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে সূর্য্যাদি উদ্দেশ্যে বলি দিতে হয়। যথা—

“এষ শুভোদনবলিঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ” এই নিয়মে যথাক্রমে নববিধ দ্রব্যের বলি নবগ্রহকে দান করা কর্তব্য। যথা—

সূর্য্য—শুভোদন; সোম—স্বতপায়স; মঙ্গল—যাবক (বাউ) অন্ন, বুধ—দুগ্ধোদন; শুক্র—দধ্যোদন; শনি—কৃষ্ণতিল, ততুল (খিচুড়ি) ও মাষকলায়-সিদ্ধ, গুরু—স্বতোদন, রাহু—ছাগমাংস, কেতু—চিহ্নোদন অর্থাৎ হরিদ্রা-রঞ্জিত অন্ন।

অধিদেবতা, প্রত্যাদিদেবতা ও বিনায়কাদি দেবতাদিগকে স্বত-পায়স দান করা কর্তব্য। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বলির অসম্ভাব ঘটিলে সকলকেই স্বত-পায়সদান ব্যবস্থা।

পরে অপরূপ উপচার ও তিল এবং নারিকেল-লড্ডুকাদি উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা—

“এতানি ভূরি-ভক্ষ্যামি অধিদৈবত-প্রত্যাদিদৈবত-বিনায়ক-পঞ্চসহিতৈভ্য আদিত্যাদিনবগ্রহৈভ্যো নমঃ।”

অতঃপর চক্রাজমণ্ডলে নিয়োক্ত মন্ত্রে লোকপালগণের স্ব স্ব আশ্রিত দিকে অর্চনা করিবে, যথা,—

“ওঁ ইন্দ্রম্ মহসা দীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বশ্চৈব নিত্যং নমো নমঃ।—ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ ইন্দ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধ্যস্ব ইহাভিমুখো ভব অজাধিষ্ঠানঃ কুরু মম পূজাং গৃহাণ।—এতৎ পাত্যং ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।”—এই নিয়মে অর্চনা করত ঐ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি ও স্বত-পায়স বলি দিয়া জপ ও নমস্কার করিবে।

তৎপরে অন্যান্য দিকপালদিগের অর্চনা করিতে হয়। তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ পূজামন্ত্র যথা—

“ওঁ আশ্বিনঃ পুরুষো বরুণঃ সর্বদেবমরোঃব্যয়ঃ।

ধূমকেতুরনামব্যয়শ্চৈব নিত্যং নমো নমঃ ॥ (অগ্নিমন্ত্র)।

ওঁ বমশ্চোৎপলবর্ণীভঃ কিরীটী দণ্ডধ্বজ সদা ।

ধর্মসাক্ষী বিত্তকাস্ত্রা তন্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (বমমন্ত্র)

ওঁ নিখতিস্ত পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্বরক্ষোহধিপো মহান্ ।

খড্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (নিখতিমন্ত্র)

ওঁ বক্রণো ধবলো জিহ্বুঃ পুরুষো নিরুগাধিপঃ ।

পাশহস্তো মহাবাহুস্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (বক্রণমন্ত্র)

ওঁ বায়ুশ্চ সর্ববর্ণোহরঃ সর্বগন্ধবহঃ শুভঃ ।

পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তন্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (বায়ুমন্ত্র)

ওঁ গোঁরো যন্ত * পুমান্ সৌম্যঃ সর্বৌষধিসমম্বিতঃ ।

নক্ষত্রাধিপতিঃ সৌম্যস্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (সৌম্যমন্ত্র)

ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্রঃ সর্ববিজ্ঞাধিপো মহান্ ।

শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (ঈশানমন্ত্র)

ওঁ পদ্মায়োনিশ্চতুর্ভূজির্হেমবাসাঃ পিতামহঃ ।

বজ্রাধাক্ষশ্চতুর্ভূজস্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (ব্রহ্মামন্ত্র)

ওঁ ষোহসাবনস্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ সচবাচরম্ ।

পুষ্পবন্ধারয়েন্নৃদ্ধি তন্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ (অনন্তমন্ত্র)

তৎপরে চতুবঙ্গুলি-প্রমাণ বজ্রতম্র, দ্বিভুজ, হংসাক্রুত, দক্ষিণহস্তে অভয়দাতা, বামহস্তে সুনরাকৃতি নাগপাশ ও সলিলরাশি, নদ, নদী সমুদ্রে পরিবৃত, এইরূপ বক্রণপ্রতিমা মণ্ডলমধ্যে তাম্রাধারে রাখিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাস্ত্রাস, পীঠাস্ত্রাস, “ওঁ বৌ” বীজে কবস্ত্রাস অঙ্গস্ত্রাস পূর্বক নিম্নলিখিত ধ্যান করিবে, যথা—

“ওঁ প্রশান্ত-বদনঃ সৌম্যঃ হিমকুন্দেন্দুসম্বিতম্ । সর্বাভরণসংযুক্তঃ সর্বলক্ষণ-লক্ষিতম্ ॥ কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ শ্রীণয়স্তমিব স্থিতম্ । লাবণ্যামৃতধারাভি-স্তূর্ণয়স্তমিব প্রজাঃ ॥ রাজহংসসমাক্রুতঃ পাশব্যগ্রকরঃ শুভম্ । পুরুষাদৈর্দ্যুতৈঃ সর্কৈঃ সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ গোঁর্য্য। কাস্ত্র্য। চাহুগতঃ নদীভিঃ পরিবারিতম্ । নাগৈ-র্ষাদৌগর্গৈর্যুক্তঃ ব্রহ্মাণমিব চাপরম্ । সৃষ্টিসংহাবকর্তারং নারায়ণমিবাপরম্ ॥”

এই প্রকারে বক্রণের ধ্যান করিয়া “ওঁ বক্রণস্তোস্তস্তনমসি বক্রণস্ত স্তস্ত সর্জনোহু । বক্রণস্য ঋত সদন্তসি বক্রণস্ত ঋতসদনমসি বক্রণস্য ঋতসদনমাসীদ”— “ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ বক্রণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ” ইত্যাদি বলিয়া আবাহনী

প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক আবাহনাদি করিবে এবং “আং হ্রীং ক্রৌং”— ইত্যাদি নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত “এতৎ পাশ্চং ও বৌ বরুণায় নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করত শয্যা, ছত্র, পাছুকা, দর্পণ ও ব্যঞ্জন উৎসর্গ করিতে হয়।

অনন্তর স্বর্ণময় কুর্ম ও মকর, রজতময় মৎস্য ও ডুগুত, তাম্রময় কর্কট ও ভেক, লৌহময় শুশুক এবং স্বর্ণময় অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনাগ ‘বরুণস্যোত্তম-নমসি’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের, নাগাষ্টকের ও কুর্মাদির আবাহন করত পঞ্চোপচারে অর্চনা করিবে।

দেবগণ যথা,—ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, কমলা ও অম্বিকা।

নাগাষ্টক যথা,—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ।

কুর্মাди যথা—কুর্ম, মকর, ডুগুত, কর্কট, মণ্ডুক, শিশুমার।

অতঃপর পূর্বরচিত মণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে দধ্যাক্ত-বস্ত্রাদি-সমলঙ্কৃত স্থাপিত চারিটি কুন্তে সমুদ্রেব আবাহন করিবে। তাহার মন্ত্র যথা—

“ও সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলস্ত মধ্যাং পুনানায়ন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রৌ বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত।”—“ও সমুদ্রেভ্যো নমঃ” এই নিয়মে প্রতি কুন্তে পঞ্চোপচারে অর্চনা করিবে। তৎপরে বেদীর ঈশান-কোণস্থ, দধ্যাক্ত-সমলঙ্কৃত, পঞ্চপল্লব- (আশ্র, অশ্বখ, বট, প্লব, উডুম্বর) মুখ, বস্ত্রাবৃত, পঞ্চরত্ন- (সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, রাজপট্ট, প্রবাল) গর্ত শান্তিকলস ধরিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা —

“ও আজিহ্ন কলশ মহা ত্বা বিশস্তিনবঃ পুনরুজ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষে, রুধারাঃ পরম্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥”

অনন্তর নদীজল-পূরিত কলস ধরিয়া এই মন্ত্র পড়িবে, যথা—“ও বরুণস্তো-ত্তমনমসি বরুণস্ত স্বস্ত সর্জনীস্থ বরুণস্ত ঋত সদন্তসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদনমাসীদ।”

তৎপরে সপ্ত যুক্তিকা (অশ্বস্থান, গজস্থান, বন্দীক, নদীসজম, হ্রদ, গোকুল, রথ্যা) ও সর্কৌষধি কলসमध्ये দিয়া তীর্থাবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

“ও গজাচ্ছাঃ সরিতঃ সর্কীঃ সমুদ্রাচ্চ সরাসি চ। সর্কী সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়ান্ত বজমানস্ত দুরিতক্ষয়কারকাঃ ॥”

অনন্তর হোম করিবে, যথা—পূর্বস্থাপিত অগ্নিতে, “ও পিতৃভ্র-শ্র-কেশাকঃ পীনাভ-অঠরোহীকণঃ। ছাগন্থঃ সাক্ষজ্যোহরিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তি-ধারকঃ ॥” এই ধ্যানপাঠান্তে বরুণনামা অগ্নির অর্চনা করত চক্রপাক

করিবে। প্রথমতঃ চক্রপাকার্থ মূষ্টি নির্কপণাদি আবশ্যক। যথা—চমসহ জলযোগে প্রোক্ষিত তণুল “ও বরুণায় স্বা জুষ্টং নির্কপামি” মন্ত্রে উদ্বৃথলে গ্রহণ পূর্বক মূষলযোগে আঘাত করত বিনা মন্ত্রে আর দুই মূষ্টি তণুল উদ্বৃথলে দিয়া আঘাত করিবে। (বজ্রকর্কেদীরা “ও বরুণায় স্বা জুষ্টং গৃহ্যামি, ও বরুণায় স্বা জুষ্টং নির্কপামি, ও বরুণায় স্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।” এই মন্ত্রদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে তণুলমূষ্টি গ্রহণ, উদ্বৃথলে স্থাপন ও প্রক্ষালন করিবে। ঋগ্বেদীয়ের পক্ষে “ও বরুণায় স্বা জুষ্টং নির্কপামি, ও বরুণায় স্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি” এই মন্ত্রদ্বয়ে উদ্বৃথলে তণুলদান ও প্রক্ষালন কর্তব্য।) অতঃপর শূর্প দ্বারা বারত্বর প্রক্ষোঁটন, শোধনী দ্বারা বারত্বর প্রক্ষালন পূর্বক যথাবিধি পবিত্রাস্তর্হিত স্থালীমধ্যে বিস্তৃত দ্বত দিয়া হুঙ্কার দ্বারা সাধারণী কুশণ্ডিকার নিয়মে চক্রপাক করিবে। তৎপরে স্বগৃহোক্ত নিয়মে সামবেদী প্রপদা ও বিক্রপাকজপান্তা কুশণ্ডিকা, বজ্রকর্কেদী ও ঋগ্বেদী আধারাজ্য-ভাগ শেষ করিয়া প্রকৃত কর্ম করিবে। যথা—

প্রথমে প্রাদেশ-পরিমিত দ্বতান্ত সমিধ্ অগ্নিতে দিয়া মহাব্যাহতি-হোম করত দ্বতাহতি দ্বারা বকণ-হোম করিবে, যথা—

“ও সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলন্ত মধ্যাং পুনান। রন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইজ্রো
যা বজ্রী বৃষভো বরাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত স্বাহা ॥ ১ ॥
(বজ্রকর্কেদী ‘ইদং বরুণায়’, ঋগ্বেদী ‘বরুণায় ইদং নমম’ বলিয়া হৃতশেষ
রাখিবেন। এইরূপ পরবর্তী হোমেও কর্তব্য) “ও যা আপো দিব্যা উত বা অবন্তি
থনিত্রিমা উত বা বাঃ স্বরজাঃ। সমুদ্রার্থা বাঃ শুচয়ঃ পাবকান্তা আপো
দেবীরিহ মামবন্ত স্বাহা ॥ ২ ॥ ও বাসাং রাজা বরুণো বাতি মধ্যে
সত্যান্তে অবপশ্চন্ জনানাম্। মধুশ্চুতঃ শুচয়ো বাঃ পাবকান্তা আপো
দেবীরিহ মামবন্ত স্বাহা ॥ ৩ ॥ ও বাসু রাজা বরুণো বাসু সোমো, বিবেদেবা
বাসুর্জঃ মদন্তি। বৈশ্বানরো বাহগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত
স্বাহা ॥” ৪ ॥

সামবেদীয়েরা দেবতোদ্দেশ করিবে না।

তৎপরে চক্রহোম।—চক্রমধ্যে ও মেন্ধণে দ্বত প্রদান পূর্বক মেন্ধণযোগে স্থালীমধ্য হইতে চক্র লইয়া ফকে রাখিয়া পুনর্বার চক্রমধ্যে অর্থাৎ স্থালীতে ও ফকে দ্বত দিবে। যতবার চক্র লইবে, ততবার এই প্রকার বিধি।

“ও তদ্বারামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশান্তে যজমানো হবির্ভিঃ।

অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যক্শংসমান আয়ুঃ প্রমোদীঃ স্বাহা ৫ ॥—
নামবেদী ব্যতীত অন্তবেদীরা হোমাস্তে “ইদং বরুণায়” বা ‘বরুণায় ইদং নমম’
বলিয়া হতশেষ রাখিবে। এই প্রকার সৰ্ব্বত্র উচ্চাৰ্য্য।

“ও তদিদং নস্তং তদিবা মহমাহস্তদয়ং কেতো হৃদ আবিচষ্টে। শুনঃশেপো-
ষমহ্ৰদগৃভীতঃ সে। অশ্বান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু স্বাহা ॥ ৬ ॥ ও শুনঃশেপো
হৃহ্ৰদগৃভীতশ্চিষাদিত্যং ক্রপদেষু বহুঃ। অবৈনং রাজা বরুণঃ সমুজ্যাদিহা
অদকো বিমুমোক্তু পাশান্ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ও অবতে হেলো বরুণ নমোভিরব
যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ। কয়ন্নশ্চভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রুধঃ
কৃতানি স্বাহা ॥ ৮ ॥ ও উহুত্তমং বরুণ পাশমশ্বদবোধমং বিমধ্যমং প্রধায়।
অথাবন্নমাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম স্বাহা ॥ ৯ ॥ ও অন্নোহগ্নে
বরুণস্ত বিদ্বান্ দেবঃ হেলোহবযাসিষাষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোশু-
চানো বিদ্বা ঘেবাংসি প্রমুমুজ্যাম্ স্বাহা ॥ ১০ ॥ ও স অন্নোহগ্নেহবমো
ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্তা উষসো ব্যুঠৌ। অবধক্শনো বরুণং বরাণো
বীহি মৃডীকং সুহবো ন এধি স্বাহা ॥ ১১ ॥ ও ইমং মে বরুণশ্রধীহব্যমজা
চ মুলয় আমবস্ম্যরাচকে স্বাহা ॥ ১২ ॥

চক্রহোমাস্তে স্থানীর ঈশানকোণ হইতে প্রচুর চক্র মেন্ধনে লইয়া নির্যোক্ত
মন্ত্রে অগ্নিতে ঈশানকোণে (যজুর্বেদীর অগ্নির পশ্চিমে) আহুতি প্রদাতব্য।
মন্ত্র যথা—

“ও বদন্ত কৰ্মণো অত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টং শ্বিষ্টকৃষি-
দ্বান্ সৰ্ব্বং শ্বিষ্টং সুহতং করোতু মে ॥ অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে সুহতহতে সৰ্ব্বপ্রায়-
শ্চিত্তাহতীনাং কামানাং সমৰ্কস্মিত্রে সৰ্ব্বায়ঃ কামান্ সমৰ্কয় স্বাহা ॥”

তৎপরে মেন্ধন অগ্নিতে ফেলিয়া “আকুঞ্জন রজসা” প্রভৃতি নয়টি মন্ত্রে
নবগ্রহের অর্ক-পলাশাদি যে গ্রহের যে সমিধ্, সেই সমিধ্‌যোগে প্রত্যেকের
আটটি করিয়া হোম করিতে হয়। তদনন্তর উদীচ্যকর্ম করিবে। সামবেদীর
“অন্তোত্যাগি—পুঙ্করিণীজলাশয়োৎসর্গাদীভূত-হোমকর্মণি যদৈগুণ্যং জাতং
তদ্বোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং করিষ্যে।” এই প্রকার সঙ্কল্প
করিয়া “বিধু” নামক বহি স্থাপন পূর্বক মহাব্যাহতিহোমাস্তে স্বতাক্ত প্রাদেশ-
পরিমিত সমিধ্ প্রক্ষেপ করিবে এবং পুনর্নবাব্যাহতিহোম, প্রায়শ্চিত্তহোম,
নবগ্রহহোম ও ইন্দ্রাদিদশদিকপাল-হোম করিবে। তৎপরে জলাঞ্জলিসেক ও
মর্ত্তজুটিকা-হোম করিয়া, “মৃড়” নামা বহি স্থাপন ও অর্চনা করত সাধারণী

কুশণ্ডিকা-নিয়মে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে পূর্ণপাণ্ডদান, অগ্নিবিগর্জন, তিলক-
দানাদি বথানিয়মে সম্পাদন করিতে হয়। (বজ্রকর্ষদী ও ঋগ্বেদী বশাধোক্ত
উদীচ্যকর্ষ সমুদয় করিবেন। ২য় খণ্ড সংস্কার প্রকরণে সামান্ত কুশণ্ডিকা দেখ)
“পরে পুনঃ স্বস্তিবাচনাশ্চে “ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবরস্তুভ্যে মহে
উপপ্রবন্ত মকতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাপ্তবাসচা” মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন করত
“ও সুরাঙ্গামতিবিক্রান্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিবে।

তৎপরে অশ্বখ, বজ্রডুমুর, বট, পলাশবৃক্ষ বা বিন-বৃক্ষ-নির্মিত ৭২ অঙ্গুলি-
প্রমাণ বা বজ্রমানপ্রমাণ যূপকাষ্ঠ পুষ্করিণীর ঈশানকোণে লইয়া নিম্নকথিত
মন্ত্র পড়িবে। বথা—“ও দেবস্ত হা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোবাহিত্যাঃ পুষ্কো
হস্তাত্যামাদদে।”

অতঃপর জলাশয়-খাতের পাঁচ হস্ত দূরে যূপ প্রোথিত করিবার জন্য যূপ
যে পরিমিত, তাহাব তৃতীয়াংশের একাংশ গর্ত করিবে। পরে সেই
গর্তাভ্যন্তরে অঙ্গুলী দ্বারা একটু গর্ত করত নিম্নকথিত মন্ত্রদ্বয়ে ঐ গর্তে দুইবার
স্বত দিবে, বথা,—

ও অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা ॥ ১ ॥ (বজ্রকর্ষদী “ইদং অচ্যুতায় ভৌমায়”,
ঋগ্বেদী “অচ্যুতায় ভৌমায় ইদং নমম।” আহুতিমাত্রের শেষে হতশেষ
রাখিবেন) এবং “ও অন্তরীক্ষায় ভৌমায় স্বাহা” ॥ ২ ॥

তৎপরে ঐ গর্তমধ্যে পঞ্চরত্ন, লাজ, হৃৎ, দধি, শঙ্কু, গুড়, মধু ও পিষ্টকাদি
দিয়া পরে যূপের অভিমুখণ করিবে, মন্ত্র বথা—

“ও বনস্পতে বীড়কো হি ভূয়া অশ্বৎসথা প্রতরণঃ সূবীরো গোভিঃ
সন্নকো অসি বীড়য়স্ব আস্থা গা তে জয়তু জেহানি।

পবে যূপসঞ্চালন করিবে। মন্ত্র বথা—

“ও অন্নমূর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব।

পর্ণং বনস্পতেহুঁহা হুঁহা চ সুরতাং রয়িঃ ॥”

পরে যূপ জলাশয়-অভিমুখীন করিয়া গর্তমধ্যে আরোপণ করিতে হয়।
নিম্নকথিত প্রথম মন্ত্রে অভিমুখীন ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আরোপণ করিবে, বথা—

“ও যূপব্রহ্মা উত যে যূপবাহাশ্চবালং বেহ্ময়ূপায় তক্ষতি।”

“যে চার্কতে চার্কতে পচনং সম্ভবন্ত্যতো তেষামতি পুষ্টিং ন ইষতু ॥ ১ ॥

ও হিরো ভব বীড়ক আস্তব বাজ্যর্কন্ পৃথুর্ভব সুদদময়ঃ পুরীষবাহণঃ ॥ ২ ॥

তৎপরে যূপ দর্শন করিবে। তাহার মন্ত্র বথা—

“ওঁ গায়ত্র্যেণ স্বা চন্দসা যথামি। ত্রৈষ্টুভেন স্বা চন্দসা যথামি। জাগতেন স্বা চন্দসা যথামি।”

অনন্তর “এতৎ পাত্যং ওঁ যুগায় নমঃ”—ইত্যাদি নিয়মে অর্চনা করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত যুগ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। পরে যজমান পুত্রকলত্রাদি বান্ধববর্গে বেষ্টিত হইয়া অলঙ্কৃতা, সর্বাঙ্গবসুতা, সবলা ও সবৎসা ধেমুর পুচ্ছদেশ ধরিয়া পূর্বাভিমুখে জলাশয়ের পশ্চিমতীরে অবতরণ করিবে। তৎপরে গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ ইদং সলিলং পবিত্রং কুরুষ শুক্লঃ পুতোহমৃতঃ সন্তু নিত্যম্।

ভারয়ন্তী সর্বতীর্থাভিষিক্তং লোকালোকং তরতে তীর্থ্যতে চ ॥”

কাংস্তক্ৰোড, স্বর্ণশৃঙ্গ, রক্ততথুব, লৌহঘটা, তাম্রপৃষ্ঠ ও চামর বস্ত্রে বান্ধিয়া ধেমুর গলায় বন্ধন করিয়া দিলে এবং খাল্য দিলেই অলঙ্কৃতা হয়। গোলাঙ্গুল ধরিয়া ভার্ঘ্যাসহ যজমানের পূর্বাভিমুখে জলাশয় তরণের বিধি আছে। পরে তীরে ঈশানকোণে ঐ গাভীর বৎস বাঁধিয়া বাধিবে। সূতরাং গাভী ঐ ঈশানকোণেই উপস্থিত হইবে।

অনন্তর পূর্বকূলে উপনীতা গাভীর পুচ্ছগলিত সতিলোদক দ্বারা তর্পণাধিকারী ব্যক্তি স্বশ্রবেদোক্ত নিয়মে ষট্পুকষের তর্পণ করিবে। বাক্য যথা— সামবেদী “অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিল ধেমুপুচ্ছগলিতোদকং তস্মৈ স্বধা,” যজুর্বেদী “অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে ধেমুপুচ্ছগলিত-সতিলোদকং স্বধা” ও ঋগ্বেদীরেরা “অমুকগোত্রঃ পিতরম্ অমুকদেবশর্ম্মাণঃ তর্পয়াম্যেতদ্ধেমুপুচ্ছগলিত-সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অনন্তর,—“ওঁ গতান্ধাত্রাগমিষ্যন্তি যে কূলে মম বান্ধবাঃ। তে সর্কে তৃপ্তিমাশ্বাস্ত ময়া দত্তজলেন বৈ।” মন্ত্রে একবার তর্পণ কর্তব্য। পরে গোমোচনার্থ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ মুঞ্চামি স্বা হবিষা জীবনায়কমজাতযশ্শাত্ত রাজযশ্শাৎ। গ্রাহি-
জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্তা ইন্দ্রায়ী প্রমুস্কমেনম্।”

গাভী তীরে উঠিলে আচার্য্য-অস্থারক (যজমান কর দ্বারা আচার্য্যের হস্ত ধরিয়া) যজমান গোপুচ্ছ ধরিয়া নিরোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে বৎসসকাশে ঈশানকোণে তীরে ধেমুকে উঠাইবেন। যথা—

“ওঁ আপোহম্মাতরঃ শুক্লরক্ত যুভেন নো যুভযঃ পুনন্ত বিধং হি রিপ্রং

প্রবহন্তি দেবীকদিদাত্যঃ তচিরাপুত এষি।” পরে ধেমুকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও সুরবসাদ্ ভগবতী হি ত্বয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ শ্রাম। অহি ত্বময়্যে বিবদানীং পিব শুক্লমুদকমাচরন্তী।”

বৎসের অন্ত্র ধেমু “হিঃ” শব্দে ডাকিলে বজ্রমান করপুটে গাতী-সকাশে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও হিঙকুণ্ডলী বসুপত্নী বসুনাং বৎসমিহন্তী মনসাত্যাগাং। হুহামমিত্যাং পয়ো অয়োয়ং সা বর্ধতাং মহতে শোভগায়।” মতান্তরে এই মন্ত্রটি দশাধিক-বার পাঠ্য।

পরে যুগ-সকাশে বসিয়া বজ্রমান এই ধেমু উৎসর্গ পূর্বক আচার্য্যকে দিবে। “ও এতশ্চৈ সবৎসারৈ সবস্রালঙ্কৃতারৈ ধেনবে নমঃ”—এই নিয়মে অর্চনা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

“অন্তোত্যাদি—জলপূর্ণ পুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গ সর্ষভূত-কুটৈতৎ-সকল-গুরু-কর্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিমাং সবৎস-সবস্রালঙ্কৃত-ধেমুমর্চিতাং ব্রহ্মদেবতাকাং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্মাণে ব্রাহ্মণায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।”

এখানে গুরু শব্দে আচার্য্য বোদ্ধব্য। পরে আচার্য্য “ও স্বস্তি” বলিয়া গাতীটি লইবেন।

অনন্তর বজ্রমান ও আচার্য্য পুষ্করিণীর পশ্চিমকূলে বাইবেন, আচার্য্য জলাশয়ে সূর্য্যাদি-নির্ম্মিত কুর্ম্ম-মকরানি ফেলিয়া দিবেন। এই সময়ে মঙ্গলবাস্তবানি করা বিধেয়। তদনন্তর পূর্বাংশে বজ্রমান নাগবষ্টিয় অগ্রে আবদ্ধ বস্ত্র বামকরে ধরিয়া জলাশয় উৎসর্গ করিবে। নাগবষ্টি একবিংশ, বিংশ বা দ্বাদশহস্তপ্রমাণ ও বিষকাষ্ঠ, নাগকেশর, চম্পক, বজ্রোড়্বর, বকুল বা পুরাগকাষ্ঠে নির্মাণ করিতে হয়। “ও এতশ্চৈ জলপূর্ণ-পুষ্করিণীজলাশয়ায় নমঃ”—এই প্রকারে বারত্ৰয় জলের প্রক্ষেপ দিয়া অর্চনা করত “এতে গুরুপুন্সে জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়ায় নমঃ, এতে গুরুপুন্সে এতদধিপতয়ে দেবার ও বিষ্ণবে নমঃ, এতে গুরুপুন্সে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ সর্ষভূতেভ্যো নমঃ।” (কুশতিল-জলাদি-গ্রহণপূর্বক)—“বিষ্ণুরে। তৎসদন্ত্র অমুকে মাসি (মুখ্যাচাঁদ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা চতুরন্ত-চতুরর্ণোমহীদানজন্তকলসমকলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমং জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়ঃ ব্রহ্মদেবতং সর্ষভূতেভ্যোহমুৎসর্জে।” এই বাক্যে

উৎসর্গ করিবে তৎপরে জলাশয়ে নেত্রপাত .পূর্বক পাঠ করিবে, মন্ত্র বথা—

“ও দেব-পিতৃ-মহুয্যাঃ প্রীরক্তাম্ । ও সর্বভূতেভ্য উৎকৃষ্টং মন্নৈতজ্জল-
মুর্জিতম্ । রমন্ত সর্বভূতানি শ্রানপানাবগাহনৈঃ ॥ সামান্তঃ সর্বভূতেভ্যো
ময়া দত্তমিদং জলম্ । রমন্ত সর্বভূতানি শ্রানপানাবগাহনৈঃ ॥ বাবদ্বশুক্রা
ধাত্রী বাবচ্চ শশি-ভাস্করৌ । তাবৎ হিরতরা কীৰ্ত্তিমদীরেয়ং ভবিষ্যতি ॥ মৎ-
পূর্বে সপ্তবংশাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ । মাতুঃ পিতৃশ্চ ভাৰ্য্যাণাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত
চ ॥ ভৃত্যবর্গাশ্চ বে কেচিদ্ বে চান্তে স্বর্গতা জনাঃ । সর্বে তে সুধিনঃ সন্ত
ময়া দত্তজলেন বৈ ॥ বেহজ কেচিৎ বিপত্তস্তে স্বকর্মফলভোজনাঃ । তেবাং
দোষৈর্ন লিপ্যেহং স্বয়ং স্বর্গমবাগ্নুয়াম্ ।” পুস্তকান্তরে লিখিত—“ও কুরুক্ষেত্র-
গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ । তীর্থার্থ্যেতানি পুণ্যানি তড়াগে নিবসন্ত
মে ।” ইহা পাঠ্য ।

অনন্তর আচমনান্তে দধিছন্দাদি দ্বাৰা গোপূজা করিয়া “এবা গো রুদ্রদেব-
তাকা ভূত্যাচার্য্যায় প্রদত্তা” মন্ত্রে আচার্য্য-হস্তে দিবে । পরে দক্ষিণাস্ত
করিবে । বথা—দক্ষিণা অর্চনাদি করত “অন্তোভ্যাগি—জলপূর্ণপুষ্করিণীজলা-
শয়োৎসর্গকর্মণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায়
অমুকদেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় গুরবে ভূত্যা মহং সম্প্রদং ।”

“ও আপো হি ঠা” হইতে “জনম্বথা চ নঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্বক পঞ্চ-
গব্য ও তীর্থজল জলাশয়ে ফেলিয়া শাস্তিকুন্তের জলও নিক্ষেপ করিবে । পরে
ঐ জলাশয়ের জল গোব্রাহ্মণকে পান করাইতে হয় । পরে গুরু বা পুরো-
হিত আটটি আমপত্রে অনন্ত, বাহুকি ইত্যাদি অষ্টনাগের নাম পৃথক পৃথক-
রূপে লিখিয়া ঐ আটটি আশ্রপত্র জলপূরিত কুন্তমধ্যে দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ
বা গায়ত্রীপাঠ সহকারে আলোড়ন করিবে । মন্ত্র বথা—

“ও গায়ত্রেণ ত্বা চন্দসা মধ্বামি, ও জাগতেন ত্বা চন্দসা মধ্বামি, ও জৈষ্ট-
ভেন ত্বা চন্দসা মধ্বামি ।” *

তৎপরে উহা দৃষ্টি না করত উহা হইতে একটি আশ্রপত্র লইয়া দেখিবে, ঐ

* প্রচলিত পুস্তকসমূহে আলোড়নে উক্ত মন্ত্র প্রযুক্ত হইরাছে, কিন্তু স্মার্ত-ধৃত জলাশয়োৎ-
সর্গতন্ত্রে “নাগানামষ্টনামানি লিখিতানি পৃথক পৃথক । ততঃ কুন্তে চ বিকিপ্য গায়ত্র্যা চ
বিলোড়্য বৈ” এই বচনেরগায়ত্রী দ্বারা আলোড়ন করিতে বিধি দেখা যায় । স্মার্ত স্বয়ং ব্যাখ্যা-
নাসরে “গায়ত্র্যা গায়ত্রেণ ত্বা চন্দসা ইতি বসুনাথ-ধৃত-মন্ত্রেণ বা আলোড়্য” ইহা বলিয়াছেন ।

পক্ষে যে নাগের নাম লিখিত থাকে, সেই নাগের নাম করিয়া—পূর্বে প্রোথিত ও পূজিত বস্টিতে “অমুকনাগ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি নিয়মে আবাহন পূর্বক পঞ্চোপচারে অর্চনা করিবে ও “অনেন নাগেনাত্ত জনাশরত রক্ষা কর্তব্য” এই কথা বজমান সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করিবে। পরে নিম্ন লিখিতদ্রব্যসংযুক্ত জল দ্বারা নিম্নকথিত মন্ত্রে নাগবস্টি স্নান করাইবে, যথা—

“ও গন্ধবারাং ছরাধরাং নিত্যপুষ্টাং করৌষীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ভামিহোপহ্বরে শ্রিয়ম্।” (গন্ধযুক্ত জলে স্নান করাইবে।)

“ও ভদ্রং কর্ণেষ্ঠিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্চোমান্তির্ঘজজ্ঞা। হিরৈররৈশ্চতুর্-
বাংসন্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং বদায়ুঃ” (তৈলহরিদ্রাযোগে দণ্ড অভ্যঙ্গন কর্তব্য।)

“ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পক্ষঃ পক্ষঃ পরি। এবা নো দুর্কো প্রতনু সহস্রৈশ শতেন চ।”—(দুর্কাসলিলে দণ্ড স্নান করাইতে হয়।)

“ও ক্রপদাদিব” ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তমৃত্তিকাযোগে দণ্ড স্নান করাইবে।

মতান্তরে “ও বসোঃ পবিত্রমসি” ইত্যাদি মন্ত্রে সহস্রধারাজলে স্নান করাইবে।

“ও মধু বাতা”—(মন্ত্রে পঞ্চামৃতযোগে স্নান করাইতে হয়।)

“ও ষাঃ ফলিনী”—(মন্ত্রে ফলোদকে স্নান করাইতে হয়।)

তৎপরে ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, কিঙ্কিণী-যুক্ত পতাকা ঐ নাগদণ্ডের অগ্রদেশে আবদ্ধ করণ শক্তিতাবতম্যে লোহ, তাম্র বা পিত্তলের চক্র ও ত্রিশূল ঐ নাগদণ্ডের মধ্যে বন্ধন করিবে।—বাণীতে দ্বাদশ অঙ্গুল, পুষ্করিণীতে ষোড়শাঙ্গুল, সরোবরে বিংশতি অঙ্গুল এবং সাগরে একহস্তপ্রমাণ চক্র হইবে। * নাগদণ্ড দ্বাদশ, পঞ্চদশ, বিংশতি বা একবিংশতি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পরিমিত ও বেণু, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, বিষ্ণু বা খদির কাষ্ঠ-নির্মিত হওয়া আবশ্যক।

“ও যুবা সুবাসাঃ পরিদীত আগাং স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তক্ষীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।” এই মন্ত্রে বস্টিতে পতাকাবন্ধন করিবে।

পরে “ও যষ্ট্যৈ নমঃ” মন্ত্রে সালঙ্কার নাগদণ্ডের অর্চনা করিয়া পুরোহিত

* এক শত হস্ত খাতকে বাণী কহে, ঐকণ হুই শত হস্ত খাত পুষ্করিণী, তিন শত হস্ত খাত সরোবর, তদুর্দ্ধপরিমাণ সাগর নামে অভিহিত।

শব্দ ও বাস্তবানি সহকারে রৌপ্যময়ী বরুণপ্রতিমা উত্তোলন করিবেন। “ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবরত্নেষু মহে উপ প্রবত বরুতঃ সূদানব ইন্দ্রঃ প্রাপ্তবাসচা।” এই মন্ত্রে উত্তোলন করিতে হয়।

পরে বারজয় প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করত “আপো হি ষ্ঠা” ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র ও “বরুণস্তোত্তমমসি” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে বরুণপ্রতিমা খাতজলে বিসর্জন করিবে। পরে দুর্গা, গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীর জল ও পঞ্চরত্ন লইয়া নির্যোক্ত মন্ত্রে ঐ খাতজলে ফেলিবে। মন্ত্র যথা—

“ও বে বামো রোচনে দিবে বে বা সূর্যাস্ত রশ্মিবু। তেবামপসু সদকৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ও ধ্রুবং ক্রবেণ মনসা বাচা সোমবানু বামি অথো ন ইন্দ্র বিধিবো সপত্নাঃ সমনকরৎ ॥ ও যুপব্রহ্ম উত বে যুপবাহাশ্চবালং বে অশ্বযুপায় তকৃতি। বে চার্কতে পচনং সংস্রবন্ত্যতো তেবামতি পুষ্টিং ন ইষতু।”

তৎপরে নাগদণ্ডকে জলাশয়মধ্যে প্রোথিত করিবে। পরে ঐ নাগদণ্ডের দশদিক জলদেবীগণের অর্চনা করিবে, যথা—পূর্বদিকে—“ও হ্রি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদিরূপে আবাহন পূর্বক “ও হ্রিঃ নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করিবে। এই প্রকার অগ্নিকোণে—ত্রিঃ। দক্ষিণে—শট্য। নৈঋতে—মেধাট্য। পশ্চিমে—প্রহাট্য। বায়ুকোণে—বিজাট্য। উত্তরে—লট্য। ঈশানে—সরশট্য। অধঃ—বিজাট্য। উর্দ্ধে—লট্য।

পরে তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ পূর্বক সূর্যাদি অশ্বিনীকুমার ষাট্ দ্বাদশংসংখ্য দেবতাদিগের ষধাশক্তি অর্চনা করিয়া, “ও বরুণ ক্রমস্ব” বাক্যে জল দ্বারা বরুণের ও অন্যান্য দেবতার বিসর্জন পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও বাস্ত দেবগণাঃ সর্কে পূজামাদায় বাজিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং পুনরাগমনায় চ ॥” বরুণের প্রতি প্রার্থনা করিবে,—“বরুণ স্বং হিরণ্য স্বং প্রণতাস্তিবিনাশনঃ। ব্রহ্ম পূজামাদায় পুনরাগমনায় চ ॥” অতঃপর শব্দ-ভেরী-শব্দে দুগ্ধধারা দ্বারা জলাশয়কে বেটন করিবে।

তৎপরে বাস্তবাগের বরণদক্ষিণা ও মূলদক্ষিণা করিবে।

অনন্তর উত্তর কর্ণের অচ্ছিন্নাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধানার্থ করবোড়ে এই বাক্য ও মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“কৃত এতে মৎসক্লিতজলপূর্ণজলাশয়প্রতিষ্ঠা-বাস্তুপশমনকর্মণী অচ্ছিন্নে তাম্” “কৃতৈতৎমৎসক্লিত-জলপূর্ণ-জলাশয়-প্রতিষ্ঠা-বাস্তুপশমনকর্মণোর্বদ্বৈগুণ্যং

জাতং তদোষপ্রশমনায় ত্রিবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে । পরে ‘ও তদ্বিকোঃ’ ইত্যাদি ও “প্রীত্যাং পুণ্ডরীকাক” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য । বাস্তবায়ন সহকারে বজমান ও আচার্য্যকে তিনবার জলাশয় প্রদক্ষিণ করিতে হয় । তৎপরে শঙ্খাস্ত্রসারে সহস্র, অষ্টোত্তরশত বা পঞ্চাশৎ, ন্যূনকল্পে বিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ।

কূপোৎসর্গ

বিহিতকালে সর্বৌষধিজলে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বজমান জলাশয়ের পশ্চিমে পূর্বাস্ত হইয়া বসিয়া আচমন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে । সঙ্কল্পাদিতে মুখ্যচাত্ত্বমাস উল্লেখ্য । সঙ্কল্পবাক্য যথা—

“ও অগ্নেত্যাदि—চতুরস্ত-চতুরর্ণে-মহীদান-জন্ত-ফল সমফল-প্রাপ্তিকামঃ ত্রিবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা কূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে ।”

পরে স্বশাখোক্ত স্তুতপাঠ ও স্বস্তিবাচন শেষ করিয়া বাস্তব্যাগের সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন করিবে । পরে আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প করিবে । বাক্য যথা—

“অগ্নেত্যাदि—অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা এতৎকূপজলাশয়-প্রতিষ্ঠা-কর্মাভ্যাদয়ার্থং বাস্তুপশমনকর্মাভ্যাদয়ার্থঞ্চ সগণাধিপগৌর্যাদিষোড়শমাতৃকা-পূজাবসোধারাসম্পাতনায়ুয্য-স্তুতজপাত্যুদয়িকপ্রাদ্ধিক্যমহং করিষ্যে ।”

তৎপরে সঙ্কল্পস্তুতাদি পাঠান্তে যথানিয়মে গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার অর্চনা, বসুধারা দান, আয়ুষ্কৃত্ত জপ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ নিষ্পাদন করিয়া বাস্তব্যাগ ও কূপপ্রতিষ্ঠার জন্ত পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা ও হোতাদির বরণ কর্তব্য ।

অনন্তর বাস্তব্যাগান্তে হোতা নিম্নোক্তমন্ত্র দ্বারা বিদ্বাপসারণ করিবেন । মন্ত্র যথা—“ও বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ” ইত্যাদি । বেতসর্বপ-বিকিরণ, জলাশয়োৎসর্গবিধানে পঞ্চগব্য-শোধন, পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী অভ্যুক্ষণ, পূর্বভাগে ঘটস্থাপন মন্ত্রে পঞ্চ ঘটরোপণ, তাহাতে গণেশ, সূর্য্য, রুদ্র, কেশব, দুর্গা আবাহন পূর্বক পূজা, চক্রাজমণ্ডল, গ্রহমণ্ডল ও বাস্তবমণ্ডল অঙ্কন, স্বগৃহোক্ত বিধিতে বহিঃস্থাপন ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া লিখিত অষ্টদলপদ্মमध्ये সূর্য্যাদি নবগ্রহের স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন, পূজা ও অধিদেবতা-প্রত্যাদিদেবতা পূজান্তে মণ্ডলের দক্ষিণাদি দিকে বিনায়ক, দুর্গা, বাল্লু, আকাশ ও অধিনীকুমারদ্বয়ের

আবাহন ও পূজা করিবে ও পূজিত গ্রহগণের উদ্দেশে পূর্বোক্ত দ্রব্যে বলিদান করিবে। (জলাশয়োৎসর্গে দ্রষ্টব্য) পরে মণ্ডলমধ্যে পূর্বাঙ্গ দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালের স্থাপন মন্ত্রে স্থাপন, আবাহন ও পূজা করিয়া বরুণের যথাবিধি পূজা করিতে হয়। বরুণপূজাস্ত্রে শয্যা, আসন, পাছকা, ছত্র, দর্পণ, ব্যঞ্জন প্রভৃতি বরুণকে উৎসর্গ করিয়া সূবর্ণাদিনির্মিত কুর্খাদি ও অষ্ট নাগ বরুণসমীপে রাখিয়া ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, লক্ষ্মী ও অম্বিকার যথাশক্তি পূজা করিয়া মণ্ডলের অগ্ৰাদি কোণচতুর্থে কলসচতুর্থে স্থাপন, সমুদ্রের আবাহন ও পূজা, শান্তিকুন্ত স্থাপন ও বরুণোদ্দেশে চক্রপাকাস্ত্রে বিরূপাক্ষ ভূপাস্তা কুশাণ্ডিকা করিবে। তৎপরে “অগ্নে স্বং বরুণনামাসি” এই নিয়মে বরুণ নামক বহির অর্চনা করিয়া পুষ্করিণী-উৎসর্গ-লিখিত হোমমন্ত্রে ঘৃত দ্বারা বরুণ-হোম, চক্র দ্বারা বরুণ-হোম, ষিষ্টকৃদ্ধোম, ব্রহ্মাণ্ডোক্ত প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও পূর্ণ-হোম করত ব্রহ্মদক্ষিণাস্ত্রে তিলকদান, শান্তিকুন্ত উত্থাপন ও তজ্জলে শান্তিবিধান কর্তব্য।

পরে বায়ুধ্বনি সহকারে কূপ-জলাশয়োৎসর্গ করিবে, যথা—“ওঁ এতস্মৈ জলপূর্ণ-কূপজলাশয়ায় নমঃ” মন্ত্রে বারত্ৰয় অর্চনা করত কুশতিলজলাদি লইয়া এই বাক্য পাঠ্য, যথা—

“অন্তোত্যাগি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা চতুরস্রচতুরর্ণো-মহীদান-জন্ত-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) * ইমং কূপজলাশয়ং বরুণ-দৈবতং সর্বভূতেভ্যোহহমুৎসর্জে।”

অনন্তর কূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ দেবপিতৃমহুয্যাঃ প্রীয়স্তাম্। ওঁ সর্বভূতেভ্য উৎসর্জে মমৈতজ্জলমূর্জিতম্। রমন্ত সর্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥” ইত্যাদি

পরে দক্ষিণা।—“অন্তোত্যাগি কৃতৈতৎকূপজলাশয়োৎসর্গকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনং বহির্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় গুরবেহং সম্ভ্রাদদে।”

তৎপরে “আপো হি ঠা” প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রে জলাশয়ে পঞ্চগব্য, তীর্থজল ও শাস্ত্যদক দিয়া অবিরল ছুঙ্কদ্বারা দিবে। ঐ জল গো ও ব্রাহ্মণকে পান করাইবে। অনন্তর আচার্য ও ব্রহ্মণ “ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে” ইত্যাদি মন্ত্রে

* কূপখননে-প্রত্যেক জলবিন্দু-সমসংখ্যকপতবধাবচ্ছিন্ন বর্গকায়প্রাপ্ত কল।

ব্রহ্মপ্রাতঃ উখাপন ও “আপো হি ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ‘ব্রহ্মশ্রোতৃভূতনমসি’ ইত্যাদি মন্ত্রে জলাশয়মধ্যে ফেলিয়া দিবে, কূপমধ্যে ‘ওঁ বে বামী’ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে তৃণ, গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীজল, পঞ্চরত্ন (অষ্টনাগ) নিক্ষেপ করিতে হয়। * পরে জলাশয়োৎসর্গে লিখিত জলমাতৃগণকে পূজা করিয়া হৃদ্বাধারা দ্বারা জলাশয় বেঠন করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশাস্তি প্রভৃতি সমাপনান্তে দক্ষিণা-দানাদি ব্রাহ্মণভোজনান্তে শেষ করিবে।

সোপান-প্রতিষ্ঠা :

জলাশয়োৎসর্গবৎ সোপানপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য। কেবল জলে গো অবতারণ, যুগরোপণ ও ষষ্টিরোপণাদি নাই। মণ্ডলে গ্রহ ও দিকপালের পূজা করিয়া আজ্য ও চক দ্বারা ব্রহ্মহোম করিয়া উৎসর্গ করিবে। সঙ্কল্পাদি নিয়ে লিখিত হইল, যথা—

সঙ্কল্পবাক্য যথা,—“অত্বেত্যাদি এত্বেকেষ্টকা-পরমাণু-সম-সংখ্যক-শত-বর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (ত্রিবিধোঃ প্রীতিকামো বা) সোপানপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।”

দানবাক্য।—“অত্বেত্যাদি এত্বেকেষ্টকা-পরমাণু-সমসংখ্যক-শতবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ ত্রিবিধুপ্রীতিকামো বা এতৎসোপানং ব্রহ্মদৈবতং সর্ব-ভূতেভ্যোহমুৎসৃজে।”

দানের পর “ওঁ দেব-পিতৃমহুয়াঃ প্রীরস্তাম্” মন্ত্র পাঠ্য। ওঁ মরৈতৎ সোপান-মূর্জিতম্” পাঠ করিয়া জলাশয়োৎসর্গবিহিত অন্যান্য কৰ্ম্মান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশাস্তি প্রভৃতি করিবে।

অশ্রুতাদিহুমক-প্রতিষ্ঠা

বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা অনন্ত ফললাভ হয়। প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষে বাবৎকাল পত্র, পুষ্প ও ফল থাকে, ‘তাবৎবর্ষ বাবৎ প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

* স্মার্তমতে কূপপ্রতিষ্ঠার নাগষষ্টিরোপণাদি কর্তব্য নহে। বৎসাপুরাণাদিতে খেতুতারণ যুগরোপণ ব্যতীত জলাশয়োৎসর্গবিহিত সকল কার্যই কর্তব্য। নাগষষ্টিরোপণ সম্বন্ধে নিবেদন বা বিধি কিছুই পাওয়া যায় না। পরন্তু জলাশয়োৎসর্গমাত্র বিহিত নাগষষ্টি রোপণ কূপে কর্তব্য হওয়া উচিত।

আজগুরুত পাতকের প্রারম্ভিত কামনা করিয়া বৃক্ষস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিবে ।
এমাণ কথা—

“তত্র বাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ । তাবৎবাবধি-হারী স্বর্গলোকে
নরো ভবেৎ ॥ অম্রপ্রভৃতিপাণানাং প্রারম্ভিতমতীপতা । বিকুশীতিকরো
বম্বাৎ স্থাপনীয়ো মহীকরঃ ॥”

‘অপুত্রস্ত চ পুত্রস্বং পাদপা ইহ কুর্ষতে ।

বহুেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বথারোপণং কুরু ॥’

এই বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, অশ্বথপ্রতিষ্ঠায় সম্ভানলাভ হয় ।
প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষই সম্ভানের কার্য্য করিয়া থাকে । বিশেষতঃ “ভূমিদানেন যে
লোকা গোদানেন চ কীৰ্ত্তিতাঃ । তে লোকাঃ প্রাপ্যতে পুংতিঃ পাদপানাং
প্ররোহণে । অশ্বথমেকং পিচুমর্দমেকং ত্রোগ্রোধমেকং দশ পুষ্পজাতীঃ । যে যে তথা
দাড়িমমাতুলুৎস পঞ্চাশ্রোপী নরকং ন বাতি ॥”—ভূমিদানে ও গোদানে যে
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বৃক্ষরোপণে সেই ফল পাইতে পারে । অশ্বথ, নিম্ব,
বট, দশটি পুষ্পজাতীয় বৃক্ষ, দাড়িম, বীজপূরক এই পঞ্চাশ্রোপণকারী নরকে
গমন করে না ।—অশ্বথপ্রতিষ্ঠায় ঐ সকল বৃক্ষ সহ চারিটি কদলীবৃক্ষ
পত্নীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে দেখা যায় । যে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় যে ফললাভ হয়,
স্বাহা বর্ণিত হইতেছে ।

“ধনী চাশ্বথবৃক্ষেণ অশোকঃ শোকনাশনঃ ।

প্রক্ষো বজ্রপ্রদঃ প্রোক্তো নিম্বশাস্ত্রপ্রদঃ শ্বতঃ ॥

অম্বুকী নাকদা প্রোক্তা ভার্যাদা দাড়িমী তথা ।

ডুমুরো রোগনাশায় পলাশো ব্রহ্মদন্তথা ।

অর্কপুষ্পারোপকাণাং নিত্যং তুষ্ণেদ্বিবাকরঃ ।

শ্রীবৃক্ষে শঙ্করো দেবঃ পাটলায়াস্ত পার্শ্বতী ।

শিশপায়ায়প্‌সরসঃ কুন্দে গন্ধর্ব্বসন্তমাঃ ।

বিভীতকে দাসবৃদ্ধির্বৃকুলো দান্তদন্তথা ।

অপত্যনাশকস্তালো বকুলঃ কুলবর্দ্ধনঃ ।

বহুভার্য্যা নারিকেলী দ্রাক্ষঃ সর্কাদম্মকরঃ ॥

রতিপ্রদা তথা কোলী কেতকী সর্কনাশিনী ।

প্রতিষ্ঠাং তে গমিষ্যন্তি যে নরাঃ প্রক্ষরোপকাঃ ॥”

অশ্বখে ধনলাভ, অশোকে শোকনাশ, পাকুড়ে বজ্রবৃদ্ধি, নিষে পরমাবৃদ্ধি, জামে স্বর্গবাস, দাড়িমে উত্তম স্ত্রীলাভ, বজীর-উড়ুঘরে রোগনাশ, পলাশে ব্রাহ্মণ্যলাভ, অর্কবৃক্ষরোপণে সূর্য্যভূষি, এইরূপ বিশ্ববৃক্ষে মহাদেবের, পাটলাবৃক্ষে পার্ব্বতীদেবীর, শিশপায় অগ্নিরার ও কুন্নে গন্ধর্ব্বের ভূষি ঘটে। বহেড়ার দাসবৃদ্ধি হয়, বকুলে দাস্ত ও তালে সন্তাননাশ হয়; সুতরাং এই দুটি রোপণীয় নহে। বকুলে কুলবৃদ্ধি, নারিকেলের বহুভার্য্যা, জাম্বাব সর্ব্বসৌভাগ্য, কুলবৃক্ষে রতি, গন্ধে প্রতিষ্ঠা হয়। কেতকীবৃক্ষ রোপণে সর্ব্বনাশ হয়, সুতরাং তাহা রোপণীয় নহে।

প্রতিষ্ঠাপ্রণালী।—কৃতনিত্যক্রিয় যজমান পবিত্রভাবে আসনে বসিয়া আচমন করিবে। পূর্ব্বদিন অধিবাস না হইলে এই সময়ে করিবে। পরে বৃক্ষসমীপে গমন করত ছায়ামণ্ডপে বসিয়া স্থিতিবাসন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে; বাক্য যথা—

“অণ্ডেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্মা বাল্য-প্রভৃতি-সমুত্ত-হরিত-ধ্বংস-পূর্ব্বক-এতদ্বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ (শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা) অশ্বখবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠামহং কবিশ্চে ।”

অশ্ববৃক্ষ হইলে অশ্বখবৃক্ষ স্থলে তন্মাত্র উচ্চার্য্য। পরে স্থানার্থোক্ত সূক্ত-পাঠান্তে ঘটে বা শালগ্রামে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপাল প্রভৃতির অর্চনা করিবে। পুরুষ কর্তৃক বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য হইলে ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারাসম্পাতন, আয়ুষ্মসূক্তজপ ও আভ্যুদয়িক-প্রাঙ্গাদি সম্পন্ন করত ব্রাহ্মণদিগকে নিম্নোক্ত বাক্যে বরণ করিবে, যথা—

“অণ্ডেত্যাদি—মৎসকল্লিতাশ্বখবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাজুত-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায়”—ইত্যাদি। এইরূপে হোতা, আচার্য্য প্রভৃতিকেও বরণ করিবে। সমর্থস্থলে সদস্তবরণও কর্তব্য।

অনন্তর হোতা যজমানের বেদোক্ত ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধানে পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক তদ্বারা বেদী শোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিবেন। ঘটস্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি দেবগণকে গন্ধপুষ্পাদি দিয়া “ওঁ ষাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ। (এই নিয়মে)—অষ্টবসুভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, সাধ্যগণেভ্যঃ, বিষ্ণেভ্যো দেবগণেভ্যঃ, অশ্বিনীকুমারাত্যোং, আদিত্যাदि-নবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদি-লোকপালেভ্যঃ, ঋষি-গণেভ্যঃ” ইত্যাদিগকে পাণ্ডাদিযোগে অর্চনা করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধানে বিষ্ণুপ্রতিমা দান করাইয়া নিম্নকথিত ধ্যানে বিষ্ণুপূজা করিবে, যথা—

“ওঁ শম্ভুচক্রগদাপদ্ম-ধারিণং বনমালিনম্। কিরীটকুণ্ডলধরং কনকান্দ-
ভূষণম্ ॥ প্রসন্নং কোমলভরং হরিণং পীতবাসসম্। লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তং ভক্তি-
গম্যং পরাংপরম্ ॥ নারায়ণং অগন্ধেতুং ব্রহ্মাদিভিরপারগম্। ধ্যানাতীতং
শুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে ॥”

ধ্যানান্তে নিম্নমন্ত্ৰকে ফুল দিয়া মানসোপচারে অর্চনা করিবে এবং
অগ্নিস্থাপন পূর্বক পীঠপূজা করিবে,—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে
নমঃ” (এই নিয়মে)—“প্রকৃতে্য। কৃষ্যায়। অনন্তায়। পৃথিব্যে। স্বেতদ্বীপায়।
রত্নমণ্ডপায়। কল্পবৃক্ষায়। রত্নসিংহাসনায়।” (অগ্ন্যাদিকোণে)—“ধর্ম্যায়।
জ্ঞানায়। বৈরাগ্যায়। ঐশ্বর্য্যায়।” (পূর্বাদি-দিকে)—“ঐং অধর্ম্যায়। অজ্ঞানায়।
অবৈরাগ্যায়। অনৈশ্বর্য্যায়।” (মধ্যে)—“শেষায়। পদ্মায়। অং অর্কমণ্ডলায়।
উং সৌম্যমণ্ডলায়। মং মহিমমণ্ডলায়। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে।
আং আত্মনে। অং অস্তুরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।”
(অষ্টদিকে)—“ওঁ বিমলাট্রে। উৎকর্ষিণ্যে। জ্ঞানাত্রে। ক্রিয়াত্রে। যোগাত্রে।
প্রহৈর্য্যে। সত্যাত্রে। ঈশানাত্রে। অমৃতগ্রহাত্রে।” “ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে
সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্ম সংযোগযোগপদপীঠাত্মনে নমঃ।”

পরে পুনর্ধ্যান ও আবাহন পূর্বক “ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ” মন্ত্রে
ষোড়শোপচারে অর্চনা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বখাশক্তি জপান্তে
জপসমর্পণ পূর্বক লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবাহন ও পূজা করিবে।

পরে প্রতিষ্ঠাতত্বোক্ত স্বশাখা-বিহিত নিয়মে অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, চক্র-
প্রপণ ও সর্বকর্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা করিয়া চক্রহোম-মন্ত্রে বিষ্ণুপ্রভৃতির
হোম, দিকপাল-হোম, নবগ্রহ-হোম, পুনশ্চ দ্ব্যত দ্বারা প্রতিষ্ঠাতত্বোক্ত
নিয়মে বিষ্ণু-হোম প্রভৃতি অস্তে তিলহোম শেষ করিয়া প্রারম্ভিকহোম
প্রভৃতি সমাপনান্তে পূর্ণহোম করিবে। অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া তিলক-
দানান্তে কর্ম শেষ করিবে।

তৎপরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা তন্ত্ৰমন্ত্রে অম্বথবৃক্ষ জ্ঞান করাইয়া,
তত্বোদকে “সহস্রলীধাঃ”—মন্ত্রে জ্ঞান করাইয়া ধৌত বসন দ্বারা বৃক্ষ আবরণ
পূর্বক চতুর্দিকে কদলীবৃক্ষ আরোপণ করিয়া “অম্বথবৃক্ষায় নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা
করত ঘণ্টা-বিতান-মালাদিতে বৃক্ষ শোভিত করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে
নমস্কার করিবে, বর্ধা—

“ওঁ বৃক্ষরূপিন্ অগম্যথ সর্বকামকলপ্রদ। নমস্তে কমলাকান্ত ঈশিতার্থক

দেহি মে ॥ আহি মাং তগবরাধ বৃক্ষরূপী হরিঃ স্তুতঃ । বমনোকভয়ং জায়া
ক্রিয়তে তব রোপণম্ ॥ আধারঃ সর্বভূতানাং সর্বকর্মপ্রবর্তকঃ । যমীশঃ
সর্বধর্মাণাং ধর্মরূপ নমোহস্ত তে ॥ দর্শনায়ত্তে পাপং লক্ষ্মীভবতি স্পর্শনাং ।
বর্জতে কীর্তনাদায়ুঃ সদাশ্রয় নমোহস্ত তে ॥”

পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ও অশ্বখবৃক্ষায় নমঃ” বলিয়া বারত্সর
সংপ্রোক্ষণ পূর্বক “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ও ত্রীবিম্ববে
নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্য ও সর্বভূতেভ্যো নমঃ ।” কুশ-
তিল-জল লইয়া “অণ্ডেত্যাदि—বাল্য-প্রভৃতি-সমুৎতহরিত-ধ্বংসপূর্বক-এতদ্-
বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসমসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকস্থিতিকামঃ (ত্রীবিম্বপ্ৰীতি-
কামো বা) ইমমশ্বখবৃক্ষং গন্ধাত্তর্জিতং বিষ্ণুদৈবতং সর্বভূতেভ্যোহহ-
মুৎসৃজে ।”

তরুমূলে জল দিয়া “ও অশ্বখবৃক্ষোহন্নং বিষ্ণুদৈবতঃ” উচ্চারণ পূর্বক বৃক্ষ
স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে, যথা—

“ও অশ্বখবৃক্ষরূপোহসি মহাদেবেতি বিস্তৃতঃ । বিষ্ণুরূপধরোহসি স্বং পুণ্য-
বৃক্ষ নমোহস্ত তে । ও অণ্ড মে সফলং জন্ম বৃক্ষরূপ জনাৰ্দ্দিন । সংসারসাগরে-
ভ্যশ্চ পুত্রবত্নারয়িষ্যসি । ও প্রতিষ্ঠিতোহসি বৃক্ষেণ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ।
পতাকাপুষ্পধূপাঙ্ঘ্রি রক্ষ মাং সর্বতোহনঘ ॥”

পরে দক্ষিণাস্ত করিবে, বাক্য যথা—“অণ্ডেত্যাदि—কুটৈতৎ-সর্বভূতো-
দেষ্টকশ্বখবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভব-
গোজনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদে ।”

অনন্তর বৃক্ষের ঈশান বা বায়ুকোণে বস্ত্রাচ্ছাদিত ধ্বজারোপণ পূর্বক
‘ও ধ্বজায় নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া “অণ্ডেত্যাदि—মহাপাতকাদি-বহুপাপক্ষয়-
কামোহস্মিন্ অশ্বখবৃক্ষে ইমং ধ্বজং বিষ্ণুদৈবতং বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্জিতং বিম্ববে
ভূভ্যমহং সম্প্রদদে” বাক্যে উৎসর্গ করত করপুটে বৃক্ষকে বারত্সর প্রদক্ষিণ
করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও এষ বিষ্ণু রবিষ্বং বৈ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ । রুদ্রো মহেশ্বো বরুণ
আকাশঃ পৃথিবী জলম্ । বায়ুঃ শশাঙ্কঃ পর্জন্তো ধনাধ্যক্ষো বিভাবসুঃ । ধ্বজস্ত
রোপণে নিত্যং প্রীয়ন্তাং সর্বদেবতাঃ ॥”

পরে আচারানুসারে পিষ্টপ্রদীপাদি দিয়া নমস্কার করিবে এবং অচ্ছিন্না-
বধারণ পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া দেবতা বিসর্জন করিবে, যথা—

“ও বাহু দেবগণাঃ সৰ্বে পূজামাদার বাজিকাঃ । ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থঃ পুনরা-
গমনার চ ॥”

পরে ঘটাদি বিসর্জন পূর্বক “সুরাছায়তিবিধিত্ত” মন্ত্রে শান্তিদান
করিবে ।

(মতান্তরে) অশ্বখাদিবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখবৃক্ষের বামভাগে কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া রজত-সোম-প্রতিমা,
রজত-বনস্পতি, রজত-কদলীবৃক্ষ ও স্তবর্ণময়ী রোহিণী-প্রতিমা মণ্ডপে
স্থাপন করিবে । যজমান স্থতিবাচন করিয়া অধিবাস করিবে । সঙ্কল্প যথা—
“অন্তেষ্ট্যাদি—ঋঃ-কর্তৃ-শ্বখবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা-কৰ্ম্মানভূতঃ গণপত্যাাদিদেবতাপূর্বক-
মশ্বখবৃক্ষস্ত কদলীবৃক্ষস্ত চ শুভগন্ধাচ্ছবাসনমহং করিয়ে ।” পরে পঞ্চগব্যশোধন
মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধিত করিয়া তদ্বারা বেদী শোধন করিবে । পরে নিম্নোক্ত
মন্ত্রে মাষভক্তবলি দাতব্য । যথা—উত্তরমণ্ডলে “এষ মাষভক্তবলিঃ ও ডাকিনী-
কুচরী-খেচরী পাতালবাসিনী কুমাও পঞ্চবিংশতি-ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ ।” দক্ষিণ-
মণ্ডলে “এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতভূতাদিভ্যো নমঃ ।” পরে বৃক্ষমূলে
উপবিষ্ট হইয়া ঘটস্থাপন পূর্বক গণেশাদি দেবতা, ব্রহ্মা, একাদশ রুদ্র, সাধ্যগণ
ও বিশ্বদেবকে পূজা করিয়া পঞ্চগব্যে, সর্কৌষধিজলে, পিষ্টোতকে বৃক্ষগুলি
অভ্যর্কণ করিয়া বৃক্ষস্থিত রজত সোম ও কদলীস্থিত স্তবর্ণ-রোহিণী-প্রতিমাকে
জ্ঞান করাইবে । মৎস্তপুরাণমতে বৃক্ষগুলিকে মালা-বস্ত্র ও স্তবর্ণ-মুচীবিদ্ধ-পত্রে
স্তবর্ণকুণ্ডল ও স্বর্ণশলাকাযোগে অঙ্কন প্রদান করত স্তবর্ণ-নির্মিত আটটি বা
সাতটি ফল বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া অধিবাস করিতে হয় । পরে ‘আপ্যায়স্ব’
ইত্যাদি মন্ত্রে বৃক্ষাধিষ্ঠাতা সোমের ও কদলীবৃক্ষস্থ রোহিণীর পূজা পূর্বক অধি-
বাস (অধিবাস-প্রণালীতে) করিবে । পরে সূত্র দ্বারা বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া রাখিবে ।
পরদিন যজমান কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া স্থতিবাচনাদি অস্তে সঙ্কল্প করিবে । যথা—
‘অন্তেষ্ট্যাদি মমস্তুরাধিকরণক-স্বর্গবাসকামঃ ত্রিবিবুপ্রীতিকামো বা অশ্বখ-
বৃক্ষপ্রতিষ্ঠামহং করিয়ে ।’ সঙ্কল্প করিয়া বরণ প্রভৃতি অস্তে হোতা পঞ্চগব্যে
বেদী-শোধন, ভূতাপসারণ, বিতান-বন্ধন, ঘটস্থাপন, শান্তিকৃত্ত স্থাপন পূর্বক
বহিঃস্থাপন করত ব্রহ্মোপবেশনাস্ত কৰ্ম্ম করিবেন । পরে গণেশাদি দেবতা,
বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল ও ঋষিগণকে আবাহন পূর্বক ঘটে

পূজা করিবে। পরে অশ্বখবৃক্ষ, রক্ত-বনস্পতি, রক্ত-সোম, কদলীবৃক্ষ ও কাঞ্চন রোহিণীকে জ্ঞান করাইবে। যথা—তৈলহরিদ্রা, সুগন্ধিজল, 'সর্কৌষধি' জল ও নানা তীর্থজলে 'অগ্নিশীলে' ইত্যাদি বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়ে ও 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি মন্ত্রে জ্ঞান করাইয়া, পঞ্চামৃতে, 'বাঃ কলিনীঃ' কলোদকে, গন্ধদ্বারাম্—গন্ধোদকে, ত্রিচ তে—পুষ্পোদকে, বা ওষধীঃ—সর্কৌষধিজলে, ভদ্রং কর্ণেতিঃ—ইত্যাদি শুদ্ধবতীশুক্তে, পুরুষশুক্তে, সহস্রশীর্ষা—সহস্রধারায়, গন্ধাঙ্কঃ—তীর্থজলে, সুরাস্তামতিবিক্ত ব্রহ্মবিকুমহেশ্বরঃ—ইত্যাদি, ও আভেরী-ভারতী ইত্যাদি, গায়ত্রী—পঞ্চমৃতিকায়, "ও অনস্তাদিমহানাগা দানবা ব্রাক্ষসাস্ত বে। সর্কে সুমনসো ভূত্বা ভূত্বারৈঃ আপরন্ত তে।" মন্ত্রে জ্ঞানান্তে কদলীবৃক্ষে অলঙ্কক, সিন্দূর, রক্তমুত্র প্রভৃতি বীধিয়া অশ্বখবৃক্ষকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে। পরে ব্রহ্মোপবেশনের পরবর্তী কার্যসমুদায় করিবে, তন্মধ্যে সামান্ত কুশণ্ডিকানুসারে অন্যান্য কার্য কর্তব্য। বিশেষ এই যে, চক্র-প্রপণ করিতে হয়। চক্রপ্রপণে নির্যোক্তদেবতার মূষ্টিনির্কপণাদি কর্তব্য, যথা—"সোমায় জুষ্টং নির্কপামি, এবং রোহিণ্যে, বনস্পতয়ে, নব-গ্রহেভ্যঃ, দিক্পালেভ্যঃ, অগ্নয়ে, সূর্যায়, প্রজাপতয়ে, অন্তরীক্ষায়, জ্যোঃ।" অমন্ত্রক প্রসূতিষয় গ্রহণান্তে যথাবিধি চক্রপ্রপণ করিবে। পরে বিক্রপাক্রমপান্তে প্রকৃতকর্মারম্ভে সাহসনামকরণ ও বহুপূজাপূর্বক মহাব্যাহতি-হোম করিবে। পরে স্তুতাহতি দ্বারা নির্যোক্ত মন্ত্রে অশ্বখবৃক্ষের দশসংস্কার করিবে। যথা—"ও বলায় স্বাহা, এবং অতিবলায়, তোমায়, বুদ্ধবলায়, কবচায়, প্রজাপতয়ে, আভিরাহতিভিরন্থনস্ত গর্তাধানকর্মাহস্ত। ও ঋষয়ে স্বাহা, প্রাচ্যায়, সূর্য্য-তেজসে, কর্মণে আভিরাহতিভিরন্থনস্ত পুংসবনকর্মাহস্ত। ও গন্ধবেষ্টায় স্বাহা, ত্রৈবর্ষায়, পুলস্তিনে, জাতবেদসে, ওষধয়ে, ধর্ম্মায় আভিরাহতিভিরন্থনস্ত সীমন্তোন্নয়নকর্মাহস্ত। ও সূর্য্যমণ্ডলায় স্বাহা, ব্রহ্মবর্চসে, তেজস্বিনে, পদ্মাসনায়, ঋষিভ্যঃ, মার্কায় আভিরাহতিভিরন্থনস্তজাতকর্মাহস্ত, ও ধাত্রে স্বাহা, পিঙ্গলায়, সোমায়, ধূম্রায়, অধূম্রায়, দীর্ঘাক্ষায় আভিরাহতিভিরন্থনস্ত নামকরণকর্মাহস্ত। ও প্রাণায় স্বাহা, অপানায়, সমানায়, উদানায়, ব্যানায় আভিরাহতিভিরন্থনস্ত অন্নপ্রাশনকর্মাহস্ত। ও অধিপতয়ে স্বাহা, নৃপতয়ে, চক্ৰবে, লোহিতায়, আভিরাহতিভিরন্থনস্ত চূড়াকরণমস্ত। ও কালায় স্বাহা, ধাত্রে, কিশিবেভ্যঃ, ভবে, অধ্যাঃ, বজ্রাধিপতয়ে আভিরাহতিভিরন্থনস্ত উপ-ময়নকর্মাহস্ত।" "ও বজ্রোপবীতমসি বজ্রস্ত বা বজ্রোপবীতেনোপনহামি" মন্ত্রে বৃক্ষে

যজ্ঞোপবীতগ্রহি বন্ধন করিয়া দিবে। “ও মূক্তাহার স্বাহা, অতিমূক্তাহার, শর্ষণে, ব্রহ্মণে, প্রজাপতয়ে আতিরাহতিতিরথখন্ত বিবাহোহন্ত।” পরে রোহিণীমূর্তি মস্তকে লইয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত কদলীবৃক্ষে স্থাপনপূর্বক বৃক্ষস্থ রজতসোমের সহিত বিবাহ দিবে, বাক্য যথা—“অন্তেষ্যাদি যথানামগোজার যথাপ্রবরার অশ্বখরূপিণে সোমায় বরায় এনাং কচ্চাং কদলীরূপিণীং রোহিণীমলকৃতামহং সম্প্রদদে।” পরে দক্ষিণাস্ত করিয়া মণ্ডলমধ্যে সোম ও রোহিণীমূর্তি রাখিয়া পূজা করিবে। যথা—প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম ও করাজস্তাস পূর্বক ধ্যান করিবে। “ও মূক্তাহার-মৃণালমুজ-সদৃশঃ চন্দ্রপ্রভা-নির্মলঃ, কালিন্দীসলিলোদ্ভবঃ সুরগণৈরভ্যর্চ্যমানঃ সদা। পীষ্ব্যার্বমুপাসিতঃ সুরগণৈরাভ্যেয়গোজঃ শুভম্, পূজার্থক্ সদাশ্রয়ামি পরমং ধ্যানেকনিষ্ঠং বিধুম্ ॥ দিব্যশঙ্খতুষারাতম্ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্তো-মূকুটভূষণম্।” মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্যস্থাপনান্তে আধারশক্ত্যাঙ্গীঠ-পূজা করিয়া পুনর্ধ্যান ও আবাহনপূর্বক “ও সোমায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে। ঐরূপ রোহিণীকে পূজা করিয়া চক্রহোম করিবে। মন্ত্র যথা—“ও আপ্যায়ন সমেতু তে” ইত্যাদি। “ও বনস্পতে বিড়্ভো হি ভূয়া অশ্বৎসথা প্রতরণঃ। সুবীরোগোতিঃ সন্নদ্ধোহসি বীড়য়ন্ব আন্বাতা তে জয়তু জেহানি।” মন্ত্রে বনস্পতি-হোম করিয়া “ও রোহিণ্যে স্বাহা” মন্ত্রে রোহিণীর যথাশক্তি হোম করিবে। চক্র দ্বারা মহাব্যাহতি-হোম, অগ্নিমৌলে ইত্যাদি বেদাদিমন্ত্র-চতুষ্টয়ে হোম, নবগ্রহ-হোম ও দিকপাল-হোমান্তে “ও অগ্নয়ে স্বাহা, ও সূর্য্যায় স্বাহা, ও প্রজাপতয়ে স্বাহা, ও অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ও ভৌঃ স্বাহা, ও মহা-রাজায় স্বাহা, ও সোমঃ রাজানঃ ইত্যাদি স্বাহা, ও অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা” এইরূপে চক্র হোম সমাপ্ত করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করত অবশিষ্ট চক্র ইত্যাদিকে বলি দিয়া, আজ্যহোম করিবে। যথা—সঙ্কল্প পূর্বক অষ্টোত্তরশত পলাশসমিধ্ দ্বারা “ও আপ্যায়ন সমেতু তে” ইত্যাদি মন্ত্রে সোমহোম করিয়া “ও বনস্পতয়ে স্বাহা, ও তদ্বিক্শোঃ ইত্যাদি স্বাহা, ও বাসুদেবায় স্বাহা, ও ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুঃ ইত্যাদি স্বাহা, ও অশ্বখায় স্বাহা, ও রোহিণ্যে স্বাহা।” পরে পুনশ্চ নবগ্রহ ও দিকপালগণের আজ্যহোমান্তে তিলহোম কর্তব্য, যথা—“ও ত্র্যম্বকং যজামহে” ইত্যাদি স্বাহা, “ও অশ্বে অশ্বিকে অশ্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন। সমন্ত্যকঃ স্তুভজিকাং কাশ্মিন্য-বাসিনীং স্বাহা।” তিলহোমান্তে শাট্যায়ন-হোম, মহাব্যাহতিহোম ও

উদীচ্যকর্ম করিয়া পূর্ণাহতি দিবে। পরে তিলকদানান্তে বৃক্ষোৎসর্গ করিবে। যথা—

বামহস্তে বস্ত্রাচ্ছাদিত, সুবর্ণকল ও পত্রাঙ্কিত বৃক্ষকে ধরিয়া অর্চনা করিবে, ‘ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-রজতপত্র-সুবর্ণকলাষিতাশ্বখবৃক্ষায় নমঃ, এতদধিপত্যে দেবার বনস্পত্যে সোমায় নমঃ, এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ সর্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ।’ পরে উৎসর্গবাক্য পড়িবে,—“ওঁ অশ্বেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা যৎস্ত-পুরাণাভ্যন্ত-বৃক্ষারোপণ-জন্ত-সম্যক্-ফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা গরু-ড়াদিনানাপক্ষিগণ-ব্রাহ্মণাদি-সর্ববর্ণ-গোমহিষাদি-সর্বজন্তুনাং নীড়াদিনিবেশ-সুশীতলচ্ছায়া-বিশ্রামাদি-সর্বকামোপযুক্তমিমমশ্বখবৃক্ষং রজতপত্র-সুবর্ণকল-সহিতং গন্ধাদ্যর্চিতং সোমদৈবতমহমুৎসজে।” পরে দক্ষিণাবাক্য পাঠ কর্তব্য। যথা—“অশ্বেত্যাদি কৃতৈতৎসর্বসত্ত্ব-সম্প্রদানকাশ্বখবৃক্ষোৎসর্গকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।” পরে কৃতাজলি হইয়া পড়িবে—“ওঁ যে কে চ গুরবো লোকা যে চাকশ-বিহারিণঃ। তে সর্বে প্রতিমোদন্ত বৃক্ষেহশ্মিরতিহর্ষিতাঃ ॥ দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিগণচ সরীসৃপাঃ। কুমিকোটপতঙ্গাদ্যা ব্রাহ্মসাঃ সিদ্ধচারিণঃ। গন্ধর্বাঃ স্থানকামা যে যে চ লীলাবিহারিণঃ। তেষামেব হিতার্থায় স্থাপিতো-হয়ং ময়া তরুঃ ॥ অত্র যদ্বিহিতং কর্ম পরিপূর্ণং তদস্ত মে। যে কেচন বিপ-দ্যন্তে স্বকর্মফলভোজনাঃ। তেষাং দোষৈর্ন লিপ্যেহহং সুখং স্বর্গমবাশ্রুয়াম্।” প্রার্থনান্তে ধ্বজদণ্ড উৎসর্গ করিবে, যথা—বস্ত্রাচ্ছাদিত ধ্বজ বামহস্তে ধরিয়া অর্চনা কর্তব্য—“ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-বংশধ্বজায় নমঃ” তিনবার অর্চনা করিয়া ‘এতৎসম্প্রদানায় ওঁ সোমায় নমঃ’, ‘এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।’ উৎসর্গবাক্য যথা—“অশ্বেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইমং সবস্ত্রধ্বজং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বাসুদেবার তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” পরে দক্ষিণাবাক্য পাঠ্য, যথা—“ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈ-তৎবংশধ্বজদানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা তন্মূল্যং বাসুদেবার তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” অতঃপর ধ্বজদণ্ডগলিত জলে ষট্পুরুষের তর্পণ করিবে, যথা—সামবেদী—“অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতদ্বৃক্ষলঙ্ঘিত-পতাকা-গলিতসতিলোদকং তস্মৈ স্বধা” মন্ত্রে, ষজুর্বেদী—“অমুকগোত্র পিতর-মুকদেবশর্মন তৃপ্যতামেতন্তে বৃক্ষলঙ্ঘিত-পতাকাগলিত-সতিলোদকং স্বধা।” ঋগ্-বেদী “অমুকগোত্রঃ পিতরমমুকদেবশর্মাণং তর্পরাম্যেতদ্বৃক্ষলঙ্ঘিতপতাকা-গলিত-সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।” এইরূপ বারত্বে তর্পণ করিয়া

পিতামহাদিরও তর্পণ করিবে। পরে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ইত্যাদি মন্ত্রে শাস্তিকলস উত্থাপন করিয়া তজ্জলে 'সুরাধ্বামভিষিক্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে বজ্রমানের অভিষেক করিতে হয়। পরে বিষ্ণুগ্ৰীভূদেস্তে নিম্নপ্রমাণোক্ত ষাদশ দান করিবে, যথা—“আসনং বস্ত্রমাম্রং তাম্বুগং দৌপকাঞ্চনে। রজতং ছত্রকলসৌ গন্ধমাণ্যো চ পাতুকে। ষাদশৈতানি দানানি সর্গকর্মসু কারয়েৎ।” পরে আচার্য্যাদিদক্ষিণা দান করিয়া দেবতা বিসর্জন করিবে—“ওঁ বাহু দেবগণাঃ সর্গে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং পুনরাগমনায় চ।” অতঃপর অশ্বখবৃক্ষকে বারত্স প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিবে, যথা—“ওঁ অশ্বখরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ। স্বদর্শনাদ্ভবেদায়ুঃ স্পৃষ্টে। লক্ষ্মী-বিবর্দ্ধয়েৎ। চক্ষুঃস্পন্দং ভূজস্পন্দং তথা হৃৎস্পন্দদর্শনম্। শত্রূণাঞ্চ সমুখানম-বধ শমরাণ্ড মে।” এই প্রতিষ্ঠার বিষ্ণু ও লক্ষ্মীপূজার বিধি দেখা যায়।

রথ-প্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠাকর্তা নিত্যক্রিয়াস্তু নিম্নোক্ত প্রকারে পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠাদি অস্ত্রে সঙ্কল্প করিবে।

পুণ্যাহাদিবাচন।—“ওঁ কঠব্যোহশ্বিন্ বিষ্ণুবথপ্রতিষ্ঠাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু”, এবং “ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রবন্তু” ইত্যাদি।

সঙ্কল্পবাক্য যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত আষাঢ়ে মাসি শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া-ব্রাহ্মিণ্যে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতৎকাষ্ঠাদিময়-রথ-পরমাণু-সম-সংখ্যক-বর্ষমহত্য়াবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-মহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুগ্ৰীতিকামো বা কাষ্ঠাদি-ময় বিষ্ণুরথ-প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।”

সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ করিবে। অতঃপর পুরুষকর্তব্য স্থলে গোষ্ঠ্যাদিমাতৃকা-পূজা ও শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে, যথা—“অন্তেষ্যাদি বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্যভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌষ্ঠ্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোধারাসম্পাতনায়ু-সূক্তপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্তহং করিষ্যে।”

পরে সঙ্কলিত গোষ্ঠ্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজাদি অস্ত্রে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাদি বরণ কর্তব্য। বরণবাক্য যথা—“অন্তেষ্যাদি মৎসঙ্কলিত-কাষ্ঠাদিময়-বিষ্ণুরথ-প্রতিষ্ঠাহোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায়, এবং বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠা-কর্মণি হোত্রাদি কর্মকরণায়, আচার্য্যকর্মকরণায়, সদন্তকর্মকরণায়” ইত্যাদি

বধাবধ প্রবোধ্য। অষ্টমোহিত বধ বোধ্যে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠাধিকারেন বিদ্যাপসারণ,
পঞ্চমব্য শোধন, বেদী শোধন, বিভাস বহন, বটস্থাপন, গণেশাদিগুণা, বিষ্ণু-
প্রতিমা স্থান, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীগুণা করিয়া বহিঃস্থাপন পূর্বক বধাবধি চর্যাপন,
ভূমিজগাদি বিরণাক জগাত চর্যাহোম, আচ্যাহোম, সমিধ-হোম ও তিলহোম
করিবে। পরে ‘ও তগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রীমতাম্’ বলিয়া বধসমীপে গমন করত
মালা, ধ্বজ, পতাকাদি দ্বারা বধ পুসজ্জিত করত গুরুত্বের বন্দনা করিবে,
মন্ত্র বধা—“ও যো বিশ্বপ্রাণহেতুতত্ত্বরূপি চ হরেবানকেতুতত্ত্বরূপো যঃ সাক্ষিভ্যেব
মোহাৎ স্বরূপগবধূর্বগর্ভাঃ পতন্তি। চক্ৰচক্ৰোদ-ভূত-অতিত-কনি-বসা-রক্ত-
ধারাক্রিতান্তঃ বন্ধে ক্ষণেকোন্নয়ঃ তং ধগপতিময়ং স্বর্গবর্গং সুপর্ণম্ ॥” বন্দনাতে
শব্দ-তুর্ধ্যধ্বনিসহকারে বধের উপরিভাগে ধ্বজারোপণ করিয়া ‘ও’ মন্ত্রে
শান্তিকুন্তল বধে ছিটা দিবে। অনন্তর বিষ্ণুমূর্তিকে বধসমীপে আনয়ন
করিয়া বধের উপরিভাগে মাঘতক্ত বলি দিবে। মন্ত্র বধা—

“এব মাঘতক্তবলিঃ ও দেবদৈত্য-ভূতাদিত্যো নমঃ ।”

প্রার্থনামন্ত্র বধা—

“ও বলিঃ গুরুত্ব মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ।

মরুতচাষিনৌ রজ্জাঃ সুপর্ণাঃ পরগাস্তথা ॥

অমুরা বাতুধানাশ্চ রথহাট্টেব দেবতাঃ ।

দিকৃপালা লোকপালাশ্চ বে চ বিয়বিনাশকাঃ ॥

জগতঃ স্বস্তি কুর্বাণা দিব্যা মহর্ষয়স্তথা ।

অবিয়মাচরন্তেতে মা সন্ত পরিপহিনঃ ।

সৌম্যা ভবন্ত তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা ভূতগণাস্তথা ॥”

পরে বলরামকে নিম্নোক্ত প্রকারে, ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা
করিবে। বধা—

“ও বলরামঃ বিসম্বেতঃ দধতঃ সুবলঃ হলম্ ।

একাবতঃসং ধ্যায়ন্ত মদবিহ্বললোচনম্ ॥”

পরে অগ্নরাধের ধ্যান করিবে, বধা—

“ও তগবন্তঃ অগ্নরাধঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ।

বাহ্যকরতরুং বন্ধে তক্তাহুগ্রহকারকম্ ॥”

‘ধ্যান করিয়া ‘ও পুরুষোত্তমায় নমঃ’ মন্ত্রে অগ্নরাধের পূজাতে সুভদ্রার ধ্যান
করিয়া পূজা করিবে। ধ্যান-মন্ত্র বধা—

“ও হুতজ্ঞাং তদ্বদনাং কতকর্ষণবর্জিনীম্ ।

বন্দেতিবহ্যতনরাং ধনজয়নোহরাণীম্ ॥”

হুতজ্ঞাকে নীল বস্ত্র দেয়। অতঃপর হুতর্শম ও গরুড়কে পূজা করিয়া হুতপতিকে বস্ত্রাদিদানে সন্তুষ্ট করত ধ্বজপতাকা-বস্ত্র বায়ু হস্তে ধরিয়া দ্রুত উৎসর্গ করিবে, বধা—“ও এতশৈ কাষ্ঠাদিময়রথার নমঃ” বস্ত্রে বারজর অর্চনা করিয়া নিয়োক্ত বাক্য পাঠ করত রথে জলের ছিটা দিবে, বধা—

“ও অশ্বেত্যাণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকাম ইমং কাষ্ঠাদিময়রথং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিভ্যঃ শ্রীবিষ্ণুবে তুভ্যমহং সন্ত্রাসদে ॥”

পরে বিষ্ণুকে দক্ষিণা দিয়া প্রার্থনা করিবে, বধা—

“ও ইন্দুহ্যয়ঃ কিত্তিগতিবধা চাগৌ পুরা বিতো ।

বিজয়স্ব রথেনাত্ত ওত্তিকামওপং প্রতি ॥

তবাণালাবলোকেন প্রপুনন্তি দিশো দশ ।

নিঃশ্রেয়সপদং হস্তং হাবরাণি চরাণি চ ॥

অবতারকৃতো হেব লোকাহুগ্রহকাম্যরা ॥”

দেবমূর্তি সহ রথকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রুতপ্রতিষ্ঠোক্ত উদীচ্য-কর্মাঙ্তে ত্রুতিদক্ষিণা ও মূল দক্ষিণা দান পূর্বক অচ্ছিন্নাবধারণ ও বৈগুণ্য-শাস্তি কর্তব্য। প্রতিষ্ঠানন্তর রথযাত্রাবিধানে (১ম খণ্ড যাত্রাপ্রকরণ দেখ) বিষ্ণুর রথযাত্রা কর্তব্য।

আরাম-উৎসর্গ

সর্বজনের উপভোগার্থ গ্রাম বা পুরমধ্যে বনস্পতিসমবিত্ত উপবন নির্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিলে সর্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। প্রতিষ্ঠাকর্তা নিত্যক্রিয়াঙ্তে “ও কর্তব্যোহশ্রিয়ারামোৎসর্গকর্মণি ও পুণ্যাহং তবস্তো ব্রবন্ত” ইত্যাদিক্রমে পুণ্যাহানি বাচন করিয়া স্বস্তিহুত পাঠাদি অঙ্তে সঙ্কল্প করিবে, বধা—

“ও বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতির্থো অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকামো বা সর্বসন্তোদেস্তকারামোৎসর্গমহং করিষ্যে ॥”

হুত পাঠ পূর্বক অক্ষুদ্রদ্বার্ষ সঙ্কল্প পূর্বক সগদাধিপ-গৌরীাদি-বোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আত্মহুত জপ ও আত্মদক্ষিণ প্রদান

করিয়া অশ্রাধোঃসর্গঃ বোধী, কৃত ও কৃত্য নির্মাণ করিবে। পরে অশ্রা, হোতা, আচার্য ও সদস্যগণকে ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধানে বরণ করিয়া চক্রাঙ্ক বস্ত্র অঙ্কন করত বধ্যদলের বহিঃপ্রদেশে অশ্রাদি লোকপালগণকে বহু বয়ে আবাহন ও পূজা করিবে। বহু-গচ্ছাদি দ্বারা বহুগণের পূজা করিয়া বৃক্ষের অর্চনা করিবে। বৃক্ষে বর্ণ-রূপ্য কলবন্ধন, বর্ণশলাকা দ্বারা অকিঞ্চ নেত্রের অঙ্কনশোভা ও সুবর্ণমুচী দ্বারা কর্ণবেধ করিয়া দিবে। পরে সোমের বোড়শোপচারে পূজা করিয়া বহু বেদোক্ত বহিঃস্থাপন, চক্রাঙ্কণ ও সামান্ত কুশতিকা অস্ত্রে সোমের উদ্দেশে “ও সোমো য়েহুং সোমো অবন্তমাতুঃ সোমো বীরং কর্ণণ্যং দদাতি। সাদন্তং বিদধ্যং সন্তেরং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদন্তে” এই মন্ত্রে চক্ৰ দ্বারা হোম করিয়া ষিষ্ট-কৃৎহোম করিবে। পরে উক্ত মন্ত্রে তিলাভ্যমিশ্রিত অটোত্তরশত বা তদ্বর্জসংখ্যার পলাশ-সমিধ দ্বারা হোম করিবে। অতঃপর উদীচ্যকর্ণ শেব করিয়া তিলকদানান্তে শাস্তিকলস “ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মপদ্মতে” ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপন করত শাস্তিকুন্তলনে “ও সুরাশ্রামতিবিকৃত” ইত্যাদি মন্ত্রে বহু-মানকে অভিষিক্ত করিবে। পরে আশ্রাধোঃসর্গ করিবে, বধ্য—অর্চনাতে “বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রিঅমুকদেবশ্রী। সর্বাভীষ্টসিদ্ধিকাম ইমমারামঃ ত্রিবিষ্ণুদৈবতং সর্বভূতেভ্যো হহমুৎসজে। ও দেবপিতৃমহুতাদয়ঃ শ্রীরক্তাম্।” পরে বহু-হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিয়া অজিহ্রাবধারণাদি করত কৰ্ম সমাপন করিবে। অবশ্য-প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি অহুসারে কেহ কেহ আশ্রাধোঃসর্গ করিয়া থাকেন।

ভূতলাপ্পুস্তকশাস্ত্রান্য-ব্যবস্থা

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষ্ণুসংক্রান্তি, ব্যতীপাতবোগ, জ্যৈষ্ঠার্ণ, যুগান্তা, মঘস্তরা, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, বৈশ্বতিবোগ, চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, পর্কদিন, দ্বাদশী, অষ্টকা তিথিতে, বজ্র ও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে, হুঃবধ বা অদুত উপজব দর্শনে, ধনসম্পত্তি ও সদ্ব্যাক্ষণনাতে অথবা প্রজা জন্মিলে তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম, গোষ্ঠ, কূপ, উপবন, নদী, মনোহর তড়াগ বা গৃহেও পবিত্র স্থানে জীবনকে অস্বামী অকিকিৎকর অসার বুদ্ধি। ভূতাপ্পুস্তকশাস্ত্রান্য কর্তব্য।

মণ্ডপ-নিৰ্মাণ।—দ্বিতীয় বৈষ্ণৱ মন্দিৰ (কুই হইতে কনিষ্ঠাৰ অগ্ৰ পৰ্যন্ত) বা দ্বাদশ বা দশ হস্ত-পৰিমিত ভাস্কৰ-চতুৰ-সমবিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিবে। মণ্ডপমধ্যে তৃতীয়াংশ-পৰিমিত মধ্য-বেদী কৰিয়া মণ্ডপেৰ চতুৰ্দ্ধোণে চাৰিটি ক্ষুদ্ৰ বেদী ভাস্কৰনৰূপে নিৰ্মিত কৰিবে। সপ্তমত মধ্যবেদী ও অপর একটি ঈশানকোণে পূজাৰ্থ পঞ্চমত-পৰিমিত বেদী নিৰ্মাণ কৰিতে হয়। বেদীৰ পাৰ্শ্বে সারবান্ কাঠে তোরণ রচনা কৰিবে। তোরণেৰ চাৰিদিকে চাৰিটি হস্তপ্ৰমাণ কুণ্ড প্ৰস্তুত কৰিবে ও কুণ্ডচতুৰ্দ্ধোণে মেখলা ও বোনিহান নিৰ্মাণ কৰিয়া সমীপে পূৰ্ণকুণ্ড, অৰ্গন, তাম্ৰপাণ্ডৱ, বিষ্ণু ও অস্তাশ্ৰয় বজাপাণ্ড স্থাপন কৰিবে। কুণ্ডেৰ ঈশানকোণে হস্তপৰিমিত বেদী হইবে, তাহাতে তিল, ঘৃত, ধূপ, দীপ প্ৰভৃতি পূজোপহাৰ স্থাপনীয়। ঐ বেদীতে গ্ৰহ ও দিকপালগণেৰ পূজা হইবে এবং উহাতেই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰেৰ কল, মালা, বস্ত্ৰ প্ৰভৃতি দ্বাৰা অৰ্চনা কৰিতে হয়। বেদীমধ্যে কিৰ্কিণীযুক্ত ধ্বজদণ্ড ও দিকে দিকে লোকপালগণেৰ বৰ্ণীকৃতস্বৰে পতাকা-বস্ত্ৰ উড্ডীৰমান কৰিবে। মণ্ডপেৰ চাৰিটি দ্বাৰে চাৰিটি তোরণ কীৰি (অৰুখ, ধট, পাঁকুড়া দি) বৃক্ষেৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কৰিয়া প্ৰোথিত কৰিবে। প্ৰত্যেক দ্বাৰে মালা, গন্ধ, ধূপ, বস্ত্ৰ ও বস্ত্ৰযুক্ত দুইটি কৰিয়া কুণ্ড স্থাপন কৰিবে।

স্তম্ভ-নিৰ্মাণ।—শাল, ইলুদী, চন্দন, দেবদারু, শ্ৰীপলী, বিষ্ণু ও প্ৰিয়কাঞ্চন এই সকল কাঠেৰ দুইটি স্তম্ভ নিৰ্মিত হইবে। স্তম্ভদ্বয় দুই হস্ত বাবৎ ভূমিতে প্ৰোথিত কৰিয়া দৃঢ় কৰিবে, এবং পঞ্চমত বাবৎ উৰ্দ্ধে অবস্থিত হইবে। স্তম্ভদ্বয় প্ৰত্যেকটি চাৰি হস্ত বাবধানে প্ৰোথিত কৰিবে, অপর একখানি স্তম্ভজাতীয় দৃঢ় কাঠ স্তম্ভদ্বয়েৰ উপরে স্থাপন কৰিবে। স্তম্ভদ্বয়েৰ অগ্ৰ হইতে দশ অঙ্গুলি বাদ দিয়া চাৰি অঙ্গুলিপৰিমিত গৰ্ভ হইবে। তাহাৰ উপৰি দেৰ কাঠেৰ পৰিমাণ পাঁচ হাত চাৰি অঙ্গুলি। প্ৰত্যেক স্তম্ভে তুলাধাৰণ-কাঠেৰ অগ্ৰভাগ দশাঙ্গুল প্ৰবিষ্ট হইয়া চাৰি অঙ্গুল বহিৰ্গত হইবে।

তুলাদণ্ডমান।—তুলাদণ্ড চাৰি হস্ত পৰিমাণ দীৰ্ঘ হইবে, তাহাৰ অগ্ৰ হইতে চাৰি অঙ্গুলি-পৰিমিত স্থান বাদ দিয়া লৌহশৃংখলাদ্বয় বোজন কৰিবে। তুলাদণ্ড-কাঠেৰ পৃথুৰ দশাঙ্গুলি হওয়া কৰ্তব্য। তুলাদণ্ডেৰ মধ্যস্থানে সুবৰ্ণনিৰ্মিত বিষ্ণুপ্ৰতিমা বন্ধন কৰিয়া রাখিবে। তুলাদণ্ডেৰ পাদদেশস্থান ও চতুৰ্দ্ধোণিত এবং তুলা-দণ্ড হইতে পাদদেশস্থান আড়াই হাত ব্যবধানে স্থাপিত হইবে। এ বিষয়ে প্ৰমাণ এই।

“চতুর্দশা তুলা কার্যা শাস্ত্রো কার্যো কথ্যারিষো ।

অমরত্ব তয়োহুতো তবোদ্যায়নোহু চ ॥”

তুলাপুস্তক পোতাধিকার করিবে এবং তাহাতে যতদূর
চন্দন, পুস্তকাদি স্থাপনীয় । বেদীমধ্যে ভূমিতে চক্ৰাক্ষরগুলি অঙ্কন করিবে ।
উপরিভাগে পঞ্চবর্ষে রঞ্জিত পুষ্পকল-শোভিত বিজ্ঞান বহন করিবে ।
বেদীর চতুর্দিকে সুরগ, সুনীল, সদ্‌বংশজাত, ক্রিষাবিধি, আর্ঘ্যবংশজাত,
চতুর্দিকবিৎ ঋষিককে কার্যে অর্পণ করিবে । বৈদান্তিক, আর্ঘ্যবংশজাত,
সৎসত্যবসম্পন্ন, পুরাণশাস্ত্রজ, কার্যাদক্ষ, সুবেশ গুরু বৃত্ত করিবে । বেদীর
পূর্বভাগে দুইটি ঋগ্‌বেদবিদ, দক্ষিণে দুইটি যজুর্‌বেদজ, পশ্চিমে দুই জন সাম-
বেদী ব্রাহ্মণ ও উত্তরে অথর্ববেদপাঠী ব্রাহ্মণগণকে উপবেশন করাইবে ।
তাঁহারা বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নবগ্রহ, দিকপাল,
অষ্ট বসু, ষাটশ আদিত্য, মরুৎ, অশ্বা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, (সূর্য্য) বনস্পতিগণের
স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে চারিবার হোম করিবেন ও ইহাদের যথাসম্ভব
বেদোক্ত স্তোত্র (সংহিতার জটব্য) জপ করিবেন ।

মণ্ডপের চতুর্দিকে ও চতুর্ভুজে পঞ্চহস্তপ্রমাণ দুই হস্ত বিস্তার পতাকা
রাখিবে । ধ্বজদণ্ড সপ্তহস্ত বা দশহস্ত করিবে । ভূমিমধ্যে পঞ্চমাংশ প্রোথিত
থাকিবে । পতাকাগুলি লোকপালের বর্ষে রঞ্জিত হইবে ।

তুলাপুস্তকাদিকান্ন-বিধি

পূর্বদিনে কর্মকর্তা কোর করাইরা একবারমাত্র নিরামিষ ভোজনাভ্যে
পরদিন উপবাসী থাকিরা সায়ংকালে বিষ্ণুপ্রতিমা পূজাপূর্বক অধিবাস করিরা
রাত্রি আগমন করিবে । তৎপরদিন প্রাতঃ নিত্যক্রিয়াস্তে স্থাপিত ঘটে বা শাল-
গ্রামণিলার গণেশাদি পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, দিকপাল ও গুরুপূজা পূর্বক সঙ্কর
করিবে । প্রথমতঃ পুণ্যাহারিবাচন যথা—“ও কর্তব্যোহুশ্মিন্ যশসীরপরি-
মাণপরিমিত-সুবর্ণাদি-তুলাপুস্তক-মহাদানমথকর্মণি ও পুণ্যাহং তবন্তো কবচ”
তদ্বার বসিলে ব্রাহ্মণগণ “ও পুণ্যাহং” বারম্বার বলিবেন । এইরূপ বসি
ও ঋষিবাচনাভ্যে বসিতুস্ত পাঠ ও “সূর্য্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে সান্নিধ্যকর-
নাভ্যে “তদিকোঃ পরমং” ইত্যাদি ও “সর্বমঙ্গলমঙ্গলং” ইত্যাদি পাঠে

বিষ্ণু-বরণ করিয়া উত্তরাংশে তিন-পুষ্প-কুল-জল-পূর্ণতাম্রিণীঅহতে “বিষ্ণুরোদ্ভূতংসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচাক্ষর্যমগ উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ ঐঅমুকদেবপুত্রঃ ঐতিহ্যে কামিণীহানাদিকরণটেককর্মবস্তুর-বাস-তদুত্তরার্কবর্ণ-কিকিণী-জাল-মালিবিমানাধিকরণকবহনশরঃপূজ্যমানতা পূর্বকবিষ্ণু-পূরণমম-কল্পকোটিশতাবজ্জিন্নতল্লোকমহিতত্ব-তদুত্তরৈহলৌকিক-ভূগাল-মৌলি-মণিরজিতপাদপীঠত্ব-প্রজ্ঞাচিত-বজ্রসহস্রযাজিৎ-দীপ্ত-প্রতাপ-জিত-সর্বমহী-পালয়-রাজরাজীভবনকামঃ ঐবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা স্বশরীর-পরিমাণ-পরিমিত-সুব-র্ণাদি-ভূলাপুরুষমহাদানমধ্যমহং করিষ্যে।” সঙ্করাতে য য শাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। পুরুষ কর্তা হইলে সঙ্করপূর্বক আত্মাদরিক প্রাদাদি করিয়া গুরু, ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সূদন্ত বরণ করত চতুর্বেদ পাঠ ও হোমার্ঘ চতুর্বিংশতি, বোড়শ বা অষ্টসংখ্যক ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। পরে হোতা বগুপমধ্যে পঞ্চমস্ত বেদীর মধ্যস্থানে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা পূজ্যমণ্ডল নির্মাণ করিবে, বধা—চতুরঙ্গুলপরিমিত খেতবর্ণ কেশর, তন্মধ্যে কিকিণী রক্তবর্ণ কর্তব্য। অষ্টাঙ্গুলপরিমিত পীতবর্ণ মণ্ডলাকার দলমণ্ডল। দশাঙ্গুলপরিমাণ রক্তবর্ণ দলাগ্রমণ্ডল। তদ্বহির্ভাগে বিংশতি অঙ্গুলি-পরিমাণ স্থান পঞ্চবর্ণপর্যাগে বহির্মণ্ডল অঙ্কিত করিবে, বহির্মণ্ডলের অধোভাগে অধোমুখ অর্ধচন্দ্রাকার বোড়শ অর্ধচন্দ্র খেত গুঁড়ি দ্বারা অঙ্কন করিবে। অবশিষ্টাংশ কৃষ্ণরজ দ্বারা পূর্ণ করিবে। মস্তান্তরে চক্রাজমণ্ডল অঙ্কনের বিধি আছে। মণ্ডপমধ্যে সর্বোপরে তৃতীয় ভাগ দ্বারা মধ্যবেদী নির্মাণ করিবে। মধ্যবেদীর ঈশানে হস্তমিতা পূজ্যবেদী করিবে। মধ্যবেদীচতুর্কোণে চারিটি স্তম্ভ রোপণ করিতে হয়। চতুর্দ্বারপার্শ্বে দুইটি করিয়া ৮টি কলস স্থাপন করিবে, তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, বহির্ভাগে পুষ্পমালা, উপরিভাগে বস্ত্র দেয়। কলসগুলি পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা নির্মিত-অষ্টদলপদ্মোপরি স্থাপিত হইবে।

অতঃপর বজ্রমান বিঘ্নবিনাশার্থ গোবিন্দাদিপূজার সঙ্করাদি করিবে। বধা—

“ও কর্তব্যোহগ্নিন্ ভূলাপুরুষ-মহাদান-মধ্যম-বিষ্ণু-পূজন-কর্মণি ও পুণ্যাহং ভবতো ক্রবত্” (ও পুণ্যাহং বারজর প্রভূতর) এইরূপ বধাবধ বস্তি, পুজিবাচন করিয়া বস্তিপূজাপাঠ, সান্নিধ্য করণা ও বিষ্ণুবরণান্তে নির্যোক্ত প্রকারে সঙ্কর করিবে, বধা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অম্বুকে ধাসি (মুখ্যচান্দ্রমসি) অম্বুকে গন্ধে অম্বুকেতিথৌ
(সংক্রান্তিদিনে কর্তব্যং হইলে ‘অম্বুকসংক্রান্ত্যঃ’ ইহা উল্লেখ্য) অম্বুকগোত্রঃ
ত্রিঅম্বুকদেবশর্মা মৎসকরিত-কর্তব্য-ভূগাপুত্র-বহাদান- (‘মৎস’) কর্ণগো শিখির-
সমাপ্তিকামো বিক্ৰাদিপূজনমহং করিত্তে।” অতঃপর হোতা ‘সামান্তার্য’
ও আসনভুক্তি-অস্তে স্ব স্ব মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন পূর্বক তদ্বারা ‘ও
বেতা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিবা বহির্বিদ্রিম্। যুগেন যুগ আপ্যতে প্রীতো
অগ্নিরগ্নিনা’ মন্ত্রে বেদী শোধন করত বেতসর্বপ ছড়াইরা “ও বেতান্যন্ত
পিণাচান্চ ব্রাক্ষসান্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্কে বে চান্তে বিদ্রকারকাঃ।
বিনারকা বিদ্রকরা মহোগ্রা বজ্রবিষো বে পিণিতাপনান্চ। সিদ্ধার্থকৈ-
র্বজ্রসমানকন্ঠৈর্মরা নিরন্তা বিদিশঃ প্রযান্ত” মন্ত্রে বিদ্রাপসারণ করিবেন। পরে
ঈশানকোণে ধাত্তোগরি শান্তিকলস ‘ও আভিহ কলসঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে হাপন
করিয়া তাহাতে ‘ও বরুণস্তোভন্তনমসি’ ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের আবাহন
করত ‘ও গজাভাঃ সরিতঃ সর্কা’ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন কর্তব্য। অনন্তর
বারপূজাদি, ভূতভুক্তি, বাত্কাভাস, ‘বাং’ বা ‘ও’ মন্ত্রে প্রাণারাম, পীঠভাস,
করাভাস প্রভৃতি অস্তে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বা কেবল অষ্টদলপদ্মে
বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চাশৎ দেবতার ধ্যান করত পূজা করিবে, বথা—
কুর্শ্মযুজ্যাবোগে পুষ্প ও অক্ষত লইরা “ও উত্তংকোটি-দিবাকরাতমনিশং শখং
গদাং পঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোতিপার্বধরম্। কোটীরাঙ্গদ-
হার-কুণ্ডলধরং পীতাঙ্গরং কোন্ততোক্ষিপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎস-
চিহ্নং ভজে ॥” ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজাপূর্বক অর্ঘ্যহাপন, পুনর্ধ্যান,
আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১ম ৭ও পূজাপ্রকরণ দেখ) করত বোড়শোপচারে
পূজা করিবে। (ব্রতপ্রতিষ্ঠার উপচারদানমন্ত্র দ্রষ্টব্য) পরে “ও পতাকাটৈ
নমঃ” মন্ত্রে পতাকাপূজা করিয়া ‘এবা পতাকা ও বিকবে নমঃ’ মন্ত্রে নিবেদন
করত প্রণাম করিবে। পরে ব্রহ্মার পূজা করিয়া রক্তপতাকাদান কর্তব্য।

ধ্যান।—“ও ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং বেতহংসোপরিস্থিতম্” ইত্যাদি। অথবা—

“ও পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ। অক্ষমালাং কবঃ বিভ্রং
পুষ্পকক কমণ্ডলুন্। বাসঃ কৃকাজিনং তন্ত পার্শ্বে হংসতথৈব চ ॥”

পূজামন্ত্র।—ও পদাশকুন্ডলাকারো ব্রহ্মা চৈবাকুন্ডলধরঃ। সর্ববজ্র-
পতিঃ শ্রেষ্ঠতমৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ এতৎ আসনম্—ও ব্রহ্মণৈ নমঃ ইত্যাদি,
এবা রক্তপতাকা ও ব্রহ্মণৈ নমঃ।

প্রণামময় ।—ওঁ বেদাধারায় বেতার জ্ঞানময়ায় নমঃ । কনককমলা-
কক-কবচায় নমঃ ॥

অতঃপর কথাবধ শিবের ধ্যান পূর্বক পূজা ও খেত পতাকা দান করত
নিরোক্ত মন্ত্রে বিনায়কারির আবাহন ও পূজা কর্তব্য । বধা—“ওঁ তুর্ভবঃ-
গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি, “ওঁ গাং গণেশায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা,
রক্তপতাকাদানান্তে “ওঁ তুর্ভবঃ-বর্তগবতি তুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি-
রূপে আবাহন করিয়া “ওঁ অশ্বে-অধিকে-মহালিকে ন মানসতি কচ্চন” ইত্যাদি
মন্ত্রে তুর্গাপূজা করত রক্তপতাকাদান করিবে । অতঃপর “ওঁ তুর্ভবঃ-বর্বারো
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন ও “ওঁ বারবে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করত
“ওঁ তুর্ভবঃ-আকাশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন ও “ওঁ
আকাশায় নমঃ” মন্ত্রে আকাশের পূজান্তে “ওঁ তুর্ভবঃ-অধিনীকুমারো
ইহাগচ্ছতম্ ইহাগচ্ছতম্ ইহ তিষ্ঠতম্ ইহ তিষ্ঠতম্ ইহ সন্নিধিতাম্ ইহ সন্নি-
কথ্যেধাং অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্ মম পূজাং গৃহীতম্” মন্ত্রে আবাহন পূর্বক
“ওঁ অধিনীকুমারাত্যাং নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপন করিয়া
পূজা করিবে ।

ধ্যান ।—“ওঁ রক্তাঙ্গাসনমশেবগণৈকসিদ্ধম্” ইত্যাদি ।

পূজামন্ত্র ।—ওঁ পদ্মগনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্তমমত্যাতিঃ । সপ্তাখরধসংহত
সপ্তরজুযুতো রবিঃ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ বা ওঁ সূর্য্যায় নমঃ ।

সূর্য্যকে রক্তপতাকা দাতব্য । অশাশ্রোৎসর্গ-নিধিত ধ্যানাহুসারে
আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের
নিরোক্ত মন্ত্রে আবাহন ও পূজান্তে নিরোক্ত বর্ণে রঞ্জিত পতাকা নিবেদন
করিবে ।

ইন্দ্র—অরুণ পতাকা, অগ্নি—রক্তপতাকা, যম—কৃষ্ণপতাকা, নৈঋত—
নীলাঙ্গননিত পতাকা, বরুণ—সুতপতাকা, বায়ু—রক্তপতাকা, কুবের—খেত-
পতাকা, ঈশান—নীলপতাকা, ব্রহ্মা—রক্তপতাকা, অনন্ত—নীলপতাকা ।—

ইন্দ্র-আবাহনমন্ত্র ।—

ওঁ এত্বেহি সর্বাযরসিদ্ধসঙ্ঘৈবরতিতুতো বজ্রধরোহমরেশঃ ।

সংবীজ্যাদিনোহপূর্ণরসাং গণেন ব্রহ্মাধ্বন্যং নো ভগবন্নমন্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।

অগ্নি-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি সর্কামরহব্যবাহ যুনিঐবীটেররতিতোহতিজুহেঃ ।

ভেজঘিনা লোকগণেন সার্কং যমাক্ষরং রক্ষ কবে নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।

বম-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি বৈবস্বত ধর্মরাজ, সর্কামরৈরর্চিত দিব্যমূর্তে ।

ভুতাত্তানক-ভুতামধীশ, শিবায় নঃ পাহি যথং নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ বমায় নমঃ ।

নিখতি-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি রকোগণ-নারকস্বঃ সর্কৈকু বেতালপিশাচসঙ্টৈষঃ ।

যমাক্ষরং পাহি ভুতাদিনাথ, লোকেশ্বরস্বঃ ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ নিখতিয়ে নমঃ ।

বরুণ-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি বাদোগণ-বারিধীনাং গণেন পর্জন্ত-মতাপ্ সুরোতিঃ ।

বিভাধরেজ্রামরগীরমান, পাহি যম্যান্ ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ বরুণায় নমঃ ।

বায়ু-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি বজ্র মথরক্ষণায়, যুগাধিকৃতঃ সহ সিদ্ধসটৈক্যঃ ।

প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ মহারো, গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ বায়বে নমঃ ।

সোম-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি বজ্রেশ্বর বজ্ররক্ষাং, বিধৎস্ব নক্ষত্রগণেন সার্কম্ ।

সর্কৌষধীতিঃ পিতৃতিঃ সটৈব, গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ সোমায় নমঃ ।

ঈশান-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহেহি বিশেষ্বর নত্রিশূল-কপাল-খট্টাক্ষরেন সার্কম্ ।

লোকেশ বজ্রেশ্বর বজ্রসিঁধ্য গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ ঈশানায় নমঃ ।

ব্রহ্ম-আবাহন-মন্ত্র।—

ওঁ এহেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র, লোকেন সার্কিং পিতৃদেবতাভিঃ ।

সর্বস্ত ধাতাঃ স্তমিতপ্রভাব বিশাধ্বরং নো ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র।—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।

অনন্ত-আবাহন-মন্ত্র।—

ওঁ এহেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাজনা-কিন্নর-গীষমান ।

যক্ষোরগেহ্রামরলোকসার্কিমনস্ত রক্ষাধ্বরমন্মদীষম্ ॥

পূজামন্ত্র।—ওঁ অনন্তায় নমঃ ।

পূজাস্তে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ ত্রৈলোক্যে ষানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈঃ সার্কিং রক্ষাং কুর্ক্বন্ত তানি মে ॥

দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।

ঋষয়ো মনবো গাবো দেবমাতর এব চ ।

সর্বৈ মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্ক্বন্ত যুদাষিতাঃ ॥”

অতঃপর অষ্টবসুর পূজা করিবে, যথা—

“ওঁ ধরায় নমঃ এবং ধ্রুবায়া, সোমায়, আপায়, অনিলায়া, অনলায়া, প্রত্যা-
যায়া, প্রভাযায়া ।”

অতঃপর আদিত্যাদিগণের পূজা করিবে । যথা—

ওঁ ধাত্রে, নমঃ, এবং অর্য্যয়ে, মিত্রায়া, বরুণায়া, অংশায়া, ভগায়া,
ইন্দ্রায়া, বিবস্বতে, পুষে, পর্জন্তায়া, অষ্ট্রে, বিষ্ণবে ।

পরে মরুৎগণের পূজা কর্তব্য, যথা—

“ওঁ ঋসনায়া নমঃ এবং স্পর্শনায়া, বায়বে, অনিলায়া, মারুতায়া, প্রাণায়া,
প্রাণেশ্বরায়, জীবায়া ।” পরে “ওঁ বনস্পত্যয়ে নমঃ” মন্ত্রে বনস্পত্যের পূজা
করিবে ।

হোমপ্রকরণ।—চতুর্দিকে চারিদিকে স্ব স্ব বেদীয় সামান্তকৃশাণ্ডিকোক্ত
(২য় খণ্ড সংস্কারপ্রকরণ দেখ) বিধানেন বহিঃস্থাপনাস্তে সামবেদী বিরূপাক্ষ-
জপ, বজ্রকর্কদী আঘাত ও আভ্যতাগ, ঋগ্বেদী অগ্নির পূজা ও আঘাতাভ্য-
তাগাস্তে প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে সমভাগক্রমে বহির নাশকরণাস্ত কার্য্য করিয়া
(সামবেদী অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ দ্বতাস্ত সমিধ, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

মহাব্যাহতি-হোমপূর্বক) সঙ্কল্পপূর্বক পুজিত বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চাশৎ দেবতার হোম করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

“অত্থেত্যাदि मंसङ्गमित्त-कर्तव्य-तुलापुत्र-महान-मथकर्माणि अतुल्यार्थः
‘ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্’ ইতি মন্ত্রেণা-
ষ্টোত্তরসংখ্যকোড়শ-সমিৎকরণক-বিষ্ণুহোমকর্মাহং করিষ্যে।” পরার্থে
“করিষ্যামি।” সঙ্কল্পান্তে সমিধ অর্চনা করিয়া চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বেদান্ত-
সারে পুজিত দেবতার হোমমন্ত্রে হোম করিবেন। এইরূপ অন্তান্ত হোমে
জানিবে, সকল হোমই চারিবেদান্তসারে চারিপ্রকার হইবে। প্রথমতঃ
সতিল স্বতযোগে ‘ও তদ্বিকোঃ’ ইত্যাদি স্বাহা (সামবেদী হোমান্তে
প্রত্যুদ্দেশ করিবে না, যজুর্বেদী ইদং বিষ্ণবে, ঋগ্বেদী বিষ্ণবে ইদং নমম
মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে। এইরূপ অন্তত্র জানিবে) ‘ও কয়ানশ্চিৎ
ইত্যাদি স্বাহা,’ ‘ও কস্তা। সত্য ইত্যাদি স্বাহা,’ ‘ও অভীষুণঃ সখীনাম্
ইত্যাদি স্বাহা,’ ‘ও স্বস্তি ন ইদ্র ইত্যাদি স্বাহা।’ পরে সমিধ দ্বারা বিষ্ণু-
হোম করিয়া সঙ্কল্পপূর্বক নিম্নোক্ত দেবতাগণের প্রত্যেকের উদ্দেশে
নিম্নোক্ত মন্ত্রে যথাশক্তি সমিধ-হোম করিবে, বিনায়কাদিহোমমন্ত্র যথা—
মৎস্তুপুরাণে—

“বিনায়কস্ত চানুনমিতি মন্ত্রো বুধৈঃ স্বতঃ ।
জাতবেদসে সুনবামেতি দুর্গামন্ত্র উচ্যতে ॥
আদিৎপ্রভৃন্ত রেতস আকাশস্ত উদাহৃতঃ ।
প্রাণাঃ শিশুমহীনাঞ্চ বায়োর্মজঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
এষো উবা অপূর্বাহিত্যখিনোর্মজ উচ্যতে ।
আকৃষ্ণেতি চ সূর্য্যায় হোমঃ কার্য্যো বিজয়না ॥
আপ্যায়শ্বেতি সোমায় মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ পুনঃ ।
অগ্নিমুর্দ্ধাদিবো মজ্জ ইতি সোমস্তুতায় বৈ ॥
বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেনেতি গুরোর্মজতঃ ।
শুক্রেণে অশ্বমিতি চ শুক্রস্তাপি নিগম্যতে ॥
শনৈশ্চরায়ৈতি পুনঃ শনো দেবীতি হোময়েৎ ।
কয়ানশ্চিৎ আতুব ইতি রাহোকদাহৃতঃ ॥
কেতুং কুণ্ডলপি ক্রয়াৎ কেতুনামপি শাস্তয়ে ।
আবোরাভেতি ক্রতুস্ত বলিহোমঃ সমাচরেৎ ॥

আপো হি তেতুমারান্ত ত্রোনেতি যামিনস্তথা ।

বিকোরিদং বিকুরিতি তমীশেতি বরভুবঃ ॥”

অতঃ পরে হোমমন্ত্র স্বয়ং বেদোক্তসারে জ্ঞাতব্য । হোমদেবতা যথা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, কেতু, ইন্দ্র, অগ্নি, বসু, নিখতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত, অষ্টবসু, আদিত্যগণ, মরুতগণ ও বনস্পতি । ইহাদিগের মধ্যে যাহার যাহার স্মৃতি সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বেদো ব্রাহ্মণ তাহা পাঠ করিবেন, এবং বেদ-বিদ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব বেদীয় শাস্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন । অতঃপর হোতৃগণ স্ব স্ব বেদোক্ত উদীচ্যকর্ম করিয়া হোমনক্ষিণা (ব্রহ্মনক্ষিণা), তিলকদান ও “সুরাষ্ট্রাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে শাস্তিকুণ্ডলে বজ্রমানকে অভিবিক্ত করিবেন । বজ্রমান ঋত্বিকগণকে পূজা ও হোমনক্ষিণাস্বরূপ সুবর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, শয্যাাদি দিবেন । শুক্রকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দেয় ।

অতঃপর বজ্রমান মঙ্গল শব্দে শাস্তিকুণ্ডলে স্নান করিয়া শুক্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণান্তে নিয়োক্ত মন্ত্রে তুলার অভিমন্ত্রণ করিবে, যথা—

“ও নমস্তে সর্বদেবানাং শক্তিত্বং সত্যমাপ্রিতা ।

সাকৌভূতা জগদ্ধাত্তো নির্মিতা বিশ্বযোনিনা ।

একতঃ সর্বসত্যানি তথানুতপতানি চ ॥

ধর্ম্যধর্ম্যকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে ॥

স্বং তুলে সর্বভূতানাং প্রমাণমিহ কৌষ্ঠিতা ।

মাং তোলায়ন্তো সংসারাদুষ্করস্ব নমোহস্ত তে ॥

যোহসৌ তত্ত্বাধিপো দেবঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ।

স একোহধিষ্ঠিতো দেবি ত্বরি তস্মায়মো নমঃ ॥

নমো নমস্তে গোবিন্দ তুলাপুরুষসংজ্ঞক ।

স্বং হরে তারয়স্বান্মানু অস্মাং সংসারকর্দ্দমাং ॥”

অতঃপর শুভ লগ্নে তুলার অধিবাস পূর্বক পুনশ্চ তুলা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করত অলঙ্কারে বিকুরিত ও ধড়গ-চর্ম্ম-কবচধারী হইয়া দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণময় সূর্য্যপ্রতিমা, ও বাম হস্তে সৌবর্ণ ধর্ম্মরাজপ্রতিমা লইয়া তুলার বাম কলকে উপবেশন করিবে । দক্ষিণ কলকে সুবর্ণাদি তৈজসজব্য, নানাবিধ বস্ত্রাদি

নিষ্ক্রেপ করিয়া তোলন করিবে। তোলনকালে বজ্রমান বন্ধমুষ্টিতে হিরনেজে তুলাদণ্ডস্থিত ত্রিহরিমূর্তি দর্শন করত অবস্থান করিবে। ব্রাহ্মণগণ তুলার সাম্য অপেক্ষা আধিক্য করিয়া কাঞ্চনাদি দ্বারা তোলন করিবেন। পুষ্টিকাশী ব্যক্তি ভূমিসংলগ্ন করিয়া নিজশরীর তোলন করিবে। ক্রণকাল পরে পুনশ্চ বজ্রমান তুলাফলকস্থিত হইয়াই নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও নমস্তে সর্বভূতানাং সাক্ষিভূতে সনাতনি।

পিতামহেন দেবি ত্বং নির্মিতা পরমেষ্ঠিনা ॥

ত্বয়া ধৃতং জগৎ সর্বং সহস্রাবরজজমম্।

সর্বভূতাত্ম-ভূতস্বৈ নমস্তে বিশ্বধারিণি ॥”

অনন্তর অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ তোলিত দ্রব্য আধারবস্ত্রে রাখিয়া পূর্ব-মুখে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক তোলিত দ্রব্যের অর্চনা করিবে, যথা—“ও এতৈশ্ব স্বশরীর-পরিমাণ-পরিমিত-সুবর্ণাদি-তুলাপুরুষায় নমঃ বা ও এতেভ্যঃ সাক্ষাদন-স্বশরীর-পরিমাণ-পরিমিত-সুবর্ণাদি-দ্রব্যেভ্যো নমঃ” বারতর প্রোক্ষণ ও সঙ্কট অর্চনাস্তে ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতরে দেবার ও বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যো গুর্বাদিব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।’ দানবাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে বাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা প্রতিলোকাধিপস্থানাধিকরণ ইত্যাদি (সকলবাক্য দেণ) কামঃ ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাক্ষাদনং সবস্ত্র-পতাকাাদিযুক্তং স্বদেহপরি-মাণপরিমিত-কাঞ্চনাদি-তৈজসাদি-তুলাপুরুষং বা ইমানি সাক্ষাদনানি সবস্ত্র-পতাকাাদিযুক্তানি স্বদেহপরিমিতকাঞ্চনাদি-খাতু-তৈজসদ্রব্যাদীনি ত্রীবিষ্ণুদৈব-তানি যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো গুর্বাদিব্রাহ্মণেভ্যোহং সম্প্রদদে।” বাক্যে তোলিত দ্রব্যে জলের ছিটা দিয়া প্রত্যাশ্রয় করত দক্ষিণাঙ্গান করিয়া প্রার্থনা করিবে, যথা—“ও হরে কেশব গোবিন্দ শঙ্খচক্র-গদাচ্যুত। দানেনানেন হে দেব জাহি মাং মধুসূদন।”

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আদিত্যাদিকে সাক্ষী রাখিবে, যথা—

“ও আদিত্যচন্দ্রাবনিলোহনলশ্চ দ্যৌভূমিরাপো হৃদয়ং বমশ্চ।

অহশ্চ রাজিশ্চ উভে চ সন্ধ্যো ধর্মশ্চ আনাতি নরশ্চ বৃকশ্চ ॥”

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বৈগুণ্যশাস্তি করিবে। তোলিত দ্রব্যের অর্ধাংশ গুরুকে দিবে ও অপরার্ধ অন্যত্র ব্রাহ্মণকে দেয়। দত্তদ্রব্য অচিরাত্

ব্রাহ্মণসং কৰ্তব্য, অথবা দত্তবস্ত দাতার শোক ও ব্যাধি অম্মাইয়া থাকে।

তুলাপুরুষে যে যে দ্রব্যদানে বাহা বাহা বল হয়, তৎসমুদায় বর্ণিত হইতেছে।

যে ব্যক্তি অষ্টধাতুর তুলা করেন, তিনি মন, বাক্য ও কায়সমুত্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, এবং বত দিন পর্যন্ত ঐ সকল ধাতু পৃথিবীতে বর্তমান থাকে, তাবৎ-শতকোটি বর্ষ তিনি স্বর্গলোকে বাস করেন। পরে পুণ্যকর হইলে উচ্চকূলে জন্ম হয় এবং ধন, ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হন। যিনি কেবল সূবর্ণ দ্বারা তুলা করেন, তিনি পূর্ব দশ পুরুষ ও পরবর্তী দশ পুরুষ পিতৃগণকে উদ্ধার করেন এবং আপনিও স্বর্গগামী হন ও কখনই তাঁহার দারিদ্র্য হয় না। যিনি রৌপ্যের তুলা করেন, তিনি স্বর্গগামী হন এবং পৃথিবীতে রাজা হইয়া জয়গ্রহণ করেন। সূবর্ণচৌর, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত প্রভৃতি মহাপাতকগ্রস্ত লোকও তাঁহার তুলা করিয়া নিম্পাপ হয় ও স্বর্গলোকে বাস করে। কাংশ্বের তুলা করিলে ইন্দ্রের পদ, লোহার তুলা করিলে উত্তম স্থান-লাভ, পিত্তলের তুলার স্বর্গ, সীসকের তুলা করিলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস, ব্রজের তুলা করিলে চন্দ্রের সহযোগলাভ, স্তুতের তুলার তেজস্বী এবং তৈলের তুলার আরোগ্য ও সুখ হয়।

অম্মমেরুদান-বিধি

মেরুদান দশ প্রকার। এক একটি দ্রব্যে অচল নির্মাণ করিতে হয়, যথা—
খাস্তাচল। ১। লবণাচল। ২। শুড়াচল। ৩। সূবর্ণাচল। ৪। ভিলাচল। ৫।
কার্পাসাচল। ৬। স্তুতাচল। ৭। রত্নাচল। ৮। রজতাচল। ৯। শর্করাচল। ১০।

তুলাপুরুষদানবৎ অন্নসংক্রান্তি, বিধ্বংসক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ (রবিবারে অমাবস্তার অবধা, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, জ্যৈষ্ঠা, অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র-যোগে ব্যতীপাতযোগ হয়) জ্যৈষ্ঠমাসে, শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণকালে, বিবাহাদি উৎসবদিনে, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে, পুণ্য নক্ষত্রে ধান্ত-শৈলাদিদান বিহিত।

তীর্থে, আশ্রমে, গোষ্ঠে বা গৃহাদানে চতুরস্র উত্তরমুখ মণ্ডপ নির্মাণ

করিবে। মণ্ডপের পূর্বোত্তর দিক কিঞ্চিৎ নিম্ন হইবে। মণ্ডপ পূর্বমুখও হইতে পারে। গোবরোগলিগ্ন ভূমিতে কুশ আভরণ পূর্বক উন্নতভাগে বিকৃত পর্বত সহ উক্ত পর্বত নির্মাণ করিতে হয়। সহস্র দ্রোণ (৩২ সেরে এক দ্রোণ হয়) পরিমিত ধান্যে উত্তম অচল হয়, ঐরূপ পঞ্চদশ দ্রোণে মধ্যম, তিন শত দ্রোণে অধম, ইহা অপেক্ষা ন্যূনকরে খাত্তাচলদান বিহিত নহে। তিনটি সুবর্ণবৃক্ষসহ মধ্যস্থলে একটি ধাত্তমেক নির্মাণ করিবে। উহার পূর্বভাগ মুক্তা এবং হীরকনির্মিত, দক্ষিণভাগ গোমেদ ও পুষ্পরাগমণি-রচিত, পশ্চিমভাগ মরকত ও নীলা দ্বারা কৃত, উত্তরাংশ বৈদূর্য ও পদ্মরাগ-মণিময় হইবে। চন্দনখণ্ড ও প্রবাল দ্বারা লতা নির্মিত হইবে, শুষ্কি দ্বারা শিলাতল রচিত করিবে। এই মেকর উপরিভাগে সুবর্ণনির্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূর্য্যমূর্তি স্থাপনীয়। রজত দ্বারা চারিটি শৃঙ্গ এবং নিম্নভাগ নির্মাণ করিতে হয়।

ধাত্তাচলের মধ্যে মধ্যে কন্দর করিয়া তাহা ইন্দ্রদণ্ডে আবৃত করিবে, মৰ্কটহানে মৃতের প্রস্তবণ করা বিধেয়। নানা স্থানে গুরু বস্ত্র দ্বারা মেঘাবলী নির্মিত হইবে, পূর্বে ও দক্ষিণে পীত, পশ্চিমে বিচিত্র এবং উত্তরে রক্তবর্ণ বসন দ্বারা মেঘরচনা কর্তব্য। পূর্বাদিকিকে যথাক্রমে রজতনির্মিত অষ্ট দিকপাল স্থাপন করিয়া স্থানে স্থানে নানাজাতীর কল, পুষ্প ও অঙ্কলেপন স্থাপন করা আবশ্যক। ধাত্তাচলের উপরিভাগে পঞ্চবর্ণরঞ্জিত, শুভ্রবর্ণ, অগ্নান-পুষ্পভূষিত চন্দ্রাতপ বন্ধন করিয়া ধাত্তমেকর চতুর্দিকে তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিকৃতগিরি সন্নিবেশ করিবে। তাহাতে পুষ্প ও বিলেপন-শোভা করিতে হয়। যথা—পূর্বদিকে মন্দরগিরি নির্মাণ করিবে, তাহার চতুর্দিকে বিবিধ কল ও সুবর্ণ-নির্মিত ভদ্র কদম্বচিহ্নিত বব নিবেশনীয়, কাঞ্চনময় কামমূর্তি পুষ্প-বস্ত্র অঙ্কলেপনে বিভূষিত করিয়া তাহাতে স্থাপন করিবে, এক ধারে দুহুসাগর ও অন্ত্র অরুণোদক সাগর, পর্বতপার্শ্ব যথাসক্তি রজতনির্মিত বনে বেষ্টিত হইবে। দক্ষিণে গোধূম বা সুবর্ণ দ্বারা গন্ধবাদন নির্মাণ করিবে, তদুপরি সুবর্ণময় বক্ষপতিমূর্তি ও মৃতনির্মিত মানস-সরোবর স্থাপন করিয়া বস্ত্র ও রজতবনে বেষ্টিত করিবে।

পশ্চিমে তিলাচল নির্মাণ করিয়া তাহাতে অনেক স্নগন্ধি পুষ্প ও সুবর্ণ-পিপ্পল বৃক্ষ এবং হিরণ্যময় হংস স্থাপনীয়। উহা রজত-পুষ্পবনে, বস্ত্রনির্মিত মেঘে ও অগ্নে দধিনির্মিত শুভ্রোদক সরোবরে সজ্জিত করিবে।

উত্তরে মাষকলায় দ্বারা সুপার্ষ পৰ্বত নির্মাণ করত উত্তম বস্ত্রকৃত মেঘে ও পুষ্পে ভূষিত করিয়া শূন্যে সুবর্ণনির্মিত বটপাদপ এবং সুবর্ণময় কামধেনু স্থাপন করিবে। পার্শ্বে মধুনির্মিত সরোবর ও ইতস্ততঃ রজতনির্মিত বন ও বস্ত্র-মেঘ দ্বারা শোভিত হওয়া আবশ্যক।

অন্নমেক্ষদান-প্রক্রিয়া :

তুলাপুরুষদানবৎ পূৰ্বদিনে উপবাসী থাকিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য-প্রতিমার অধিবাস করিয়া রাত্রিজাগরণপূৰ্বক পরদিন প্রাতঃ নিত্যক্রিয়াস্তু গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল ও গুরুপঙক্তিপূজা করিয়া স্বস্তিবাচন পূৰ্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (সংক্রান্তিকৃত্য হইলে সৌরমাস ও সংক্রান্তির উল্লেখ করিবে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মন্বন্তর-শতাধিক-কাল-স্বর্গ-লোকমহীমহানস্ব-অঙ্গরোগণাবৃত-বিরাজিতবিমানবান-করণক-স্বর্গলোক-গমন-পুণ্যকরানন্তরৈহিক-রাজরাজহুপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা বিষ্ণুস্ত-পৰ্বতা-সহিত-ধাত্তাচল-মহাদান (মথ) মহং করিষ্যে।” সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ করিয়া সঙ্কল্প পূৰ্বক আত্মদৈবিক আক্ৰান্তে চতুর্দশদৌ ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। তুলাপুরুষদানোক্ত বিধানে মণ্ডপ ও বেদী নির্মাণ করিয়া অন্নমেক্ষদান-বিধি-কথিত নিয়মে ধাত্তাচলাদি স্থাপনান্তে চক্রাজমণ্ডল অঙ্কন করিবে। পরে মহাদান-মথবিদ্ব-বিদূরণার্থ গোবিন্দাদিপূজা করিবে, যথা—স্বস্তিবাচনান্তে সঙ্কল্পবাক্য পড়িবে—“ওঁ অশ্বত্থাদি মৎসঙ্কল্পিত-কর্তব্য-ধাত্তাচল মহাদান-মথ-কর্মণি নিষ্কিণ-পরিসমাপ্তিকামো বিষ্ণু-পূজনমহং করিষ্যে।” সূক্ত-পাঠান্তে উক্ত দেবতাপূজার্থ ব্রতীকে কার্যভার দিবে। পূজক যথাবিধি সামান্তার্থ্য, আসনতুচ্ছ, ভূততুচ্ছ প্রভৃতি করিয়া পঞ্চগব্য শোধন পূৰ্বক তদ্বারা মণ্ডপ শোধন করিবেন। পরে খেতসর্বপ দ্বারা “ওঁ বেতালান্চ পিশাচান্চ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিদ্বাপসারণ করিয়া ঈশানে নির্মিত অষ্টদলপদ্মোপরি ধাত্তমন্ত্রে ধাত্ত পাতিয়া তদুপরি বথোক্তলক্ষণ শাস্তিকুন্ত ‘আজিভ্রকলসং’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থাপন করত বিতানবন্ধন পূৰ্বক তুলাপুরুষদানবৎ সমস্ত পূজাকার্য্য করিবেন। পরে বহি-স্থাপনাদি যাবতীর হোম তুলাপুরুষোক্তবিধানে সমাপ্ত করিয়া বিনায়ক, হর্গা, বাবু,

আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নবগ্রহ, দশলোকপাল, অষ্টবল্ল, ষাটশাদিত্য, মরুদগণ, ব্রহ্মা, অচ্যুত, ঈশান ও বনম্পতি প্রত্যেকের উদ্দেশে অষ্টসংখ্যক স্তম্ভ দ্বারা চতুর্দৈর্ঘ্যে মন্ড্রে চারিপ্রকার হোম করিয়া উক্ত দেবতাপণের মধ্যে বাহাদের পুস্তক সংহিতার অবগত হওয়া যায়, সেই সকল পুস্তক সেই সেই বেদজ ব্রাহ্মণ পাঠ করিবেন। অতঃপর মেরু প্রভৃতির নির্যোক্ত মন্ড্রে আবাহন পূর্বক পূজা করিবে, যথা—

“ঐং সর্বদেবগণ-ধামনিধে বিকল্প-
মন্মদগৃহেঘমরপর্বত নাশরাণ্ড ।
ক্লেমং বিধৎস্ব কুরু শাস্তিমহুস্তমাং নঃ
সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি ॥”

প্রার্থনামন্ত্র — “স্বমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিকুর্দিবাকরঃ ।
মূর্ত্যামূর্ত্যাং পরং বীজমতঃ পাহি সনাতন ॥”
বস্মাত্ত্বং লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেষ্ট মন্দিরম্ ।
রুদ্রাদিত্যবসুনাঞ্চ তস্মাচ্ছাস্তিৎ এবচ্ছ মে ॥
বস্মাদশুভ্রমমরৈর্নীরোতিষ্ট শিবেন চ ।
তস্মাশ্মামুদ্রাশেব-হুঃখ-সংসার-সাগরাং ॥” (মেরুমন্ত্র ।)

অতঃপর মন্দিরাদি পর্বতকে আবাহন পূর্বক পূজা করিয়া নির্যোক্তমন্ড্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ঐ বস্মাচ্চৈতরধেন ঐং ভদ্রাধেন চ বর্ষতঃ ।
শোভসে মন্দির কিপ্রমত্তস্তটিকরো ভব ॥ (মন্দিরমন্ত্র)
বস্মাচ্ছ্লামণির্জম্বুদ্বীপে ঐং গন্ধমাদন ।
গন্ধর্কবনশোভাবানতঃ কীর্তিদৃঢ়াংস্ত মে । (গন্ধমাদনমন্ত্র)
বস্মাত্ত্বং কেতুমালেন বৈভ্রাজেন বনেন চ ।
হিরণ্যম্রাশ্বখশিরাস্তস্মাং পুষ্টির্জবাস্ত মে ॥ (হিরণ্যমন্ত্র)
উত্তরৈঃ কুরুভির্বস্মাং সাবিজ্ঞেণ বনেন চ ।
সুপার্ব রাজসে নিত্যমতঃ শ্রীরক্ষাংস্ত মে ॥” (সুপার্বমন্ত্র)

উক্তমন্ড্রে পূজা ও প্রার্থনা করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে যথাসক্তি হোম
বিতীর—৪৪

কর্তব্য। অতঃপর উদীচ্যকর্মাতে পূর্ণ-হোম, ব্রহ্মদক্ষিণা, তিলকদানাদি
অন্তে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মগন্ধাতে' ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন ও "ও
সুরাধ্বামতিবিকৃত্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে বজ্রমামের শান্তিবিধান করত 'ও ত্রৈলোক্যে
বানি ভূতানি হাবরাণি চরানি চ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্বং রক্ষাং কুর্কৃত্ত
তানি মে। ও দেবদানবগন্ধর্বা বক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ধবরো মুনরো গাবো
দেবমাতর এব চ। সর্বৈ মমাধ্বরে রক্ষাং কুর্কৃত্ত চ সুদাচিতাঃ।" এই মন্ত্রে
আবাহন ও পূজা পূর্বক বজ্ররক্ষাবিধান করিয়া ধাত্তাচল উৎসর্গ করিবে।
“ও এতনৈ সাক্ষাদন-ধ্বজ পতাকাদিবুজ-বিহস্ত-পর্কতসহিত-ধাত্তমেরবে নমঃ”
মন্ত্রে অর্চনা পূর্বক 'এতে গন্ধগুণ্ণে এতদধিপতরে দেবার ও ত্রিবিধবে নমঃ,
এতে গন্ধগুণ্ণে ও এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। বিষ্ণুরোম্ তৎস-
দন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রিঅমুকদেবশর্মা
মহন্তব-শতাধিক-কাল-স্বর্গলোক-মহীষমানস-অঙ্গরোগণ-বিরাজিত-গন্ধর্ব-বুজ-
বিমানবান-করণকস্বর্গলোক-গমন-তদন্তবধর্মকরানন্তর-মর্ত্যালোকাধিকরণকরাজ-
রাজস্ব-প্রাপ্তিকামঃ ত্রিবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাক্ষাদন-ধ্বজ-পতাকাদি-
শোভিত-বিহস্তপর্কত-সহিত-ধাত্তমেকং ত্রিবিষ্ণুদেবতং বধাসন্তবগোত্রনামভ্যো
ব্রাহ্মণেভ্যোহং সম্প্রদদে" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া গুরুকে মেরু দান
করিয়া বর্ষপর্কতচতুষ্টয় ঋষিকগণকে দান করিবে। পরে কৃতাজলিগুটে
প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ও অন্নং ব্রহ্ম বতঃ প্রোক্তমগ্রে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি অগদগ্নেন বর্জতে।

অন্নমেব ততো লক্ষ্মীরন্নমেব অনার্দনঃ।

ধাত্তপর্কতরূপেণ পাহি তন্মারগোত্তম॥”

পরে উক্ত মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ শক্তিতারতম্যে চতুর্বিংশতি, দশ, নব,
অষ্ট, সপ্ত, পঞ্চ বা একটিও ধেনু দান করিবে। বাক্য যথা—“অন্তেভ্যাদি কৃত্তে-
তৎ-সাক্ষাদন-ধ্বজপতাকাদি-শোভিত-বিহস্তপর্কত-সহিত-ধাত্তমেক-দানকর্মণঃ
সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিমাং ধেনুমর্জিতাং ত্রিবিষ্ণুদেবতাকাং বধাসন্তব-গোত্রনারে
ব্রাহ্মণায় গুরুবেহং সম্প্রদদে।” দানান্তে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ও হিরে কেশব গোবিন্দ শম্ভুচক্রগদাচ্যুত।

দাদসুহৃদানেন হে দেব জাহি-মাং মহুহুদন॥”

পরে ২৬- আদিত্যচন্দ্রাবিনিমোহনলক্ষ জৌহুরিরাগো . বৃহৎ বনচ ।
অহং রাজিষ্ঠ উভে চ সন্ধ্যা ধর্মক জানাতি নরক বৃহৎ এই বাক্যার্থ স্বরূপ
পূর্বক আদিত্যাদিকে সাক্ষী রাখিবে । অতঃপর অচ্ছিন্নাবধারণাদি কর্তব্য ।

অন্নদান মেরুদান

অন্নমেরুবৎ লবণমেরু প্রভৃতির দানও মৎস্যপুরাণে বিহিত আছে । সকল
মেরুদানেই অন্নমেরুবৎ বিধান ও বিকল্পপদ্ধতিদি স্থাপন জানিবে, কেবল
দানফল ও দানবাক্য ভিন্ন ভিন্ন । বথা—লবণাচলদানে ফল উমানোকে
বাস পূর্বক পরমগতিলাভ । দানবাক্য বথা—

“ও সৌভাগ্যরসসমুত্তো যতোহন্নং লবণো ব্রহ্ম ।
তদানকর্তৃকশ্চেন যঃ মাং পাহি নগোস্তম ॥
যস্মাদন্নরসাঃ সর্কে নোৎকটা লবণং বিনা ।
ত্রিষক শিবরোনিভ্যঃ তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যবর্জনম্ ।
তস্মাৎ পর্কতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥”

গুড়াচলদান

গুড়াচলদানে অন্নমেরুদানবৎ সকল বিধি ও পদ্ধতিদি নির্মাণ হইবে ।
কেবল অন্নমেরু স্থলে গুড়মেরু উল্লেখ্য । দানবাক্য বথা—

“ও বথা দেবেষু বিশ্বাত্মা প্রবরোহন্নং অনার্দনঃ ।
সামবেদস্ত বেদানাং মহাদেবস্ত যোগিনাম্ ॥
প্রণবঃ সর্বমজ্ঞাণাং নারীণাং পার্বতী বথা ।
তথা ব্রহ্মানাং প্রবরঃ সর্দৈবেন্দ্রসোমতঃ ॥
মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং গুড়পর্কত দেহি মে ।
যস্মাৎ সৌভাগ্যদারিত্বা ভ্রাতা যঃ গুড়পর্কত ।
নিধাস্ত্যপি পার্বত্যাত্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥”

ওড়নির্মিত মেরদান করিলে প্রকৃষ্ণ-পূজ্যমান হইয়া গৌরীলোকে মহীম-
মানব, শতকরাতে সপ্তদ্বীপাধিপত্য, শত্রু-অপরাধিতব, আয়ু, আরোগ্য
ও সম্পত্তি লাভ হয়।

কনকাচলদান

কনকাচলদানে অন্নমেকুবৎ সমস্তই অর্হুঠের। বিশেষ এই—অতি ন্যূন-
করে চারি ভরির উচ্চ পরিমাণ সুবর্ণ দ্বারা মেরুনির্মাণ করিতে হয়।
দানবাক্য বধা—

“ও নমস্তে ব্রহ্মবীজায় ব্রহ্মগর্তায় তে নমঃ ।
বস্মাদনন্তকলদন্তস্মাৎ পাহি শিলোচ্চয় ॥
বস্মাদগ্নেয়পত্যং স্বং বস্মাৎ পুণ্যং অগ্ন্যপতে ।
হেমপর্কতরুপেণ তস্মাৎ পাহি নগোত্তম ॥”

কনকাচলদান করিলে সদানন্দময় ব্রহ্মলোকে শতকর অবস্থান করিয়া
অন্তে পরমগতিলাভ হয়।

তিলাচলদান

তিলাচলদানে বিধান অন্নমেকুবৎ জ্ঞাতব্য। বিশেষ এই যে, ন্যূনকরে
তিন ভ্রোণপরিমিত তিল দ্বারা মেরু নির্মাণ করিতে হয়। দানবাক্য বধা—

“বস্মান্নধুবধে বিকোদে হস্মেন্দসমুদ্ভবাঃ ।
তিলাঃ কুশাচ্চ মাষাচ্চ তস্মাচ্ছাট্টেভ্য ভবত্বিহ ॥
হব্যে কব্যে চ বস্মাচ্চ তিলা এবাতিরক্ষণম্ ।
তবাহুধর শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোহন্ত তে ॥”

তিলাচল দান করিলে কিছুদানে গমন হয় ও তথা হইতে পুনরাবৃতি ঘটে

না। ইহলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করত পুত্রপৌত্রপরিবৃত হইয়া আনন্দভোগ ও অস্ত্রে পিতৃগণ ও দেব-গন্ধর্বে পূজ্যমান হইয়া স্বর্গবাস হয়।

কার্পাসাচলদান

কার্পাসপর্বত ন্যূনপক্ষে পঞ্চভার তুলার দ্বারা নির্মাণ করিবে। অষ্টান্ত নিয়ম পূর্ববৎ। দানবাক্য যথা—

“স্বমেবাবরণং বস্মাল্লোকানামিহ সর্বদা।

কার্পাসাদ্রে নমস্তভ্যমঘৌষধ্বংসনো ভব ॥”

যে ব্যক্তি মহাদেবসমক্ষে কার্পাস-শৈল দান করে, সে ব্যক্তি এক কল্পকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া অস্ত্রে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জয়গ্রহণ করে।

স্বতাচলদান

ন্যূনকল্পে পঞ্চ স্তুতকুস্তে একটি স্তুতমেরু হয়। স্তুতকুস্তোপরি শালিতুল-পাত্র একরূপভাবে স্থাপন করিবে, বাহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া উচ্চচূড়ার আকৃতি ধারণ করে। চতুস্পার্শ্বে শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও কলাদি সাজাইয়া দিবে। অষ্টান্ত সকল বিধানই ধাত্তপর্বতবৎ জ্ঞাতব্য। দানবাক্য যথা—

“ওঁ সংযোগাদ্ স্তুতমুৎপন্নং বস্মাদস্তুততেজসোঃ।

তস্মাদ্ স্বতার্জির্বিদ্বাত্মা প্রীরতামত্র শকরঃ ॥

বস্মাৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম স্তুতে তদ্ধি ব্যবহিতম্।

স্তুতপর্বতরূপেণ তস্মাৎ স্বং গাহি নোহনিশম্ ॥”

স্বতাচলদানে মহাপাতকীও মুক্ত হইয়া শকরলোকে গমন করিয়া কিঙ্কিনী-জালমণ্ডিত হংসসারস-যুক্ত বিমানে অশ্বরী ও সিদ্ধ-বিদ্যাধরে পরিবৃত হইয়া পিতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রলয়কাল যাবৎ বিহার করে।

অন্যান্য তিন শত মুক্তার একটি রত্নমেষু হইবে। তাহার চতুর্থাংশে এক একটি বিকল্পপর্কত নিরোক্ত রত্নবিশেষে নির্মাণ করিবে। যথা—পূর্বে হীরক ও গোমেদরত্ন দ্বারা মন্দর, দক্ষিণে ইন্দ্রনীলমণি ও পদ্মরাগ দ্বারা গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈদূর্য্য ও বিক্রমমিশ্রিত রত্নে বিমলাচল, উত্তরে স্তবর্ণসহ পদ্মরাগমণি দ্বারা স্তূপার্ধ বর্ষপর্কত নির্মাণ করিবে। অষ্টান অন্নমেষু বৎ ক্রান্তব্য। দানবাক্য যথা—

“ওঁ যদা দেবগণাঃ সর্কে সর্করভেদবহ্নিতাঃ ।

স্বক রত্নময়ো নিত্যং নমস্তেহস্ত সদাচল ।

যশ্রাদ্রত্বপ্রদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে হরিঃ ।

সদা রত্নপ্রদানেন তস্মায়ঃ পাহি পর্কত ॥”

রত্নাচলদাতা বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া দেবেশ্রপূজিত হন, বিষ্ণুলোকে শতকল্প বাস করিয়া পরে মর্ত্যে রূপ, আরোগ্য ও বিবিধ গুণান্বিত হইয়া পুণ্ড্রীপাধিপত্য লাভ করেন। অধিক কি, ঐহিক ও জন্মান্তরীণ মহা-পাতকাদি পাপও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কৌপ্যাচলদান

সার্কর্ষিত পল রত্নতে (চারি ভরিতে ১ পল হয়) অধম রত্নতাচল হয়। অষ্টান পর্কতে যে সকল বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তি ও বন প্রভৃতি রত্নতনির্মিত হইবার বিধি আছে, রত্নতাচলে সে সকল স্তবর্ণময় হইবে। হোম-পূজাদি সমস্ত কার্য্যই অন্নমেষু বৎ কর্তব্য। দানবাক্য যথা—

“ওঁ পিতৃণাং বনতো যশ্রাদ্রিভ্রাণাং শিবস্ত চ ।

পাহি রত্নত তস্মায়ঃ শোকসংসার-সাগরাং ॥”

রত্নতাচলদানে অমৃত গোদানের ফল ভোগে, দেহান্তে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অনারোগ্যে পূজিত হইয়া সৌন্দর্য্যলোকে প্রলম্বারধি কাল বাস হয়।

শর্করাচলনসংলক্ষ্য

ম্যানকরে ছই তার শর্করা দ্বারা মেক নির্মাণ করিতে হয়, তাহার চতুর্থাংশে বিকৃতগর্ভতসমূহ রচনা করিবে। সকল অচলদানেই মেকর উপরিভাগে স্রবর্ণের মন্দির, পারিজাত ও কল্পবৃক্ষ স্থাপন করিতে হয়। পূর্ব ও পশ্চিমা-চলে হরিচন্দন ও সস্তানবৃক্ষ রচিত করা আবশ্যক। বিশেষতঃ শর্করাচলে উহা অবশ্যই নিবেদ্য। মন্দিরে কামদেব পশ্চিমাভিমুখে, গন্ধমাদনশূদ্রে কুবের উত্তরমুখে, বিপুলাচলে পূর্বমুখে বেদমূর্তি হংস, সুপার্শ্বে স্রবর্ণময়ী সুরতিমূর্তি দক্ষিণামুখে স্থাপিত হইবে। অস্ত্রাভিধান অন্নমেকবৎ। দানবাক্য বধা—

“ও সৌভাগ্যামৃতসারোহরং পর্বতঃ শর্করায়ুতঃ।

তন্মাদাননকারী ষং ভব শৈলেন্দ্র সর্বদা ॥

অমৃতং পিবতাং বে তু নিপেতুত্ববি শীকরাঃ।

দেবানাং তৎসমুখম্বং পাহি নঃ শর্করাচল ॥

মনোভবধর্ম্মধ্যাহ্নদুত শর্করা বতঃ।

ভগ্নরোহসি মহাশৈল পাহি সংসারসাগরাৎ ॥”

শর্করাশৈলদাতার পাপবিমুক্তিপূর্বক স্বর্গলোকে গমন হয়, সে চন্দ্র, তারা ও সূর্য্যসন্কাশ রথে অমৃতজীবগণসহ আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর আদেশে বথেচ্ছ বিহার করে। অতঃপর শতকরাশ্তে মহুস্তম্ভ লাভ করিয়া তিন অর্কুদ বৎসর সপ্তদ্বীপাধিপত্য, পুরুষপ্রাপ্য আয়ু ও আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকল অচলদানেই অক্ষর-লবণানী হইতে হয়।

দত্তক-গ্রহণ-ব্যবস্থা

“অপুত্রেন সূতঃ কার্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।

পিণ্ডোদকক্রিরাহেতোর্নামসঙ্কীর্ণনার চ ॥”

অপুত্রক বা সূতপুত্র ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি ও নামরক্ষার জন্য ধনদানাদি যে প্রকারে হউক বিশেষ যত্ন সহকারে পুত্র গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ নিজ নিজ বর্ণে দত্তক গ্রহণ করিবে, সেই পিণ্ড-দান ও ধনাধিকারী হইবে। প্রথমতঃ সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র, তদভাবে

ভিন্নগোত্র সমানবর্ণ শিশু ভ্রাতৃপুত্র দত্তকপুত্র হইবার যোগ্য, অশ্রবর্ণের পক্ষে বিজাতীয় গ্রহণও হইতে পারে। সকল বর্ণেই বিভিন্ন জাতির পুত্রীও দত্তক পিতৃদানাদিকারী ও ধনাধিকারী হয় না। ভ্রাতৃপুত্রসঙ্গেও কেবল নামরক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত।

“দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তত্র ক্রিয়তে সূতঃ।

ভ্রাতৃপুত্রসঙ্গে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সূতঃ কচিৎ ॥”

ভ্রাতৃপুত্র, কন্যাপুত্র ও বৈশ্য ভাগিনেয়, মাস্তুততাই ও দৌহিত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে না, শূদ্রজাতি দৌহিত্র ও ভাগিনেয়কে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। উক্ত প্রমাণে অবগত হওয়া যায় যে, যাহার মাতার নিরোগ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হইতে পারে, তাহারই পুত্র দত্তক হইবার যোগ্য।

“দত্তানুমাতা পিতা বা বং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥”

মাতা ও পিতা ধনগ্রহণ দ্বারা অথবা পরোপকারেচ্ছায় ও পুত্রের সুখকামনার বিনামূল্যেও যে পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে দান করে, তাহাকে দত্তক বলে।

“ন যেকং পুত্রং দত্তাৎ প্রতিগৃহীরাধা অন্ত্রাত্মজানাদ্ভর্ত্তঃ ॥”

এক বা দুইটি পুত্রস্থলে দত্তক দান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেহেতু, একটি পুত্রকে দত্তক দান করিলে বংশের পিতৃদানাদি ও নিজ নাম লুপ্ত হয়। এইরূপ বিপুল স্থলেও দত্তকদান নিষিদ্ধ, কেন না, একটি পুত্রকে দত্তক করিলে দৈববশতঃ অপরটির জীবনহানি ঘটিলে পূর্ববৎ বংশরক্ষাদি অসম্ভব হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত আছে, ‘নৈকপুত্রেন কর্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেন কর্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ ॥’

দত্তক গ্রহণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে দত্তকের আর প্রেতকার্যের অধিকার থাকে না, পরন্তু ঔরসপুত্র কনিষ্ঠ হইলেও তাহার প্রেতপ্রাণে অধিকার জানিবে। বহুপুত্রস্থলে দত্তকগ্রহীতা যে পক্ষীর সহিত দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, দত্তক বৃদ্ধিপ্রাদাদি কার্য বা পার্শ্বপ্রাণে সেই পক্ষীর পিতৃপক্ষকে মাতামহ-পক্ষরূপে গণনা করিবে।

বিধবা স্ত্রী স্বামীর পূর্ব-অমৃত্যু ব্যতিরেকে দত্তক দানে বা গ্রহণে

অধিকারিণী নহে। মতান্তরে ‘পরমতমপ্রতিগিহমহমতং ভবতি’ অর্থাৎ প্রতিবেশ না থাকিলে অন্তের মত অহুমোদিত বৃদ্ধিতে হইবে।

কেবল পিতা বা মাতা পুত্রদানে ও গ্রহণে বাধীন নহে, উত্তরের ইচ্ছার দত্তকদান ও গ্রহণ শাস্ত্রবিহিত। সম্বা স্ত্রী স্বয়ং প্রবৃত্তা হইয়া দত্তক গ্রহণ করিবে না।

যে বালকের চূড়াকরণ বা উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার জনকগোত্রে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিলেও সে দত্তক হইয়া গ্রহীতার পিতৃপুরুষের পিণ্ডনানাদি কার্যে অধিকারী নহে, তাহাকে দাস বলা যায়। পঞ্চবর্ষাভীত, মতান্তরে অষ্টবর্ষাভীত বালককে দত্তক গ্রহণ করিবে না। পঞ্চম বর্ষের পূর্বেই দত্তক গ্রহণ করা উচিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালককে গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক পুস্ত্রোষ্টি আচরণ কর্তব্য। যে যে সংস্কার পিতৃগৃহে হয় নাই, দত্তকগ্রহীতা সেই সেই সংস্কার স্বশাখোক্ত নিয়মে ও স্বীয় কুলচাচারানুসারে সম্পন্ন করিবে। দত্তকগ্রহণবিধি অনুসারে বাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায়, সেই বালকই দত্তক নামে অভিহিত ও তাহারই গ্রহীতৃপূর্বপুরুষের আত্মাদিতে অধিকার। অতথা বহুত্ববশতঃ কোন ব্যক্তি কোন বালককে দান করিলে সে দত্তক নামে অভিহিত নহে। স্ত্রী বা শূদ্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলে বখোক্তনিয়মে ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম সম্পাদন করিয়া দত্তক গ্রহণ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের বৈদিক মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই, ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত মন্ত্র পাঠ্য। বহু, বাক্রব ও রাজপুরুষের সন্নিধানে দত্তকগ্রহণ বিধেয়।

দত্তকান্যোচ অন্যোচ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে অস্তান্ত ব্যবস্থা দত্তকচন্দ্রিকায় দ্রষ্টব্য।

দত্তকগ্রহণ-প্রস্তোত্র

গ্রহীতা পত্নীসহ দত্তকগ্রহণের পূর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াস্তে বহু, বাক্রব ও রাজপুরুষসমক্ষে কুশহস্তে আচমন, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইত্যাদিলোকপাল, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ-গণকে পূজা করিয়া ‘ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক

অস্তিত্বাচনাদি করিবে, যথা—“ও কৰ্তব্যোহুস্মিন্ পুত্রপ্রতিগ্রহকৰ্ম্মণি
ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মণঃ।” (বারজয় পাঠ্য) ব্রাহ্মণগণ ‘ও পুণ্যাহং’
তিনবার বলিবেন। ঐরূপে য য বেদাহুসারে অস্তি, ঋদ্ধি বা ঋদ্ধি,
অস্তিত্বাচন করিয়া অস্তিত্বশূন্য পাঠান্তে ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি পাঠ করিয়া
সকল করিবে। যথা,—“ও বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ সদারঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা অগ্রজব্রহ্মপুত্র-পৈতৃক-
ঋণাপকরণ-পুণ্যম-নরকজ্ঞানদ্বারা (মৃতপুত্র ব্যক্তি পুণ্যম-নরকজ্ঞান ইহা
উল্লেখ করিবেন না) শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং নামসঙ্কীৰ্ত্তনর্থং বংশ-
রক্ষার্থক মনু-বশিষ্ঠ-শৌনক-বৃহস্পতি-পরশরাদ্যবিবাক্যাহুসারেণ অশাখোক্ত-
বিধিনা পুত্রপ্রতিগ্রহমহং কৰ্ম্মিষ্যে।” যবেদোক্ত শূন্য পাঠ করিয়া তদন্ত বুদ্ধি-
প্রাদাদি নিমিত্ত সকল করিবে। যথা—“অন্তোত্যাদি মৎসঙ্কলিত-পুত্র-প্রতিগ্রহ-
কৰ্ম্মাহুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-বোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোধারী-সম্পাতনা-
মুখ্যশূন্যজপাত্মাদরিকপ্রাক্কৰ্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।” পরে আত্মাদরিকপ্রাক্কাদি অন্তে
বজমান ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদন্ত বরণ করিবে। যথা—উত্তরাভিমুখে
ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইয়া ‘ও সাধু ভবানাস্তাং’ পাঠ করিবে, ব্রতী ‘ও
সাধবহমাসে’ বলিবেন, গুরুপুন্সাদি লইয়া বজমান বলিবে, ‘ও অর্চয়িষ্যামো
ভবন্তম্’, ব্রতী ‘ও অর্চয়’ বলিবেন। ব্রতীকে বস্ত্রাদি দিয়া তাঁহার দক্ষিণজাহ্নু
ধারণ করত বরণবাক্য পাঠ করিবে, যথা—“অন্তোত্যাদি মৎসঙ্কলিত-শৌনকা-
হুতবিধিক-পুত্রপ্রতিগ্রহকৰ্ম্মাহুহোমকৰ্ম্মণি ব্রহ্মকৰ্ম্মকরণায়, এবং হোত্রকৰ্ম্মকরণায়,
আচার্য্যকৰ্ম্মকরণায়, সদন্তকৰ্ম্মকরণায়” ইত্যাদি। পরে হোতা পুত্রপ্রতিগ্রহকৰ্ম্মের
সাদতার জন্য বিষ্ণু, গণপতি, প্রজাপতি, লক্ষ্মী, ধর্ম্ম ও পিতৃগণের পূজার্থ সকল
করিবেন। মতান্তরে আত্মাদরিক প্রাক্ক বিহিত নহে। হোতা যবেদাহু-
সারে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া গারভী পাঠ পূর্ব্বক একত্র করত তদ্বারা
“ও বেতা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বহিরিহ্মিয়ম্। যুপেন যুপ আপ্যতে
প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা।” মন্ত্রে বেদী শোধন করত বেদীর উপরিভাগে নিরোক্ত
মন্ত্রে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবেন। যথা—সামবেদী ‘ও উর্দ্ধ উবু ৭ উতরে তিষ্ঠা
দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজন্ত সনিতা বদজিতির্বাঘতির্বিহ্বরামহে’
মন্ত্রে, যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী ‘ও বিমান এষ দিষ্টো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্
রোদসৌ অমরিকম্ স বিহ্বাচীরতিচটে দ্বুতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরক কেতুম্’
মন্ত্রে বিতান বন্ধন করিয়া বেদীর পূর্ব্বভাগে য য বেদোক্তমন্ত্রে

পঞ্চমটি স্থাপন করিবে। পরে ঐশানকোণে ধ্যানোপরি শান্তিকৃত্ত
স্থাপনীয়। বথা—“ও আভিষেকসং” ইত্যাদি মন্ত্রে আরোপণ, “ও বরুণ-
ভৌতভূতনৈমি বরুণস্ত বৃত্ত সর্জনীহ। বরুণস্ত বৃত্তসদনমসি বরুণস্ত
বৃত্তসদনমসি বরুণস্ত বৃত্তসদনমাসীদ” মন্ত্রে আবাহন, “ও পদ্মাতাঃ
সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্বে সমুদ্রাঃ সরিততীর্থানি
জলদা নদাঃ। আরাভ বজ্রমানস্ত ছরিতকরকারকাঃ।” মন্ত্রে তীর্থাবাহন
পূর্বক ঘটমধ্যে পঞ্চরত্ন, সর্বৌষধি, ঘটবহির্ভাগে দধ্যাকৃত, ঘটমুখে পঞ্চ-
পল্লব, কণ্ঠে বস্ত্রধর বন্ধন কর্তব্য। অতঃপর সর্বতোভদ্রমণ্ডল নির্মাণ (প্রথম
ধণ্ডে পূজাপ্রকরণ দেখ) করিয়া তন্মধ্যে পীঠোপরি শালগ্রামশিলা বা পূজনীয়
দেবগণের স্বর্ণ-রৌপ্যময়ী প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। বথা—
প্রথমতঃ সামান্তার্থ্য, আসনগুচ্ছ ও ভূতগুচ্ছাদি করিয়া স্থাপিত ঘটে
প্রথমে গণেশ, দ্বিতীয়ে সূর্য্য, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে শিব ও পঞ্চমে
দুর্গাপূজা করিতে হইবে। উক্ত ঘটে আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদশদিক-
পালকে স্বয়মন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে ‘গাং’ মন্ত্রে
প্রাণারাম, করাদভাস করিয়া গণেশের ধ্যান ও পূজা করিবে। ধ্যান বথা—
“ও ধর্ম্মং কুলতমুং” ইত্যাদি। বিশেষার্থ্যস্থাপনান্তে পুনর্ধ্যান ও প্রতিমা
সঙ্গে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে নিয়োক্ত মন্ত্রে পূজা
করিবে। মন্ত্র যথা—“ও আ তু ন ইন্দ্র কুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভার। মহাহতী
দক্ষিণেন। ও গাং গণপতয়ে নমঃ।” অতঃপর প্রজাপতির পূজা করিবে।
ধ্যান বথা—“ও চতুর্ভুজং মহাবাহুং হংসাকৃৎ বরপ্রদম্। রক্তমাণ্যাস্বরধরং
রক্তগন্ধাহলেপনম্। রক্তপদ্মাসনাসীনং রক্তবর্ণং জগৎপ্রভুম্। অক্ষমাণা-
ক্ষবৎকুণ্ড-কমণ্ডলুধরং বিভূম্। ধ্যারেৎ প্রজাপতিং দেবং সর্বকার্যার্থ-
সিদ্ধয়ে॥” পূজামন্ত্র বথা—“ও প্রজাপতে ন বদেতাভ্যন্তো বিশ্বাজাতানি পরি তা
বভূব। বৎকামান্তে জুহবত্তমো অস্ত বরং ত্র্যম পতমো রয়ীণাম্। ও
প্রজাপতয়ে নমঃ।”

পরে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ধ্যান বথা—

“ও বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শব্দং রথাজং গদা-
মস্তোজং দধন্তং সিতাজনিগরং কাশ্য্য জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিঃ সুরংকরণম্
ত্রিবৎসাকমুদারকৌণ্ডভধরং বন্দে মুনীন্দ্রেঃ স্তবম্॥”

ପୂଜାମୟ ।—ଓଁ ତଦିକୋଃ ପରମଃ ପଦଃ ସଦା ପଦ୍ମସ୍ତି ଅମରଃ । ଦିବୀବ ଚକ୍ରା-
ତତମ୍ । ଓଁ ବିକ୍ରବେ ନମଃ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକେଓ ସ୍ୱାଧୀନକ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଧର୍ମେର ଧ୍ୟାନ କରତ ବୋହୋପଚାରେ
ପୂଜା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । 'ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱାଧୀନ—

“ଓଁ ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ଚତୁର୍ବକ୍ତୁଃ ମହାମହିଷବାହନମ୍ ।

ଶୁକ୍ରବନ୍ଧନପରୀଧାନଃ ଶୁକ୍ରଗନ୍ଧାହ୍ନେନମ୍ ॥

ଶୁକ୍ରମାଳାଧରଃ ସୌମ୍ୟଃ ଅନୁରାଜଃ ଅନୁଶୋଭନମ୍ ।

କୁଳେନ୍ଦୁଧବଳାଜଃ ତଃ ଧ୍ୟାୟେନ୍ ଧର୍ମଃ ସନାତନମ୍ ॥”

“ଓଁ ଧର୍ମାୟ ନମଃ ବା ଓଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମରାଜାୟ ସ୍ୱତ୍ୟବେ ଚାନ୍ତକାର ଚ । ବୈବସ୍ୱତାର
କାଳାର ସର୍ବଭୂତକରାର ଚ । ଓଁ ଶୁକ୍ରରାୟ ଦନ୍ତାର ନୀଳାର ପରମେଷ୍ଠିନେ । ବୃକୋଦରାର
ଚିତ୍ରାର ଚିତ୍ରଶୁଣ୍ଠାର ବୈ ନମଃ ॥” ଏହି ଯଜ୍ଞେ ପୂଜା କରିତେ ହର । ପରେ ପିତୃଗଣ ଓ
ନିରୋକ୍ତ ଦେବତାଗଣେର ପୂଜା କରିବେ । ସ୍ୱାଧୀନ—“ଓଁ ପିତୃତ୍ୟୋ ନମଃ, ଏବଂ କୁଳ-
ଦେବତାତ୍ୟଃ, ଶୁକ୍ରତ୍ୟଃ, ଅଗ୍ନେ, ଅର୍ଘ୍ୟାସାବିତ୍ରୋ, ବାରବେ, ଅର୍ଘ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀଜାପତରେ,
ସୌମ୍ୟାୟ, ଦିବେ, ପୃଥିବ୍ୟୋ, ଭୂର୍ନମଃ, ଭୁବନଃ, ସ୍ୱର୍ନଃ, ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବଃସ୍ୱର୍ନଃ, ଓଁ ଅଗ୍ନେ
ସ୍ଥିଟିକ୍ତେ ନମଃ,” ଏହି ଯଜ୍ଞେ ସ୍ୱାଧୀନକ୍ତି ଉପଚାରେ ପୂଜା କରିବା ଯ ସ୍ୱାଧୀନକ୍ତି ବିଧି
ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ତ କୁଶଠିକା (ସାମବେଦୀ ଆଜ୍ୟୋତ୍ସବନାନ୍ତା ଯତାନ୍ତରେ
ବିକ୍ରମାନ୍ତଜପାନ୍ତା, ଅନ୍ତବେଦୀ ଆସାରାଜ୍ୟଭାଗାନ୍ତା) ସମାପ୍ତ କରିବା
ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସ୍ୱାଧୀନ—ଗ୍ରହୀତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବକ୍ତୃ, ସଦନ୍ତ ଶ୍ରୀତ୍ୱିତ୍ରାନ୍ତ୍ର-
ଗଣେର ସହିତ ନାତାର ନିକଟ ବାହିରା ପତ୍ନୀ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ,
“ଓଁ ପୁତ୍ରଃ ଦେହି ।” ପରେ ନାତା ଆଚମନ ଓ ବିଷ୍ଣୁସ୍ମରଣାନ୍ତେ ନାରାୟଣ, ଶୁକ୍ର,
ଗଣେଶ ଓ ନବଗ୍ରହଗଣକେ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଦିଆ ପୂଜା କରତ ସ୍ୱାଧୀନକ୍ତି କରିବେ ।
“ଓଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟିନ୍ ପୁତ୍ରଦାନକର୍ମଣି ଓଁ ପୁଣ୍ୟାହଃ ଭବନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମ” ଇତ୍ୟାଦି । ସକଳ-
ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ—“ଓଁ ଅତ୍ତେତ୍ୟାଦି ତ୍ରିଅମ୍ବୁକଦେବଶର୍ମା ତ୍ରିପରମେଶ୍ୱରଶ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଃ ପୁତ୍ରଦାନ-
ମହଃ କରିଷ୍ୟେ ।”

ସ୍ୱାଧୀନକ୍ତି ଅନ୍ତ ପାଠାନ୍ତେ ସର୍ବବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାତାର୍ଥ ଗଣପତିକେ ପାତ୍ତାଦିବୋଗେ
ପୂଜା କରିବା ପୁତ୍ରଦାନ କରିବେ । ପ୍ରଥମତଃ ନିରୋକ୍ତ ‘ସେ ସଜ୍ଜ’ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚସ୍ତକ
ପାଠ କରିତେ ହର । ସ୍ୱାଧୀନ—

“ଓଁ ସେ ସଜ୍ଜେନ ଦକ୍ଷିଣ୍ୟା ସମକ୍ତା ଇକ୍ଷନ୍ତ ସଧ୍ୟାମନ୍ତୁତଦ୍ୱୟାନମ୍ । ଭେତ୍ୟୋଭଦ୍ର-
ସଜ୍ଜିରସୋ ବୋ ଅନ୍ତ ପ୍ରତିଗୃହୀତ ନାମବଂ ଅମ୍ବେଷଃ ॥ ୧ । ସ ଓଁ ନାମନ୍ ପିତରୋ

গোময়ং বহুভেদাভিহতং পরিবৎসরে বলম্ । দীর্ঘাঙ্কুশমদ্বিরসো বো অস্ত
প্রতিগৃহীত মানবঃ স্রমেধসঃ ॥ ২ ॥ বহুভেদে নৃধ্যমারোহরন্ দিব্যপ্রধরন্
শিতরং বাতরং বি । স্রুপ্রজাশ্বমদ্বিরসো বো অস্ত প্রতিগৃহীত মানবঃ
স্রমেধসঃ ॥ ৩ ॥ অরং নাতা বদতি বস্ত বো গৃহে দেবপুত্রা ধবরন্তচ্ছৃণোতন ।
স্রুপ্রজাশ্বমদ্বিরসো বো অস্ত প্রতিগৃহীত মানবঃ স্রমেধসঃ ॥ ৪ ॥ বিরূপাস
ইদৃশরন্ত ইদৃগভীরবেদসঃ । তে অদ্বিরসঃ স্রনবন্তে অগ্নেঃ পরিজজিরে ॥ ৫ ॥

এই পঞ্চম পৃষ্ঠান্তে “বিকুরোন্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা পরমেশ্বরশ্রীত্যাখ্যং ইন্মং বৎপুত্রঃ অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ (প্রতিগ্রহীতার নাম) (তব) পৈতৃকধর্মাপকরণ-পুরামনরকজ্ঞান-বংশরক্ষাসিদ্ধার্থমাশ্রয়ন্ত পরমেশ্বর-শ্রীত্যাখ্যং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে তুভ্যমহং সম্ভ্রাদদে” মন্ত্রে প্রতিগ্রহীতার হস্তে অক্ষতসহ জল দিয়া পুত্র সমর্পণ করিবে ও বলিবে, ‘মম পুত্রঃ প্রতিগৃহীতু তবান্ ।’ পরে দক্ষিণাদান কর্তব্য । যথা—“ওঁ অস্তে ত্যাগি শ্রীপরমেশ্বর-শ্রীতিকামনরা বাচমানায় কৃতৈতৎপুত্রদানকর্মণঃ সাদিতার্থঃ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা তম্মূল্যং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে প্রতিগ্রহীত্রে তুভ্যমহং সম্ভ্রাদদে ।” গ্রহীতা ‘ওঁ স্বস্তি’ বলিয়া ‘ওঁ দেবস্ত যা সবিভুঃ এসবেহ্মিনোর্বাহিত্যাং পুষ্ণো হস্তাত্যাং হস্তং গৃহ্মামি অমুকদেবশর্মান্’ মন্ত্রে বালককে দুই হস্তে করিয়া নিজ কোড়ে উপবেশন করাইয়া ‘ওঁ অজা-দজাৎ সন্তবসি হৃদয়াদধিভারসে । আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্’ মন্ত্র জপপূর্বক শিশুর মন্তকাজ্ঞান করিবে । পরে ‘ওঁ ধর্মায় যা প্রতিগৃহ্মামি, ওঁ সন্তট্য যা প্রতিগৃহ্মামি’ মন্ত্র পাঠান্তে ‘ওঁ বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব’ মন্ত্রে বস্ত্র পরাইয়া উকীষপরিধান, তিলকদানাদি করত ‘ওঁ হিরণ্যরূপমবসে কুণ্ডলম্’ মন্ত্রে কুণ্ডল পরিধান করাইবে । পরে (বস্ত্রাচ্ছাদিত) বালককে কোড়ে লইয়া নৃত্যগীত-বাস্তসহকারে ও নিরোক্ত সূক্তপাঠ পূর্বক গৃহমধ্যে লইয়া যাইবে । স্বস্তিসূক্ত যথা—“ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামম্বিনা ভগঃ । স্বস্তি দেব্যাদিতিরনর্কণঃ স্বস্তি পুবা অশ্বরো দধাতু নঃ স্বস্তি ভাবাপৃথিবী স্রচেতুনা । স্বস্তরে বায়ুপুত্রবামঠে সোমঃ স্বস্তি তুবনস্ত বস্পতিঃ । বৃহস্পতিঃ সর্কগণঃ স্বস্তরে স্বস্তর আদি-ত্যাগো তবন্ত মঃ ॥ বিবেদেবা নো অজ্ঞা স্বস্তরে বৈশ্বানরো বশুরগ্নিঃ স্বস্তরে । দেবা অবহুতবঃ স্বস্তরে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাতংহসঃ । স্বস্তি মিভাবরুণা স্বস্তি পথো রেবতি । স্বস্তি ন ইন্দ্রচ্যাবিষ্ঠ স্বস্তি নো অদিত্যে কৃধি । স্বস্তি

পহামহুচরেব-স্বৰ্ঘ্যাচক্ষুৰসাবিব । পুনৰ্দদতা যতা জানতা সজবেবহিঃ । যতায়ন
তাক্যমিষ্টেনেবিং মহদুতং বারসং দেবতানাম্ । অশ্বরয়নিষ্টমখং সনৎস
বৃহদ্বশো নাবমিবাকহেম । অংহোমুচবাধিরসং গরুধং যত্যাভেরং মনসা চ
তাক্যম্ । এবতপাণিঃ শরণং প্রপত্তে যতি সংবাধেযতরং নো অস্ত ॥

‘ও তদন্ত মিভাবক্ৰণা তদগ্রে শংবোরস্ভ্যমিদমন্ত শতম্ । অশ্বমহি
গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ॥ ‘ও গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠানুতং
তৎপ্রতিষ্ঠিতং মরা বাচা সংস্তব্যং তস্মাদেত্য বিদুরে পূৰ্বং লভতে গৃহাণে বৈ
নানা ভিগমিবতি পশুনাং প্রতিষ্ঠা ।’

পরে আচার্য্য যথাবিধি চক্ৰপাক করিয়া প্রকৃতকর্মাগন্তে সাহস নামক
অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজনাতে অমন্ত্রক বহিতে যুতাক্ত মনিং প্রক্ষেপ-
পূর্বক মহাব্যাহতিহোম করিয়া চক্ৰ-হোম করিবে । সর্বত্র চক্ৰ-হোমে
অবদানবিধি অবলম্বনীয় । যথা—চক্ৰতে যুতক্ষব দিরা ক্ষকের দ্বারা জুহুতে
চক্ৰ রাখিরা তত্পরি যুতক্ষব দিরা চক্ৰস্থালীতে যুতক্ষব দিবে । চক্ৰ-হোমমন্ত্র
যথা—“যদ্বা হুদা কীরিণেতি মজ্জরোষরোরাজেরোবসুপ্রতথবিরয়ির্দেবতা
ত্রিষ্টুপ্ হনঃ পুত্রপ্রতিগ্রহাহোমে বিনিরোগঃ । ও যদ্বা হুদা কীরিণা-
মজ্জমানো মর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি । জাতবেদো যশো অশ্বাসু ধেহি প্রজাতি-
রগ্রে অমৃতত্বমশ্ৰাম্ বাহা ॥ ও বস্মৈ অং সূক্ৰতে জাতবেদ উ লোকমগ্রে কৃপবঃ
স্তোনম্ । অধিনং সুপুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রস্বিঃ নশতে যতি বাহাঃ ।
(ইদমগ্রে, বা ইদমগ্রে নমম মন্ত্রে বজ্জর্কেদী ও ঋগ্বেদী হতশেষ রাখিবেন) ।
তৃত্যমগ্রে ইত্যন্ত মন্ত্রস্ত স্বৰ্ঘ্যাসবিভীষিঃ স্বৰ্ঘ্যাসাবিত্রী দেবতাঃ যে অহুঃকৃতৌ
তৃতীয়া অগতী চতুর্থী ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চম্যহুঃকৃতৌ হনঃসি পুত্রপ্রতিগ্রহাহোমে
বিনিরোগঃ । ও তৃত্যমগ্রে পর্যাবহং স্বৰ্ঘ্যং বহতু না সহ । পুনঃ পতিভ্যো
জারান্মা অগ্রে প্রজরা সহ বাহা ॥ (ইদং স্বৰ্ঘ্যাসাবিত্র্যে) । ও সোমো-
হদদগ্গজর্কায় গজর্কোহদদগগ্রে । রস্বিক পুত্রাংচাদানগ্নিমহমথো ইমাং বাহা ।
(ইদং স্বৰ্ঘ্যাসাবিত্র্যে) । ও ইষ্টৈবতং বাবিরৌষ্টং বিশ্বমাবুর্বাশুতম্ । ক্রীড়ন্তৌ
পুত্রৈর্নশুতিমোদমানৌ যে গৃহে বাহা (ইদং স্বৰ্ঘ্যাসাবিত্র্যে) । ও আনঃ
প্রজাঃ জনয়তু প্রজাপতিরাজরসার সমনজ্জ্বর্যমা । অহুমঙ্গলীঃ পতি-
লোকমাবিশ শমো তব বিপদেষং চতুঙ্গদে বাহা (ইদং স্বৰ্ঘ্যাসাবিত্র্যে) । ও
অধোরচক্ষুৰপতির্যেধি শিবা পশুত্যাঃ সুননাঃ সুবর্তাঃ । বীরশর্কেবকামাঃ স্তোনা
শং নো তব বিপদেষং চতুঙ্গদে বাহা । (ইদং স্বৰ্ঘ্যাসাবিত্র্যে) । যতাক্তর

—ও ইমাং অমিত্র মীচুঃ অগুজাং অতগাং কুৰু (বি) । দধাতাং পুজামাধেহি পতিমেকাদশং কুৰি (কুরু) বাহা । (ইদং সূর্যাসাবিড়্যে) । ও সন্মাজী যতরে ভব সন্মাজী যত্ৰাং ভব । ননান্ধরি সন্মাজী ভব সন্মাজী অধিদেবু বাহা (ইদং সূর্যাসাবিড়্যে) । ও সমজন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপে। স্বদয়ানি নো । সন্মাতিরিখা সন্মাতা সমুদেদী দধাতু নো বাহা (ইদং সূর্যাসাবিড়্যে) ।”
এ কয়টি হোমও বিহিত আছে ।

পরে চকু দ্বারা প্রজাপতি-হোম করিবে, যন্ত্র বধা—“ও প্রজাপতে ন স্বদেতানুত্তো বিখা জাতানি পরি তা বভূব । বৎকামান্তে জুহমত্তমো অস্ত বরং স্তাম পতরো রয়ীণাং বাহা (ইদং প্রজাপতরে) ।”

এইরূপে গণেশাদি পূজিত দেবতারও চকু-হোম কর্তব্য । যন্ত্র বধা—
“ও আ তু ন ইন্দ্র কুমন্তং চিত্রং গ্রাতং সংগুতায় । মহাহন্তী দক্ষিণেন বাহা (ইদং গণপতরে) ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং সন্ম পশুস্তি সুরয়ঃ । দিবীব চকুরাততং বাহা (ইদং বিষ্ণবে) ও ধর্মায় বাহা (ইদং ধর্মায়) এবং পিতৃভ্যঃ । কুলদেবতাভ্যঃ । গুরুভ্যঃ । অগ্নয়ে । সূর্যাসাবিড়্যে । বায়বে । সূর্যায় । প্রজাপতরে । সোমায় । দিবে । পৃথিব্যে । ভূঃ । ভুবঃ । স্বঃ । ভূর্ভুবঃস্বঃ । অগ্নয়ে ষিষ্টেকৃতে ।”

এইরূপ চকুহোমাস্তে মেরুণ অগ্নিতে কেলিয়া সফল করত প্রজাপতির উদ্দেশে অষ্টোত্তরশত আভ্যবৃক্ত পারসহোম করিবে । যন্ত্র বধা—“ও প্রজাপতে ন স্বদেতা” ইত্যাদি । পরে পূজিত দেবতাগণের বধাশক্তি পূজামন্ত্রে হোম কর্তব্য, যথা—গণেশের উদ্ভূতসমিধ্ দ্বারা “ও আ তু ন ইন্দ্র” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে । এইরূপ প্রজাপতির অষ্টোত্তরশত পলাশ-সমিধ্ দ্বারা “ও প্রজাপতে ন স্বদেতা” ইত্যাদি মন্ত্রে, বিষ্ণুর উদ্ভূতসমিধ্ দ্বারা ‘তদ্বিকোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে, ধর্মের “ও ধর্মায় বাহা” মন্ত্রে উদ্ভূতসমিধ্ দ্বারা, পিতৃদিগের বধাশক্তি হোমাস্তে নবগ্রহমন্ত্রে নবগ্রহহোম, শত্ৰুহুসারে দিক-পালহোম, গ্রাম্য দেবতা, বাস্তুদেবতা, গঙ্গাদি নদী, লোহিতাদি নদ ও সমুদ্র প্রভৃতির হোম করিতে হইবে । পরে মহাব্যাহতি-হোমাস্তে স্ব স্ব বেদাহুসারে উদীচ্যকর্ম করিবে । পরে পূর্ণ-হোমাস্তে ব্রহ্মাকে পূর্ণপাজ দক্ষিণা দিয়া অগ্নিবিসর্জন পূর্বক তিলকদান ও ‘সুরাশ্বামতিবিক্রম’ ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিদান করিবে । পরে ত্রিদিদক্ষিণা ও প্রধান কর্ণের দক্ষিণাদান কর্তব্য । দক্ষিণা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণে বর্ণভেদে বিশেষ বিধি অবগত হওয়া

বার। বধা—“দক্ষিণাং গুরুবে দত্তাৎ বধাশক্তি বিজ্ঞোক্তমঃ। নৃপো রাজ্যার্জ-
মেবাধ বৈশ্ণো বিত্তশতদ্রবম্। শূদ্রঃ সর্বদমেবাপি অশক্তচেচ্চ বধাবলম্।
তথা—শতদ্রবং নাশকানাং সৌবর্ণমথ রাজতম্। এদত্তাতাদ্রবমথবা উত্তমাদি-
ব্যবহর।”

ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মান্তে গুরুকে (আচর্য্যাকে) বধাশক্তি দক্ষিণা দিবেন। কিন্তু
উত্তমবিত্ত ব্যক্তি তিন শত সুবর্ণমুদ্রা, মধ্যমবিত্ত তিন শত রৌপ্যমুদ্রা, অন্নবিত্ত
ব্যক্তি তিন শত তাম্রমুদ্রা দক্ষিণা দান করিবেন। ক্ষত্রিয় অৰ্দ্ধরাজ্যোৎপন্ন
একবর্ষীয় দ্রব্য, বৈশ্য শত রজতমুদ্রা, শূদ্র এক বর্ষে দাসদলক দ্রব্য দক্ষিণাধরূপ
দিবে।

পঞ্চম প্রবাহ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-প্রকরণ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-ব্যবস্থা

স্মার্তকৃত মলমাসভবে বর্ণিত আছে যে, “বালগ্রহ-ভূতগ্রহ-নরাধিপ-
এবলতরণক-হুঃসহরোগাতিভবাত্ত-হুঃবগ্ন-গ্রহদোঃহ্যাদিনিমিত্ত শান্তিকর্ষ
মলমাসেহপি কার্যম্।” বালগ্রহ অর্থে নবজাত বালকের নৃতিকা-গৃহে বারক
গ্রহ বা প্রাণিবিশেষ, তাহাদের উপদ্রব বা আক্রমণ হইতে পরিজ্ঞান পাইবার
জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আছে, এই কারণেই অগ্নাবধি বধী স্নাত্তিতে
নৃতিকাবধী-পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিষয়ে আয়ুর্বেদদ্রষ্ট
এমাণ এই যে, ‘ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাক্ এদিষ্টাপচারাহৌচব্রটামজলাচারহীনান্
অন্তান্ হৃষ্টাংস্তর্জিতান্ ক্রান্তান্ বা পূজাহেতোর্হিঃস্ব্যরেতে কুমারান্।’

অর্থাৎ ধাত্রী ও মাতার পূর্বকৃত অত্যাচারে শোচনীয়, মজলাচারশূন্য,
ভীত, হৃষ্ট, তর্জিত ও ক্রান্ত কুমারগণকে বালগ্রহগণ হত্যা করে। তাহারা
শান্তির জন্য তাহাদের পূজা অবশ্য কর্তব্য।

ঐরূপ পিশাচাদি ভূতগ্রহের অতিতবেও শান্তিবিধান কর্তব্য।

রাজার অত্যাচারে, এবলতর শত্রুসম্মুখে ও হুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে
শান্তিকার্য দ্বারা পরিজ্ঞান পাওয়া যায়। অদ্ভুত উপসর্গেও শান্তি অর্জন-
করণীয়। মানবের অতিলোভে, মিথ্যাপরারণতার, নাস্তিকতার ও শাস্ত্র-
নিষিদ্ধকর্ম্মাচরণে দৈব, ভৌম ও অন্তরীকগত উপসর্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। “প্রাক্
এবোধায় দেবাঃ সৃজন্তি” অর্থাৎ ভাবী বিপদের সূচনার্থ পূর্বেই দেবগণ ভূ-আদি
লোকের অদ্ভুত স্বভাববিকৃতি বা কলঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপদ্রব
বধা—রজস্বলাতিগমনে, গাত্রী ও অঙ্গার গর্ভে বনজ সন্তান অগ্নিলে, বিদ্যাতীর
জীব প্রসূত হইলে, গৃহমধ্যে কাক, কক্ক, শহুনি, শ্যেতনপক্ষী, বস্ত্রকুট, বস্ত্রাদি

৩ বস্তকগোত প্রবেশ করিলে বা 'ঐ সকল প্রাণী বহুতের সঙ্গে পড়িলে কিবা ঐ জাতীর অন্ত কোনও আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটিলে, যেতবৎ বা রাজিকালীন ইন্দ্রধনুর উদয় হইলে, দিগ্‌দাহ, উৎপাত, সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশ পাইলে, আকাশে গুরুক্ষনগরাকার মেঘের উদয়ে, অপেক্ষাদিনে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, ভূমিকম্প, ধূমকেতুদয়, রক্তবৃষ্টি, অকালে কল-পুষ্পের উদয় ইত্যাদি অদ্ভুত উপদ্রবে শাস্তি করিতে হয়।

যশ্বে হর্ষ বশতঃ হান্ত, বিবাহদর্শন, নৃত্য-গীত ও অতীষ্ট বস্তুর উপলক্ষি ঘটিলে অচিরে বিপত্তির আশঙ্কা করা যায়, ইহার প্রতীকারার্থ শাস্তিকার্য্য অবশ্যকর্তব্য।

অন্যকালীন রাশিচক্রে (বিলম্বে) গ্রহের হুঃসমাবেশ বা গোচরে গ্রহের কুদৃষ্টি ঘটিলে গ্রহরিষ্টনিবারণার্থ শাস্তিকার্য্যের বিধি আছে। চক্ষুঃস্পন্দনে বা কাহ্নস্পন্দনে, স্থানবিণেবে জ্যেষ্ঠীপতনে শাস্তি করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। 'শাস্ত্রে উক্ত আছে, "শাস্তিযন্ত্যরনৈর্দৈবোপযাতান্ শময়েৎ পরচক্রোপযাতাংচ।" শাস্তিকার্য্য বা যন্ত্যরনকার্য্য দ্বারা দৈবকৃত পূর্ব্বোক্ত আগৎসমুদয়ের প্রতীকার করিবে। অপর, রাজা কর্তৃক রাজ্যাক্রমণের আশঙ্কা শাস্তিকার্য্যে নিবারণিত হয়। এই শাস্তি-যন্ত্যরন মনমাসাদি অশুভ কালেও কর্তব্য।

শাস্তির কর্তব্যতা

২২
যদিও বর্তমান কালে অনেকের ধারণা যে, শাস্তি-যন্ত্যরন বিপদের আক্রমণ হইতে পরিজ্ঞাপ করিতে অক্ষম, এবং তাঁহারা এ বিষয়ে "নাভুক্তং কীর্ত্তে কর্ণ কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি ভগবদগীতাবাক্যও দৃষ্টান্তপ্রমাণস্বরূপ দেখাইয়া থাকেন। বস্ততঃ অনেক স্থলে শাস্তি-যন্ত্যরনে যে রোগশাস্তি হইতে দেখা যায় না, তাহা সত্য, কিন্তু ইহার মূলে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে। বাস্তবতঃ অনেক স্থলে যে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তাহার কারণ বর্তমানের দৃঢ়বিশ্বাসের অভাব ও বিভ্রান্ত দৃষ্টান্তি বস্তুর উপকরণের দুর্লভতা; অতীতকে নিলোভ, জানী, প্রাণি-হিতার্থী পুরোহিতের প্রচুরতর অসমাবেশ। যেহেতু শাস্তিযন্ত্যরনের উপকারিতা শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। যথা—

“যথা শত্রুগ্রহাণাং কবচং বিনিবারকম্।

এবং দৈবোপঘাতানাং শাস্তির্ভবতি বারণম্ ॥”

যেমন শত্রুর শত্রুগ্রহাণ হইতে অপরক্ষা কেবল কবচ দ্বারা সম্পাদিত হয়, এইরূপ দৈবকৃত (প্রাক্তন নিজকর্ম-বিপাকজ) অনিষ্টোৎপত্তি শাস্তিকার্য্য দ্বারা নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝা যায় যে, নিজ দৃষ্ট কর্মের অবশ্য ভোক্তব্য ফলপরিণাম জীব-জীবনে ঘটবেই ঘটবে, কিন্তু শাস্তি-স্বত্বায়নকারীর নিজের উপর ঐ আক্রমণ না হইয়া তাহার অন্ত কোন আত্মীর উপর সম্বটিত হইয়া থাকে বা পূর্বকৃত কর্ম দৃষ্টবীজবৎ নিরন্তর অবস্থায় পরিণত হয়। এ বিষয়ে সমর্থক শাস্ত্রীয় প্রমাণও পাওয়া যায়, যথা—

“দ্রব্যে গোষ্ঠেষু ভূত্যেষু সূত্রেষু তনয়েষু চ।

ভার্য্যাদি গৃহে দৃষ্টে ভরং পুণ্যবতাং নৃণাম্ ॥

আত্মস্থখানুপুণ্যানাং সর্বজৈবাতিপাপিনাম্।

নৈকজাপি হি পাপানাং নরাণাং জারতে ভরম্ ॥”

শাস্তিস্বত্বায়নরূপ পুণ্যকারী ব্যক্তির উপশমিত ফলোন্মুখ দৃষ্টগ্রহের আক্রমণ তাহার নিজ ধনসম্পত্তি, গোধন, ভূত্যবর্গ, বন্ধুবর্গ, সন্ততিচর বা ভার্য্যার উপর হইয়া থাকে। বাহারা অন্নপুণ্য করে, তাহাদের নিজের উপরেই গ্রহের আক্রমণ ফলপ্রসূ হয়, অতিপাপীর পক্ষে গ্রহের আক্রমণ পূর্বোক্ত সকলের উপরেই হইয়া থাকে। শাস্তিকর্মে সম্পূর্ণভাবে উপশমিত দৃষ্টগ্রহসূচিত দুরদৃষ্টবান্ ব্যক্তির (যিনি দৃষ্ট-গ্রহ দ্বারা সূচিত দুরদৃষ্টের ফলবিপাক গ্রহসমাবেশ দর্শনে অবগত হইয়া শাস্তিকার্য্য করিয়া দৃষ্ট গ্রহের প্রশমন করিয়াছেন, তাহার) পক্ষে পূর্বোক্ত দ্রব্যাদিমধ্যে কাহারও উপর দুরদৃষ্টের ফল প্রকাশ পায় না। শাস্ত্রে কথিত আছে, যেমন দুর্কার্য্য দ্বারা জীব দুঃখভাগী হয়, সেইরূপ ভগবদ্রাঘকীর্তনাদি সংকর্ম-বোগেও দুর্কর্মের ক্ষর হয়। এ বিষয়ে “কর্মণা কর্মনির্হারঃ” এই ভগবদ্-বাক্যই প্রমাণ।

শাস্তিস্বত্বায়নের সন্মত ও কালানিচ্ছাপা

“শাস্তিধর্ম্মদ্বারা গ্রহ-দোষ-দুঃখাদি-সূচিতৈহিকানিষ্ট-হেতু-দুরিত-নিবৃত্তিঃ।”

নিজ নিজ ঐহিক ও প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম সমগ্রাঙ্গসারে ফলোন্মুখ

হইরা জীবের সুখ-দুঃখের বিধাতা হইরা থাকে। গ্রহচক্রে গ্রহসমাবেশ দর্শনে জীবের সুখ-দুঃখের ভোগকাল অবগত হওয়া যায়। ‘তে গ্রহা রিষ্টে-মুচকাঃ।’ গ্রহ অমঙ্গলকারক নহে, অমঙ্গলের বিজ্ঞাপক ; নিজ ছরিতই অমঙ্গল-কারক। যখন গোচরে বা বিলম্বে অবস্থিত ছুটে রবি প্রভৃতির অন্ততম গ্রহ বিরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তখনই জীবের অন্ততের সময় বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে সেই অন্ততস্থানস্থ বিরুদ্ধ রব্যাদি-গ্রহ-মুচিত বা দুঃস্বপ্নদর্শন, বাহু-নয়ন-স্পন্দন, সর্প-শৃগালাদির গমনবিশেষ প্রভৃতি দ্বারা মুচিত অচিরতাবি-অনিষ্টের কারণীভূত নিজকৃত কলোন্মুখ ছরিতের বাহা দ্বারা ধ্বংস হয়, তাহাই শাস্তিকর্ম, যথা—দেবীমাহাত্ম্যপাঠাদি।

‘যতি ধর্মদ্বারা অভিপ্রোক্তার্থসিদ্ধিঃ তন্তায়নং প্রাপকং যাগদানাদি।’

যতি অর্থে ধর্মকার্য দ্বারা যে অভিষ্টফলসিদ্ধি, তাহার নিষাদক কার্য—যাগ, বজ্র, দান প্রভৃতিকে যন্তায়ন বলে। শাস্তিকর্মে নিজ ছরিতজাত অনিষ্ট-ফলভোগের ক্ষয় হয়।

যন্তায়ন দ্বারা ছরিতজাত অনিষ্টফলোদয়েব প্রতিবন্ধ ঘটে। সুতরাং যে স্থলে দুঃখভোগ হইতেছে, তখন শাস্তিকার্য্য করিবে, আর যে স্থলে গ্রহ-সমাবেশদর্শনে অস্থিত ফলভোগনিরুত্তি কামনার বিষয়ীভূত হইবে, তৎকালে দান, ধ্যান প্রভৃতি সংকার্য্যরূপ যন্তায়নের অনুষ্ঠান কর্তব্য।

শাস্তিকার্য্যে শুদ্ধকাল অপেক্ষণীয় নহে, যন্তায়নেও অবস্থাবিশেষে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু শুদ্ধপক্ষে বিশুদ্ধ দিনে (রিত্তা, জ্যৈষ্ঠ, বিষ্টিকরণ, উগ্রনক্ষত্রবর্জিত দিনে) যন্তায়ন করাই কর্তব্য।

রোগশাস্তি

নক্ষত্রবিশেষে রোগ প্রকাশ পাইলে নক্ষত্রাহসারে ভোগকাল জ্যোতিষত্বে নির্দিষ্ট আছে। যথা—

“কৃত্তিকাস্থ যদা ব্যাধিনৃণাং সম্প্রতিপাদিতঃ।

নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া জিরাত্রং রোহিণীষু চ ॥

বৃগনীর্বে পঞ্চরাত্রমাত্রায়াং মুচ্যতেহমুতিঃ।

পূনর্বসৌ তথা পুণ্ড্রং সপ্তরাত্রং বিধীয়তে ॥

নবরাত্র্যং তথাগ্নেবে মাসমেকং যথাহ চ ।
 যৌ মাসৌ পূৰ্ব্বকন্তন্যামৃতরাস্নু ত্ৰিপঞ্চকম্ ॥
 হস্তে চ সপ্তমে মোক্ষচিহ্নারামৰ্দ্ধমাসকম্ ।
 মাসষয়ঃ তথা স্বাত্যাং বিশাথে দিনবিংশতিঃ ॥
 মৈত্রে চৈব দশাহানি জ্যেষ্ঠারামৰ্দ্ধমাসকম্ ।
 মূলে ন জায়তে মোক্ষঃ পূৰ্ব্বাষাঢ়ে ত্ৰিপঞ্চকম্ ॥
 উত্তরে বিংশতিজেরা যৌ মাসৌ শ্রবণে তথা ।
 ধনিষ্ঠারামৰ্দ্ধমাসং বারুণ্যাক দশাহকম্ ॥
 ন চ তাদ্রপদে মোক্ষ উত্তরাস্নু ত্ৰিপঞ্চকম্ ।
 রেবত্যাং দিনবিংশত্যা চাহোৱাত্র্যং তথাবিনী ॥
 প্রাণৈৰ্বিসৃচ্যতে নিত্যং ভরণ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ।
 নক্ষত্রং প্রতিকৰ্ত্তব্যং নক্ষত্রপথ-জানতা ॥”

কৃত্তিকা নক্ষত্রে ব্যাধি জন্মিলে নব-রাত্র্য রোগভোগ হয় । ঐরূপ রোহিণীতে
 ত্বিরাত্র্য, মৃগশিরায় পঞ্চরাত্র্য, আর্দ্রার মৃত্যু, পুনর্কস্নু ও পূষ্যার সপ্তরাত্র্য,
 অশ্লেষার নবরাত্র্য, মঘার এক মাস, পূৰ্ব্বকন্তনীতে মাসষয়, উত্তরকন্তনীতে পঞ্চ-
 দশাহ, হস্তার সপ্তদিন, চিত্রার অৰ্দ্ধমাস, স্বাতীতে দুই মাস, বিশাখার বিংশতি
 দিন, অহুৱাখার দশাহ, জ্যেষ্ঠার অৰ্দ্ধমাস, মূলার মৃত্যু, পূৰ্ব্বাষাঢ়ার পঞ্চদশ-
 দিন, উত্তরাষাঢ়ার বিংশতি দিন, শ্রবণার দুই মাস, ধনিষ্ঠার অৰ্দ্ধমাস, শততিবার
 দশাহ, পূৰ্ব্বতাদ্রপদে মৃত্যু, উত্তরতাদ্রপদে পঞ্চদশ বাসর, রেবতীতে
 বিংশতিদিন, অবিনীতে অহোৱাত্র্য ভোগ হয় । ইহার প্রতীকারার্থ নিম্নোক্ত
 বিধানে দৈবজ্ঞ কর্তৃক নক্ষত্রবিশেষের হোম করাইতে হয় । যথা
 জ্যোতিষত্রে—

“কীরবৃক্ষস্ত সমিধো জুহুৱাদগ্নিদৈবতে ।
 সতিলমকৃতং যামো যুতমেবারিদ্দৈবতে ॥
 প্রাজাপত্যে জুহুৱাতু গ্রাম্যবীজকরজকম্ ।
 সৌম্যে গব্যং পশো রৌদ্রে সর্পির্মধুসমম্বিতম্ ॥
 অদিতির্দেবতা যন্ত যুতাকৃতিলততুল্লাঃ ।
 পারসং সর্পিষা চৈব বৃহস্পত্যগ্নিদৈবতে ॥
 গ্রাম্যোবধীশ্চ পত্রক সর্পিঃ সর্পাদিদৈবতে ।
 পিতৃহো দেবতা যজ্ঞ যুতাকৃতিল-ততুল্লাঃ ॥

অকতা আত্মবৃত্তান্ত ভগ্নে নর্পিভবোত্তরে ।
 সাবিজে তু দধিহোমো অষ্টে চিত্তৌদনং হবিঃ ॥
 ববাঃ স্বাত্যাক-হোতব্যাশ্চত্রারিতে তু পায়সম্ ।
 মৈজে নর্পিভ জুহ্বাতদেব চত্বৈদেবতে ॥
 বধোপপন্নময়ক জুহ্বাতৈরধ্বতে তথা ।
 অবদৈবতে শালিবীজং বৈষদেবে তু রুচকম্ ॥
 রক্তানাং ততুলানাঞ্চ হোতব্যাং বিষ্ণুদৈবতে ।
 ত্র্যগ্ৰোধোদ্ধুহ্বরাশ্বখ-সামিধো বসুদৈবতে ।
 বাক্ষণে বারিজাতানাং পুষ্পাণাং হোম ইততে ॥
 অজৈকপাদে হোতব্যাং প্রাজাপত্যেন তৎ সমম্ ।
 অহিব্রে তু নক্ষত্রে পিষ্টকারং প্রশস্ততে ॥
 পৌক্ষে ফলান্ধগুণি হনেনদষ্টোত্তরং শতম্ ।
 সাবিজ্যা ইতমেতত্তু ব্রহ্মণাতিহিতং পুরা ॥”

অগ্নিনী নক্ষত্রে জাত অন্ন গায়ত্রী দ্বারা অষ্টোত্তরশত ত্র্যগ্ৰোধ-সামিধ-
 হোম করিলে প্রশমিত হয় । ঐরূপ ভরণী নক্ষত্রে সতিলাক্ষত-হোম, কৃত্তিকার
 স্বতাহতি, রোহিণীতে করঞ্জবীজ-হোম, মৃগশিরার গব্যদুগ্ধাহতি, আর্দ্রার
 মধু-সহ স্বত, পূনর্বসুতে স্বতাক্ত তিলততুল, পুষ্যার স্বতাক্ত পায়স, অশ্লেষার
 স্বত সহ গ্রাম্য ওষধি ও পত্র, মঘার স্বতাক্ত তিলততুল, পূর্বফল্গুনীতে
 স্বতাক্ত বব, উত্তরফল্গুনীতে স্বত, হস্তার দধি, চিত্রার স্বতাক্ত বিচিত্রার,
 স্বাতীতে বব, বিশাখার পায়স, অহরাধার স্বত, জ্যেষ্ঠার স্বত, মূলার বধা-
 সম্ভব অন্ন, পূর্বাষাঢ়ার শালিধান্তবীজ, উত্তরাষাঢ়ার বাসকপত্র, শ্রবণার রক্ত-
 ততুল, ধনিষ্ঠার বট, উদ্বহর ও অশ্বখ ; শতভিনার জলজাত পুষ্প, পূর্বভাদ্রপদে
 গ্রাম্য করঞ্জবীজ, উত্তরভাদ্রপদে পিষ্টকার, রেবতীতে অশ্ব ও ফল-হোম করিবে ।
 অধিষ্ঠাতা দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্বক অষ্টোত্তরশত
 সংখ্যার হোম করিলে শান্তি হয় । হোমমন্ত্র হোম-প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

যতান্তরে কৃত্তিকা হইতে ভরণী পর্যন্ত সাতাইশটি নক্ষত্রে অরোংপতি হইলে
 নিম্নোক্ত শান্তি বিহিত আছে, বধা—অন্নপূজা করত কৃত্তিকার পিটুনি-
 নির্মিত ছাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মুখে দধি-উদক দাতব্য । এইরূপ
 তৎপরবর্তী নক্ষত্রে পিষ্টকনির্মিত জীবমুখে দ্রব্যবিশেষ দেয়, বধা—রোহিণীতে
 পিষ্টকগোমুখে শাক, মৃগশিরার মৃগমুখে মাষকলায়, আর্দ্রার গোমুখে রক্তশাক,

পুনর্বিমূর্ত্তে বরাহমূখে গটোল, পুন্ডরীকমূখে গারল, অশ্বেষার বরাহমূখে
মৃত, মধার বানরমূখে তিল, পূর্বকন্তনীতে নরমূখে মূল ও তিলপিষ্টক,
উত্তরকন্তনীতে বলীবর্ধমূখে শাক, হস্তার মহিবমূখে গন্ধমূল, চিয়ার ব্যাঘ্রমূখে
ভগবানপু, স্বাতীতে মার্জারমূখে তিল, বিশাখার ব্যাঘ্রমূখে গুড়-গুড়ন,
অম্বরীষার যুগমূখে কুলখকলার, জ্যেষ্ঠার মূষিকমূখে ধত্বাক (ধনে), মূলার
মার্জারমূখে তিল, পূর্বাষাঢ়ার কুন্তীরমূখে বচ, উত্তরাষাঢ়ার বুধমূখে শাক ও
গুড়ন, প্রবণার মহিবীমূখে রক্ত, ধনিষ্ঠার নরমূখে শাক-গুড়ন, শততিষার
বানরমূখে পিপ্পল, পূর্বভাদ্রপদে ও উত্তরভাদ্রপদে নরমূখে বেত তণ্ডুল,
রেবতী, অশ্বিনী ও তরুণী নক্ষত্রে গুড়োদন দাতব্য। ইহার বিধান এই যে,
প্রথমতঃ পিষ্টক দ্বারা পূর্বোক্ত বথায়থ আকৃতি নির্মাণ করিরা তাহার
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দোপ-নৈবেদ্য-মালা-পতাকা দানে পূজা করিরা
উক্ত দ্রব্য দান করিবে।

রোগশাস্তির অন্য শাস্ত্রে প্রারচিত্তের বিধি আছে, যেহেতু, রোগমাজই
দোষজ, কর্মজ ও দোষ-কর্ম উভয়জ হইয়া থাকে। যে রোগ সূচিকিৎসার
আরোগ্য লাভ করে, তাহা দোষজ, তাহার প্রতীকারার্থ শাস্তি-যজ্ঞরূপ আবশ্যক
করে না। বাহা দোষজ, তাহার নিবৃত্ত্যর্থ শাস্তি-যজ্ঞরূপ, প্রারচিত্ত ও অগ্নি-
হোমাদি কর্তব্য। যেহেতু, শাস্ত্রে কথিত আছে, ‘দুর্কর্মজা নৃণাং রোগা বাস্তি চৈব
ক্রমাৎ শমম্। অতঃ সুর্য্যর্চনৈর্হোমৈর্দর্শনৈস্তেষাং শমো ভবেৎ ॥’ মহুযোর যে
সকল রোগ দুর্কর্মজনিত বথা—কুষ্ঠ, রাজবন্দা, গ্রহণী, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী,
করকাস, অতীসার, ভগবদ্র, ছুট ব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, নেত্ররোগ, এই
সকল মহাপাতকজ রোগ; অলোদর, বক্ৰ, গ্ৰীহা, অগ্নিশূল, ব্রণ, হাঁপানি,
অজীর্ণ, জ্বর, বমন, ভ্রম, ভীষ্মরতি, গলগ্রহ, রক্তাতিরেক, আব, বিসর্প প্রভৃতি
উপপাতক হইতে জাত; অর্শ ও পূর্বোক্ত মহাপাতকজ দুইটি রোগের
যুগপৎ আক্রমণে অস্বাস্থ্যরূপ অতিপাতকসমুদয় সে সকলের প্রতীকারার্থ
প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত প্রারচিত্ত (প্রারচিত্তপ্রকরণ দেখ) করিরা শাস্তি-
যজ্ঞরূপ করিলে রোগনাশ হয়। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

“প্রারচিত্তমকুশা তু কর্ম কুর্ষ্যার কিঞ্চন।

অনির্জীর্ণমথঃ বন্দাদ্বিগুণং পরিগচ্যতে ॥”

উত্তরজ রোগে—চিকিৎসা ও শাস্তি উভয়ই কর্তব্য।

দুইটি তিথি, ত্যাহা, বার'ও লগ্নাদিতে অরোংপতিতে তিথি প্রতীতির দোষ-
বণনার্থ নিরোক্ত বিধি অহুষ্ঠেয়। বধা—

“চত্রে চ শব্দং লবণঞ্চ ত্যাহে তিথ্যবত্রে সিততণ্ডুলাংশঃ।

ধাত্তঞ্চ দন্তাং করণঞ্চ বারে বোগে তিলান্ হেম মণিঞ্চ লয়ে ॥”

অরোংপতিকালে চতুস্তুতি না থাকিলে শব্দদান কর্তব্য। এইরূপ তারার
অস্ত্রিতে সৈন্ধব লবণ দাতব্য। তদ্ব্যতীত বিপৎ-তারার শুড়, জন্ম-তারার শাক,
প্রত্যহিতে সৈন্ধব ও বধতারার তিল-কাঞ্চন দান করিলে শুভ হয়। জন্মতারা-
দোষে এক পল (তিন তোলা দুই মাষা আট রতি), বিপততারার তিন পল,
প্রত্যহিতে পাঁচ পল ও বধতারার সাত পল লবণ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিতে হয়।
তিথিও দ্বি না থাকিলে শুভতণ্ডুল, করণ, নক্ষত্র ও বার অস্ত্রিতে ধাত্ত, দুইবোগে
তিল স্বর্ণ, লগ্নদোষে মণি দিবে। সকল রোগ-শাস্তিতেই সুবর্ণদান প্রশস্ত।

গ্রহশাস্তি

রাশিচক্রে গ্রহের সংস্থান দেখিয়া ক্রুর গ্রহের দৃষ্টি বা গোচরে বিরুদ্ধ
গ্রহের সমাবেশ নিরূপণ করত তাহার প্রতীকারকল্পে নিরোক্ত বিধি
অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে কথিত আছে—

‘দেবব্রাহ্মণপূজনাং গুরুবচঃসম্পাদনাং প্রত্যাহং, সাধুনাযথ ভাষণাং শ্রুতি-
বচঃ-শ্রেয়ঃ-কথাকীর্তনাং। হোমাদ্ধ্বরদর্শনাং শুচিমনোভাবাজ্জপাদানতো,
নো কুর্কন্তি কদাচিদেব পুরুষশ্চৈবঃ গ্রহাঃ পীড়নম্।’ দুইগ্রহ-দশার পড়িয়া কষ্ট
পাইলে প্রত্যহ দেবব্রাহ্মণপূজা, গুরুজনের বাক্যপালন, সাধুসঙ্গে আলাপ, শাস্ত্র-
পাঠ, হরিনামাদি সংকথাকীর্তন, হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান, মনের পবিত্রতা-
সম্পাদন, ইষ্টমন্ত্র জপ ও গ্রহের উদ্দেশে দান করিলে গ্রহপীড়া হইতে
মুক্তিলাভ হয়।

“বদ্বদগ্রহস্ত বদ্রব্যং তৎ তন্নিব্ধিবিষয়ে স্থিতে।

দন্তাং সংকৃত্য বিশ্রেষ্ঠাঃ স্বরঞ্চ বিভূরাং সদা ॥”

গ্রহ বিবদস্থানস্থ হইয়া অস্ত্র-কলমুচক হইলে তৎপ্রতীকারার্থ বে গ্রহের
বে জব্য প্রিয়, তাহা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সমাদর পূর্বক অর্চনা করিয়া দান
করিবে ও নিজে ধারণ করিবে। বধা—

“দোষো ন স্তাদ্ গ্রহাণামশিশিরকিরণে তান্মিন্দো চ শব্দম্,
পৃথীপুত্রে প্রবালং শশধরতর্জয়ে শান্তকুন্তং কুজেন।

দেবাচার্যে চ মুক্তাং মণিমুদ্রাং সৌম্যং সূর্য্যমুদ্রাং,
বাহৌ সারং শিরীষাং কমলজতনরে রাজপটং বিভক্তু ॥”

সূর্য্যে—অশুভহানস্থিত্যাদি নিবন্ধন দোষের প্রতীকারার্থ তাম্রধারণ কর্তব্য। এইরূপ দুই চক্রে শখ, মঙ্গলে প্রবাল, বুধে স্বর্ণ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে মণি, শনৈশ্চরে সৌম্য, রাহতে লৌহ, কেতুতে রাজপট ধারণ বিহিত।

মতান্তরে—সূর্য্য বিরুদ্ধ হইলে মাণিক্য ধারণ করিবে। এইরূপ চক্রে বৈদূর্য্য, মঙ্গলে প্রবাল, বুধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে রজত, শনৈশ্চরে ইন্দ্রনীল, রাহতে গোমেদ, কেতুতে মরকত ধারণ কর্তব্য। তাম্রাধিধারণ না ঘটিলে নিম্নোক্ত ওষধী সমূহ ধারণ করিতে পারা যায়। বথা—

সূর্য্যে বিষমূল, চক্রে কীরিকামূল, মঙ্গলে অনন্তমূল, বুধে বীরতাড়ক-বৃক্ষমূল, বৃহস্পতিতে ভার্গীবৃক্ষের মূল, শুক্রে রামবাসকমূল, শনিতে বাট্যাল-মূল, রাহতে খেতচন্দনমূল ও কেতুতে অশ্বগন্ধামূল ধারণ বিহিত।

গ্রহপূজা

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াস্তু সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া প্রতিবাচন করিবে, বথা—“ও কর্তব্যোহস্মিন্ শাস্তিকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্তু” ইত্যাদি। সঙ্কল্পবাক্য বথা—“অন্তেষাং অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত ত্রীঅমুকদেব-শর্মাণো গোচর-বিলম্বাদিস্ব-বিরুদ্ধ-(রবাস্ত্রতম) অমুক গ্রহ সূর্য্য-চিত্তানিষ্ট-প্রশমনকামোহমুক-গ্রহপূজনমহং করিষ্যামি।”—পরে সামান্তার্ঘ্যাদি করত গ্রহমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে পূজা করিবে। (গ্রহমণ্ডল প্রতিষ্ঠা-প্রকরণে দেখ)

সূর্য্যধ্যান—“ও ক্রত্রিয়ং কাশ্রপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদ্মহস্তধরং পূর্ব্বাননং সপ্তাঙ্গবাহনম্। শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহিঃপ্রত্যাদিদৈবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র—“ও ভূর্ভুবঃস্বঃ কলিঙ্গদেশোদ্ভব কাশ্রপগোত্র রক্তবর্ণ তোঃ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছেত্যাদি।” “অবাকুসুমসঙ্কাশঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে।

তান্ত্রিক মন্ত্র—“ও হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়।”

উর্দ্ধহস্ত হইয়া শৈবমালাতে জপ করা কর্তব্য। ষট্‌সহস্র জপ, ষট্‌শত হোম, ষট্‌সংখ্য তর্পণ, দুইটি অতিবেক, একটি ত্র্যাম্বকতোজস এবং শুভমিষ্মিত

তুলসি ইহাতে বিধেয়। রক্তচন্দন, গুগ্গল, ধূপ, রক্তপুষ্প, মালা, রক্ত বস্ত্র ইত্যাদি পূজার আবশ্যক। কপিল নামক বহিতে আকন্দকাঠের সমিধ দ্বারা হোম করিবে। অধিদেবতার ও প্রত্যাদিদেবতার অর্চনাও সাধ্যাহুসারে কর্তব্য।

প্রার্থনামন্ত্র।—ও বন্ধু কপুশসকলো রক্তোংপলসমগ্রতঃ।

লোকনাথো অগদীপঃ শান্তিঃ বহুতু তাকরঃ ॥

অধিদেবতা—দক্ষিণে শিব, বামে বহি। মণ্ডল শোণিতবর্ণ পদ্মমধ্যস্থ বর্জুল।

দক্ষিণা ও দান—রক্তবর্ণ পটুবসন, প্রবাল, ধেনু, তাম্র ও উপবীত।

সোমের ধ্যান—“ও সামুদ্রং বৈশ্বমাভ্যেয়ং হস্তমাজং সিতাধরম্। শ্বেতং দ্বিবাং বরদং দক্ষিণং সগদেত্তরম্। দশাং শ্বেতপদ্মং বিচিত্রোমাধি-
দৈবতম্। অলপ্রত্যাদিদৈবকং সূর্যাস্তমাহুসরেত্তথা ॥

আবাহনমন্ত্র—ও ভূভুবঃস্বৰ্ণমূনাভীরদেশোত্তব আভেরগোত্র শুক্রবর্ণ ভোঃ
সোম ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—‘দিব্যশম্ভুবারাভং কীরোদার্ণবসম্ভবম্।

নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্তোমু’কুটভূষণম্ ॥’

মন্ত্র—“ও ঐঃ ক্রৌঃ সোমার।”

অধঃকর হইয়া শক্তিমালাতে অঙ্গ করা বিধেয়। অপের সংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র। হোম এক সহস্র পঞ্চশত। তর্পণ সাত্বিকশত। অভিষেক পঞ্চদশ। ব্রাহ্মণ-
ভোজন দুই এবং দুই জন কাপালিকভোজন। পলাশকাঠের সমিধ দ্বারা হোম। পূজাদ্রব্য—শুক্র বস্ত্র, মালা, পুষ্প, আভরণ, সরলধূপ ও শ্বেতচন্দন।

বলিদ্রব্য—মৃত-পায়স। পিঙ্গলনামা বহি। অধিদেবতা উমা, প্রত্যাদি-
দেবতা অপ্। দক্ষিণা—শম্ভু। দান—শুভ্রপটুবাণ ও শুক্রধেনু, কীরপূর্ণ শম্ভু
ও রৌপ্যময় চন্দ্র।

কুজধ্যান—“ও আবস্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেঘসং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমালা-
বসনং তারদাজং চতুর্ভুজম্ ॥ দক্ষিণোৰ্দ্ধক্রমাজ্জি-বরাতরগদাকরম্। আদিত্যা-
ভিসুখং দেবং তদদেব সমাহুসরেৎ। কলাধিদৈবতং ভৌমং কিত্তিপ্ৰত্যাদিদৈবতম্ ॥’

আবাহনমন্ত্র—ও ভূভুবঃস্বঃ অবস্তিদেশোত্তব তরদাজগোত্র রক্তবর্ণ ভোঃ
ভৌম ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—“রবনীগর্ভসমুতং বিহ্যংপুঙ্গসমগ্রতম্।

কুমারং শক্তিহস্তকং মোহিতাং নমাম্যহম্ ॥’

মন্ত্র—“ওঁ হুং ঐং বজ্রায় ।”

উক্তহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্তব্য । অপের সংখ্যা অষ্ট সহস্র ।
হোম অষ্টশত । তর্পণ অনীতি । অভিষেক অষ্ট । ব্রাহ্মণতোজন এক,
মহ্যাসি-ভিক্ষুকতোজন এক । ধূনায়া অগ্নি, খদির-কাঠের সমিধ্, ঘারা
হোম । অধিদেবতা—কন, প্রত্যাদিদেবতা—কিতি ।

পূজা-বস্ত্র—রক্তপুষ্পাদি, কুঙ্কুম, দেবদারু ধূপ ও চন্দন । দক্ষিণা—রক্তবর্ণ
বুধ । দান—প্রবাল, রক্তবর্ণ বুধ, মসুর ও তাম্র ।

বুধের ধ্যান—“ওঁ মাগধঃ স্যাক্সলাজেরঃ বৈশ্বঃ পীতঃ চতুর্ভুজম্ । বামোর্দ্ধঃ
ক্রমতশ্চর্ম-গদাবরদখড়্গিনম্ ॥ সূর্য্যাস্তঃ সিংহগঃ সৌম্যঃ পীতবস্ত্রঃ তথাস্বরেৎ ।
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যাদিদৈবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূভূবঃস্বমগধদেশোড়ব আজেরগোজ পীতবর্ণ ভো
বুধ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি—

প্রণামমন্ত্র—“প্রিয়স্কুলিকান্তামঃ রূপেণাপ্রতিমং বুধম্ ।

সৌম্যঃ সর্ষগুণোপেতঃ নমামি শশিনঃ স্মৃতম্ ॥”

মন্ত্র—“ওঁ ঐং ত্রীং ঐং বুধায় ।”

উক্তহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্তব্য । অপের সংখ্যা সপ্তদশ সহস্র ।
হোম সপ্তদশ শত । তর্পণ এক শত সপ্ততি । অভিষেক সপ্তদশ । ব্রাহ্মণতোজন
দুই ও শিশুতোজন এক । হোমে অঠরনামা বহি, অপামার্গের সমিধ্,
ঘারা হোম । নারায়ণ অধিদেবতা এবং বিষ্ণু প্রত্যাদিদেবতা । দক্ষিণা—
বর্ণ । দান—কুঙ্কুমবাসিত বসন, যজ্ঞমুত্র, কাঞ্চন ও চন্দন ।

শুকধ্যান—“ওঁ দ্বিজমাদিরসঃ পীতঃ সৈন্ধবঞ্চ বড়ঙ্গুলম্ । ধ্যায়েৎ পীতাবরঃ
জীবঃ সরোজহঃ চতুর্ভুজম্ । দক্ষোর্দ্ধাশ্বকবরদকরকাদওমাস্বরেৎ । ব্রহ্মাধি-
দৈবঃ সূর্য্যাস্তমিত্রপ্রত্যাদিদৈবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র ।—ওঁ ভূভূবঃস্বঃ সিন্ধুদেশোড়ব আদ্বিরসগোজ পীতবর্ণ ভো
বৃহস্পতে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ।

প্রণামমন্ত্র—“দেবতানামুদীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্ ।

বন্দ্যত্বং ত্রিলোকেশঃ তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥”

মন্ত্র—“ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পত্যয়ে ॥”

উক্তহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্তব্য । অপের সংখ্যা ঊনবিংশ সহস্র ।

হোম উনবিংশ শত । তর্পণ এক শত নবতি । অতিবেক উনবিংশ । ব্রাহ্মণ-
ভোজন দুই ও জ্যোতির্কিদভোজন এক । হোমে শিখিনামা বহি । অশ্বখ-
বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা হোম । পূজাব্য—পীতবর্ণ পুষ্প ও বস্ত্রাদি, চন্দন,
অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই চতুর্গন্ধ এবং দশাঙ্গ ধূপ । অধিদেবতা—ব্রহ্মা,
প্রত্যাদিদেবতা—ইন্দ্র । দক্ষিণা—পীতবর্ণের বসনদ্বয় । দান—মুক্তা, কাঞ্চন,
পীতবর্ণের অশ্ব, যজ্ঞোপবীত ও ফল ।

শুক্রেণ ধ্যান—“ও শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবান্নম্ । পদ্মহ-
মাহ্বরেণ সূর্য্যমুখং খেতং চতুর্ভুজম্ ॥ গদাশ্বরকরকাদওহস্তং সিতাহরম্ ।
শক্রাধিদেবতং ধ্যায়ৈচ্ছচীপ্রত্যাদিদেবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র—ও ভূভুবঃ স্বঃ শুক্র ইহাগচ্ছেত্যাदि ।

প্রণামমন্ত্র—“হিমকুন্দমৃণালাতং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্ ।

সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥”

মন্ত্র—“ও হ্রীং ত্রীং শুক্রায় ।”

শুক্লহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্তব্য । জপের সংখ্যা একবিংশ সহস্র ।
হোম একশতাধিক বিসহস্র । তর্পণ দশাধিকবিশত । অতিবেক একবিংশ ।
ব্রাহ্মণভোজন ও শৈবভোজন তিন । হোমে—হাটকনামা বহি । উদ্ভূত-
সমিধ্ দ্বারা হোম । পূজাবস্ত্র—শুক্লপুষ্পাদি, খেতচন্দন, অগুরুধূপ । অধি-
দেবতা—ইন্দ্র । প্রত্যাদিদেবতা—শচী । দক্ষিণা—খেতবর্ণ ঘোটক । দান—
শুক্লবর্ণের অশ্ব, শুক্লবস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা ।

শনির ধ্যান—“ও সৌরাষ্ট্রং কাশ্মপং শূদ্রং সূর্য্যাস্তং চতুরঙ্গম্ । কৃষ্ণং
কৃষ্ণাহরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্ ॥ উত্তরাংশধরং শূলধনুর্হস্তং সমাহ্বরেণ ।
ব্রহ্মাধিদেবতং প্রজাপতিপ্রত্যাদিদেবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র—ও ভূভুবঃ স্বঃ সৌরাষ্ট্রদেশোড়ব কাশ্মপগোত্র কৃষ্ণবর্ণ ভোঃ
শনৈশ্চর ইহাগচ্ছেত্যাदि ।

প্রণামমন্ত্র—“ও নীলাঙ্গনচরপ্রখ্যং রবিস্থম্ মহাগ্রহম্ ।

ছারায় গর্তসমুত্তং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥”

মন্ত্র—“ও ঐং হ্রীং ত্রীং শনৈশ্চরায় ।”

উর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ করিবে । জপের সংখ্যা—অযুত । হোম—
সহস্র । তর্পণ—এক শত , অতিবেক—দশ । ব্রাহ্মণভোজন—এক, দ্বিগদ্র-
(বৌদ্ধ) ভোজন এক । হোমে মহাভৈরবনামা বহি । সমিধ্—শবী ।

পূজাজব্য—যুগনাতি গন্ধ, কালাগুরু ধূপ, কৃষ্ণগুণ্ড ও বস্ত্রাদি। অধিদেবতা—
যম। প্রত্যাদিদেবতা—প্রজাপতি। দক্ষিণা—কৃষ্ণধেনু। দান—কৃষ্ণবর্ণ
বস্ত্রযুগ্ম, কৃষ্ণবর্ণা গাভী, কৃষ্ণবর্ণ কহল, শুদ্ধ লৌহ ও সীসক এবং মহিব।

বাহুর ধ্যান—“ওঁ রাহং মলরজং শূদ্রং পৈঠীনং বাদিশাজুলম্। কৃষ্ণং
কৃষ্ণাধরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহুয়েৎ। চতুর্ভূহং খড়্গ-বর-শূল-চর্ম-করং
তথা। কালাধিদেবং সূর্য্যাস্তং সৰ্পপ্রত্যাদিদেবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূভূবঃস্বারাঠীনপুরোডব পৈঠীনসগোত্র কৃষ্ণবর্ণ ভোঃ
রাহো ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—“ওঁ অর্ধকারং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকম্।

সিংহিকার্য্যঃ সূতং রৌদ্রং তং রাহং প্রণমাম্যহম্ ॥”

মন্ত্র—“ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে।”

উর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালায় জপ করিবে। জপের সংখ্যা ষাটশ সহস্র।
হোম ষাটশ শত। তর্পণ এক শত বিংশতি। অভিষেক ষাটশ। ব্রাহ্মণতোজন
দুই ও ব্রহ্মর-তোজন এক। হোমে—মহাতেজোনায়া অগ্নি, সমিধ্—দূর্কা।
ধূপ—পদ্মকাষ্ঠ-গুড়ফল। পূজাবস্ত্র—কৃষ্ণবস্ত্র ও পুষ্পাদি। অধিদেবতা—কাল।
প্রত্যাদিদেবতা—সৰ্প। দক্ষিণা—লৌহখড়্গ। দান—পটুবস্ত্র, তীক্ষ্ণখড়্গ, চারি
সের তিন ছটাক পরিমাণ লৌহ এবং চন্দন।

কেতুর ধ্যান—“ওঁ কোশবীপং কেতুগণং ভৈমিনীযং বড়জুলম্। ধূমং
গৃধ্রগতং শূদ্রমাহুয়েৎ বিকৃতাননম্ ॥ সূর্য্যাস্তং ধূমবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধিদেবকং ব্রহ্মপ্রত্যাদিদেবতম্ ॥”

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূভূবঃস্বরস্তর্বেদিসমুডব ভৈমিনিগোত্র ধূমবর্ণ ভোঃ
কেতো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—“ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্।

রৌদ্রং রুদ্রাশ্রজং কুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥”

মন্ত্র—“ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।”

অধঃকর হইয়া শিবমালাতে জপ করিবে। জপের সংখ্যা ষাটশ সহস্র।
হোম ষাটশ শত। তর্পণ এক শত বিংশতি। অভিষেক ষাটশ। ব্রাহ্মণ-
তোজন দুই, ব্রহ্মর-তোজন এক। হোমে—হতাপননায়া বহি। কুশ—
সমিধ্। রক্তচন্দন, শেতচন্দন, কুঙ্কুম, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, যুগনাতি, পদ্মকাষ্ঠ
এই সমুদায় মিশ্রিত গুড়ফলধূপ। পূজাসামগ্রী—ধূমবর্ণের পুষ্প ও বস্ত্রাদি।

অধিদেবতা—চিৎরগুপ্ত। প্রত্যাদিদেবতা—ব্রহ্মা। দক্ষিণা—ছাগ। দান—
ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, চন্দন ও লৌহ।

অকস্মহলে সূর্য দক্ষিণা, তদভাবে দক্ষিণা ও দানদ্রব্যাদির মূল্য দিলেও
কার্য্য সিদ্ধ হয়। গ্রহের দানবস্ত্র ও দক্ষিণা গ্রহবিগ্রহকে না দিলে কৰ্ম্ম গও হয়।
ব্রাহ্মণ হইয়া লোভবশে ইহা গ্রহণ করিলে তিনি পতিত হইয়া থাকেন।

গ্রহযোগ

শান্তিকামনার ক্রিয়মাণ গ্রহযোগে শুদ্ধ কালের প্রতীক্য করিতে হয় না,
পুষ্টিকামনার উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, শুদ্ধ তিথি ও বারে গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে
হয়। গ্রহযজ্ঞে প্রথমতঃ সঙ্কল্পান্তে আত্মদৈবিক শ্রাদ্ধ আচরণ করিবে। তাহার
সঙ্কল্পবাক্য বধা—“ও অত্বেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসঙ্কল্পিত-
নবগ্রহ-পূজা-কর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্যাদি-বোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসো-
ধীরাসম্পাতনায়ুত্মহুত্বজপাত্মদৈবিকশ্রাদ্ধকর্মাণ্যহং করিষ্যে।” অতঃপর
গ্রহযোগার্থ ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্ত বরণ করিবে। পরে হোতা খেত-
সর্বপ দ্বারা “ও অগসর্পস্ত তে ভূতা বে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। বে ভূতা বিষ্ণু-
কর্তারন্তে নশ্বন্ত শিবাজ্ঞয়া” এই মন্ত্রে বিদ্যাপসারণ করিয়া মণ্ডপের পূর্বোত্তর-
ভাগে বিতস্তিষ্মবিস্তৃত, এক বিতস্তি উন্নত, বপ্রদ্বার্য্যত, উত্তরনিম্ন, চতুরশ্র বেদী
নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নবটি গৃহ অঙ্কন পূর্বক রক্তচন্দন বা পঞ্চবর্ণ শুঁড়িকা
দ্বারা পূজামণ্ডল অঙ্কন করিবে। বধা—পীঠমধ্য-গৃহে বর্তূল দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ
মণ্ডলে সূর্য্য, অগ্নিকোণে চতুরশ্র চতুর্বিংশতি অঙ্গুল মণ্ডলে খেত অর্দ্ধচন্দ্রা-
কৃতি সোম, দক্ষিণদিকে ত্রিকোণ অঙ্গুলিত্রয়মিত মণ্ডলে রক্তবর্ণ মঙ্গল,
ঈশানে চতুরঙ্গুল বাণাকৃতি মণ্ডলে পীত ধনুর্ভাকৃতি বুধ, উত্তরে লম্বদীর্ঘ চতুরশ্র
পট্টাকার বড়ঙ্গুল মণ্ডলে পদ্মাকৃতি পীত বৃহস্পতি, পূর্বে পঞ্চকোণ মবাজুল
মণ্ডলে চতুর্কোণ খেত শুক্র, পশ্চিমে চতুরঙ্গুল চাপাকৃতি মণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডা-
কৃতি শনি, নৈঋতে শূর্পাকার দ্বাদশাঙ্গুল মণ্ডলে মকরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ রাহু,
বাহুকোণে ধ্বজাকৃতি বড়ঙ্গুল মণ্ডলে খড়্গত্রয়াকৃতি কেতু অঙ্কন করিতে
হয়। অতঃপর হোতা সামান্তার্য্য, আসনগুহ্যাদি করিয়া “গণানাং যা
গণপতিং হবামহে” ইত্যাদি মন্ত্রে গণেশ ও শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, মৎস্তাদি দশাবতার, দুর্গা ও ক্ষেত্রপালকে বধাবধ

যদ্যে আবাহন পূর্বক পূজা করিয়া গ্রহপূজা করিবে। গ্রহপূজা-ধ্যানাদি গ্রহ-
পূজার উচিত। সামর্থ্য সত্ত্বে অষ্টদলপদ্য গ্রহমণ্ডলে গ্রহপ্রতিমা, পূর্বাভিমুখ
তাত্রনির্মিত সূর্য্য, পশ্চিমাভিমুখ ক্ষটিকময় সোম, দক্ষিণাভিমুখ রক্তচন্দন-
কাট্টক ময়ূর, উত্তরমুখ বর্ণরচিত বৃষ ও বৃহস্পতি, পূর্বমুখ রক্ততোৎপন্ন শুক্র,
পশ্চিমমুখ লৌহসম্ভূত শনি, দক্ষিণমুখ সীসকাকৃতি রাহু ও কাংস্তনির্মিত
কেতু-প্রতিমা স্থাপনীয়। গ্রহের দক্ষিণে গ্রহাধিদেবতা ও গ্রহের বামে গ্রহ-
প্রত্যাধিদেবতা গ্রহাভিমুখী করিয়া স্থাপন করিবে। প্রতিমার অভাবে উক্ত
স্থানে গ্রহ, গ্রহাধিদেবতা, গ্রহপ্রত্যাধিদেবতা ও গণপতি, হুর্গা, ক্ষেত্রপাল,
বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারস্বরকে যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম, বায়ুকোণ, উত্তর
ও পূর্বে আবাহন করিবে। পূর্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিম্বতি,
বরুণ, বায়ু, সোম ও ঈশানকে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা নমোহস্ত আবাহনমন্ত্রে
আবাহন করিয়া বধাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। পূজামন্ত্র যথা—

সূর্য্যাবাহন—ওঁ ভগবন্মাদিত্য, গ্রহাধিপতে, কাশ্যপগোত্র, কলিঙ্গদেশেশ্বর,
জবাগুণোপমাজহ্যতে, দ্বিত্বজ, পদ্মাত্মহস্ত, সিন্দূরবর্ণাধর-মালাভূষণেপন,
জলদ্রাবিক্যখচিত-সর্বাঙ্গাতরণ, ভাস্কর, তেজোনিধে, ত্রিলোকপ্রকাশক,
ত্রিদেবতাময়মূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধাক্ষণধ্বজপতাকোপশোভিতেন সপ্তাধরধবাহনে
মেকং প্রদক্ষিণীকূর্কন্ আগচ্ছাশ্বিক্রজাভ্যাং সহ পদ্মকর্ণিকারাং তাত্রপ্রতিমাং
প্রাঙমুখীং বর্ভুলপীঠেধিতিষ্ঠ পূজার্থং স্বামাবাহরামি।

সোম-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ সোম, দ্বিজাধিপতে, সুধাময়শরীরাত্রেয়-
গোত্র, বায়ুনদেশেশ্বর, গোকীর্ষধবলাঙ্গকাস্তে, দ্বিত্বজ, গদাবরদানাক্রিত,
শুক্রাধর-মালাভূষণেপন, সর্বাঙ্গমুক্তমৌক্তিকাতরণরমণীয়া, সর্বলোকপ্যারক,
দেবতাস্তমূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজপতাকোপশোভিতেন দশদেবতাস্বরধ-
বাহনে মেকং প্রদক্ষিণীকূর্কন্ আগচ্ছাশ্বিক্রমরা চ সহ পদ্মায়োরদলমধ্যে
ক্ষটিকপ্রতিমাং প্রত্যমুখীং চতুরঙ্গপীঠেধিতিষ্ঠ পূজার্থং স্বামাবাহরামি।

রক্তচন্দন-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ময়স্বয়ং অগ্ন্যাকৃতে, ভারদ্বাজগোত্র, অবাস্ত-
দেশেশ্বর, জালাগুণোপমাজহ্যতে, চতুর্ভুজ, শক্তিশূল-গদা-খড়গধারিন্, রক্তাধর-
মালাভূষণেপন, প্রবালাতরণভূষিতসর্বাঙ্গ, হৃদয়ালোকদীপ্তে নমস্তে, সন্নদ্ধরক্ত-
ধ্বজপতাকোপশোভিতেন রক্তমেঘরধবাহনে মেকং প্রদক্ষিণীকূর্কন্
আগচ্ছ তুমিক্রজাভ্যাং সহ পদ্মদক্ষিণদলমধ্যে রক্তচন্দনপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং
বায়ুকোণপীঠেধিতিষ্ঠ পূজার্থং স্বামাবাহরামি।

বৃষাবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ সৌম্য সৌম্যাকৃতে সর্বজ্ঞানমহাজিগোত্র,

বগ্নদেবেশ্বর, কুম্ভবর্ণাঙ্কিত্যে, চতুর্ভুজ, খড়গ-খেটক-গদা-বরদানীকিত,
পীতাম্বর-মালাহুলেপন, মরকতাতরণালঙ্কৃত, সর্বাঙ্গবিবৃদ্ধমতে নমস্ते,
সরস্বতীতলধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন চতুঃসিংহরথবাহনেন মেকং প্রদক্ষিণী-
কূর্কন্ আগচ্ছ বিষ্ণুপুরুষাত্যাং সহ পদ্মোদয়দলমধ্যে পূর্বপ্রতিমায়ুদ্যুধীঃ
বাণাকারপীঠেস্থিতিষ্ঠ পূজার্থং আমাবাহরামি।

বৃহস্পতি-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ বৃহস্পতে সমস্তদেবতাচার্য, আদিত্য-
গোত্র, সিদ্ধদেবেশ্বর, তপস্ব্যবর্ণসদৃশাঙ্গদীপ্তে, চতুর্ভুজ, কমণ্ডলুকম্বুজ-বরদা-
নাকিত, পীতাম্বর-মালাহুলেপন, পুন্নাগময়্যাতরণরমণীর, সমস্তমিতা-
ধিপতে নমস্ते, সরস্বতীতলধ্বজপতাকোপশোভিতেন পীতাম্বরথবাহনেন
মেকং প্রদক্ষিণীকূর্কন্নাগচ্ছেদ্রাজ্যাত্যাং সহ পদ্মোদয়দলমধ্যে পূর্ব-
প্রতিমায়ুদ্যুধীঃ দীর্ঘচতুরস্রপীঠেস্থিতিষ্ঠ পূজার্থং আমাবাহরামি।

শুক্লাবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ ভার্গব সমস্তদৈত্যগুরো, ভার্গবগোত্র, ভোজ-
কটদেবেশ্বর, রজতোজ্জলাঙ্গকাস্তে, চতুর্ভুজ, দণ্ডকমণ্ডলুকম্বুজবরদানাকিত,
শুক্লমালাহরাহুলেপন, বজ্রাতরণভূষিতসর্বাঙ্গ, সমস্তনীতিশাস্ত্রনিপুণমতে
নমস্ते, সরস্বতীতলধ্বজপতাকোপশোভিতেন শুক্লাব্রথবাহনসহিতেন মেকং
প্রদক্ষিণীকূর্কন্নাগচ্ছেদ্রাজ্যাত্যাং সহ পদ্মপূর্কদলমধ্যে রজতপ্রতিমাঃ
প্রায়ুধীঃ পঞ্চকোণপীঠেস্থিতিষ্ঠ পূজার্থং আমাবাহরামি।

শনৈশ্চরাবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ শনৈশ্চর ভাস্কবতনয়, কাশ্যপগোত্র,
সুরাষ্ট্রদেবেশ্বর, কজ্জলনিভাঙ্গকাস্তে, চতুর্ভুজ, চাপভূমীকৃতবাণীভাকিত,
নীলাম্বর-মালাহুলেপন, নীলরত্নভূষণালঙ্কৃতসর্বাঙ্গ, সমস্তভূবনভীষণামর্ষ-
যুর্ভে নমস্ते, সরস্বতীতলধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন নীলগৃধ্রথবাহনেন
মেকং প্রদক্ষিণীকূর্কন্নাগচ্ছ প্রজাপতিষ্মাত্যাং সহ পদ্মপশ্চিমদলমধ্যে কালারস-
প্রতিমাঃ প্রত্যয়ুগীঃ চাপাকারপীঠেস্থিতিষ্ঠ পূজার্থং আমাবাহরামি।

ব্রাহ্ম-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ ব্রাহ্মো রবিসোমমর্দন, সিংহিকানন্দন,
পৈঠীনসিগোত্র, বর্করদেবেশ্বর, কালমেঘসমদ্যুতে, ব্যাঘ্রবদন, চতুর্ভুজ, খড়গ-
চর্মধর, শূলবরাঙ্কিত, কৃষ্ণাম্বর-মালাহুলেপন, গোমেদকাতরণ-ভূষিত-
সর্বাঙ্গ, শৌর্য্যনিধে নমস্ते, সরস্বতীতলধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন কৃষ্ণসিংহ-
রথবাহনেন মেকং প্রদক্ষিণীকূর্কন্নাগচ্ছ সর্পকালাত্যাং সহ পদ্মনৈঋতদল-
মধ্যে সীমকপ্রতিমাঃ দক্ষিণায়ুধীঃ পূর্ণাকারপীঠেস্থিতিষ্ঠ পূজার্থং
আমাবাহরামি।

কেতু-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ কেতো কামরূপ, তৈরিনিগোজ, মধ্যদেশেশ্বর, ধূম্রবর্ণধ্বজাকৃতে, দ্বিত্বজ, গদাবরদানাক্রিত, চিত্রাবরমাগ্ন্যাহ্নেপন, বৈদূর্যমরাভরণভূষিতসর্বাঙ্গ, চিত্রশস্ত্রে নযন্তে, সন্নদ্ধচিত্রধ্বজ-পতাকোপ-শোভিতেন চিত্রকপোতবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকূর্কমাগচ্ছ ত্রক্ষচিত্র-শুপ্তাত্যাং সহ পদ্মবারবাদলমধ্যে কাংস্যপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং ধ্বজাকার-পীঠেস্থিতিষ্ঠ পূজার্থং হ্যমাবাহরামি।

অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যাদিদেবতার আবাহন করিবে।

সূর্য্যাদিদেবতা অগ্নি-আবাহনমন্ত্র—ওঁ পিতৃভ্রূশ্রকেশং পিতৃাকজিনয়ন-মরুণবর্ণাঙ্গং ছাগস্থং সাক্ষসূত্রং সপ্তার্চিষং শক্তিধরং বরদহস্তধরমাদিত্যাধি-দেবতামগ্নিমাবাহরামি।

সূর্য্য-প্রত্যাদিদেবতা শিবাবাহনমন্ত্র—ওঁ ত্রিলোচনোপেতং পঞ্চবক্ত্রং বৃষাক্রটং কপালশূল-খড়্গ-খট্ভাঙ্গধারিণং চন্দ্রমৌলিং সদাশিবমাদিত্যপ্রত্যাদিদেবং ক্রতুমাবাহরামি।

সোম-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ শ্রীরূপধারিণীঃ শ্বেতবর্ণা মকরবাহনাঃ পাশকলশধানির্মুক্তাভরণভূষিতাঃ সোমাদিদেবতা অপ আবাহরামি।

সোম-প্রত্যাদিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ অক্ষসূত্র-কমল-দর্পণ-কমণ্ডলুধারিণীং ত্রিদশপুঞ্জিতাং সোমপ্রত্যাদিদেবতামুমামাবাহরামি।

মঙ্গল-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ শুক্রবর্ণাং দিব্যাভরণ-ভূষিতাং চতুর্ভূজাং সৌম্যবপুষং চণ্ডাংসদৃশাশ্বরাং রত্নপাত্র-শস্ত্রপাত্রৌষধিপাত্র-পদ্মোপেতকরাং চতুর্দিগ্‌নাগভূষিতাং কূর্ম্মপৃষ্ঠগতামঙ্গারকাধিদেবতাং ভূমিমাবাহরামি।

মঙ্গল-প্রত্যাদিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ বগুখং শিখণ্ডকভূষণং রক্তাশ্বব-মঘ্রবাহনং কুকুট-বটী-পতাকা-শঙ্ক্যুপেতং চতুর্ভূজমঙ্গারক-প্রত্যাদিদেবতাং ক্রতুমাবাহরামি।

বুধ-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ কৌমোদকৌ-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রোপেতং চতু-র্ভূজং সৌম্যাদিদেবতাং বিষ্ণুমাবাহরামি।

বুধ-প্রত্যাদিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ সৌম্যপ্রত্যাদিদেবতাং বিষ্ণুং পুরুষ-মাবাহরামি।

বৃহস্পতি-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ চতুর্দন্তগজাক্রটং বজ্রাঙ্কশধরং শটীপতিং দ্বাদ্ধাভরণভূষিতং বৃহস্পত্যাদিদেবতামিহ্রমাবাহরামি।

ବ୍ରହ୍ମା-ପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ପଦ୍ମାମ୍ବୁଜାଂ ଗତିଃ ଚତୁର୍ଥାୟାମ୍ବୁଜା-
ମାଳା-ଋଷ୍ୟପୁତ୍ର-କ-କମଳା-ନିବାସଃ କୁଞ୍ଜାଦିନିବାସଃ ପାର୍ବତୀହଃସଃ ବ୍ରହ୍ମା-ପ୍ରତ୍ୟା-
ଧିଦେବତାଂ ବ୍ରହ୍ମାଣିବାହାମି ।

ଶୁକ୍ର-ଅଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ସନ୍ତାନମନ୍ତ୍ରୀ-ବରଦାନଧର-ବିଭୁତାଂ ଶୁକ୍ରା-
ଧିଦେବତାମିନ୍ଦ୍ରାଗିଣୀବାହାମି ।

ଶୁକ୍ର-ପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶଗଜାରୁଢ଼ଃ ବଜ୍ରାକ୍ଷଧରଃ ଶତୀ-
ପତିଃ ନାନାଭରଣଭୂଷିତଃ ତାର୍ଗବ-ପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତାଂ ଶକ୍ରାବାହାମି ।

ଶନି-ଅଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତୀନଃ ହଂସହମେକବକ୍ର-
ମଳା-ଋଷ୍ୟପୁତ୍ର-କ-କମଳା-ନିବାସଃ ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ଶନେନ୍ଦ୍ରାଧିଦେବତାଂ ଯଜ୍ଞୋପ-
ବୀତୀବାହାମି ।

ଶନି-ପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଶିବଂଶୀନଃ ଦଂଶନଃ ରକ୍ତସମ୍ପଦଂ
ପାଶଧରଃ କୁଞ୍ଜବର୍ଣ୍ଣଃ ସହିଷ୍ଣୁଃ ସର୍ବାଭରଣଭୂଷିତଃ ଶନେନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତାଂ
ସମାବାହାମି ।

ରାହୁ-ଅଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଅକ୍ଷୟଧରାନ୍ କୁଣ୍ଡଳାକାରପୁଞ୍ଜବୃକ୍ତ-
ନେକଭୋଗାନ୍ ଶ୍ରୀଭୋଗାନ୍ ଶିବାକାରାନ୍ ରାହୁଧିଦେବତାନ୍ ସର୍ପୀନାବାହାମି ।

ରାହୁ-ପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ କରାଳବଦନଃ ନିତ୍ୟଶିବଃ ପାଶଦଂ-
ଧରଃ ସର୍ପବୃକ୍ତିକରୋମାଃ ରାହୁପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତାଂ କାଳୀବାହାମି ।

କେତୁ-ଅଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ପଦ୍ମାମ୍ବୁଜାଂ ଗତିଃ ଚତୁର୍ଥାୟାମ୍ବୁଜା-
ମାଳା-ଋଷ୍ୟପୁତ୍ର-କ-କମଳା-ନିବାସଃ କୁଞ୍ଜାଦିନିବାସଃ ପାର୍ବତୀହଃସଃ କେତୁ-
ଧିଦେବତାଂ ବ୍ରହ୍ମାଣିବାହାମି ।

କେତୁ-ପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଉଦ୍ୟୋଗେଶ୍ଵରଃ ସୌମ୍ୟଦର୍ଶନଃ
ଲେଖନୀପଦ୍ମୋପେତଃ ବିଭୁଃ କେତୁପ୍ରତ୍ୟାଧିଦେବତାଂ ଚିତ୍ରାଂଶୁବାହାମି ।

ବିନାୟକ-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ବାୟୁକୋପେ—ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବଃସ୍ଵର୍ଗେଶ୍ଵରଃ ଗଜାନନଃ
ନାଗବଜ୍ରୋପବୀତୀନଃ ଚନ୍ଦ୍ରଧରଃ ଦକ୍ଷାକ୍ଷମାଳା-ପରଶୁ-ସୋଦକୋପେତଃ ଚତୁର୍ଭୁଜଃ
ବିନାୟକାବାହାମି ।

ହର୍ଗା-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଉକ୍ତରେ—ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବଃସ୍ଵର୍ଗେଶ୍ଵରଃ ଶକ୍ତି-ବାନ-ଧୂଳ-ଧୃଗ-ଚକ୍ର-ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ-
ଧେଟ-କପାଳ-ପରଶୁ-କଟକୋପେତଦନ୍ତଭୂଷାଂ ସିଂହାରୁଢ଼ଃ ହର୍ଗାଧିଦେବତାନ୍ ସୁରହାରିଣୀଂ
ହର୍ଗାବାହାମି ।

କେତୁପାଳ-ଆବାହନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଶ୍ରୀଧରଃ ତ୍ରିଲୋଚନଃ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକେଶଃ ସୁଦଂତଃ
କହ୍ନୁକୃତିଶାସନଃ ନୁଗୁଣାଳତାଂଜିଃ ସର୍ପସେଧନୀ ସୁତଃ ସର୍ପାଦମତିଭୁକ୍ତଃ

হুত্বশ্চটা-বহুশূলকাবলম্বিত-করোটিকামালাধারিণঃ উরগকোণীনঃ চত্বর্মোনিঃ
দক্ষিণহস্তৈঃ শূল-বেতাল-খড়গ-দ্বন্দ্বভীর্ণধানঃ বামহস্তৈঃ কপাল-শ্চটা-চর্ম-
সাপং দধানঃ ভীমঃ দিখাসসমমিতদ্যুতিঃ ক্ষেত্রপালমাবাহরামি ।

বায়ু-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূভুবঃস্বধাবজ্রিণপৃষ্ঠপতঃ ধ্বজবরদানধারিণঃ
ধূমবর্ণঃ বায়ুমাবাহরামি ।

আকাশ-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূভুবঃস্বর্নালোংপলাতঃ নীলাঘরধারিণঃ চত্বাকো-
পতঃ বিভূজঃ খেটমাকাশমাবাহরামি ।

অগ্নীকুমারধর-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূভুবঃস্বঃ প্রত্যেকমৌষধি-পুস্তকোপেত-
দক্ষিণ-বাম-হস্তাবন্যোক্ত-সংযুক্ত-দেহাবেকস্য দক্ষিণপার্শ্বে পরন্ত বামপার্শ্বে রক্ত-
ভাণ্ডবর-শুক্রাঘরধারিনারৌষ্মণ্যোপেতো দেবৌ ভিষজাবশ্বিনাবাবাহরামি ।

ইন্দ্রাদিলোকপাল-আবাহনমন্ত্র—ওঁ স্বর্ণবর্ণঃ সহস্রাক্ষমৈরাবতবাহনঃ বজ্র-
পাণিঃ শচীপ্রিয়মিত্রমাবাহরামি ।

অগ্নি—ওঁ অরুণবর্ণঃ ত্রিনেত্রঃ সাক্ষশ্রুজঃ সপ্তার্চিবঃ শক্তিধরঃ বরদহস্তধর-
মগ্নিমাবাহরামি ।

যম—ওঁ রক্তবর্ণঃ দণ্ডধরঃ পাশহস্তঃ মহিষবাহনঃ স্বাহাপ্রিয়ঃ যম-
মাবাহরামি ।

নিষ্কৃতি—ওঁ নীলবর্ণঃ খড়গচর্মধরম্ উর্দ্ধকেশঃ নরবাহনঃ কালিকাপ্রিয়ঃ
নিষ্কৃতিমাবাহরামি ।

বক্রণ—ওঁ রক্তভূষণঃ নাগপাশধরঃ মকরবাহনঃ পদ্মিনীপ্রিয়ঃ সূর্যবর্ণঃ
বক্রণমাবাহরামি ।

বায়ু—পূর্ববৎ ।

কুবের—ওঁ স্বর্ণবর্ণঃ নিধীধরঃ কুস্তপাণিমম্ববাহনঃ চিত্রিণীপ্রিয়ঃ
কুবেরমাবাহরামি ।

ঈশান—ওঁ শুদ্ধফটিকবর্ণঃ বরদাভর-শূলাক্ষ-শ্রুজধরঃ বৃষবাহনঃ গৌরী-
প্রিয়মীশানমাবাহরামি ।

গ্রহপূজামন্ত্র গ্রহপূজার দ্রষ্টব্য । অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা, বিনায়কাদি ও
লোকপালপূজামন্ত্র হোমে দ্রষ্টব্য ।

গ্রহহোম

স্ববেদান্তসারে বহিঃস্থাপনাদি ব্রহ্মোপবেশনান্তে বেদীমধ্যে নবগ্রহ, অগ্নি-দেবতা, প্রত্যধিদেবতা ও বিনায়কাদির পূর্বোক্ত আবাহন, স্থাপন ও পূজা করিয়া বেদীর ঈশানকোণে বজ্রমানের অভিষেকার্থ ধাত্তের উপর অক্ষত, সুলক্ষণ একটি শান্তিকুন্ত “ওঁ আজিহ্ন কলসং মহা হা বিশত্বিনবঃ । পুনরুজ্জা নিবর্ত্তন গানঃ সহস্রং ধুক্ষেদ্রাধ্ব ধারাঃ পরম্বতী পুনর্ম। বিশতাদ্রিঃ” মন্ত্রে স্থাপন করিবে। তন্মধ্যে সর্কৌষধি, পঞ্চরস, গজস্থান, অশ্বস্থান, বগ্নীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ ও গোষ্ঠের মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। ঘটমুখে পঞ্চপল্লব, সশীর্ষ ফল ও ঘটোপরি বস্ত্রঘর দিবে, বহিঃপ্রদেশে দধ্যাক্ত দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়। পরে “ওঁ বরুণস্তোতুভনমসি বরুণস্ত স্বস্ত সর্জনীহ । বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদনমাসীদ” মন্ত্রে বরুণ স্থাপন করিয়া “ওঁ গজাচ্চাঃ সরিতঃ সর্কীঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ । সর্কীঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদাস্তথা । আয়ান্ত বজ্রমানস্ত ছুরিতক্ষয়কারকাঃ ।” মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে। অতঃপর মৃষ্টিগ্রহণ পূর্বক চক্রপাক করিয়া বিরূপাক্ষপাস্ত বা আচারাজ্যভাগান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে বরদ নামক অগ্নিস্থাপন ও পূজাপূর্বক প্রত্যেক গ্রহের উদ্দেশে স্ব স্ব মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতি নির্যোক্ত সমিধ্ ও মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্পপূর্বক হোম করিবে।

গ্রহসমিধ্—সূর্য্য—আকন, সোম—পলাশ, মজল—খদির। বুধ—আপাণ্ড। বৃহস্পতি—অশ্বখ। শুক্র—উড়ুঘর। শনি—শাঁই। রাহু—দূর্কা। কেতু—কুশ। প্রত্যেক সমিধেই অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতিসংখ্যক হইবে, সমিধ্গুলি প্রাদেশপ্রমাণ, পত্র, মূল ও শাখাহীন হওয়া আবশ্যক। অগ্নি-প্রত্যধি-দেবতাগণকে গ্রহের দশাংশ সমিধ্ দ্বারা ও অন্ত দেবতার তাহার অর্ধসংখ্যক সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। তদন্তে প্রত্যেকেরই উদ্দেশে চক্র-হোম ও তৎপরে তিলমিশ্রিত আজ্য-হোম কর্তব্য।

মৎস্যপুরাণোক্ত হোমমন্ত্র।—সূর্য্য—ওঁ আকৃক্ষেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবে-শয়নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো বাতি ভুবনানি পশুন্।

সোম—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষ্যং তবা বাজন্ত সঙ্গথে।

মজল—ওঁ অগ্নিমূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যাঃ অরম্। অপাং রেতাংসি ভিষতি।

বুধ—ওঁ অগ্নে বিবস্বত্বসচ্চিৎসং রাধো অমতা । আদাত্তবে আভুবেনো
বহা স্বমতা দেবা উবর্ষুধঃ ।

বৃহস্পতি—ওঁ বৃহস্পতে পরিদোরা রথেন রক্ষোহা মিভা অপবোধমানঃ
প্রভঞ্নুংসেনাঃ প্রমৃণোযুধা জরম্মাকং মেধ্যাবিতা রথানাম্ ।

শুক্র—ওঁ শুক্রন্তে অশ্বদ্বজতন্তে অশ্বদ্ব বিষ্কপে অহনী দ্যৌরিবাসি ।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষ্মিহ রাতিরন্ত ।

শনি—ওঁ শনো দেবীরভিষ্টেয়ে শনো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিষবন্ত নঃ ।

রাহু—ওঁ করানচ্চিৎস আভুবদুতী সদাবুধঃ সখা । করা শচিষ্ঠরা বৃত্তা ।

কেতু—ওঁ কেতুং কুধরকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুযন্তির-
জায়থাঃ ।

রুদ্র—ওঁ আবোরাজানমধ্বরন্ত রুদ্রং হোতারং সত্যবজম্ রোদন্তোঃ ।
অগ্নিঃ পুরা তনয়িত্বোরচিত্তাকিরণ্যরূপমবসে কুণ্ডলম্ ।

উমা—ওঁ আপো হি ঠা ময়ো ভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন মহেরণার চকসে ।

স্কন্দ—ওঁ স্বদক্রন্দঃ প্রথমঃ জায়মান উগ্ধন্ সমুদ্রাহৃত বা পুরীষাৎ । শ্বেনন্ত
পক্ষো হরিণন্ত বাহু উপন্ততাং মহি জাতং তে অর্কবন্ ।

পৃথিবী—ওঁ শ্রোনা পৃথিবি নো ভবানুকরা নিবেশনী বচ্ছানঃ শর্ম
সপ্রথাঃ ।

বিষ্ণু—ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নিদধে পদং সমুটমন্ত পাংগুলে ।

ব্রহ্মা—ওঁ তমীশানং অগতন্তুস্বস্পতিং বিরিক্ধিঃ জিহ্মবসে হুমহে বরম্ ।
পূষা নো যথা বেদসামসর্গ্ধে রক্ষিতা পায়ুরদকঃ স্বস্তয়ে ।

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্রমিদেবতা তন্ন ইন্দ্রং প্রত্যধ্বরে ।

ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনন্ত সাতয়ে ॥

যম—ওঁ আয়ং গোঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ পিতরঞ্চ প্রবন্স্বঃ ।

কাল—ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ স্ক্রচোবেন আবঃ ।
স বুধ্যা উপনা অশ্ব বিষ্ঠাঃ সতন্ত বোনিমসতন্ত বিবঃ ।

চিত্রগুপ্ত—ওঁ অনাজ্জাতং বদাজ্জাতং বজন্ত ক্রিবতে মিথু । অগ্নে তদন্ত
কল্পয় স্বং হি বেখ যথাতথম্ ।

বহি—ওঁ ঋগ্নিঃ দূতং বৃগীমহে হব্যবাহম্পকবে । দেবা আসাদরাদিহ ।

বরুণ—ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশম্মদবোধমং বিষধ্যমং প্রথায় অথাবয়বাদিত্য-
ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম ।

ভূমি—ও পৃথিব্যন্তরিকম্ ইত্যাদি ।

বিষ্ণু—ও সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স ভূমিঃ সর্বতো বৃদ্ধাত্য-
তিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ।

ইন্দ্র—ও ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবন মধুমন্তমঃ । অর্কস্ত যোনিমাদদম্ ।

শচী—ও উত্তানপর্ণে সূতগে দেবজুতে সহস্বতি । সপত্নীং মে পরাধম
পতিং মে কেবলং কুরু ।

অনন্ত—ও নমোহন্ত সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমহু । যে অন্তরিক্কে যে
দিবি ভেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ।

ব্রহ্মা—ও এব ব্রহ্মা ব ঋষির ইন্দ্রো নাম ক্রতো গুণে ।

বিনায়ক—ও আ তু ন ইন্দ্র ক্ষমন্তঃ চিত্রং গ্রাতঃ সংগৃভায় মহাহন্তী
দক্ষিণেন ।

দুর্গা—ও জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতী যতো নিদহাতি বেদঃ ।
স নঃ পর্বদতি দুর্গানি বিষ্ণা নাবেব সিদ্ধুং ছুরিতাত্যগ্নিঃ ।

আকাশ—ও আদিৎ প্রত্নস্ত রেতসো জ্যোতিঃ পশুন্তি বাসবম্ । পরো
যদিধ্যাতে দিবি ।

বায়ু—ক্রাণাঃ শিশুম'হীনাং হিষ্মন্তশ্চদীধিতিম্ । বিষ্ণাপরিপ্রিমা-
ভুবদধিক্তা ।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ও এবো উষা অপূর্য ব্যাচ্ছতি প্রিয়াদিবস্তবে বামশ্বিনা
বৃহৎ ।

যজুর্বেদিমতে নবগ্রহহোমমন্ত্র ব্রতপ্রতিষ্ঠা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

ঋগ্বেদিমতে নিম্নে গ্রহাদি দেবতার হোম ও পূজামন্ত্র লিখিত হইল ।

সূর্য্য—ও আকৃষ্ণেন রজসা বর্ধমানঃ ইত্যাদি ।

সোম—ও আপ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি ।

মঙ্গল—ও অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ ইত্যাদি ।

বুধ—ও উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখারঃ সমগ্নিমিদ্ধং বহবঃ সনৌড়াঃ । দধি-
ক্রামগ্নিমুঘসঞ্চ দেবীমিদ্ভাবতো অবসে নিহ্নয়ে বঃ ।

বৃহস্পতি—ও বৃহস্পতে অতিবদর্যো অর্হাদ্ভ্যমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্ঞনেষু ।
যদীয়জ্জবস ঋতপ্রজাত তদম্ভাসু জবিণং ধেহি চিত্রম্ ।

শুক্র—ও শুক্রন্তে অন্তদ্বজতন্তে অন্তদ্বিবুরূপে অহনৌ ষ্ঠোরিবাগি যারা
অবসি যথাবন্ তত্রা তে পূবগ্নিহ রাতিরন্ত ।

শনি—ও শনিরগিতিঃ করজং নতগতু শূৰ্য্যঃ । শংখাতো বাখরগা
অপসিধঃ ।

রাহু—ও করা নক্ষিত্র আতুবদুতী ইত্যাদি ।

কেতু—ও কেতুং কুখরকেতবে ইত্যাদি ।

অগ্নি—ও অগ্নিঃ দূতং বৃগীমহে হব্যবাহমুপক্রবে । দেবা আসাদরাদিহ ।

অপ্—ও অপ্শু মে সোমো অত্রবীদন্তর্বিধানি ভেষজা ।

অগ্নিঞ্চ বিশ্ব শম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজাঃ ॥

ভূমি—ও স্তোনা পৃথিবি নো ভবানুক্ষরা নিবেশনী বজ্রানঃ শর্ম সপ্রথাঃ ।

বিষ্ণু—ও ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ইত্যাদি ।

ইন্দ্র—ও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষন্ত সুভগমমশ্বে । পোষং
রয়ীণামরিষ্টিং তনুনাং স্বাদানং বাচং সুদিনমহাম্ ।

ইন্দ্রাণী—ও ইন্দ্রাণীমান্ নারীষু সুভগামহমশ্রবম্ । ন.হস্তা অপরঞ্চ ন
জরসা মরতে পতিবিশ্বাদিঙ্গ উত্তরঃ ।

প্রজাপতি—ও প্রজাপতে ন অদেতাশ্চন্ত ইত্যাদি ।

সর্প—ও আরজোঃ পুন্নিরক্রমীদসদন্ মাতবং পুরঃ পিতরঞ্চ প্রবনুংস্বঃ ।

ব্রহ্মা—ও ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদিসীমত ইত্যাদি ।

প্রত্যাদিদেবতা-হোমমন্ত্র যথা—

ঈশ্বর—ও ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি ।

উমা—ও গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুশ্চদী ।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুধী সহস্রাকরা নবমে ব্যোমন্ ।

কন্দ—ও কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতিনানা মরুদ্রোপমস্তম্ । ভূরে-
দীতারং সৎপতিং গৃণীষে স্ততঃ ভেষজা রাস্তম্বে ।

বিষ্ণু—ও সহস্রলীলা ইত্যাদি ।

ব্রহ্মা—ও ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযজা যুনজি হরী সখায়াসধমাদ আশু । শিরঃ
রথং সুখমিজ্জাধিতিষ্ঠন্ প্রজানব্বিহঁ উপবাহি সোমম্ ।

ইন্দ্র—ও ইন্দ্রমিদেবতাতম ইত্যাদি ।

যম—ও যমায় সোমং সুহৃত যমায় জুহতা হবিঃ ।

যমং হ যজো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ ॥

কাল ।—ও পরং যুতো অল্পপরেহি পহ্যং ব স্তে স্ব ইতরো দেবযানাং ।

চক্ষুযতে শৃণতে তে ব্রবামি মানঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ।

চিহ্নগুণ—ওঁ সচিহ্নচিহ্নঃ চিত্তবৃত্তমন্ত্রে চিহ্নকল্প চিহ্নভূমং বয়োধাম্ ।
চন্দ্রঃ রশ্মিঃ পুরুবীর্যঃ বৃহত্ত্বঃ চন্দ্রঃ চন্দ্রাভিগুণতে যুবন ।

বিনায়ক—ওঁ আ তু ন ইন্দ্র কুমন্তঃ চিহ্নঃ গ্রাভঃ সংগৃভায় মহাহন্তী
মক্ষিণেন ।

ছুর্গা—ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমঃ ইত্যাদি ।

কেন্দ্রপাল—ওঁ কেন্দ্রস্ত পতিনা বয়ঃ হিতেনেব জয়ামসি গায়ত্র্যং পোষয়ি-
ত্বাসনো যুড়াতী দৃশে ।

বায়ু—ওঁ জ্ঞাণা শিশুমহীনাং হিষস্তু তন্ত দীধিতিম্ । বিশ্বা পরিপ্রিয়া
ভুবদধিক্তা ।

আকাশ—ওঁ আদিত্ প্রভস্ত রেতসো জ্যোতিঃ পশুন্তি বাসরম্ । পরো
যদিধ্যতে দিবি ।

অগ্নিনীকুমারদয়—ওঁ অগ্নিনাবর্তিরম্মদা গোমদ্ দম্বা হিরণ্যবৎ । অর্কীগ-
রথঃ সমনসা নিবচ্ছতম্ ।

লোকপাল-হোমমন্ত্র

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্রঃ বো বিশ্বতম্পরি হবামহে জনেভ্যঃ । অস্মাকমন্ত
কেবলঃ ।

অগ্নি—ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ ইত্যাদি ।

যম—ওঁ যমায় সোমঃ সূর্যুত যমায় জুহতা হবিঃ ইত্যাদি ।

নিষ্কৃতি—ওঁ মোষণঃ পরাপরা নিষ্কৃতির্হৃণাবধীৎ । পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ।

বক্রণ—ওঁ উহন্তমঃ যুমুজি নো বিপাশঃ মধ্যমঃ চত । অবা ধমানি
জীবসে ।

বায়ু—ওঁ তব বায় বৃতম্পতে স্বধুর্জামাতরভুত । অবাংস্তা বৃণীমহে ।

সোম—ওঁ স্বরঃ সোম সুরুত্বর্বরোধেয়ায় আগৃহি । কেন্দ্রবিত্তবো
মন্ত্ৰবো বিবোমদে জহো নঃ পাহংহসো বিবকসে ।

ঈশান—ওঁ বক্রজায় প্রচেতসে মীড়ষ্টমায় তব্যসে । বোচেম শস্তমঃ
হৃদে ।

অন্তঃপর উদীচ্যকর্ম করিয়া পূর্বহোমান্তে তিলকদান করত বজমানকে
অতিবিস্তৃত করিবে । যথা—

গ্রহবেদীর ঈশানকোণে পবিত্র ভূমিতে পূর্বপ্রবাহানে চতুশ্চাক্ষরী দীর্ঘ চতুর্কোণ আন্তরণবিধি পীঠে পরিবারবর্গের সহ বজ্রমানকে পূর্বমুখে বসাইয়া আর্গর্য্য অস্ত্রাঙ্ক ঋত্বিকগণের সহিত পশ্চিমমুখে উদ্ভবর ও পলাশশাখা দ্বারা কুশ-দূর্কাসহকারে ---“ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবরক্ত যেমহে। উপপ্রবক্ত ব্রহ্মতঃ সূদানব ইন্দ্রঃ প্রাপ্তবাসচা’ মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন করিয়া শান্তি-কুস্তোদক দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন যথা—“ওঁ আপো হি ঠা” ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র, ‘ওঁ বরুণস্তোত্বন্তনমসি’ ইত্যাদি, ‘ওঁ উদ্ভবমং বরুণপাশমশ্বদবা-ধমং’ ইত্যাদি, পাবমানীমুক্তে, ‘ওঁ করানশ্চিৎ আভুব দূতী’ ইত্যাদি, শান্তি-মুক্তে ‘ওঁ ত্যোঃ শান্তিরন্তরিকং শান্তিঃ’ ইত্যাদি, ‘ওঁ সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলস্ত মধ্যাং পুনানাবন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো বা বজ্রী বৃষতো রত্নাদ তা আপো দেবীরিহ মামবক্ত। ওঁ আপো দিব্যা উত বা অবন্তি খনিজিমা উত বা বাঃ স্রজাঃ। সমুদ্রার্থা বাঃ স্তচরঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবক্ত। ওঁ বাসাং রাজা বরুণো বাতি মধ্যো সত্যানূতে অবপশ্বন্ জনানাম্। মধুশ্চূতঃ স্তস্রো বাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবক্ত। ওঁ বাসু রাজা বরুণো বাসু সোমো বিধেদেবা বাসুর্জঃ মদন্তি। বৈশ্বানরো বাসুগ্নিঃ প্রবিষ্টতা আপো দেবীরিহ মামবক্ত। “ওঁ সুরাধামতিবিক্রান্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ” ইত্যাদি মুক্তে, ত্রীমুক্তে, ‘ওঁ ইমা আপঃ শিবতমা’ ইত্যাদি ঋকে ও দেবস্ত দ্বা সবিভুঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে ও ওঁ ভূভূবঃস্বঃ’ মহাব্যাহৃতি দ্বারা অভিষেক করিতে হইবে। পরে বজ্রমান ঋত্বিকগণকে গ্রহপূজোক্ত দক্ষিণা দান করিবে, যথা—সূর্য্যাদি নবগ্রহের যথাক্রমে গো, শম্ব, রক্তবর্ণ অশ্বৎসহৃষ্ট বৃষ, হিরণ্য, পীতাদ্বর, খেত অশ্ব, কৃষ্ণা ধেনু, ইম্পাত, লৌহ, হস্তী অথবা ছাগ দক্ষিণা দান করিবে। এই সকল দক্ষিণা স্তবর্ণ সহযোগে দাতব্য, অসম্ভবে কেবল স্তবর্ণও দাতব্য। অতঃপর অজ্জিহ্বাবধারণ করিয়া বৈগুণ্যশান্তি করিবে। দ্বিতীয় দ্বারা ব্রাহ্মণতোজন করান আবশ্যক। বজ্রমান “ওঁ শান্তিঃ পুষ্টিশাস্ত্র” বলিয়া প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণগণ ‘ওঁ অস্ত্র’ বলিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্যদান-বিধি

আরোগ্যকামনার সূর্য্যোদয়াবধি সূর্য্যাস্ত যাবৎ সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হইবে। তাহার বিধান যথা—পূর্বদিন একবারমাত্র নিরামিষানী হইয়া পরদিন

অকণোদরে স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া বতিবাচন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে, বথা—“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ সূর্য্যার্ঘ্যদানকৰ্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্ম” ইত্যাদি। সঙ্কল্পবাক্য বথা—“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শৰ্ম্মা জীববদেতৎস্থলশরীরাবিরোধেন সৰ্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-অটীত্যাংপরামুক-রোগপ্রশমনকামঃ (স্বল্পপুরাণোক্তবিধিনা) হংসাদিসপ্ততিনামতিঃ সপ্ততিকৃষ্ণঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিস্তে।” সূক্তপাঠান্তে বথাবিধি সামান্তার্ঘ্য ও আগ্নেয়তপাদি করিয়া বথানুষ্ঠিত সূর্য্যের পূজান্তে অলপূর্ণ তাম্রপাত্রে কুঙ্কম, গোরোচনা, রক্তচন্দন, রক্তপদ্ম বা রক্তকরবীরাদি পুষ্প, দুর্কা, অক্ষত, তিল, বব, শ্বেতসর্বপ ও কুশযুক্ত অর্ঘ্য মন্তকে লইয়া ভূমিতে জালুদ্বয় সংলগ্ন করত সূর্য্য-বিষের প্রতি দৃষ্টিপাত ও মনে মনে সূর্য্যের ধ্যানসহকারে ‘ইদমর্ঘ্যং ওঁ হংসায় নমঃ’ মন্ত্রে প্রদান করিবে। পরে ১। ‘ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া সূর্য্যস্তব পাঠ করিবে। পুনশ্চ পূজান্তে উক্তরূপ অর্ঘ্য লইয়া ‘ইদমর্ঘ্যং ওঁ তানবে নমঃ’ মন্ত্রে প্রদান করিবে ২। পূর্ব্ববৎ নমস্কার ও স্তবপাঠ কর্তব্য। এই-রূপ সর্ব্বত্র জানিবে। এবং সহস্রাংশবে। ৩। তপনায়। ৪। তাপনায়। ৫। রবয়ে। ৬। বিকর্তনায়। ৭। বিবস্বতে। ৮। বিশ্বকর্মে। ৯। বিভাবসবে। ১০। বিশ্বরূপায়। ১১। বিশ্বকর্ত্রে। ১২। মার্ত্তণ্ডায়। ১৩। মিহিরায়। ১৪। অংশু-মতে। ১৫। আদিত্যায়। ১৬। উষ্ণগবে। ১৭। সূর্য্যায়। ১৮। অর্ঘ্যয়ে। ১৯। ব্রহ্মায়। ২০। দিবাকরায়। ২১। দ্বাদশায়নে। ২২। সপ্তহরায়। ২৩। ভাস্করায়। ২৪। অহঙ্করায়। ২৫। ধগায়। ২৬। সুরায়। ২৭। প্রভাকরায়। ২৮। শ্রীমতে। ২৯। লোকচক্ষুষে। ৩০। গ্রহেখরায়। ৩১। ত্রিলোকেশায়। ৩২। লোকসাক্ষিণে। ৩৩। তমোহরায়। ৩৪। শাখতায়। ৩৫। শুচয়ে। ৩৬। গভস্তিহস্তায়। ৩৭। তীত্ৰাংশবে। ৩৮। তরণয়ে। ৩৯। সূমহোরণয়ে। ৪০। দ্যুমণয়ে। ৪১। হরিদম্বায়। ৪২। অর্কায়। ৪৩। ভানুমতে। ৪৪। হ্রদোহম্বায়। ৪৫। বেদবেত্তায়। ৪৬। ভান্বতে। ৪৭। পুক্ষে। ৪৮। বুধাকপয়ে। ৪৯। একচক্ররথায়। ৫০। মিত্রায়। ৫১। মন্দেহারয়ে। ৫২। তত্রিসয়ে। ৫৩। দৈত্যয়ে। ৫৪। পাপহর্ত্রে। ৫৫। ধর্ম্মায়। ৫৬। ধর্ম্মপ্রকা-শায়। ৫৭। হেলিকায়। ৫৮। চিত্ততানবে। ৫৯। কলিঙ্গায়। ৬০। তাক্ষ্য-বাহনায়। ৬১। দিকপতয়ে। ৬২। পদ্মিনীনাথায়। ৬৩। কুশেশয়করায়। ৬৪। হরয়ে। ৬৫। বর্ষরশ্ময়ে। ৬৬। ছুর্নিরীক্ষায়। ৬৭। চণ্ডাংশবে। ৬৮। কণ্ডপাশ্বকায়। ৬৯। অর্ঘ্যদানান্তে বহুতর নৈবেদ্য, স্তবপ্রদীপ, রক্তচন্দন,

[illegible]

নমো নমস্তে । শ্রীশ্রী নারায়ণায় সাধার সপরিবারায় ইদমর্থাৎ
নমস্করামি ।”

প্রণামমন্ত্র—ওঁ হিমায় তমোয়্যায় ব্রহ্মোয়্যায় চ তে নমঃ ।

কৃত্যয়্যায় সত্যায় তম্যৈ শ্রীশ্রীশ্রীয়ে নমঃ ॥

ওঁ হরিতহররথঃ দিবাকরঃ কনকময়্যায়ুজরেণুপিঞ্জরম্ ।

প্রতিদিনমুদরে নবং নবং শরণমুপৈমি হিরণ্যরেতসম্ ॥

ওঁ জবাকুম্বসকাশমিত্যাदि ।—

পরে শ্রীশ্রীশ্রীয়ে ও শ্রীশ্রীশ্রীয়ে শ্রবণ করিতে হয় ।

নিজাকালে নিম্নোক্ত প্রকার জ্ঞান হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার অনিষ্টশক্তি করা যায় ।

ভবিষ্যৎগার্থ নিম্নোক্ত শাস্তি কর্তব্য । হুঃস্বপ্নদর্শন যথা—

মৎস্তপুরাণে—

ইদানীং কথামিষ্যামি নিমিত্তং স্বপ্নদর্শনে ।

নাভিঃ বিনান্যগাত্রেষু তৃণবৃক্ষসমুদ্ভবঃ ॥

চূর্ণনং মূর্চ্ছা কাংশ্চানাং মৃগনং নগ্নতা তথা ।

মলিনাঙ্ঘরধারিত্তমভ্যঙ্গঃ পঙ্কদিগ্ধতা ॥

উচ্চাৎ প্রপতনকৈব দোলারোহণমেব চ ।

অর্জুনং পকলোহানাং হরানামপি মারণম্ ॥

রক্তপুষ্পক্রমাণাঞ্চ মণ্ডলস্য তথৈব চ ।

বরাহকর্থরোষ্ট্রাণাং তথা চারোহণক্রিয়া ॥

ভক্ষণং পক্ষিমৎস্তানাং তৈলস্ত কুসরস্ত চ ।

নর্তনং হসনকৈব বিবাহো গীতমেব চ ॥

তন্ত্রীবাদ্যবিহীনানাং বাত্যানামভিবাদনম্ ।

শ্রোতোহবগাহগমনং জ্ঞানং গোময়বারিণা ॥

পঙ্কোদকেন চ তথা মহীতোয়েন চাপ্যথ ।

মাতুঃ প্রবেশো অঠরে চিত্তারোহণমেব চ ॥

শক্রধ্বজাভিপতনং পতনং শিশিশ্রীষোঃ !

দিব্যাস্ত্ররীকতোমানামুৎপাতানাঞ্চ দর্শনম্ ॥

দেব-বিজাতি-তৃপাল-গুরুণাং ক্রোধ এব চ ।
 আলিঙ্গনং কুমারীণাং পুরুষাণাঞ্চ মৈথুনম্ ॥
 হানিষ্ঠৈব অগোত্রাণাং বিরেক-বমনক্রিয়া ।
 দক্ষিণাশাতিগমনং ব্যাধিনাভিভবন্তথা ॥
 কলাপহানিষ্ঠ তথা পুষ্পহানিষ্ঠৈব চ ।
 গৃহাণাষ্টৈব পাতশ্চ গৃহসম্মার্জনং তথা ॥
 ক্রীড়া পিশাচ-ক্রব্যাদ-বানরকর্নরৈরপি ।
 পরাদতিভবষ্ঠৈব তস্মাচ্চ ব্যসনোদ্ভবঃ ॥
 কাষায়বস্ত্রধারিত্বং তবৎ স্ত্রীক্রীড়নস্তথা ।
 স্নেহপানাবগাহৌ চ রক্তমাণ্যামুলেপনম্ ॥
 এবমাদীনি চান্যানি হৃৎস্বপ্নানি বিনির্দ্দেশেৎ ॥

হৃৎস্বপ্নশাস্তি—বধা—এবাং সঙ্কথনং ধনুঃ ভূয়ঃ প্রস্থাপনস্তথা ।
 কঙ্কমানং তিলৈর্হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্ ॥
 স্তুতিশ্চ বায়ুদেবস্ত তথা তস্তৈব পূজনম্ ।
 নাগেন্দ্রমোক্ষপ্রবণং জ্ঞেয়ং হৃৎস্বপ্ননাশনম্ ॥

নাভি ব্যতীত শরীরের অন্য স্থানে তৃণ-বৃক্ষাদির উৎপত্তি, মস্তকে কাংশ্চ চূর্ণ
 হওয়া, মস্তক মুণ্ডন, নগ্নমূর্ত্তিদর্শন, মলিন বস্ত্র পরিধান, কর্দমলেপন,
 তৈলাক্তদেহ, উচ্চ স্থান হইতে পতন, দোলায় আরোহণ, দণ্ডলৌহলাভ,
 অশ্বমারণ, রক্তপুষ্পবৃক্ষ ভক্ষণ, বরাহ, ভল্লুক, গর্দভ ও উষ্ট্রে আরোহণ,
 পক্ষিমাংস ও মৎস্যমাংস-ভোজন, তৈল ও খিচুড়ি ভক্ষণ, নৃত্য, হাস্ত,
 বিবাহদর্শন, গীতশ্রবণ, তব্রী ভিন্ন বাদ্যবাদন, শ্রোতে অবগাহন বা ভাসিয়া
 যাওয়া, গোময়জলে, পক্কোদকে ও মৃত্তিকার রসে স্নান, মাতৃগর্ভে প্রবেশ,
 চিতায় আরোহণ, ইন্দ্রধ্বজপাত, চন্দ্র-সূর্য্যপতন, দিব্য, অন্তরীক্ষগত ও পার্শ্বিব
 উৎপাত দর্শন, দেব, বিজ, রাজা ও গুরুজনের ক্রোধ, কুমারীগণের আলিঙ্গন,
 পুংমৈথুন, অগোত্রনাশ, মলত্যাগ ও বমন, দক্ষিণদিগতিমুখে গমন, ব্যাধি
 দ্বারা অভিভূত হওয়া, ময়ূরপিচ্ছ নাশ, ফল-পুষ্প-হানি, গৃহপতন,
 গৃহসম্মার্জন, পিশাচ, রাক্ষস, বানর, ভল্লুক এবং মনুষ্যাগণের সহিত ক্রীড়া,
 অপরের কাছে অতিভব, কাষায় বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীগণের ক্রীড়ন, স্নেহদ্রব্যপান
 ও তাহাতে অবগাহন, রক্তমাণ্য ও রক্তামুলেপন ধারণ এই সকল ও অন্যান্য
 হৃৎস্বপ্ন জানিবে ।

দুঃস্বপ্নদর্শনের প্রতীকার।—লোকসমক্ষে দুঃস্বপ্নের কীর্তন এবং পুনরায় নিজা বাইলে দুঃস্বপ্নের ফল নষ্ট হয়। প্রত্যাহার (খইল) দ্বারা জ্ঞান, তিল দ্বারা বাসুদেবের হোম, ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা, বাসুদেবের ভূতি (নিরে দেথ) ও পূজা এবং নারায়ণ কর্তৃক গজমোক্ষণবৃত্তান্ত শ্রবণ এই সমস্ত প্রক্রিয়া দুঃস্বপ্ননাশক হইয়া থাকে।

বাসুদেবভূতি (দুঃস্বপ্নফলনাশক)

ব্রহ্মোবাচ। ওঁ অচ্যুতঃ কেশবঃ বিষ্ণুঃ হরিঃ সত্যঃ জনার্দনম্।
হংসঃ নারায়ণকৈব এতন্মামাষ্টকং শুভম্। ত্রিসন্ধ্যঃ যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং
তস্ত ন বিদ্যতে। শত্ৰুসৈন্যং ক্ষয়ং বাতি দুঃস্বপ্নঃ স্নেহপ্লো ভবেৎ। গজায়াং
মরণকৈব দূঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। ব্রহ্মবিদ্যাগ্রবোধে চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রঃ সমাপ্তঃ। ওঁ তৎ সৎ।

দুঃস্বপ্নের ফলকাল।—রাত্রির প্রথম বামে দৃষ্ট স্বপ্নের ফল সপ্তমসরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐকপ দ্বিতীয়বামে ছয় মাসে, তৃতীয়ে তিন মাসে, চতুর্থে এক মাসে, পরন্তু অরুণোদয়কালে দৃষ্ট স্বপ্ন দশ দিনে ফলিয়া থাকে।

অদ্ভুত শাস্তি

অদ্ভুতদর্শন শাস্তিসম্বন্ধের ব্যবহার বর্ণিত আছে। নিত্যক্রিয়াতে যজমান স্বস্তিবাচনান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্
কাত্যায়নোক্তশাস্তিকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত” ইত্যাদি। সঙ্কল্প-
বাক্য যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুক-
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকাদ্বুতস্মৃতিত-দোষোপশমনকামঃ
কাত্যায়নোক্তশাস্তিমহং করিষ্যে।”

পরে যথাবিধি বিষ্ণু, ব্রহ্ম, মৃত্যু, বিশ্বদেব ও নবগ্রহগণকে যথাযথ
পূজা করিয়া অগ্নিহোত্রে বিধিতে বহি-হাপন, চক্ৰপাণাদি অস্ত্রে প্রপদ্যমান

ও বিক্রপাক জপ করিয়া প্রকৃতকর্মারম্ভে বরদ নামক অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে মহাব্যাহতি-হোমান্তে প্রথমতঃ স্তুত দ্বারা ‘ও অদ্ভুতায়স্রে বাহা, ও সোমায় বাহা, ও বিষ্ণবে বাহা, ও বায়বে বাহা, ও রজসায় বাহা, ও বসবে বাহা, ও মৃত্যবে বাহা, ও বিধেভ্যো দেবেভ্যঃ বাহা’ মন্ত্রে আহুতি দিয়া পুনশ্চ উক্ত মন্ত্রে স্তুতমিশ্রিত চক দ্বারা আহুতি দিবে। অতঃপর সপ্তপদ ব্যাহতি, গায়ত্রী, অথবা পুরুষস্তুত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত সমিধ-হোম করিয়া নবগ্রহ-হোম কর্তব্য। অতঃপর দক্ষিণাঙ্ক ও শান্তিঅঙ্গে অভিষেক কর্তব্য। হুঃস্বপ্নাদি অনিষ্ট দর্শনে ব্রাহ্মণকে স্তুত ও হিরণ্য দান বিধেয়। রাজাকালীন অনিষ্ট দর্শনে ও সম্মুখে শুক্রোদরে শুক্রগ্রহকে অর্ঘ্যদান করিবে, মন্ত্র যথা—“ও নমস্তে সর্বলোকেশ নমস্তে ভৃগুনন্দন। কবে সর্বার্থসিদ্ধার্থং গৃহাণার্থ্যং নমো-হস্ত তে।” সংক্রান্তিদিনে ও দ্বাত্রয় আত্মদৈনিককার্য্যে বৃহস্পতিকে অর্ঘ্য দিলে কোনও বিক্রম গ্রহ দ্বারা অনিষ্ট ঘটে না। অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা—“ও নমস্তে-হজিরসাং নাথ বাক্পতেহথ বৃহস্পতে। কুরগ্রহৈঃ পীড়িতানামমৃতায় নমো নমঃ ॥” উক্ত অদ্ভুত শান্তি (যজ্ঞাদি) কার্য্যে অক্ষম হইলে এবং সর্ববিধ উৎপাত দর্শনে শ্রীশ্রীনারায়ণচরণে ‘এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং ও নমস্তে বহুপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে বাহা’ মন্ত্রে সচন্দন তুলসীপত্র দান করিলে শান্তি হয়। সর্ববিধশান্তিতে ব্রাহ্মণকে স্তুত-পায়স ভোজন করাইবে।

দিব্য, নাভস ও পার্থিব উৎপাতে বিভিন্ন অদ্ভুত শান্তি কর্তব্য। মৎস্ত-পুরাণে কথিত আছে, অন্তরীক্ষ উৎপাতে (ধূমকেতুদগ্ধ, উৎপাত, বজ্রপাত, চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডল, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি) অতরা শান্তি ও দিব্য উৎপাতে (গ্রহ-নক্ষত্র-বিকৃতি) সোমশান্তি কর্তব্য। ঐরূপ শত্রু কর্তৃক অতিযুক্ত হইলে, অতিচারক্রিয়াভয় অগ্নিলে, শত্রুনাশার্থ বা মহাত্ম্য উপস্থিত হইলে তদ্বিবারণার্থ অতরা শান্তি করিবে। রাজবন্দরোগপ্রসূ, যজ্ঞকারী ও কৃত দ্বারা কীর্ণদেহ ব্যক্তির পক্ষে সোমশান্তি প্রশস্ত। ভৌম উৎপাতে (ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভোপদ্রব কিম্বা দুষ্ট চোরের অত্যাচারে) বিষ্ণুশান্তি শুভপ্রদ। পশু ও মনুষ্যগণের দাক্ষণ মরণ ঘটিতে থাকিলে এবং ভৌতিক উৎপাত দর্শনে রুদ্রশান্তি করিবে। দেশে বেদনাশ বা নাস্তিকের অত্যাচার অথবা রেচ্ছের প্রাধান্য ঘটিলে ব্রহ্মশান্তি আবশ্যক। অভিষেককালে নৃপগণের পররাষ্ট্রতয়ের সম্ভাবনা হইলে বা শত্রুবধ আবশ্যক হইলে রুদ্রশান্তি বিধেয়। তিন দিনের অধিক কাল বারু বহিলে,

ভক্ষ্য বস্তু সকল দূষিত হইলে বা বাতজ ব্যাধি উপস্থিত হইলে বারবী শাস্তি আচরণীয়। অনাবৃষ্টি বা অস্বাভাবিক বর্ষণ বা জলাশয়ের কোনও বিকৃতি ঘটিলে বারবী শাস্তি ফলপ্রসূ হয়। অভিষেকপত্রে ভূগুণশাস্তি, প্রসবপত্রে প্রজাপতিশাস্তি, শিশুদিগের শাস্তির জন্য কোমারী শাস্তি, অগ্নিপত্রে আগ্নেয় শাস্তি, পিশাচাদি ভয়ে নৈর্ঘাতী শাস্তি, অপমৃত্যু, হৃৎস্পন্দ ও নরকভয়ে বম-শাস্তি, ধননাশভয়ে কোবেরী শাস্তিবিধান করিবে। এইরূপ যে যে বিষয়ে অনিষ্টদর্শন হইবে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার শাস্তি করিলে শুভ হইবে। বৈষ্ণবী প্রভৃতি পূর্বোক্ত শাস্তি সমুদয়ে বিষ্ণু প্রভৃতির অর্চনা, উন্নয়ে হোম ও তৎসংক্রান্ত পাঠ কর্তব্য।

অগ্নে জ্যেষ্ঠী (উক.উকি) সরীসৃপ পতনে শুভাশুভ

অগ্নে জ্যেষ্ঠী স্বয়ং পতিত হইলে বা শবট (কুকলাস) অগ্নে উঠিলে যে ফল হয়, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মস্তকে জ্যেষ্ঠীপাত হইলে রাজ্যসম্পৎলাভ, এইরূপ ললাটে ঐশ্বর্য্য, কর্ণদ্বয়ে ভূষণপ্রাপ্তি, নেত্রে বন্ধুদর্শন, নাসিকায় সুগন্ধভোগ, মুখে মিষ্টান্নভোজন, কণ্ঠে ধনলাভ, বাহুতে ঐশ্বর্য্য, বাহুমূলে ধনলাভ, করে ধনবৃদ্ধি, শুনমূলে সৌভাগ্য, হৃদয়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, পৃষ্ঠে ভূমিলাভ, পার্শ্বদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভ, গুহে মৃত্যুপ্রাপ্তি, জজ্বায় অর্থকর, লিঙ্গে রোগভয়, উরুদ্বয়ে অশ্বাদি বাহনলাভ, জাম্বু ও জজ্বায় অর্থহানি, পাদদ্বয়ে ভ্রমণফল হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ মস্তকাদিতে কুকলাসপতন ও জ্যেষ্ঠীব আরোহণ হইলে উক্তফলের বিপরীতফল হয়।

জ্যেষ্ঠী-কলাপপতনে অশুভপ্রতীকার

জ্যেষ্ঠী ও শবট স্পর্শমাত্রে সচেলাবস্থায় জলে অবগাহন করিবে। পঞ্চগব্য তর্কণ ও সূর্য্য দর্শন করিলে মঙ্গল হয়। প্রকারান্তর বধা—সুবর্ণময়ী জ্যেষ্ঠী নির্মাণ করিয়া রক্ত বস্ত্রে বেষ্টিত করিবে। পরে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে তাহাকে পূজা করিতে হয়। উক্ত জ্যেষ্ঠীর অগ্রে পূর্ণ কুন্ত হাগন করত

তাহাতে পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চামৃত, পঞ্চগল্লব ও পঞ্চকহার দ্বারা দিক্‌পাল ও নবগ্রহের আবাহন পূর্বক পূজা করিবে। অতঃপর মৃত্যুহর শিবের আবাহনাতে পূজা করত যথাযথস্থাপিত বহিতে ঐদিক্‌সমিধ্ দ্বারা “ও ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারাকরমিব বরুনান্‌মৃত্যোর্মুকীর মামৃতাত্‌” মন্ত্রে হোম করিবে। পরে মহাব্যাহতি দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র তিলাভ্য-হোম কর্তব্য।

অন্তুতশাস্তি

পূর্বে যে সকল দৈব, নাভস ও ভৌম উৎপাতের কথা ও শাস্তির বিধান কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তদুত্তির অস্ত্রবিধ উৎপাত ও তাহার শাস্তি বর্ণিত হইতেছে।—

“কাকৈশ্চকরবজ্রাবঃ প্রভাতে দুঃখদায়কঃ।

কাকো মৈথুনকাসক্তঃ খেতো বা যদি দৃশ্যতে ॥

উলূকো বসতে যত্র নিপতেষ্য তথা গৃহে।

জ্যৈয়ো গৃহপতেষু ত্যুধননাশস্তথৈব চ ॥”

তথা—“একো বৃষস্রয়ো গাবঃ সপ্তাশ্বা নব দন্তিনঃ।

সিংহপ্রসূতিকা গাবঃ কথিতাঃ স্বামিষাতকাঃ ॥”

প্রভাতে কাকের একবারমাত্র ‘কা’ শব্দ শ্রবণ গৃহস্থের দুঃখদায়ী হয়, মৈথুনাসক্ত অবস্থায় কোনও কাক গৃহে পতিত হইলে অথবা গৃহে খেতকাক দর্শন করিলে, গৃহে পেচকবাসস্থানে কাকপতন ঘটিলে গৃহস্থামীর মৃত্যু ও ধননাশ অবশ্যস্তাবী হয়। পরন্তু ক্রৌড়াসক্ত, মাংসলিপ্সু, ভীত বা পীড়িত অবস্থায় কাক গৃহে বসিলে গৃহস্থের ভয় হইবে না। উক্ত কাকপতনদোষে দেবপূজা ও ‘দেবাঃ কপোতা’ ইত্যাদি মন্ত্র সপ্ততিবার জপ করিলে মঙ্গল হয়। বাস্তু-ভূমিতে একটিমাত্র বৃষ, তিনটি গো, সাতটি অশ্ব ও নয়টি হস্তী রাখিতে নাই; ইহাতে গৃহীর নাশের আশঙ্কা আছে। ঐরূপ সৌরভাদ্রমাসে গো-প্রসব হইলে গৃহীর বিনাশ ঘটিতে পারে, তাহার শাস্ত্যর্থ ব্রাহ্মণকে মৃত-কাকন দান করিবে।

ষোড়শবর্ষে গর্ভধারণাদি শাস্তি

জ্যোতিষে—‘যা নৃত্য বোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগর্ভিকা ।

যুত্য়ন্তাঃ সপুত্রায়াঃ পিতৃশ্চাপি চ সন্মতঃ ॥

মাংসী-প্রিয়ঙ্-রজনী-শুগ্-শুলু-বংশলোচনা ।

তালিশেন তিলা লাজা গর্ভিনী-দ্বানমুত্তমম্ ॥

গৌরীং সম্পূজ্য তৎপশ্যাৎ সংক্রমেচ্ছিবসন্নিধৌ ।

ছাগী গর্ভবতী দেয়া দৈবজ্ঞায়াথ গোয়ুগম্ ॥

কাংস্তপাত্তস্থিতং চন্দ্রং সিতবস্ত্রাজসংযুতম্ ।

বস্ত্রৈঃ কৃষ্ণৈশ্চ সৎপুষ্পৈশ্চন্দনশুক্রধূপকৈঃ ॥

কৃৎপাশার্জয়েদ্রোহীং ভোজয়েদ্ভ্রাতৃগণাংসুতঃ ॥’

যে স্ত্রীলোক ষোড়শবর্ষে গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করে, স্বামী ও প্রসূত সন্তানের সহিত তাহার যুত্য় হয় । বচনান্তরে আছে—

“যা নারী বোড়শে বর্ষে গর্ভং ধৃত্বা প্রসূয়তে ।

স্যা নারী বিধবা জেয়া যদি শক্রসমঃ পতিঃ ॥

বোড়শায়ে তু যা নারী উৎপত্তিস্থিতিগর্ভিনী ।

অপত্যং তত্ত নাশ্রয়ং ষাতি সা চ প্রণশ্রুতি ॥”

ষোড়শবর্ষে গর্ভ ধারণ করিয়া সপ্তদশ বর্ষে নারী প্রসব করিলে বিধবা হয় । ইহার প্রতীকারার্থ—গর্ভিনী অটামাংসী, কৃষ্ণবচ, জায়ফল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, শুগ্-শুলু, বংশলোচন, তালিশপত্র, তিল ও ধই এই সকল দ্রব্যযুক্ত জলে স্নান করিয়া গৌরীপূজা করিবে, অতঃপর শিবমূর্তি-সন্নিধানে গিয়া গর্ভবতী ছাগী, গাভী ও বৃষ দৈবজ্ঞকে দান করিয়া কাংস্তপাত্রে শুক্রবস্ত্র, খেতশয্যযুক্ত রক্ত-চন্দ্রপ্রতিমা রাখিয়া শুক্রবস্ত্র, গন্ধ ও সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত সেই জল গাত্রে প্রক্ষেপ করিবে এবং ঐ রক্ত-প্রতিমা দৈবজ্ঞকে দান করিবে । পরিশেষে যথাশক্তি ভ্রাতৃগণভোজন আবশ্যক ।

সাত্তকর দ্বৈত্যান্দ-গম-শাস্তি

জ্যোতিষে—“জাতঃ সনজুঃ পিতৃ-মাতৃহত্যা তাতঃ বিহত্যাং প্রথমে তু মাসে ।

অথাৎ দ্বিতীয়ে সহজং তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে শুভকারকঃ স্যৎ ॥

নিষ্ঠারতোষী স্তবঃ স্তবোধ্য বর্ষে স্তবী গতিভকস্তুতিঃ ।

স্তবোৎসবিকঃ স্তবঃ বনবান্ যুনাথো মাসেইষ্টমে বিস্তৃষ্টেখিহীমঃ ॥

স্বপ্নপ্রভাণী নবমে বৃদ্ধ্যন্ত দশমে তথা ।

একাদশে দ্বাদশে চ স্তবী চ স্তবগো ভবেৎ ॥

অষ্টৌ পুস্তলকান্ কৃৎস্না স্তবগৈর্গর্ভকৈকতথা ।

স্রোতঃসু সংক্রমে চাপি স্রাপরেৎ শুক্লপুষ্পটকঃ ॥

জ্ঞানং সংক্রমণত্যাগঃ শস্তোদর্শনমন্ততঃ ।

হোমঃ বিপ্রার্চনকৈবসন্ততে দস্তদর্শনে ॥”

দস্তজন্ম-প্রতীকার

বাগক দস্তসহ জন্মগ্রহণ করিলে পিতা-মাতার হস্তা হ্র, ঐক্লং প্রথমমাসে দস্তোদগম হইলে পিতার, দ্বিতীয়ে মাতার, তৃতীয়ে মহোদরবাণী হইয়া থাকে । অষ্টম মাসে দস্ত জন্মিলে জাতক ধনস্থে বর্জিত হয়, দশমে দস্তোদগম জাত-কের মৃত্যু সূচনা করিয়া থাকে । ইহার প্রতীকারার্থ আটটি পুস্তলিকা নির্মাণ করিয়া স্তবগ্নি চন্দনে লেপন পূর্বক সংক্রান্তিদিনে নদীজলে শুক্ল পুষ্পবোণে জ্ঞান করাইতে হয় । মহাদেবের পূজা পূর্বক তাহার অধোভাগে জ্ঞান করান বিহিত ; অন্তত শিবদর্শন করান কর্তব্য । অবশেষে হোম ও নবগ্রহ-হোম পূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ।

বগলামুখী-প্রক্রান্ত

রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে জরকামনার বা শত্রু কর্তৃক অভিভবে পরিজ্ঞান-কামনার বগলামুখীপূজা কর্তব্য । প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াস্তে বস্তি-বাচন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে । সঙ্কল্পবাক্য বধা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিহে ভাস্করে অমুকে গকে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত ত্রীঅমুকদেবশর্মাঃ অমুকেন সহ রাজদ্বারোগহিত-বিবাদে জর-লাভকামঃ ত্রীবগলামুখীপূজাপূর্বকং বটুজিং-দকরক-ত্রীবগলামুখীমন্ত্র ইদংসংখ্যক-অগকর্মাং করিষ্যামি ।” সঙ্কল্পহৃত পাঠান্তে মূলমন্ত্র স্মরণ করত দেবীমূর্ত্যে বাইয়া “ও বজ্রোদকে হুঁ

কটু স্বাহা' মন্ত্রে জলপ্রোক্ষণ করিয়া তদ্বারা আসন-প্রোক্ষণ করত তত্পরি উত্তরমুখে উপবেশন করিবে। পরে 'ও হ্রী' বিম্বসর্বগাজি সর্বপাপানি শমনাশেববিকল্পমণনর হুঁ কটু স্বাহা' মন্ত্রে হস্ত-পদ প্রক্ষালন পূর্বক মন্ত্রাচমন করিবে, যথা—“ও আশ্বত্থার স্বাহা, ও বিদ্যাত্তার স্বাহা, ও শিবতত্ত্বার স্বাহা” মন্ত্রে বারম্বার মুখে জলবিম্ব দিয়া ‘ও মণিধরি বজ্রিনি মহা-প্রতিসরে রক্ষ রক্ষ মাং হুঁ কটু স্বাহা’ মন্ত্রে বরাহকলে গ্রহিবন্ধন করিয়া উক্ত মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে। পরে সান্নাত্তার্থ্য করত তজ্জল দ্বারা সান্নাত্ত্যাক্ষণ পূর্বক ষারদেবতাপূজা করিবে, যথা—আবাহনান্তে (উল্কাডুম্বরে) “ও গাং গণেশার নমঃ, (বামে) ও কাং ক্ষেত্রপালার নমঃ, (দক্ষিণে) ও বাং বটুকার নমঃ, (অধ) ও ষাং ষোগিনীভ্যো নমঃ, উত্তরপার্শ্বে ও ষাং ষমুন্যৈর, ত্রীং লক্ষ্ম্য, ঐং সরস্বতীভ্য, (গৃহমধ্যে নৈর্ধর্তে) ও ব্রহ্মণে, ও বাস্তপুরুষার নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া ভূতাপসারণ করত মাষজন্তু বলি দিবে। পরে ‘ও সর্ববিদ্রাহুৎসারর হুঁ কটু স্বাহা,’ মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ভূমি গোধান করিবে ও ভূমিতে হস্ত দিয়া ‘ও পবিত্র বজ্রভূমে হুঁ কটু স্বাহা’ মন্ত্রে ভূমি অতিমন্ত্রিত করিবে। ভূমিতে ত্রিকোণ বা ‘হেমাঃ’ এই ত্রেতবীজ লিখিয়া তত্পরি আসন পাতিয়া তত্পরি ‘ও আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ কটু স্বাহা’ মন্ত্রে ত্রেতবীজ লিখিয়া আসন-ভঙ্কি করিবে। পরে গুরুপ্রণাম ও দিগ্‌বন্ধন করত পুষ্পভঙ্কি কর্তব্য। যথা - পুষ্পে হস্ত দিয়া ‘ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচরাবকীর্ণে হুঁ কটু স্বাহা’ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পরে ভূতভঙ্কি, মাতৃকাকাসাদি অন্তে ‘হ্রী’ মন্ত্রে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিষ্ঠাস করিবে, যথা—“অন্ত ত্রীবগলামুখীমব্রহ্ম নাবদঋষিভূপুংছনঃ ত্রীবগলামুখী দেবতা হ্রীঃ বীজং হুঁ শক্তিঃ সর্বভূটানাং বাঙমুখ-স্তম্বন-জিহ্বা-কীলন-বুদ্ধিনাশনেষু বিনিরোগঃ। মন্তকে ও নারদঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ও ভূপুংছনসে নমঃ, (হৃদয়ে) ও ত্রীবগলামুখী-দেবতাইর নমঃ, (গুহে) হ্রীং বীজার নমঃ, (পাদদ্বয়ে) স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।” করাস্তমাস—“ও হ্রী অমৃষ্ঠাত্যাং নমঃ, বগলামুখি তর্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব-ভূটানাং মধ্যমাভ্যাং ববটু, বাচং মুখং স্তম্বর অনামিকাভ্যাং হুঁ, জিহ্বাং কীলর কীলর কনিষ্ঠাভ্যাং বৌবটু, বুদ্ধিঃ নাশর হ্রীং ও স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং কটু।” অম্বনাস—“ও হ্রী হৃদয়ার নমঃ, বগলামুখি নিরসে স্বাহা, সর্বভূটানাং শিখাইর ববটু, বাচং মুখং স্তম্বর কবচার হুঁ, জিহ্বাং কীলর কীলর নৈঋতয়ার বৌবটু, বুদ্ধিঃ নাশর হ্রীং ও স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং কটু।” ব্যাপকমাস—মূলমন্ত্র

শাস্তিপূর্বক কেশ হইতে পাদাঙ্ক ও পাদাঙ্ক হইতে কেশাঙ্ক পর্যন্ত শাস্তি-
 বারঃ স্পর্শ করিবে। বৌদ্ধভাগ (ভাস্যকরণে উক্তব্য)। ভক্তভাগ—
 (মূলভাগে) মূলভাগে ও আন্তঃভাগ্যগিনী-বগলাম্বী-ত্রিপাদকাঃ
 পূজয়ামি নমঃ, (মন্তকে) মূলভাগে ও বিদ্যাত্ত্বভাগ্যগিনী-বগলাম্বী-
 ত্রিপাদকাঃ পূজয়ামি নমঃ, (সর্বোদে) মূলভাগে ও সর্বতত্ত্বভাগ্যগিনী-বগলা-
 ম্বী-ত্রিপাদকাঃ পূজয়ামি নমঃ। মন্তক—মন্তকে ও মমঃ, ললাটে হলী
 নমঃ, দক্ষিণেন্দ্রে বং নমঃ, বামেন্দ্রে গং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে লাং নমঃ, বাম-
 কর্ণে মূং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে ধিং নমঃ, বামগণ্ডে গং নমঃ, দক্ষিণনাগার
 ক্বিঃ নমঃ, বামনাগার জং নমঃ, ওষ্ঠে টাং নমঃ, অধরে নাং নমঃ, মুখগহ্বরে
 বাং নমঃ, দক্ষিণক্কে চং নমঃ, দক্ষিণবাহুকর্পরে (কহুই) মূং নমঃ,
 দক্ষিণমণিবন্ধে (কব্জি) ধং নমঃ, দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে শুং নমঃ,
 গলে শুং নমঃ, দক্ষিণশ্বনে ঝং নমঃ, বামশ্বনে জিং নমঃ, হৃদয়ে হ্রাং নমঃ,
 নাভিদেহে কীং নমঃ, কটি-(কাঁকাল) দেশে লং নমঃ, গুহে ঝং নমঃ, বাম-
 ক্কে কীং নমঃ, বামকর্পরে লং নমঃ, বামমণিবন্ধে ঝং নমঃ, বাম অঙ্গুলি-
 মূলে বুং নমঃ, দক্ষিণ উরুদেশে দ্বিং নমঃ, দক্ষিণ জাহুতে মাং নমঃ, দক্ষিণ-
 গুল্ফে (গোড়ালি) শং নমঃ, দক্ষিণপাদাঙ্গুলিমূলে ঝং নমঃ, বাম-উরুতে
 হলী নমঃ, বাম জাহুতে ওঁ নমঃ, বামগুল্ফে হ্রাং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলিমূলে হাং
 নমঃ। পরে ধ্যান করিবে। বথা—“ওঁ মধ্য সূখাক্ষি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-
 সিংহাসনোপরিগতাঃ পরিপীতবর্ণাম্। পীতাধরাঃ কনকভূষণ-মাণ্য-
 শোভাঃ দেবীঃ ভজামি ধৃতমুদগর-বৈরিজিহ্বাম্। জিহ্বাগ্রমাদার করেণ
 দেবীঃ বামেণ শত্রুন্ পরিপীড়য়ন্তীম্। গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাধরাঢ্যাঃ
 বিভূজাঃ নমামি॥” ধ্যানান্তে ধ্যানপুণ্য মন্তকে দিরা মানস-উপচারে পূজা
 (নৈমিত্তিক প্রকরণে দেখ) করিরা বিশেষার্থ্যধর স্থাপন করিবে। বথা—
 বামভাগে অষ্টাঙ্গুলপরিমিত চতুর্কোণ মণ্ডল আঁকিরা তাহার ভৈরবানাতি
 কোণচতুর্কোণে ও পূর্বাতি দিকে কুম্ভ, অক্ষত ও রক্তচন্দন দ্বারা “ওঁ মোঁ গণ-
 পতরে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিরা তত্পরি ত্রিপদিকা রাখিরা ত্রিপদিকার
 উপরিভাগে শব্দ রাখিবে, শব্দে হস্তিমদল বা মধু দ্বারা বিলোমমাতৃকা পাঠ
 (কং লং হং ইত্যাদি) ও বারম্বার মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে অর্থ্যপাত্রে ত্রিভাগ
 পূরণ করিরা শব্দে অষ্টাঙ্গ অর্থ্য স্থাপন করিবে। পরে “মং বহিমণ্ডলার
 দর্শকলাভেন নমঃ, (ত্রিপদিকাপূজা) অং অর্কমণ্ডলার দানকলাভেন

ନମଃ (ମଧ୍ୟପୂଜା) ଓଁ. ଶୋଭନଂ ଶାନ୍ତଂ ଶୋଭନଂ ଶାନ୍ତଂ ନମଃ' ଯନ୍ତ୍ରେ (ଉତ୍ତମପୂଜା) କରତ 'ମହେ ଚ' ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀବାହନ ପୂର୍ବକ ମଧ୍ୟମଧ୍ୟେ ହସ୍ତର ହସ୍ତେ 'ଶ୍ରୀବଗନାମୁଧି ଦେବି ଇହାବହ ଇହାବହ ଇହ ଶିଠି ଇହ ଶିଠି' ଯନ୍ତ୍ରେ ଆବାହନ ଓ ହାମନ, 'ହୁ' ଯନ୍ତ୍ରେ ଅବଞ୍ଚନ କରିବା 'ବସଟ୍' ଯନ୍ତ୍ରେ ଉତ୍ତମଦର୍ଶନ, 'ବୋଷଟ୍' ଯନ୍ତ୍ରେ ଗାଗିନୀ ଯୁକ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ ଓ ଯୁଗ୍ମଯନ୍ତ୍ରେ ବାରଦ୍ବାର ମଧ୍ୟଭାଗେ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ । ପରେ ଅନ୍ତଃସମୟେ ଅନ୍ତଃସମୟ କରିବେ ଏବଂ ଘେରୁ ଓ ଗୋନିୟୁକ୍ତା ଦେଖାହିବା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳରେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତନ୍ତ୍ରାଦି ନିଭେର ସମ୍ପର୍କେ ଓ ପୂଜାପକରଣେ ଛିଟା ଦିଆ ଶୀଠପୂଜା କରିବେ । ଯଥା—ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦନ ଦ୍ବାରା ତାନ୍ତ୍ରାଦି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । (ସମ୍ପର୍କ-ଅବସ୍ଥା ଦେଖ)

ଯନ୍ତ୍ରେ 'ଏତେ ମହାପୁଣ୍ଡ୍ର ଓଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମଣ୍ଡଳାମନାର ନମଃ, ଏବଂ ଶକ୍ତି-ମଣ୍ଡଳାମନାର ନମଃ' ଯନ୍ତ୍ରେ ଶୀଠପୂଜା କରିବା ପୁନଃସ୍ଥାନାନ୍ତେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ କରତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦନାମ କରିବେ । ପରେ ଘେରୁ ଓ ଗୋନିୟୁକ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ କରତ ଅନ୍ତଃସମୟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତପୂଜା କରିବେ । ଯୁଗ୍ମଯନ୍ତ୍ରାଦି-ସମ୍ପର୍କେ ଘେରୁ ଓ ଗୋନିୟୁକ୍ତା ଦେଖାହିବା 'ଓଁ ଆତ୍ମାତନ୍ତ୍ରାଦି ହାହା, ଓଁ ବିଜ୍ଞାତନ୍ତ୍ରାଦି ହାହା, ଓଁ ଶିବତନ୍ତ୍ରାଦି ହାହା' ଯନ୍ତ୍ରେ ବାରଦ୍ବାର ଉତ୍ତମବିନ୍ଦୁ ପାନ କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ତଃସମୟେ ତନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତାଦି ଦେବୀର ବାରଦ୍ବାର ତର୍ପଣ କରିବେ । ଯନ୍ତ୍ର ଯଥା—ଯୁଗ୍ମାନ୍ତେ 'ଓଁ ମାତାବରଣାଃ ଶ୍ରୀବଗନାମୁଧିଦେବୀଃ ତର୍ପୟାମି ହାହା ।' ପରେ ସ୍ବାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଚାରେ ପୁଣ୍ୟଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବା 'ଶ୍ରୀବଗନାମୁଧି ଦେବି ଆବରଣେ ପୂଜୟାମି' ଯନ୍ତ୍ରେ ଅନ୍ତଃସମୟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦନେ, ପୂର୍ବେ 'ଓଁ ଶୁଭଗାୟେ ନମଃ,' ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣେ 'ଭଗବତ୍ପିତାୟ,' ଇଶାନେ 'ଭଗବାତ୍ପିତାୟ,' ନୈର୍ଋତେ 'ଭଗବାତ୍ପିତାୟ,' ବାୟୁକୋଣେ 'ଭଗବାତ୍ପିତାୟ,' ଅଷ୍ଟଦିଗରେ ପୂର୍ବାଦିକ୍ରମେ 'ଓଁ ବ୍ରାହ୍ମାୟ, ନାରାୟଣାୟ, ମାହେଶ୍ବରାୟ, ଚାୟୁଷ୍ମାୟ, କୋମାରାୟ, ଅପରାଜିତାୟ, ବାରାୟ, ନାରସିଂହାୟ,' ପଦ୍ମପଦ୍ମାୟ 'ଓଁ ଉଦୟାୟ, ବିଜୟାୟ, ଅଜିତାୟ, ଅପରାଜିତାୟ, ଶକ୍ତିାୟ, ଶକ୍ତିାୟ, ଶୋଭିତାୟ, ଆକର୍ଷିତାୟ,' ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଓଁ ଶୈବବାୟ ନମଃ, ବହିର୍ଦ୍ଦିଗେ ପୂର୍ବାଦି ଦିଗେ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକପାଳ ଓ ବଜ୍ରାଦି ଅନ୍ତପୂଜାନ୍ତେ ଦେବୀର ଶିରୋହସ୍ତ-ଯୁଗାଧାର-ପାଦ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପଞ୍ଚ ପୁଣ୍ୟାଂଗୁଳି ଦିଆ ଦେବୀ-ବାମେ ଧୂପ, ଡାକ୍ଷିଣେ ନୀଳ ନାନାନ୍ତେ ପୁନଃ ପୁଣ୍ୟାଂଗୁଳିର ଦିଆ ନୈବେଦ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିବେ । ପରେ ପୁନଃ ପଞ୍ଚୋପଚାରେ ଯୁଗ୍ମଯନ୍ତ୍ରେ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳ, କରାଦର୍ଶନ କରତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ ନମଃ, ସେତୁ, ମହାସେତୁ, କୁଣ୍ଡଳାଦି-ଅନ୍ତଃସମୟେ ଯୁଗ୍ମଯନ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ କରିବେ । ଯଥା—ପ୍ରଥମତଃ 'ଓଁ ହ୍ରୀଃ ଓଁ' ଯନ୍ତ୍ରେ

দশবার অগ্নে মূখশোধন কর্তব্য। ‘ত্রীং’ এই মহাসেতু দশবার অগ্নিতে ‘ওঁ’ এই সেতুমন্ত্র-পুটিত মূলমন্ত্র দশবার অগ্নি করিবে। পরে ‘ত্রীং’ এই কুঙ্কুমা দশবার অগ্নি করিয়া হরিজ্ঞাগ্রহি মালার বখাশক্তি অগ্নি পূর্বক অগ্নি সমর্পণ, পুনশ্চ কুঙ্কুমা, সেতু, মহাসেতু অগ্নি, প্রাণায়াম, করাদভ্যাস করত প্রণাম করিবে। পরে ত্রিশূলমূর্ত্তা দেখাইয়া পুষ্পাঞ্জলিভর দান করিয়া বোনিমূর্ত্তা প্রদর্শন করিবে। অবশেষে তৈরবের উদ্দেশে বলিদান করিয়া ‘ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাত্যাং পদভ্যাংদ্বয়েণ শিখা বৎ শ্রুতং বৎ কৃতং যত্নতঃ তৎসর্কং ব্রহ্মার্চনং ভবতু শ্রীং মাং মদীয়ক সকলং সম্যক্ শ্রীবগলামুখ্যৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ,’ মন্ত্রে আত্মসমর্পণ ও ‘অন্ন অন্ন’ মন্ত্রে অগ্নির অর্ঘ্যপ্রদান কর্তব্য। বগলামুখীপূজার সমস্তই পীতজব্য আবশ্যক। বগলামুখীর স্তব ও কবচ পাঠ্য।

ত্রিগুহকল্প-শাস্তি

কোন্ কোন্ নক্ষত্র ও তিথ্যাদি যোগে ত্রিগুহকল্পযোগ এবং তাহাতে মৃত্যু হইলে কি ফল হয়, তাহার প্রমাণ লিখিত হইল, যথা—

“পুনর্কল্পস্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী। পূর্বভাদ্রঃ বিশাখা চ রবি-ভৌম-শনৈশ্চরাঃ ॥ দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ। এতেষামেব যোগে কু ভবতীতি ত্রিগুহকঃ ॥ বারে শস্য সূতং হস্তি তিথৌ গোধনমেব চ। নক্ষত্রে গোব্রহ্মহানিঃ স্যাৎ সর্কং হস্তি ত্রিগুহক্রে। গুহকত্রয়দোষেণ বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি ॥”

অর্থাৎ পুনর্কল্প, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ ও বিশাখা এই সমস্ত নক্ষত্র, রবি, মঙ্গল ও শনিবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে মৃত্যু হইলেই ত্রিগুহকযোগ দোষ হয়। বারদোষে শস্য ও পুত্রহানি, তিথিদোষে গো এবং নক্ষত্রদোষে গোব্রহ্ম ধ্বংস হয়, আর তিন দোষ মিলিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া থাকে। অধিক কি, বাস্তবৃক্ষও জীবিত থাকে না।

“এবং ত্রিগুহক্রে যোগে দোষো জীবনসংশয়ঃ। পুত্রো কন্যা চ ভগিনী পিতৃ-মাতৃ-সহোদরাঃ ॥ পিতৃভ্রাতা মাতুলশ্চ জাতরশ্চ সপিওনাঃ। সর্কাতাবে

মিষ্টদোষে বাস্তবক্ষে ন জীবতি ॥ মাসে মাসে জিগক্ষে বা বৎসাসে বৎসরে-
হপি বা । অবশ্যং মরণং তত্র নাস্তি যোগো নিরামিষঃ ॥”

অর্থাৎ জিগ্নকরযোগে মৃত্যু ঘটিলে মৃত ব্যক্তির পুত্র, ভগিনী, কন্যা, পিতা, মাতা, সহোদর, পিতৃব্য, মাতুল, জ্যতি, মণিও সকলেরই জীবননাশের সম্ভাবনা। উহাদের কেহ না থাকিলে মৃত ব্যক্তির বাস্তবক্ষও জীবিত থাকে না। একমাসে, দেড়মাসে, ছয়মাসে বা বৎসরের মধ্যে এই অমঙ্গল ঘটে। ইহার শাস্তির জন্য “জিগ্নকরশাস্তি” করা কর্তব্য।

পুণ্ডরশাস্তিপ্রণালী।—কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া আচমনান্তে নারায়ণশিলার গন্ধপুষ্পাদি দিয়া পুণ্যাহবাচনাদি করিবে। পরে সঙ্কল্প করিবে, বাক্য বধা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-
গোত্রঃ স্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মাঃ জিগ্নকরযোগ-
কালীন-মরণ-অনিতানিষ্টপ্রশমনকামঃ শাস্তিমহং করিষ্যে ।”

তৎপরে সঙ্কল্পস্থতাদি পাঠান্তে ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদন্ত বরণ করিতে হয়। পরে বেদীর উপরিভাগে গ্রহপূজার্থ অষ্টদলপদ্মে গ্রহমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্রে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা “ও বেত্যা বেদিঃ সমাপ্যতে” ইত্যাদি মন্ত্রে বেদী শোধন পূর্বক মণ্ডলের পূর্বাংশে ঘটস্থাপন মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে। তৎপরে ঘটে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা প্রভৃতি দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের অর্চনা করত ঘটে দশদিক্‌পালের অর্চনা করিতে হয়। অতঃপর মণ্ডলের চতুর্দিকে তির্য তির্যভাবে চারিটি কুণ্ড স্থাপন করিবে। দক্ষিণে তিলপূর্ণ কুণ্ডের উপর একখানি লৌহপাত্র দিয়া, তাহাতে লৌহময়ী বম-প্রতিমা কৃষ্ণবসনে আবৃত করিবে। মণ্ডলপশ্চিমে মৃতপূর্ণ কুণ্ডের উপর কাংশপাত্র স্থাপন পূর্বক তাহাতে রক্তময়ী ধর্মপ্রতিমা গুরুবস্ত্রে আবৃত করত, উত্তরে শুভপূর্ণ কুণ্ডের উপর তাম্রপাত্র, তদুপরি স্বর্ণময়ী চিত্রগুপ্তপ্রতিমা রাখিয়া রক্তবসন দ্বারা আবৃত করিবে এবং পূর্বে মৃদগপূরিত কুণ্ডের উপর গোধূমপূর্ণ পাত্র রাখিয়া তদুপরি কৃষ্ণাকৃতি পুণ্ডরপ্রতিমা স্থাপন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিতে হয়। পরে তদুপরি চত্ৰাতপ বন্ধন করিবে, মন্ত্র বধা— “ও উর্ধ্ব উষ্ম উত্তরে” ইত্যাদি। তৎপরে পঞ্চাবৃত্ত দ্বারা স্ব স্ব মন্ত্রে প্রতিমা-দান করাইয়া প্রত্যেকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন ও বোড়শোপচারে বা দশো-
পচারে অর্চনা এবং প্রণাম করিবে। বধা—

অগ্রে যবের নিম্নোক্ত একারে ধ্যানান্তে আবাহন করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নমস্কার করিবে, যথা—

ধ্যান—ওঁ যমক কৃষ্ণবর্ণাভঃ শিভুজঃ রক্তলোচনম্ ।

দক্ষে দণ্ডধরঃ বামহস্তে পাশধরঃ শিভুম্ ॥

দংষ্ট্রাকরালবদনঃ ধ্যানেন্ন্যহিববাহনম্ ।

মহাকায়ঃ ধর্মরাজঃ বিষ্ণুভক্তজনপ্রিয়ম্ ॥

নমস্কার-মন্ত্র—ওঁ ধর্মরাজ নমস্তেহস্ত কালদণ্ডধর প্রভো ।

বৈবস্বত নমস্তেহস্ত প্রেতরিষ্টেঃ বিনশতু ॥

“ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ” মন্ত্রে তিনবার অর্চনা করিবে ।

দ্বিতীয় ঘণ্টে “ওঁ ধর্মায় নমঃ” এই মন্ত্রে বারত্বে অর্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ওঁ ধর্ম স্বঃ ধর্মরূপোহসি নির্লোমোহসি নিরঞ্জন ।

প্রেতরিষ্টমিদং দেব নাশয় স্বঃ যম প্রভো ॥”

পরে তৃতীয় ঘণ্টে চিত্রগুপ্তের আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অর্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নমস্কার করিবে, যথা—

“ওঁ যম-মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ ।

প্রেতরিষ্ট-প্রশমনং কুরু দেব নমোহস্ত তে ॥”

“ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ” মন্ত্রে বারত্বে অর্চনা করিবে । তদনন্তর চতুর্থ ঘণ্টে পুঙ্করের আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, যে দিনে মৃত্যু হইয়াছে, সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্রের অর্চনা করিবে । তৎপরে স্বগৃহোক্ত নিয়মে অগ্নিহোম পূর্বক সাধারণী কুশণ্ডিকাবিধানে যব-ত্রীহি-তিলসংযুক্ত তণ্ডুল দ্বারা চক্ৰ পাক করত চক্ৰহালীতে সমভাগে দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু দিয়া “ওঁ যমায় স্বাহা” মন্ত্রে বইচগাছ-সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে । পরে “ওঁ ধর্মায় স্বাহা” মন্ত্রে উদ্ভূতসমিধ্ দ্বারা ধর্মের উদ্দেশে ও “ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা” মন্ত্রে অখণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে চক্ৰহোম করিতে হয় । পরে দধি-মধু-ঘৃতযুক্ত চক্ৰ দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্রবার “ওঁ পুঙ্করায় স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিয়া মৃততিথি, বার ও নক্ষত্রের উদ্দেশে অষ্টোত্তর-শতবার চক্ৰ দ্বারা হোম করিতে হয় । তৎপরে যব, তিল ও গাভী ব্রাহ্মণকে দান করত দক্ষিণা ও অচ্ছিত্রাবধারণাদি কার্য শেষ করিবে । অক্ষয় হইলে গাভীর মূল্য দিবে ।

গোতিলের মতে ত্রিগুণরশাতির অশ্রু ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান, বিষ্ণুপূজা এবং সতিল মধু ও স্নাত্ত দ্বারা “ও বিকবে দ্বাহা” মন্ত্রে সহস্রবার হোম করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

“সুবর্ণং ব্রাহ্মণে দত্ত্বাদ্ বিষ্ণুং সম্পূজয়েত্ততঃ ।

মধ্বাজ্যমিষিঠৈস্তিলৈর্হোমং কুৰ্ব্যাৎ সহস্রকম্ ॥”

ইহার সঙ্কল্পাদি পূর্ববৎ ।

পঞ্চাঙ্গ-শাস্তি ।

চণ্ডীপাঠ, দুর্গামঙ্গলপ, পার্শ্ববিশিবপূজা, নারায়ণে তুলসীদান ও মধুসূদন-মঙ্গলপ, ইহারই নাম পঞ্চাঙ্গ-শাস্তি । চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পুরোহিতের নাম-গোত্র উচ্চাৰ্য্য) অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ (ব্রহ্মমানের নাম-গোত্র উচ্চাৰ্য্য) সর্বাং পঞ্চাঙ্গাতিপূর্বক-ঋতিতি-মনোহতীষ্টসিদ্ধিকামঃ (রোগাদিশাস্ত্যর্থ ইহলে,—গোচরবিলগ্নাদি-স্থানাবস্থিত-বিরুদ্ধ-ব্যাদ্যন্ততমগ্রহ-সংস্ফুটিত-সংস্ফুট্যমান-সংস্ফুটয়িতব্যমানসর্বারিষ্ট-প্রশমন-কামো জীববদেত্তৎসু ল-শরীরাবিরোধেনোৎপন্নামুকরোগাণাং ঋতিতি-প্রশমন-কামশ্চ) শ্রীকৃষ্ণৈষপাষনাতিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-অরাধ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণাস্তর্গত ও মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনরো যো মনুঃ কথ্যতেহষ্টম ইত্যাদি এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়বতঃ । সূর্য্যাজ্ঞস্য সমাসাত্ত সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোমিত্যস্তস্ত দেবীমাহাত্ম্যস্ত একাবৃতি- (জিরাবৃতি বা) পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি ।”

দুর্গানাম ও মঙ্গলপের সঙ্কল্প নিয়ে লিখিত হইল, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ অস্তেত্যাদি শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ অষ্টোত্তরশতসংখ্যক- (বা অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যক) দুর্গেতিনাম বা ও দুর্গে দুর্গে রক্ষণি দ্বাহেতি মঙ্গলপমহং করিষ্যামি ।”

অপ-মঙ্গ ।—‘দুর্গা’ বা “ও দুর্গে দুর্গে রক্ষণি দ্বাহা ।” সঙ্কল্পের চতুর্থ অঙ্গ করাই ব্যবহা ।

শিবপূজার সঙ্কল্প ।—“অস্তেত্যাদি—শিবপ্রীতিকামঃ ইদংসংখ্যক-পার্বিব-শিবনিদ্রাধিকরণকশিবনিদ্রপূজনমহং করিষ্যামি ॥”

তুলসীদানের সঙ্কল্প।—“অদ্যেত্যাদি ত্রিবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ও নমস্তে বহু-
রূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণৈককণোঃষ্টোত্তরশতসংখ্যক- (বা
ষট্ছা দানের সংখ্যা উচ্চার্য) সচন্দন-তুলসীপত্র-দানকরণক-হরিপূজনমহং
করিষ্যামি।”

এতৎসচন্দনতুলসীপত্রং “ও নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা”
মন্ত্রে তুলসী দিবে। পরে প্রার্থনা করিবে, যথা—

“ও ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদা বিজয়বর্ধনঃ।

শাস্তিঃ কুরু গঙ্গাপাণে নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥”

এই প্রার্থনা বা ও ধ্যেয়ং সদা পরিভবয়মিত্যাদিস্তব পাঠ করিবে।

মধুসূদনমন্ত্র অপের সঙ্কল্প।—“বিষ্ণুরোমিত্যাদি ত্রিবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ষ্টো-
ত্তরশত-সংখ্যক-মধুসূদনেতি নাম জপমহং করিষ্যামি।”

জপমন্ত্র ‘মধুসূদন’, মতান্তরে “ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়।”

পঞ্চাঙ্গশাস্তির একযোগে সঙ্কল্পবাক্য যথা—“ও অদ্যেত্যাদি অমুক-
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণোঃমুককলকামঃ
ও নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রকরণকাষ্টোত্তর-
শতসংখ্যকৈকৈককণঃ-সচন্দন-তুলসীপত্র-দান-করণক-হরিপূজন-কর্মাষ্টোত্তরশত-
সংখ্যক-হুর্গেতি-নাম-জপাষ্টোত্তর-শত-সংখ্যক-মধুসূদনেতি-নাম-জপ পার্শ্ব-শিব-
লিঙ্গ-চতুষ্টিরাধিকরণক-শিবচতুষ্টি-পূজা-শ্রীকৃষ্ণদৈপায়নাভিধান-মহর্ষি বেদব্যাস-
প্রোক্ত-জরাধ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণাস্তর্গত-সাবর্ণিকমন্ত্রস্তরীর ও মার্কণ্ডেয় উবাচ
সাবর্ণিঃ সূর্যাতনরো যো মহুঃ কথ্যতেহষ্টম ইত্যাদি সূর্য্যাজ্ঞস্য সমা-
সাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মহুরোমিত্যস্তদেবীমাহাঅ্যত্রকাশক-গ্রহত্রিরাবৃতিপাঠকর্মা-
ণ্যহং করিষ্যামি।”

অস্তিবাচনাদি যথা—“ও কর্তব্যেহস্মিন্ (পঞ্চাঙ্গ) শাস্তিকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং
ভবন্তো ব্রবন্ত।” ইত্যাদি।

পরে পুরোহিত স্বয়ং অসামর্থ্যে অপর ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিবেন।
বাক্য যথা—“অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কলিত-পঞ্চাঙ্গশাস্তিকর্ম্মণি অমুকামুককর্ম্ম-
করণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ গঙ্গাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং
বুধে।”

শান্তি-স্বস্ত্যক্সরেন্ন কালাকাল ও কর্তব্যতা ।*

শুক্ল, সোম, বুধ, শুক্র এবং রবিবারে, শুক্লপক্ষে, কর্মকর্তার শুভগ্নে, শুভ রাশিতে, শুভতিথি, যোগ এবং করণে, চিত্রা, অশ্বরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে শান্তিস্বস্ত্যরনাদি কার্য্য করা ব্যবস্থা । এমাণ বথা—

“শুভগ্রহাৰ্কেবারেবু যুহুক্ষিপ্ৰক্বেবু চ ।

শুভরাশিবিলায়েবু শুভশান্তিকপৌষ্টিকম্ ॥”

সামান্ত আপদ্ দূরীকরণার্থ নিম্নকথিতমতে শান্তি করা যায়, অর্থাৎ চণ্ডী-পাঠ, হুর্গানামজপ, পার্শ্বিক-শিবলিঙ্গপূজা এবং হরিনামকীর্তন ও বিষ্ণুর সহস্র-নামাদি শুভপাঠ করিবে । ইহা দ্বারা দাবতীর আপদ্ দূর হয় । এমাণ বথা—

“পঠেচ্চণ্ডীং জপেদুর্গাং পূজয়েৎ পার্শ্বিকং শিবম্ ।

কারয়েদ্ধরিনামানি কলৌ কার্য্যং চতুষ্টয়ম্ ॥”

এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারাই বথাবিধি অনুষ্ঠান করা বিধেয় । অনভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা কার্য্য করাইলে সফল দূরে থাকুক, বরং বিপরীত ফল ঘটিবার সম্ভাবনা । অভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা কর্ম করাইলে শান্তিস্বস্ত্যরনের ফল প্রত্যক্ষীভূত হয় সন্দেহ নাই ।

চণ্ডীপাঠ-শান্তি

দেবীমাহাত্ম্যে স্বয়ং দেবী বলিয়াছেন যে, ‘উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারী-সমুদ্ভবান্ । তথা ত্রিবিধমুৎপাতঃ মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ।’ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে মহামারী প্রভৃতি সকল উপসর্গ ও দৈব, নাত্তস, ভৌম ত্রিবিধ উৎপাত অচিরেই বিনষ্ট হয় । শান্তিকামনার দেবীমাহাত্ম্যপাঠে কালাকালের নিয়ম নাই, কিন্তু অষ্টমী, চতুর্দশী ও নবমী তিথি দেবীর প্রীতিগ্রহ ; সুতরাং তাহাতে

* তাবি মঙ্গলকামনার যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে স্বস্ত্যরম এবং যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ,রোগাদি উপদ্রব, ভুতাদির উপদ্রব ও বিকল গ্রহদোষ দূর হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম বলে । এ কারণ গকাদিস্বস্ত্যরমও শান্তিসম্মত । সকলবাক্যাদিতে স্বস্ত্যরম শব্দের উল্লেখ করা উচিত ।

দেবীমাহাত্ম্যপ্রবণ প্রশস্ত : শাস্ত্রে উক্ত আছে—“সুহকালে দ্বিদং সর্বং নার্তঃ কালমপেক্ষতে ।” দেবীমাহাত্ম্যে কথিত আছে যে—“শান্তিকর্মণি সর্বত্র তথা হুঃস্বপ্নদর্শনে । গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়াত্তমম ॥” সকল শান্তি-কর্মে কিম্বা হুঃস্বপ্নদর্শনে অথবা ভীষণ গ্রহপীড়ার দেবীমাহাত্ম্যপ্রবণ বিধেয় । বাক্যান্তরে আছে যে, দেবীমাহাত্ম্যপ্রবণে দেবীর অত্যন্ত শ্রীতি হয় । যথা—

“পুস্ত-পুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈশ্চোত্তমৈঃ ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণৈরহনিশম্ ।
অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ বা ।
শ্রীতির্মহে ক্রিয়তে সান্নিদ্ সত্বৎ সূচরিতে ক্রতে ॥”

দেবী বলিরাছেন—উপাসক একবৎসরব্যাপী বলিদানে, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, উত্তম গন্ধ ও দীপদানে, ব্রাহ্মণভোজনে, হোমে, নিরন্তর অভিষেকে, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ও অস্ত্রাস্ত্র বস্ত্রদানে আমার যে শ্রীতি সম্পাদন করে, একবারমাত্র দেবীমাহাত্ম্য প্রবণে আমার সেই তৃপ্তি হয় । সুতরাং একমনে দেবীমাহাত্ম্য-প্রবণ সর্বতোভাবে কর্তব্য । যে শান্তিতে বতবার দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করণীয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল । যথা—

বারাহীতয়ে—চণ্ডীপাঠকলং দেবি শৃণু গদতো মম ।

একাবৃত্ত্যানিপাঠানাং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥
সকল্য পূর্বং সম্পূজ্য ন্যস্ত্রাজেষু মনুন্ সত্বৎ ।
পাঠাদ্বলিপ্রদানাচ্চ সিদ্ধিমাশ্নোতি মানবঃ ॥
উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ॥
গ্রহোপশান্ত্যে কর্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে ।
মহাতরে সমুৎপরে সপ্তাবৃত্তং সমুন্নয়েৎ ॥
নবাবৃত্তাদ্ভবেচ্ছান্তির্বাঈজপেয়কলং লভেৎ ।
ব্রাহ্মবশ্যং ভূতৈ চ কজাবৃত্তমুদীরয়েৎ ॥
অর্কাবৃত্তাং কাম্যসিদ্ধির্বৈরিহানিচ্চ জায়তে ।
যথাবৃত্ত্যা ত্রিপুরবৃত্তত্বা ত্রী বশতামিরাৎ ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা ত্রিমাশ্নোতি মানবঃ ॥
কলাবৃত্ত্যা পুঙ্ক-পৌঙ্ক-ধনধাতাগমং বিহুঃ ।
ব্রাহ্মা ভীতি-বিমোক্ষায় ত্রিপোকচাটনার চ ॥

কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং ত্রিমে ।
 মহাত্মণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং গঠেৎ সুধীঃ ॥
 পঞ্চবিংশাবৃত্তনাস্তু তবেবধ্ববিমোক্ষণম্ ।
 সঙ্কটে সমুদ্রপ্রাপ্তে হুচিকিৎস্তায়মে তথা ॥
 জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদ আয়ুৰ্ঘো নাশ আগতে ।
 বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা কয়ে ॥
 তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে ।
 কুর্যাদ্ঘৃতাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পত্ততে শুভম্ ॥
 ত্রিরো বৃদ্ধিঃ শতাবৃত্তা রাজ্যবৃদ্ধিস্থথাপরা ।
 মনসা চিন্তিতং দেবি সিধ্যোদট্টোত্তরাচ্ছতাৎ ॥
 শতাশ্বমেধযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সূত্রেতে ।
 সহস্রাবৃত্তনামস্মীরাবৃণোতি স্বয়ং হিরা ।
 চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সৰ্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥

একাবৃত্তি দেবীমাহাত্ম্যপাঠে মনোহভীষ্টসিদ্ধি বা কার্য্যসিদ্ধি হয়, ঐক্লপ
 তিনবার পাঠে উপসর্গশাস্তি, পাঁচবার পাঠে গ্রহশাস্তি হয় । মহাত্ম
 উৎপন্ন হইলে সপ্তবার পাঠ করিবে । নবাবৃত্ত পাঠে রোগাদি শাস্তি ও
 বাজপেয়-ফল ; একাদশাবৃত্তে রাজবলীকরণ ও ঐশ্বর্য্যলাভ ; ষাটাবৃত্তে অভীষ্ট-
 সিদ্ধি ও শত্রুহানি ; চতুর্দশাবৃত্তপাঠে শত্রুবলীকরণ ও স্ত্রীবলীকরণ ; পঞ্চদশা-
 বৃত্তিতে সুখসন্ততি ও লক্ষ্মীলাভ ; ষোড়শাবৃত্তে পুত্র-পৌত্র-ধন-ধাত্তলাভ ;
 সপ্তদশাবৃত্তে রাজভগ্ননিবৃত্তি ; অষ্টদশাবৃত্তে শত্রুর উচ্চাটন ; বিংশাবৃত্তিপাঠে
 মহাত্মণ হইতে পরিজ্ঞান ; পঞ্চবিংশাবৃত্তে বন্ধনমোচন হয় । বিশেষসঙ্কট
 উপস্থিত হইলে কিম্বা হুচিকিৎস্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অথবা জাতিধ্বংস,
 কুলনাশ, আয়ুর্নাশ, শত্রুবৃদ্ধি, ব্যাধিবৃদ্ধি, ধননাশ, শরীরক্ষয়, ত্রিবিধ উৎপাত
 ও অতিপাতক ঘটিলে শতাবৃত্ত পাঠ কর্তব্য । শতাবৃত্ত পাঠে ত্রিবৃদ্ধি ও
 রাজ্যবৃদ্ধি হয় । অট্টোত্তরশতবার পাঠে মনে কামনার উদয়মাত্রে সিদ্ধি হয় ।
 সহস্রাবৃত্তি পাঠে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হয় ও লক্ষ্মী স্বয়ং হির
 হইয়া বরণ করেন । বেশি কি, শতাবৃত্ত পাঠে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া
 থাকে ।

অশুদ্ধ-চণ্ডীপাঠ-কল

অশুদ্ধচণ্ডিকাপাঠাৎ সৰ্বনাশো ভবেদ্রবম্ ।
 আয়ুর্বিভক্তং সৌখ্যং পুত্র-পৌত্রাদিকন্তথা ॥
 রাজ্যং বিত্তং বশঃ কীর্ত্তিঃ সৰ্বং হস্তি যথাক্রমম্ ।
 ব্রহ্মন্ত বাচনাদীর্ঘে দীর্ঘেদীর্ঘন্ত বাচনাৎ ॥
 বিন্দুবিসর্গলোপাচ্চ স্বরভঙ্গান্ধহেখরি ।
 প্লুতোচ্চারণহীনাচ্চ তথা বর্ণবিপর্যয়াৎ ॥
 অন্তাপলাপাট্টৈকল্যাৎ নাশমাপ্নোতি বৈ ঋবম্ ॥

অশুদ্ধভাবে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে বজ্রমানের ও পাঠকের সৰ্বনাশ হয়, এ কারণ বিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা চণ্ডীপাঠ করান উচিত । শাস্ত্রে কথিত আছে, উচ্চারণে দীর্ঘস্বরে ব্রহ্মস্বর প্রযুক্ত হইলে আয়ুর্নাশ, ঐক্লপ দীর্ঘস্বর ব্রহ্মভাবে উচ্চারিত হইলে বিত্তনাশ, বিন্দুলোপে স্নাননাশ, বিসর্গলোপে পুত্রপৌত্রাদিনাশ, স্বরভঙ্গে রাজ্যহানি, প্লুতোচ্চারণ না হইলে বিত্তহানি, বর্ণ বিপরীতভাবে উচ্চারিত হইলে বশোনাশ, পাঠকালে অপরের সহিত আলাপ করিলে কীর্ত্তিলোপ, স্বরবিকলতার সৰ্বস্বনাশ হইয়া থাকে ; স্মৃতরাং অতিসাবধানে, অশ্রুতভাবে, অথচ অনতিবিলম্বে একমনে রসতাবসহকারে ছিন্নমূত্র যুক্তামালা হইতে গলিত এক একটি যুক্তাপতনের দ্বারা এক একটি অক্ষর পর পর উচ্চারিত হইবে । পাঠকালে একটি অধ্যায় শেষ না হইলে বিরত হইবে না, অধ্যায়ান্তে বিরাম করিয়া পুনশ্চ পাঠ করিবে । অধ্যায়-মধ্যে বিরত হইলে পুনশ্চ অধ্যায়ের আদি হইতে পঠনীয় । দেবীমাহাত্ম্য অর্ধবোধ পূর্বক পাঠ্য, অন্যথা চণ্ডীপাঠে কোনও ফল হয় না ।

চণ্ডীপাঠক্রম

দেবার্চামগ্নতঃ কৃদ্বা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ।
 গ্রন্থিক শিখিলং কুর্যাদাচকঃ কুরুনন্দন ॥
 অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিষ্বা কবচং পঠেৎ ।
 অপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এব শিবোদিতঃ ॥

অগ্রে দেবীকে অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণপূজা করত পুস্তকগ্রহি ধূলিরা দেবী-
 পুস্তক, অর্গল, কীলক, দেবীকবচ পাঠ করিয়া ঋষিহৃদয়েষতাদি স্মরণ করত

বর্ষট্, হ্রৈ কবচার হ্রৈ, হ্রৌ নেত্রজরার বৌবট্, হ্রঃ করতলপূষ্ঠাভ্যাং কট্ । পরে মূলমন্ত্রে (ও হ্রৌ বাহা) কেশ হইতে পাদাগ্র পর্যন্ত, পুনঃ পাদাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করিবে। এইরূপ পাঁচবার বা সাতবার করিলে ব্যাপকভাস হয়। অতঃপর ধ্যান কর্তব্য।

বধা—“ওঁ বা চণ্ডী মধু-কৈটভাদি-দৈত্যদলনী বা মাতিবোম্মলনী, বা ধৃত্যক্ষণ-চণ্ড-মুণ্ড-মধনী বা রক্তবীজাশনী। শক্তিঃ শুভ্র-নিশুভ্র-দৈত্যদলনী বা সিদ্ধি-লক্ষ্মীধরা, সা দেবী নবকোটিমূর্তিসহিতা মাম্পাদু বিবেচয়ী ॥”
অথবা—

“ওঁ কালাত্রাতাং কটাকৈররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেনুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কুপাণং ত্রিশিখমণি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রীং ।
সিংহদ্বকাদিক্রুড়াং ত্রিভুবনমখিলং ভেজসা পূরয়ন্তীং,
ধ্যারেন্দুর্গাং জরাধ্যাং ত্রিদশপরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিক্রাট্মৈঃ ॥”

অথবা—

“ওঁ মধ্যৈ সূধাকি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণীং ।
পীতাস্বরাং কনকভূষণমাণ্যশোভাম্ দেবীং ভজামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্ ॥”

ইত্যাদি যে কোন একটি ধ্যানে দেবীকে ভাবনা করিয়া মস্তকে ধ্যান-পুষ্পদানান্তে মানসোপচারে পূজা করত বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করিবে। বধা—
স্বয়ামভাগে ভূমিতে ‘হ্র’ লিখিয়া ত্রিকোণ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তত্পরি ত্রিপদিকাস্থাপন, ‘অঃ’ মন্ত্রে অৰ্ঘ্যপাত্র গ্রহণ, ‘অঃ কট্’ মন্ত্রে প্রক্ষালন, মণ্ডলোপরি স্থাপন, বিলোম মাতৃকাবর্ণে (কং লং হং সং ষং ইত্যাদি) ও মূলমন্ত্র বারম্বার পাঠে বিমল জলে অৰ্ঘ্যপাত্রের ত্রিভাগ পূরণ করিয়া শব্দে অষ্টাদ অৰ্ঘ্য “নমঃ” মন্ত্রে স্থাপন করিবে। পরে “এতে গন্ধগুণ্ণে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাঅনে নমঃ” ত্রিপদিকাপূজা, “অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাঅনে নমঃ” শব্দপূজা, “উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাঅনে নমঃ” জলপূজা করিয়া “ওঁ গন্ধে চ’ ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্যমণ্ডল হইতে শব্দজলে তীর্থাবাহন করত ‘হ্র’ মন্ত্রে অবগুষ্ঠন, দেবীর আবাহন, ‘বর্ষট্’ মন্ত্রে গালিনী মূর্তা প্রদর্শন, ‘বৌবট্’ মন্ত্রে জলদর্শন, অজ্ঞানাস মন্ত্রে অগ্নি-ঈশান-নৈরুত-বাহু-অগ্রে অঙ্গ-পূজা, শব্দহজল মধ্য গন্ধগুণ্ণ দ্বারা দেবীপূজা, মন্ত্রমূর্তার শব্দ আচ্ছাদন, “ওঁ হ্রৌ বাহা” মন্ত্র দশধা অথ, ‘কট্’ মন্ত্রে রক্তা, প্রোক্ষণীপাত্রে অৰ্ঘ্যজল নিক্ষেপ,

তদ্বারা পূজাপকরণ ও নিজকে অত্যাশ্রয় পূর্বক পীঠভাস বস্ত্রে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে পুস্তকের উপর বা স্থাপিত বটে কিবা শালগ্রামশিলার দেবীর ‘ওঁ হ্রী’ বাহা এতৎপাশ্চৎ ওঁ নমস্ততিকাঠৈ নমঃ’ মন্ত্রে বধাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্র জপাবসানে পুষ্পাঞ্জলি দান ও গ্রহমন্ত্র মুক্ত করিয়া গ্রহপূজা করত যে কোন পবিত্র আধারে রাখিয়া পাঠ করিবে। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে—

“অথু। চ প্রণবঞ্চাদৌ স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।

অস্তে চ প্রণবং দদ্যাদিত্যবাচাদিপুরুষঃ ॥

ন কার্য্যাসক্তমনসা কার্য্যং স্তোত্রস্ত বাচনম্।

আধারে স্থাপয়িত্বা চ পুস্তকং প্রজপেৎ স্তম্বীঃ ॥

হস্তসংস্থাপনাদেব যশ্যাদন্নফলং ভবেৎ।

স্বয়ং লিখিতং যচ্চ কুতিনা লিখিতং ন যৎ।

অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ ॥”

স্তোত্রপাঠের অগ্রে ‘ওঁ’ ও অস্তে ‘ওঁ’ সন্নিবেশ করিয়া পাঠ করিতে হয়। অত্ৰকার্য্যে মনঃসংযোগ রাখিয়া স্তোত্রপাঠ করিলে পাঠ বিফল হয়। হস্তে রাখিয়া স্তোত্রপাঠ নিষিদ্ধ। স্বহস্তলিখিত, অব্রাহ্মণ-লিখিত ও অজলিখিত চণ্ডী পাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। প্রথমতঃ চণ্ডীগ্রন্থ একটি আধারে রাখিয়া গ্রন্থের উপর চণ্ডীর পূজা করিবে ও ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দেবী-মাহাত্ম্য-প্রকাশক-গ্রন্থায় নমঃ’ বলিয়া গ্রন্থপূজা করিয়া “ওঁ বা কুন্ডেন্দু-তুষার-হারধবলা যা খেত-পদ্মাসনা, যা বীণাবর-দণ্ড-মণ্ডিতভূজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃত্তা। যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর-প্রভৃতিভিদেবৈঃ সদা বন্দিতা, সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা ॥” মন্ত্রে সরস্বতীবন্দনা করত অর্গল, কীলক (দেবীমুক্ত) ও কবচ পাঠান্তে দেবীমাহাত্ম্যের ঋষি, ছন্দ, দেবতাদি পাঠ ও ভাস কর্তব্য। বধা— প্রথমচরিতস্ত ব্রহ্মঋষির্মহাকালী দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো নন্দা (নন্দজা) শস্ত্রী-রক্তদন্তিকা বীজমগ্নিস্তব্ধং মহাকালীপ্রীত্যর্থং অপে বিনিরোগঃ। (শিরসি) ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ মহাকাটিন্য দেবতায়ৈ নমঃ। ন্যাসান্তে মহাকালীর ধ্যান করিবে, বধা—

ডায়রতন্ত্রে—

“দশবক্তা দশভূজা দশপাদাঙ্গনপ্রভা।

বিশালয়া রাজমানা ত্রিশৈলোচনমালয়া ॥

সুরদশনদণ্ডোঢ়া ভীমরূপা ভরবরী ।
 রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাবিরাম্ ॥
 খড়গ-বাণ-গদা-শূল-চক্র-শঙ্খ-ভূষিত্ত্বং ।
 পরিঘং কাম্বুকং শীর্ষং নিশ্চোভজঘিরং দধৌ ॥
 মধুকৈটভরৌষুর্দেহে ধ্যেয়ৈবা তামসী শিবা ॥”

মধ্যমচরিতস্ত বিষ্ণুর্বিমহালক্ষ্মী দেবতা উষ্ণিহেচ্ছন্দঃ শাক্তরী শক্তি-
 হুর্গাবীজং বায়ুস্তব্ধং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ । (শিরসি) ও বিষ্ণবে
 ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ও উষ্ণিহেচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ও মহালক্ষ্মী দেবতার
 নমঃ । ধ্যান যথা—

ভামরতন্ত্রে—

“স্বেতাননা নীলভূজা সূত্রেস্তম্ভনমণ্ডলা ।
 রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোককম্বদা ॥
 চিত্রাঙ্কলেপনা কান্তা রূপসৌভাগ্যশালিনী ।
 অষ্টাদশভূজা পূজ্যা সা সহস্রভূজা রণে ॥
 আয়ুধান্ত্র রক্ষাস্ত দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ।
 অক্ষমালাধা মুবলং বাণাসি-কুলিশং গদাম্ ।
 চক্রং ত্রিশূলং পরশু শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকম্ ॥
 শক্তির্দণ্ডচর্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ ।
 অলঙ্কৃতভূজা এতৈরাযুধৈঃ পরমেশ্বরী ॥
 স্মর্তব্যা স্ততিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দিনী ।
 ইত্যেবা রাজসী মূর্তিঃ সর্বদেবময়ী মতা ॥
 যাং ধ্যান্বা মানবো নিত্যং লভেতেঙ্গিতমাত্মনঃ ॥”

উত্তরচরিতস্ত রুদ্রঋষিঃ সরস্বতী দেবতা অমৃতপ্, হনঃ (ত্রিষ্টুপ্, হনঃ)
 ভীমা শক্তিব্রাহ্মণী বীজং সূর্যাস্তব্ধং সরস্বতীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ।
 (শিরসি) ও রুদ্রার ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ও অমৃতপ্ হনসে নমঃ, (হৃদয়ে)
 ও সরস্বতী দেবতার নমঃ । ধ্যান যথা—

কাত্যায়নীতন্ত্রে—

“গৌরীদেহাং সমুদ্ভূতা বা সর্বেকগুণাধরা ।
 সাক্ষাং সরস্বতী প্রোক্তা শুভাসুরনিবহিণী ॥

ও ব্যাগার নমঃ, ও নমঃ চিত্রিকাটের নমঃ, বহু নমঃ করিয়া বিরোক্ত নবাকর
মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ পূর্বক ও মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যাদি পাঠ আরম্ভ করিবে।
অন্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ও ইত্যন্ত শ্লোকটি বারম্বার পড়িবার বিধি আছে। চণ্ডী-
পাঠান্তে দেবাধ্যান করত পুনঃ প্রাণারাম, করাদভ্যাস করত কমা প্রার্থনা
পূর্বক “ও ঐং হ্রীং ক্লীং হ্রীং ক্লীং নমঃ” মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিবে।
এ বিষয়ে তন্ত্রোক্ত প্রমাণ বধা—“সমাপ্তৌ তু মহানন্দ্রীং ধ্যায়া কৃদ্বা
বড়লকম্।” মতান্তরে—“অপেনষ্টপতং মূলং দেবতারৈ নিবেদয়েৎ।” পরে
দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য।

চণ্ডীমন্ত্র—প্রথমতঃ ষট্‌কোণ, তদ্বহিঃ অষ্টদলপদ্ম, তদ্বহিঃ ত্রিকোণ, তদ্বহিঃ
পঞ্চবিংশতি পত্র অঙ্কন করিবে।

যজ্ঞে দেবীর পূজা।—যজ্ঞে অঙ্কিত ত্রিকোণমধ্যে মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা
করিবে। পূর্বে সাবিজীর সহিত ব্রহ্মা, নৈঋতে লক্ষ্মী ও বিষ্ণু, বায়ুকোণে উমা
ও শিব, উত্তরে এবং দক্ষিণে সিংহ ও মহিষ, ষট্‌কোণের মধ্যে পূর্বাদিক্রমে
নন্দজা, রক্তদন্তিকা, শাকম্বরী, ছর্গী, ভীমা, ব্রাহ্মরী। অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে
ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা।
পঞ্চবিংশতি পত্রে বিষ্ণুমায়ী, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা,
ক্রান্তি, জাতি, লজ্জা, শাস্তি, প্রহা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পরা, বৃত্তি, ক্রতি,
স্বতি, দয়া, ভূষ্টি, পুষ্টি, মাতৃ, ব্রাহ্মি। বহির্ভাগে গৃহকোণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল,
বটুক, বোগিনীগণ ও ইন্দ্রাদি লোকপালের পূজা করিবে। এইরূপে পূজা
করিয়া উক্ত নবাকর মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। (মন্ত্র-মহোদধি তন্ত্র)

ভুলসীদান-বিধি

নিত্যক্রিয়াতে সূর্য্যার্চাদানাদি করিয়া স্বস্তিবাচনাদিপূর্বক সঙ্কল্প
করিবে। স্বস্তিবাচন বধা—“ও কর্তব্যোহস্মিন্ ইরংসংখ্যক-সচন্দনভুলসীপত্র-
(দান) করণক-শ্রীহরিপূজন-কর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্ত।” এবং
স্বস্তি, স্বস্তিবাচন কর্তব্য। সঙ্কল্পবাক্য বধা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুক
মানি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-
গোত্রন্ত শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো জীবদেতৎভুলশরীরাবিরোধেন সর্বাগচ্ছান্তি-
পূর্বক-স্বস্তিহুং পরামুকরোগপ্রশমনকাম ও নমস্তে বহুগার বিবদে

পরমাত্মনে বাহেতিমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতসংখ্যাকৈককশঃ সচন্দনতুলসীপত্র
(দান) করণকহরিপূজনকর্মাহং করিষ্যামি ।” পরে সচন্দনতুলসীপত্র পাঠান্তে
বধাবিধি সামান্তার্থাদি মাতৃকাক্রান্তাস্ত কার্য করিয়া ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণায়াম
পূর্বক পীঠস্তাস কর্তব্য। বধা—আধারশক্তি হইতে জ্ঞানাত্মপর্যন্ত স্তাস
করিয়া হৃৎগণ্ডের কেন্দ্রে ‘ওঁ বিমলাটের নমঃ এবং উৎকর্ষিণ্য, জ্ঞানার, জিন্নার,
যোগার, ঐশ্ব্য, সত্যার, ঈশানার, মধ্য অমুগ্রহার, তদুপরি
ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবার সর্বাঙ্গসংযোগ-যোগগঙ্গ-
পীঠাত্মনে নমঃ’ মন্ত্রে স্তাস কর্তব্য। করাক্রান্ত বধা—আং অমৃষ্ঠাত্যাং নমঃ,
ঐং উর্জনীত্য্যং বাহা, উং মধ্যমাত্যাং ববট্, ঐং অনামিকাত্যাং হুং, ওঁ
কনিষ্ঠাত্যাং বৌবট্, অঃ করতলপৃষ্ঠাত্যাং অঙ্গার ফট্। অঙ্গস্তাস—আং
হৃদয়ার নমঃ, ঐং শিরসে বাহা, উং শিখার ববট্, ঐং কবচার হুং, ওঁ
নেত্রজয়ার বৌবট্, অঃ অঙ্গার ফট্। ব্যাপকস্তাস—‘ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-
কুণ্ডল-শঙ্খ-চক্র-গদাশোভনস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাক্রিতবক্রঃস্থল শ্রীভূমি-সহিত-
স্বাভ্যাজ্যোতির্ধরদীপ্তকরার সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ’, মন্ত্রে কেন্দ্রে হইতে
পাদাগ্র পর্যন্ত পাঁচবার বা সাতবার স্পর্শ করিবে। পবে ‘ওঁ ধোয়ঃ সদা
সবিত্’ ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ স্থাপন পূর্বক পীঠপূজা করত
পুনর্ধ্যান করিয়া বধাশক্তি উপচারে ‘ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদঃ’ ‘এতৎপাদং
ওঁ করয়ে নমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে নির্জল সবস্ত অকীটদষ্ট তুলসীপত্র চন্দনামূলিগু করিয়া (মতান্তরে
ভিলসমস্থিত) অর্চনা করিবে, বধা—“ওঁ এতেভ্যঃ সচন্দন-ইয়ৎ-সংখ্যক-তুলসী-
পত্রেভ্যো নমঃ” তিনবার প্রোক্ষণ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবার ওঁ
ত্রিবিধবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানার ওঁ হরয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ এতেভ্যঃ সচন্দনতুলসীপত্রেভ্যো নমঃ ।” মন্ত্রে অর্চনা কর্তব্য। পরে একটি
তুলসীপত্র লইয়া তিনবার নারায়ণ প্রদক্ষিণ করাইয়া ‘এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং
ওঁ নমস্তে বহুরূপার বিষ্ণবে পরমাত্মনে বাহা’ মন্ত্রে বধোৎপন্নভাবে (বে
ভাবে বৃক্ষে জন্মিয়াছে—চিৎভাবে) নারায়ণের উপর দিয়া স্তুতিপাঠ করিবে।
বধা—“ওঁ ধোয়ঃ সদা পরিভবয়মভীষ্টদোহং, তীর্থান্পদং শিব-বিরিক্খিতং
শরণ্যম্। ভূত্যাগ্নিহং প্রণতগান ভবাক্রিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণার-
বিন্দম্ ॥ ত্যক্তা সুহৃদ্যজ-সুরেন্দ্রিত-রাজ্যলক্ষ্যং, ধর্মিষ্ঠ আর্ধ্যবচসা বদগাদর-
ণ্যম্। মারামৃগং দরিত্রেন্দ্রিতমম্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

ও ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদা বিজয়বর্ধনঃ । শান্তিঃ কুরু পদাপাণে
নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥” কেহ কেহ নিম্নোক্ত অনবস্তব পাঠও করিয়া
থাকেন । বধা—“ও অনবঃ বামনঃ শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ।
বাসুদেবঃ হৃষীকেশঃ মাধবঃ মধুসূদনম্ । বরাহঃ পুণ্ডরীকাকঃ নৃসিংহঃ
দৈত্যসূদনম্ । দামোদরঃ পদ্মনাভঃ কেশবঃ গরুড়ধ্বজম্ । গোবিন্দমহাত্মং কৃষ্ণ-
মনস্তমপরাধিতম্ । অবোধকজঃ জগদ্বীজঃ সর্গহিত্যস্তকারিণম্ । অনাদিনিধনঃ
বিষ্ণুঃ ত্রিলোকেশঃ ত্রিবিক্রমম্ । নারায়ণঃ চতুর্কীহঃ শম্ব-চক্র-পদাধরম্ ।
পীতাম্বরধবঃ দেবঃ বনমালাবিভূষিতম্ । শ্রীবৎসাকঃ জগৎসেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ
শ্রীধরঃ হরিম্ । প্রপঞ্চেহং সদা দেবঃ সর্বকামপ্রসিকরে ।” এইরূপ শুভ-
পাঠান্তে বন্দনা করিবে । ‘প্রণমামি সদা দেবঃ বাসুদেবঃ জগৎগতিম্ ।
নামান্তেতানি সঙ্কীৰ্ত্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েন্নরঃ । জাহি মাং সর্বলোকেশ হরে
সংসারসাগরাৎ । জাহি মাং সর্বপাপহৃৎ দুঃখ-শোকার্ণবাৎ প্রভো । সর্ব-
লোকেশ্বর জাহি পতিতঃ মাং ভবার্ণবে । দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসার-
সাগরাৎ । জাহি মাং সর্বদুঃখহর রোগ-শোকার্ণবাকরে । দুর্গতাংত্রায়সে বিষ্ণো
যে শ্রবন্তি স কুৎ স কুৎ । সোহং দেবাতিদুর্কৃতজাহি মাং শোক-
সাগরাৎ । পুঙ্করাক্ষ নিমগ্নোহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে । জাহি মাং দেব-
দেবেশ ত্বন্তো নাত্তোহস্তি রক্ষিতা ॥” এই মন্ত্রে শুভ করিয়া ‘ও নমো ব্রহ্মণ্য-
দেবার’ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম পূর্বক নারায়ণগাত্ৰ হইতে নির্মাল্য অপসারণ
করত উক্ত প্রণালীতে অপর তুলসীগাত্ৰ এক একটি করিয়া দান করিবে ।
অক্ষয় হইলে সর্বশেষে শুভপাঠ করিতে পারা যায় । কার্য্যশেষে দক্ষিণাদান,
অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশান্তি প্রভৃতি করিয়া শান্তি দিবে ।

মধুসূদন নাম-স্তব

নিত্যক্রিয়াস্তে স্বস্তিবাচন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে । স্বস্তিবাচন বধা—
“ও কর্তব্যেহস্মিন্ ইয়ৎসংখ্যক-(লক্ষসংখ্যক বা অযুতসংখ্যক) মধুসূদনেতি-
নামজপকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্ম” ইত্যাদি । সঙ্কল্পবাক্য বধা—
“অন্তেষ্ট্যাদি অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো গোচর-বিলম্বাদিহ-বিক্রদামুক-
গ্রহ-সংস্ফুটিত-সংস্ফুট্যমান-সংস্ফুট্রিষ্যমাণ-দোষোপশমনকামো জীববদেতৎসুল-
লসীরাবিরোধেন সর্বাগচ্ছান্তিপূর্বক-কটিভূৎপন্ন অমুক-রোগ-প্রশমনকামো বা

ইরংসংখ্যক-মধুসূদনেতি-নামজপকর্মাহং করিষ্যামি।” পরে প্রথমখণ্ডোক্ত পূজাবিধি অনুসারে সামান্তার্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম করিয়া ত্রাসপ্রকরণোক্ত বৈকবস্তাস (কেশবকীর্ত্যাদি) করত ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণারামজয়, করাজস্তাস, প্রভৃতি করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—“ওঁ বিষ্ণুঃ শারদচন্দ্রকোটিসদৃশঃ শঙ্খঃ রথাজং গদামস্তোজং দধতং সিতাঅনিলয়ং কাস্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাজদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিং ক্ষুরংকঙ্কণম্, ত্রিবংসাকমুদার-কৌস্তভধরং বন্দে মুনৌটৈঃ স্তবম্।” মন্ত্রে ধ্যান করিয়া (তুলসীদানবিধিযুক্ত) বিশেষার্থাদি অস্ত্রে পুনর্দ্যান ও যথা-শক্তি উপচারে ‘এতৎপাঠ্যং ওঁ মধুসূদনার নমঃ’ বা ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবার নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্বোক্ত স্তব ও কবচ পাঠ করত মন্ত্র জপ করিবে।

অপের আদিতে ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণারামজয়, করাজস্তাস ও ‘ওঁ’-পুটিত মন্ত্র সাত-বার জপ পূর্বক ছিন্নমূত্র-মুক্তামান্যবিগলিত মুক্তাশ্রেণীর ত্রাস এক একটি করিয়া অক্ষত অঞ্চ অবিবলস্থিতভাবে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ভগবৎস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে ‘মধুসূদন’ ‘মধুসূদন’ বলিয়া জপ করিবে। বাম হস্তে ১৭ত জপসংখ্যা পূর্ণ হইলে ধাতু তির অস্ত্র বীজ (কলাই প্রভৃতি) দ্বারা সংখ্যা রাখিবে। অপান্তে পুনশ্চ ‘ওঁ’-পুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া কুশ-পুষ্প-জল গোযানিমুদ্রার লইয়া “ওঁ গুহ্যতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্বংকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব স্বংপ্রসাদাজ্জনর্দিন।” বলিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে পুনশ্চ প্রাণারামজয়, করাজস্তাস করত প্রণাম করিয়া পূর্বোক্ত স্তব পাঠ করিয়া দক্ষিণাঙ্গানাদি করিবে।

দুর্গানাম জপ

মধুসূদননাম-অপের প্রণালী অনুসারে সকল কর্তব্য। বিশেষ—ধ্যান ও ত্রাসমন্ত্রাদি যত্ন। ‘হ্রীং’ মন্ত্রে প্রাণারাম, ‘হ্রাং ওঁ হ্রীং দ্’ দুর্গাটৈ অজুষ্ঠাত্যাং নমঃ’ ইত্যাদিরূপে করাজস্তাস করিয়া ‘ওঁ অটাজুট-সমাবুস্তামর্জেন্দ্রকৃতশেখরাম্’ ইত্যাদি (ধ্যানপ্রকরণ দেখ), অথবা ‘কালাত্রাতাং কটাকৈঃ’ ইত্যাদি, কিংবা ‘ওঁ সিংহহা শশিধেয়া মরকতপ্রেক্ষা-চতুর্ভির্ভুটৈঃ, শঙ্খঃ চক্র-ধনুঃ-শরাংশ্চ দধতী নৈঐশ্রিতিঃ শোভিতা। আমুক্তাজদ-হার-কঙ্কণ-রত্ন-কাঞ্চীকণরূপূরা দুর্গা দুর্গতিহারিণী তবতু বো

স্বোদয়সংকুলে ॥” মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্থা স্থাপন করত আধার-
শক্তাদি পীঠপূজা করিয়া পীঠশক্তিপূজা করিবে, যথা—আং প্রভাটৈ, ঐং
মারাতৈ, উং জরাতৈ, এং সূক্ষ্মাতৈ, ঐং বিত্ত্বাতৈ, ওং নন্দিতৈ, ঐং সূত্রাতৈ,
অং বিজ্ঞাতৈ, (মধ্যে) অং সর্বসিদ্ধিহাতৈ, তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রাধার
মহাসিংহায় হুং কট্ নমঃ ॥ পরে পুনর্ধ্যান করত ‘ওঁ হ্রীং দ্রুং দুর্গাতৈ নমঃ এতৎ-
পাশ্চৎ হ্রীং দুর্গাতৈ নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিবে। মতান্তরে অন্নদুর্গার ধ্যান
‘ওঁ কালাত্রাভাঃ কটাক্ষররিকুলভরদাঃ মৌলিবন্ধেন্দুরেখাম্’ ইত্যাদি
করিয়া “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা এতৎপাশ্চৎ হ্রীং দুর্গাতৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা
কর্তব্য। ইহার করাজ্ঞাস স্বতন্ত্র। যথা—ওঁ দুর্গে অমুষ্ঠাত্যাং নমঃ, দুর্গে
তর্জনীত্যাং স্বাহা, দুর্গাতৈ মধ্যমাত্যাং ববট্, তূতরক্ষণি অনামিকাত্যাং
হুঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতল-
পৃষ্ঠাত্যাং কট্। ওঁ দুর্গে হৃদরায় নমঃ ইত্যাদি।

ঋতাদিষ্ঠাস যথা—অস্ত মস্ত্রস্ত নারদঋষিগারভ্রীচ্ছন্দঃ ত্রীদুর্গা দেবতা সর্বা-
পরিবারণে বিনিরোগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গারভ্রীচ্ছন্দসে নমঃ,
হৃদি ওঁ দুর্গাতৈ দেবতাতৈ নমঃ।

পূর্বোক্ত যে কোনও ধ্যানে ও মন্ত্রে পূজা করিয়া আবরণদেবতাপূজা
করিবে, যথা—প্রথমতঃ বড়জপূজা করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জং জরাতৈ নমঃ,
এবং বিং বিজ্ঞাতৈ, কীং কীটৈষ্ঠা, গ্রীং গ্রীতৈষ্ঠা, প্রং প্রভাতৈ, প্রং প্রকাতৈ, প্রং
প্রতৈষ্ঠা, মং মেধাতৈ। শঙ্খার, চক্রার, গদাতৈ, খড়্গার, পাশার, অঙ্কুশার,
চাপার, শরার। তদ্বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তদ্বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র-
পূজা করিবে। পূজান্তে মধুসূদন-নাম-জপপ্রণালীতে ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ এইরূপে
জপ করিয়া জপসমর্পণ করিবে, যথা—“ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী স্বং গৃহাণান্নং-
কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি স্বংপ্রসাদান্নহেৎসরি।” ‘সর্বমঙ্গলমঙ্গলো’
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিবে।

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।

সর্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥

মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।

বিশেষধরীং বিশ্বমাতাং চতিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥

সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বলোকভয়াপহাম্।

অশেষ-বিভূসমিতাং প্রণমামি সদা উষাম্ ॥

বিক্রাস্তাং বিক্রানিলরাং দিব্যহাননিবাসিনীম্ ।
 ষোগিনীং ষোগমারাঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥
 দৈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্ ।
 প্রণতোহস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্ ॥
 য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্যপি যো নরঃ ।
 স মুক্তঃ সৰ্বপাপৈস্ত মোদতে দুর্গয়া সহ ॥
 ইতি কুজিকাতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্ । ওঁ তৎসৎ ।

পরে প্রার্থনা করিবে ।

ওঁ মহিষস্রি মহামারে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি ।
 আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্তু তে ॥
 ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ সুরেশ্বরি ।
 দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং সদা ॥

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মন্ত্রজপমাতেই যথেষ্ট কবচ পাঠ করা আবশ্যক, অন্যথা জপ বিফল হয় । (কবচ স্তব-কবচপ্রকরণে দ্রষ্টব্য) । “কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা” এই বচন বশতঃ সঙ্কলিত জপসংখ্যার চতুর্গুণ জপ করা অবশ্য কর্তব্য । অন্যথা জপ নিফল হয় ।

শিবপূজা

প্রথম খণ্ডে নিত্যপূজাপ্রকরণোক্ত শিবপূজার লিখিত বিধিতে শিবপূজা করিবে, কেবল সঙ্কল্পাদি বিশেষ কার্য সমুদয় লিখিত হইল । কামনাভেদে পার্শ্ব শিবলিঙ্গসংখ্যা বিভিন্ন যথা—

বীরমিত্রোদয়ে—সংখ্যা পার্শ্বলিঙ্গস্ত বথাকামং নিগন্ততে ।

মুল্লিঙ্গং পার্শ্বিং নাম ভুক্তি-মুক্তিকরং পরম্ ।

দেশকালাদিকং জাহ্না কুর্যাৎ লিঙ্গং ফলপ্রদম্ ॥

ন করোতি যদাহজাহ্না ন কার্যং তস্ত সিধ্যতি ।

বিজ্ঞার্থী সার্কসাহস্রং ধনার্থী চ তদর্দ্ধকম্ ॥

পুত্রার্থী সার্কসাহস্রং কন্যার্থী চ শততরম্ ।

বিঘ্নান্ লিঙ্গাবৃত্তং কুর্যাৎ সৰ্বপাপহরং পরম্ ॥

রাজ্যার্থী শতসাহস্রং কান্তার্থী শতগুণকম্ ।

মোক্ষার্থী কোটিগুণিতং কৃতিকামঃ সহস্রকম্ ॥

রূপার্থী ত্রিসহস্রতঃ তীর্থার্থী বিসহস্রকম্ ।
 সূর্য্যকামঃ সহস্রতঃ বস্ত্রার্থে শতমষ্টকম্ ॥
 মারণার্থে সপ্তশতঃ মোহনার্থে শতাষ্টকম্ ।
 উচ্চাটনবশষ্টৈব সহস্রতঃ যথোক্ততঃ ॥
 শুভ্রনে চ সহস্রতঃ দারণে চ তদধিকম্ ।
 মহারাজতয়ে পঞ্চশতকাপদি সঙ্কটে ॥
 সহস্রমযুতং সর্বকামদং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 একং পাপহরং প্রোক্তং ত্রিলিঙ্গার্থসিদ্ধিদম্ ।
 ত্রিলিঙ্গং সর্বকামানাং কারণং পরমীরিতম্ ॥
 তথা—লিঙ্গানামযুতং কৃত্বা পূজা রাজতরং হরেৎ ।
 সহস্রাণি ৫ লিঙ্গানাং নিগড়ান্মোচয়েদ্বৈশ্বম্ ॥
 কারাগৃহনিমুক্তার্থমযুতং কারয়েদ্বুধঃ ।
 ডাকিষ্ঠাদিতরে পঞ্চসহস্রং কারয়েত্তথা ॥
 সহস্রাণাঞ্চ পঞ্চাশদপুস্তো হি প্রকারয়েৎ ।

শিবধর্মে—সহস্রধর্চয়েল্লিঙ্গং নিরয়ং স ন গচ্ছতি ।

কল্পলোকমবাপ্নোতি ভূক্কা ভোগানমুত্তমান্ ॥

নন্দিপুরাণে—আয়ুর্মান্ বলবান্ শ্রীমান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সুখী ।

বরমিষ্টং লভেত্লিঙ্গং পার্শ্বিৎ যঃ সমর্চয়েৎ ॥

পার্শ্বিৎ শিবলিঙ্গ পূজা করিলে আয়ু, বল, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, ধন, সুখ ও অভীষ্ট-
সিদ্ধি হয় ।

একটি শিবপূজার পাপ নাশ করে, দুইটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে কার্য্য-
সিদ্ধি হয়, তিনটি শিবলিঙ্গপূজার সর্ববিধ অভীষ্টসিদ্ধি হয় । কলিতে
তুর্গণ পূজা বিধেয়, এই মতানুসারে ১টি স্থানে ৪টি, ২টি স্থানে ৮টি ও তিনটি
স্থানে ১২টি শিবপূজা কর্তব্য । বীরমিত্রোদয়ে কথিত আছে, দেশকালানুসারে
লিঙ্গপূজা ফলপ্রদ হইয়া থাকে । শিবলিঙ্গপূজার ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক
লুভি উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় । বিজ্ঞাকামনার লক্ষ, অতুল ধনকামনার
পার্কিসহস্র, কৃত্যাকামনার শতাব্দ, সর্বপাপহরণকামনার দশ সহস্র, রাজ্য-
কামনার লক্ষ, শ্রীকামনার পঞ্চশত, মোক্ষার্থে কোটি, ঐশ্বর্য্যার্থে সহস্র,
লিপকামনার ত্রিসহস্র, তীর্থফললাভেচ্ছার দুই সহস্র, বন্ধুকামনার সহস্র,
আগ্নীহুকামনার অষ্টোত্তরশত, শত্রুমোহনে অষ্টশত, উচ্চাটনে সহস্র, শুভ্রনে

ঈশানার নমঃ, মুখে ও নঃ তৎপুরুষার নমঃ, হৃদয়ে যঃ অধোয়ার নমঃ, পাদ-
 ধরে শিং সন্তোজাতার নমঃ, শুভে বাঃ বামদেবার নমঃ, মস্তকে যঃ ঈশানার
 নমঃ। শিবলিঙ্গের পূর্বমুখে ও নঃ তৎপুরুষার নমঃ, দক্ষিণমুখে যঃ
 অধোয়ার নমঃ, পশ্চিমমুখে শিং সন্তোজাতার নমঃ, উত্তরমুখে বাঃ বামদেবার
 নমঃ, মধ্যমুখে যঃ ঈশানার নমঃ।” করন্যাস—“ও অকুষ্ঠাত্যাং নমঃ, যঃ তর্জ-
 নীত্যাং স্বাহা, যঃ মধ্যমাত্যাং ববট্, শিং অনাবিকাত্যাং হং, বাঃ নেত্রজয়ার
 বৌবট্, যঃ করতলপৃষ্ঠাত্যাং কট্।” অঙ্গন্যাস—“ও হৃদয়ার নমঃ, নঃ শিরসে
 স্বাহা, যঃ শিখাটের ববট্, শিং কবচায় হং, বাঃ নেত্রজয়ার বৌবট্, যঃ করতল-
 পৃষ্ঠাত্যাং কট্।” গোলকন্যাস—(হৃদি) ও নমঃ, (মুখে) নঃ নমঃ,
 (কক্‌ধরে) যঃ নমঃ শিং নমঃ, (উরুধরে) বাঃ নমঃ যঃ নমঃ (কণ্ঠে)
 ও নমঃ, (নাভী) যঃ নমঃ, (পার্শ্বধরে) যঃ নমঃ শিং নমঃ, (পৃষ্ঠে) বাঃ
 নমঃ, (হৃদি) যঃ নমঃ, (মস্তকে) ও নমঃ, (মুখে) নঃ নমঃ। এবং কর-
 সক্তি ও অগ্রে, পাদসক্তি ও অগ্রে, শিরোবদন-হৃদয়-কৃষ্ণি-উরু-পাদধরে, হৃদয়ে
 মুখে টঙ্ক-মৃগ-অভয়-বর-মুদ্রার, মুখ-কক্‌-হৃদয়-পাদ-উরু-অঁঠরে বডকর মন্ত্রন্যাস
 করিয়া পুনশ্চ শিরসি ও নঃ তৎপুরুষার নমঃ, ললাটে যঃ অধোয়ার নমঃ,
 উদরে শিং সন্তোজাতার নমঃ, কক্‌ বাঃ বামদেবার নমঃ, হৃদয়ে যঃ ঈশানার
 নমঃ। ব্যাপকন্যাস—“ও নমোহস্ত স্বাগুভূতার জ্যোতির্লিঙ্গামৃতায়নে।
 চতুর্মূর্তি-বপুঃস্বাসিতাকার শম্ভবে।” মন্ত্রে কেশ হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ
 পাদাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে, এইরূপ পাঁচ বা সাতবার করিতে
 হয়। ও হরার নমঃ (মুক্তিকাগ্রহণ), ও মহেশ্বরের নমঃ (লিঙ্গগঠন), ও শূল-
 পাণে ইহ স্মৃতিষ্ঠিতো ভব (সংস্থাপন), ‘ও ধ্যায়েরিত্যঃ মহেশম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে
 ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া শিবপীঠন্যাসোক্ত
 পীঠপূজান্তে পুনর্ধ্যান আবাহনাদি পূর্বক বধাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া
 অষ্টমূর্তিপূজা প্রভৃতি করিবে (প্রথম ধণ্ডে শিব পূজা দেখ)। তাত্ত্বিক শিব-
 পূজার পুষ্পদানানন্তর মস্তক, হৃদয়, শুভ্র, পাদ ও সর্বাঙ্গ উদ্দেশে পঞ্চ পুষ্পাজলি
 দান করিয়া আবরণপূজা করিতে হয়, বধা—“ভগবন্ শিব আবরণন্তে পূজয়ামি”
 মন্ত্রে অকুজা লইয়া ঈশানকোণে ও ঈশানার নমঃ, পূর্বে ও তৎপুরুষার নমঃ,
 দক্ষিণে ও অধোয়ার নমঃ, উত্তরে ও বামদেবার নমঃ, পশ্চিমে ও সন্তোজাতার
 নমঃ। ঈশানাদি কোণে নিবৃষ্ট্য নমঃ, প্রতিষ্ঠাটের, বিষ্ঠাটের, শাট্য। অষ্ট
 পদে অমল্যার, স্কন্ধার, শিবোত্তমার, একনেত্রার, একরুম্মার, ত্রিমূর্তির,

শ্রীকণ্ঠার, শিখণ্ডিনে । তদ্বাৎ উত্তরাদিক্রমে বামাবর্তে ও উমার, চণ্ডেশ্বরার, নন্দিনে, মহাবলার, গণেশার, বৃষার, ভৃঙ্গরীটার, কলার । অগ্ন্যাদিকোণে ও হৃদয়ার নমঃ, নং শিরসে বাহা, মং শিখার বমট, শিং কবচার হং, বাং নেত্রজয়ার বোবট, মধ্যে যং অস্ত্রার কট । পূর্বাদিক্রমে ইজাদিশদিক্‌গাল ও বজ্রাদি অস্ত্রপূজা করিয়া ধূপদানাদি অবশিষ্ট কার্য করিবে । সকল শিব-পূজায়ই অস্ত্রে শুভ-কবচপাঠ কর্তব্য ।

মৃত্যুঞ্জয়-শিব-শান্তি

মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে—“মৃত্যুঞ্জয়ঃ সমাপূজ্য লিঙ্গং ত্রিত্বেনেখরম্ ।

রোগার্ভো মূচ্যতে রোগাদ্বক্ষো মূচ্যত বন্ধনাৎ ॥

বস্ত সম্পূজয়েদ্তক্ত্যা লিঙ্গং মৃত্যুঞ্জয়াতিথম্ ।

যমোহপি প্রণমেদ্তক্ত্যা কিং করিষ্যতি চামরঃ ॥”

মৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজা করিলে দুঃসাধ্য রোগগ্রস্ত ও রোগ হইতে মুক্ত হয় । যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহার কাছে বম ও অগ্রসর হয় না, রোগ ত দূরের কথা ।

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াস্তে দুইবার আচমন ও স্নানার্থ্যদানাদি করিয়া শ্রুতিবাচন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে । বাক্য যথা—“ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে তাংসরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা (পুরোহিতের নাম-গোত্র উচ্চার্য) অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুক-দেবশর্মনো ঋতিতুংপন্নামুকরোগগ্রশমনকামো মৃত্যুঞ্জয়শিবপূজাকর্মাং করি-ষ্যামি ।” স্তোত্রপাঠান্তে অশীতিতোলক তীর্থমৃত্তিকা (কীট-কেশ-অস্থ্যাদিশূন্য) ‘ওঁ হরায় নমঃ’ মন্ত্রে লইয়া ‘ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ’ মন্ত্রে গঠন করিবে । পরে মৃত্তিকাক্রিত করত কাংশুপাত্রে স্থাপন করিতে হয় । প্রত্যেক আট তোলা পঞ্চগব্য শোধিত করিয়া তাহা দ্বারা শিবলিঙ্গ স্থাপন করাইবে । তৎপরে সামান্তার্থ্য করিয়া দ্বারপূজা করিবে, যথা—পূর্বাদিক্রমে দ্বারে ‘ওঁ নন্দিনে নমঃ এবং মহাকালার, গণেশার, ভূমিনে, বৃষতার, কলার, পার্বতীশার, চণ্ডেশ্বরার’ মন্ত্রে পূজান্তে বিরাগসারণ, মাঘতক্তবলি দ্বারা ভূতাপসারণ, আগ্ন-তক্তি, (তান্ত্রিক) পুষ্পতক্তি, ত্রিভুজতক্তি করিয়া গুরুপঙ্ক্তি-নমস্কারান্তে করতক্তি

করিবে। যথা—‘স্রী’ মন্ত্রে গন্ধাক্ত পুষ্প গ্রহণ, ‘ঐ’ মন্ত্রে মার্জিত, ‘হঃ’ মন্ত্রে কটু মন্ত্রে দৈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

পরে দিগ্‌বন্ধন, ভূতওকি, আশ্রয়প্রতিষ্ঠা, মাতৃকাস্তাস প্রভৃতি করিয়া ‘ওঁ জুং সঃ’ মন্ত্রে প্রাণারামাস্তে চন্দ্রমৌলিস্তাস করিবে। যথা—মাতৃকাস্তাসস্থানে ‘অং ত্রিকর্ষ-পূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ।’ নমঃ সর্বত্র, ‘আং অনন্ত-বিরজাভ্যাং’ ইত্যাদি (প্রথমথণ্ডে স্তাসপ্রকরণ দেখ)। পরে পীঠস্তাস ও পীঠশক্তিস্তাস করিবে, যথা—হৃদয়ে ‘ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।’ এবং ‘প্রকটৈত্য, কুম্ভায়, অনন্তায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিৰত্নপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকাতৈ, রত্নসিংহাসনায়’ (দক্ষিণদিকে) ‘ওঁ ধর্মায় নমঃ,’ (বামদিকে) ‘জ্ঞানায়,’ (বাম-উরুতে) ‘বৈরাগ্যায়,’ (দক্ষিণ উরুতে) ‘ঐশ্বর্যায়,’ (মুখে) ‘অধর্মায়,’ (বামপার্শ্বে) ‘অজ্ঞানায়,’ (নাভিতে) ‘অবৈরাগ্যায়,’ (দক্ষিণপার্শ্বে) ‘অনৈশ্বর্যায় নমঃ,’ (হৃদয়ে) ‘অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে,’ উং সৌম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে, মং বহুমণ্ডলায় দশকলাস্থানে, সং সঙ্ঘায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আয়নে, অং অন্তরায়নে, পং পরমায়নে, হ্রৌ জ্ঞানায়নে।’ (হৃৎপদ্ম অষ্টকেশরে) ‘ওঁ বামাতৈ, জ্যেষ্ঠাতৈ, রৌদ্র্যে, অধিকাতৈ, কাট্যে, কল-বিকরণ্যে, বলবিকরণ্যে, বলপ্রমথন্যে, (মধ্যে) মনোমথন্যে, (তত্পরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাশক্তিযুক্তায়ানন্তায় বোগপদ্মপীঠায়নে নমঃ।’ ঋষ্যাদি-স্তাস যথা—“অস্ত মৃত্যুঞ্জয়মস্ত্রস্ত কহোলখবির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ত্রীমৃত্যুঞ্জরো দেবতা মৃত্যুনিবারণার্থে মহারোগপ্রশমনার্থে বা বিনিরোগঃ। (মস্তকে) ওঁ কহো-লায় ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ মৃত্যুঞ্জরায় দেবতাতৈ নমঃ” মন্ত্রে যথোক্ত স্থান স্পর্শ করিবে। করাস্তাস—“স্রাং অকুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, স্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, স্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, সৈং অনামিকাভ্যাং হুং, সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।” এইরূপ হৃদয়াদিতেও স্তাস করিবে। যথা—“স্রাং হৃদয়ায় নমঃ, স্রীং শিরসে স্বাহা, স্রুং শিখাতৈ বষট্, সৈং কবচার হুং, সৌং নেত্রজয়্যায় বৌষট্, সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।” পরে ‘ওঁ জুং সঃ’ মন্ত্রে ব্যাপকস্তাস করিয়া কুম্ভমুদ্রাযোগে পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—“ওঁ চন্দ্রার্কায়িবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মবাসন্তঃস্থিতম্, মুদ্রা-পাশ-মৃগাক্ষমূত্র-বিলসৎ-পাণিঃ হিমাংগপ্রভম্। কোটীরেন্দুগলংসুধাপ্লুততত্বং হারাদিভূষোজ্জলং, কাস্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জরং ভাবয়েৎ॥”

ধ্যানান্তে বামসোপচারে পূজা, বিশেষার্থ্যধর স্বাগন, পীঠপূজা,

পুনর্দান ও আবাহনাদি করিয়া যথাসক্তি উপচারে পূজা করিবে।
 যথ—“ওঁ জং সঃ এতদ্রজতাসনং বৃত্যজরায় শিবায় নমঃ।” এইরূপ
 তগবন্ বৃত্যজর স্বাগতম্? ওঁ স্বাগতম্। পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা,
 আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, স্রাবণীয়ং নিবেদয়ামি,
 আচমনীয়ং স্বধা, বস্ত্রং নমঃ, আচমনীয়ং স্বধা, আভরণং নমঃ, গন্ধো নমঃ,
 পুষ্পাণি বৌষট্, বিহগজং নমঃ (১০০৮ বিহগজ মূলমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া
 দিতে হয়)। পরে শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদ ও সর্বাদ্বাদেশে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি
 দানান্তে “তগবন্ বৃত্যজর আবরণন্তে পূজয়ামি” মন্ত্রে অঙ্কুশা লইয়া আবরণ-
 দেবতার আবাহন করত ‘সং হৃদয়ায় নমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গপূজা করিবে।
 পরে বহির্ভাগে “সং ইজায় দেবাধিপত্যে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ” এবং
 “সং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ, যাং বমায় প্রেতাধি-
 পত্যে সবাহনায় ইত্যাদি, কাং নিরুতয়ে রক্ষোহধিপত্যে ইত্যাদি, বাং বরুণায়
 জলাধিপত্যে ইত্যাদি, যাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে ইত্যাদি, সাং সোমায়
 তারাধিপত্যে ইত্যাদি, হাং ঈশানায় গণাধিপত্যে, আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে,
 ত্রী অনন্তায় নাগাধিপত্যে” মন্ত্রে লোকপালের পূজা করিয়া বজ্রাদি অস্ত্রের
 পূজা করিবে, যথা—পূর্বাদিক্রমে “ওঁ বজ্রায় নমঃ, এবং শঙ্করে, দণ্ডায়, খড়্গায়,
 পাশায়, অঙ্কুশায়, গদাটায়, শূলায়, পদ্মায়, চক্রায়।” পরে ধূপাদিদান করিয়া
 পুষ্পাঞ্জলি দান করত ‘নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি’ মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদনান্তে
 অস্ত্রাস্ত্র উপচার দিবে। পরে যথাবিধি তর্পণ, পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা ও
 অষ্টদিকে অষ্টমূর্তির পূজা করিয়া যথাসক্তি জপ, জপসমর্পণ, শুভকবচপাঠান্তে
 তান্ত্রিক বিধানে গুলঞ্চ দ্বারা ১০০৮ হোম করিবে। পরে দক্ষিণাদানান্তে
 ‘বহাদেব ক্রমন্ত’ মন্ত্রে বিসর্জন ও ‘ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ’ মন্ত্রে নির্মাল্য স্থাপন
 করত অচ্ছিব্রাবধারণাদি শাস্তিদানাদি কর্তব্য।

বটুকটৈত্তরব-প্রস্তোত্র

নিত্যক্রিয়াস্তে সূর্য্যার্যাদান করিয়া গণেশাদি দেবতা পূজা পূর্বক
 স্তুতিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি
 অমুকরাশিহ্নে তাক্ষরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুক-
 দেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত ১ত্রীঅমুকদেবশর্মাঃ সর্বাংগছাভিকামঃ আপহৃদয়-
 কাষো বা বটুকটৈত্তরবপূজাকর্মাহঃ করিষ্যামি।” পুষ্পপাঠান্তে তান্ত্রিক

সামান্যার্থ্যাদি মাহুকান্যাসান্ত-কর্ষ করিয়া ‘হ্রীং’ বস্ত্রে প্রাণানামজর করিবে। পরে গীঠন্যাস কর্তব্য, যথা—দক্ষিণমুখে “ও ধর্ম্যায় নমঃ,” বামমুখে “অানায়,” বাম উকতে ‘বৈরাগ্যায়,’ দক্ষিণ উকতে ‘ঐশ্বর্যায়,’ মুখে ‘অধর্ম্যায়,’ বামপার্শ্বে ‘অজানায়,’ নাভিতে ‘অবৈরাগ্যায়,’ দক্ষিণপার্শ্বে ‘অনৈশ্বর্যায় নমঃ।’ ঋষ্যাদি-ভাস যথা—“অস্ত বটুকটৈত্তরবমস্ত বৃহদারণ্যকধবির্গারল্লীচ্ছনঃ স্রীবটুকটৈত্তরবো দেবতা আপহৃদবণে বিনিয়োগঃ। শিরসি ও বৃহদারণ্যকধবরে নমঃ, মুখে ও গারল্লীচ্ছনসে নমঃ, যদি ও বটুকটৈত্তরবায় দেবতাতৈ নমঃ।” স্তুতিন্যাস—“হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ (অঙ্গুষ্ঠধরে), হ্রোং বেং তৎপুরুষায় নমঃ (তর্জনীধরে), হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ (মধ্যমাধরে), হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ (অনামিকাধরে), হ্রং বং সন্তোজাতায় নমঃ (কনিষ্ঠাধরে)।” মস্তকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ‘হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ,’ মুখে তর্জনী দ্বারা ‘হ্রোং বেং তৎপুরুষায় নমঃ,’ হৃদয়ে মধ্যমা দ্বারা ‘হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ,’ শুভ্রে অনামিকা দ্বারা ‘হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ,’ পাদধরে কনিষ্ঠা দ্বারা ‘হ্রং বং সন্তোজাতায় নমঃ।’ উর্ধ্বমুখে ‘হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ,’ পূর্বমুখে ‘হ্রোং বেং তৎপুরুষায় নমঃ,’ দক্ষিণমুখে ‘হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ,’ উত্তর-মুখে ‘হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ,’ পশ্চিমমুখে ‘হ্রং বং সন্তোজাতায় নমঃ।’ কর-ন্যাস—‘ও হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাত্যাং নমঃ, ও হ্রোং বোং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও হ্রুং বুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ও হ্রৈং বৈং অনামিকাভ্যাং হং, ও হ্রোং বোং কনিষ্ঠাভ্যাং বোষট্, ও হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।’ অঙ্গন্যাস—“ও হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, ও হ্রোং বোং শিরসে স্বাহা, ও হ্রুং বুং শিখাটৈ বষট্, ও হ্রৈং বৈং কবচার হং, ও হ্রোং বোং নেত্রত্রয়ায় বোষট্, ও হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।” ব্যাপকন্যাস—“হ্রীং বটুকায় আপহৃদরণ্যায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং” বস্ত্রে কেশাদি পাদান্ত, পুনঃ পাদাদি কেশান্ত স্পর্শ, এইরূপ পাঁচ বা সাতবার করিবে। ধ্যান—সাঙ্গিক যথা—“ও বন্দে বালাং ক্ষটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবজ্রং, বিজ্ঞাকর্শনৈর্বমনিময়ে: কিঙ্কিনী-নুপুরাদ্যৈ:। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং, হস্তাভ্যাং বটুকমনিশং শূল-দণ্ডৌ দধানম্ ॥” রাজসধ্যান যথা—“ও উদ্ভদভাস্করসমিতং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগম্রভং, স্মেরান্তঃ বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈ:। নীলগ্রীবমুদারভূষণভং শীতাংগচূড়োজ্জলং বন্ধুকাক্ষ-বাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাষয়ে ॥” তামসধ্যান যথা—“ও ধ্যায়ের্লীলাজি-কান্তিং শশিশকলধরং সুওমালাং মহেশং, দিগ্‌বস্ত্রং শিখলাক্ষং ভস্করমথ স্মিৎ খড়গ-শূলভয়ানি। নাগং ঘটাং কপালং করসরসিকটৈর্বিদ্রুতং ভীমদংত্রৈ,

সর্গাকল্পং জিনেন্দ্রং মণিময়বিলম্বকিকিঞ্চিন্পুরাচ্যম্ ॥ * ধ্যানান্তে যানসো-
পচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপন করত বহু নির্মাণ করিয়া পীঠপূজা করিবে।
(বহুপ্রকরণ দেখ) মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি করনা করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান করত আবাহন
করিবে। যথা—মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক (হ্রং বং) সন্তোজাত ইহাগচ্ছ
ইহাগচ্ছ, মূলাদি (হ্রিং বিং) বামদেব ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, মূলাদি
বটুকতৈরব ইহ সন্নিধেহি। হ্রং বং অধোর ইহ সন্নিধেহি, পরে
বড়কমন্ড্রে সকলীকরণান্তে ‘হ্রেং বেং তৎপুরুষ’ এই মন্ত্রে বোনিমূদ্রা প্রদর্শন,
বারজর তর্পণান্তে বোড়শোপচারে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক ‘ইদমাসনং শ্রীবটুকতৈর-
বার দেবতারৈ নমঃ’ ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। পুষ্পদানানন্তর পঞ্চ
পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া আবরণপূজা করিবে। যথা—কর্ষিকার ও অষ্টদিকে “ও
ঈশানার নমঃ, এবং অধোরার, তৎপুরুষার, সন্তোজাতার, বামদেবার।”
ব্যোমপদ্মদলে ‘অসিতাজার তৈরবার, এবং রুরবে তৈরবার, চণ্ডার তৈরবার,
ক্রোধার তৈরবার, উগ্রহার তৈরবার, কপালিনে তৈরবার, ভীষণার তৈরবার,
সংহারার তৈরবার।’ বটুকোণে পূর্বাদিক্রমে ‘হ্রাং বাং হ্রদয়ার নমঃ,’ ইত্যাদি
বড়কপূজান্তে ‘ও ডাকিনীপুত্রার নমঃ, এবং রাকিনীপুত্রার, লাকিনীপুত্রার,
কাকিনীপুত্রার, শাকিনীপুত্রার, হাকিনীপুত্রার, মালিনীপুত্রার, দেবী-
পুত্রার, উমাপুত্রার, মাতৃপুত্রার, রুদ্রপুত্রার, উর্দ্ধমুখীপুত্রার, অধোমুখী-
পুত্রার।’ অষ্টদলপদ্মে দিকপালগণকে বটুকরূপে পূজা করিবে। তদ্বহির্ভাগে
পূর্বে ‘ও ব্রহ্মাণীপুত্রার,’ এবং ঈশানে ‘মাহেশ্বরীপুত্রার,’ উত্তরে ‘বৈষ্ণবীপুত্রার,’
বায়ুকোণে ‘কোমারীপুত্রার,’ নৈঋতে ‘মহালক্ষ্মীপুত্রার,’ বামে ‘বারাহী-
পুত্রার,’ পশ্চিমে ‘ইন্দ্রাণীপুত্রার,’ অগ্নিকোণে ‘চামুণ্ডাপুত্রার।’ তদ্বহিঃ দশ-
দিকে ‘ও হেতুকার কেতুপালার’ এবং ত্রিপুরাস্তকার, বেতাণার, বহ্নি-
জিহ্বার, কালাস্তকার, করালার, একপাদার, ভীমরূপার, অচলার, হাট-
কেশরার। পরে ঈশানাди নির্মাণি পর্য্যন্ত ও বোগিনীসহিত-দিব্য-বোগীশার

* সাধিকং ধ্যানমাধ্যাতমপমৃত্যুবিনাশনম্।

আমুরারোগ্যজননপবর্গকলপ্রদম্ ॥

রাজসং ধ্যানমাধ্যাতং ধর্মকামার্থসিদ্ধিরম্।

ভারসং শত্রু-শমনং কৃত্যাহুতগদাগমম্ ॥

অপমৃত্যু বিনাশ, রোগপ্রশমন, আত্মলীলা ও মূর্ত্তিকামনার বটুকতৈরবের সাধিকধ্যানে
পূজা করিবে। ধর্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির জন্য রাজসধ্যানে পূজা বিহিত। শত্রুশমনের জন্য
ও কৃত্যাহুতগদাগমবিহিত। যোগ্য বিনাশের জন্য ভারসং ধ্যান পূর্বক পূজা কর্তব্য।

নমঃ, এবং বোগিনী-সহিতাস্তরীক-বোগীশ্বর নমঃ, বোগিনী-সহিত-ভূমিষ্ঠ-বোগীশ্বর নমঃ। 'পরে ধূপদানাদি করিয়া পঞ্চোপচারে 'ওঁ সাব্ব-সবাহন-সপরিবারাট্টে বটুকটৈরবদেবতাট্টে নমঃ' মন্ত্রে পূজা ও তর্পণ করিবে। অবশেষে প্রাণারাম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাদন্যাগাদি পূর্বক গুরুপঙক্তি-নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। পরে জপসমর্পণাদি কর্তব্য। অন্ত্যস্ত দক্ষিণাদি কার্য যথাযথ করণীয়।

মহামৃত্যুঞ্জয়-প্রয়োগ

প্রথমতঃ দুইবার আচমন, সূর্য্যার্ঘ্যদান ও গণেশাদি দেবতা পূজাপূর্বক স্ততিবাচনাদি অস্ত্রে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্তে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণো মৃত্যুভয়নিবৃত্তিকামঃ অমুকরোগ-প্রশমনকামো বা মহামৃত্যুঞ্জয়শিবপূজাকর্মাংসং করিষ্যামি।” পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগবৎ সকল অমুষ্ঠান করিবে। বিশেষ ঋষ্যাদিন্যাস প্রভৃতি স্বতন্ত্র। যথা—“হুঁ” মন্ত্রে প্রাণারাম করত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে—“অস্ত মহামৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্ত বামদেবঋষিরমুষ্ট্রপ্ ছন্দঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতি-দেবতা হং বীজং রং শক্তিঃ উং কীলকং আয়ুর্দ্ধিসিদ্ধার্থে বিনিরোগঃ। শিরসি—ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ অমুষ্ট্রপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ার গিরিজাপত্যে নমঃ, গুহে—হং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—রং শক্তয়ে নমঃ, সর্বাঙ্গে—উং কীলকায় নমঃ।” করন্তাস—“হ্রাঁ অমুষ্ঠাত্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জনীত্যাং স্বাহা, হ্রুঁ মধ্যমাত্যাং বষট্, হ্রৈঁ অনামিকাত্যাং হং, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাত্যাং কট্।” অঙ্গন্তাস—“হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি, মূলমন্ত্রে সপ্তবার ব্যাপকন্তাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—“ওঁ শঙ্কুঃ প্রসন্নবদনং শূলিনং বৃষমাত্রিতম্। ভবানীবামভাগস্থং নমামি ব্রহ্মরূপি-ণম্॥” ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা (মৃত্যুঞ্জয়-প্রয়োগ দ্রষ্টব্য)। পুনঃ করাদন্তাস ও পুনর্ধ্যানান্তে আবাহন করিয়া উপচার দান করিবে। যথা—‘পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, জ্ঞানীয়ং নিবেদয়ামি, গন্ধো নমঃ, পুষ্পানি বৌষট্, বিদ্বপত্রং নমঃ, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি।’ ইত্যাদি। রক্তচন্দনাধ্যাবারি দ্বারা—মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক “ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ঃ

গিরিজাপতিং দেবতাং তপস্বামি” মন্ত্রে বারতর তর্পণ, পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা, প্রাণারাম, ঋষ্যাদিত্যাস, করাকৃত্যাস, গুরুপঙ্ক্তিপ্রণাম, ‘হৌ’ মন্ত্রে মন্তকে দশবার (কুঙ্ক) অপ, ‘ওঁ’ মন্ত্র দশবার অপে মুখশোধন, যথাশক্তি মূলমন্ত্র অপ, অপসমর্পণ,—পুনঃ প্রাণারাম, ঋষ্যাদিত্যাসান্তে ত্তিপাঠ করত “হ্রুঃ” মন্ত্র যথাশক্তি অপ করিয়া দক্ষিণাদানাদি করিবে।

ধনদা-প্রয়োগ

দারিদ্র্যে কষ্ট পাইলে মানব ধনদা দেবীর আরাধনার দারিদ্র্যমুক্ত হয়। তন্মত্রে কথিত আছে—“বঃ শ্বরেদেবি বিদ্যাং তাং দারিদ্র্যেনাভিভূয়তে।” প্রাতঃকৃত্যাদি অস্ত্রে স্বস্তিবাচনাদি পূর্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্বরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা দারিদ্র্যনাশকামঃ অভুলৈশ্বর্যকামো বা ধনদাপূজাপূর্বকঃ ধনদামন্ত্রস্ত ইয়ৎসংখ্যক-অপকর্মাহঃ করিষ্যে,” পরার্থে ‘করিষ্যামি।’ পরে তান্ত্রিক সামান্যার্থ্য, আসনশুদ্ধাদি অস্ত্রে ‘হ্রীং’ মন্ত্রে প্রাণারাম করিয়া আধারশক্তি প্রভৃতি জানাত্ম পর্যন্ত পীঠন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস—“অস্ত্র ধনদামন্ত্রস্ত কুবেরঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছন্দো ধনদা দেবতা দারিদ্র্যবিমোচনে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ কুবেরঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ ধনদারৈ দেবতারৈ নমঃ।” করন্যাস—“হ্রাং অমুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ত্রৈং অনামিকাভ্যাং হং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রুঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।” অঙ্গন্যাস—“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখারৈ বষট্, ত্রৈং কবচার হং, হ্রৌং নেত্রদ্বয়ায় বৌষট্, হ্রুঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।” ব্যাপকস্তাস—“ধং হ্রীং শ্রীং রতিগ্রিয়ে স্বাহা” মন্ত্রে কেশাগ্র হইতে পাদাগ্র পর্যন্ত, পুনঃ পাদাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করিবে। এইরূপ পাঁচ বা সাতবার করণীয়। ধ্যান—“ওঁ কুঙ্কমোদরগর্তাভাং কিঞ্চিদ্বৌবনশালিনীম্। মৃণালকোমলভূজাং কেয়ুরাদদভূষণাম্। তুলাকোটী-পরিব্রাস্ত-পাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাম্। মাণিক্য-হার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্। নীলোৎপলদৃশং কিঞ্চিদুদ্যৎকূচবিরাজিতাম্। করাত্যাং’ ব্রাহ্ম্যৎকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিনীম্। হেমপ্রাকার-মধ্যস্থং রত্নসিংহাসনোপরি। ধ্যাম্যেৎ কল্পতরোর্মূলে দেবতাং ধনদারিকাম্॥”

ধ্যানান্তে নানসপূজা পূর্বক বাহপূজা করিবে। যথা—অঙ্কিত পদ্মকর্ণি-
কার নবযোনিমুদ্রণ একটি চক্র আঁকিয়া তৎসহিতগে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত
করিবে। তৎসহে চতুরস্র অঙ্কিত হইবে, চারি কোণে বজ্রাকার চিহ্ন
অঙ্কনীয়, পদ্মমধ্যে ‘ধং’ বীজ অঙ্কিত করিবে। পরে নিম্নোক্তপ্রকারে
অৰ্ঘ্যস্থাপন কর্তব্য। যথা—‘কট্’ মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন, ‘নমঃ’ মন্ত্রে জল দ্বারা
পূরণ, প্রণব পাঠ সহকারে অৰ্ঘ্য স্থাপন, ‘গন্ধে চ’ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন,
‘বং’ মন্ত্রে ধেনুমূত্রা প্রদর্শন, মূলমন্ত্র দশধা জপ, প্রোক্ষণীপাত্রে শঙ্খজল কিঞ্চিৎ
নিষ্ক্ষেপ, মূলমন্ত্র বারম্বার পড়িয়া ঐ জল সমস্তকে ও পূজোপ-
করণে ছিটা দিয়া আধারশক্তি প্রভৃতি জানাত্ম পর্য্যন্ত পূজা করিয়া
মধ্যে ‘ও পদ্মাসনার নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিবে। পুনর্ধ্যান ও আবাহন করত
পঞ্চোপচারে ‘ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা এষ গন্ধঃ শ্রীধনদারৈ নমঃ’
ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। অন্তঃপর যোনিমূত্রা প্রদর্শন পূর্বক বজ্রহ
পদ্মকেশরে অগ্ন্যাগ্নি কোণে ও মধ্যে ‘হ্রাং হৃদয়ার নমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বজ্র-
পূজান্তে পূর্বাদি পদ্মপত্রে ও মধ্যে ‘ও লটম্ব্য নমঃ’, এবং “পদ্মারৈ, পদ্মালয়ারৈ,
শ্রীরৈ, হরিপ্রিয়ারৈ, তারারৈ, কমলারৈ, অজারৈ, চকলারৈ, লোলারৈ”
মন্ত্রে পূজা করত মধ্যে পুনশ্চ দেবীকে পূজা করিবে। পরে যথাশক্তি উক্ত
মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণ পূর্বক ‘কমল’ মন্ত্রে বিসর্জন করিবে।
অন্ত দেবতামন্ত্রজপে শুচিতা ও অভুক্তাবস্থা আবশ্যক, কিন্তু ধনদামন্ত্রজপ
পবিত্র বা অপবিত্র, ভুক্ত বা অভুক্তাবস্থায় করিতে পারা যায়।

নৃসিংহ-প্রটোঙ্গ

নৃসিংহদেবের আরাধনা কবিলে মৃতবৎসা বা কাকবক্ষ্যা রমণী
দীর্ঘায়ুঃ-বহুসন্তানবতী হয়। নৃসিংহদেবের প্রসাদে জীব ভূতাদি উপদ্রব
হইতে মুক্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ আচমনান্তে সূর্য্যার্ঘ্য দান ও স্বস্তিবাচন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে।
যথা—“ও বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিহে ভাস্করে
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী দীর্ঘজীবি-বহু-
পুত্রলাভকামা (বা ভূতাহ্যপদ্রবনাশকামা) শ্রীনৃসিংহপূজাকর্মাং

କରିବେ ।” ପରେ ହୃଦ୍ୟପାଠାନ୍ତେ ବୈଷ୍ଠବ ଆଚରଣାଦି କରିବେ, ଯଥା—“ଓଁ କେଶବାର ନମଃ, ଓଁ ନାରାୟଣାର ନମଃ, ଓଁ ଯାଧବାର ନମଃ”, ଯନ୍ତ୍ରେ ବାରଦ୍ଵାର ଜଳ-
 ବିନ୍ଦୁମାନ, ‘ଓଁ ଗୋବିନ୍ଦାର ନମଃ, ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ହୃଦ୍ୟାକାଳନ, ‘ଓଁ
 ଯଦୁହରଣାର ନମଃ, ଓଁ ତ୍ରିବିକ୍ରମାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଓଷ୍ଠାଧର ମାର୍ଜନ, ‘ଓଁ ବାମନାର ନମଃ,
 ଓଁ ଶ୍ରୀଧରାର ନମଃ’, ଯନ୍ତ୍ରେ ମୁଖମାର୍ଜନ, ‘ଓଁ ହୃଦୀକେଶାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ କରପ୍ରକାଳନ,
 ‘ଓଁ ପଦ୍ମନାଭାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ପଦପ୍ରକାଳନ, ‘ଓଁ ଦାମୋଦରାର ନମଃ,’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରକ-
 ଶ୍ରୋତ୍ର, ‘ଓଁ ସହସ୍ରନାମ ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ମୁଖସ୍ପର୍ଶ, ‘ଓଁ ବାସୁଦେବାର ନମଃ, ଓଁ ଶ୍ରୀହରୀର
 ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷ-ବାମ ନାସିକା ସ୍ପର୍ଶ । ‘ଓଁ ଅନିରୁଦ୍ଧାର ନମଃ, ଓଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାର ନମଃ’
 ଯନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷ-ବାମ ନେତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ, ‘ଓଁ ଅଧୋକ୍ଷ୍ଠାର ନମଃ, ଓଁ ନୃସିଂହାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷ-
 ବାମ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ, ‘ଓଁ ଅଚ୍ୟୁତାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ନାଭି, ‘ଓଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ବକ୍ତ୍ର,
 ‘ଓଁ ଉପେନ୍ଦ୍ରାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରକ, ‘ଓଁ ହରରେ ନମଃ, ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଭୂଜସ୍ପର୍ଶ
 ସାଧାରଣ ଆଚରଣୋକ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଳିବିକ୍ରମକ୍ରମେ ଅଙ୍ଗୁଳୀ ଦ୍ଵାରା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ । ପରେ
 ସାମାନ୍ତାର୍ଥ୍ୟ ହାମନ କରିବା ଦ୍ଵାରପୂଜା କରିବେ । ଯଥା —“ଓଁ ନନ୍ଦାର ନମଃ, ଓଁ ସୁନନ୍ଦାର
 ନମଃ”, ଏବଂ ‘ଚଣ୍ଡାର, ଶ୍ଵେତଚଣ୍ଡାର, ବଳାର, ପ୍ରଦଳାର, ଭଦ୍ରାର, ସୁଭଦ୍ରାର, ବିଶ୍ଵାର,
 ବୈଷ୍ଠବାର ନମଃ’ ଯନ୍ତ୍ରେ ଦ୍ଵାରଦେଶେ ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପଯୋଗେ ପୂଜା
 କରିବେ । ପରେ ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରାର, ଆମନଶକ୍ତି, ଶୂରପଶୁକ୍ତି, ଶ୍ରୀମାତ, କରଶକ୍ତି ଓ ଭୂତ-
 ଶକ୍ତି କରିବା ଯାତ୍ରାକାନ୍ତାମ୍ଭର ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶୁଦ୍ଧକ୍ରମେ ଯଥାସ୍ଥ କରିବା ନିରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ
 ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତ୍ରାକ୍ରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯଥା—ମୂଳାଧାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଳେ ‘ବଂ ଶଂ ସଂ ଯଂ ନମଃ,’
 ଲିଙ୍ଗମୂଳେ—ସଞ୍ଜଳେ ‘ବଂ ଶଂ ଯଂ ସଂ ଯଂ ଶଂ ଲଂ ନମଃ’, ନାଭିଦେଶେ—ଦଶଦଳେ ‘ଢ଼ଂ ଡ଼ଂ
 ଣଂ ତଂ ଥଂ ଦଂ ଧଂ ନଂ ପଂ ଫଂ ନମଃ, ହୃଦୟେ—ଦ୍ଵାଦଶଦଳେ ‘କଂ ଧଂ ଗଂ ସଂ ଙଂ
 ଚଂ ଛଂ ଜଂ ବଂ ଞଂ ଟଂ ଠଂ ନମଃ’, କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ—ଷୋଡ଼ଶଦଳେ ‘ଅଂ ଆଂ ଇଂ ଈଂ ଊଂ
 ଊଂ ଋଂ ୠଂ ୡଂ ୣଂ ଏଂ ଐଂ ଓଂ ଔଂ ଅଂ ଅଂ ନମଃ’, ଜ୍ଵାମଧ୍ୟେ—ସ୍ଥିତଳେ ‘ହଂ ନମଃ,
 କଂ ନମଃ ।’ ପରେ ବାହ୍ୟଯାତ୍ରାକ୍ରମ ଓ ସଂହାରଯାତ୍ରାକ୍ରମାନ୍ତେ କେଶବକୌର୍ତ୍ତ୍ୟାଦି-
 କ୍ରମ, ତତ୍ତ୍ଵକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି କରିବେ (କ୍ରମାବଳୀ ଦେଖ) । ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣାୟାମ
 କରିବା ଆଧାରଶକ୍ତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନାତ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠକ୍ରମ କରତ ପୀଠଶକ୍ତିର କ୍ରମ
 କରିବେ । ଯଥା—ହୃଦୟପଦ୍ମର ପୂର୍ବାଦି କେଶରେ ‘ଓଁ ବିମଳାୟ ନମଃ’, ଏବଂ ‘ଓଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,
 ଜ୍ଞାନାୟ, କ୍ରିୟାୟ, ଶୋଭାୟ, ଶ୍ରୀହରାୟ, ସତ୍ୟାୟ, ଜ୍ଞାନାୟ’, ‘ଯଥା ଅନୁଗ୍ରହାୟ’,
 ତତ୍ତ୍ଵପରି ‘ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବିଷ୍ଣବେ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମନେ ବାସୁଦେବାର ସର୍ବାୟମସଂସାର-
 ଶୋଗପଦ୍ମପୀଠାତ୍ମନେ ନମଃ ।’ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିକ୍ରମ—“ଅସ୍ତ୍ର ନୃସିଂହସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀବି-
 ଶ୍ଵକ୍ଷୁ, ଶ୍ରୀ ହନୁଃ ଶ୍ରୀନୃସିଂହୋ ଦେବତା ସର୍ବାର୍ଥସାଧନେ ବିନିରୋଗଃ । ନିରାସି ‘ଓଁ ବ୍ରହ୍ମାୟ

কবরে নমঃ,' মুখে 'ও অমৃতভৈরবসে নমঃ, যদি শ্রীনৃসিংহার দেবতার নমঃ।' করতাস—'উগ্রঃ বীরঃ অমৃতভৈরবঃ নমঃ, মহাবিক্রমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, অগস্ত্যঃ সর্বভৌমঃ মধ্যমাভ্যাং ববট, নৃসিংহঃ ভীষণঃ অনামিকাভ্যাং হং, তদ্রং মৃত্যুমৃত্যুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌবট। নমাম্যহং অস্ত্রাং কট।' অস্ত্রাং কট।' অস্ত্রাং কট।' মন্ত্রতাস—তাসপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। মূলমন্ত্রে ব্যাপকতাসান্তে ধ্যান করিবে, যথা—“ও মানিক্যাদ্রিসমগ্রভঃ নিজকৃতা সমস্তরক্ষোগণং, জাম্ববন্ত-করাবুজঃ ত্রিনয়নঃ রত্নোন্নতমুখঃ। বাহুভ্যাং ধৃত-শঙ্খ-চক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবস্ত্রোন্নতমুখঃ। জাম্ববন্তমুদারকেশরচরং বন্দে নৃসিংহং বিভূম্॥” ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্থঃ স্বাগন, পীঠপূজা, পুনঃ করতাস পূর্বক ধ্যান ও যন্ত্রে আবাহন করত তত্ত্বমুদার বারভ্রম তর্পণ করিবে। যথা—মূলান্তে ‘শ্রীনৃসিংহদেবতাং তর্পরামি স্বাহা।’ পরে ঘোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—‘উগ্রঃ বীরঃ মহাবিক্রমঃ অগস্ত্যঃ সর্বভৌমঃ। নৃসিংহঃ ভীষণঃ তদ্রং মৃত্যুমৃত্যুঃ নমাম্যহম্ এতদাসনং (ও) শ্রীনৃসিংহার নমঃ।’ এবং ‘পাণ্ড্যঃ নমঃ, অর্ঘ্যঃ স্বাহা, আচমনীয়ঃ স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, স্নানীয়ঃ নিবেদয়ামি, গন্ধো নমঃ, পুষ্পানি বৌবট,’ যন্ত্রে যথাযথ উপচার দিয়া মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্বাঙ্গ উদ্দেশে মূলমন্ত্রপাঠ সহকারে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণপূজা করিবে। যথা—‘শ্রীনৃসিংহদেব আবরণন্তে পূজয়ামি’ যন্ত্রে অমৃতভৈরব লইয়া বড়পূজান্তে যন্ত্র-পদের পূর্বাঙ্গদলে ‘ও গরুড়ার নমঃ,’ এবং ‘শঙ্করায়, শৈবায়, ব্রহ্মণে।’ অগ্নেয়াদি বিদিক্‌দলে, ‘ও ত্রিই নমঃ, ত্রিই, ধৃত্য, পুট্ট্য,’ তদ্বহির্ভাগে ইজাদি লোকপাল, তদ্বহিঃ বজ্রাদি অস্ত্র-পূজা করত ধূপ-দীপ দান, পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিদান পূর্বক ‘নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি’ যন্ত্রে নৈবেদ্য দান করিবে। অন্তান্ত উপচারদানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা, তর্পণ, প্রাণারাম, ঋতাদিত্যাস, করতাস, যথাশক্তি মূলমন্ত্রজপ ও জপসমর্পণ করত পুনঃ প্রাণারাম-করতাসাদি করিবে। পরে দক্ষিণাদানাদি কার্য্য কর্তব্য।

ষষ্ঠি প্রবাহ

নৈমিত্তিক-প্রকরণ

বিষ্ণুস্তুত

জন্মাবধি পঞ্চম বর্ষমধ্যে হরিশরন ও অনধ্যায় ভিন্ন শুদ্ধকালে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত দিনে শুভ বিষ্ণুস্তুত করাইবে। অধ্যাপক (ব্রাহ্মণ) নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি পূর্বক সঙ্কল্প করিবেন। স্বস্তিবাচনাদি যথা—
“ওঁ কৰ্ত্তব্যেহ্মিন্ শুভবিষ্ণুস্তুত-বিষ্ণুাদিদেবতাপূজাকৰ্ম্মণি ওঁ পুণ্যাং ভবন্তো ব্রহ্ম, এবং স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্ম, ঋক্ণিঃ ভবন্তো ব্রহ্ম।” স্বয়ং বেদোক্ত স্বস্তিস্তুত পাঠ করিয়া ‘সূর্য্যঃ সোম’ ইত্যাদি পাঠে সামিধ্য কর্ত্তনা করত উত্তরান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা অমুকগোত্রস্ত ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণো বিষ্ণুলাভকামো বিষ্ণুস্তুত-বিষ্ণু-দেবতাপূজনমহং করিষ্যামি।” সঙ্কল্পস্তুত পাঠ করিয়া সামান্তার্ঘ্য হইতে মাতৃকান্তাস পর্য্যন্ত অৰ্চনান করত ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণারাম পূর্বক বৈষ্ণবপীঠান্তাস করিবে। পরে ‘ওঁ’ মন্ত্রে করাজান্তাস করিয়া শালগ্রামশিলার বা ঘটে “ওঁ বিষ্ণুঃ শারদচন্দ্রকোটিসদৃশঃ” ইত্যাদি ধ্যানে ‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরমঃ দিবৌ চ চন্দ্রাততম্’ মন্ত্রে ‘এতৎ ব্রহ্মতাসনং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ’ ইত্যাদিরূপে ঘোড়শোপচারে পূজা করিয়া অস্ত্রে “ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমায়নৈ বাহা” মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীপূজাবিধানে লক্ষ্মীপূজা করিয়া অস্ত্রে “ওঁ নমস্তে সৰ্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। বা গতিত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূষাত্তদৰ্চনাং” মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিদান করত ‘ওঁ তদ্রূপশকলমিন্দোৰ্বিভ্রতী’ ইত্যাদি ধ্যানে ‘এতদ্রূপতাসনং ওঁ ঐ সন্ন্যতৈ নমঃ’ মন্ত্রে সন্ন্যতীর পূজা করিয়া ‘ওঁ তদ্রূপকাটীয়া নমো নিত্যং সন্ন্যতৈ নমো নমঃ। বেদবেদান্ত-

বেদাদ-বিভাধানেত্য এব চ

মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিভয় দিয়া প্রণাম এব পুষ্পাঞ্জলি: ও সন্ন্যস্তো নমঃ' কারেত্যো নমঃ, ববিষ্ঠাট্রে নমঃ, আদিত্যে নমঃ' এবং "সূক্ত-দেবতাপণকে পূজা করিয়া বালক দ্বারাও উক্ত সূক্তাঃ নমঃ" মন্ত্রে উক্ত উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করাইয়া গুরুপ্রণাম করাইবে। ঐ প্রভৃতি দেবতার বসিয়া পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট শিশুকে বিস্তারিত করাইবেন। বধাঃ পূর্বমুখে উচ্চারণ করিয়া খড়ি লইয়া 'অ'কার হইতে 'ক' পর্যন্ত বালকের হস্তে লিখাইবেন ও তিনবার পাঠ করাইবেন। পরে "ও সূক্ততং সূত্রতং ভূম্যঃ অস্ত্র ব্যাধ্যা তু নিত্যদা। লোকঃ প্রবর্ততাঃ ধর্ম্যে রাজা চাস্ত্র সদা জয়ী। ধর্ম্য-বান্ ধনসম্পন্নো গুরুশাস্ত্র নিরাময়ঃ॥" এই মন্ত্রে প্রার্থনা করাইবেন। বালক গুরুপ্রণাম করত দক্ষিণাদান করিবে। অবশেষে অচ্ছিন্নাবধারণ পূর্বক বৈষ্ণব্যাশাস্ত্র ও শাস্ত্রদান কর্তব্য। এই দিন বালকের আশ্বিনতর্কণ নিষিদ্ধ।

পুণ্যাহ

ভূম্যঙ্গিগণ মঙ্গলাচার পূর্বক শুভদিনে প্রজাদিগের নিকট বে কর আদায় করিয়া থাকেন, ঐ অনুষ্ঠানদিবসকে পুণ্যাহ বলে। প্রথমতঃ সূর্য্যার্ঘ্যদান পূর্বক স্তুতিবাচনাди অস্ত্রে সঙ্কল্প করিবে, বধা—“ও অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত্রী অমুকদেবশর্ষণঃ সমৃদ্ধিকামো লক্ষ্মীনারায়ণপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।” সূক্তপাঠান্তে সামান্যার্ঘ্যাदि মাতৃকান্যাসান্ত্র (প্রথম ধণ্ডে পূজাপ্রকরণ দেখ) কর্ম্ম করিয়া 'ও' বা 'বাঃ' মন্ত্রে প্রাণারাম, বৈষ্ণবোক্ত শস্যাদিভাস, পীঠভাস, করাজভাস ও ব্যাপকন্যাস করিয়া "ও বিষ্ণুঃ শারদ-চন্দ্রকোটিসদৃশঃ শঙ্খঃ রথাজঃ গদামস্তোজঃ দধতঃ সিতাজনিলয়ঃ কাস্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাদদহার-কুণ্ডল-মহামৌলিঃ সুর্য্যকরণঃ, জীবৎসাক-মুদারকৌস্তভধরঃ বন্দে মুনীন্দ্রেঃ স্তবম্॥" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান করত "ও নমো ভগবতে বাসু-দেবার" বা "ও তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ দিবীষ চন্দ্ররাততম্ এতদ্রজতাসনং ও জীবিকেষ নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীপূজা-বিধানে লক্ষ্মীপূজান্তে "ও নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। বা গতিস্বৎ-প্রপন্নানাং সা মে ভূরাজদর্চনাৎ।" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিভয় দান পূর্বক নমস্কার

করিবে। অতঃপর নূতন কর আদারের খাতার দুইটি সিন্দূর-চন্দনের মূড়াচিহ্ন ও সিন্দূরের পুত্তলিকা অঙ্কিত করিবে। পরে একটি নূতন কলসের মূখ রক্তমূত্রে ও হরিজারঞ্জিত বস্ত্রে বা কাগজে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে একটি ছিদ্র করত তদ্বারা প্রজাদত্ত রাজস্ব অত্যন্তরে নিক্ষেপ করিবে। শত্ৰুহুসারে বিকু ও লক্ষ্মীর উদ্দেশে হোমাহুষ্ঠান করিতে হয়। অতঃপর দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য।

ধান্যসঞ্চয় বা গোলা-পূজা

শুভদিনে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুণ্যতিথি ও মঘে যথাবিধি সন্ধ্যাদি পূর্বক লক্ষ্মীপূজা করিয়া একটি পত্রে ‘ওঁ ধনদায় সর্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্নং স্বাহা’ মন্ত্র, অপর পত্রে ‘ওঁ নমঃ ঈশারৈঃ ঈশাদেবী সর্বলোকবিবর্দ্ধিনী কাম-রূপিণি ধান্নং দেহি স্বাহা’ মন্ত্র লিখিয়া ধান্যাগারমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। উক্ত মন্ত্র যথাশক্তি জপ করা কর্তব্য। বৃষাসরে আচার্য্যঃ বৃহস্পতিবারেও ধান্ন নিষ্করণ করিবে না। পরন্তু উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, রেবতী, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ধান্ন নিষ্করণ প্রশস্ত।

হলপ্রবাহ ও বীজবপন

গৌণচাত্র চৈত্রকৃষ্ণা পঞ্চমীতে পৃথিবী রত্নখলা হন। সধবা রমণীগণ পর্ষতাকার উচ্চভূমিতে পঞ্চমী হইতে দিনত্রয় পৃথিবীকে পূজা করিয়া অষ্টমী তিথিতে পৃথিবীকে জ্ঞান করাইয়া পূজা করিবেন। অতঃপর কোনও শুভদিনে বা বীজবপনদিনে সর্কৌষধি, গন্ধ, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, ফল ও খেতসর্বপযুক্ত জল দ্বারা পৃথিবীকে জ্ঞান করাইয়া গন্ধপুষ্পাদিবোগে পূজা করিবে। হল-প্রবাহদিনে ক্ষেত্রে একটি গর্ত করিয়া জলপূর্ণ করত তাহাতে যথাবিধি প্রজাপতি, সূর্য্যাদি নবগ্রহ ও পৃথিবীকে পূজা করিবে। পরে “ওঁ হিরণ্য-গর্ভে বসুধে শেবস্তোপরিশারিণি। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্য্যং ধরিত্রি মে।” মন্ত্রে হৃৎসহকৃত অর্ঘ্য দিয়া ঈশানকোণে পঞ্চোপচারে নির্যোক্ত মন্ত্রে দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ,” এবং “ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিকবে পরমাত্মনে স্বাহা ও বিকবে নমঃ” (বারত্বেয় পূজা), বজ্রায়, কস্তুরায়, সরস্বতী, ইত্যায়। ইত্যের উদ্দেশে নির্যোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দেয়। যথা—“ওঁ

শক্রঃ সুরগতিঃ শ্রেষ্ঠো বজ্রহস্তো মহাবলঃ । শতবজ্রাধিপো দেব তুভ্যমিত্যায়
বৈ নমঃ ॥” ‘ওঁ প্রচেতসে নমঃ’, এবং ‘পর্জন্যায়, শেবার, চন্দ্রায়, অর্কায়, বহুদ্রে,
কলদেবার, হলায়, ভূমরে, বুধভায়, রামায়, লক্ষণায়, জানক্যৈ, সীতারৈ,
স্বর্গায়, গগনায় ।’ তৎপরে ‘ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ’, এবং ‘অন্নয়ে, বিপ্রোভ্যঃ ।’
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে । আত্মপন্নব, ওদন ও দধি গর্তে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত পূর্ণ করিবে । হলপ্রবাহকগণকে গন্ধাদি
দ্বারা ভূষিত করিয়া হলকে গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করত হলের কলাগ্রে দধি,
মধু, ঘৃত প্রলেপ পূর্বক সূর্য্য দ্বারা ঘর্ষণ করাইবে । ঘর্ষণকালে বসুগণ, ইন্দ্র,
পৃথুরাজ, রামচন্দ্র, পরাশর ও বলভদ্রের স্মরণ করিবে । হল দ্বারা এক, তিন
বা পাঁচটি রেখা করাইবে । হলে বিকলাঙ্গ, ভগ্ন-শূল, ভগ্ন-খুর, ছিন্ন-লাঙ্গুল,
কপিলবর্ণ বৃষ যোজনা করিবে না । হল দৃঢ়রূপে নির্মাণ করিবে । হল-
প্রবাহকালে বুধভদ্রের যুদ্ধ শুভপ্রদ নহে, বুধভকীড়ায় ও মূত্রপুরীষোৎসর্গে
চতুর্গুণ শস্ত্র-উৎপত্তি হয় । বীজবপন কার্য্যে পূর্বোক্ত সকলই কর্তব্য; অধিকন্তু
সূর্য্যজলধোত তিন মুষ্টি বীজ ইন্দ্রের স্মরণ করিয়া প্রাজাপত্য তীর্থে (বৃদ্ধা-
জুষ্ঠের মূলদেশ দিয়া) বপন করিতে হয় । পূর্বোক্ত উত্তর কার্য্যেই পূর্বমুখে
জলপূর্ণ কলস লইয়া “ওঁ স্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পকলপ্রদে । নমস্তে মে
শুভঃ নিত্যং কৃষিঃ মেধাঃ শুভে কুরু ॥ রোহিত্য সর্ষপশ্রানি কালে দেবঃ
প্রবর্ষতু । কর্বকাস্ত ভবত্বেয়া ধাত্তেন চ ধনেন চ ।” মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে ।
অতঃপর পূজার দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য ।

নববর্ষারম্ভ বা নূতন খাতা

“সংগ্রাপ্তে নববৎসরে প্রতিগৃহং কুর্যাদ্ ধরজারোপণম্” নূতন
বৎসরারম্ভে প্রতিগৃহেই উৎসব করা উচিত । বণিকগণ বৎসরারম্ভে
মঙ্গলাচার পূর্বক নূতন খাতা আরম্ভ করিয়া থাকেন । তৎকার্য্যে
প্রথমতঃ স্ততিবাচনাদি পূর্বক সঙ্কল্প করিবে । যথা—“বিষ্ণুরোম্
তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুক-
দেবশর্মা বাণিজ্যোন্নতিকামঃ অতুলধনলাভকামো বা নববর্ষারম্ভে লক্ষ্মী-
সহিত-ত্রীবিষ্ণুপূজা-কর্ম্মাহং করিষ্যে ।” পরার্থে ‘করিষ্যামি ।’ পরে যথাবিধি
সামান্তার্থাদি মাতৃকাত্তাস্ত কর্ম্ম করিয়া ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণায়াম, ধ্যানাদিত্তাস,
পীঠত্তাস, করাজত্তাস, ব্যাণকত্তাস প্রভৃতি করত গণেশাদিদেবতা পূজা

পূর্বক “বিষ্ণুঃ শারদচন্দ্রকোটিসদৃশঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান, বিশেষার্থ্যস্থাপন, পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান ও বিষ্ণুপূজাবিধানে বিষ্ণুপূজা করিয়া বধাবধ লক্ষ্মী-পূজা করিবে। অতঃপর নূতন খাতার সিন্দূর দ্বারা একটি লক্ষ্মী-পুস্ত-লিকা ও অপরটি চন্দন দ্বারা নারায়ণপুস্তলিকা আঁকিয়া “ওত অমুক তারিখ, বদাক অমুক, অমুকদেবতাপ্রসাদাৎ এই ব্যবসায় করিতেছি” এই-রূপ গৃহভিত্তিতে সিন্দূর দ্বারা লিখিবে। তদিনে প্রাপ্য অর্ধের আদায় নূতন খাতার জমা করিবে। আগত অধর্মদিগকে সমাদর করিতে হয়। পূজাস্তে দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য। গৃহদ্বারে মঙ্গলপূর্ণকলস, আত্মপল্লব, মালা ও পতাকা সজ্জিত করিতে হয়। অর্ধের আধারে সিন্দূর-পুস্তলিকা আঁকিবার ব্যবহার আছে।

মিহ্রপূজা বা ইতুপূজা

বৃশ্চিকসংক্রান্তিদিনে নারীগণ সৌভাগ্যকামনার ধান্যাহর, দুর্কা, পল্লব, কলসী প্রভৃতি লতামধ্যে ঘটস্থাপন করিয়া ধনুঃসংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবার সূর্য্যের পূজা করত ধনুঃসংক্রান্তিদিনে বিশেষ পূজা সহকারে বিসর্জন করিয়া থাকেন। স্বস্তিবাচনাদি ও সঙ্কল্লবাক্য বধা—স্বস্তিবাচনাদি—“ওঁ কর্তব্যেহ্মিন্ সূর্য্যপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্তু” (বারতর পাঠ্য) এবং ‘স্বস্তি ভবন্তো ব্রবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রবন্তু।’

“ওঁ সোমঃ রাজানঃ” ইত্যাদি, “সূর্য্যঃ সোমো বম” ইত্যাদি, “ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যঃ” ইত্যাদি, “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি পাঠান্তে “ওঁ তৎ সৎ ওঁ বিষ্ণুঃ অত্ অমুকে মাসি (রবির বৃশ্চিকসংক্রান্তি হইলে মার্গশীর্ষে মাসি উল্লেখ্য, অন্যথা কার্ত্তিকে মাসি বলিবে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বিষ্ণুপদৌ-সংক্রান্ত্যামারভ্য বৃশ্চিকসংক্রান্তিঃ যাবৎ প্রতিরবিবারং অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামঃ শ্রীসূর্য্যপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।” পরে স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্লবাক্য পাঠ করিয়া সামান্যার্থ্য, বিদ্যা-পসারণ, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকাক্রাসান্তে স্ব স্ব বেদোক্ত ঘটস্থাপন করিবে। পরে “হ্রীং” বা “ওঁ” মন্ত্রে প্রাণায়াম করত আধারশক্ত্যাদি পীঠষ্ঠাপন করিয়া পীঠশক্তিষ্ঠাপন করিবে, বধা—হুৎপদের অষ্টকেশরে “ওঁ দীপ্তারৈ নমঃ”, এবং ‘সূর্য্যারৈ, অর্য্যারৈ,

ভজাটৈ, বিভূতৈ, বিমলাটৈ, অমোঘাটৈ, বিদ্যাভ্যাটৈ, মধ্যো 'সর্বভোমুখ্যৈ,'
তদুপরি "ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাশ্রকার সৌরার বোগপীঠার নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস করিয়া
শক্তি অঙ্গুসারে স্বাধ্যাদিন্যাস কর্তব্য। করভাস—"হ্রীং অকুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং
তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রীং মধ্যমাভ্যাং ববট্, হ্রীং অনামিকাভ্যাং হং, হ্রীং
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" অঙ্গভাস—"হ্রীং হৃদয়ার
নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রীং শিখাটৈ ববট্, হ্রীং কবচার হং, হ্রীং নেত্রভয়ার
বৌষট্, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান
করিবে। বধা—"ওঁ রক্তাঙ্গাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধুং, ভাহুং সমস্তজগতামধিপং
ভজামি। পদ্মদ্বারাভয়বরান্ দধতং করাতৈজর্মানিক্যমোলিমক্ণাদকুচিং ত্রিনে-
ত্রম্॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্থ্যস্থাপন ও পুনর্ধ্যান করত
ষটে আবাহন করিবে—"ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ স্বগণসহিত সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ,
ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহাভিমুখে ভব, অজাধি-
ষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গ্রহাণ।" পরে 'এতৎ পাণ্ডং ওঁ হ্রীং ত্রীসূর্য্যার নমঃ'
ইত্যাদিক্রমে পূজা করিয়া "ওঁ ছায়াটৈ নমঃ, ওঁ সংজাটৈ নমঃ" মন্ত্রে
সূর্য্যপত্নীদ্বয়েরও পূজা করিতে হয়। শেষদিনে দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য।

ভারত-সাবিত্রী

ওঁ তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্ঠিত-গুরুবুদ্ধিং, চন্দ্রাধরং সুরমুনীশ্বরতং কবীশ্রম্।
কৃষ্ণদ্বিবং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং, ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্॥

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ওঁ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ক্রহি সঞ্জয় বহুতং যুদ্ধে তেবাং মহাত্মনাম্। পাণ্ড-
বানাং কুরুণাকৃ সপ্তবৃন্তে মহাহবে॥ কে তত্র প্রমুখা বোধাঃ কে চ তত্র
মহাবলাঃ। মহারথাস্ত্বে কে তত্র কথন্তে বিনিপাতিতাঃ॥ ভীষ্ম-দ্রোণৌ
কথং ভয়ৌ কর্ণ-শল্যৌ কথং হতৌ। পুত্রস্ত মম মন্দাত্মা কথং দুর্য্যোধনো
হতঃ॥ সঞ্জয় উবাচ। শূণু রাজন্ বধা বৃত্তং যথা দৃষ্টং ময়া এভো। যথা
তে নিহতাঃ শূরাঃ কুরুক্ষেত্রে মহাহবে॥ যে তত্র প্রমুখা বোধা যে চ তত্র
মহাবলাঃ। মহারথাস্ত্বে যে তত্র বধা তে বিনিপাতিতাঃ॥ ভীষ্ম-দ্রোণৌ যথা
ভয়ৌ কর্ণ-শল্যৌ যথা হতৌ। পুত্রস্ত তব মন্দাত্মা যথা দুর্য্যোধনো হতঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ । ইন্দ্রগ্রহঃ তিলগ্রহঃ জয়ন্তঃ বারণাবতম্ । দেহি মে
চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমঃ হস্তিনাপুরম্ । পঞ্চগ্রামানিমান্ রাজন্ বাচ্যমানান্
সুবোধনঃ । অথ চ তব মনাত্মা পুত্রঃ প্রোবাচ দুর্মতিঃ ॥ দুৰ্য্যোধন
উবাচ । সূচ্যগ্ৰেণ সূতীক্লেণ ভিত্ততে বা চ মেদিনী । তদৰ্কন্ত ন দাস্তামি
বিনা যুদ্ধেন কেশব ॥ জীবিতো লভতে লক্ষ্মীং যুতো বাতি সুরালয়ম্ ।
রণমূৰ্দ্ধস্থিতঃ কাঃ কা চিন্তা মরণে রণে ॥ এষ সন্ধিঃ কৃতো বস্তে লক্ষ্মীঃ
কন্ত ন রোচতে ॥ শ্রীভগবানুবাচ । যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং, ধনুৰ্দ্ধরং
পাণ্ডবমধ্যমং রণে । গদাগ্রহস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং, তদা তদা দাস্তসি
সৰ্বমেদিনীম্ ॥ বিদুর উবাচ । অকৃতার্থে গতে কৃষ্ণে সৰ্বনাশো ভবি-
ষ্যতি । পাণ্ডবানাং রণে বোধাঃ সৰ্ব্বা বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥ কৌরবাণাং
রণে বোধাঃ সৰ্বা বীরপরাক্রমাঃ । অৰ্জুনঃ সাত্যকিচৈব ধৃষ্টদ্যুম্নো
ষটোৎকচঃ । নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৰ্ম্মপুল্লো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ভীমসেনো বিরা-
টশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাবলঃ । সৌভদ্রো দ্রৌপদেন্দ্রাশ্চ ষোড়শৈতে মহারথাঃ ॥
দ্রোণো দ্রোণিঃ কৃপঃ কর্ণো বৃষসেনশ্চলদ্রুঘঃ । ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকো
ভগদত্তশ্চতৈব চ ॥ জয়দ্রথশ্চ শকুনিঃ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ । তথা দুঃশাসন-
শ্চৈব কৃতবৰ্ম্মা মহাবলঃ ॥ মহাপরাক্রমো ভীষ্মঃ শল্যশ্চৈব তু ষোড়শঃ । এতৈ-
র্ষাত্রিংশতা বোধা ভারতে তু সমন্বিতাঃ ॥ দেবদানবগন্ধৰ্বৈরশুরৈর্যক্ষরাগ্ৰসৈঃ ।
অজ্ঞেয়ান্নিষু লোকেষু তেন তে চ মহারথাঃ ॥ সমশীলাঃ সমস্পর্ধাঃ সমসত্ত্বা
জিতেন্দ্রিয়াঃ । সমযুদ্ধেষু যুধ্যন্তে তেন তে চ মহারথাঃ ॥ কৃপশ্চ কৃতবৰ্ম্মা চ
কাশিরাজো জয়দ্রথঃ । দুঃশাসনশ্চ শকুনিঃ ষডেতেহর্দ্ধরথাঃ শ্বতাঃ ॥ অন্তে চ
বহবঃ শূরাস্তদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ । মহারথা মহাবীৰ্যাঃ সৰ্বা বীরপরাক্রমাঃ ॥
অষ্টৌ রথসহস্রাণি নব দস্তিশতানি চ । হস্তা ভীষ্মো নিবর্তেত যুদ্ধে
তস্মিন্ মহাবলঃ ॥ আদিপর্ক সভাপর্ক পর্কারণ্যকমেব চ । বিরাটপর্ক
বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনন্তরম্ ॥ উদ্যোগঃ পঞ্চমঃ পর্ক ভীষ্মপর্ক ততঃ পরম্ ।
সপ্তমঃ দ্রোণপর্ক স্ত্রাং কর্ণপর্ক তথাষ্টমম্ । নবমঃ শল্যপর্ক স্ত্রাদ্ দশমঃ
সৌপ্তিকং তথা । দ্রুপদপর্কাদশং জ্ঞেয়ং শান্তিপর্ক ততঃ পরম্ ॥ অমু-
শাসনপর্ক স্ত্রাদাশ্চমেধিকমেব চ । আশ্রমঃ পর্ক বিজ্ঞেয়ং মৌসলং তদনন্তরম্ ॥
অরণিঃ সপ্তদশঃ প্রোক্তঃ স্বর্গারোহণমেব চ । ইত্যষ্টাদশ পর্কানি ভারতে
সংস্থিতানি বৈ ॥ হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে জরোদনী । প্রবৃত্তং ভারতং
যুদ্ধং নক্ষত্রে ষমদৈবতে ॥ অৰ্জুনে দৃঢ়পাতিষ্মাচার্য্যে লঘুহস্ততা । কর্ণে

মুহুগ্রহাৱিষ্যঃ জ্যোতিষানি সমানি চ ॥ একথা গ্রহণে চৈব সক্ষামে দশবা শৱাঃ ।
 প্রকৃষ্টাঃ শতবা বাস্তি নিপতন্তি সহস্রবা । এবং পার্শ্বশরা বাস্তি দানং বেদ-
 বিদে বথা ॥ অৱতেহ্যাবসারেন ধৃতরাষ্ট্ররথেন চ । ভীমসেনসমো বাস্তি
 সেনরোহিতরোরপি । রথঃ রথেন যো হস্তাং কুৱয়ং কুৱরেণ চ । কস্তস্ত সমরে
 হাতা সাকাদিব পুরন্দরঃ ॥ মার্গে মাসি হতো ভীমঃ কৃষ্ণপক্ষে বথাষ্টমি ।
 নবম্যাং বৃষসেনস্ত হতো রাজা মহাবলঃ ॥ দশম্যাং ভগদত্তস্ত একাদশ্যাং
 জয়দ্রথঃ । দ্বাদশ্যামর্জরাত্রে চ হতো বীরো ঘটোৎকচঃ ॥ ত্রয়োদশ্যাস্ত
 মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ । আকর্ণপলিতঃ কামো বরসানীতিপঞ্চকঃ ॥
 রণে পর্যটতি দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ । চতুর্দশ্যাস্ত সক্ষ্যায়াং কর্ণো
 বৈকর্ন্তনো হতঃ ॥ সূর্য্যপুত্রো যদা কর্ণো হর্জুনেন নিপাতিতঃ । তদা চোচ্ছসিতা
 ভূমিরঙ্গুলান্তেকবিংশতিম্ ॥ নিঃশঙ্গহৃতং হতবীরকর্ণং, প্রশান্তদৰ্পং ধৃতরাষ্ট্র-
 সৈন্তম্ । ন শোভতে সূর্য্যসুতেন হীনং, চক্রেণ হীনং গগনং যথৈব ॥
 যুধং কমলপত্রাকং কর্ণহীনং ভবেদ্বথা । তথৈব কৌরবং সৈন্যং
 কর্ণহীনং ন শোভতে ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাট-ক্রপদৌ হতো । ভূরি-
 প্রবাস্ত বাহ্লীকঃ শকুনিচ হতো বথা ॥ অমাবস্ত্যাস্ত সক্ষ্যায়াং রাজা দুৰ্য্যো-
 ধনো হতঃ । অমাবস্ত্যামতীতায়্যং দ্রোণিনা সৌপ্তিকো হতঃ । ধৃষ্টদ্যুম্নো
 হতো রাজৌ দ্রৌপত্যাঃ পঞ্চ চাতুৰ্জাঃ ॥ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । কথং দুৰ্য্যোধনো
 রাজা ভীমসেনেন পাতিতঃ । ষষ্ঠী রথসহস্রানি নম পুত্রস্ত বাহিনী । রথে
 রথে সহস্রেভাঃ শতমবা গজে গজে ॥ প্রত্যর্থে দশবানুকা ধানুর্দে দশ
 চক্ষিণঃ । এতস্তাং সৈন্তসংখ্যায়াং কথং দুৰ্য্যোধনো হতঃ ॥ দিবাশয়া ন মে পুত্রা
 ন রাজৌ দধিভোজিনঃ । গুর্জিনীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলান্ । সক্ষ্যাৱ-
 যুপাসন্তে কথং যুতোর্বিশক্তাঃ ॥ সঞ্জয় উবাচ । তামাপতন্তীং কুরুরাজসেনাং,
 সমুদ্রবেলামিব দুর্নিবারান্ । নিবারয়ত্যেকরথেন পার্শ্বাশ্চিভ্রাজতঃ সূর্য্য ইবানু-
 বৃষ্টিম্ ॥ আশ্রণেষু চ যে শূরাঃ স্ত্রীষু গোষু চ নির্দগাঃ । বৃস্তাদিব ফলং পকং
 ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে ॥ ত্রাসাত্ত্রৈণৈব পিঠান্তে গজ-বাজি-পদাতয়ঃ । বৃদ্ধকালে
 প্রলীয়ন্তে আমপাত্রমিবাশ্রুতি ॥ অধর্ম্মেণ হি রাজেন্দ্র পুত্রান্তে বিনিপাতিতাঃ ।
 ন চেদৃশং ভবেদ্যুদ্ধং কত্রিরাণাং জরৈষিণাম্ ॥ বাদৃশং ভীমসেনেন বৃত্তং
 দুৰ্য্যোধনস্ত চ । প্রত্যক্ষং বাসুদেবস্ত ধর্ম্মরাজস্ত বীমতঃ ॥ ন ধনুবা ন
 চক্রেণ ন ধড়গন ন চায়ুধৈঃ । গদ্যামৃষ্টিপ্রহারেণ তলৈশ্চ বিনিপাতিতঃ ॥
 নির্জিতশ্চ জিতো রাজা শক্রতিঃ স্বপকারিতিঃ । এবমষ্টাদশাহোহুতা

অক্ষৌহিণ্যো দিনে দিনে ॥ দিনানি দশ ভীষ্মেণ ভারদ্বাজেন পঞ্চ চ ।
 দিনবরস্ত কর্ণেন শল্যোনার্কদিনস্তথা । দিনার্কস্ত গদাযুদ্ধমেতদুভারতমুচ্যতে ॥
 ধর্মক্ষেত্রেহসমে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে চ ভারত । পার্থ আরোপয়দ্যুদ্ধং রাজ-
 পুত্রৈর্মহৈরিষিভিঃ ॥ বণযজ্ঞেহধিবজ্ঞেন দৌক্ষিতোহত্র ধনঞ্জয়ঃ । কর্তুরস্ত চ
 কর্মাণি ক্রিয়ন্তে যেন নিত্যশঃ ॥ যুদ্ধস্থানং মহাপুণ্যং কুরুক্ষেত্রং প্রচক্ষতে ।
 বেদিং কৃৎবা কুরুক্ষেত্রং যুগং কৃৎবা জনার্কনম্ ॥ দুর্ঘোষনং পশুং কৃৎবা কর্ণং
 কৃৎবা মহাহবিঃ । গাভীবং চমসং কৃৎবা শরমাহতিমেব চ ॥ হোতা চাপ্যর্জুনো-
 হত্ৰাসোদ্ বজ্রমানো যুধিষ্ঠিরঃ । যানি যানি পবিত্রাণি হুয়ন্তে তানি নিত্যশঃ ॥
 এষ যজ্ঞঃ সমাহুতো বিধিনা সাত্ত্বিকেন বৈ । সদ্বাঞ্জিক-মতদ্রব্যঃ স্বাহামজ্ঞ-
 বিবর্জিতঃ ॥ ইমাং ভারত-সাবিত্রীং প্রাতরুথায় যঃ পঠেৎ । স ভারত-ফলং
 প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ দিবা বা যদি বা রাত্ৰৌ দুর্গে চ বিষমেহপি চ ।
 ন তস্ত প্রাণসন্দেহঃ কার্য্যসিদ্ধিচ জায়তে ॥ অহোরাত্রকৃতং পাপং শ্রবণা-
 দেব নশ্রুতি । সংবৎসরকৃতং পাপং পঠনাদেব নশ্রুতি ॥ জ্ঞানং পুঙ্করতীরে চ
 হেমশূকযুতস্ত চ । গবাং কোটিসহস্রস্ত চ ভূমিদানশতস্ত চ ॥ দত্তস্ত ফল-
 মাপ্নোতি সত্ত্বজ্জঘতি কেশবঃ ॥ অবগাহেত যো গজাং পিতরং মাতবং স্মরন্ ।
 ক্ষিপ্ত্ৱা পাপং দিবং যাতি দ্বৈপায়নবচো যথা ॥ প্রাণিনাং পাপশুদ্ধার্থাং
 পুণ্যস্ত চ বিবর্জিনীম্ । ইমাং ভারত-সাবিত্রীং শ্রাদ্ধকালে পঠেত্তু যঃ ।
 পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ॥ ওঁ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

স্বর্গারোহণপর্বণি ভারত-সাবিত্রী সমাপ্তা । ওঁ তৎসৎ ॥

হোমার্থ অগ্নি-নির্ণয়

পাষাণজাত, অরবিজাত, অরণ্যস্থ বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগৃহস্থ বহি আনয়ন
 .পূর্বক তাহাতে হোম করিবে । হোমক্রিয়ার সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সকাশ হইতে
 অগ্নিগ্রহণ করাই কর্তব্য । নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি লইলে হোমের অর্ধ-
 ফললাভ হয় । ক্ষত্রিয়ের নিকট অগ্নি লইয়া হোম করিলে চতুর্থাংশ এবং
 বৈশ্যের বা শূদ্রের নিকট লইয়া হোম করিলে হোম নিফল হয় ;
 স্ততরাং বিধিবিহিত অগ্নি লইয়া হোম করাই কর্তব্য । গৌতমীয়ে ইহার যে
 প্রমাণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা—

“পাষাণভবমগ্নিক যদি বাহরনিসম্ভবম্। ঔজিরাণাং গেহজক বনহং
বাধবাহরেৎ। নিরগ্নিত্রাঙ্গণানকো হর্ষলাভকরো তবেৎ। কল্পবক্কোচতু-
র্বাংশং ফলং দত্তাকুতাশনঃ ॥ বৈশ্বাক্কুজাচ্চ বিকলং জারতে হোমকর্মণি।
তন্মাং সর্বপ্রবৃত্তেন বহিমুক্তং সমাহরেৎ ॥”

পতিত্যাগি, শবসম্বন্ধীয় অগ্নি ও দীপ হইতে গৃহীত অগ্নি গ্রহণীয় নহে।
কাংস্যপাত্রে, অতাবে নব শরাবে অগ্নি-সংস্কার কর্তব্য।

অগ্নির সংজ্ঞা

কার্য্যভেদে অগ্নিব পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ পূর্বক হোম করা কর্তব্য।
সুতবাং গৃহপরিশিষ্টোক্ত তৎসমস্ত নাম এই স্থলে লিখিত হইল, যথা—

“লৌকিকে পাবকো হগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্তিতঃ। অগ্নিস্ত মাক্রতো নাম
গর্তাধানে বিদীয়তে ॥ পুংসবনে চন্দ্রনামা শুদ্ধাকর্মণি শোভনঃ। সীমন্তে
মঙ্গলো নাম প্রগল্ভো জাতকর্মণি ॥ নারি স্যাৎ পার্শ্বিবো হগ্নিঃ প্রাশনে চ
শুচিস্তথা। সত্যনামাথ চূড়ামাং ত্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ ॥ গোদানে সূর্য্যনামা
চ কেশান্তে হগ্নিক্রচ্যতে। বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে বোজকঃ স্মৃতঃ ॥
চতুর্থ্যাক্ত শিখী নাম ধৃতিঃগ্নিস্তথাপরে। প্রারশ্চিতে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু
সাহসঃ ॥ লক্ষহোমে চ বহিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হতাশনঃ। পূর্ণাহত্যাং মৃডো
নাম শান্তিকে বরদস্তথা ॥ পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোহগ্নিশ্চাতিচারকে।
বশ্চার্থে শমনো নাম ববদানেহভিদূষকঃ ॥ কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো
মৃতভক্ষণে। আহুয়ৈচৈব হোতব্যং যত্র যো বিহিতানলঃ ॥”

অর্থাৎ লৌকিক ক্রিয়ার অগ্নির নাম পাবক, গর্তাধানে মাক্রত, পুংসবনে
চন্দ্র, দ্বিতীয় পুংসবনে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্মে প্রগল্ভ, নাম-
করণে পার্শ্বিব, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, উপনয়নে সমুদ্ভব, গোদানে
সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, বিসর্জনকার্য্যে বৈশ্বানর, বিবাহে বোজক, চতুর্থীহোমে
শিখী (মতান্তরে ধৃতি), প্রারশ্চিত্তহোমে বিধু, পকচক্ণ দ্বারা হোমে সাহস,
লক্ষহোমে বহিঃ, কোটিহোমে হতাশন, পূর্ণাহতিতে মৃড, শান্তিকার্য্যে বরদ,
পৌষ্টিককার্য্যে বলদ, অতিচারে ক্রোধ, বশুক্রিয়ার শমন, ববদানে অভিদূষক,
উদরমধ্যে জঠর, চিতার ক্রব্যাদ। এইরূপে কার্য্যভেদে বিভিন্ন নামে আবাহন,
অর্চনা ও হোম করিবে। সমাবর্তনক্রিয়াতে “ভেজঃ”নামক অগ্নির উল্লেখ
করিতে হয়, ভবদেবের এই মত।

অগ্নির অন্ন ও হোমভেদে হোমের কল্প

কোন্ স্থানে অগ্নির কোন্ অঙ্গ, তাহাও এ স্থলে নিখিত হইল, যথা—

অগ্নির বেধানে কাষ্ঠ, তথায় কর্ণ ; যেখানে ধূম, তথায় নাসিকা ; যেখানে অন্ন অন্ন জলিতে থাকে, তথায় নেত্র ; যেখানে অঙ্গার, তথায় শির এবং যেখানে প্রজলিত অগ্নির শিখা, তথায় জিহ্বা । প্রমাণ যথা—

“বত্র কাষ্ঠঃ তত্র প্রোক্তঃ বতো ধূমোহত্র নাসিকা । বজ্রান্নজলনং নেত্রং বতোহঙ্গারস্ততঃ শিরঃ । বত্র প্রজলিতা জালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ ॥”

অগ্নির কর্ণে হোম করিলে হোমকর্তার ব্যাধি, নেত্রহোমে অন্ধত্ব, নাসিকায় মনঃপীড়া, মস্তকে ধনক্ষয় এবং জিহ্বায় হোম করিলে সৰ্বসিদ্ধিলাভ হয়, সুতরাং জিহ্বাতেই হোম করা বিধেয় । প্রমাণ যথা—

“কর্ণহোমে ভবেদ্যধিনেত্রোহন্ধত্বং সমোরিতম্ । নাসিকার্নাং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ । জিহ্বায়াক কৃতে হোমে সৰ্বসিদ্ধিৰ্ভবেদৃকবম্ ॥”

তাত্ত্বিক হোমের স্থতিল-নিৰ্গম

তাত্ত্বিক হোমে বেরূপ স্থতিল নির্মাণ করিবে, তাহা নিখিত হইল, যথা—

“হস্তমাত্রাং স্থতিলং বা সংকিপ্তে হোমকৰ্ম্মণি । অঙ্গুলোৎসেধসংযুক্তং চতু-
রঙ্গং সমস্ততঃ ॥ বালুকাঃ পাতরৈস্তত্র স্থতিলহানমুত্তমম্ । ত্রিকোণমণ্ডলং কৃৎবা
মধ্যে বিন্দুসমস্থিতম্ । ততো হি ত্রিকোণকৈব বট্‌কোণং পরিকল্পয়েৎ ॥ তৎবহি-
বৃত্তমাকুর্য্যাদষ্টদলসমস্থিতম্ । চতুর্দ্বারং লিখিত্বা চ বজ্রভূপূরসংযুতম্ ॥ স্থতিলস্ত
বহির্ভাগে পূর্বাগ্রমুত্তরাগ্রকম্ । তিস্তিস্তিস্থে রেখাঃ কুর্য্যাৎ হোমকার্য্যে যথাবিধি ॥”

দীর্ঘ ও প্রস্থে হস্তপ্রমাণ স্থলে শরীর, অহি, কেশ ও তুষরহিত বালুকা
বিক্ষিপ্ত করত কুণ দ্বারা উহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্বক
তাহার মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কন করিবে । তৎপরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের
উপরে অপর একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তাহাকে বট্‌কোণাকৃতি
মণ্ডল করিবে । পরে উহার বহির্ভাগে একটি বৃত্তমণ্ডল করিয়া বেটন দিবে ।
অতঃপর ঐ বৃত্তের গারে অষ্টদলকমল অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে দুই
দুইটি রেখা অঙ্কিত করত প্রান্তস্থলের চতুর্দিকে দ্বারচতুষ্টয় করিয়া বজ্রভূপূর
অঙ্কন করিবে এবং স্থতিলস্থলের বহির্দেশে উত্তরাগ্র ও পূর্বাগ্র করিয়া
তিনটি রেখা অঙ্কিত করিতে হয় ।

হোমের প্রকারভেদ

বৈদিক বিধান বা পৌরাণিক বিধান ও তান্ত্রিক বিধান এই দুই প্রকার বিধানে হোম হয়। পৌরাণিক পুত্রাদিতে এবং বিবাহাদি সংস্কার ও ব্রত-প্রতিষ্ঠাদিকার্যে বৈদিক বিধানে হোম ব্যবহৃত। তান্ত্রিকক্রিয়ার বা দেবার্চনাদিতে তান্ত্রিক হোম বিহিত।

হোমের বিহিত কাষ্ঠ

বকুল, আশ্র, নাগকেশর, কীরিকার্ষ (ঔদুম্বর প্রভৃতি), পলাশ, পাকুড়, চম্পক ইত্যাদির কাষ্ঠে হোম করিবে। বিষবৃক্ষের কাষ্ঠে হোম করাই ব্রাহ্মণগণের প্রশস্ত। কুলকাষ্ঠ দ্বারা কোন কোন তান্ত্রিক কার্যে হোম হইয়া থাকে। কণ্টকযুক্ত, অসার, আর্দ্র, অন্নরসযুক্ত কাষ্ঠাদিতে হোম করিতে নাই।

কুণ্ড, বেদী ও স্থণ্ডিল

কুণ্ড,—ভূমিতে মেথলা, যোনি প্রভৃতিসম্পন্ন মনোরম গর্তকে কুণ্ড বলে। কুণ্ড অষ্টবিধ ;—চতুরস্রকুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্ধচন্দ্রকুণ্ড, ত্র্যস্রকুণ্ড, বর্ষুলকুণ্ড, ষড়স্রকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড ও অষ্টাশ্রকুণ্ড। সাধারণতঃ চতুরস্র কুণ্ডেই প্রায় বাবতীর হোমকার্য সম্পন্ন হয়, দেবার্চনার হোমাদিতে এই কুণ্ডই বিহিত। চারিদিকে একহস্তপ্রমাণ ভূতলে কুশ পাতিয়া সমচতুর্ভুজ কুণ্ড খনন করিলেই তাহাকে চতুরস্রকুণ্ড বলে।

বেদী,—একহস্তপ্রমাণ উচ্চ, সমচতুর্কোণ, দীর্ঘ-প্রস্থে চতুর্ভুজ, পূর্ব ও উত্তর-রাংশ ঈষৎ নিম্ন এবং উর্দ্ধদেশে চন্দ্রাতপাদি দ্বারা আবৃত, গোময়াদিতে পরি-লিপ্ত, পরিষ্কৃত ও পবিত্র স্থলের নাম বেদী।

স্থণ্ডিল,—কেশ-তুষাকারাদিবর্জিত সম-চতুর্ভুজপ্রমাণ বালুকাপরিব্যাপ্ত স্থানের নাম স্থণ্ডিল।

পরিমাণানিৰূপণ

বেদানে পরিমাণের কথা উল্লেখ আছে, তথ্য বজমানের ইত্যাদির মাপ বা পুরোহিতের হাতের মাপ লইয়া হোমকার্য করিবে। করতলের বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ হইতে তর্জনী পর্যন্ত পরিমাণের নাম প্রাদেশপ্রমাণ। দক্ষিণকর কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব্যতীত মুষ্টিবদ্ধ করিলে কয়টি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ

পর্যন্তের নাম “অরস্বি।” অঙ্গুলির মাগ উল্লেখ হইলে অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগ দ্বারা মাগিতে হইবে। হোমাদিক্রিয়ার মাগের প্রয়োজন হইলে অগ্রে কুশা মাগিয়া লইয়া সেই কুশা দ্বারা হুণ্ডিলাদি পরিমিত করিতে হয়।

তান্ত্রিক হুহু হোম *

প্রথমতঃ কুণ্ড অথবা হুণ্ডিল প্রস্তুত করত সংক্ষিপ্তহোমবৎ মূলমন্ত্রে অবলোকন, “ফট্” মন্ত্রে তাড়ন ও মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করত “হুং” মন্ত্রে পুনরায় অপ্রোক্ষণ করিবে। ইহাকেই হুণ্ডিলের সংস্কার কহে।

পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত “ওঁ কুণ্ডায় নমঃ” বা “হুণ্ডিলায় নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া, পূর্বে যে তিনটি রেখা দেওয়া হইয়াছে, তাহার পূর্বাগ্র-রেখাভাগে দক্ষিণাদিক্রমে অর্চনা করিবে,—“ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।” পরে উত্তরাগ্র-রেখাভাগে,—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দ্রবে নমঃ,” এই নিয়মে অর্চনা করিবে। স্তব্ররীবিষয়ক হোমস্থলে ষট্ভারী মন্ত্রে অর্চনা করিবে। ‘ঐ’ হ্রী’ ঞ্চী’ ঐ’ ক্লী’ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ” ইহার নাম ষট্ভারী মন্ত্র।

অনন্তর কুণ্ডমধ্যে ষট্ভোজন, তদ্বহিঃ বৃত্ত প্রভৃতি হোমমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চক দিবে। স্তব্ররীপক্ষে বালাবীজে পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

অনন্তর “ওঁ” মন্ত্রে হোমের দ্ব্যবতীত দ্রব্য প্রোক্ষণ করত বহির যোগপীঠা-র্চনা করিবে। যথা—কর্ণিকোপরি “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি “ব্রহ্ম-সিংহাসনায় নমঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে, বং বহিমণ্ডলায় দশকলায়নে, পীতাতৈর, খেতাতৈর, অরুণাতৈর, কৃষ্ণাতৈর, ধূম্রাতৈর, তীব্রাতৈর, ক্ষুণ্ণিভিত্তৈ, কচিরাতৈর, ানিভিত্ত, বং বহ্যাসনায়।” মন্ত্রের আদিতে ‘ওঁ’ এবং অন্তে ‘নমঃ’ শব্দ ব্যবহার করিবে।

ওঁ বাগীশ্বরীমুহূর্ত্তাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমম্বিতাম্॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ‘ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বাগীশ্বৰ্য্যে নমঃ’ মন্ত্রে পঞ্চোপচারে অর্চনা করিবে। ত্রিপুরাসুন্দরীপক্ষে “ওঁ কামেশ্বরায় নমঃ, ওঁ কামেশ্বৰ্য্যে নমঃ” মন্ত্রে পূজা কর্তব্য। পরে যথাযথ অগ্নি সংগ্রহ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত “বৌষট্” মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও দর্শন করিবে। তৎপরে “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে আবাহন পূর্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “হুঁ কট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা” মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ (প্রজালিত বহ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করিবে।

পরে উদরায়ণি ও বিন্দু অগ্নির সহিত ভোম অগ্নির ঐক্যভাবনা করত ‘বং বহ্নিচৈতন্তঃ কল্পমামি’ মন্ত্রে অগ্নিতে চৈতন্ত যোজনা করিয়া বহ্নির উপর অষ্টোত্তরশতবার ‘ওঁ’ মন্ত্রের অপ দ্বারা অভিমন্ত্রণান্তে ‘বং’ মন্ত্রে ধেনুমূদ্গার অমৃতীকরণ, ‘ফট্’ মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ‘হং’ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, ‘বং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ’ মন্ত্রে পূজান্তে—মূলমন্ত্রে বহ্নিবীক্ষণাদি সংস্কার করত দুই হস্ত দ্বারা বহ্নি ধরিয়া কুণ্ডোপরি বারত্ৰয় পরিত্রাষণ পূর্বক ‘ওঁ’ মন্ত্রে জাহ্নু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া অগ্নিকে শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যভাগে দেবীর ধোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে “ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজাজ্ঞাপয় স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নি প্রজালিত করিবে।

অনন্তর কৃতাজ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ অগ্নিঃ প্রজালিতঃ বন্দে জাতবেদং হতাননম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥” অতঃপর নিজদেহে বহ্নির জিহ্বাস্তাস করিবে। যথা—
 লিঙ্গে—‘সবয়ুং হিরণ্যাত্মৈ নমঃ’ গুহ্যে—‘বরয়ুং কনকাত্মৈ নমঃ’, মস্তকে—‘শরয়ুং রক্তাত্মৈ নমঃ’, মুখে—‘বরয়ুং কৃষ্ণাত্মৈ নমঃ’, নাসিকায়—‘লরয়ুং সূত্রাত্মৈ নমঃ’, নেত্রে—‘বরয়ুং বহুরূপাত্মৈ নমঃ’, সর্বগাত্রে—‘বরয়ুং অতিরক্তাত্মৈ নমঃ।’ উক্ত স্তাস সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অঙ্গ-হোমে জ্ঞাতব্য। রাজসিক ক্রিয়ার স্তাস অন্তবিধ। যথা—‘সবয়ুং পদ্মরাগাত্মৈ, বরয়ুং সুবর্ণাত্মৈ, শরয়ুং ভদ্রলোহিতাত্মৈ, বরয়ুং রোহিতাত্মৈ, লরয়ুং শ্বেতাত্মৈ, বরয়ুং ধূমিতৈ, বরয়ুং করালিকাত্মৈ।’ ক্রূর-কর্ম্মজহোমে উক্ত বীজপাঠান্তে ‘বিশ্বমূর্ত্যে, সুলিঙ্গিতৈ, ধূমবর্ণিতৈ, মনোজবাতৈ, লোহিতাত্মৈ, করালাত্মৈ, কাটৈ।’ করস্তাস যথা—“ওঁ সহস্রার্চিবে অমুষ্ঠাত্যাং নমঃ, ওঁ অস্তিপূর্ণায় তর্জনীত্যাং স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় মধ্যমাত্যাং বষট্, ওঁ ধূমব্যাপিনে অনামিকাত্যাং হং, ওঁ সপ্তজিহ্বায় কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্, ওঁ

ধনুর্ধরায় করতলপৃষ্ঠাত্যাং কটু ।’ অদভাস ।—“ও মহেশ্বারিণে হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি । বহিমূর্তিন্যাস—যত্নকে “ও অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ”, দক্ষাংসে “ও অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ”, দক্ষপার্শ্বে “ও অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ”, দক্ষ-কটিতে “ও অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ”, লিঙ্গে “ও অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ”, বাম-কটিতে “ও অগ্নয়ে কোমারভেজসে নমঃ”, বামপার্শ্বে “ও অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ”, বামাংসে “ও অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ ।’ জ্ঞানাস্তে “বং বহ্যাসনায় নমঃ” মন্ত্রে বহ্যাসন করনা করিয়া তাহাতে বহির মূর্তি ধ্যান করিবে । যথা—“ও ইষ্টিং শক্তিং বস্তিকাতীতিমুচ্চৈর্দৌর্ধ্বদৌর্ভির্ধারয়ন্তং জবান্তম্ । হেমাকল্পং পদ্মসংস্থং ত্রিনেত্রং, ধ্যয়েৎ বহিঃ বক্রমৌলিং জটাবিঃ ।” পরে কুণ্ডে নির্মিত মেথলার বিস্তৃত জল বাল্যামন্ত্রে সেক করিয়া গর্তহীন কুশাগ্র দ্বারা কুশমূল আচ্ছাদন করত তদ্বারা বারত্সর অগ্নিকে বেষ্টন করিবে । অতঃপর পূর্বদিক ব্যতিরেকে অন্যদিকে পরিধি নির্মাণ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে তথায় ব্রহ্মাদি দেবতার পূজা কর্তব্য । পরে পুনশ্চ বহির ধ্যান করিয়া পীঠমধ্যে বহির নামকরণ, আবাহন পূর্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে ।

“অগ্নে ত্বং অমুকদেবতানামাসি ।” অমুকদেবতানামাসি স্থলে যে দেবতার হোম, সেই দেবতার নাম উচ্চাৰ্য্য ।

পূজামন্ত্ৰ ।—“ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্গকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা । ইদং পাত্যং ও অমুকদেবতানামাগ্নয়ে নমঃ” ইত্যাদিক্রমে উপচার দ্বারা অর্চনা করিয়া লিখিত মেথলার পূর্বাদিক্রমে “ও বামার্টে নমঃ” এবং “জ্যেষ্ঠার্টে, রৌদ্র্যে, অধিকার্টে ।” কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণে পূর্বোক্ত ‘সরযুং হিরণ্যার্টে নমঃ,’ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া ইহাদের অধিদেবতরে পূজা করিবে । যথা—“ও অমর্ত্যায় নমঃ”, এবং “পিতৃভ্যঃ, গন্ধর্ব্বভ্যঃ, যক্ষভ্যঃ, নাগেভ্যঃ, পিশাচেভ্যঃ, রাক্ষসেভ্যঃ ।” কেশরে, অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে ও পূর্বাদি চতুর্দিকে যথাক্রমে “ও মহেশ্বারিণে হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা কর্তব্য । লিখিত যজ্ঞ-পদ্মের পূর্বাদিপক্ষে “ও অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ” ইত্যাদি । দশদিকে ঈশাদি লোকপালগণকে পূজা করিবে । অতঃপর ঋক্-স্বব-সংস্কার কর্তব্য । যথা—দুই হস্তে ঋক্-স্বব ধারণ করিয়া অধোমুখ করত বহিতে তিনবার প্রত্যস্ত করিবে ও কুশ দ্বারা ঋক্-স্ববের অগ্র, মূল ও মধ্য সার্জন, দক্ষিণ হস্তে প্রাক্ষণ, পুনঃ প্রতাপন, অগ্নিতে সম্ভার্জন, কুশ নিক্ষেপ পূর্বক স্বদক্ষিণভাগে আবৃত্ত কুশোপরি স্থাপন করিবে ।

আজ্য-সংস্কার।—আজ্যস্থানী বসস্থুখে আনিয়া ‘কট্’ মন্ত্রে জল দ্বারা শোধন পূর্বক তাহাতে দ্ব্যত নিষ্কেপ করিবে। ঐ দ্ব্যত বহিসংস্কারবৎ বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়। বায়ুকোণে জলং অঙ্গার আকর্ষণ করিয়া তদুপরি ‘নমঃ’ মন্ত্রে আজ্যস্থানী স্থাপন করিবে। পরে দুইটি কুশ প্রজ্জলিত করিয়া আজ্যমধ্যে নিষ্কেপ করত ‘নমঃ’ মন্ত্রে প্রজ্জলিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা দ্ব্যতকে নীরাজনা করিয়া সেই কুশপত্রদ্বয় অগ্নিতে পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর ‘কট্’ মন্ত্রে দ্ব্যতোপরি প্রজ্জলিত কুশ দেখাইয়া ঐ কুশ অগ্নিতে নিষ্কেপ করিবে। অতঃপর দ্ব্যতপাত্র লইয়া ঐ অঙ্গার অগ্নির সহিত বোজনা করিয়া দিবে। জলস্পর্শ পূর্বক বামহস্তোপরি দক্ষিণ-হস্ত রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা প্রাদেশপরিমিত কুশদ্বয় ধরিয়া ‘কট্’ মন্ত্রে তাহা দ্বারা দ্ব্যত পবিত্র করত ‘নমঃ’ মন্ত্রে উক্তভাবে কুশ দ্বারা অগ্নিতে আত্মাতিমুখে দ্ব্যত-প্রব করিবে। অতঃপর প্রাদেশপরিমিত গ্রহি ও গর্তযুক্ত পবিত্রকে দ্ব্যত-মধ্যে নিষ্কেপ করিয়া তদ্বারা দ্ব্যতকে দুই ভাগে বিভক্ত করত এক ভাগ শুক্ল ও অপর ভাগ কৃষ্ণপঙ্করূপে চিন্তা করিবে। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্য সূর্য্য নাড়ী চিন্তা পূর্বক দ্ব্যতপাত্রের বাম ও দক্ষিণভাগ হইতে দ্ব্যত লইয়া হোম করিবে। অগ্রে ক্ষব দ্বারা বা কুশিতে করিয়া আজ্যস্থানীর দক্ষিণাংশ হইতে ‘নমঃ’ মন্ত্রে দ্ব্যত লইয়া “ও অগ্নয়ে স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণেন্দ্রে হোম করিবে। পরে বামভাগ হইতে ‘নমঃ’ মন্ত্রে দ্ব্যত লইয়া “ও সোমায় স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নির বামেন্দ্রে এবং মধ্যভাগ হইতে ‘নমঃ’ মন্ত্রে দ্ব্যত গ্রহণ পূর্বক অগ্নির ললাটেন্দ্রে “ও অগ্নীষোমাত্যাঃ স্বাহা” মন্ত্রে হোম করিবে। পুনরায় দক্ষিণভাগ হইতে ‘নমঃ’ মন্ত্রে দ্ব্যত গ্রহণ পূর্বক “ও অগ্নয়ে ষিষ্টকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। তদ্ব্যমতে সর্বত্র আহুতিশেষ পাত্রান্তরে স্থাপনীয়। তৎপরে মহাব্যাহতিহোম করিবে অর্থাৎ “ও ভূঃ স্বাহা, ও ভুবঃ স্বাহা, ও স্বঃ স্বাহা” বলিয়া আহুতি দিবে।

তৎপরে “ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা” মন্ত্রে বারতর হোম করত অগ্নির গর্তাধানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। যথা—শুভকর্মে—“ও অগ্নে গর্তাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা” মন্ত্রে দ্ব্যতাহুতি দিবে। এইরূপে ‘অগ্নেঃ পুংসবনং, সীমন্তোন্নয়নং, জাতকর্ম, নাম-করণং, নিজ্জামণং, অন্নপ্রাশনং, চূড়াকরণং, উপনয়নং, মহাব্রতং, উপনিষৎ

অনং, গোদানং, বিবাহং, সৰ্ব্বত্র ‘অগ্নেঃ অমুককৰ্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা’ মন্ত্রে
স্বতাহতি দিবে। কুর অতিচারাদি কার্যে—উক্ত বিবাহান্ত সংস্কার-হোমান্তে
—‘অগ্নেঃ সৰ্ব্বং সম্পাদয়ামি স্বাহা’ মন্ত্রে হোম কর্তব্য। ত্রিপুরাম্বনরীকল্পে ‘ও
অগ্নেঃ সৰ্ব্বং সম্পাদয়ামি ঐ নমঃ’ ইত্যাদি বিশেষ তন্ত্রগারে দ্রষ্টব্য। তারা
প্রভৃতি দেবতার হোমকালে ‘ব্রাহ্ম্যাত্তৈশক্তিভ্যো নমঃ, পদ্মাত্তৈনিধিভ্যো নমঃ,
ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, বজ্রাত্তৈভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।
অগ্নিতে পীঠদেবতাসহ মূলদেবতার অর্চনা করিয়া স্বত দ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চ-
বিংশতিবার হোম করিবে। পরে আত্মার সহিত বহি ও দেবতার একত্ব
ভাবনা করত মূলমন্ত্রে একাদশ আহতি দিতে হয়। অনন্তর “ও অমুকদেবতায়
অমুকদেবতায়ঃ স্বাহা”—মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অমুকদেবতার
প্রত্যেককে এক একবার আহতি দিতে হয়। পরে নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প
করিয়া তত্তৎকল্পোক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ
সঙ্কলিত-অমুকদেবতাপূজাকর্মণি অমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ (মূলমন্ত্রোচ্চারণ
পূর্বক) স্বাহেতি মন্ত্রকরণক-অষ্টোত্তরশত- (কিংবা যতটি হইবে তাবৎ)
সংখ্যকসাজ্য-অমুকসমিতির্হোমমহং করিষ্যামি।”

অনন্তর একটি একটি করিয়া হোমীয় দ্রব্য স্বত মাখাইয়া হোমমুদ্রায় মূল-
মন্ত্র উচ্চারণ করত হোমীয় দ্রব্য অর্চনা করিয়া স্বাহান্ত মন্ত্রে অগ্নিতে
আহতি প্রদান করিবে। কুণ্ডমধ্যে শান্তিকর্মাদি-হোমে অগ্নির সুপ্রভানামী
জিহ্বায় হোম করিবে, কিন্তু সাবিজৌরূপা বহুরূপানামী জিহ্বা সকল কার্যেই
সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। হোমান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে চারিদিকের আহতি দিবে।
যথা—“ও ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যে মহতে চ স্বাহা, ও ভুবো বায়বে অন্তরীক্ষায় চ দিবে
মহতে চ স্বাহা, ও স্বচন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা, ও ভূভুবঃ-
স্বচন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা।” তৎপরে হোমীয়দ্রব্য স্রব
দ্বারা স্রকে রাখিয়া স্রব দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক উত্তর পাত্রই নাভিদেশে রাখিয়া
উখিত হইয়া “ও ইতঃপূর্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্মাদিকারতো আগ্র্যংস্বপ্ন-স্বষুপ্ত্য-
বহ্নীমু মনসা বাচা কর্মণী হতাভ্যাং পদ্ম্যামুদয়েণ শিখা বৎ স্বতং যজ্ঞকং ২৭ কৃতং
তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা যাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ে
সমর্পয়ামি ও তৎসৎ’ মূলমন্ত্র পাঠান্তে স্বাহা বলিয়া পূর্ণাহতি দিবে। পরে

সংহারমুদ্রার ‘অমুকদেবতানামাধে কথম’ বলিয়া বহুদরে দেবতাকে পুনশ্চ স্থাপন করিবে। পুনশ্চ মহাব্যাহতি-হোম ও অগ্নির পূর্বোক্ত সপ্তবিধারূপ অঙ্গমূর্তির প্রত্যেককে এক এক আহতি প্রদান করিতে হয়। পরে পূর্ববৎ মেখলার জলসেক, স্বকীয় আচার সহিত বহির সংহারমুদ্রার সংযোগ করাইয়া পরিধিরূপে স্থাপিত আন্তরণকূশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, নৈমিত্তিক হোমেই ঐ কূশ অগ্নিতে আহতি দিবে, নিত্যকর্মে নহে। অতঃপর শান্তি, তিলক ও দক্ষিণাদানাদি কর্তব্য।

হোমমুদ্রা

তদ্বসারে—

তর্জ্জনমুষ্ঠাযোগাত্ত, শান্ত্যর্থং জুহুয়ামরঃ।
 দাহজরাতিচারাপানামানামুষ্ঠমুদ্রয়া ॥
 বিদ্বেষোচ্চাটনে চৈব যারণে চ প্রশস্ততে।
 প্রদেশিনৌমধ্যমাত্যাং বধোপশমনং ভবেৎ ॥
 বপুর্মেধা তথা কাস্তিনীতিপুষ্ঠাদিকে তথা।
 আকর্ষণানি সর্কানি দূরাদমুগতানি চ ॥
 তর্জ্জননামিকাযোগাৎ সত্বে এব ভবন্তি হি।
 মোহনং বস্ত্রকামঞ্চ প্রীতিসম্বর্দ্ধনস্তথা।
 প্রদেশিনীকনিষ্ঠাত্যাং সর্কমেতৎ প্রসিধ্যতি ॥
 মোহনাকর্ষণকৈব কোভগোচ্চাটনস্তথা।
 কনিষ্ঠামধ্যমামুষ্ঠসংযোগেন তু লীলয়া ॥
 বিধিযুক্তেন হোমেন তথা দ্রব্যামুযোগতঃ।
 সর্কে যজ্ঞাঃ প্রসিধ্যন্তি মুদ্রামন্ত্রপ্রয়োগতঃ ॥

তন্মত্রে কথিত আছে, বিধি অনুসারে যথোক্ত দ্রব্যে যথাবিধি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক হোম করিলে সকল যজ্ঞই সিদ্ধ হয়। শান্তিকার্য্যে উক্তান তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে হোম করিতে হয়। ঐরূপ দাহজরাদি শান্তিকার্য্যে, অতিচার-কর্মে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে; যত্ননিবারণার্থ হোমে তর্জনী ও মধ্যমাযোগে; শারীরিক শান্তিসাধন, মেধাজনন, কাস্তিসম্বর্দ্ধন, নীতিসংশোধন, পুষ্টি-কার্য্য ও সর্কপ্রকার আকর্ষণাদি কর্ম্ম-হোমে তর্জনী ও অনামাযোগে; মোহন,

বলীকরণ ও দ্বীতিসংঘর্ষনার্থ হোমে তর্জনী ও কনিষ্ঠাবোলে ; মোহন, আকর্ষণ, ক্ষোভণ ও উচ্চাটন কার্যে কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিবোলে হোম কার্যনির্দিষ্ট।

হোমীয়াস্ত্রব্য-পরিমাণ

যুতহোমে যুত দুই তোলা পরিমাণ গ্রাহ্য। এইরূপ দুহুহোমে দুহু দুই তোলা, পঞ্চগব্য দুই তোলা, মধু দুই তোলা, দুহুপকার অক্ষমিত, দধি এক-কোষপরিমিত, খই মুষ্টিমিত, চিপিটক ও শঙ্কু মুষ্টিমিত, গুড় ও শর্করা অর্দ্ধ-পল (২ ভরি), চক্ক অর্দ্ধগ্রাস, ইক্ষু এক পর্ক, পত্র ও পুষ্প অথও এক একটি, পিষ্টকও পুষ্পবৎ, কদলীফল ও নারদলেবু এক একটি, লেবু চারি খণ্ড, কাঁটাল দশ খণ্ড, নারিকেল আট খণ্ড, বিষ ত্রিখণ্ড, কপিথ (কংবেল) দুই খণ্ড, উর্সারক (কাঁকুড়) ত্রিখণ্ড, অশ্রান্ত ফল অথও দাতব্য। সমিধ্‌মাত্রই দশাঙ্গুলপ্রমাণ, দুর্ক্বাহোমে দুর্ক্বাত্রয় মিলিত ; গুলঞ্চ চতুরঙ্গুল ; ধাত্ত মুষ্টিমিত ; ঐরূপ যুদগ, মাষকলাই, যব মুষ্টিমিত , তণুল অর্দ্ধমুষ্টিপ্রমাণ , কোজব, গোধূম, রক্তধাত্ত মুষ্টিমাত্র ; তিল ও সর্বপ গণ্ডুষপরিমাণ ; লবণ দুই তোলা ; মরিচ বিংশতিসংখ্যক ; চন্দন, অণ্ডক, কপূর, কস্তুরী, কুঙ্কুম, এই সকল তিস্তিড়ী-বীজপরিমিত করিয়া হোম করিবে।

পৌরানিক পঞ্চপল্লব

আম্র পাকুড়, বট, অশ্বথ ও বজ্রডুম্বর, এই পাঁচটির পল্লবের নাম পঞ্চ-পল্লব। প্রমাণ যথা—

“আম্রাশ্বথ-বটপ্রকোড়দ্বয়ং পঞ্চপল্লবম্ ॥”

মতান্তরে—আম্র, অশোক, বট, পাকুড় ও উডুম্বর। প্রমাণ যথা—

“চুতশোকবটপ্রকোড়দ্বয়াঃ পঞ্চপল্লবাঃ ॥”

মতান্তরে—আম্র, আম্র, কদবেল, বীজপূরক ও বিষ। প্রমাণ যথা—

“আম্রজম্বুকপিথাস্ত বিষস্ত বীজপূরকঃ ॥”

অথবা শিমূল, আম্র, বট, অশ্বথ ও বকুল, ইহাদিগের পল্লবও পঞ্চপল্লব বলিয়া কথিত আছে।

ভাঙ্গিক পঞ্চপত্র

পনস, আত্র, অশ্বখ, বট ও বকুল।

প্রমাণ যথা—

“পনসাত্রং তথাস্বখং বটং বকুলমেব চ ॥”

পঞ্চকষাঙ্ক

জাম, শিমুল, বেড়েলা, কুল ও বকুল, ইহাদিগের বকুলজনকেই পঞ্চকষাঙ্ক
কহে। প্রমাণ যথা—

“জম্বুশাল্মলিবাট্যালং বদরং বকুলস্তথা।

কষাঙ্কাঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ প্রীতিকরাঃ শুভাঃ ॥”

নবপত্রিকা

রস্তা, কালকচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিষ্ণু, দাড়িম, অশোক, মানকচু এবং
ধান্ত। প্রমাণ যথা—

“রস্তা কচু হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিষ্ণুদাড়িমৌ।

অশোকো মানকশ্চৈব ধান্তঞ্চ নবপত্রিকাঃ ॥”

প্রমাণান্তর যথা—

“কদলী দাড়িমী ধান্তং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।

বিষ্ণুশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ ॥”

সর্ষৌষধি

মুরামাংসী, বচ, কুড়, নৈলগের, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুখা।
এই সকল বস্তুর চূর্ণ দ্বারা নির্মিত বটিকা। প্রমাণ যথা—

“মুরামাংসী বচা কুঠং নৈলগেরং রজনীষরম্।

শটীচম্পকমুস্তঞ্চ সর্ষৌষধিগণঃ শ্রুতঃ ॥”

গৃহশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি

বিপ্র, কজির অথবা বৈষ্ণব গৃহে কুকুর প্রভৃতির মৃত্যু হইলে দশদিনান্তে

সেই গৃহ শুদ্ধ হয়। শূদ্র মরিলে এক মাসের পর বিপ্রাদি বর্ষজন্মের গৃহ শুদ্ধ হয় আর পতিত ব্যক্তি মরিলে দুই মাসান্তে শুদ্ধ হইবে। বিপ্রাদি বর্ষজন্মের গৃহে স্নেহ ব্যক্তি মরিলে চারি মাসান্তে গৃহ শুদ্ধ হয় এবং চণ্ডালাদি মরিলে সে গৃহ আর শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণ মরিলে তিন দিন, ক্ষত্রিয়ের গৃহে ক্ষত্রিয় মরিলে পাঁচ দিন, বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য মরিলে আট দিন এবং শূদ্রের গৃহে শূদ্র মরিলে এক পক্ষ অশুদ্ধ থাকে, পরে গৃহ শুদ্ধ হয়! গৃহমধ্যে কেহ মরিলে সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাপাত্র ও পক্ষ অন্নাদি ফেলিয়া দিবে। পরে গোময় দ্বারা গৃহলেপন করত ছাগ দ্বারা আত্মাণ করাইবে। অনন্তর বিপ্র স্বর্ণ ও কুশসম্বিত জল দ্বারা সেই গৃহ অভিবিক্ত করিবেন।

স্বর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুষ্ক, রত্নময় পাত্র, অশুষ্কিষ্ট কাংশ্চ, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, রক্ত ও সীসাময় বস্ত্র জল দ্বারা ধৌত হইলেই শুদ্ধিলাভ করে।

উল্লিখিত ধাতুপাত্র বা পাষণপাত্র শূদ্র কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে তিনবার ক্ষার, অন্ন ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। ঐ সকল পাত্র স্মৃতিকা, রক্ত-স্বলা, শব, মল ও মূত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে বাবৎ তাপ সহ হয়, তাবৎকাল অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করত শুদ্ধ করিবে।

যে জীবের মাংস অখাদ্য, যদি তাদৃশ কোন জীবের মৃতদেহ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি জলাশয়ে পড়ে, তাহা হইলে সেই জল অশুদ্ধ হয়। উহা শুদ্ধ করিতে হইলে কূপ হইতে ত্রিশ কলস, তড়াগ বা পুষ্করিনী হইতে ষষ্টি কুস্ত এবং সরোবর হইতে এক শত কুস্ত জল তুলিয়া মত্তপূত পঞ্চগব্য দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, তৈল আর ফল এই সমস্ত দ্রব্য স্নেহপাত্রে রাখিলে অশুদ্ধ হয়, কিন্তু পাত্রান্তর করিলেই শুদ্ধ হইবে।

জল দ্বারা স্বর্ণ ও রত্নত, ভস্ম দ্বারা কাংশ্চ, অন্ন দ্বারা পিত্তল ও তাম্র এবং অগ্নিবোঙ্গে মৃন্ময় পাত্র শুদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তি ভগ্ন কাংশ্চপাত্রে আহার করে, সে পাপী হয়। যদি সে ব্যক্তি নদীতে স্নান পূর্বক অষ্টাধিক এক সহস্র গায়ত্রী জপ করত একাহারী হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ হইবে।

কোন কোন মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর ও ক্ষটিক এই সকল পাত্র ভগ্ন বা অভগ্ন হউক, সর্বদাই শুদ্ধ।

উপাকর্ম ।

বেদপাঠ ও ত্রিসংখ্যা দ্বারা যেমন দিনকৃত পাপের ক্ষর হয়, তেমনই সমস্ত বর্ষকৃত পাপ এই উপাকর্ম দ্বারা ক্ষর পাইয়া থাকে ; সুতরাং উপাকর্ম ব্রাহ্মণ-মাত্রেয়ই একান্ত কর্তব্য । সামবেদী ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্রে, বহুবর্ষদী শ্রাবণ-মাসে পূর্ণিমায়, ঋগ্বেদী শ্রাবণমাসে শ্রবণানক্ষত্রে অথবা ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্রে যুক্ত পঞ্চমীতে উপাকর্ম করিবে ।

বিষ্ণুপাদোদকপানান্তে শিরোপরি

ধারণমন্ত্র ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামাষ্টিনাশন ।

সর্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাদিবিনাশনম্ ।

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারণাম্যহম্ ॥

বিষ্ণুপাদোদক-ধারণ মন্ত্র ।

ব্রহ্মাণ্ডোদরमध्ये তু বানি তীর্থানি সন্তি বৈ ।

তানি সর্বাণি তীর্থানি সন্তি বিষ্ণুপাদোদকে ॥

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী ।

তাবৎ পুঙ্করপাদেণ পিবন্তি পিতরোদকম্ ॥

ভূতচতুর্দশীতে ভক্ষণীয় চতুর্দশ শাক ।

- ১। ওল। ২। কেঁউ। ৩। বেতো। ৪। সর্বপ। ৫ কালকচু।
৬। নিম। ৭। জয়ন্তী। ৮। শাক ৯। হিঞ্চ। ১০। পলতা। ১১। গুলফা।
১২। গুলফ। ১৩। ভাটী। ১৪। নিসিন্দা।

ভূতচতুর্দশীতে দীপদানমন্ত্র ।

নমঃ পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্ম্মায় বিষ্ণবে ।

নমো ধর্ম্মায় রুদ্রায় কান্তারিপত্যে নমঃ ॥

ভূতচতুর্দশীতে চিচ্চিড়ে ঘুরাইবার মন্ত্র ।

নীতলোমসমামুক্ত সন্টকদলান্বিত ।

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতচতুর্দশীতে সন্ধ্যাকালে পিতা বা অন্য কোন গুরুজন সন্তানের ললাটে ঘূতের ফোটা দিয়া চিচ্চিড়ে অর্থাৎ আপাং গাছ ঘুরাইবে ।

প্রণামে নিষেধ ।

যদি গুরুজনের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি, কুশ, অগ্নি, জল, পুস্তক বা যুক্তিকা থাকে, অথবা তাঁহারা অশুচি অবস্থায় কি আহারে নিরত থাকেন, কিম্বা দেবপূজাদিতে অভিনিবিষ্ট থাকেন, অথবা তাঁহারা কোন স্থানে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রণাম করিতে নাই । দেবতা বা গুরুজন কাহাকেও এক হস্তে প্রণাম করিবে না ।*

দ্বাদশ দান ।

(১) সধান্ন ভূমি (২) আসন (৩) জলপাত্র (৪) বস্ত্র (৫) অন্নপাত্র (৬) তাম্বুলপাত্র (৭) ফলপাত্র (৮) চন্দনপাত্র (৯) ছত্র (১০) পাছুকা (১১) শয্যা (১২) গো অথবা কড়ি এক কাহন ।

ষোড়শদান ।

দ্বাদশদানের দ্রব্য এবং তৈজসসাধারণ সহ দীপ, তৈজসসাধারণ সহ মালা, বর্ণ ও রৌপ্য ।

বজ্রভয়নিবারণ-মন্ত্র ।

নিম্নকথিত মন্ত্র দ্বারা বজ্রভয় দূর হয় । বথা—

“রাগং ক্রোধং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্ ।

যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেযাং বিদ্যতো ভয়ম্ ॥”

মধুপর্ক ।

কাংশ্রপাত্রে দধি, ঘৃত, জল, মধু ও চিনি একত্র করিয়া কাংশ্রপাত্রে আচ্ছাদন করিলেই বিশেষ মধুপর্ক হয় । তন্মধ্যে দধি, ঘৃত ও চিনি সমভাগ, জল অত্যল্প এবং একত্রীভূত সর্বদ্রব্যাপেক্ষা অধিক মধু দিবে ।

সাধারণতঃ কাংশ্রপাত্রে ঘৃত, মধু, দধি একত্র মিশ্রিত করিলেও মধুপর্ক বলিয়া পরিগণিত হয় ।

* অসঙ্গ বথা—

“একহস্তপ্রণামক একং বাপি প্রদক্ষিণম্ ।

অকালে বর্ণনং বিরোধতি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥”

গন্ধাষ্টক

পারদাভিলষে—

চন্দনাগুরু-কপূর-চোর-কুঙ্কম-রোচনাঃ ।
 জটামাংসী কণিষুতা শঙ্কোৰ্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ ॥
 চন্দনাগুরু-হ্রীবেৰ-কুষ্ঠ-কুঙ্কম-সেব্যকাঃ ।
 জটামাংসী মুরমিতি বিষ্ণোৰ্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ ॥
 চন্দনাগুরু-কপূর-তমাল-জল-কুঙ্কম ।
 কুন্দীদং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং বিদুঃ ॥
 স্বরূপং চন্দনং চোরং রোচনা গুরুমেব চ ।
 মদং মৃগঘরোদ্ধৃতং কস্তুরীচন্দ্রসংযুতম্ ।
 গন্ধাষ্টকং বিনির্দিষ্টং গণেশস্ত মহেশিতুঃ ॥

অথবা—

চন্দনাগুরু-কপূর-রোচনাকুঙ্কমং মদম্ ।
 রক্তচন্দন-হ্রীবেৰং গাণপত্যমুদাহৃতম্ ॥
 জল-কাশ্মীরকুষ্ঠৈস্ত রক্তচন্দন-চন্দনৈঃ ।
 উশীরাগুরু-কপূরৈঃ সোরং গন্ধাষ্টকং বিদুঃ ॥

শক্তিবিষয়ে—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কপূর, চোর (গ্রহিণী), কুঙ্কম, গোৰোচনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন ।

বিষ্ণুবিষয়ে—চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কম, বারগমূল, জটামাংসী, মুরা ।

শিববিষয়ে—চন্দন, অগুরু, কপূর, তমালরস, মদজল, কুঙ্কম, রক্তচন্দন, কুড় ।

গণেশবিষয়ে—

চন্দন, অগুরু, কপূর, গোৰোচনা, কুঙ্কম, মদজল, রক্তচন্দন, বালা ।

সূর্য্যবিষয়ে—

মদজল, কুঙ্কম, কুড়, রক্তচন্দন, চন্দন, উশীর, অগুরু, কপূর ।

কৃত্তাকসংস্কারবিধি ।

প্রথমতঃ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা কৃত্তাকগুলি প্রকালন পূর্ব্বক তদুপরি “নমঃ শিবায়” মন্ত্র পঞ্চবার পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দশধা উচ্চারণ করিবে, যথা—

“ও জ্যাকং বজামহে স্পর্শকিং পুষ্টিবর্জনম্।

উর্বারকমিব বন্ধনান্মৃত্যোন্মুকীরমামৃতাত্ ॥” *

ওঁ হৌঁ অঘোরে হৌং ঘোরে হুং ঘোরতরে ওঁ হ্রৈং হ্রীং ত্রীং ঐং সর্বতঃ সর্বসর্বোত্তো। নমস্তে রুদ্ররূপিণে হুং হুং। এই মন্ত্রে রুদ্রাক্ষের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, প্রথমতঃ মালাগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন পূর্বক তত্পরি মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী আটবার জপ করিলেই রুদ্রাক্ষমালা ও তুলসী-মালাশোধন হয়। শোধনান্তে দেবতাকে নিবেদন পূর্বক ধারণ করিবে।

রুদ্রাক্ষধারণমন্ত্র।

একমুখ রুদ্রাক্ষ হইলে “ওঁ ঐ” মন্ত্র, দ্বিমুখ হইলে “ওঁ ত্রীং,” ত্রিমুখ হইলে “ওঁ ঙ্রং ঙ্রং,” চতুর্মুখ হইলে “ওঁ হ্রীং হ্রঃ,” পঞ্চমুখ হইলে “ওঁ হ্রীং,” ষষ্ঠমুখ হইলে “ওঁ ঐ হ্রীং ওঁ,” সপ্তমুখ হইলে “হ্রাং,” অষ্টমুখ হইলে “ওঁ কং রং,” নবমুখ হইলে “ওঁ হ্রাং,” দশমুখ হইলে “ওঁ হ্রীং,” একাদশমুখ হইলে “ওঁ ত্রীং,” দ্বাদশমুখ হইলে “ওঁ হ্রীং হ্রাং,” ত্রয়োদশমুখ হইলে “ওঁ ক্রৌং নমঃ” এবং চতুর্দশমুখ রুদ্রাক্ষ হইলে “ওঁ উমাং” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়।

মতান্তরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে একমুখাদিরুদ্রাক্ষধারণ বিধেয়, যথা—ওঁ ওঁ ভূঃ নমঃ। ১। ওঁ ওঁ নমঃ। ২। ওঁ ওঁ নমঃ। ৩। ওঁ হ্রীং নমঃ। ৪। ওঁ হুং নমঃ। ৫। ওঁ হুং নমঃ। ৬। ওঁ ওঁ হুং হুং নমঃ। ৭। ওঁ নমঃ। ৮। হুং নমঃ। ৯। ওঁ হুং নমঃ। ১০। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১১। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১২। ওঁ কাং ক্রৌং নমঃ। ১৩। ওঁ নমো নমঃ। ১৪।

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে রুদ্রাক্ষধারণের সংখ্যা।

বক্ষঃস্থলে অষ্টোত্তরশত, শিখায় একটি, বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকে বোড়শ, প্রতি হস্তে দ্বাদশ, প্রতি কর্ণে ছয়, মস্তকে দ্বাবিংশতি এবং কণ্ঠদেশে দ্বাবিংশৎসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে।

নীরাজনপ্রণালী।

নীরাজনের অপর নাম আরাজিক, চলিতকথায় আরতি বলে। দীপ,

* মতান্তরে একমুখ লিখিত আছে যে, মালাদ্বয়ে যে করটি রুদ্রাক্ষ থাকিবে, প্রত্যেকটির উপর “ওঁ হ্রীং নমঃ” এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া শিবচরণায়িত দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই ইহার সংস্কার হয়।

জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, পল্লব (চূতপল্লব বা বিম্বপত্রাদি) ও (দর্পণ) প্রণাম এই পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা আরাত্রিক সম্পাদন করিবে। *

প্রথমতঃ কোণান বামদিকে ভূতল ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তত্পরি দীপ (পঞ্চপ্রদীপানি) রাখিয়া তিনবার “ওঁ এতস্মৈ আরাত্রিকদীপায় নমঃ” মন্ত্রে জলাভ্যক্ষণ করিবে। তদনন্তর তত্পরি দেবতার (যে দেবতার আরাতি হইতেছে, তদীয়) মন্ত্র দশধা জপান্তে বামপদ ভূতলে ও দক্ষিণপদ আসন-প্রান্তে স্থাপন পূর্বক দেবতার পদসমীপে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখ-প্রদেশে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সপ্তবার ঘূবাইতে হয়। প্রমাণ বথা—

“আদৌ চতুস্পাদতলৈকদেশে,
দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্।
সর্কেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারা-
নাবাত্রিকং তন্মুনয়ো বদন্তি ॥”

শঙ্খ দ্বারা আরাত্রিককালে প্রত্যেক অঙ্গের আরাতিব পর শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল ভূতলে ফেলিবে।

ভোগ ও শীতল দেওয়া।

অন্ন, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, নৈবেদ্য প্রভৃতি কোন কিছু দেবতাকে নিবেদন করিতে হইলে, জলপ্রাক্ষিত স্থলে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তত্পরি স্থাপন করিবে। ভোগনিবেদনের সময় প্রথমতঃ “ওঁ এতস্মৈ সোপকরণায় নমঃ” মন্ত্রে অন্নাদিব উপর তিনবার জলের ছিটা দিবে। তদনন্তর (যে দেবতাকে নিবেদন করিবে, সেই) দেবতাব মন্ত্র তত্পরি দশধা জপ করিয়া “ইদং সোপকরণায়ঃ ওঁ. অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে অন্নাদিতে একবার কিঞ্চিৎ জলপ্রক্ষেপ করিবে

* দীপ—পঞ্চপ্রদীপ ও কপূর দ্বারা আরাত্রিক। শঙ্খ—শঙ্খের অভাবে কুশি ব্যবহার্য। শিব ও সূর্য্যপুত্রায় শঙ্খ নির্বদ্ধ, জলপূর্ণ কুশি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। শঙ্খ দ্বারা আরাত্রিকের পর ধৌত বস্ত্র দ্বারা, তৎপরে দর্পণ-প্রদর্শন এবং আত্র বা অম্বথপল্লব অথবা বিম্বপত্র দ্বারা, আরাত্রিকের পর চামরা দ্বারা বীজন করিবারও বিধি আছে ; তৎকালেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়। প্রমাণ বথা—

“পঞ্চনীরাঙ্গনং কুৰ্ব্ব্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
দ্বিতীয়ং সোদকাজেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা।
চূতাম্বথবিম্বপত্রৈশ্চতুর্থং পরিকীৰ্ত্তিতম্।
সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন পঞ্চমেন যথাবিধি ॥”

ইহাকেই পঞ্চনীরাঙ্গন বলে।

দ্বিতীয়—৫১

পরে “ও অমৃতোপস্রবমসি স্বাহা” মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল কেলিয়া দিয়া বামকর উত্তান (চিৎ) করত গ্রাস তুলিবার আকারে প্রাণাদি পঞ্চমূত্রা প্রদর্শন পূর্বক “ও প্রাণায় স্বাহা, ও অপানায় স্বাহা, ও সমানায় স্বাহা, ও উদানায় স্বাহা, ও ব্যানায় স্বাহা” এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিবে। “ও নিবেদামি তবতে জুহোনেদং হবির্হরে” (স্ত্রীদেবতা স্থলে যথাযথ দেবতাবিশেষের নাম উল্লেখ্য) মন্ত্রে নিবেদন করিতে হয়। তদনন্তর “ও অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল ভূতলে নিক্ষেপ পূর্বক “ইদং পানার্থোদকং ও অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ও অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলং ও অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” এই কয়েকটি মন্ত্রে পানার্থজল, আচমনীয় ও তাম্বূলের উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিবে।

সন্ধ্যাকালে আরতির পর শীতলও * এই নিয়মে দিবে। কেবল “সোপ-করণায়” শব্দের পরিবর্তে নিবেদ্য তত্তৎদ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। কোন বস্তুর সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে “নৈবেদ্যং” বলিয়া দেওয়াই ব্যবস্থা।

কবচ-শোধন-বিধি।

নিত্যকর্ম সমাধা করিয়া—‘কর্তব্যেহ্মিন্ কবঃসংস্কারকর্মণি’ ইত্যাদিরূপে স্ততিবাচনপূর্বক সঙ্কল্প করিবে—“অণ্ডেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়্যা অমুককবচধারণার্থং অমুকদেবতায়্যা অমুককবচসংস্কারমহং করিষ্যে।”

গণেশাদি পঞ্চদেবতাকে পূজা করিয়া গুরুপূজাকরণানন্তর কবচকে জল দ্বারা স্পর্শনান্তে “হৌং” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর-শতবার অপ করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর গোবিত পঞ্চগব্য দ্বারা কবচ প্রক্ষালন করিয়া স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপন করিবে। পুনর্বার ‘হৌং’ মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার অপ করত মূলমন্ত্রপাঠান্তে প্রথমে পঞ্চায়ত দ্বারা, পরে সেই মূলমন্ত্রে কবচকে কাঁচা দুগ্ধ ও জলে স্নান করাইবে এবং ধূপ জালিয়া এই সকল দ্রব্য-সংযুক্ত জলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্তব্ধ স্নান করাইবে; দধি ঘৃত মধু চিনি দুগ্ধ জল চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কম সহিত পঞ্চকষায়যুক্ত জল অষ্টকলসে করিয়া ক্রমান্বয়ে স্নান করাইয়া অবশেষে কেবল জলে স্নান করাইতে হয়।

পরে কবচ তুলিয়া বস্ত্রে মুছিয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন করত কুশাগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিবে। “ও কবচরাজায় বিদ্রহে মহাকবচার ধীমহি তন্নঃ কবচঃ প্রচোদয়াৎ।”

এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। মন্ত্র যথা—
 “অস্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্ত্র ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরী ঋষয় ঋগ্-যজুঃ-সামানি ক্ষত্রাসি
 জগচ্চৈতন্তরূপা প্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং
 ক্রোং ষং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুকদেবতায়ঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ”
 এইরূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্বক আবাহন করত বড়দস্তান করিয়া
 ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিবে। পটুসূত্র, দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা
 উপচারার্থ দিবে। পূজাশেষে মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করত শক্তিবিন্ধু-
 মানে বলি দিবে। পরে অষ্টোত্তরশতবার হোম করিয়া হতাবশেষ কবচের
 উপর দিবে। হোমে অক্ষম হইলে অষ্টোত্তরবিংশতবার জপ করিবে।
 তৎপরে দক্ষিণা দেয়।

যাত্রামঙ্গল-মন্ত্র।

ধেনুবৎসপ্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
 দিব্যাস্ত্রী পূর্ণকুণ্ড-বিজ-নৃপ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।
 সচ্যোমাংসং স্তুতং বা দধি মধু বজ্রতং কাঞ্চনং গুরুধাতুং,
 দৃষ্টা শ্রদ্ধা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ ॥

ষোড়শ গোপালের নাম।

কেশবাহ্যত গোবিন্দ পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম। বাসুদেব হৃষীকেশ পুণ্ডরী-
 কাক্ষ বামন। নরসিংহ হরগ্রীব নারায়ণ সদাবতু ॥

বেদীশোধন মন্ত্র।

অগ্নে কুশোদক দ্বারা জলেব ছিটা দিয়া—“ওঁ বেঙা বেদিঃ সমাপ্যতে
 বহিষা বহিরিহ্নিরম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা।”

দশাঙ্গধূপের দ্রব্য।

মধু, মুখা, স্তুত, চন্দন, গুগ্গুল, অগুরু, শৈলজ, সরলকাঠ, শিলারস,
 খেতসর্বপ।

ষোড়শাঙ্গ ধূপদ্রব্য।

গুগ্গুল, সরলকাঠ, দেবদারু, তেজপত্র, খেতচন্দন, বালা, অগুরু, কুড়,
 ইন্দুগুড়, ধূনা, মুখা, হরীতকী, আমলকী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেশ্বর। সর্বত্র
 স্তুতযোগ করিতে হইবে ও দ্রব্যের ভাগ সমান সমান হইবে।

কৌরকর্ম

“আজ্ঞয়া নরপতের্বিঅন্ননাং দারকর্ম-মৃত-মৃতকেষু চ। বন্ধ-মোক্ষ-মথ-দীক্ষণেষপি কৌরমিষ্টমখিলেষু চোদ্ভু।”

রাজাদেশে, বিবাহদিনে, মরণাশৌচান্তদিনে, বন্ধন ও মুক্তিকালে, বজ্র-দীক্ষার সকল দিনে ও সকল নক্ষত্রে কৌর কর্তব্য।

অন্নমাসে কৌরকর্ম সম্পাদন করিলে রোগ ও ধন-পুত্র নাশ পায়। নাপিতের গৃহে গিয়া কৌরকর্ম সম্পন্ন করিলে শ্রীহীন হইতে হয়। রবিবারে কৌর নির্বাহ করিলে ছুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলে মৃত্যু, বুধে ধনলাভ, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রকর্ম এবং শনিবারে সর্ষপকার দোষের উৎপত্তি হয়। প্রথমে শ্মশ্রুকেশাদি কর্তন করিয়া পরে নখ কর্তন করিবে। রোহিণী, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, মঘা ও কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রে কৌরবর্জন করিবে। মৈথুনাস্ত্রে কৌর নিষিদ্ধ। কৌরকার্যকালে কেশব, দিতি ও অদিতি এই কয়জনের এবং পাটলীপুত্র, মহীচ্ছত্রা ও আনন্তপুত্র এই তিন নগর স্মরণ করিলে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। মৌর ভাদ্র, চৈত্র ও পৌষ মাসে, দেবকার্য্যে, পিতৃশ্রাদ্ধে, অন্নমাসে, অন্ননক্ষত্রে ও রবির অংশক্রে, সংক্রান্তিদিনে কৌরকর্ম বর্জনীয়। পূর্ণান্ত হইয়া কৌরকর্ম করণীয়। আনাস্ত্রে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে কৌরকার্য্য করিবে না। প্রারশ্চিতে র অস্ত পূর্ব্বাহ্নে কৌরকার্য্য করণীয়, তাহাতে বারদোষ হয় না।

যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ। -

ঋগ্বেদীয়া বামস্কন্ধ হইতে নাভির উর্দ্ধ এবং স্তনেব অধোদেশ যাবৎ পরিমিত উপবীত ধারণ করিবে। যজুর্বেদীয়া উপবীতের পরিমাণ নাভি যাবৎ এবং সামবেদীয়া বামবাহু মূলদেশ হইতে দক্ষিণকরের অগ্রদ্বিদেশ যাবৎ প্রমাণ উপবীত ধারণ করিবে। প্রমাণ যথা—

“স্কন্ধে সূত্রং সমাদায় নাভে রুর্দ্ধং স্তনাদধঃ।

ঋগ্বেদেতন্নি যজুর্বাং নাভিমাত্রং তথৈব চ।

সাম্নাং মূলান্বামবাহোর্দক্ষিণারদ্বিমানিতম্ ॥”

যজ্ঞোপবীতগ্রহিধারণমন্ত্র।

সামবেদী—ও যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্ত ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহামি ॥

যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী—ও যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্বৎ

সহজঃ পুরস্তাৎ । আয়ুষ্কমগ্রঃ প্রতিমুঞ্চ তত্রঃ বজ্রোপবীতঃ বলমন্ত-
তেজঃ ।

ব্রহ্মগ্রহি অস্ত্রাত হইলে, গায়ত্রীপাঠ সহকারে প্রববসংখ্যায় গ্রহি দিতে
হয় । ইহা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত ।

প্রবর ।

শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রববস্ত ।—(শাণ্ডিল্যগোত্রের)

ঔর্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্পবৎ প্রববস্ত ।—(বাৎস্ত, মৌদগল্য ও
সাবর্ণগোত্রের)

ভরদ্বাজ, আদ্রিরস, বাহ্ম্পত্য প্রববস্ত । (ভরদ্বাজ-গোত্রের)

কাশ্যপ, অপ্সার, নৈঋব প্রববস্ত । (কাশ্যপগোত্রের)

ষমদগ্ন্যৌর্য্য-বশিষ্ঠপ্রববস্ত (ষমদগ্ন্যগোত্রের)

বিশ্বামিত্র মরীচি-কৌশিকপ্রববস্ত (বিশ্বামিত্রগোত্রের)

অত্র্যাশ্রের শাতাতপপ্রববস্ত (অত্রিগোত্রের)

গৌতম-বশিষ্ঠ-বাহ্ম্পত্য-প্রববস্ত বা গৌতম-ঐতথ্য-আয়াম প্রববস্ত (গৌতম-
গোত্রের)

বশিষ্ঠ-পরাশর-নৈঋব-প্রববস্ত বা বশিষ্ঠাশ্রি-সাক্তিপ্রববস্ত (বশিষ্ঠগোত্রের)

অগস্তি-দধীচি-জৈমিনি-প্রববস্ত (অগস্ত্যগোত্রের)

সৌকালিনাঙ্গিবস-বাহ্ম্পত্যাপ্সার-নৈঋব-প্রববস্ত (সৌকালিনগোত্রের)

পরাশর-শক্তি-বশিষ্ঠ প্রববস্ত (পরাশরগোত্রের)

বৃহস্পতি-কপিল-পার্বণ-প্রববস্ত (বৃহস্পতিগোত্রের)

অশ্বথ-দেবল-দেবরাজ-প্রববস্ত (কাঞ্চনগোত্রের)

বিষ্ণু-বৃদ্ধি-কৌরব-প্রববস্ত (বিষ্ণুগোত্রের)

কুশিক-কৌশিক-ঘৃতকৌশিক-প্রববস্ত বা কুশিক বিশ্বামিত্র-দেবরাট-প্রব-
বস্ত (ঘৃতকৌশিকগোত্রের)

কৌশিকাশ্রি জমদগ্নি-প্রববস্ত (কৌশিকগোত্রের)

অত্রি-ভৃগু-বশিষ্ঠ-প্রববস্ত (কাভ্যায়নগোত্রের)

আশ্রের-শাতাতপ-সাংখ্য প্রববস্ত (দত্তাশ্রেরগোত্রের)

কাশ্যথ-দেবল-প্রববস্ত (কাশ্যগোত্রের)

কৃষ্ণাশ্রেরাশ্রেরাবাস-প্রববস্ত (কৃষ্ণাশ্রেরগোত্রের)

- অব্যাহারাজি-সাক্‌তি-প্রবরস্ত (সাক্‌তিগোত্রের)
 কোণ্ডিল্য-তিমিক কোৎস-প্রবরস্ত (কোণ্ডিল্যগোত্রের)
 গার্গ্য-কৌন্তভ-মাণ্ডব্য-প্রবরস্ত (গার্গ্যগোত্রের)
 আঙ্গিরস-বশিষ্ঠ-বাইম্পত্য প্রবরস্ত (আঙ্গিরসগোত্রের)
 গার্গ্য-গৌতম-বশিষ্ঠ-প্রবরস্ত (অনাবৃকাকগোত্রের)
 অব্য-বলি-সারস্বত-প্রবরস্ত (অব্যগোত্রের)
 জৈমিন্যুতথ্য সাক্‌তি-প্রবরস্ত (জৈমিনিগোত্রের)
 কুরু বৃদ্ধাঙ্গিরো-বাইম্পত্য-প্রবরস্ত (বৃদ্ধিগোত্রের)
 আলম্ব্যায়ন শালক্যায়ন-শাকটায়ন প্রবরস্ত (আলম্ব্যায়নগোত্রের)
 সাক্‌তি-প্রবরস্ত (বৈয়াত্রপত্তগোত্রের)
 শক্তি পরাশর-বশিষ্ঠ-প্রবরস্ত (শক্তিগোত্রের)
 কাথায়নাজিরস-বাইম্পত্য-ভরদ্বাজাজমীড় প্রবরস্ত (কাথায়নগোত্রের)
 অকোভ্যানন্ত-বাসুকি প্রবরস্ত (বাসুকিগোত্রের)
 গৌতমাপ্‌সারাজিরস-বাইম্পত্য-নৈঋব-প্রবরস্ত (গৌতমগোত্রের)
 শুনক-শৌনক-গৃৎসমদ-প্রবরস্ত বা শুনক-শৌহর্দি-গৃৎসমদ-প্রবরস্ত (শুনক-
 গোত্রের)
 ঔর্ক চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্যাপ্‌বৎ-প্রবরস্ত (সৌপাঙ্গনগোত্রের)

যজ্ঞোপবীতধারণনিয়ম

চাবিটি ত্রিদণ্ডী ধারণ কর্তব্য। কেন না, দৈব ও নৈত্র ক্রিয়ার্থ দুইটি, উত্তরীয়ার্থে একটি ও বস্ত্রাভাবার্থ একটি ধারণ করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

“যজ্ঞোপবীতে দ্বৈ ধার্যো দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি ।

তৃতীয়কোত্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুষ্টয়ম্ ॥”

যজ্ঞোপবীতের সূত্রনিরূপণ

কার্পাসসূত্রজ যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণেবা, শণকসূত্রনির্মিত কল্লিষেরা এবং মেঘলোমজ সূত্রনির্মিত যজ্ঞোপবীত বৈশ্ণৱা ধারণ করিবে। প্রমাণ যথা—

“কার্পাসমুপবীতঃ শ্রাদ্ধবিপ্রশোঙ্কিতং ত্রিবৎ ।

শণকসূত্রময়ং রাজ্ঞাং বৈশ্বশ্রাবিকসৌত্রিকম্ ॥”

বিপ্রকণ্ঠাকৃত কার্পাসসূত্রে নির্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে চতুর্কর্গফললাভ হয়। প্রমাণ যথা—

“কার্পাসমস্তবং সূত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্ ।

তচ্চ বিশেষকল্পয়া নিশ্চিতঞ্চ সূশোভনম্ ॥”

যজ্ঞোপবীতমার্জনদ্রব্য ।

বেলের আঠা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সার্বপঠৈল ও তণ্ডুলচূর্ণ, এই সকলের এক-
তম দ্বারা যজ্ঞোপবীত মার্জন করিতে পারে ।

যজ্ঞোপবীতমার্জনপ্রণালী ।

যজ্ঞসূত্র বামকন্ধ হইতে উত্তোলন পূর্বক বামাকূষ্ঠে জড়াইয়া উপরিলিখিত
মার্জনদ্রব্যের একতম দ্বারা মার্জন করিবে ।

নষ্টচন্দ্রদর্শনে জলপান ।

ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতিথিতে সমুদিত চন্দ্রের নাম নষ্টচন্দ্র ।
ঐ চন্দ্র দর্শনে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া জলপান করিলে নষ্টচন্দ্রদর্শনজনিত পাপ
দূর হয়, যথা—

“সিংহঃ প্রসেনমবধৌং সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।

সুকুমারক মা রোদীস্তুব হেব শ্রমস্তকঃ ॥”

জলপানান্তে শ্রমস্তকো পাখ্যান শ্রোতব্য ।

সামবেদি-শাস্তি ।

আত্মপল্লব বা কুশাদি দ্বারা জল গ্রহণ পূর্বক মস্তকে বিন্দু বিন্দু নিক্ষেপ
করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পাঠ করিবে, যথা—

কয়া নশ্চিৎ ইত্যস্ত ঋক্‌তয়স্ত মহাবামদেবঋষির্বিরাড্‌গারজীচ্ছন ইন্দ্রো
দেবতা শাস্তিকর্মাণি অপে বিনিয়োগঃ ।

ও কয়া নশ্চিৎ আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ।

ও কয়া সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মংসদন্ধমঃ, দৃঢ়া চিদারুজৈ বসু ।

ও অভীষুণঃ সখীনামবিতাঃ জরিতৃণাং, শতং ভবাঃ স্যাতয়ে ।

যজুর্বেদী “স্মৃতিভিঃ” পড়িবে ।

ও অস্মি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ অস্মি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ ।

অস্মি নস্তাকৈর্য। অরিষ্টেনেমিঃ, অস্মি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

ও অস্মি ও অস্মি ও অস্মি ।

ও জ্যোঃ শাস্তিঃ, অন্তরীক্ষঃ শাস্তিঃ, পৃথিবী শাস্তিঃ, ওষধয়ঃ শাস্তিঃ,

বনস্পত্যঃ শান্তিরাপঃ শান্তির্বিষ্মদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সৰ্ব্বঃ শান্তিঃ
স। মা শান্তিরেধি ও শান্তিরেব শান্তিঃ ।

ও শান্তিরস্ত শিবঞ্চাস্ত্র বিনশ্বত্ৰশুভঞ্চ যৎ ।

যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু ॥

ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ । ও শান্তিঃ ।

ঋগ্বেদি-শান্তি ।

ও সন্দনৌ পাবনস্তে তনুঞ্চরতি বচো যথা । আভ্যাবস্তং যমাবস্তং যত্র
বেদমিতি ক্রবন্ ॥ যান্নাকেকতুং পুরস্পৃহং ভাবতী ব্রহ্মবর্জিনী । সজ্ঞানানাম-
ভিহিতো য এবেদমিতি ক্রবন্ ॥ ইন্দ্রস্যঃ কিং বিভুঃ প্রভূর্তানুর্নামঃ সরস্বতীম্ ।
তেন সূর্য্যমরোচয়ৎ যেনেমে রোদসী উভে ॥ জুষস্বাগ্নে আঞ্জিরসঃ কাঞ্চ মেধা-
তিধিমাত্মা সোমস্ত বৃহৎ শোত সূর্য্যমধ্যমোত্তমঃ ॥ জুষস্বাগ্নে আঞ্জিরসঃ
শোত সূর্য্যদৈবরিতমঃ । অশাস্তমাশাস্তমভি শাস্তে স্বস্তিমকুর্ষতঃ । শন্নঃ কণি-
কদন্বে পর্জন্তোহভিবর্ষতু ॥ ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাঃ শন্নো জ্যাপৃথিবী । সংপ্র-
জাত্যঃ শন্নোহস্ত দ্বিপদে শক্নুত্পদে । ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ
পৃষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাক্ষ্যে অবিষ্টেনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ও
স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ।

যজুর্বেদি-শান্তি ।

ও ঋচং বাচং প্রপতে মনো যজুঃ প্রপতে সাম প্রাণং প্রপতে চক্ষুঃশ্রোত্রং
প্রপতে । বাগোজঃ সহজো যস্মি প্রাণাপানো । যন্মে ছিদ্ৰং চক্ষুঃশ্রোত্রং
ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতিমে দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্ত যম্পতিঃ । ও স্বস্তি ন
ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাক্ষ্যে অবিষ্টেনেমিঃ স্বস্তি
নো বৃহস্পতির্দধাতু । ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ।

তান্নিক-শান্তি ।

ও সুরাস্বামভিষিক্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ । বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্ক-
র্যণো বিভুঃ (সঙ্কর্যণঃ প্রভুঃ) ॥ প্রহ্ময়শ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজ্ঞায় তে ।
আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ ' যমো বৈ নিশ্চতিস্তথা ॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব
ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতঃ শেবো দিক্‌পালাঃ পাত্ত তে সদা ॥
কীর্ত্তিলক্ষ্মীধৃতিমেধা প্রজ্ঞা পুষ্টিঃ ক্রমা মতিঃ । বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তিস্তিষ্ঠিঃ

কাশ্বিষ্ঠ মাতরঃ ॥ এতাস্থামতিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ (লোকপালাঃ সমাগতাঃ) ॥ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বৃধ-জীব-সিতার্কজাঃ । গ্রহাস্থামতিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ । দেবপত্ন্যাঃ ধ্রুবা(হধ্বরা) নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সবসাং গণাঃ ॥ অস্ত্রাণি সর্পশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ॥ ঔষগানি চ রত্নানি কালস্তাবয়বাশ্চ যে ॥ সন্নিভঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ । দেবদানবগন্ধর্বা বক্ষরাশ্চসপয়গাঃ । এতে স্থামতিষিঞ্চন্তু ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥

বিসর্জন ।

এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, “দেবতাব দেহে আবরণ-দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন ।” পবে ‘কুমন্ত্র’ বলিয়া বিসর্জন করিবে ।

সংহারমুদ্রাযোগে নির্মালা গ্রহণ পূর্বক সূন্যমার্গে সেই পুষ্পের গন্ধের সহিত দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়কমলে আনয়ন করিবে । তৎপরে দৈশান-কোণে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তদুপরি নির্মালাশেষ দিবে । তৎপরে বিষ্ণুবিষয়ে—‘ওঁ বিষ্ণুসেনায় নমঃ,’ দুর্গাবিষয়ে—‘ওঁ চণ্ডেশ্বর্যৈ নমঃ,’ শক্তিবিসয়ে—‘ওঁ শেনিকায়ৈ নমঃ,’ শিববিষয়ে—‘ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ,’ সূর্য্যবিষয়ে—‘ওঁ তেজশ্চন্দ্রায় নমঃ,’ গণপতিবিষয়ে—‘ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ,’ কালিকাদিবিষয়ে—‘ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিগৈ নমঃ’ মন্ত্রে অর্চনা করিবে । যে ঘণ্টে দেবার্চনা হয়, সেই ঘণ্টা হস্ত দ্বারা ঈষৎ চালিত করিতে হইবে । তাহার মন্ত্র যথা—

“ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পবং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি (পুং দেবতাপক্ষে ‘পরমেশ্বর’) । পূজাধারণকালে চ পুনরাগমনায় চ ॥”

চন্দন ও শঙ্খজললেপন এবং নৈবেদ্যগ্রহণবিধি ।

নির্মালা পুষ্পাদি শিবোপরি কবিয়া সর্বাঙ্গে চন্দনলেপন কবা ব্যবস্থা । দেবতাব প্রকৃত ভক্তকে নৈবেদ্য দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিবে । দেবতাপূজার অবশিষ্টে শঙ্খজল অঙ্গে লেপন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে । প্রমাণ যথা —

“নির্মালাং শিরসা ধার্য্যং সর্বাঙ্গে চান্নলেপনম্ । নৈবেদ্যং চোপভুক্তীত দত্তা তদ্ভুক্তিশালিনে ॥ দেবতার্চাবশিষ্টং যৎ সলিলং শঙ্খমধ্যগম্ । অঙ্গলয়ং বহুযাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥”

নিৰ্মাণ্য-গ্রহণ নিবেদন ।

“পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিকাবিভিঃ স্মৃতম্ । অন্তদেবস্ত নৈবেদ্যং তুষ্ণা চাক্রায়ণং চরেৎ ॥” বিষ্ণুনৈবেদ্য ব্যতীত অন্ত দেবতার নৈবেদ্য অগ্রাহ্য । বিশেষতঃ রুদ্র ও সূর্য্যের নৈবেদ্য ও নিৰ্মাণ্য গ্রহণ অত্যন্ত নিষিদ্ধ । নন্দিকেশ্বরপুরাণে উক্ত আছে, মহাদেবের উদ্দেশে নৈবেদ্য বস্ত্রাদি দান করিয়া কদাচ গ্রহণ করিবে না, পরন্তু শিবভক্তকে প্রদান করিবে । বিষ্ণুতে শিবপূজা করিলে শিবনিৰ্মাণ্য হয় নহে । কালিকাপুরাণে কথিত আছে, যে দেবতার উপাসক, সে তাহার নৈবেদ্য ভোজন করিতে পারে । কিন্তু বৈষ্ণবগণ সৌর ও শিবনৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না ॥

হরির মুট প্রদান ।

যথাবিধি আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ পূৰ্ব্বক নিম্নলিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা (পরের জন্ত হইলে অধিকন্তু অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেব-শৰ্ম্মণঃ উচ্চাৰ্য্য) অভীষ্টসিদ্ধার্থং সঙ্কলিত-হরিপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে করি-ব্যাশি) ।” পরে নৈবেদ্য উৎসর্গ-বিধানে উৎসর্গ করিয়া হরিসঙ্কীৰ্ত্তনসহকারে ছড়াইয়া দিবে ।

কার্ত্তিকমাসে আকাশপ্রদীপদান-মন্ত্র ।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ ।

প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে ॥

অশোকাকটমীতে অশোককলিকাপান-মন্ত্র ।

অশোকাকটমীতে অর্ধাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে সঙ্গল অশোককলিকাকটক পান করিলে জন্মজন্মান্তরে শোক পাইতে হয় না । “অন্তেত্যাদি পুনর্কস্মুনক্ষত্র-যুক্তায়াম্ অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা শোকরহিতত্বকামঃ অষ্টাবশোককলিকা অহং পিবে”, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিষ্ণুপদ-জলমিশ্রিত আটটি অশোককলিকা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পান করিতে হয় ।

পানমন্ত্র ।—দামশোক হরাভীষ্ট মধুমাগসমুভব ।

পিবামি শোকসন্তপ্তো দামশোকং সদা কুরু ॥

ববাদিজব্যের অভাবে প্রতিনিধি।

ববাদিতে গম, ত্রীহি অভাবে শালিধান্ত, মধু অভাবে গুড়, দ্রুত অভাবে সর্বগঠৈল এবং কুশ অভাবে কেশে সর্বত্র মূখ্যদ্রব্যাতাবে সদৃশ প্রতিনিধি গ্রাহ্য, কিন্তু মন্ত্রে প্রকৃত দ্রব্যের নামই উল্লেখ্য, বধা—মধুর অভাবে গুড় প্রয়োগ করিলেও “মধুবাতা” মন্ত্র “গুড়বাতা”রূপে পাঠ্য নহে।

দেবপূজার আবাহনাদির নিষেধবিধি।

শালগ্রামে, বাণলিঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিতে, জলে ও বহিতে পূজাকালে দেবতার আবাহন, প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন নাই।

অম্বুবাচীতে নিষিদ্ধকর্ম।

অম্বুবাচীতে কাম্যপূজাদি, ত্রতারস্তাদি, বাগ-হোমাদি, গৃহপ্রবেশাদি, ভূমিখনন, বীজবপন, অধ্যয়ন ও পকাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

সধবার পক্ষে কুশ ও তিল ব্যবহারের নিষিদ্ধতা।

সধবা স্ত্রী কুশ বা কেশের পরিবর্তে দুর্বা ব্যবহার করিবে, কুশাসনে বসিবে না এবং তিলব্যবহারও নিষিদ্ধ। তিলের পরিবর্তে যব ব্যবহার্য।

পর্য্যুষিত কুশ ও শিবমূর্তিকাগ্রহণের নিষিদ্ধ দিন।

হরিশরনে বাগী কুশ ও শিবমূর্তিকা অব্যবহার্য। শ্রাবণী অমাবস্তায় কুশ তুলিলে তাহা পর্য্যুষিত হয় না।

প্রণামবিধি।

প্রণাম চতুর্বিধ ;—অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও করশিরঃসংযোগাখ্য। স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্বক প্রণামের পাদস্পর্শ করাকে অভিবাদন কহে। পদদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি (প্রণামের প্রতি স্থিৎ-নেত্রপাত,) বাক্য (তন্নামোচ্চারণ) ও মন (তৎপ্রতি একাগ্রচিত্ততা) এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণামের নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম, বাহুদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামের নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম এবং মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক প্রণামকে করঃশিরঃসংযোগাখ্য প্রণাম কহে। প্রমাণ বধা—

“পদ্যোঃ করাত্যাঃ জাহ্নুত্যাশ্রুসা শিরসা দৃশা।

বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

বাহুভ্যাং চৈব জাম্বুভ্যাং নিরসা বচসা দৃশা ।

পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ স্ত্রাং পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥”

শিব ও স্ত্রীদেবতাকে দক্ষিণে এবং বিষ্ণুকে বামদিকে রাধিয়া প্রণাম করিবে। গুরুকে অগ্রে রাধিয়া প্রণাম কবা বিধেয়। ইহা না করিলে প্রণতি বিফল হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

“স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ ।

প্রণমেচ্চ গুরোবগ্রে চান্তথা নিফলং ভবেৎ ॥”

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে “বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া প্রতিনমস্কার করিবে। ব্রাহ্মণেব অঙ্গে পাদস্পর্শ হইলে উভয়েই ‘বিষ্ণবে নমঃ’ উচ্চারণ পূর্বক প্রণাম করিবে। ব্রাহ্মণ প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণগণ “স্বস্ত্যস্তু”, ক্ষত্রিয় প্রণাম করিলে ‘আয়ুস্মান্ ভব’ বৈশ্য অভিবাদককে ‘বর্দ্ধতাম্’, শূদ্র অভি-বাদকের প্রতি ‘আবোগ্যামস্তু’ বলিবেন। হীনবর্ণের প্রতি “ধর্ম্মে মতিরস্তু”, “কল্যাণমস্তু” অথবা “জয়োহস্তু” বলিয়া আশীর্বাদের সময় উত্তান-দক্ষিণহস্ত অধঃপ্রসারণ পূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব স্পর্শ করিয়া বরমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

প্রণম্যা প্রণম্য বিচার ।

“মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্বয়সাধিকঃ ।

নমস্কুর্যাদ্ গুবোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজাম্বাং বিমাতরম্ ॥

তথা—স্মিয়ো নমস্তা বৃদ্ধাশ্চ বয়সা পত্ন্যরেব তাঃ ॥”

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পিতা-মাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদগ্রহণপূর্বক প্রণাম করিবে না। কিন্তু গুরু-পত্নী (আচার্য্যানী), জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-পত্নী ও বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও প্রণম্যা। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহারা স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহারাই প্রণম্যা। বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুলাদি উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উখিত হইবে, এবং ‘অমুক আমি’ বলিয়া নিজ নাম কীর্তন করিবে।

প্রণম্যা স্ত্রীলোকের অঙ্গে স্ত্রীলোকের পদস্পর্শ হইলে “কমস্তু” অর্থাৎ ‘কমা করন্’ বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণম্যা স্ত্রীও “জীবৎপতিকা ভব” অর্থাৎ ‘চির আরাতী হও’ বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন।

পঞ্চগব্য ।

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত একত্র করিলেই পঞ্চগব্য হয় । গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের অষ্টগুণ দধি মিশ্রিত করিবে । এতৎসহ কুশোদকমিশ্রণেরও বিধি আছে । প্রমাণ যথা—

“গোমূত্রং গোময়ং কীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ।

পঞ্চগব্যমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্বকৰ্ম্মসু ॥”

সামবেদি-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র ।

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ দ্বারা শুদ্ধ করিবে ।

গোময়—ওঁ গাবচ্চিদ্যা সমস্তবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবরুবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ ।

দুগ্ধ—ওঁ গবেয়া বুণোষথাপুরা অশ্বরোহথ রথরা বরিবস্তা মহোনাম্ ।

দধি—“ওঁ দধিক্রাবোহকারিষম্” ইত্যাদি ।

ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানাং” ইত্যাদি ।

কুশোদক—ওঁ দ্যোরাপঃ ক্রণিক্রদৎ সিকোৱারো মরুতো মাদয়স্তাং ধর্ম্ম-
জ্যোতিঃ ।

সমস্ত একত্র মিশ্রণান্তে গায়ত্রী-পাঠ কর্তব্য ।

যজুর্বেদি-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র ।

গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠ দ্বারা শুদ্ধ করিবে ।

গোময়—“ওঁ গরুদারাং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ।

দুগ্ধ—“ওঁ আপ্যায়ন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ।

দধি—“দধিক্রাবোহকারিষঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ।

ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি শুক্রমসি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ।

কুশোদক—“ওঁ দেবস্ত যা সবিতুঃ প্রমবেহখিনোর্কীহিত্যাং পৃক্ষেৱস্তা-
ভ্যামাদদে ॥”

সমস্ত একত্রকরণান্তে গায়ত্রী পাঠ করিবে ।

ঋগ্বেদি-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র ।

গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠ দ্বারা ।

গোময়—“ওঁ গাবচ্চিদ্যা” ইত্যাদি ।

দুহ—“আপোহস্তাষচারিষং রসেন সমগম্যহি । পদ্বাননয় আগহি তন্মা
সংসৃজ বর্চসা ।”

দধি—“ও উদুধ্যধ্বং সমনসঃ সখারঃ সমগ্নিমিহং বহবঃ সনীলাঃ । দধিক্রা-
মগ্নিমুঘসঞ্চ দেবীমিচ্ছাবতঃ স্বস্তি তে পারমসৌর ।”

স্বত—“ও অগ্নিরশ্মি জগ্ননা জাতবেদা স্বতং মে চক্ষুরমৃতম্ আসন্ ।
অর্কস্বিধাতুরজসো বিমানোহজস্যো ঘর্ষো হবিরশ্মি নাম ।”

কুশোদক—“যোগে যোগে তরন্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায় ইন্দ্রমৃতয়ে
আয়ুষে প্রজাটৈঃ ।”

সমস্ত মিশ্রণান্তে গায়ত্রী পাঠ পূর্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

“ও গায়ত্রেণ ত্বা চন্দসা মথ্যামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চন্দসা মথ্যামি আতুষ্টুভেন
ত্বা চন্দসা মথ্যামি আগতেন ত্বা চন্দসা মথ্যামি ভূতুর্বঃ স্বস্বরীষতে ।”

পঞ্চামৃত ।

দধি, দুগ্ধ, স্বত, শর্করা ও মধু ইহাদেবই নাম পঞ্চামৃত । ইহাই সর্বকার্য্যে
প্রয়োজনীয় । প্রমাণ বথা—

“দধি দুগ্ধং স্বতকৈব শর্কবাসংসৃতং মধু ।

পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্বকৰ্ম্মসু ॥”

পঞ্চামৃতশোধন ।

দধি, দুগ্ধ ও স্বতশোধন-মন্ত্র পূর্বে লিখিত হইল ; মধু ও শর্করা
শোধন-মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইতেছে, বথা—

মধুশোধন মন্ত্র ।—ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ । মাধ্বীনঃ সঙ্ঘো-
বধীঃ । ও মধু নক্তমুতোষসো মধুমং পার্থিবং রজঃ । মধু তৌরন্ত নঃ পিতা । ও
মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমা অস্ত সূর্য্যঃ । মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ । ও মধু
ও মধু ও মধু ।

চিনিশোধন মন্ত্র ।—গায়ত্রীপাঠ ।

পঞ্চশস্ত্র ।

ধান্ত, মাষকলায়, তিল, মুগ ও বব । প্রমাণ বথা—

“ধান্তমাষান্তিলা মুদগাঃ সববাঃ পঞ্চশস্ত্রকাঃ ॥”

পঞ্চরস্ব ।

মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ । প্রমাণ যথা—

“মণি-মুক্তা-প্রবালঞ্চ রজতং কাঞ্চনমুখা ।

পঞ্চরস্বমিদং প্রোক্তমুখিভিঃ পূর্বদর্শিতৈঃ ॥”

নবরস্ব ।

মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্যমণি, গোমেদমণি, রক্তমণি, বিজ্রমমণি, পদ্মরাগমণি, মরকত ও নীলমণি । প্রমাণ যথা—

“মুক্তা-মাণিক্য বৈদূর্য্যান্ গোমেদান্ রক্ত-বিজ্রমো ।

পদ্মরাগং মরকতং নীলক্ষেতি যথাক্রমাৎ ॥”

হবিষ্যাম্ ।

গব্যাদধি, গব্যদ্ব্যত (অভাবে মাহিষদ্ব্যত), আতপতগুল, ইক্ষুচিনি, বেতোশাক, ইক্ষু, হরীতকী, মটর, যব, তিল, কাঁচামুগ, সৈন্ধবলবণ, হিঞ্চা, কাঁঠাল, কদলী, আমলকী, লতাদির মূল, তেঁতুল, আশ্র, জীরক, গব্য দুগ্ধ (অভাবে মাহিষ দুগ্ধ), লবলী (নোড়) । *

স্মার্তমতে—হৈমন্তিকং সিতান্বিন্নং ধাত্ত্বং মুক্তগাভিলা যবাঃ । কলায়-কঙ্ক-নীবারা বাস্তকং হিলমোচিকা । বটিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং । লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পিষী । পয়োহুগ্ধতসারঞ্চ পনসাম্বহরীতকী । তিস্তিড়ী জীরকৈঞ্চব নাগরস্বঞ্চ পিঙ্গলী । কদলী লবলী ধাত্ত্বী ফলান্ত-শুভমৈক্ষবম্ । অতৈলপকং মুনয়ো হবিষ্যাম্ প্রচক্ৰতে ॥

অগস্ত্যসংহিতান্নাম্—দধি ক্ষীরং দ্ব্যতং গব্যমৈক্ষবং শুভবর্জিতম্ । নারিকেল-ফলকৈঞ্চব কদলীং লবলীমুখা । আশ্রমামলকৈঞ্চব পনসঞ্চ হরীতকীম্ । ত্রতাস্তরপ্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্ত্রতে বৃধৈঃ ॥

হেমন্তপক সাদা আতপতগুল, মুগ যব, তিল, কলায়, কঙ্ক, বস্ত্রধাত্ত, বেতোশাক, হিংচে শাক, বটী ও কালশাক, কেঁউ ব্যতীত সর্ষবিধ মূল, সিদ্ধ ও সমুদ্রোৎপন্ন সৈন্ধব, গব্যাদধি, গব্য দ্ব্যত, অহুগ্ধতসারবান্ গব্যদুগ্ধ, কাঁঠাল, আম, হরীতকী, নারিকেল, কদলী, লবলী, তিস্তিড়ী, নাগরস্ব,

* আতা, পেঁপে, তরমুজ, ডাব বা নারিকেল, ফুটি, কড়াইগুটি, বরবটি, বাদাম, ডালিম, ত্রাফা (কিসমিস), খর্জুর প্রভৃতি অব্যত দেশভেদে লৌকিকাচারমতে হবিষ্যাম্ বলিয়া পরিগণিত ।

আমলকীফল, জীরে, পিপুল, ইক্ষু-দণ্ড, ইক্ষু-চিনি (ইক্ষু-গুড় নহে), অভয়ল পক্ষ বস্তু ও ব্রতাস্তরে বিহিত ফল হবিষ্য দ্রব্য ।

মহা হবিষ্যদ্রব্য ।

মহাশুক্লনিপাতে, ব্রহ্মচর্যাবস্থায়, পুরুষচরণে বা যে যে কার্যে অক্ষার লবণ ভোজনের বিধি আছে, সেই স্থলেই নিম্নোক্ত দ্রব্য গ্রাহ্য, যথা --

“গোকীরং গোঘৃতকৈব ধান্বং মুদগান্তিলা যবাঃ ।

লবণে সৈন্ধব-সামুদ্রে অক্ষারলবণং বিদুঃ ॥”

কাঁচা গো-দুগ্ধ, গো-ঘৃত, হৈমন্তিক সাদা আতপতণ্ডুল, কাঁচা মুগ, তিল, যব, সিদ্ধ ও সমুদ্রজ লবণ অক্ষার লবণ নামে অভিহিত ।

অক্ষমের পক্ষে উপবাসে অনুকল্প ।

আপৎসু মরণভৌতৈর্বিধেঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ ॥

শাস্ত্রে আপৎকালে ও মরণভৌতেব পক্ষে প্রতিনিধি বা অনুকল্পের বিধি ব্যবহৃত আছে । কিন্তু—

“প্রভুঃ প্রথমকল্পস্ত যোহনুকল্পেন বর্ততে ।

ন সাম্প্রায়িকং তস্ত দুৰ্ম্মতের্বিচ্ছতে ফলম্ ॥”

যে ব্যক্তি উপবাসাদি প্রথমকল্পে সমর্থ হইয়া কষ্টভরে অনুকল্পে ইক্ষু, ক হর, সে দুর্লভ পৌরাতনিক ফল ঘটে না । শাস্ত্রে কথিত আছে —

“অনুকল্পো নৃণাং প্রাক্তঃ ক্লীণানাং বরবর্ধিনি ।”

ক্লীণেব পক্ষেই অনুকল্পবিধি কথিত হইয়াছে ।

“নক্তং হবিষ্যন্নমনোদনং বা ফলং তিলাঃ কীরমথাসু চাক্ষ্যম্ ।

যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাধ বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥”

অহোরাত্র উপবাসে অক্ষম হইলে বাজিতে হবিষ্যন্ন বা ওদন ব্যতীত অন্য খাদ্য, কিম্বা ফল, তিল অথবা দুগ্ধ, সামর্থ্য পক্ষে কেবল ঘৃত অথবা পঞ্চগব্য কিম্বা বায়ুভক্ষণ পূর্বপূর্বোপেক্ষা প্রশস্ত ।

উপবাসদিনে উপবাস করিতে অক্ষম হইলে ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ও জল সেবন করিবে । যদি তাহা সেবন করিয়াও উপবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক সমস্ত দিবা উপবাসী থাকিয়া রাত্ৰিকালে হবিষ্যন্ন ভক্ষণ করিবে । উপবাসে কাতর হইলে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা ভোজনমূল্য দ্বিগুণ দান করিবে, তাহাতে উপবাসফল হয় ।

অপরহন্ত ।

নির্জ্বনে জপ করাই কর্তব্য । কল কথা, বেদানে চিত্তপ্রসাদ অগ্নে, তাহাই অপের উপযুক্ত স্থান । জপ ত্রিবিধ ;—মানসিক, উপাংগ ও বাচনিক । মনে মনে মন্ত্র জপ করাকে মানসিক জপ কহে ; যে অপের শব্দ নিজের শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু অন্তে শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংগ জপ বলে ; আর যে অপের শব্দ উচ্চৈঃস্ববে উচ্চারিত হয়, তাহাকে বাচনিক জপ বলা যায় । বাচনিক অপেক্ষা উপাংগ এবং উপাংগ অপেক্ষা মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ ।

মন্ত্রজপের আদিতে অঙ্গস্তাস, করস্তাস, ঋষ্যাদিস্তাস, মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও গুরুপঙ্ক্তিনমস্কার করিয়া অপশেষে পুনর্বার প্রাণায়াম করত জপ বিসর্জন করিবে । পরন্তু গায়ত্রীজপ সম্বন্ধে ইহার কিছুই করিবার আবশ্যক নাই ।

প্রভাতে হৃদয়সমীপে উত্তান উভয়হস্তে, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখহস্তে এবং সন্ধ্যাকালে অধোমুখ-হস্তে জপ করিবে । জপকালে হস্ত বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে । হৃদয়কমণে পূজিত দেবতাকে ধ্যান পূর্বক মস্তকস্থিত গুরু ও মন্ত্র সহ দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া জপ করিতে হয় । মন্ত্র স্পষ্ট ও অনতিদ্রুতভাবে উচ্চারণ করিবে এবং অধিক বিলম্ব করিয়া উচ্চারণ করিবে না । অক্ষ-মালাতে জপই প্রশস্ত, তাহাব অভাবে অনামার মূলপর্কদ্বয়, কনিষ্ঠার পর্কদ্বয়, অনামা ও মধ্যমার অগ্রপর্কদ্বয় ও তর্জনীর পর্কদ্বয় এই দশপর্কের ক্রমান্বয়ে অঙ্গুষ্ঠেব অগ্র দ্বারা জপ করিবে । স্ত্রীদেবতা হইলে তর্জনীর পর্কদ্বয় পরিত্যাগ করত মধ্যমার তিন পর্ক ও তর্জনীর মূলপর্ক দ্বাবৎ দশস্থলে জপ করিবে । এইরূপ অপের প্রতি দশবার হইলে উক্তরূপ প্রণালীতে বামহস্তের পর্কে একবার জপ করা হইবে । এই প্রকারে বামহস্তে দশবার পূর্ণ হইলেই শতসংখ্যা পূর্ণ হইল বুঝিবে । অষ্টাদশবার বা এক শত আটবার ইত্যাদিরূপ অষ্টাধিক করিয়া জপ করাই কর্তব্য । অক্ষয় হইলে দশবার জপ করিবে ।

অপসংখ্যাদ্রব্যের দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হয় । দক্ষিণ হস্তে দশবার জপ হইলে বামহস্তের অঙ্গুলীসমূহের একটি পর্ক ধরিবে । এইরূপে বামহস্তের দশপর্ক শেষ হইলেই শতবার জপ হয় । প্রতি শতবার অপের পর সংখ্যাদ্রব্যের দ্বারা সংখ্যা নিকূপণ করিবে । সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে জপ নিফল হয় । জপকালে একরূপ ভাবে জপ করিবে যেন, অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ অঙ্গুলীর পর্করেখার পতিত না হয় । দৈবাৎ পড়িলে পুনরায় প্রথম হইতে জপ আরম্ভ করিবে ।

অপকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিস্পন্দন, দন্তবিকাশ, বাক্যোচ্চারণ, হস্ত ও জুষ্ঠা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। অপের প্রথমে ও শেষে প্রাণারাম কর্তব্য। প্রমাণ যথা—

“অপস্তাদৌ তথা চান্তে প্রাণারামং সমাচরেৎ ॥”

লাক্ষা, কুশিত (জলে গোলা) সিন্দূর, গোময় বা করীষক (ঘুঁটে) এই সকল দ্রব্যের একতম দ্বারা গুটিকা করিয়া তদ্বারা অপসংখ্যা রাখিবে। প্রমাণ যথা—

“লাক্ষা কুশিতসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্ ।
বিলোড়্য গুটিকাং কৃত্বা অপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ ॥”

অপসমর্পণ।

অপান্তে গন্ধ, অকৃত ও কুশোদক দ্বারা দেবীর বামকরে অপ সমর্পণ করিতে হয়। পুংদেবতা স্থলে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যবারি দ্বারা দক্ষিণকরে অপ সমর্পণ করিবে। প্রমাণ যথা—

“এবং অপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাকৃতকুশোদকৈঃ ।
অপং সমর্পয়েদেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ।
দেবস্য দক্ষিণহস্তে কুশ-পুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ ॥”

নিম্নকথিত মন্ত্রে অপ সমর্পণ করিবে। যথা—

“গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্বংকৃতং অপম্ ।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥”

পুংদেবতাস্থলে “গোপ্ত্রী” স্থলে “গোপ্তা”, “দেবি” স্থলে “দেব” এবং “সুরেশ্বরি” স্থলে “সুরেশ্বর” উচ্চার্য।

প্রকারান্তর ভূতশুদ্ধি।

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াম্।—অথবান্তপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধিবিধীয়তে। কণ্ঠকন্দ-সমুদ্ভূতং জ্ঞানানলসুশোভনম্। ঐশ্বর্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ষিকম্। স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যয়েৎ প্রণবেন বিকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ষিকাসংস্থং প্রদীপ-কলিকাস্থিতম্। জীবাআনং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিস্ত্য কুণ্ডলীম্। সূর্য্যা-বজ্র-নাআনং পরমাঅনি যোজয়েৎ।

সজ্জিগু ভূতশুদ্ধি।

ও মূলশৃঙ্গাটকর্ষচ্ছিরঃ সূর্য্যাপথেন জীবনিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি
হাহা। বং লিঙ্গশরীরং শোষণ শোষণ হাহা। রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ

স্বাহা । পরমশিব সুষুপ্তাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোমস জল জল প্রজল প্রজল
হং সঃ সোহ্‌হং স্বাহা ।

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ-ভূতত্ত্বি ।

নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণপদ্ম ধ্যান করিলেই ভূতত্ত্বি সম্পাদিত হয় ।
প্রমাণ যথা—

“স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়ৈৎ শ্রীকৃষ্ণচরণানুজম্ ।

ভূতত্ত্বিমিমাং প্রাহঃ সর্বাগম-বিশারদাঃ ॥”

আচমন ।

হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্বক হস্তে মাষপরিমিত জল লইয়া তাহা দর্শন
পূর্বক বারত্সর পান করিবে । অনন্তর হাত ধুইয়া শিরোদেশে ও চরণে জলের
প্রক্ষেপ দিবে, দক্ষিণকরের বাঁকান অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা বারত্সর মুখ মার্জনা
করিবে । পরে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলিত্রয় একত্র করিয়া মুখ,
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও তৎ-
পরে কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতে হয় । (সামবেদীর পক্ষে বারত্সর চক্ষুঃ ও কর্ণ
স্পর্শ বিধি) পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মিলনে নাভিস্থল, হস্ততল দ্বারা
হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা শিরোদেশ এবং অঙ্গুলীব অগ্রদেশ দ্বারা বাহ্যুগল
স্পর্শ করত বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পবিত্র হইবে । স্বত্ব্যক্ত প্রমাণ যথা—

“প্রক্ষাল্য পানী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদনু বীক্ষিতম্ । সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন ত্রিঃ
প্রমুখ্যাত্ততো মুখম্ ॥ সংহত্য তিস্তিতিঃ পূর্বমাস্ত্রমেবমুপস্পৃশেৎ । অঙ্গুষ্ঠেন
প্রদেশিত্তা ত্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥ অঙ্গুষ্ঠানামিকাত্ত্যাত্ত চক্ষুঃপ্রোত্তে পুনঃ পুনঃ ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেন বৈ ॥ সর্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাত্রেণ
সংস্পৃশেৎ । এবং কৃত্বা পয়ঃ পীত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা শুচিভবেৎ ॥”

হাতের চেটো গোকর্ণাকৃতি করিয়া, একটি মাষকলার মত হয়, এই পরি-
মিত জল লইয়া আচমনের কালে পান করিবে । বারত্সর এই পরিমিত জল
লইতে হয় । তাহার ন্যূন বা অধিক জল লইলে কৃথিরপান করা হইয়া থাকে ।
প্রমাণ যথা—

“গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ ।

তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবেচ্ছেকৃথিরক্ত তৎ ॥”

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রদেশের নাম দৈবতীর্থ ;

কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশের নাম কারতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির মধ্যদেশের নাম পিতৃতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশের নাম ব্রাহ্মতীর্থ। আচমনকালে এই ব্রাহ্মতীর্থে জল লইয়া আচমন করা কর্তব্য। প্রমাণ যথা—

“অঙ্গুল্যাগ্রে তীর্থং দৈবং ব্রহ্মাঙ্গুল্যোর্মূলে কারম্।

মধ্যেঃকুষ্ঠাঙ্গুল্যোঃ পৈত্ৰং মূলে হৃঙ্গুষ্ঠস্ত ব্রাহ্মম্ ॥”

বৃদ্ধাঙ্গুলীর নাম অঙ্গুষ্ঠ, তৎপরের অঙ্গুলীগুলির নাম ক্রমান্বয়ে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।

বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র যথা—“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি স্মরয়ঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্।

শূদ্রাচমন।

শূদ্র বা স্ত্রীজাতি বেদমন্ত্রে অধিকারী নহে। সূতরাং স্ত্রী ও শূদ্র প্রণব, স্বাচা, স্বধা, তৎসৎ ইত্যাদি ও বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে, কার্য্যভেদে উহার। কেবল মন্ত্র শ্রবণ করিবে ও ‘নমঃ’ ‘নমঃ’ পাঠ করিবে। কার্য্যভেদে পৌরাণিক মন্ত্রপাঠে স্ত্রী ও শূদ্রগণ অধিকারী হয়। প্রমাণ যথা—

“অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জিতঃ।

অমন্ত্রস্ত তু শূদ্রস্ত বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে ॥”

স্ত্রী ও শূদ্রের আচমনস্থলে দৈবতীর্থ দ্বারা (তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রদেশ দ্বারা) ওষ্ঠে জলের প্রক্ষেপ দিয়া “নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ” স্মরণ করত নিম্নকথিত পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

“নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাধস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাকং স বাহ্যাত্মন্তরঃ শুচিঃ ॥”

তাত্ত্বিক আচমন।

“ওঁ আঅতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ বিজাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।” এই তিনটি মন্ত্রে বারতন্ত্র জল পান পূর্বক আচমন করিবে।

তাত্ত্বিক স্ততিবাচন।

“হ্রৌঁ হ্রুঁ স্ততি নঃ কাত্যারনী অপর্ণা হ্রুঁ স্ততি নঃ কালী মেধাস্বতমসী হ্রৌঁ স্ততি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু।”

সঙ্কল্প ।

সঙ্কল্প না করিয়া কার্য্য করিলে পূর্ণফলভাগী হওয়া যায় না, ধর্ম্মের অর্দ্ধেক ভাগ নষ্ট হয় । প্রমাণ যথা—

“সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ।

ফলকাল্লাল্লকং তন্তু ধর্ম্মস্তাঙ্গক্ষয়ো ভবেৎ ॥”

শব্দে, কিছুকে, কেবল হস্তে, কাংস্তপাত্রে, রজতপাত্রে, পাষাণপাত্রে এবং মৃন্ময়পাত্রে কদাচ সঙ্কল্প করিবে না । প্রমাণ যথা—

“ভুক্তি-শব্দান্ন-হস্তৈশ্চ কাংস্ত-রৌপ্যাদিভিস্তথা ।

সঙ্কল্পো নৈব কর্তব্যো মৃন্ময়ে ন কদাচন ॥”

উড়ুস্বর অর্থাৎ তাত্রাদি পাত্র জল-পূরিত করত মূল ও অগ্রদেশের সহিত তিনটি কুশ, ফল, পুষ্প ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিবে । জলাশয়, উপবন ও কূপপ্রতিষ্ঠাসময়ে পূর্ব্বাশ্র, অপরাপর সাধারণ ক্রিয়ায় উত্তরাশ্র হইয়া সঙ্কল্প করিতে হয় । সঙ্কল্পের মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক (প্রথম খণ্ড দেখ) পাত্রস্থ জল ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিবে । প্রমাণ যথা—

“গৃহীষৌড়স্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতম্ । দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফল-পুষ্প-
তিলান্বিতম্ । জলাশয়ানামকূপে সঙ্কল্পে পূর্ব্বদিব্লুখঃ । সাধারণে চোত্তরাশ্র-
ঐশান্যে নিক্ষিপেৎ পয়ঃ ॥”

সঙ্কল্পে হরীতকীই প্রশস্ত । অভাবে রস্তা, কিন্তু গুবাক কখন দিবে না । প্রমাণ যথা—

“হরীতকীফলং শ্রেষ্ঠং সঙ্কল্পে বিধিপূর্ব্বকম্ ।

তদভাবে চ রস্তা বা ন গুবাকং কদাচন ॥”

সঙ্কল্প করিয়া স্মৃক্তমন্ত্র পাঠ্য । স্মৃক্তমন্ত্র তিন বেদে তিন প্রকার ।

তান্ত্রিক সঙ্কল্পস্মৃক্ত ।

“ও ইন্দ্রাজ্ঞা নো বিবেনী পুষ্টাং মা ক্লণোতি সতাং সিক্ধং-প্রহিতামন-
রোতিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায় দেব ওহতে ।”

মাষভক্তবলি ।

মাষকলাই, আতপতণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত করিয়া, “এষ মাষভক্তবলিঃ ও
অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । এষ মাষভক্তবলিঃ—ও যে রৌদ্ৰা রৌদ্ৰকর্মাণো রৌদ্ৰ-
হাননিবাসিনঃ । মাতরোহপ্যগ্ররূপাশ্চ গণাধিপত্যন্ত বে ॥ বিয়তুতাস্ত বে

চান্দ্রে দিগ্‌বিদিক্‌ সমাপ্রিতাঃ । সর্বে তে শ্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্‌স্থিঃ বলিষ্
 ও ভূতেভ্যো নমঃ । ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে । যে
 গৃহ্‌স্ত ময়া দত্তো বলিরেব প্রসাধিতঃ । পূজিতা গন্ধপুষ্পাণ্যৈবলিভিস্তর্পিতা
 স্তথা । দেশাদম্বাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥ এব মাষভক্তবলিঃ
 ও ভূতাদিভ্যো নমঃ ।” মন্ত্রে প্রদান করিয়া “ও ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্” মন্ত্রে
 বিসর্জন করিবে ।

আসনশুদ্ধি ।

আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্বক আসনের উপর একটি ফুল
 দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ ।”

পরে আসন ধবিয়া পাঠ করিতে হয়, যথা—“অস্ত্রাসনমঙ্গল মেকপৃষ্ঠ-
 ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ ।”

তৎপরে করপুট কবিয়া পাঠ্য, যথা—“ও পৃথি, ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং
 বিষ্ণুনা ধৃতা । ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥”

জল-শুদ্ধি ।

ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।

নর্ঘদে সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু ॥

অঙ্কশমুদ্রাযোগে কোশার জলে এই মন্ত্র পড়িয়া তীর্থ আবাহন করিতে
 হয় ।

তান্ত্রিক পুষ্প-শুদ্ধি ।

“ও পুষ্পকেতু রাজাহঁতে শতায় সম্যক্‌ সম্বন্ধায় । হাং হ্রীং হুং ফট্‌,” মন্ত্রে
 দর্শন করিয়া “ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে । পুষ্পচর্যাবকীর্ণে
 হঁ ফট্‌ স্বাহা ।” নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করত এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ।

ঘটস্থাপন ।

ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি বিস্তৃত, ষোড়শ অঙ্গুলি উচ্চ, চারি অঙ্গুলি কণ্ঠ, ছয়
 অঙ্গুলি বিস্তৃতমুখ, পঞ্চাঙ্গুলি-পরিমিত তলদেশ, এইরূপ ঘট-নির্মাণই ব্যবস্থা ।
 প্রমাণ যথা—

“ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চৈকঃ । চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখং তন্ত
 ষড়ঙ্গুলম্ । পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্মিতে: ॥”

বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্ত বা মৃত্তিকা-নির্মিত অথবা প্রস্তর বা কাচজ ঘটই

দেবতার সন্তোষকৰ। ঘটে বিব্রশাঠ্য করিলে কার্য নিফল হয়। ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হইবে। প্রমাণ যথা—

“সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংশ্চজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্॥ কাবয়েদেবতাপ্রীত্যা বিব্রশাঠ্যং বিবৰ্জয়েৎ॥”

স্বর্ণ-ঘট ভোগ, রজত-ঘট মোক্ষ, তাম্র-ঘট প্রীতি, কাংশ্চ-ঘট পুষ্টি, কাচ-ঘট বশীকরণ ও পাষাণ-ঘট শুভ্রন সম্পাদন করে। মৃন্ময় ঘট পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য হইলে সৰ্ব্বকর্মে শুভাবহ। প্রমাণ যথা—

“সৌবর্ণং ভোগনং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংশ্চজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥ কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং শুভ্রকর্মণি। মৃন্ময়ং সৰ্ব্বকর্মণ্যমু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্॥”

ঘটগর্ভে নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন দিতে হয়, অভাবে কেবল সূবর্ণ দিবে। প্রমাণ যথা—

“নবরত্নং পঞ্চরত্নং ঘটমধ্যে বিনিষ্কিপেৎ।

তদভাবে মহেশানি সূবর্ণঞ্চ প্রদাপয়েৎ॥”

এতদ্ব্যতীত ঘটস্থাপনে ভূমি, ধাত্ত, ঘট, জল, পল্লব (পঞ্চপল্লব) দেওয়ারও বিধি আছে। ঘটোপরি ফল (নারিকেল, অভাবে বস্তা), পুষ্প ও সিন্দূর দিয়া পুস্তলিকা অঙ্কন করিবে। পরে স্থিরীকরণ করিবে। প্রমাণ যথা—

“ভূমিং ধাত্তং ঘটকৈব জলং পল্লবমেব চ।

ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্দূরং স্থিরীকরণমেব চ॥”

সামবেদি-ঘটস্থাপন।

ভূতলে হস্ত রাখিয়া পাঠ্য যথা,—“ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং জ্যোতীভূতারাঃ।”
বা ‘ওঁ মহিম্যৌগাম্’ ইত্যাদি।

ধান্যে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা,—“ওঁ ধানাবন্তং করন্তিণমপূপবন্তমুক্থিনম্।
ইন্দ্র প্রাতজুঁষন্ত নঃ।”

ঘট ধারণ পূর্বক পাঠ্য যথা,—“ওঁ আবিশন্ কলসং সূতো বিদ্যা অবব্রতি-
শ্রিঃ। ইন্দুরিন্দ্র।য় ধীরতে।”

জলে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা,—“ওঁ আনো মিত্রাবরণা যুতৈর্গব্যতিমুক্তং
মধা রজাংসি স্ক্রুতু।”

পল্লবে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা—“ও অন্নমুর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব কলিনী ভব ।
পর্ণং বনম্পতেহুঁহা হুঁহা চ স্মরতাং রয়িঃ ।”

ফলে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা—“ও ইন্দ্রং নরোনেমধিতা হবন্তে যৎ পার্থ্যা-
যুনয়তে ধিয়ন্তাঃ । শূরো নৃষাতা শ্রবশ্চকান অগোমতৌ ব্রজে ভজা স্বয়ঃ ।”

পুষ্পে হাত দিয়া পাঠ্য যথা,—“ও পবমান ব্যাপুহি রশ্মিভিবীজসা তমঃ ।
দধৎ ক্ষোভে সুবীৰ্য্যম্ ।”

সিন্দূর স্পর্শ পূর্বক পাঠ্য যথা,—“ও সিন্ধোকুচ্ছাসে পতয়ন্তুমুক্ষণং ।
হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভ্রতে ।”

স্থিরীকরণ অর্থাৎ দ্বিগুণ হাত দিয়া পাঠ্য যথা,—“ও হাবতঃ গুরুবসো বহু-
মিস্র প্রণেতঃ অসি স্নাতহরৌগাম্ ॥ (ও স্থিরো ভব বীড়ক আশুর্ভব বাজ্যর্কন ।
পৃথুর্ভব সুসদস্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন ॥) স্নাং হৌঃ স্থিরো ভব ॥”

পরে করপুটে পাঠ্য যথা—“ও সর্ষতৌর্ধোদ্রবং বারি সর্ষদেবসমধিতম্ ।
ইমং ঘটং সমাকুহ তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥”

অনন্তর ঘটের উপর গায়ত্রী পাঠ্য ।

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন ।

ভূমিতে হাত রাখিয়া পাঠ্য—“ও উর্বা সদনী বৃহতী ঋতেন হবে
দেবানামবসা জনিত্রী । দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, জাবা ব্রহ্মতং পৃথিবী
নো অভ্যাতং (ইন্দ্রপ্রাতজুঁষস্ব নঃ) ।”

ধাতু ধরিয়া পাঠ্য—“ও ধানাবন্তং করন্তিগমপূপবন্তমুখিনম্ । ইন্দ্র ত্বা
দাতুমিত্যসঃ (ইন্দ্র প্রাতজুঁষস্ব নঃ) ।”

ঘট ধরিয়া পাঠ্য—“ও এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরু শ্রবণ দদতো
মঘানি, দান ইহো মঘবানঃ সো অমৃতয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ষি ।”

জল স্পর্শ পূর্বক পাঠ্য—“ও বরুণস্তোত্তমমসি বরুণস্ত স্তু সর্জনীহুহো
বরুণস্ত ঋত সদন্তসি বরুণস্ত ঋত সদনমসি বরুণস্ত ঋত সদনমাসৌ ।”

ফল ধরিয়া পাঠ্য—“ও বাঃ কলিনীর্ধা অফলা অপুপ্পা বাশ্চ পুষ্পিণীঃ ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুক্ষস্বংহসঃ ॥”

স্থিরীকরণ,—“ও স্থিরো ভব বীড়ক আশুর্ভব বাজ্যর্কন । পৃথুর্ভব সু-
সদস্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ।”

ষড়্কেদি-ঘটস্থাপন ।

যথাযথ ভাবে ঘটে ধাতু, দূর্বা, পুষ্প, সিদ্ধর ও চন্দন দিয়া পাঠ্য, যথা—
ভূমি—“ও ভূমি ভূমিবস্তাদিতিবসি বিশ্বায়া বিশ্বস্ত ভুবনস্ত ধর্মো
পৃথিবীঃ যচ্চ পৃথিবীঃ দৃশ্য পৃথিবীঃ মা হিংশীঃ ।”

ধাতু—“ও ধাতুমসি বিশ্বহি দেবান্ বিশ্বহি যজ্ঞম্ । বিশ্বহি যজ্ঞপতিঃ বিশ্বহি
মাং যজ্ঞকৃম্ ।”

ঘট—“ও আজিহ্রকলসং যস্য হা বিশদ্বিন্দ-ঃ । পুনরুজ্জা নিবর্তস্ব, সা নঃ
সহস্রং পুষ্কাকদায়া পয়স্বতী পুনর্মী বিশতাদ্রয়িঃ ।”

জল—“ও বকণশ্চোত্তমমসি বকণস্ত স্তম্ভ সর্জনৌহঃ । বকণস্ত ঋত সদ-
ন্তসি বকণস্ত ঋত সদনমসি বকণস্ত ঋত সদনমাসৌদ ।”

যতাস্তরে—“ও ইমশ্চে গজে যদুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমশ্চ স চ তা
পক্কা । অসিক্যা নকছিধে দিতস্তরা ঈকীয়ে শৃগুহাস্থধোমরা ।”

পল্লব—“ও ধবনা গা ধবনাক্ষিত্রয়েম ধবনা ভীত্রাঃ সমদো জয়েম । ধনুঃ-
শত্রোরবকামঃ কুণো হু ধবনা সর্বাঃ প্রদশো জয়েম ।”

কল—“ও যাঃ কলিনৌর্ধা অকলা অপুঙ্গা বাশ্চ পুঙ্গিলীঃ । বহম্পতিগ্রন্থ-
তাস্তা নো মুঞ্চস্বশ্চসঃ ।”

সিদ্ধর—“ও সিকোনিব প্রাধ্বনেশ্বনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি জহ্বাঃ ।
ঘৃতস্ত ধাবা অফ্বোনবাজো কাষ্ঠা ভিন্দন্নুর্মিতিঃ পিবমানঃ ।”

দূর্বা—“ও কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্রবোহন্তী পকষঃ পকষম্পবি । এবানো
দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥”

পুষ্প—“ও শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নকত্রানি রূপমশ্বিনো
ব্যাত্তং, ইক্ষ্মিষাণামুন্ন ইষাণ সর্বলোকম্ন ইষাণ ।”

বস্ত্র—“ও যুগা স্তবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ তবতি জায়-
মানঃ । তকোরাসঃ কবর উন্নয়ন্তি সাংখ্যা মনসা বেদমন্তঃ ।”

স্থিরীকরণ—“স্বাং স্থাং স্থিবো ভব, ও স্থিরো ভব বৌদ্ধ আতুর্ভব
বাজার্কন্ পৃথুর্ভব স্তবদম্মগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥ ও সর্বতীর্থোদ্ভবঃ বারি
সর্বদেবসমম্বিতন্ । ইমঃ ঘটং সমাকুহ তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥”

তৎপরে গায়ত্রী পাঠ্য । কার্যভেদে ঘটের চারিদিকে চারিটি তীর
পোতার নিয়ম আছে এবং তাহাতে লাল মৃত্তা বেঠন করিতে হয় ।

কাণ্ড আরোপণের মন্ত্র—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষ
স্পরি। এবানো দূর্কো প্রতনু সহস্রেন শতেন চ।”

তদ্ব্যমতে ঘটস্থাপন।

ঘটশুদ্ধার্থ ‘ক্লীঃ’ এই মন্ত্রে জল দ্বারা ঘট প্রোক্ষণ পূর্বক “ত্রীঃ” মন্ত্রে শোধন
করিবে। “হ্রীঃ” মন্ত্রে ঘট স্থাপন পূর্বক “হ্রীঃ” মন্ত্রে ঘটে জল পূর্ণ করত
নিম্নকথিত মন্ত্রপাঠ সহকায়ে তীর্থভ্রাস করিবে, যথা—

“ওঁ গঙ্গাভাঃ সরিতঃ সর্কীঃ সমুদ্রাশ্চ সবাংসি চ। সর্কো সমুদ্রাঃ সরিতঃ
সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ-পাতাল-ভূগতাঃ।
সর্কতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্কন্তু সন্নিধিম্ ॥”

পবে, “ত্রীঃ” মন্ত্রে পল্লব দিয়া ‘হু’ মন্ত্রে ফলস্থাপন, ত্রীঃ বা “হ্রীঃ” মন্ত্রে
ঘটস্থাপন, “হ্রীঃ” মন্ত্রে স্থিরীকরণ, “রং” মন্ত্রে সিন্দূর দান ও “ষং” মন্ত্রে
পুষ্প প্রদান করিবে। তৎপবে দেবতার মূলমন্ত্রে দূর্কী দিয়া “ওঁ” মন্ত্রে
অভ্যক্ষণ পূর্বক “হু” ফট স্বাহা” মন্ত্রে কশ দ্বারা তাড়ন করিতে হয়।

ভূতাপসারণ।

শ্বেতসর্ষপ বা অক্ষত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে,
যথা—

“ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা বে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। বে ভূতা বিশ্বকর্তা-
রন্তে নশন্তু শিবাজ্জয়া ॥”

প্রাণায়াম।

দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বায়ু রোধ পূর্বক ‘ওঁ’
বা মূল-মন্ত্র ষোড়শধা জপ করিতে করিতে বামননাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ
পূর্বক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামননাসাপুট
ধরিয়া বায়ু রোধ করিবে। পরে ‘ওঁ’ বা মূলমন্ত্র প্রথমবারের চতুর্গুণ
জপ করিতে করিতে কুন্তক করিবে, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণনাস। হইতে
উত্তোলন পূর্বক মূলমন্ত্র ষাট্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ-
নাসাপুট দ্বারা শর্নৈঃ শর্নৈঃ বায়ু রেচন করিবে। বামকরের কর-
রেখার অপের সংখ্যা রাখিতে হয়। এইরূপে পুনর্বার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ
বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণনাস। দ্বারাই পূর্ববৎ ‘ওঁ’ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে

কারণে পূরক এবং উত্তর নামা ধারণ পূর্বক কুস্তক ও শেষে রেচন করিবে। তৎপরে পুনর্বার প্রথমবারবৎ নামাধারণক্রমানুসারে পূরক, কুস্তক এবং রেচক করিতে হয়। অক্ষম স্থলে যথাক্রমে অষ্ট, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ বা চারি, ষোড়শ ও অষ্টবার জপ করিবে। প্রমাণ যথা—

“পূরয়েৎ ষোড়শৈবায়ুং ধারয়েত্ত্বে চতুর্ভুগৈঃ। রেচয়েৎ কুস্তকাকর্দৈন অশস্ত-
স্তত্তুরীয়তঃ ॥ তদশস্তো তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্ত সংযমঃ। প্রাণায়ামঃ বিনা মন্ত্রী
পূজনে নৈতি যোগ্যতাম্ ॥ কনিষ্ঠানামিকানুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধাবণম্। প্রাণায়ামঃ
স বিজ্ঞেয়স্তর্জুনৌমধ্যমাঃ বিনা ॥”

চক্ষুর্দান।

বিশ্বপত্রে ঘৃতযোগে কাজল প্রস্তুত করত কুশাগ্র দ্বারা উহা দিয়া সেই দেবতার গায়ত্রীপাঠ সহকারে চক্ষুর্দান করিবে। ত্রিনেত্র দেবতা স্থলে প্রথমে উর্দ্ধনেত্রে, পরে বাম ও শেষে দক্ষিণ নেত্রে দিবে। দ্বিনেত্রদেবতা স্থলে প্রথমে দক্ষিণ, পবে বামনেত্রে দিতে হয়। স্ত্রী দেবতার অগ্রে বাম, পরে দক্ষিণ নেত্রে কাজল দাতব্য।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার হৃদয়ে অক্ষত ও দূর্বা ধবিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বামহস্তে ষটোদ্বনি করিবে, যথা—

‘ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুঃ’ ইত্যাদি পঞ্চমক্ পাঠান্তে অদন্তাস করিয়া
“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ষং বং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্তাঃ অমুকদেবতায়ঃ
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্তাঃ
অমুকদেবতায় জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ষং রং লং বং শং ষং সং হেং
হং সঃ অস্তাঃ অমুকদেবতায়ঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং
শং ষং সং হোং হং সঃ অস্তাঃ অমুকদেবতায় বায়ানশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-জ্ঞান-প্রাণা
ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজুতিজুর্বতামাজ্যস্ত বৃহস্পতির্যজ্ঞমিদং
তনোতু। অরিষ্টং বজ্রং সমিমাং দধাতু বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ।
ওঁ অশ্বৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অশ্বৈ প্রাণাঃ করন্তু চ। অশ্বৈ দেবতসংখ্যাতৈ স্বাহা।”

স্ত্রীদেবতা স্থলে ‘অশ্বৈ’ এবং পুরুষদেবতা হইলে ‘অশ্বৈ’ উচ্চার্য। মেলি-
হান মূদ্রা দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা ব্যবস্থা।

আবাহন।

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত সুব্রূহ্মপথে স্বহান হইতে তেজ আনয়ন পূর্বক

নাসিকারকুমার্গে নির্গত করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পসকলে সংস্থাপন করত আবা-
হন করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

“মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য সুষুম্নাবায়না সুধীঃ । আনীর তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারকু-
নির্গতম্ । করস্থে মাত্ৰকাস্তোজে চৈতন্যং পুষ্পসকলে । সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে
তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েন্ততঃ ॥”

গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহতি দ্বারা অর্থাৎ
“ভূভুৱঃ স্বঃ” মন্ত্রে আবাহন করিবে। প্রমাণ যথা—

‘বিনায়ক’ তথা দুর্গাং বায়ুনাকাশমেব চ ।

আবাহয়েদ্ব্যাহতিভিস্তথৈবাস্বি-কুমারকৌ ॥”

আবাহনৌ-মুদ্রা দ্বারা ‘ইহাগচ্ছ’ দুইবার, স্থাপনৌমুদ্রা দ্বারা ‘ইহ তিষ্ঠ’ দুই-
বার, সন্নিবাপনৌ মুদ্রা দ্বারা ‘ইহ সন্নিধেহি’ একবার, সন্নিরোধনৌ মুদ্রা দ্বারা
‘ইহ সন্নিরুধ্যস্ব’, সম্মুখীকরণ-মুদ্রা দ্বারা ‘অত্রাধিষ্ঠানং কুরু’ এবং কবপুটে ‘মম
পূজাং গৃহাণ’ বলিবে। প্রমাণ যথা—

“ইহাগচ্ছ দ্বিধা পৃচ্ছেদিহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ । ইহ শব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নি-
পদাত্ততঃ । কথাস্বপদমাভাষ্য কুরুব্রহ্মতঃ পবম্ ॥”

মানসপূজা ।

হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপন করত বাহ্যপূজাব উপচার ও উপকরণাদি দান
নিবন্ধে মানসপূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানসপূজা
করাই কর্তব্য। প্রমাণ যথা—

“বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ । পূজয়েচ্চিস্তয়েদেবং বচসা মনসা
হৃদা । তথৈব সাধকো লোকে চাস্তর্য্যাগপরায়ণঃ ॥”

যথা ভক্তসারে—“হৃৎপদ্মমধ্যে দেবতাং বিভাব্য কুণ্ডলীপাত্রসংস্থেন সহস্র-
ধারামৃতেন পাদ্যং চরণে দত্ত্বাৎ, মনশ্চার্য্যং দত্ত্বা সহস্রদল-পদ্মভূজার-গলিত-
পরমামৃতজলেন আচমনীয়ং যুখে । পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেন গন্ধং । অহিংসাং, বিজ্ঞানং,
ক্ৰমাং, দয়াম্, অলোভাম্, অমোহম্, জনাত্মসর্ঘ্যম্, অমায়াম্, অহঙ্কাবম্, অরাগম্,
অদ্বेषম্, ইচ্ছিরাণি দ্বাদশৈতানি পুষ্পাণি । তেজোরূপং দীপং, বায়ুরূপং ধূপং,
অম্বরং, চামরং, দর্পণং, সূর্য্যং, চন্দ্রং, ছত্রং, পদ্মস্ত্রযোণীম্, আননং হারমুত্তমম্ ।
অনাহতধ্বনিময়ীং ঘণ্টাং নিবেদয়েৎ । সুধাসুধিং মাংসপর্কতং ব্রহ্মাণ্ডপূরিতং

পারসক দ্বা, মনোনর্ভনসস্তানৈঃ শৃঙ্গারাদিরসোদ্রবৈঃ । নৃত্যগীতৈশ্চ
বাঈদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥”

বিশেষার্থ্য ।

স্বীয় বামদিকে চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তন্মধ্যে একটি বৃত্ত এবং তাহার
মধ্যে একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিবে । সেই ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে ‘হং’
বীজ লিখিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও আধারশক্তয়ে নমঃ, ও প্রকৃষ্টে নমঃ, ও কৃষ্ণায়
নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যে নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে । পরে তদুপরি
ত্রিপদিকা রাখিয়া “হুং ফট্” মন্ত্রে শব্দ ধুইয়া মণ্ডলের উপরে রাখিতে হয় ।
বিলোম মাতৃকাবর্ণে ও মূলমন্ত্রে শুদ্ধজল দ্বারা ত্রিভাগ পূর্ণ করিয়া “মঃ
বহ্নিমণ্ডলার দশকলায়নে নমঃ” মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, “অঃ অর্কমণ্ডলার
ষাদশকলায়নে নমঃ” মন্ত্রে শব্দে, “উঃ সৌম্যমণ্ডলার ষোড়শকলায়নে নমঃ”
মন্ত্রে জলে অর্চনা করিবে । তৎপরে শব্দোপরি মূলমন্ত্রে পুষ্প, দুর্গা, গন্ধ ও
তণ্ডুলাদিতে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহার উপর রাখিবে । পরে অঙ্কশমুদ্রার
জলশোধন করিবে । “ওঁ গং চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি, পরে নিজ হৃদয় হইতে
দেবতাকে সেই জলে আবাহন পূর্বক “হং” মন্ত্রে বথাবিধি অবগুণ্ঠন,
বষট্ মন্ত্রে গালনী মূদ্রা-প্রদর্শন, ‘বৌষট্’ মন্ত্রে জলদর্শন, অঙ্গমন্ত্রে সকলো করণ,
গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবতার পূজা, মন্ত্রশমুদ্রার আচ্ছাদন, মূলমন্ত্র দশধা জপ,
ধেনুশমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করত মূদ্রা দেখাইবে । পরে অঙ্গস্তাস ও করস্তাস
করিয়া সেই অর্ঘ্যপাত্রের জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া সেই জল স্বীয়
শিরোদেশে ও পূজার উপকরণাদিতে প্রক্ষেপ করিতে হয় ।

প্রদক্ষিণবিধি । *

প্রদক্ষিণ করিতে হইলে দেবতার দক্ষিণদিক হইতে বায়ুকোণ দ্বাবৎ ঘাইয়া
পরে ঈশানকোণে ঘাইবে, তৎপরে পুনর্বার বায়ুকোণ দিয়া দক্ষিণে ঘাইবে ।
ইহারই নাম ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ । শিবপ্রদক্ষিণকালে অর্ধচন্দ্রাকারে
প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইয়া বায়ুকোণে এবং
বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে ঘাইবে ; কিন্তু সৌম্যমন্ত্র লজ্জন করিবে না ।
প্রমাণ বথা—

* দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইলে হাতে শব্দ লইবে । প্রমাণ বথা—

“শব্দহস্তেন সর্বত্র দাক্ষণং পরিকীর্তিতম্ ॥”

“দক্ষিণাঘায়বীং গজা দিশস্ত্যাক্ষ শান্তবীম্ । ততশ্চ দক্ষিণং গজা নমস্কার-
ত্রিকোণবৎ ॥ অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশশ্চ পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতম্ । শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী
অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু ॥ সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমশূত্রং ন লভ্যয়েৎ ॥” সোমশূত্রং
জলনিঃসরণস্থানম্ ইত্যর্থঃ ।

শ্রীদেবতাকে একবার, সূর্য্যকে সপ্তবার, গণেশকে বারত্রয়, বিষ্ণুকে বার-
চতুষ্টয় এবং শিবকে অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ করিতে হয় । প্রমাণ যথা—

“একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাচ্চিনারকে ।

চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্ ॥”

কেহ কেহ শ্রীদেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবার বিধি দেন । প্রমাণ
যথা—

“সকৃদ্বিবা বেষ্টয়িত্বা দেব্যাঃ শ্রীতিঃ প্রজায়তে ।

স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবস্ত তুষ্টিদঃ ॥”

অর্থাৎ এক বা বারত্রয় বেষ্টনে দেবীগণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহাদের
শ্রীতি হয় এবং তাহাতে সর্বদেবতা প্রীত হন ।

আত্ম-সমর্পণ ।

গণ্ডূষপ্রমাণ জল হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেই জল দেবতাপদে
অর্পণ করিবে, যথা—

“ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শুশ্রূষ্যবস্থাসু
মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদয়েণ শিখ্রা যৎ স্বতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং
ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, যাং মদীরঞ্চ সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি
ওঁ তৎ সৎ ।”

অর্ঘ্য ।

গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশের অগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ এবং দুর্কা, সকল
দেবতাবিষয়ক অর্ঘ্যেই দেওয়া যায় । এই সমস্তের অভাব হইলে কেবল
অক্ষত ও দুর্কা দ্বারা অর্ঘ্য দিবে । প্রমাণ যথা—

“গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ ।

সদূর্কৈঃ সর্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদাহৃতম্ ॥”

’

ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যদানবিধি ।

দেবতার দক্ষিণে দীপ দিবে, সম্মুখে বা বামে দিতে নাই । ধূপ বামদিকে

বা সম্মুখে দিবে, দক্ষিণে দিতে নাই। ধূপ আসনে বা ঘটে রাখিয়া নিবেদন করা অকর্তব্য। আধারে রাখিয়া বামহস্তের মধ্যমা দ্বারা ধরিয়া নিবেদন করিবে, দেবতার নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত ধূপ এবং দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ দান বিধেয়। প্রমাণ যথা—

“দীপং দক্ষিণতো দত্ত্বাৎ পুরতো বা ন বামতঃ। বামতস্ত তথা ধূপং পুরতো ন তু দক্ষিণে ॥ ন ভূমৌ বিতরেকৃপং নাসনে ন ঘটে তথা। যথা তথাধারগতং কৃৎস্বা তং বিনিবেদয়েৎ ॥”

ধূপ-দীপ নিবেদন করিয়া “ওঁ অম্বধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা” মন্ত্রে পুষ্প ও আতপতগুলের দ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া বামকরে ঘণ্টাবাদন করত ধূপ-দীপ প্রদান করা কর্তব্য।

ধূপ ও দীপদানের বিশেষ মন্ত্র।

“ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তমনোহরঃ। আশ্বেয়ঃ সৰ্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥” (ধূপ)

“ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সৰ্বতত্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাত্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥” (দীপ)

আমায় নৈবেদ্য ত্রিকোণমণ্ডলোপরি দেবতার দক্ষিণে ও পক্ষায় দেবতার বামে রাখিয়া নিবেদন করিবে। সম্মুখে কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে না। প্রমাণ—“আমায়ং দক্ষিণে বামে পুরতোহপি ন পৃষ্ঠতঃ। পক্ষায়ং দেবতা-বামে আমায়ং দক্ষিণে ॥”

তান্ত্রিকনিবেদনবিধি।

তান্ত্রিকীপূজাহলে দ্রব্যাদি নিবেদনকালে সকল দ্রব্যে “নমঃ” শব্দ প্রযোজ্য হয় না। যে দ্রব্য স্বাহা বলিয়া নিবেদন করিবে, তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য, যথা,—

“আসনং নমঃ, পাণ্ডং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, বস্ত্রং নমঃ, আভরণং নমঃ, গন্ধো নমঃ, পুষ্পং বৌষট্, ধূপো নমঃ, দীপো নমঃ, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, তাম্বূলং নিবেদয়ামি ॥”

କନ୍ଦିଆଳା

ଧର୍ମସ୍ତ-ବ୍ରତ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମାପ୍ତିଦିନେ ପ୍ରଧାନ ଦେବତାର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରେ ପୂଜା ବିହିତ । ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତେ ଓ ଉହା କରିବ ।

ସିନ୍ଦୂର, ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ତିଳ, ହରୀତକୀ, ପୁଷ୍ପ, ଦୁର୍ଲ୍ଲା, ତୁଳସୀ, ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଧୁନା, ନାରାୟଣ-ପୂଜାର ବସ୍ତ୍ର ୧, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶାଢ଼ୀ ୧, ଆସନାନ୍ତରୀ ୨, ଋଷ୍ଟିପର୍ବ-ବାଟି ୨, ଦଧି, ଋଷ୍ଟି, ସ୍ୱତ, ନୈବେଦ୍ୟ ୨, କୁଟାଟିନୈବେଦ୍ୟ ୧, ସବ, ସତୋଜ୍ୟ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ୧, ପାଖା ୧, ବସ୍ତ୍ର ବା ଗାମଛା ୧, ଦକ୍ଷିଣା ।

ଜଳସଂକ୍ରାନ୍ତି-ବ୍ରତ ।

ସିନ୍ଦୂର, ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ତିଳ, ହରୀତକୀ, ପୁଷ୍ପ, ଦୁର୍ଲ୍ଲା, ତୁଳସୀ, ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଧୁନା, ନାରାୟଣ-ପୂଜାର ବସ୍ତ୍ର ୧, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶାଢ଼ୀ ୧, ଆସନାନ୍ତରୀ ୨, ଋଷ୍ଟି-ପର୍ବବାଟି ୨, ନୈବେଦ୍ୟ ୨, କୁଟାଟିନୈବେଦ୍ୟ ୧, ଦଧି, ଋଷ୍ଟି, ଚିନି, ସ୍ୱତ, ସଞ୍ଜୋପବୀତ ୧, ସତୋଜ୍ୟ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ୧, ପାଖା ୧, ବସ୍ତ୍ର ବା ଗାମଛା ୧, ପିଟୁନିର ସ୍ୱତପ୍ରଦୀପ ୧, ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ତାମ୍ରକୂଣ୍ଡ ୧ ଦକ୍ଷିଣା ।

ଅଗ୍ରସଂକ୍ରାନ୍ତି-ବ୍ରତ ।

ସିନ୍ଦୂର, ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ତିଳ, ହରୀତକୀ, ପୁଷ୍ପ, ଦୁର୍ଲ୍ଲା, ତୁଳସୀ, ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଧୁନା, ଦଧି, ଋଷ୍ଟି, ଚିନି, ସ୍ୱତ, ନାରାୟଣ-ପୂଜାର ଧୂତି ୧, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶାଢ଼ୀ ୧, ଆସନାନ୍ତରୀ ୨, ଋଷ୍ଟିପର୍ବବାଟି ୨, ନୈବେଦ୍ୟ ୨, କୁଟାଟିନୈବେଦ୍ୟ ୧, ସବସ୍ତ୍ର ଶୋଭା ୧, ଦକ୍ଷିଣା ।

କଳସଂକ୍ରାନ୍ତି-ବ୍ରତ ।

ସିନ୍ଦୂର, ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ତିଳ, ହରୀତକୀ, ପୁଷ୍ପ, ଦୁର୍ଲ୍ଲା, ତୁଳସୀ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଧୁନା, ଦଧି, ଋଷ୍ଟି, ଚିନି, ସ୍ୱତ, ପୂଜାର ଧୂତି ୧ ଓ ଶାଢ଼ୀ ୧, ଆସନାନ୍ତରୀ ୨, ଋଷ୍ଟିପର୍ବବାଟି ୧, ନୈବେଦ୍ୟ ୨, କୁଟାଟିନୈବେଦ୍ୟ ୧, ଦକ୍ଷିଣା ।

, ନାନସଂକ୍ରାନ୍ତି-ବ୍ରତ ।

ସିନ୍ଦୂର, ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ତିଳ, ହରୀତକୀ, ପୁଷ୍ପ, ଦୁର୍ଲ୍ଲା, ତୁଳସୀ, ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର,

ধূপ-দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নারায়ণের বস্ত্র ১, লক্ষীর শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার ধূতি বস্ত্র ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সন্তোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পাখা ১, দক্ষিণা।

পিপীতকীষাদশী-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, পূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পদ্মপাতা ও পদ্মপুষ্প, দক্ষিণা। প্রতিবৎসবে ৪টি করিয়া বর্জিত সৎস্র জলপূর্ণ ঘটসহ ভোজ্য।

সাবিত্রীচতুর্দশী-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, বটের ডাল ১, ঘট ১, তোরকাঠি ৪, আত্মশাখা ১, সাবিত্রীর শাটী ১, সত্যবানের ধূতি বস্ত্র ১, বটবৃক্ষের ঐ ১, নারায়ণের ঐ ১, যমের ঐ ১, ধর্মরাজের ঐ ১, দ্যুমৎসেনের ঐ ১, আসনাজুরী ৭, মধুপর্কবাটী ৭, দধি, মধু, চিনি, (হোমের গব্য ঘৃত ৥০ সের), নৈবেদ্য ১৫, কুচানৈবেদ্য ১, সাজি ১, ১৪ ফল, ১৪ ফুল, পাখা ১, ডোর ১, ভোজ্য ১, (বালি, কাঠ, সমিধ্, পূর্ণপাত্র), ১৪ সধবাভোজন, ১৪, ব্রাহ্মণভোজন, দক্ষিণা, পরশু, আঁকুশি, কাঠভার। পরদিন লাক্ষ্মীর পূজা করিবে।

চাতুর্মাস্ত-ব্রত।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, নারায়ণের বস্ত্র, আসনাজুরী ১, মধুপর্কবাটী ১, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, বালি, কাঠ, শুকপত্র, গব্যঘৃত ৥০ সের, সমিধ্, করবীর পুষ্প ২৮ পূর্ণপাত্র, দক্ষিণা। সমাপনে পূজা ও হোম কস্তব্য।

জগাঠমৌ ব্রত।

পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ,

পূজার ধূতি ১, শাটী ১, ধুনা, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, শুড়, ঘৃত, বালি, কাষ্ঠ, শুক পত্র, ঘৃত ৥০ সের, ক্ষীরের লাডু বা করবীর পুন্ড ২৮, সমিধ, পূর্ণপাত্র, দধি, মধু, চিনি, তৈল, হরিদ্রা, দক্ষিণা ।

ললিতাসপ্তমী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুন্ড, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য, কুচানৈবেদ্য, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, শিবের ধূতি ১, দুর্গার শাটী ১, সপ্তগ্রন্থিযুক্ত ডোর, ফল ৭, পারস, পিষ্টক, দক্ষিণা ।

দুর্কাষ্টমী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুন্ড, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, পূজার বস্ত্র ধূতি ১, শাটী ২, আসনাজুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৮, কুচানৈবেদ্য ১, দুর্কা এক মৃষ্টি, দুর্কার চেলি ১, অষ্টগ্রন্থি ডোর, ভোজ্য ১, বস্ত্র বা গামছা ১, আট ফুল, আট ফল, আট পিষ্টক, পারস, দক্ষিণা ।

তালনবমী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুন্ড, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৯, কুচানৈবেদ্য ১, তাল ১, চেলি ১, পূজার ধূতি ১, শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্ক ২, পতিপূজার বস্ত্রাদি ১ দফা, নর ফল, নর ফুল, ভোজ্য ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পারস, তালপিষ্টক ৯, ডোর, দক্ষিণা ।

অনন্তচতুর্দশী-ব্রত ।

ধ্বজপতাকা, ঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুন্ড, দুর্কা, ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাজুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, নৈবেদ্য ১৪, কুচানৈবেদ্য ১, অনন্ত-পূজার ধূতি ১, ইন্দ্র-পূজার ধূতি ১, লক্ষ্মী-পূজার শাটী ১, সমুদ্র-পূজার দ্রব্য ১ দফা, গামছা ১, বজ্রোপবীত, ভোজ্য ১, পারস, পিষ্টক, দুগ্ধ, বাটা হরিদ্রা, দক্ষিণা । পুরাতন ডোর, ১৪ গ্রন্থি নূতন ডোর, চতুর্দশ ফল ।

জিতাষ্টমী-ব্রত ।

বাঁশপাতা, মহনদণ্ড, তিল, হরীতকী, পুষ্প-দুর্কা-তুলসী-বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, কলাই ভিজা, শসা, নৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ।

দুর্গাষ্টমী-ব্রত ।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প-দুর্কা-তুলসী-বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ছন্ধ, শিবপূজার বস্ত্র ১, দুর্গাব শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, লোয়া, নথ. শখ, আট ফুল, আট ফল, অষ্টগ্রন্থিযুক্ত ডোর, দক্ষিণা ।

যমপুঙ্করিণী-ব্রত ।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা. তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপদীপ. ধুনা, যমপূজার বস্ত্র, ১ আসনাজুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, ছন্ধ, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১ ।

দানবাদনী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপদীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, বিশ্বপূজার ধূতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা ।

দধিসংক্রান্তি-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র-ধূপ-দীপ-ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের বস্ত্র ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২. কুচানৈবেদ্য ১, ভোজ্য ১, পাত্রসহিত দধি-দান, দক্ষিণা ।

ষট্‌পঞ্চমী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের ধূতি ১, ভোজ্য ১, গামছা ১ দক্ষিণা ।

সন্তানবাদনী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র,

ধূপদীপ-ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, পূজার বস্ত্র ১, পূজার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, বজ্রোপবীত, ভোজ্য ১, দক্ষিণা ১ পল পরিমিত ঘৃত ।

আমলকীষাদনী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, আমলকী সহিত ভোজ্য, দক্ষিণা, পূর্ণকুম্ভ ।

শিবরাত্রি-ব্রত ।

সিদ্ধি, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, হুঙ্ক, দধি, ঘৃত, মধু, শিবপূজার ধূতি ১, দুর্গার শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা । প্রতি গ্রহের পূজার উক্ত দ্রব্য চতুর্গুণ গ্রাহ্য । হোমদ্রব্য ।

উমামহেশ্বরব্রতপ্রতিষ্ঠা ।

(ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১,) ব্রহ্মবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাজুরী ৬, বরণের আসন ৬, বজ্রোপবীত ১৩, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, মহেশ্বরের ধূতি ১, উমার শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১২, কুচানৈবেদ্য ৪, পুষ্পমালা, শাস্তিঘট ১, শাস্তিবস্ত্র ২, পঞ্চপল্লব, সাধারণ ব্রতপ্রতিষ্ঠার অন্যান্য দ্রব্য, গব্যঘৃত ১/৫ সের, আজ্যস্থালী গামলা ১, হোমের বিষ্ণপত্র ২০০০, ভোজ্য ১২, পাকা সোনার ১ ভরি বা ১৥০ ভরি বা ৩ ভরি পরিমিত উমামহেশ্বর-প্রতিমা । ১২ ভরির রৌপ্যনির্মিত বৃষ ১, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ১, অলঙ্কার ১ দফা, বস্ত্র ৩, গামছা ২, পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীর দক্ষিণা, প্রতিমাদানের স্বর্ণ ১ খণ্ড, দ্বাদশদান ।

শ্রীরামনবমী-ব্রত ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, পুষ্প-মালা, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, রামচন্দ্রপূজার ধূতি ১, সীতার শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণাদি, ভোগের দ্রব্যাদি ।

সত্যনারায়ণ-ব্রত ।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, তীর-কাঠি ৪, আলপনা পিড়ি ১, লৌহ অস্ত্র ১, পূজার ধূতি ১, মধুপর্কবাটি ১, আসনাস্থরী ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ২ কুচানৈবেদ্য ১, মোকাম ৫টি প্রত্যেকটিতে কলা ৫ বা ১, সুপাবি ঐ বাতাসা ঐ, পান ঐ, গামছা ১, সিরিঁস ওয়া পরিমাণ দুই, কলা, চিনি বা গুড়, ঘৃত, আটা বা শালিচূর্ণ, বাতাসা পাকা সিরিঁ, পুষ্পমালা, দক্ষিণা ।

শনির পাঁচালী ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তীরকাঠি ৪, কৃষ্ণ-বস্ত্র ১, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, তিল, হরীতকী, ধূপ, দীপ, ধুনা, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, কৃষ্ণবস্ত্র ১, লৌহেব মধুপর্ক-বাটি ১, লৌহেব আসনাস্থরী ১ জোড়, নৈবেদ্য ১, সিরিঁ যথাশক্তি, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, দক্ষিণা ।

সাধারণ ব্রতপ্রতিষ্ঠা ।

(ঠাকুবরন ১, গুরুবরন ১, পুরোহিতবরন ১,) ব্রহ্মবরন ১, সদস্ত্র ঐ ১, হোত্ৰ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাস্থরী ৩, বরণেব আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ১৬, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত ১ সে।, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, সশীষডাব ৬, সিদ্ধ, ঘট (পিতলেব ঘড়া) ৫, শান্তিঘট ঐ ১, ঘটাক্ষাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী বা গামছা ২, আসনাস্থবী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, নারায়ণপূজার ধূতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, করণীয় ব্রতাপূজাব বস্ত্র ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ১৫, কাঁসার বেকাব ১, তাম্রটী ১, তাম্রঘটি ১, স্বর্ণনির্মিত লক্ষ্মীপ্রতিমা ১, ব্রজতপ্তিবী, রৌপ্যনির্মিত নারায়ণপ্রতিমা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, স্বর্ণশলাকা ১, বালি, কাষ্ঠ, শুকপত্র, গোময়, আজ্যহালী (গামলা) ১, চক্রহালী (বগুনা) ১, উদ্বল, মুবল, চমস ১, ক্বিক ৩, হাতা ১, অ্রক, অ্রব, কুলা ১, খুঁচনি ১, উদ্বল-সমিধ ১০৮, (সামবেদীয় বিংশতি কাঠিকা) দুই / ১০ সেব, উজ্জীষ ১, চন্দ্রাতপ ১, ভোজ্য ১২, লক্ষ্মীর ডালার শাটী ১, ও অস্ত্রান্ত সাজ ১ দফা, নারায়ণ ঐ ধূতি ১, গুরুডালার বস্ত্র ১, বাবী বা আচার্য্য ডালার বস্ত্র ১, দ্বাদশদানী পূর্ণ-পাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন ।

সামবেদীর নান্দীমুখ ।

যষ্টির শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১ জোড়, আসনাজুরীর ২ গ্রন্থ, মধুপর্কবাটি ২, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২, কুচাটনৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বসুধারার ঘৃত, কলার পেটো বা কদলীপত্র, গোঁর্যাদি বোড়শ-মাতৃকার নৈবেদ্য ১৭, পুষ্প, দুর্কা, মাল্য, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ. বরণডালা ১, ত্রী ১, মাকল্য সূর্ণ (কুলা ও ভাঁড় ৪), বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, প্রশস্ত পক্ষে বস্ত্র ৭ গামছা ২, মধ্যবিত্ত পক্ষে বস্ত্র ৪, গামছা ৫, অশক্তপক্ষে গামছা ২, পক্ষ কদলী ১৭ গুণ্ডা, পান ও সুপারি ৩, আতপতগুল, যজ্ঞোপবীত ৭, বদরী, ফলমূলাদি, যব, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, দুর্কা, দধি, দক্ষিণা । বরণডালা ।—[মহী (গজামৃতিকা), গন্ধ, শিলা (মুড়ি), ধাত্ত, দুর্কা, পুষ্প, কল (অথও কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলী-নির্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কল, গোরোচনা), আমর, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), দর্পণ, আলতা, হরিদ্রাসূত্র, লৌহ, চামর, দীপ ।

সামবেদীর দশবিধ সংস্কারের দ্রব্য ।

(সম্প্রদানের দ্রব্য)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, বরের পটুবস্ত্র ১ জোড়, কল্লাব পটুবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরের বরণাজুরী, ফুলের গড়েমালা ২ ছড়া, জুতা ১ জোড়া, বখাশক্তি দানীয় দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধূতি বা গামছা ১, পূর্বজামাতাব বরণবস্ত্রাদি, কোশা ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, দুর্কা, হরিদ্রাবর্ণের পাঁটছড়া বাধিবার গামছা । পাঁচফল—বরুডা ১, হরীতকা ১, সুপারি ১, জাম্বফল ১, আমলকী ১, মধুপর্কের কাঁসার বাটী, ১ ঘৃত, মধু, দধি, ছাউনি নাড়ার পুষ্পাদি, ধুস্তুরফল, বরণডালা, ১, ডাব ১, চণ্ডী-পুস্তক ১ । বরদক্ষিণা, পুষ্পমালা ।

(সাধারণ কুশণ্ডিকা)

বালি, কাঠ; পৈকাটি, গোমর, গব্যঘৃত ৮০ সের, আজ্যস্থানী (সরি), পূর্ণকুম্ভ, উড়ুঘর-সমিধ, ১ হস্ত ২০, ১ প্রাদেশ ২৫, পূর্ণপাত্র, কল, ভাস্কুল, দধি ।

(পাণিগ্রহণ)

বর-কল্লার পরিধের বস্ত্র ২, নৈবেদ্য ২, পুষ্প, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, দুর্কা. ধূপ, দীপ, পূর্বোক্ত দ্রব্য, লাজ (ঠেং), শমীপত্র (শাইপাতা), বীরণপত্র

(বেণাপাতা), সিন্দূর ১ থান, রেক ১, ঘট ১, শিল-নোড়া, আত্মশাখা, পাচনী, জলপূর্ণ কুন্ত ১, কুলা ১, বরের বরসা, তিল, হরীতকী, কল, দক্ষিণা ।

(গর্তাধান)

ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাসুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, বটেব ডাল, সিন্দূর, ঘট ১, আত্মশাখা ১, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চগব্য, জবাগুপ্প ১, শবা ১, দুগ্ধ, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচাটনৈবেদ্য ১, পুপ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, তিল, হরীতকী, বরকস্তার নববস্ত্র, পঞ্চকদলী ১, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, পিটুলীর পুস্তালিকা ২১, পুরোহিতদক্ষিণা, সুবর্ণাসুরীর, স্বত ।

(পুংসবন)

নান্দীমুখদ্রব্য পূর্ববৎ, খেতসর্ষপ, নিম্বপত্রাদি, আতপতগুল, পরিধেয় ধুতি ও শাটী, গামছা, তিল, হরীতকী, পুপ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপদীপ, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ববৎ । ভূগণ্ডু, বটের ঝুরি, দক্ষিণা ।

(সীমন্তোন্নয়ন)

নান্দীমুখদ্রব্য ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ববৎ, তিল, হরীতকী, পুপ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতগুল, ষষ্ঠীর উডুধরফলস্তবক দুই দফা, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, শাঁজারু-কাটা, সূত্রপূর্ণ টাকু, দর্ভপিঞ্জলী ৯, শর, মাষকলাই, চক্ৰদ্রব্য, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(সোম্যস্তীকর্ম)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য ।

(জাতকর্ম)

নান্দীমুখদ্রব্য, শিলা, অনাবৃন্ত লোষ্ট্র, ব্রীহিষবচূর্ণ, তিল, হরীতকী, সুবর্ণ, স্বত, মধু ।

(নিষ্করণ)

চন্দ্রার্ঘ্যের দ্রব্য, পুপ্পাদি ।

(নামকরণ)

নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, মধু, দধি, পুপ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপদীপ, তিল, হরীতকী, আতপতগুল, উপকরণ, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, খড়ি, নূতন ঐদীপ ২, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(পৌক্ষিক কৰ্ম)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূৰ্ববৎ ।

(অন্নপ্রাশন)

নান্দীমূখ, কুশণ্ডিকা পূৰ্ববৎ, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, টোপর, মালা, বালকের নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন, পায়স, পিষ্টক. দোয়াত-কলম, স্বর্ণমুদ্রা ১, রৌপ্যমুদ্রা ১, যুক্তিকা ও ধাত্ত ।

(চূড়াকরণ)

নান্দীমূখ, কুশণ্ডিকা, চূড়ার বস্ত্র ১, কাংশ্রবাটি ১, উষোদেক, নবনৌত, দধি, দর্ভপিঞ্জলী ২১ তাম্রক্ষুর ১, বা দর্পণ ১, লোহক্ষুর ১, বৃষগোময়, তিল ৮০, তুল ঐ, মাষকলায় ঐ, ধাত্ত ঐ, বব ঐ, মৃগ ঐ, পুষ্প, দূৰ্বা, তুলসী, বিষপত্র, দীপ, তিল, হরীতকী, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(কৰ্ণবেধ)

রৌপ্যনির্মিত গুঁজী ২ টি ।

(উপনয়ন)

বরণবস্ত্র ১ জোড়, নান্দীমূখ পূৰ্ববৎ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, (গব্যঘৃত ৮০ সের, বাণ, কাষ্ঠ, আজ্যস্থালী,) চক্ৰস্থালী, ছন্ধ, চিনি, কুলা, ধূচুনী, উদখল, মূষল, লালপেড়ে ধূতি ১ জোড়া, বিষদণ্ড ১, গ্রহিসহ মূঞ্জমেথলা, কৃষ্ণসারাজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম, বজ্রকাষ্ঠ, বজ্রোপবীত গ্রহি ২, ভিক্ষার গামছা ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধূতি, গৈরিক বস্ত্র ১, সমিধ ২৮, পুষ্প, দূৰ্বা, তুলসী, বিষপত্র, ধূপদীপ, তিল, হরীতকী, পুরোহিত-দক্ষিণা ।

(সমাবর্তন)

নান্দীমূখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, পট্টবস্ত্র ১ জোড়, ত্রীহি, বব, মাষ, মৃগ, নীতোদক, পাছকা ১ জোড়, ছত্র ১, বংশদণ্ড ১, টোপর ১, মালা ১, চন্দন, বজ্রোপবীতগ্রহি ২, অলঙ্কার (অঙ্গুরীর কুণ্ডলাদি), সমিধ, আচার্য্যদক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা ।

যজুর্বেদীয় ।

(নান্দীমূখ)

বটীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি,

মধু, ঘৃত, চিনি, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ২, বসু-
ধাবার ঘৃত ৮০ পোয়া, কলার পেটো বা কদলীপত্র, বরণডালা, ত্রি, মাদলা
মূর্ধ ও ভাঁড় ৪ গোঁয়াদি বোড়শমাতৃকাপূজা। প্রশস্ত পক্ষে—ধূতি ১৭,
আসনাজুরী ঐ, মধুপর্কবাটি ঐ, নৈবেদ্য ঐ। অশক্ল পক্ষে—নৈবেদ্য ১৭, পুষ্প,
দূর্বা, মালা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপদীপ, আতপতগুল, বুদ্ধিশ্রাদ্ধধূতি ৯, গামছা
৩, মধ্যবিস্ত পক্ষে ধূতি ৫, ইহাতেও অক্ষয় হইলে—গামছা ১২, বজ্রোপবীত
১০, পক্ক কদলী ১২ গণ্ডা, পান ঐ, শুপাবি ঐ, যব, হরীতকী, দ্রাক্ষা,
আমলকী, আর্দ্রক, ফলমূলাদি, দধি, মধু, দক্ষিণা।

(বরণডালা)

মহী (গঙ্গামৃতিকা), গন্ধ, শিলা (তুড়ি), ধাত্ত, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত,
অস্তিক (পিটুণীনির্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোবোচনা, আমার, রৌপ্য,
তাম্র, খেতসর্বপ, দর্পণ, আলতা, হরিদ্রানুত্র, চামর, দীপ।

বজ্রর্কেদীয় দশবিধ সংস্কার।

(বিবাহ—সম্প্রদানদ্রব্য)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, টোপব, পাতি মউড়, বরের
বরণাজুবী, ফলের গড়ে মালা ২, পাছকা ১ জোড়া, অস্ত্রাস্ত্র বরাভরণ, পূর্ব-
জামাতার বরণবস্ত্র, আলপনা দেওয়া পিঁড়া ২, বখাশক্তি দানীয়দ্রব্যাদি, কস্তার
পট্টবস্ত্র শাটী ১, দ্রাক্ষাদনের গামছা ১, কোশা ১, পঞ্চফল, গাঁইটছড়ার গামছা
১, মধুপর্কের বাটি ১, ঘৃত, দধি, মধু, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, তিল, হরীতকী,
ছাউনিনাডার পুষ্প, ছাই-আমলা, ধুস্তুরফল, ডাব, চণ্ডী-পুস্তক, মাকু,
বরদক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা।

(কুশণ্ডিকা)

কুশ, বালি, কাষ্ঠ, কঁাসার রেকাব, পৈকাটি, গোময়, গব্যঘৃত ৮০ সের,
আজ্যহালী, উড়ুঘর-সমিধ ৩, স্কন্ধ, স্রব, প্রণীতাপাত্র, পূর্ণপাত্র ১, দধি, কল,
তাঁতুল।

(পাণিগ্রহণ)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য, লাজ (ঠৈ), শমীপত্র (শাঁইপাতা), বীরণপত্র (বেণা-
পাতা), সিন্দূর ১ থান, বেত্রনির্মিত রেক ১, বলপূর্ণ কুস্ত ১, আত্মপাথ ১,

জলপূর্ণ ঘট ১, দধি, শিল-নোড়া, কুলা ১, পৈষ্ট্যক, দক্ষিণা । বর-কনের পরিধেয় বস্ত্র ।

(গর্তাধান)

ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়পুতার ধুতি ১, শাটী ১, মধুপর্কবাটি ২, আসনানুরী ২, বটের ডাল, ঘট, আশ্রশাখা ১, নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, আতপতগুল, পঞ্চগব্য, শরা ১, জবাপুষ্প ১, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপদীপ, উপকরণদ্রব্যাদি, পিটুলির পুস্তলিকা ১১, বর-কন্নার পরিধেয় নববস্ত্র, কদলী ১, অঙ্গুরী ১, ঘৃত, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(পুংসবন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বটের সুরি, বটশুভ্রা, কুশমূল, সোমলতা, পশু্যবিত শিশির-জল, বিচিত্র পীঠ, নিম্বপত্র, শ্বেতসর্ষপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, ধূপ-দীপ, জলপূর্ণ শরা, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(সৌমন্তোরয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ষষ্ঠীর উডুসর-ফলস্তবক দুই দফা, দধি, মধু, ঘৃত, তিল, ত্রিভাগে শ্বেত শাঁজাককঁটা, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, উপকরণ, পুরোহিতদক্ষিণা । সূত্রপূর্ণ তর্ক (টেকে), অয়োদশ দর্ভপিঞ্জলী, শরকাণ্ড, অশ্বখশঙ্ক, চক্ৰশালী, দুগ্ধ, তিল, তগুল, মৃদগ, হাতা, ঝাঁক ৩ ।

(জাতকর্ম)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, পুষ্প, তুলসী, দুর্কা, ধূপ-দীপ, তিল, হরীতকী, স্রবণ, ঘৃত, জলকুন্ত, মধু, শ্বেতসর্ষপ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(নামকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, ভোজ্যত্রয়, প্রদীপ ২, দধি, ঘৃত, মধু, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, নান্দীমুখদ্রব্য, অর্ঘ্যার্ঘ্যদানদ্রব্য, শিলা, খড়ি ১, পুরোহিতদক্ষিণা ।

(নিষ্কমণ)

নান্দীমুখদ্রব্য, অর্ঘ্যার্ঘ্যদানদ্রব্য ।

(অন্নপ্রাশন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, কুলা, ১ ধূনি ১, চক্ৰহালী ১, হুঙ্ক, হাতা, উদ্বল, যুবল, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, টোপর ১, পূর্ণপাত্র, অন্নব্যঞ্জন, মৎস্য, পুষ্টক, ক্রীড়নদ্রব্য, শিল্পতাণ্ডু, ছুরি, যুস্তিকা, স্বর্ণ, ধান্য ।

(চূড়াকবণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ভোজ্যত্রয়, দৰ্ভপিপ্পলী ২, উষজল, ত্রিধেত শল্লকীকণ্টক (শল্লার কঁটা), নূতন শরা, নবনীত, দধি, বৃষগোময়, কাংস্রবাটি ১, লৌহক্ষুর ১, তাম্রক্ষুর ১ বা দৰ্পণ ১, পূর্বোহিতদক্ষিণা ।

(উপনয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ভোজ্যত্রয়, আচার্য্যবরণ বস্ত্র ১ জোড়া, বালকের গৈরিকবস্ত্র ১ জোড়া, সাবিত্রীগ্রহণেব ধূতি ১, ভিক্ষাব গামছা ১, বিশ্বদণ্ড ১, যুজ্জমেখলা, কৃষ্ণসাবাজিন অর্থাৎ যুগচর্ম্ম, সমিধ ২৫, পূর্ণপাত্র, মালা, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, ধূপদীপ, দধি, তিল, হরীতকী, পূর্বোহিতদক্ষিণা ।

(বেদারম্ভ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সমিধ ১৫ ।

(সমাবর্তন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, আশ্রপল্লব ৮, পূর্ণঘট ৮, দ্বাদশাঙ্গুল শুককাষ্ঠ ১, পিষ্টেতিল, সুবর্ণকুণ্ডল ২, ছত্র ১, পাছকা ১, বেণুদণ্ড ১, টোপর ১, অঞ্জন, দৰ্পণ ১, কোমবস্ত্র ১ জোড়, উষীষ, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, অমুলেপনার্থ স্নগন্ধিদ্রব্য, পূর্ণপাত্র ।

ঋগ্বেদীয়

(নান্দীমুখ)

বস্ত্রের খাটা ১, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, প্রশস্তপক্ষে বস্ত্র ৭, মধ্যবিস্ত বস্ত্র ৪, গামছা ৫, গামছা ৩ অশস্তপক্ষে গামছা ১২, আসনাজুরী ২ প্রস্থ, যধুপর্কবাটি ২, সিন্দূর, বব, হরীতকী, বেতসর্ষপ, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ঘট ১, ঘটের ডাল, আশ্রপাখা, তৈল, হরিত্রা, পঞ্চকদলী ১২ গণ্ডা, পান ঐ, ওপারি ঐ, বদরী (কুল), দধি, যধু, দ্বত, চিনি, বসুধারার দ্বত ৮০, পুষ্প, দূর্কা,

মান্য, তুলসী, বিষপত্র, কলার পেটো বা কদলীপত্র, গৌর্যাদি বোডনমাতৃ-
কার নৈবেদ্য ১৭, অশকুপক্ষে নৈবেদ্য ১৭, বরণডালা ১, ত্রী ১, মাছল্য সূর্য
(কুলা ও ভাঁড় ৪), আতপতগুল, যজ্ঞোপবীত ৭, ফলমূলাদি, দক্ষিণা ।

(বরণডালা)

মহী (গম্ভায়িতিকা), গন্ধ, শিলা (কুড়ি), ধাতু, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি,
ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলীনির্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, আম্র,
কাঞ্চন, বোপা, তাম্র, সিদ্ধার্থ (গ্নেতসর্বপ), দর্পণ, অলঙ্ক (আমতা),
হরিদ্রাসূত্র, চামর, দীপ ।

ঋগ্বেদীয় দশবিধ সংস্কার ।

(সম্প্রদানদ্রব্য)

নান্দীমুখশ্রাব, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়া, কস্তাব পট্টবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১,
বরের বরণাসুরী, ফুলের গডেমাল ২ ছড়া, ছুতা ১ জোড়া, যথাশক্তি দানৌর-
দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধূতি ১ বা গামছা ১, পূর্বজামাতার বরণবস্ত্রাদি,
কোশা ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, হবিদ্রাবর্ণের
গাঁটছড়া বাঁধিবার গামছা ১, পাঁচকল (বয়ড়া ১, হরীতকী ১, সুপারি ১,
জামফল ১, আমলকী ১,) মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১, ঘৃত, মধু, দধি, ছাউনি
নাড়ার পুষ্পাদি, ধুস্তুরফল, বরণডালা ১, ডাব ১, চণ্ডী-পুস্তক ১, মাকু,
বরদক্ষিণা, পুরোহিত-দক্ষিণা ।

(কুশণ্ডিকা)

বালি, কাষ্ঠ, পৈকাটি, গোময়, উদ্বল, মূবল ১, ক্রক, ক্রব, দরী, মেফণ,
কাংস্তপাত্র ১, পঞ্চদশসংখ্যক অরতিপ্রমাণ যজ্ঞের উডুঘরসমিধ্ ১৫, আজ্য-
স্থালী (তাম্রকুণ্ড), চক্ৰস্থালী (পিতলের বগুনা) ১, সূর্য, কৃষ্ণাজিন (যুগচর্ম),
বব, তিল, হরীতকী, দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত যজ্ঞের উডুঘর ১০, গব্যঘৃত ৮০
পোয়া, দুগ্ধ ৮০ সের, চক্কর আতপতগুল ৮০, চিনি, প্রণীতাপাত্র ১,
প্রোক্ষণীপাত্র ১, পূর্ণপাত্র, ফল, তাম্বুল, দধি, দক্ষিণা ।

১ (পাণিগ্রহণ)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চক্ৰদ্রব্য, লাজ (ঠৈ), শরীপত্র (শাঁইপাতা), বীরণপত্র
(বেণাপাতা), সিন্দূর ১ থান, রেক ১, ঘট ১, শিলনোড়া, আম্রশাখা ১,

জলপূর্ণ কুণ্ড ১, সূৰ্প (কুলা), পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি, তিল, হরীতকী, দক্ষিণা।

(গর্তাধান)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চক্ৰদ্রব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপদীপ, ঘট, আশ্রশাখা, বটের ডাল, সিন্দূর, তৈল, হরিদ্রা, সূর্য্যার্ঘ্য-
দ্রব্য, জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, পিটুলিব পুস্তলিকা ২১, লাজ, তাহুল, পঞ্চগব্য,
কোলসরা, নারিকেল, রক্তসূত্র, অলঙ্কার, হরিদ্রাবর্ণের গামছা, যবচূর্ণ, শিমের
রস, বর-কন্টার পরিধের ধূতি শাটী, পুরোহিতদক্ষিণা।

(পুংসবন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চক্ৰদ্রব্য, ঘট, আশ্রশাখা, সিন্দূর, শিশির,
দূর্কাবস, শরা, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, তিল, হরীতকী,
মাকলাই, যব, দধি, মধু, ঘৃত, দক্ষিণা।

(সৌমস্তোমসন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, উডুঘর-ফলস্তবক ২ দফা, ত্রিখেত
শজারকাটা, দর্ভপিঞ্জলী, রক্তসূত্র, দক্ষিণা।

(অনবলোভন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চক্ৰদ্রব্য, পুষ্পাদি।

(জাতকর্ষ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা পূর্ববৎ, ঘট, আশ্রশাখা, বটের ডাল, সিন্দূর,
কাংশপাত্র, ঘৃত, দধি, মধু, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, ধূপ-দীপ, তিল, হরীতকী,
সুবর্ণ, দক্ষিণা।

(নামকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সুবর্ণ, ঘৃত, দধি, ধূপদীপ, মধু, পুষ্প, দূর্কা,
তুলসী, তিল, হরীতকী, ঘট, আশ্রশাখা, সিন্দূর, সূর্য্যার্ঘ্য, জবাপুষ্প, দক্ষিণা।

(নিষ্কমণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, নৈবেদ্য ১৪, ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি, সূর্য্যার্ঘ্যদ্রব্য, দক্ষিণা।

(অন্নপ্রাশন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, নৈবেদ্য ১৬, ঘৃত, দধি, মধু, তিল, হরীতকী,

বালকের পরিধেয় চেলি জোড়, টোপর, আভরণ, দক্ষিণা। নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন। স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃত্তিকা, দোয়াত, কলম, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পদ্রব্য, ক্রীড়নক প্রভৃতি।

(চূড়াকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপদীপ, কুশপিঞ্জলী ৯, বালকের পরিধেয় বস্ত্র, কাংশ্রবাটি ১, তাম্বুহর ১, লৌহহর ১, দর্পণ, শরা ১, নবনীত, ত্রিভাগে সাদা সজ্জার কাটা, বৃষগোময়, দক্ষিণা।

(কর্ণবেধ)

রৌপ্যানির্মিত গুঁড়ী ২টি।

(উপনয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সর্বৌষধিবৃক্ষ স্নানীয় জল, চক্রস্থালী, উদ্‌খল, মৃবল, কুলা, ধূনি, ছত্ৰ, গৈরিক বস্ত্র ১, লালপেড়ে ধুতি ১, তিকার গামছা ১, সাবিজীগ্রহণের ধুতি ১, চিনি, বিষ্ণুদণ্ড ১, পুষ্পমালা ১, কুণ্ডল ২, কৃষ্ণসারাজিন (যুগচন্দ্র) ১, মুগ্ধমেখলা (সরের পৈতে), বজ্রকাষ্ঠ, বজ্রোপবীত ২, দক্ষিণা।

(সমাবর্তন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ক্ষৌমবস্ত্র, জোড়, পাছকা, ছত্র, বংশদণ্ড, উষ্ণীষ, বজ্রোপবীত ২ গ্রহি, কুণ্ডল, টোপর, মালা, সমিধ।

(সাধভক্ষণ)

আচারবশতঃ সকল বেদীয়েই নবম মাসে সাধভক্ষণ আছে। অথও লালপেড়ে শাটী ও অন্নব্যঞ্জনাদি আবশ্যক।

পুঙ্করিণী-প্রতিষ্ঠা।

জলাশয়ের পশ্চিমপার্শ্বে চতুর্ভুজপ্রমাণ বেদী ১, সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্তবরণ ১, হোতুবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাসুরী ৪, বরণের আসন ৪, বজ্রোপবীত ৮, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, গুগ্‌গুল,

ঘট ৫, বাস্তবগজব্য ১ দফা, শাস্তিঘট, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব, পঞ্চামৃত, আশ্রযাখা ৪, ঘটাকাছাদন গামছা ৬, শাস্তির শাটী ২, সনীষডাব ৬, আসনাসুরী ১৪, মধুপর্কবাটি ১৪, দধি, মধু, চিনি, পূজার বস্ত্র ১৪, পূজার শাটী ২, নৈবেদ্য ১৬, কুচানৈবেদ্য ১, রৌপ্যনির্মিত বকণপ্রতিমা ৪ অঙ্গুলি-পরিমিত। নবগ্রহের বস্ত্র—রক্তবর্ণ ২, শ্বেতবর্ণ ৩, কৃষ্ণবর্ণ ২, ধূস্রবর্ণ ১, পীতবর্ণ ১, গুড়, ক্ষীর, দধি, পায়সান্ন, পিষ্টক, ২১ হস্ত বা ১২ হস্ত বেলের যুগ, ছোট যুগ ৩০ হস্ত, ত্রিশূল ১, চক্র ১, ঘট ১, ছাতা ১, চামর ১, পাখা ১, শয্যা ১, পাছকা ১, পতাকা ১, দর্পণ ১, টোপব ১, অশ্বস্থানমৃত্তিকা, হস্তিদন্তমৃত্তিকা, বল্লীকমৃত্তিকা, নদী-সঙ্গমমৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, নদীর উভয়কূলের মৃত্তিকা, সর্কৌষধি, সমুদ্রের জল, দুগ্ধ ১ কলসী, স্বর্ণশলাকা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, কাংস্ত-রেকাব ১, বালি, কাঠ, খোড়কে, গোময়, হোমের গব্যমৃত ১/২ সের, আজ্যস্থালী (তাম্রকুণ্ড বা গামলা) ১, চক্রস্থালী (বগুনা) ১, উদুখল, মুঘল, স্রক্‌স্রব, দক্ষীমেক্ষণ, কুলা, ১, ধূচনি ১, সমিধ ১০৮, নবগ্রহ-সমিধ প্রত্যেক ২৮, উল্লীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, স্বর্ণনির্মিত কচ্ছপ ১, ঐ মকর ১, ঐ অষ্টনাগ ১ প্রস্থ, বৌপ্যনির্মিত মৎস্ত ১, ঐ চৌড়াসর্প ১ তাম্রনির্মিত কৈকড়া ১, ঐ বেঙ ১, লৌহনির্মিত গুণ্ডরু ১, গাতী ১, স্বর্ণশৃঙ্গ ২ স্বর্ণবীরপট্ট ১, রৌপ্যখুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্তকোড় ১, উৎসর্গের ধূতি ১, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ত্রীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

মঠপ্রতিষ্ঠা।

নান্দীমুখপ্রাক্ষরব্য, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্তবরণ ১, হোতুবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাসুরী ৭, বরণের আসন ৭, বাস্তবগজব্য ১ দফা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দ্রুক্ষা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ঘট ৫, শাস্তিঘট ১, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আশ্রযাখা ৫, আসনাসুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৪, ঘটাকাছাদন গামছা ৬, সনীষডাব ৬, উদুখল, মুঘল, কুলা ১, ধূচনি ১, উল্লীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, কাংস্ত-রেকাব ১, আজ্যস্থালী ১, চক্রস্থালী ১, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যমৃত ১/২ সের, সমিধ ১০৮,

নবগ্রহের সমিধ প্রত্যেক ২৮, চক্র ১, ছোট ঘণ্টা ১, বোলহস্ত বাঁশের ধ্বজা ১, বস্ত্র বোল হাত, বিষ্ণুগৃহে গরুড় ১, শিবগৃহে বুধ ১, দেবীগৃহে বুধ ১, ছোট চামর ১, ছোট ঘট ২৫, পঞ্চামৃত, নারিকেলজল, পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ত্রতীদক্ষিণা ।

দেবপ্রতিষ্ঠা ।

সিন্দূর, বুদ্ধিশ্রীক, বাস্তবগজদ্রব্য (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ), ব্রহ্মা ঐ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ, বরণাজুরী ৪, বরণের আসন, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, বরণডালা, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, আশ্রশাখা ৫, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, পূজার বস্ত্র ২, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচটনৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, চন্দ্রাতপ গামছা ১, উষীষ ঐ ১, কাংস্য-বেকাণ ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্য দ্বত ১/১ সের, আজ্যস্থালী ১, সমিধ ১০৮, গোমূত্র ১৪১০ সের, গোময় ঐ, দধি ঐ, দুগ্ধ ঐ, দ্বত ঐ, মধু ঐ, চিনি ঐ, তিলতৈল ঐ, তিলখইল ঐ, শালিচূর্ণ ঐ, কুশমূলমুস্তিকা ঐ, গজদন্তমুস্তিকা ১৪১০, অশ্বখুরমুস্তিকা ঐ, চতুষ্পাণ্ড-মুস্তিকা ঐ, পর্বতমুস্তিকা ঐ, বরাহদন্তমুস্তিকা ঐ, বল্লীকমুস্তিকা ঐ, গোময়তন্ত্র ঐ, পঞ্চকষায় ঐ, উষোদক ঐ, পঞ্চনদজল ঐ, চম্পক, সর্কৌষধি, মহৌষধি, যব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্রামাক, শালিধান্য, ত্রীহি, প্রিয়ঙ্গু ঐ, আশ্রশমীপুয়াগকরবীরপুষ্পোদক ঐ, তুলসী-কন্দ-শ্রীফলপত্র-ত্রিতয়যুক্ত জল, ঐ, ঘটস্থজল ১০৮ কলসী, শিবপক্ষে বিশ্বপত্রচূর্ণ ১/৪ সের, দেবীপক্ষে আমলকী-পত্রচূর্ণ ঐ, বিষ্ণুপক্ষে তুলসীচূর্ণ ঐ, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ত্রতীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান । দেবতার অলঙ্কার ।

অশ্বখবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ।

সিন্দূর, নান্দীমুখশ্রীকদ্রব্য (ঠাকুরবরণ, গুরু ঐ, পুরোহিত ঐ) ব্রহ্মা ঐ, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাজুরী ৪, বরণের আসন ৪, তিল, হরীতকী, যজ্ঞোপবীত, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব, আশ্রশাখা ৫, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, শান্তিশাণী ২, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব ৬, বরণডালা, কলাগাছ ৪, পতাকা ১, পতাকাবস্ত্র ১, ছোট চামর ১, ছোট ঘণ্টা ১, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ দীপ, ধূনা,

আসনাসুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, সোমের ধুতি ১, রোহিণীর শাটী ১, নবগ্রহের ধুতি ১, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, অশ্বখপূজার ধুতি ১, উদ্বল, মূল ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, উল্লীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ গামছা ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কাসার রেকাব ১, গব্যস্বত ১, আজ্যহালী ১, চক্রহালী ১, পলাশ-সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহের প্রত্যেকে ২৮, স্বর্ণপত্র ১, স্বর্ণফল ১, রজতফল ১, পূর্ণপাত্র ১, আচ্ছাদনবস্ত্র ১, উৎসর্গের বস্ত্র ১, দক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

কুপপ্রতিষ্ঠা।

সিন্দূর, বুদ্ধিশ্রী পূর্ববৎ, বাস্তবাগ পূর্ববৎ, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ ১,) ব্রহ্মা ঐ ১, সদশ্চ ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাসুরী ৪, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরস, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্ত্র, আশ্রমাধা ১০, ঘট ১০, শাস্তিঘট ১, ঘটোচ্ছাদন গামছা ১০, সশীষডাব ১২, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, হুঙ্ক, আসনাসুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, নৈবেদ্য ৬, কুচানৈবেদ্য ১, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নবগ্রহের ধুতি ১, বরণের ধুতি ১, স্বর্ণের বরণ ৪ অঙ্গুলীপরিমিত, শাস্তির শাটী ২, সর্বৌষধি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কাংশুরেকার ১, গব্যস্বত ১/২৥০ সেব, অষ্টনাগ প্রভৃতি জলাশয়োৎসর্গবৎ, আজ্যহালী ১, চক্রহালী ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদ্বল, মূল, সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহসমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, পতাকা ১, পূর্ণপাত্র, উৎসর্গের ধুতি ১, প্রধান দক্ষিণা, ত্রীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

রথপ্রতিষ্ঠা।

সিন্দূর, (গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১, নারায়ণবরণ) ১, ব্রহ্মাবরণ ১, সদশ্চবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাসুরী ৪, বরণের আসন ৪ যজ্ঞোপবীত ২০, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরস, বরণডালা, গুরুমূর্তি ১, পতাকা ১, আশ্রমাধা ৫, ঘট ৫, শাস্তিঘট ১, শাস্তিশাটী ২, ঘট ১, চামর ১, দর্পণ ১, ঘটোচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, আসনাসুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, হুঙ্ক, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৩, হোমের গব্যস্বত ১/১ সের, আজ্যহালী ১,

চক্ৰহালী ১, বালি, কাঠ, খোড়কে গোমর, উদ্বল, মূবল, কুলা ১, ধূনি ১, বজ্জকাঠ সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহ-সমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, উষীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, পূর্ণপাত্র ১, উৎসর্গের ধূতি ১, প্রধান দক্ষিণা, ত্রীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান ।

গ্রহবাগ ।

সিন্দূর, বুদ্ধিশাক জব্য, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,)
ব্রাহ্মবরণ ১, সদস্তবরণ ১, হোতুবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, গ্রহাচার্য্যের বরণ ১,
বরণাসুরী ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন,
পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব, তিল, হরীতকী, যব, খেতসর্ষপ, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণু-
পত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, গুগ্গুল, দধি, মধু, চিনি, ছন্ধ, মাষকলায়, ঘট ৫, শাস্তি-
ঘট ১, পতাকা ১, ঘটচ্ছাদন গামছা ৫, শাস্তিশাটী ২, সশীষডাব ৬,
আসনাসুরী ১৪, মধুপর্কবাটি ১৪, পূজার বস্ত্র ১৪, নৈবেদ্য ১৪, কুচানৈবেদ্য
১, পুষ্পমালা ২৫, বালি, কাঠ, খোড়কে, আজ্যহালী ১, কঁাসার রেকাব ১,
হোমের গব্যস্থত ১৬০, সমিধ্ ১০০০৮, গ্রহহোমের কাঠ ১০০০৮, উষীষ
গামছা ১, চন্দ্রাতপগামছা ১, পূর্ণপাত্র ১, বিষ্ণুগ্রহের দানজব্য, ব্রাহ্মণ-
ভোজন, প্রধান দক্ষিণা, ত্রীদক্ষিণা ।

পুঙ্করশাস্তি ।

ব্রাহ্মবরণ, হোতুবরণ, সদস্তবরণ আচার্য্যবরণ, গ্রহাচার্য্যের বরণ,
বরণাসুরী ৫, বরণের আসন ৫, যজ্ঞোপবীত ১০, তিল, হরীতকী, পুষ্প,
দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, গুগ্গুল, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব,
পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চামৃত, খেতসর্ষপ, তিল, যব, মাষকলায়, ঘট ১,
ছোট কাল মৃগ, ঘৃত, তিল, গুডপূর্ণ ঘট ৪, সশীষডাব ৫, আচ্ছাদন গামছা ৫,
উষীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ৩, সবা ৮, পাতিভাঁড় ১, লোহের রেকাবি ১,
তাম্রের রেকাবি ১, কাংস্তের রেকাবি ১, রৌপ্যের রেকাবি ১, লৌহ-
নির্মিত যমপ্রতিমা ১, তাম্রনির্মিত ধনুপ্রতিমা ১, কাংস্তনির্মিত চিত্রগুপ্ত-
প্রতিমা ১, রৌপ্যনির্মিত পুঙ্করপ্রতিমা ১, আসনাসুরী ১৪, মধুপর্কবাটি ১৪,
নবগ্রহপূজার বস্ত্র ২, যমপূজার রুক্ষবস্ত্র ১, ধর্মপূজাব গুরুবস্ত্র ১, চিত্রগুপ্তপূজার
পীতবস্ত্র ১, পুঙ্করপূজার গুরুবস্ত্র ১, বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১, নৈবেদ্য ১৭,
কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ছন্ধ, আজ্যহালী, হোমের গব্য স্থত ১৩

ষের, বালি, কাঠ, খোড়কে, কুলা ১, ধুচনি ১, হুঙ্ ৮০, উদ্বল, মূল, কোশাকুশি ১ জোড়া, সমিধ্ ১০০৮, নবগ্রহসমিধ্ প্রত্যেকে ১০৮, (মাগুর মৎস্ত ১, ছুরি ১,) পতাকা ১৪, খেতচন্দন ও রক্তচন্দন, কাঠ, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা ।

দত্তকগ্রহণ ।

নান্দীমুখদ্রব্য, বেদী, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্তবরণ ১, হোতুবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাজুরী ৪, বরণের আসন ৪, বজ্রোপবীত ৮, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, ঘটোচ্ছাদন গামছা ৫, সনীষডাব ৬, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আত্মশাখা ৫, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, পুষ্পমালা ৩০, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাজুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, হুঙ্, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৫, গণেশের ধূতি ১, প্রজাপতির ধূতি ১, বিষ্ণুর ধূতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, বমের থান ১, শান্তির শাটী ২, উকীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, আত্মস্থালী ১, চক্রস্থালী ১, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ১৥০ সের, পলাশসমিধ্ ১০৮, উদ্বল, মূল, কুলা ১, ধুচনি ১, হুঙ্ ৮০ সের, কাংস্ত-রেকাব ১, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, দত্তকের বথাসাধ্য অলঙ্কার ।

শ্রীমন্তাগবতপাঠ ।

বেদী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, নারায়ণবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১, পাঠকবরণ ১, কথকবরণ ১, ধারকবরণ ২, সদস্তবরণ ১, শ্রোতাবরণ বথাসক্তি, বরণাজুরী ৮, বরণের আসন ৮, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, পুষ্পমালা ১১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাজুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, ব্যাসপূজার বস্ত্র ১, সংহিতার ঐ ১, তুলসীর শাটী ১, বেদীর গামছা ২, চন্দ্রাতপ ১, বালিস ২, বেদীর আসন ২, ধারকদের আসন ২, পুস্তক রাখিবার চৌকী ৪, চৌকীর আসন ৪, বালি, কাঠ, খোড়কে, আরতিদ্রব্য, গব্য-ঘৃত ১৥০ সের, কীরের লাড়ু ১০৮, সংকীর্্তন,—ভূরিতোজ্য, ত্রিমল্লী,—দধি, তৈল, হরিজা, নগদ । বামনভিক্স গামছা, ঘটি, ছত্র, পাছকা, তোজ্য, নগদ । কৃষ্ণের জন্ম—রৌপ্যের চৈচাডি, বাটি, বিহুক,

খাল, নগদ, তৈল, হরিজা। কুকের অন্নপ্রাশন—গেলাস, বাটি, খাল, বস্ত্র, নগদ। ফলভক্ষণ—নানাবিধ ফল, নগদ। অন্নভিক্ষা—ভোজ্য, নগদ। বস্ত্রহরণ—বস্ত্র ও নগদ। উপনয়ন—বজ্রোপবীত, বুলির গামছা, বস্ত্র, ছত্র, পাছকা, নগদ। কল্লিগীহরণ—পট্টবস্ত্র, ঘণ্টা, খালা, ডিবে, ষড়ী, অলঙ্কার।

রামায়ণপাঠ।

ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, পাঠক ঐ ১, কথক ঐ ১, ধারক ঐ ২, সদস্ত ঐ ১, প্রোতা ঐ ১, স্বস্ত্যরনের ব্রাহ্মণবরণ ১, বরণাজুরী ১০, আসন ১০, বজ্রোপবীত ১০, তিল,হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ-দীপ,দধি, ছত্র, মধু, চিনি, আসনাজুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, রামের বস্ত্র ১, সীতার শাটী ১, সংহিতার বস্ত্র ১, বিষ্ণুর ঐ ১, নবগ্রহের ঐ ১, হনুমানের ঐ ১, তুলসীর ঐ ১, শিবপূজার গদাযন্ত্রিকা, কলা, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ৪, আদ্রতি, সংকীর্তন, বেদী, বেদীর আসন ২, বেদীর গামছা ২, বালিস ২, চৌকী ৪, আসন ৪, চন্দ্রাতপ ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যদ্ব্যত ৥০ সের, পূর্ণপাত্র, পদ্ম বা করবী পুষ্প ১০৮, প্রধান দক্ষিণা, ত্রতীদক্ষিণা। পর্ক—ত্রিমঙ্গলী, রামেব জন্ম, অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, বামনভিক্ষা, শক্তিশেল, রামরাজা, লক্ষণভোজন।

তুলাপুরুষমহাদান।

প্রধান বেদী দীর্ঘে ৩ প্রস্থে ২০ হাত বা ১৮ হাত পরিমিত করিয়া উর্দ্ধে অর্দ্ধহস্তপ্রমাণ করিবে। উহাতে ৭ হস্তপ্রমাণ ২টি বিষ্ণুকাষ্ঠের স্তম্ভ দিবে ও স্তম্ভোপরি ২১ হাত পরিমাণ ৪টি পাড়ন দিবে। ৬ হাত ৬ অঙ্গুলী বা ৬ হাত পরিমাণে মধ্যবেদী করিবে, উহাব উচ্চতা ১ হাত হইবে। উহাতে ৭ হাত পরিমাণ ৪টি স্তম্ভ ও তাহার উপরে ৭ হাত পরিমাণে ৪টি পাড়ন দিবে। কোণা ৪টি ১২ হাত পরিমাণে করিবে। তুলাদণ্ডের স্তম্ভ ২টি অর্দ্ধহস্ত বিস্তার এবং ৭ হাত দীর্ঘ হইবে। তাহার উপরে পাড়ন ১টি ৭ হাত দিবে। তুলাদণ্ড ১টি ৪ হাত করিয়া তাহাতে বঁড়িশাকুতি লৌহশৃঙ্খল ৬ অঙ্গুলী পরিমাণে দিয়া খাটাইবে। ৮ হাত পরিমাণ লৌহশৃঙ্খলে এক হাত প্রমাণ পাল্লা ২টা দিবে। দশহস্ত-প্রমাণ বংশদণ্ডে ২ হস্ত-প্রমাণ বস্ত্র নিরোক্তক্রমে পতাকা দিবে। যথা—পূর্বদিকে পীতবর্ণ, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ, নৈঋতকোণে নীলবর্ণ, পশ্চিমে শ্বেতবর্ণ, বায়ুকোণে ধূস্রবর্ণ, উত্তরে শ্বেতবর্ণ এবং ঈশান-কোণে শুভ্রবর্ণ পতাকা। মধ্য-বেদীতে ৭ হাত প্রমাণ বস্ত্রে শ্বেত, রক্ত, ধূস্র,

কৃষ্ণ, পীত এই পঞ্চ বর্ণের পঞ্চপতাকা দিবে। মধ্যবেদীর ঈশানকোণে ৫ হাত প্রমাণ ১টি বেদী করিবে। তাহাতে নব বর্ণের নব পতাকা দিবে।

সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পূর্ববৎ, ঠাকুববরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ৮, (ব্রাহ্মাবরণ ২, সদস্ত ঐ ২, হোতৃ ঐ ২, আচার্য্য ঐ ২), ষড়্বেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রাহ্মাবরণ ১, সদস্ত ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রাহ্মাবরণ ১, সদস্ত ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), অথর্ষবেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রাহ্মাবরণ ১, সদস্ত ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), বেদপাঠক ৪, স্বর্ণের বরণাসুরী ২৭, বরণের আসন ২৭, যজ্ঞোপবীত ১০০, হবীতকী ১০০, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আশ্রশাখা ১৮, সশীষডাব ৪০, পিতলের শাস্তিঘট ১, পিতলের ঘড়া ৫, ঘারের ঘট ১২, কোশাকুশি ৫ জোড়া, স্বর্ণের গোবিন্দ-প্রতিমা ১, স্বর্ণের ধর্ম্যপ্রতিমা ১, স্বর্ণের সূর্য্যপ্রতিমা ১, স্বর্ণের প্রজাপতি প্রভৃতি ঐ ২৪, ঘটাজ্জানন গামছা ৫, শাস্তিব শাটী ২, তিল ১০, যব ১০, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলায়, পুষ্প, দূর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, গুগ্গুল, আসনাসুরী ৮১, মধুপর্কবাটি ৮১, পূজার বস্ত্র ৩ শাটী ৮১, নৈবেদ্য ৮১, কুচাটনৈবেদ্য ৪, পুষ্পমালা ১০০, চামর ১৭, ঘণ্টা ১৭, দর্পণ ১৭, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, চন্দ্রাতপ ৫, উষ্মীব ৬, উদ্বল, যুধল ৪, কুলা ৪, ধূচুনি ৪, বালি, কাষ্ঠ, খোডকে, গোময়, হোমের গব্যস্বত ১/৫ সের, আজ্য-স্থালী (গামলা) ৪, চক্ৰস্থালী (বগুনা) ৪, উদ্বল-সমিধ ৪০০০, তুলা-পবিমিত অষ্টধাতু, পূর্ণপাত্র ৫, স্বর্ণ ১ ভরি, প্রধান দক্ষিণা, ত্রীদক্ষিণা, ষোড়শদান, ব্রাহ্মণভোজন, (স্বীলোকদিগের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই)।

বিজ্ঞারস্ত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, আশ্রশাখা ১ নারায়ণপূজার ধূতি ১, সরস্বতীপূজাব শাটী ১ গামছা ১, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, স্বত, দধি, মধু, চিনি, তিল, হরী-তকী, পুষ্প, দূর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, নৈবেদ্য ৪, কুচাটনৈবেদ্য ১, ধূপ-দীপ, পুষ্প-মালা ২, রামধড়ি ১, বালকের পরিধেয় বস্ত্র ১, দক্ষিণা।

গজার অহিক্লেপ।

অহি, পঞ্চগব্য, তিল, মধু, স্বত, স্বর্ণ ১ খণ্ড। দক্ষিণা।

ପର୍ବନରମାହ ।

ସ୍ବେତ ନାରିକେଳ କଳ, ଧରପାତା ୭୬୦ ବା ମଳାଧପାତା ୭୬୦, ସେବନୋସେର
ରଞ୍ଜୁ, ସବବାଟା ।

ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ।

କୁଶ, ସ୍ବତ, ଚନ୍ଦନକାଠି, ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ୧ ଖଣ୍ଡ, ଅତାବେ କାଂସ୍ତ ୧ ଖଣ୍ଡ, କଳସୀ ୧,
ସରା ୧, ତିଳ, କଢ଼ି, ଆତପତ୍ରତୁଳ, ତୁଳସୀ, ଓଡ଼ନ ଓ ପାଉନ ୨ ଖଣ୍ଡ, ମେକାଟି,
ଅଗ୍ନିଦାତାର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ୧, ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ।

ବୈତରଣୀ ।

ସବଂସା କୃଷ୍ଣା ଗୋ ବା ଯୁଲ୍ୟ ୭/୦ କାହନ କଢ଼ି ବା ୮୦, ଗାମଛା ୧, ତତୁଳ,
ଦକ୍ଷିଣା ।

ପୂରକପିଣ୍ଡଦାନ ।

ହୁଅ ୮୦ ମୋରା, ସରା ୩, ଯାଲସା ୧, ତିଳ, ସ୍ବତ, ଯମ୍ବୁ, କାଠାଗ୍ନି କଳା ୫, ସେବ-
ନୋସ ବା ହିର କହଳ, ସ୍ବତ୍ପାତ୍ର ମଞ୍ଜୁମଞ୍ଜୁ (୧୧), ଆତପତ୍ରତୁଳ ୮୦ ମେର,
ମେକାଟି, ଶ୍ରୀଦୀପ ୧, ଡେକାଠା ୨, ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ, ଦକ୍ଷିଣା ।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାନ୍ତି ।

କଳାପେଟୋ ବା ପାତା ୫, ଯୁପାରି ୫, ପାନ ୫, ସ୍ବତ, ମେକାଟି, ଆତପ-
ତ୍ରତୁଳ, ତିଳ, ତୁଳସୀ, ପୁଷ୍ପ, ଶ୍ରୀଦୀପ ୧ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର, ନିଷ୍ଣୁପତ୍ର, କ୍ଳେଶକଳାସ, ସରା ୧,
ସଞ୍ଜି ୧, ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର, ସଞ୍ଜୋପବୀତ ।

ଅନ୍ତ୍ରପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ :

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ୧ ଖଣ୍ଡ, ଗାମଛା ୧, ଦକ୍ଷିଣା ।

ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ।

ଗାମଛା ୧, କୋଶା ୧, ଉବାପୁଷ୍ପାଦି ।

ତିଳକାଞ୍ଜନ ।

ତାନ୍ତ୍ରଟାଟ ୧, ତିଳ, ୮୦ ମୋରା, କଳାପାତା ୧, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ୧ ଖଣ୍ଡ, ଗାମଛା ୧,
ଦକ୍ଷିଣା ।

আতপত্নী ।

আতপত্নী, উপকরণ, কলাপাতা ২০, বজ্রবস্ত্র ১, জাঁকের বস্ত্র ১, তিল, হরীতকী, ঘৃত, মধু, দধি, ধূপ-দীপ, পুষ্প, দুর্বা, তুলসী, মৎস্ত ১, পান, সুপারি, মালসা ১, পেরাটি, অগ্রদানী ব দক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা ।

ষড়ঙ্গ ।

খাল ১, ঘড়া বা ঘটি ১, পিলসুজ ১, খড়ম ১ জোড়া, ছাতা ১, শয্যা ১, গিড়ে ১ ।

মহাদান ।

সুবর্ণ ১, ঘোড়া ১, তিল ১, গো ১, রথ ১, ভূমি ১, গৃহ ১, কপিল খেজুর ১, হস্তী ১, নৌকা ১, পালকী ১, দক্ষিণা ।

ষোড়শ দান ।

ভূমি (১ গামলা ধান, গঙ্গামৃত্তিকা ও মূল্য), আসন (গালিচা ১ ও চৌকী ১), জলপাত্র ১ (ঘড়া), বস্ত্র ১, দীপ (পিলসুজ ও প্রদীপ), অন্ন (সন্তোষ্য খাল), তাহুল (পানসহ বাটা), ছত্র ১, গন্ধ (বাটি ও চন্দনকাষ্ঠ), মালা (রেকাব ও পুষ্পমালা), ফল (রেকাব ১ ও নাবিকেলাদি), পাটকা ১ জোড়া, গো (মূল্য কডি ৩/০ বা ৫০ গামলা বা মালসা) ১, স্বর্ণ ১ খণ্ড, রৌপ্য ১ খণ্ড, শয্যা (সমাজ খাট ১), পাতনবস্ত্র ১, উৎসর্গ গামছা ১, দক্ষিণা ।

ভূরিভোজ্য ।

প্রচুরপরিমাণে তুলাদি ভোজ্য ১ দফা, গামছা ১ ।

দানসাগর ।

ষোলটি ষোড়শ দান ।

দম্পতিবরণ ।

স্বর্ণনির্মিত দম্পতিপ্রতিমা ১, গরদের ধূতি-চাদর ১ গরদের শাটী ১, সমাজ খাট ১, স্বর্ণের অঙ্গুরী ১, অলঙ্কার যথাশক্তি, দানসামগ্রী, দক্ষিণা ।

সুখাসন-দান ।

চৌকী ১, কার্পেট বা সঁজার মকমল, আতরদান ১, তাহুলদান ১, রৌপ্যভিষে ১, গোলাপপাশ ১, ফুলদান ১, শটকা সহিত গড়গড়া ১, পিক-দান ১, সঁজার বাগিস ৩টা ।

বৃষোৎসর্গ ।

উত্তরত চতুর্হস্ত দীর্ঘ ১হস্ত উর্দ্ধ বেদী ১, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১ জোড়া, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিতবরণ ঐ), হোতুবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, ব্রহ্মাবরণ ঐ, সদস্তবরণ ঐ, বিরটিবরণ ঐ, (গীতাপাঠকবরণ ঐ), বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের কুশাসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরীতকী ১০, ঘট (ঘড়া) বা ঘটি ৫, অভাবে যুজ্জিকা-ঘট ৫, শাস্তিঘট (ঘড়া) ১, ঘটাকাছাদন গামছা ৫, শাস্তিকুন্তের শাটী ২, রুদ্রপূজার বস্ত্র ১, অধিকার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, উষ্মীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, যুগাক্ষাদন ঐ ১, বৎসতরীর ঐ ৪, বৃষ উৎসর্গের ঐ ১, বৃষের ঐ ১, গোপের ধুতি ১, কর্মকারের ধুতি ১, আসনাজুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ৫, কুচাটনৈবেদ্য ১, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, আত্মশাখা ৫, সনীষ ডাব ৬, পুষ্পমালা ৩০, বালি, কাঠ, পেকাটি, গোময়, হোমের গব্যাস্ত ১৥০ সের, আজ্যহালী তাম্রকুণ্ড ১, চক্ৰহালী (পিতলের বগুনা) ১, হুঙ্ক ১৥০ সের, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদ্বল, মুষল ১, আতপতগুল, বজ্রকাঠ, হাতা চমস প্রভৃতি, যুগকাঠ ১, উপযুগকাঠ ৪, টোপর ১, পাতি মোয়ুড় ৪, বৃষ ১, বৎসতরী ৪, সসাজ ঝাঁপি ৪, বৃষান্তরণ—স্বর্ণশস্ত্র ২, স্বর্ণ-বীৰপট্ট ১, রোপ্যধুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্তক্ৰোড় ১, লৌহবলয় ৪, লৌহঘণ্টা ১, লৌহ-দাগনী ২, চামর ১, সূৰ্প ১, ত্রিশূল ১, খোস্তা ১, সর্কৌষধি, কোশা ১, মালসা ১, মাদুর ২, সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ত্রীদক্ষিণা । কুঙ্কম, কাংস্ত-রেকাব, বিরটিপাঠের আসন, চৌকি, গীতাপাঠের আসন, চৌকি, সামর্থ্যপক্ষে ব্যাসপূজার বস্ত্র ১ ।

চন্দনধেতু ।

বেদী, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১ জোড়া, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিতবরণ ঐ,) ব্রহ্মাবরণ ঐ, সদস্তবরণ ঐ, হোতুবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, বিরটিবরণ ১ জোড়া, বরণের অঙ্গুরী ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরীতকী ১০, ঘট (পিতলের ঘড়া) ৫, অভাবে মাটির ঘট ৫, শাস্তির ঘট (ঘড়া) ১, পঞ্চ-গুড়ি, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব ১, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, সনীষডাব ৬, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, তিল, আত্মশাখা ৬, রুদ্রপূজার ধুতি ১, অধিকাপূজার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, ঘটাকাছাদন গামছা ৫, শাস্তির শাটী ২, উষ্মীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, উৎসর্গ ঐ ১, যুগাক্ষাদন ঐ ১,

গোপের ধুতি ১, সবৎসা গাভীর লালপেড়ে শাটী ১, গামছা ১, আসনানুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, গব্যস্বত ১, বালি, কাঠ, খোড়কে, কাঁসার রেকাব ১, গোমর, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, আজ্যহালী তাম্রকুণ্ড ১, চক্ৰহালী বগুনা ১, কুলা ১, ধুচনি ১, উদুখল, মূবল ১, বজকাঠ, ধূপকাঠ ১, উপধূপকাঠ ১, দুহু ১০০ সের, চক্ৰ আতপতগুল ১০০ সের, পাতিমোয়ড় ১, স্বর্ণশূন ২, স্বর্ণ-বীরপট্ট ১, রৌপ্যধূব ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংশুক্ৰোড ১, লৌহবলর ৪, লৌহঘটা ১, ত্রিশূল ১, চামর ১, খোস্তা ১, সমাজ ক্ষেমী ১, সর্বৌষধি, কুঙ্কুম, কোশা ১, বগুনা ১ বা মালসা ১, সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ত্রতীদক্ষিণা। বিরাত পাঠের আসন-চৌকি, গীতাপাঠের আসন-চৌকি।

মাসিক-একোদিষ্ট।

আতপতগুল, কলাপাতা বা পেটো, উপকরণ, মিষ্টান্ন, দধি, মধু, স্বত, পাকাকলা ৭, পান, সুপারি, তিল, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ-দীপ, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র বা গামছা ১, আদ্যের ধুতি ১, মৎস্ত ১, কাঁচাকলা, মালসা ১, পেকাটি, দক্ষিণা।

সপ্তাহীকরণ।

আতপতগুল, কলাপাতা ২০ বা পেটো, উপকরণ, তিল, যব, গব্যস্বত, দধি, মধু, মিষ্টান্ন, ধূপ-দীপ, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, কাঁচাকলা, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, সপ্তাহীকরণের বস্ত্র ৫, প্রতপক্ষে বস্ত্র ২, অভাবে বস্ত্র ৩, গামছা ৪, খালা ১, ঘটা ১, পান ২০, সুপারি ২০, মৎস্ত ১, মালসা ১, পেকাটি, বোডশদান, অথবা অন্ন-জল-বস্ত্র, দক্ষিণা।

সাংবৎসরিককোদিষ্ট।

আতপতগুল, কলাপাতা বা পেটো ১০, উপকরণ, মিষ্টান্ন, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ-দীপ, দধি, মধু, স্বত, পাকাকলা ১০, কাঁচাকলা, পান ১০, সুপারি ১০, যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, আদ্যের ধুতি ১, তিল, যব, মালসা, দক্ষিণা।

পার্বণশ্রাদ্ধ।

আতপতগুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণ, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ-দীপ, দধি, মধু, স্বত, মিষ্টান্ন, তিল, যব, হরীতকী, পাকাকলা ১২, পান,

সুপারি, গদাযুক্তিকা, যজ্ঞেবরের গামছা ১, পিতৃপুরুষের গামছা ৬, দেবপক্ষে গামছা ২, যজ্ঞোপবীত ৯, দক্ষিণা ১।

তীর্থযাত্রানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, ঘট ১, বটের ডাল ১, যজীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১, আসনাস্থুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, গোখ্যাদি ঘোড়শমাতৃকার বস্ত্র ১৭, বা কেবল নৈবেদ্য ১৭, আসনাস্থুরী ৩, নৈবেদ্য ৩, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত ৮০, কুল, আশ্রশাখা, তিল, বব, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতগুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, পাকাকলা ১৭, ইক্ষুগুড়, উপকরণ, পান ১৭ গণ্ডা, সুপারি ১৭ গণ্ডা, হরিদ্রা, দক্ষিণা ১।

তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ ।

বস্ত্র ৮, অভাবে গামছা ৮, আতপতগুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, পাকা কলা ১০, তিল, বব, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, কুল, ইক্ষুগুড়, ঘৃত, দধি, মধু, উপকরণ, পান, সুপারি, যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণা ১।

তুর্গোৎসবের ফর্দ ।

(কল্লারস্ত)

সিন্দূর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্ত্র, ঘট ১, কুণ্ডুইাড়ি, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, তীর ৪, একসবা আতপতগুল, সনীষ ডাব ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কল্লারস্তের শাটী ১, চণ্ডীব শাটী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, বিষ্ণুপত্র, তুলসী, ধূপ-দীপ, ধূনা, কপূর, চন্দ্রমালা ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাস্থুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি ১।

(নবপত্রিকার দ্রব্যাদি)

কলাগাছ ১, কচুগাছ ১, হলুদগাছ, জয়ন্তীগাছ ১, বিষ্ণুডাল ১, ডালিম-ডাল ১, অশোকডাল ১, মানকচুগাছ ১, ধাতুগাছ ১, খেত অপরাজিতালতা, রক্তমূল, আলতা, বন্ধন করিবার পেটো, রজ্জু ৮ গাছি, পাঁচকল ১।

প্রতিপদ তিথি হইতে পঞ্চমী বাবৎ প্রত্যেক দিন নিম্নোক্ত কয়টি দ্রব্য দিবে ।
যথা—প্রতিপদে মাখাফলা, ফুলল তৈল, আতর, চিকনি ১, গোলাপজল ;
দ্বিতীয়াতে . মাখা বান্ধিবার পট্টডোর ১ ; তৃতীয়াতে দর্পণ, সিন্দূর, অলঙ্কার ;

চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাণ্ডবাটি, তিলক, অঞ্জন ; পঞ্চমীতে অঙ্করাগ, গটবস্ত্র, বধাশক্তি অলঙ্কার ।

(বোধনদ্রব্যাদি)

সিন্দূর, যুগ্মফল সহিত বেলের ডাল ১, ঘট ১, একসরা আতপতগুল, ঘটা-
চ্ছাদন গামছা ১, সশীষডাব ১, তীরকাঠী ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র,
পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, গামছা ১, কুণ্ডুইাড়ি ১, বোধনের
শাটী ১, বিশ্বরূপপূজার ধূতি ১, আসনানুগ্রী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত,
চিনি, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য
২, কুচানৈবেদ্য ১, ছুরি ১, চন্দ্রমালা ১, আরতিদ্রব্য, খেতসর্বপ, মাষভক্তবলি ।

(অধিবাস ও আমন্ত্রণের দ্রব্যাদি)

দেবীর শাটী ১, বিশ্বরূপের ধূতি ১, আসনানুগ্রী ২, মধুপর্কবাটি ২,
দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পুষ্প, দূর্কা, বিশ্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুচা-
নৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী ১ । আরতিদ্রব্য, দর্পণ ।

(অধিবাসডালা)

মহী (গজায়ুক্তিকা), গন্ধ, শিলা (লুডি), ধাতু, দূর্কা, পুষ্প, ফল (অথও
কদলী,) দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলিনির্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কাল, গোব্বো-
চমা, আমার (আতপতগুল), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রোপা, তাম্র, সিদ্ধার্থ (খেত-
সর্বপ), দর্পণ, আলতা ৪, হরিদ্রা, সূত্র, লৌহ, চামর, দীপ, আরতি ।

(সপ্তমীপূজার দ্রব্য)

(নারায়ণবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) পূজকবরণ ১, তন্ত্রধারক-
বরণ ১, বরণানুগ্রী ২, বরণের আসন ২, বজ্রোপবীত ৪, তিল, হরীতকী, পুষ্প,
দূর্কা, তুলসী, ঘট ১, সশীষ ডাব ২, দুই সরা আতপতগুল, কুণ্ডুইাড়ি ১, ধূপ-
দীপ-ধুনা, তেকাঠা, প্রধানদীপ ১, দর্পণ ১ ।

(মহান্মানের দ্রব্যাদি)

তৈল, হরিদ্রা, কলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষার, পঞ্চামৃত,
শিশিরোদক, ইক্ষুরস, বেস্তাধারমৃত্তিকা গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্তমৃত্তিকা,
চতুষ্পদমৃত্তিকা, রাজধারমৃত্তিকা, গজায়ুক্তিকা, বগ্নীকমৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা,
নদীর উত্তরকূলমৃত্তিকা, পর্বতমৃত্তিকা, তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল, উষ্ণোদক,

নারিকেলোদক, সর্কৌষধি, মহৌষধি, পঞ্চরসমিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্ম-
রেণুদক, হৃৎ, মধু, কপূর, অণুরচন্দন, কুঙ্কম, বৃষ্টিজল, ফলোদক, সরস্বতীজল,
নির্ঝরোদক, সপ্ত সমুদ্রের জল।

পঞ্চগুড়ি, পঞ্চরস, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, সিন্দূর, ঘটাজ্জাদন গামছা ২,
আরতির গামছা ১, খেতসর্ষপ, মাষকলাষ, জবাপুষ্প, কুচানৈবেদ্য ১ দকা,
আসনাসুরী ১৬, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১৬, স্নানীষজল ৪১০ সের, মধুপর্ক,
অঙ্গুরী ১৬, কঁাসার বাটি ১৬, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান
নৈবেদ্য ১, নবপত্রিকার পরিধের শাটী ১, ভূর্গার শাটী ১, লক্ষীর শাটী ২,
সরস্বতীর শাটী ১, চণ্ডীর শাটী ১, নবপত্রিকার পূজার শাটী ২ বা ১,
কার্ত্তিকের ধূতি ১, গণেশের ধূতি ১, শিবের ধূতি ১, বিষ্ণুর ঐ ১, মরুরের
ঐ ১, মৃষিকের ঐ ১, সিংহের ঐ ১, অশুরের ঐ ১, সর্পের ঐ ১, জয়ার
শাটী ১, বিজয়ার ঐ ১, অর্ঘ্য ১০৮ দূর্কা, চন্দ্রমালা, থাল ১, ঘড়া
বা ঘটী ১, শক্তিবিশয়ে অষ্টগন্ধ, লোহা, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দূরচূবড়ি ১,
পুষ্পমালা, রচনাদ্রব্যাদি, ফলফলাদি, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য, আরতি।
জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্রামাঘাস, অপরাজিতা, পদ্ম।

(হোমের দ্রব্যাদি)

বলি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, হোমেব ঘৃত ৪১০ সের, হোমের
বিশপত্র ১০৮, পূর্ণপাত্র ১।

(অষ্টমীপূজা)

(মহান্মানদ্রব্য)

দস্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিশপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বস্ত্র (পূর্বাধিনের
ভ্রাতা), আসনাসুরী, মধুপর্কবাটি ঐ, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, জায়ফল,
লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্রামাঘাস, অপরাজিতা ও পদ্ম। কুচানৈবেদ্য ১, অষ্টগন্ধ,
চন্দ্রমালা, পুষ্পমালা, বিশপত্রমালা, থাল ১, ঘড়া বা ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ১,
নত ১, রচনা, সিন্দূরচূবড়ি ১, নন্দিকেশ্বরমতে - নবঘট, নবপতাকা, ভোগেব
দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, আরতি। হোমদ্রব্য।

?

(সন্ধিপূজা)

পুষ্প, দূর্কা, বিশপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বর্ণাসনাসুরী ১, মধুপর্ক, কাণ্ডবাটি ১,

শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, মাষকলাই, অষ্টগন্ধ, শ্রামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, দধি, চিনি, মধু, ঘৃত, চেলির শাটী ১, প্রধান নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, রচনাড্রব্য, ফলমূলাদি, খাল ১, ঘড়া ১, লোহা ১, নত ১, (পাটী ১, বালিস ১) চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমালা ১, ভোগের ড্রব্যাদি, বলিড্রব্য, হোমড্রব্য, আরতি, কুমারীপূজাড্রব্য, প্রদীপ ১০৮।

(নবমী-পূজা)

(মহান্মানড্রব্য)

দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দুর্কা ১০৮, বিষপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, বস্ত্র (পূর্বদিনের স্ত্রীর), কুমারীপূজার শাটী ১, আসনাজুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, রচনাড্রব্য, শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, মাষকলাই, শ্রামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, নৈবেদ্য ৩৭, কুচানৈবেদ্য ১, খাল ১, ঘটা ১, অষ্টগন্ধ, সিন্দূরচূবড়ি ১, লোহা, শঙ্খ ১, নত ১, চন্দ্রমালা, পুষ্পমালা, বিষপত্রমালা, রচনা, পান, পানের মসলা, ভোগের ড্রব্যাদি, বলিড্রব্য, হোমড্রব্য, আরতি, দক্ষিণা।

(দশমী-পূজা)

সকলের দশোপচারে পূজা, গন্ধ, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষপত্র, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য, দধি, ঘুড়কি, বাজামঙ্গল ড্রব্য, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, আরতি, পিষ্টকপ্রদীপ। পর্য্যুষিত অন্ন।

লক্ষ্মীপূজা।

সিন্দূর, পূজকের বরণ ১, আচার্য্য ৩, বরণাজুরী ২, বরণের আসন ২, বজোপবীত ৬, অধিবাসডালা, তিল, হরীতকী, ঘট ১, একসরা আতপতগুল, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, কুণ্ডুহাড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আরতির গামছা ১, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, সশীষডাব ১, তৌর ৪, আসনাজুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের ধূতি ১, কুবেরের পূজার ধূতি ১, পুষ্প, তুলসী, বিষপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, লোহা, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দূরচূবড়ি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত ১০ পোয়া, হোমের বিষপত্র ২৮, ভোগের ড্রব্যাদি, কপূর, চিপটক,

নারিকেল, পান, পানের মসলা, খাল ১, ঘটী ১, রচনা ১, পুষ্পমালা ১, চন্দ্রমালা ১, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা ।

শ্রামাপূজা ।

সিন্দূর, পূজকের বরণ ১, তন্ত্রধারকের বরণ ১, বরণাঙ্গুরী ২, বজ্রোপবীত ২, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডুইাড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আরতির গামছা ১, মাষকলাই, সশীষডাব ১, তীর ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, জারফল, লবঙ্গ, ককোলচূর্ণ, শ্রামাধাস, পদ্ম, অপরাজিতা, স্নানীয়জল ৮১০ সের, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১, মধুপর্কের সাচ্ছাদন কাঁসার বাটি ৪, শ্রামাপূজার শাটী ১, মহাকালের ধূতি ১, বিষ্ণুপূজার ঐ ১, শিবপূজার ধূতি ১, আসনান্জুরী ৪, দধি, মধু, চিনি, পানিশঙ্খ ২, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, অষ্টগন্ধ, বব, খেতসর্ষপ, দূর্কা, গন্ধ, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, চাঁদমালা ১, পুষ্পমালা ১, বিষ্ণপত্রমালা ১, খাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, নত ১, শঙ্খ ১, বচনাদ্রব্য দফা ১, সিন্দূরচূবড়ি ১, বালি, কাঠ, খোডকে, গব্যস্বত ৮১০ সের, হোমের বিষ্ণপত্র ১০৮, ভোগের দ্রব্যাদি, কপূর, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, ছাগবলি, বা কুম্ভাও-ইক্ষুদণ্ডবলি, আরতি, দক্ষিণা ।

জগদ্ধাত্রীপূজা ।

সিন্দূর, গুরুবরণ ১, পূজকের ঐ ১, তন্ত্রধারকের ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বজ্রোপবীত, বরণডালা, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডুইাড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, আরতির গামছা ১, জারফল, লবঙ্গ, ককোলচূর্ণ, শ্রামাধাস, পদ্ম, অপরাজিতা, স্নানীয়জল, ৮১০ সের, অষ্টগন্ধ, রজতাসন, জগদ্ধাত্রীর তিন পূজার শাটী ৩, বিষ্ণুর ধূতি ১, নারদের ধূতি ১, সিংহের ধূতি ১, শিবের ধূতি ১, আসনান্জুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, নৈবেদ্য ১০, কুচানৈবেদ্য ১, চন্দ্রমালা ৩, পুষ্পমালা ৩, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, বিষ্ণপত্রমালা ৩, পানিশঙ্খ ২, খাগ ৩, ঘটী ৩, লোহা ৩, নত ৩, সিন্দূরচূবড়ি ৩, পট্টবস্ত্র ৩ বা ১, দধি, মধু, চিনি, শঙ্খ ৩ জোড়া, রচনা ৩, ফলমূল, খেতসর্ষপ, বব, ১০৮ দূর্কা

ওদফা, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যস্বত ১০, হোমের বিহপত্র ১০৮, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।
ব্রতস্থলে আসন, জলপাত্র, ডিবে, প্রদীপ, অন্নপাত্র, শয্যা, পাছকা, ছত্র দান
আবশ্যক।

কার্ত্তিকপূজা।

সিন্দূর, পূজকবরণ, আচার্য্যবরণ ১, বরণাসুরী ২, বজ্রোপবীত ১০, তিল, হরীতকী ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, বরণডালা, ঘট, কুণ্ডুইাড়ি ১, এক সরা আতপতগুল, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, সশীষ ডাব ১, তীর ৪, ঘটাস্থাদন গামছা ১, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিহপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, আসনাসুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তীর-ধনু ১, লৌহ-ধড়া ১, কার্ত্তিকের পূজার ধুতি ৪, ময়ূরপূজার ধুতি ৪, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, চাঁদমালা ৪, পুষ্পমালা ৪, থাল ৪, ঘটি ৪, দাধ, মধু, চিনি, খেলনা, ভেটা বা ভাঁড় ১, মাত্র ১, বালিস ১, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যস্বত ১০, হোমের বিহপত্র ২৮, ভোজ্য ৪, ভোগের দ্রব্যাদি, রচনা ৪, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

সরস্বতীপূজা।

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ, তিল ১, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুণ্ডুইাড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাস্থাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষডাব ১, একসরা আতপতগুল, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিহপত্র, ধূপদীপ-ধুনা, আসনাসুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সরস্বতীর শাটী ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমালা ১, বিহপত্রমালা ১, থাল ১, ঘটি ১, শয্যা ১, লোহা ১, নত ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, কুল, চূরা, আবির, অন্ন, নূতন মস্যা-ধার ও লেখনী, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যস্বত ১০, পোরা, পান, পানের মসলা, হোমের বিহপত্র ২৮, কপূর, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

গঙ্গাপূজা।

সিন্দূর, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য ১, ঘট ১, ঘটাস্থাদন গামছা ১, কুণ্ডুইাড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪,

পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, একসরা আতপতগুল, সশীষ, ডাব ১, ধূপ-দীপ, ধূনা, আসনাসুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ১, কুচা-নৈবেদ্য ১, গজাপুজার শাটী ১, চন্দ্রমালা ১, খাল ১, ঘড়া ১, লোহা, নত, শয্য ১, সিন্দূরচূবড়ি ১, পুষ্পমালা ১, ভোগের দ্রব্যাদি, জলপানীয়দ্রব্য, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ১/৬ পোয়া, হোমের বিষ্ণপত্র ২৮, পূর্বপাত্র, বলিদান, আরতি, দক্ষিণা ।

মনসাপূজা ।

স্নানীয়ক (মনসাবৃক্ষ), মনসার শাটী ১, মধুপর্কের বাটি ১, আসনাসুরী, সিন্দূর, ঘট ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, নৈবেদ্য ৩, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, অষ্টনাগের পূজা, নৈবেদ্য ৮, কুচানৈবেদ্য ১, উচ্ছে, হৃৎ, উপকরণ, ভোগের দ্রব্যাদি, দক্ষিণা ।

ব্রহ্মপূজা ।

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ ১, ঘট ১, কুণ্ডলি ১, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, ষেতসর্ষপ, মাষকলায়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, ব্রহ্মপুজার ধূতি ১, সাবিত্রীর শাটী ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, একসরা আতপতগুল, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, সশীষডাব ১, তীর ৪, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণ, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ১/১০, বিষ্ণপত্র ২৮, পূর্বপাত্র ১, দক্ষিণা ।

শীতলা-পূজা ।

সিন্দূর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, তীর ৪, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতগুল, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, ষেতসর্ষপ, মাষকলায়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, শীতলার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ধরের ধূতি ১, খাল ১, ঘটী ১, নত ১, লোহা, শয্য ১, সিন্দূরচূবড়ি ১, রচনা, পুষ্পমালা, চন্দ্রমালা ১, বালি, কাঠ, খোড়কে, ঘৃত ১/১০ পোয়া, বলিদ্রব্য, পূর্বপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা । বাম-দক্ষিণে নারিকেলফল, নৈবেদ্য ২ ।

রক্ষাকালী-পূজা ।

পূজকবরণ, আচার্য্যবরণ, সিন্দূর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন,

পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুণ্ডাইডি ১, তেকাটা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, সশীষডাব ১, এক-
সরা আতপতগুল, তিগ, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ধা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, রক্ষাকালীর শাণী ১, নারায়ণের ধূতি ১, মহাকালের ঐ ১, ঘটচ্ছাদন
গামছা ১, আসনাসুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচা-
নৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা, বিশ্বপত্রমালা, চন্দ্রমালা ১, খাল ১, ঘটী ১, লোহা ১,
শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দূরচূড়ি ১, রচনা ১ দফা, (ফলমূলাদি) ভোগের দ্রব্য,
পান, বলিদ্রব্য, পানের মগলা, বাগি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যদ্বত ১০,
ফল, তাম্বুল, হোমের বিশ্বপত্র ১০৮, দক্ষিণা ।

অন্নপূর্ণা-পূজা ।

গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ ১, পূজকের ঐ ১, তন্ত্রদারকের ঐ ১, বরণাসুরী
৪, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীতী, তিল, হরীতকী, সিন্দূর, ঘট ১,
কুণ্ডাইডি ১, তেকাটা ১, ঘটচ্ছাদন-গামছা ১, সশীষডাব ১, একসরা
আতপতগুল, আগতা, দর্পণ, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন,
পঞ্চগব্য, পুষ্প, দূর্ধা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, তীর ৪, বরণডালা,
অন্নপূর্ণার শাণী ১, শিবের ধূতি ১, বিষ্ণুর ধূতি ১, নন্দীর ঐ ১, ভৃগুর
ঐ ১, আসনাসুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৫,
কুচানৈবেদ্য ১, শয্যা ১, পাণী ১, বাগিস ১, লোহা, নত ১, শঙ্খ ১,
খাল, ঘটী ১, সিন্দূরচূড়ি ১, পুষ্পমালা, বিশ্বপত্রমালা, চন্দ্রমালা ১,
রচনা ১, চেলির শাণী ১, ঝুলির গামছা ১, কাংশ্চখাল ১, পিতলের হাঁড়ি ১,
বেড়ি ১, খুস্তি ১, বাগি, কাঠ, খোড়কে, গোমর, হোমের গব্যদ্বত ১০, চকর
দ্রব্য, হোমের বিশ্বপত্র ২১, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি, দক্ষিণা ।

ঘণ্টাকর্ণ-পূজা ।

পুরাতন মূড়ি ভাঙ্গিবার হাঁড়ি ১, সিন্দূর, ঘেঁটুপুষ্প বা খেতপুষ্প, দূর্ধা,
নৈবেদ্য ১, ধূপ-দীপ, গোমর, কড়ি, কোস্তা, হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জিতবস্ত্র ১, ভাঙ্গিবার
ঘটি ১ ।

নূতন খাতাপূজা ।

নূতনখাতা, সিন্দূর, মিকি, মোহর করিবার টাকা ১, পুরোহিতবরণ ১,
পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট ১, ঘটচ্ছাদন গামছা
১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতগুল, নৈবেদ্য ২, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটি
২, দধি, মধু, চিনি, লক্ষ্মীপূজার শাণী ১, নারায়ণপূজার ধূতি ১, চন্দ্রমালা ১,

পুষ্পমালা ২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, বেতচন্দন, ফল-
মূলানি উপকরণ, মিষ্টান্ন, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যস্বত ১০ পোয়া,
পূর্ণপাত্র ১, কলা ১, পান ১, আরতি, দক্ষিণা ।

গন্ধেশ্বরীপূজা ।

প্রতিমা, পুরোহিতবরণ ১, আচার্য্যবরণ, সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চ-
শস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট, কুণ্ডলী ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, অধিবাসডালা,
তীর ৪, সনীষডাব ১, একসরা আতপততুল, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা,
তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, আসনাস্থরী ২, মধু-
পর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ১, বিষ্ণুপত্র-
মালা, গন্ধেশ্বরী শাটী ১, শিবের ধূতি ১, পুষ্পমালা ১, চাঁদমালা ১, উপকরণ,
মিষ্টান্ন, রচনা ১, খাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দূরচূবড়ি ১,
তোমের দ্রব্যাদি, বালি, কাঠ, খোড়কে, স্বত ১০ পোয়া, হোমের বিষ্ণুপত্র
২৮, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা ।

বিশ্বকর্মাপূজা ।

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ ১, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন,
পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব ১, ঘট ৪, কুণ্ডলী ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘট-
চ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সনীষডাব ১, একসরা আতপততুল, পুষ্প, দুর্কা,
তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বিশ্বকর্মার ধূতি ১, আসনাস্থরী ১, মধুপর্কবাটি
১, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমালা ১,
খাল ১, ঘটী ১, পান, পানের মসলা, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যস্বত ১০
পোয়া, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা, শিল্প-অস্ত্র ।

গণেশপূজা ।

সিন্দূর, ঘট ১, সনীষডাব ১, একসরা আতপততুল, ঘটচ্ছাদন গামছা ১,
পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ,
ধূনা, আসনাস্থরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, গণেশের ধূতি ১,
নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণ, আরতি, দক্ষিণা ।

স্বর্ঘ্যার্থ্য ।

তিল, হরীতকী ১২, রক্তচন্দন, জবাপুষ্প ১২, ধূপ-দীপ, ধূনা, কাঠালিকলা
১২, সুপারি ১২, বড় এলাচ ১২, কুণ, কপূর, কুহুম, বব, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী,

স্বর্ষোর রক্তবর্ণ ধূতি ২, আসনাসুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, দধি, মধু, চিনি, গব্যদুগ্ধ ১০ পোরা, নৈবেদ্য ১, জায়ফল, আরতি, দক্ষিণা।

বাসন্তীপূজা।

কলারস ও বোধন তির দুর্গোৎসবের স্মার।

রটন্তীপূজা।

শ্রামাপূজাবৎ।

কলহারিণী পূজা শ্রামাপূজাবৎ, বিশেষ সাময়িক সমস্ত ফলমূল।

ইতুপূজা।

সিন্দূর, মালসা বা সরি ১, ধানগাছ ১, হনুদগাছ ১, কচুগাছ ১, মানগাছ ১, ছোট ঘট ১, পঞ্চমস্য, সর্ষপ, শুষ্কী, কোলমিলতা, পুষ্প, দুর্কা, বিবপত্র, তুলসী, তিল, হরীতকা, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, ভোগদ্রব্য।

রাসযাত্রা।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, কল্লবৃক্ষ ১, রাসমঞ্চ, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিবপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বরণডালা, শ্বেতসর্ষপ, সব, জায়ফল, লবঙ্গ, কঙ্কোল, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১৮, কুচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণের ধূতি ১, রাধিকার শাটী ১, অষ্ট সখীর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজাদ্রব্য, পুষ্পমালা ২, থাল ১ ঘটি ১, ভোগের দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যদুগ্ধ ১০, সন্নিধ করবীপুষ্প ১০৮, পূর্বপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

রথযাত্রা।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিবপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বরণডালা ১, বিষ্ণুর ধূতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার বস্ত্র ৩, আসনাসুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৩, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ভোগের দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, থাল ১, ঘটি ১, পুষ্পমালা ২, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যদুগ্ধ ১০, করবীপুষ্প ১০৮, পূর্বপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

দোলযাত্রা।

বহু্যৎসব (টাচর)

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিবপত্র,

ধূপ-দীপ, ধূনা, কৃষ্ণপূজার ধূতি ১, রাধিকার শাটী ১, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্পমালা ২, ভোগের দ্রব্যাদি, জলপানীয় দ্রব্য, পান, পানের মসলা, বালি, কাঠ, খোড়কে, হোমের গব্যস্তুত ১/১০, সমিধ (সামবেদীর বিংশতি কাঠিকা) করবীরপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ২, মেঢ়াসুর ১, আদীর, বরণডালা, দক্ষিণা।

দেবদোল।

পঞ্চগুড়ি, বরণবস্ত্র ১ জোড়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার ধূতি ও শাটী ২, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, আবীর, আরতি, থালা ১, ঘটি ১, ঐক্লপ রাজদোল ও নরদোলে প্রয়োজনীয়।

অভিষেক।

পঞ্চগব্য, বন্যকম্বুজিকা, পঞ্চকষায়, ডাবের জল, সহস্রধারা, ইন্দুরস, শিশিরোদক, পুষ্পোদক, নিষারোদক, সাগরোদক, সর্কৌষধি, মহৌষধি, স্তম্ভকি তৈল, বিষ্ণুতৈল, কুঙ্কম, তিলতৈল, অশুক্রচন্দন, কপূর, উষোদক, নৈবেদ্য ২, গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা। শীতল অন্নাদি, আরতি, দক্ষিণা।

স্নানষাড়া।

পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা) পূজার ধূতি ১, শাটী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, অষ্টকলস, সহস্রধারা সর্কৌষধি, আসনাজুরী ২ দফা, মধুপর্কবাটি ২, ধূপ, দীপ, ধূনা, গামছা ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, জলপানি দ্রব্য ২।

ঝুলনষাড়া।

পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, পুষ্পমালা, আসনাজুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণপূজার ধূতি ১, রাধিকাপূজার শাটী ১, বরণডালা ১, থাল ১, ঘটি ১, জলপানীয় দ্রব্য, পান, পানের মসলা, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যস্তুত ১/১০ পোয়া, করবীপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা, অভিষেক-দ্রব্য পূর্ববৎ।

সুবচনোপূজা।

ঘট ১, সিন্দূর, তৈল, হরিদ্রা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ,

আসনাস্থরী ১, মধুপর্কবাটি ১, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, গব্যদুগ্ধ, পুজার শাণী ১, পান, সুপারি, অঙ্কিত হংস ও খোঁড়াহংস, ছদ্ম ১০ পোয়া, দক্ষিণা, এরোনিগকে দিবার জন্ত জলপানীয়দ্রব্য (খই, মুড়কি, আটভাজা) ।

অন্নতিথিপূজা ।

সিন্দূর, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, ষষ্ঠীর শাণী ১, বিষ্ণুপূজা ও লক্ষ্মীপূজার দ্রব্য, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১, আসনাস্থরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, চিনি, শুড়, তিলবাটা, ছদ্ম, জীবিতমৎস্য, (বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যদুগ্ধ ১০ সের, পূর্ণপাত্র), দক্ষিণা ।

স্মৃতিকামষ্টীপূজা ।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, আশ্রপাখা ১, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, আসনাস্থরী, ২ মধুপর্কবাটি, ২, দধি, মধু চিনি, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য, ষষ্ঠীর শাণী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১, মহানদণ্ড ১, তীর ৪, পিটুলি অঙ্কিত হাঁড়ি ১, পিটুলির পুস্তনিকা ২, খেতসর্ষপ, মাষকলায়, বটের পাতা ৭, পাখা ১, গামছা, কাঁচা হলুদ ১, স্নাতপ্রদীপ ১, ঐতিমড়া কল ২, লোহা ২, ঘুনসি ১, তালপত্র ১, বকুলপত্রের দ্বারা হোম ২৮, স্নাত ৮০ পোয়া, পেরঁকাটি, পান, সুপারি, গোমুণ্ডের পূজা, ছাগ, খড্গ, ব্রাহ্মণগণের পদধূলি, মিষ্টান্ন, দক্ষিণা । হরির ষোড়শ নাম ।

ষষ্ঠীপূজা ।

সিন্দূর, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পঞ্চশস্ত্র, আশ্রপত্র, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, আসনাস্থরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, স্নাত, পুজার ধূতি ১, শাণী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তৈল, হবিদ্রা, ছদ্ম, ছোট চুপড়ি ২১, খৈ, মুড়কি ইত্যাদি, পান, সুপারি, সন্দেশ, দক্ষিণা, পরিধেয় শাণী ১ ।

সত্যনারায়ণপূজা ।

সিন্দূর, ঘট ১, পিঁড়ে ১, পাতন বস্ত্র ১, তীর ৪, পান ২৫, সুপারি ২৫, কলা ৩২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্কা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পুজার বস্ত্র ১, আসনাস্থরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু,

চিনি, কাঁচাসিঁরি, ময়দা বা শালিচূর্ণ ১১০ পোয়া, শুভ বা চিনি ৩, ছক ৩, সন্দেশ ৩, বাতাসা ৩, পাকাসিঁরি, পুষ্পমালা ৫, পতাকা ৫, ফুলের তোড়া ৫, ছুরি, আরতি, দক্ষিণা ।

দীক্ষাগ্রহণ ।

শুক্লবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ১, বরণেব আসন ১, সিন্দূর, ঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, ডাব ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, পূজার ধূতি ও শাটী ২, পুষ্পমালা, পান, সুপারি, খাল ১, বড়া ১, জলপানীয় দ্রব্য, ভোগের দ্রব্য, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, খাডকে, গব্যদ্ব্যত ১১০ সের, বিশ্বপত্র ১০৮ বা অল্প সমিধ ১০৮, পূর্ণকুন্ত ১, আত্মশাখা, মন্ত্রগ্রহণের ধূতি, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, শুক্লদক্ষিণা ।

পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন ।

পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, হরিপূজার ধূতি ১, মধুস্নানপূজার ধূতি ১, শিবের ধূতি ১, দুর্গার শাটী ১, চণ্ডীর ৩, কলা ১২, পান, ছক, গোময়ভস্ম, কদ্রাক্ষমালা, জপ করিবার মটরকলায় বা জালি হরীতকী, উপকরণ, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, সমিধ, গব্যদ্ব্যত, খড়কে, কুশ, পূর্ণপাত্র, পান, কলা, দক্ষিণা ।

প্রারম্ভিক ।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, আতপতগুল, উপকরণ, কলাপাতা, গদ্যাজল, গদ্যমুক্তিকা, গামছা, উৎসর্গের কড়ি বা তাহার মূল্য, পার্শ্বপ্রাঙ্গণদ্রব্য, গোগ্রাসের দুর্ধ্বা, ও কলা ৩, ১০ ব্রাহ্মণভোজন, দক্ষিণা ।

গৃহারম্ভ ।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ধ্বা, তুলসী, বিশ্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ছক, ঘট, আত্মশাখা, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, বিষ্ণুপূজার ধূতি ১, বিশ্বকর্মাপূজার ৩, বাস্তুপূজার ৩, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি, সিন্দূর ৩, অখণ্ড স্নানকণ ইষ্টক ১, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য, দক্ষিণা ।

গৃহপ্রবেশ বা বাস্তুবাগ ।

বুদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, ব্রহ্মাবরণ বস্ত্র ১ জোড়, হোতাবরণ, ৩, আচার্য্যাবরণ ৩, সদস্যবরণ ৩, বরণাসন ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চপল্লব,

সশীষডাব ৬, ঘট ৫, শান্তিকুন্ত ১, সিন্দূর, উকীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, ঘটাছাদনের গামছা ৫, শান্তি ধুতি ২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৫, কুচাটনৈবেদ্য ৮০ খানা, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, ব্রহ্মপূজার ঐ ১, বাসুদেবপূজার ঐ ১, বাস্তুপূজার ঐ, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, আসনাসুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি ১, মধু, চিনি, দুগ্ধ, কুলা ১, ধুচানি ১, শ্বেতধান্ত, জীবিত মৎস্ত, সবৎসা গো ১, যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান, গৃহমধ্যে স্বর্ণ রোপ্য ও তাম্র-রক্ষা, গব্যস্বত ১৪, কাঁসার রেকাব ১, আজ্যস্থালী,— বড় গামলা ১, চক্রস্থালী (বোকনো), দুগ্ধ, বালি, কাঠ, আকন্দ, পলাশ, খদির, আপাং, অশ্বখ, শাঁই, দুর্কাসমিধ প্রত্যেকটি ৮, উড়ুস্বর সমিধ ৭৫০, বদনা ১, বিশ্বফল ৫, রক্তসূত্র, পতাকা, পুষ্পমালা, বালি, কাঠ, খোড়কে, পূর্ণপাত্র, ইষ্টক, দক্ষিণা ।

ব্রত উদ্‌ঘাপন ।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ধুতি বস্ত্র ১, শাটী বস্ত্র ১, মধুপর্কের বাটি ২, আসনাসুরীর ২ দফা, নৈবেদ্য ২, ভোজ্য ১, গামছা ১, দধি, মধু, চিনি, গব্যস্বত ১০, বালি, কাঠ, সমিধ, পূর্ণপাত্র, খড়কে, আজ্যস্থালী, দক্ষিণা ।

সোপান প্রতিষ্ঠা ।

কূপোৎসর্গ৭৭ । বিশেষ নাগাদি নাই ।

আরাম উৎসর্গ ।

নান্দীমুখদ্রব্য, বেদী, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব ৬ দফা, পঞ্চশস্ত্র, সিন্দূর, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, ব্রহ্মাবরণ বস্ত্র ১ জোড়, হোতবরণ ঐ, আচার্য্যাবরণ ঐ, গুরুবরণ ঐ, সদস্তবরণ ঐ, বরণাসন ৫, বরণাসুরীর ৫, ঘটা ৫, শান্তিকুন্ত ১, শান্তিশাটী ২, ঘটাছাদন গামছা ৫, উকীষ ১, চন্দ্রাতপ ১, পঞ্চগব্য, ধুতি ২, শাটী ২, মধুপর্কবাটি ৪, আসনাসুরীর ৪ দফা, রক্তসোমপ্রতিমা, স্বর্ণ-রোহিণীপ্রতিমা, বালি, কাঠ, খড়কে, নৈবেদ্য ১৫, কুচাটনৈবেদ্য ১ দফা, চক্রস্থালী ১, আজ্যস্থালী গামলা ১, গব্যস্বত ১১, দুগ্ধ ১০, কুলা ১, ধুচনি ১, পুষ্প, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, ধূপ, দীপ, পূর্ণপাত্র, সিন্দূর, স্বর্ণশলাকা, স্বর্ণফল, রক্তফল, আছাদনবস্ত্র স্বজদণ্ড ৩ পতাকা ১, সুবর্ণ-সূচী, দধি, মধু, তিল.

হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, বিষপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, তাম্রটী, তাম্রঘটী, কমণ্ডলু, আচ্ছাদনবস্ত্র ১ ত্রিদিগ্গণা, মূল দক্ষিণা ।

অন্নমেকদান ।

অন্যান তিন শত দ্রোণ (৩২ সেরে ১ দ্রোণ) পরিমিত ধান, সূৰ্য্য-বৃক্ষ ৩, পূৰ্ব্বভাগে মুক্তা ও হীরকনির্মিত পৰ্ব্বত, দক্ষিণে গোমেদ ও পুষ্প-রাগমণিনির্মিত, পশ্চিমে মরকত ও নীলা প্রস্তররচিত, উত্তরে বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগমণিনির্মিত গিরি । চন্দনকাষ্ঠ, প্রবাল, শুভ্রি (ঝিহুক), সূৰ্য্যনির্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূৰ্য্যমূৰ্ত্তি, ইক্ষুদণ্ডনির্মিত কুন্তল, স্বতপ্রভাবণ, সূৰ্য্য-নির্মিত মদনমূৰ্ত্তি, সূৰ্য্য-ধব, রজতবৃক্ষ, দুগ্ধসাগর, গোধূমপৰ্ব্বত, তিলাচল, সূৰ্য্যপিন্ধলবৃক্ষ, সূৰ্য্য-হংস, বস্ত্রনির্মিত মেঘ ৪ দক্ষা, দধিসাগর, সূৰ্য্য কুবের-মূৰ্ত্তি ; মাষকলায়পৰ্ব্বত, সূৰ্য্যবটবৃক্ষ, সূৰ্য্যকামধেনু, মধু-সবোবর ।

নান্দীমুখদ্রব্য, কুশাণ্ডি দ্রব্য, তুলাপুরুষদানবৎ চতুর্ভুজী ব্রাহ্মণবরণ বস্ত্রাদি, মণ্ডপ, বেদী । পূজাদ্রব্য তুলাপুরুষদানবৎ, ধ্বজপতাকা ৪, ঐ বস্ত্র ৪, আচ্ছাদনবস্ত্র ৫, পঞ্চশস্ত্র, পঞ্চরত্ন, শাস্তিকুস্তাদি অন্তান্তদ্রব্য তুলাপুরুষদানে দ্রষ্টব্য, বিশেষ ইহাতে তুলাদণ্ডাদি নাই ।

অদ্ভুতশাস্তি ।

পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্ত্র, তিল, হরীতকী, শাস্তিকুস্ত ১, ঐ বস্ত্র ২, বিষ্ণুর ধূতি ১, কজ্জের ধূতি ১, মৃদুয়র ধূতি ১, বিশ্বদেবের ধূতি ১, নবগ্রহের ধূতি ৯ বা ১, আসনাসুরী ১৩ বা ৫, মধুপৰ্কবাটি ১৩ বা ৫, দধি, মধু, গব্যদুগ্ধ ১০, সর্ষপ, বালি, কাষ্ঠ, খড়কে, গব্যদুগ্ধ ১০, কুলা, ধূচুনি, চক্ৰাঙ্গী (বোণনা) ১, পুষ্প, বিষপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ১৩, পূৰ্বপাত্র ১, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, দক্ষিণা ।

মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা ।

৮০ তোলা গজামৃত্তিকা, সিন্ধি, কাঁচাদুগ্ধ, কাঁস্তুরেকাব ১, পূজার ধূতি ১, মধুপৰ্কের কাঁসার বাটি ১, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১, অঙ্গুরী ১, পুষ্প, বিষপত্র ১০০৮, ধূপ-দীপ, ধূনা, দধি, মধু, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, বালি, কাষ্ঠ, গব্যদুগ্ধ ১০, গুলঞ্চ, (৪ অঙ্গুলপরিমিত) ১০০৮, খড়কে, দক্ষিণা ।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
অমুকগোত্রায়াঃ	অমুকগোত্রায়া	১।৪
প্রজাপতিঋষি	প্রজাপতিঋষি	১২।১৪
জনানন্দিনার	বিষ্ণবে	১৪।১৩
নবো	ন বো	১৫।২৯
ষবি	ববি	১৫।৩১
পরিদদাতু	পরিদদতু	১৬।১১
পুষ	পুষ	১৬।২০
ষিপদেশঃ	ষিপদে	১৯।৩
জীবসে	জীব মে	১৯।১২
ব্রহ্মচারিপ্রবেশে	ব্রহ্মচারিপ্রবেশে	২৭।১
ত্রিষ্টুপ্ছন্দো	শক্ৰরাজ্ছন্দো	২৭।২২
অধীহি তোঃ...ইহার পূর্বে “প্রজাপতিঋষিরাচার্য্যো দেবতা! আচার্য্য্য- মন্ত্রণে বিনিয়োগঃ শু” ইহা পাঠ্য।		২৭।২৬
বিয়ো	ধিয়ো	২৮।৩
‘মহাব্যাহতিহোম’...ইহার পূর্বে ‘তেজো নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া’ ইহা বসিবে।		৩২।২
তৎপরে আচার্য্য...ইহার পবে ‘মাণবককে নিজের দক্ষিণে বসাইয়া’ ইহা হইবে।		৩২ ২
শুভলগ্নে ধোত...ইহার পর “বা ক্ষোম” ইহা বসিবে।		৩৪।১১
অমুষ্টপ্ছন্দঃ	পঙক্তিশ্ছন্দঃ	৩৫.১২ শু ১৬
‘সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি’ ইহার পর ‘মন্ত্রপাঠ ৩’ ইহা বসিবে		৩৭।১৫
শক্ৰী	শক্ৰী	৩৮।২৮
অশ্বাক্রমণে	অশ্বাক্রামণে	৪৫।১।২১
দেবোহর্য্যমা	দেবো অর্য্যমা	৪৫।২৯
পাদাক্রমণে	পাদাক্রামণে	৪৭।৬
বাহুদেবতা	রামদ্ব্যমাণো বাহুদেবতা	৫৩।১৯

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
শ্চন্দ্রো	রামদ্যমাণশ্চন্দ্রো	৫৩২০
সূর্য্যো দেবতা	আমদ্যমাণঃ সূর্য্যো	৫৩২১
জগ্রভতম্	জগ্রভত	৫৯১৩
বটাস্কর	ইহার পর 'কুশমূল' হইবে	৫৯২৫
গর্ভের	প্রথম গর্ভের	৬০১১
ভিলদুগ্ধ	ভিলমুদগ	৬০১৮
প্রজাপত্রে যা জুষ্টং প্রোক্ষামি ইহার পর "অগ্নয়ে দ্বিষ্টকৃতে যা জুষ্টং গৃহ্নামি ইত্যাদি" বসিবে।		৬০২১
“ওঁ প্রাণ, ওঁ ব্যান, ওঁ অপান, ওঁ উদান, ওঁ সমান” স্থলে “ওঁ প্রাণঃ, ওঁ ব্যানঃ, ওঁ অপানঃ, ওঁ উদানঃ, ওঁ সমানঃ” হইবে।		৬৩২৪
“সত্যনামাগ্নির আবাহন ও পূজাস্তে—আধারাজ্যভাগ হোম” স্থলে আধারাজ্যভাগ হোমাস্তে সত্যনামাগ্নির আবাহন ও পূজা” হইবে		৬৮২৬
‘অগ্নির পশ্চিমে’ ইহার পর ‘গুরুর দক্ষিণে’ ইহা বসিবে।		৭১২৩
‘মাণবক পড়িলে’ ইহার পর ‘কটিদেশে’ ইহা হইবে		৭২১৪
‘ভূমন্ত শরদঃ শতাং মন্তে’ ইহার পর ‘জলাঞ্জলি দান করিমা’ ইহা বসিবে।		৭২২৬
মাণবকের দক্ষিণহস্ত	অগুষ্ঠমহ দক্ষিণ হস্ত	৭৩১
নিজভাগস্থ	নিজ উত্তরভাগস্থ	৭৯১
গ্রহ জলগণ্ডুষ	জলগণ্ডুষ গ্রহণ	৭৯১
প্রোক্ষ্যতে	প্রোক্ষ্যতে	৭৯২৫
বথাজানতঃ	বথাজানতঃ	৮২১৩
অরিষ্টান্মাকং	অরিষ্টে অন্মাকং	৮৩৭
মৈরয়্যৎ বান	মৈরয়্যৎ বান	৮৭৭
ইদং প্রজাপত্রে অগ্নানিভার	ইদং প্রজাপত্রে	৯০২
বিষ্ণুঃ	বিষ্ণুঃ	৯১৫
ইহ মাষক্মিন্	ইহ তে মাষক্মিন্	৯১৯
বিষ্ণুর্বা	বিষ্ণুর্বা	৯৩১৩
স্বচা	স্বচা	৯৫২৪
গায়ত্র্যক্ষিপ্	গায়ত্র্যক্ষিপ্	১০২১০

অক্ষর	শব্দ	পত্রাঙ্ক
রাপো দেবতা:	অগ্নিদেবতা	১০৩।১৮
'দেবাঃ স্বাহা' ইহার পর 'অগ্নয় ইদং নমম,' ও 'আপূণস্ব যুতেন স্বাহা' ইহার পর 'অগ্নয় ইদং নমম' বসিবে।		১০৩।২১
উদীর্ঘাতি:	উদীর্ঘাতি:	১০৮।৫
জীববৎসা	জীববৎস	১০৯।১২
বিশতাঙ্গিমাং	বিশতাঙ্গিমাং	১১১।২৬
সৌমস্তুকুহনে	সৌমস্তুবাহনে	১১৩।৬
রবরাদ	রবাদ	১১৫।১৮
বিশ্বতোমুখা	বিশ্বতোমুখা	১১৬।৯
ঋষ্টজামাত	ঋষ্টজামাত	১১৭।১১
ততস্তত্র পাঠে পঠে	ততস্তত্র পঠে	১১৯।১৪
প্রোতা অগ্নতা	প্রোতাক্ষয়তা	১১৯।৯
আঃ প্রমোষী:	আয়ুঃ প্রমোষী:	১২০।২৭
তেন তে ব্রহ্মাণো	তেন ব্রহ্মাণো	১২৪।১৭
ত্রিষ্টপুচ্ছন্দ	ত্রিষ্টপুচ্ছন্দ:	১২৮।৩
অধীহি তো সাবিজীঃ	অধীহি তোঃ সাবিজীঃ	১২৯।১০
সমস্ত	সমস্ত	১৩০।১৯
মখিনোভতাং	মখিনোভা	১৩৬।২
বিশ্বস্বাদিত্র	বিশ্বস্বাদিত্র	১৩৭।৬
বিশ্বামিত্রঋষি	বিশ্বামিত্রঋষি	১৩৯।১৪
দেবয়ন্ত:	বেদয়ন্ত:	১৪২।১৫
বিষ্ণুঃ	সিদ্ধুঃ	১৪২।১৯
অর্যামাদেবঃ সবিতা	অর্যামাসবিতা	১৪৩।১২
তপ্তা বৈতরণী	তপ্তবৈতরণী	১৫৪।২৫
অবনেনিক	অবনেনিক	১৫৯।২৮
বাক্ত্র সবিতা	বাক্ত্র সনিতা	১৭৭।৬
অহস্ত্রাগ্নিমাক্তে	অহস্ত্রাগ্নিমাক্তে	১৮০।৭
মহানাং	মহতাং	১৮৫।৩
বৎসভরী সহিত	বৎসভরীচতুষ্টয় সহিত	১৮৫।

অতঃ	ততঃ	পত্রাঙ্ক
বিমুক্ত্য	বিমুক্তিপূর্বক	১৮৫।২০
কস্তা	কস্তা	১৮৬।১২
সর্বমঙ্গল্যম্	সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যম্	১৯২।৬
অস্তরীক্ষা	অস্তরিক্ষা	১৯২।২৮
স্বতন্তিলতুলসী	তিলতুলসী	২০০।১৮
তৎপরে ও নমস্তে	তৎপরে নীবীমোক্ষণ করিয়া ও নমস্তে	২০৭।৮
প্রাক্করক্ষাং	প্রাক্কে রক্ষাং	২০৮।১৯
বা দিব্যা মন্ত্রে মাটিতে রাখিয়া,		
	বা দিব্যা মন্ত্রে অভিমন্ত্রণান্তে মাটিতে রাখিয়া	২১০।
পুরুষবো	পুরুষবো	২২০।
তাম্র	রৌপ্য	২২০।৩০
অমৌষদন্তঃ	অমৌষদন্ত	২২৫।২৪
বিশ্বদেবাঃ	বিশ্ববেদাঃ	২২৮।২৬
এই মন্ত্রে অর্পণ	এই মন্ত্রে কৰ্মকল অর্পণ	২২৯।৯
মাংস দ্বারা	মাংস অথবা পায়স দ্বারা	২৩৫।১৬
অজ্ঞাতমৃতদাহ	অজ্ঞাতমৃতদাহ	২৩৬।২৫
অশৌচান্তদিনে	অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে	২৩৮।১
“প্রাক্কে অধিকার নাই”...ইহার পর “কেহ কেহ বলেন, বস্তুতঃ শাস্ত্রে কোনও নিষেধ নাই” বসিবে।		২৩৮।১৮
ও মন্ত্র পড়িয়া মধু	ও মধু মন্ত্র পড়িয়া	২৪১।২৯
“ও অমুকদেবশৰ্মন” ইহার পূর্বে	“ও অমুকগোত্র পিতঃ” হইবে	২৪৩।১৫
“দাক্ষিণ্যন্ত ।”—ইহার পূর্বে	“ও পিতৃঃ সম্পন্নঃ (ও সূসম্পন্নঃ প্রত্যাশ্রয়) প্রদান করিয়া ‘ও পিতৃঃ প্রদানঃ প্রচ্ছ’ মন্ত্রে গয়াভিমুখে পিতৃচালনা করিবে।”	
ইহা বসিবে।		২৪৪।১
দীপ ও দর্পণ	দীপ, দর্পণ ও প্রদীপপাত্র	২৪৯।৬
অর্ঘ্যরং	অর্ঘ্যরং,	২৫০।১৮
দধিঘরে দেবা	দধিঘরে	২৫০।১৮
হব্যুহিবে	হব্যুহিবে	২৫৭।৬
ইদমন্নং	ইদমন্নান্নং	”

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
হৃদান্তো হুবহুৎ,	হুবদান্তোহুৎ	২৭০।১
“রজতদানে বিশেষ মন্ত্র নাই” এই স্থানে “রজতদানে বিশেষ মন্ত্র যথা—		
‘ও অমুরেষু সমুদ্ভূতং রজতং পিতৃবল্লভম্।		
তস্মাদশু প্রদানেন ক্রদঃ সম্প্রীয়তাঃ মম ॥” বসিবে		২৭৭।৫
প্রতিগ্রহীতা	হইবে না	২৭৬।২৬
অস্তিস্থ	সঙ্কল্পস্থ	২৭৮।১১
হ্যক্ষে।	ধুক্ষে।	২৮০।২২
রপকামঃ কণোতি	রবকামঃ কণোতু	২৮০।২৫
বিরিঞ্চয়মসে	বিরিঞ্চিং জিহ্মবসে	২৮২।১৩
“অতঃপর হোতা”...ইহার পরে “অক্ষার পূজা করিয়া” হইবে		২৮৩।২৭
মমুঠে	মমুষ্ঠাঃ	২৮৭।২০
সাক্ষরে চ	শকবে চ	} ২২১।২৭।২২
মরোত্তবার চ	মারোত্তবার চ	
বদ্যুদেন	বদাবয়ন	২২৬।১৩
ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে	দক্ষিণপার্শ্বে	৩০১।১৪
অস্তি ও ঋদ্ধি	ঋদ্ধি ও অস্তি	৩৩৮।২
কোশার	কোশার }	} ৩৫২।২২
বথ	ব্রথ	
পূর্বমুখে	উত্তরমুখে	৩৪১।২২
“অমুকগোত্রে মাতঃ” “অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ”		
বিষ্ণুস্মরণ করিয়া ইহার পর		৩৪৬।২৭
“ও বসন্তায় নমস্তত্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু নমস্কারান্তে” হইবে		
জিগমিষ	জিগমিষতি	৩৫৪।১০
রজতপ্রতিমা	রজতপৃথিবী	৩৬৩।২২
“ইমা কদ্রায়” ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রদহোমে মন্ত্রান্তে সর্ষজ স্বাহা হইবে		
চতুষ্টিয় সোপকরণ সহিত	চতুষ্টিয় সহিত সোপকরণ	৩৭৭।২২
অর্পরষ ভেষজৈতিভির্ভুক্তমং	অর্পরষ ভেষজৈতিভির্ভুক্তমং	৩৮০।২
সর্ষা গাত্রেভ্যঃ	সর্ষগাত্রেভ্যঃ	৩২৪।২০
পরে হি পিতঃ	পরে হি নঃ পিতঃ	৪০৮।৫

অত্ৰ	তত্ৰ	পত্রাঙ্ক
দক্ষিণ প্রবণ	দক্ষিণ গ্ৰবণ	৪১০।৪
অয়োপরি হতশেষ	অয়োপরি বারত্ৰয় হতশেষ	৪১৮।৪
বস্ত্র প্রাক্	যেষাং প্রাক্	৪২০।১৪
পিণ্ডান্যপি	পিণ্ডানপি	৪২০।১৫
মমা জাতা	ময়া জাতা	৪২৪।১২
বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক পরে	বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক	৪২৭।২১
ইবং যে	ইবং মে যে	৪২৮।২১
এতে বো দীপৌ	এতৌ বো দীপৌ	৪২৯।১৩
পূর্বেণিভিঃ	পূর্কিণেভিঃ	৪৩০।৪
“অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা” স্থলে “সোমায় পিতৃমতে স্বাহা অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা” এইরূপ ক্রম হইবে।		
বারত্ৰয়	বারত্ৰয়	৪৩১।২
সগ্রব	গ্রসব	৪৩৪।২২
তপ্তিমারাত্ত	তপ্তিমারাতু	৪৫৬।২৭
ষজুর্কেদিগণ	ষজুর্কেদি ভিন্ন ব্রাহ্মণ	৪৬৯।৩১
দেয়ে	দেয়ে।	৪৭১।১৭
তদর্শনাং	তদর্শনাং	৫১৬।৫
পত্রাক “৪১৬” স্থলে	“৫১৬” হইবে।	
শিরঃ	শিরঃ	৫৩১।২০
ভুক্তা	ভুক্তা	৫৫৭।৩
কবি	করি	৫৫৫।১২
রাজোদোষ	রাজোদোষ	৫৫৫।৩০
দিগ্বন্ধন	দিগ্বন্ধন	৫৬১।১৪
বিশ্বেদেব	বিশ্বেদেব	৫৬১।১৬
“তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তরগৃহপ্রবেশনিমিত্তকং” ইহার পর “আত্ম্যদগ্নিকপ্রাক্ পাঠ্য হইবে		
অমৃগজীত	অমৃগনীত পুরুষ	৫৬৭।১৪
সামান্ত কুশণিকার (২য় খণ্ড ১ম প্রবাহ) স্থলে		
“(সামবেদিত্ত্বোৎসর্গে)” হইবে		
		৫৭৫।২৭

অসুদ	সুদ	পত্রাঙ্ক
ঐজবাটোস্তর	মস্ত্রোণাটোস্তর	৫৭৯'১১
২য় খণ্ড সংস্কার প্রকরণ)	(ব্রহ্মোৎসর্গ)	৫৮০'১৩
ঐ	নমঃ	৫৮০ ২১
ব্রহ্মসোত্ত্বস্তনমিত্যাঙ্গির পর "ইমস্মৈ গন্ধে যমুনে" ইত্যাদি বসিবে		৫৮৪'১৫
ভস্মনার্জদাত্তঃ	ভস্মনার্জদাত্তঃ	৫৮৫ ১২
হবে	হবে	৫৮৭'৪
ষিষ্টকুক্ষোম	ষিষ্টকুক্ষোম	৫৯৫'১২
নিম্নোক্ত	পূর্বোক্ত	৬০১ ২০
ভঙ্গরীটি	ভঙ্গরীট	৬১৪'৬
সেই	সেই দিকে	৬১৫'১০
চামুণ্ডা ও কালিকা	চামুণ্ডা	৬১৮'১৩
মোদয়েৎ	মোদয়েৎ	৬২২'১২
যোগায়	যোগায়	৬৪০'২২
"সবাংসি জলদা নদাঃ" স্থলে	"সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ" হইবে ।	৬৪১ ২৩
তীর্থানি	সরাংসি	৬৪১'২৩
"পৃথোক্ত শালাহোম বিবিধপ্রকরণে" স্থলে "তৃতীয়খণ্ডে দ্রষ্টব্য" হইবে		৬৪৩'১৮
নম ও বক্রণায়	ও বক্রণায়	৬৪৪'১৯
কলশ	কলশং	৬৫২'১৯
ক্রোঃ	ক্রোঃ	৬৫২'১
চার্কতে চার্কতে	চার্কতে	৬৫৫'২৮
সম্ভব	সংস্ভব	৬৫৫'২৮
যথৈতৎ	যথা সর্গভূতেত্য উৎসৃষ্টম্ এতৎ	৬৬০'১৯
গ্রহহেভ্যঃ	গ্রহেভ্যঃ	৬৬৫'২৮
অনুগ্রহানৈ	মধ্যে অনুগ্রহানৈ	৬৬৬'১০
সকল	পূর্বমুখে সকল	৬৭৪'২৬
ষিষ্টকুক্ষোম	ঋগ্বেদোক্ত ষিষ্টকুক্ষোম	৬৭৫'১৭
সান্নিধ্যতাম্	সান্নিধ্যতাম্	৬৮০'১৬
চান্নমিতি	চাত্ত্বন ইতি	৬৮৩'১৭
প্রাণাঃ	ক্রাণাঃ	৬৮৩'২০

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
দানবাক্য	দানমন্ত্র	৬৯১।৮
বিমলাচল	বিপুলচল	৬৯৪।৫
তাহারই	সেই	৬৯৬।১০
যজ্ঞ	যজ্ঞেন	৭০০।২৭
“পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থঃ” উঠিয়া বাইবে		৭০১।৮
হি পাপানাং	হ্যপাপানাং	৭০৭।১৩
দোষজ	কর্মজ	৭১১।১৬
স্মৃতি	সংস্মৃতি	৭১৩।১৭
অপূর্য্য	অপূর্য্যা	৭২৬।১৮
কলাপ	সরৌম্প	৭৩৬।২১
তত্ত্ব	তত্ত্ব	৭৩৮।১৬
‘ঈশানে ভগাবহাটের’ ইহার পর “পশ্চিমে ভগসিদ্ধাটের নমঃ” বসিবে		৮৪২।২০
তাত্রাদিপাঠে	তাত্রাদিপাঠে	৭৪২।৯
চক্রহোম	হোম	৭৪৫।২৫
জায়সে	জায়সে	৭৫৯।১৪
হুং	হুং	৭৭১।১৪
বিদ্যুতের	বিদ্যুতের	৭৮১।১
দশাহেত্বা	দশাহেত্বা	৭৮৩।৩০
অগ্নিতে সম্বার্কন	অগ্নিধারা সম্বার্কন	৭৯৩।২৯
ও	ও	৮০০।১৩
করঃশিরঃসংযোগ	করশিরঃসংযোগ	৮১১।২৫
রশ্মি	রশ্মি	৮১৪।৫
অমৃতম্	অমৃতম্	
দুর্ক	দুর্ক	৮১৪।১৩
দ্যোতী	দ্যোতী	৮২৩।২১
কণোতু	কণোতি	৮২৫।১৪
অহবাঃ	বহ্বাঃ	৮২৫।১৭
ইমঃ	ইমঃ	৮২৫।২৭
বজ্রমিদং	বজ্রমিমং	৮২৭।২৪

“দেবতার দক্ষিণে দীপ দিবে সম্মুখে বা বামে দিতে নাই—” স্থলে

দেবতার দক্ষিণে বা সম্মুখে দীপ দিবে, বামে দিতে নাই।”—বসিবে ৮৩০।২৯